Sahih Ibn Khuzaimah and Sahih Ibn Hibban: A Comparative Study

সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়

শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান
শিক্ষাবর্ষ-২০১৪/২০১৫
রেজিঃ নং : ৪৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ মাসুদ আলম
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর, ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক জনাব শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান কর্তৃক উপস্থাপিত "সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি তার একক ও মৌলিক রচনা। আমি তার পান্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানামতে, অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে প্রকাশ কিংবা ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা হয় নি। আমি পিএইচ. ডি ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমাদানের সুপারিশ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

(ড. মো: মাসুদ আলম)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, “সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা” শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক রচনা। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যলয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করি নি।

ঢাকা
নভেম্বর, ২০১৭

শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান
পিএইচ. ডি গবেষক
শিক্ষাবর্ষ-২০১৪/২০১৫
রেজিঃ নং : ৪৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

حَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصلاةُ وَالسلامُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الأَمِين سَيِّدِ الأَنْبِياءِ وَالْمُرسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وأَصحَابِهِ أَجمَعِينَ.

সর্বপ্রথম প্রশংসা করছি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীনের। যিনি আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেছেন। যার অশেষ রহমত ছাড়া আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন সম্ভব হতো না। মানবতার মুক্তির দিশারী রহমাতুল-লিল-‘আলামীন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি অগণিত দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর, বিশিষ্ট গবেষক ড. মো: মাসুদ আলম স্যারের প্রতি। তিনি যেভাবে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। তিনি আমার অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন এবং এর মানোন্নয়নের জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও ভায়রা-ভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের প্রতি। যিনি অত্র অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারণ, অধ্যায় বিন্যাস, উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। কাজের শুরুতে তথ্য-উপাত্তের অপ্রতুলতার কারণে প্রায় হতাশায় ভুগছিলাম, তখন তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে সঠিক নির্দেশনা ও উৎসাহ দিয়ে আমার কাজ শুরু করতে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সঠিক নির্দেশনা না পেলে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সম্পন্ন হতো না। এছাড়া তিনি তার ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে গ্রন্থাদি সরবরাহ করে আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা কখনও ভুলবার নয়। আমি তার নিকট চিরঋণী হয়ে থাকব। এজন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। অতি ব্যস্ততার মাঝেও গভীর মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে তিনি অভিসন্দর্ভটির আদ্য-পান্ত পাঠ করে সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা দান করেছেন।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মারহুম আলহাজ্জ অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ আশরাফ আলী ও মাতা মারহুমা আলহাজ্জ লুৎফুন্নেছা পারভীন যাদের দু'আ ও সার্বিক সহযোগিতায় আজ আমি লিখা-পড়ার এই স্তরে উপনিত হয়েছি। আল্লাহ্ তাঁদেরকে জান্নাতুল-ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবূল করুন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ও জান্নাতুল-ফিরদাউস কামনা করছি তাদের জন্য, যাদের দু'আর কাঙ্গাল ছিলাম আমি, আমার নানা মারহুম আলহাজ্জ মোকছেদ আলী ফারাজী, আল্লাহ্‌র ওলী ও আমার শ্বশুর মারহুম আলহাজ্জ প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল আজীজ খান, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বিশিষ্ট গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মারহুম আলহাজ্জ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ এবং মারহুম প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবুল খায়ের স্যার প্রতি।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, বর্তমান চেয়ারম্যান ও প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ, প্রফেসর ড. মো: শামছুল আলম ও প্রফেসর ড. মো: আখতারুজ্জামান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. এফ. এম. এ. এইচ. তাকী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জান, প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমীন, প্রফেসর ড. এ কে. এম. আব্দুল লতিফ, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জনাব শেখ মোঃ তৈয়্যবুর রহমান নিজামী, ড. মোহাঃ আশরাফ উজ্ জামান স্যারকে। যাঁরা আমাকে সুপরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে মানসম্মত করতে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ স্যারের ‘আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া’ লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী ঢাকা এবং অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে আমি এ অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

এছাড়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সহধর্মিনী, যার অক্লান্ত ভালবাসা, সার্বিক সহযোগিতা এবং উৎসাহে আমার পিএইচ. ডি গবেষণা কর্মটি সফলতার মুখ দেখার অপেক্ষায়। গবেষণা কর্ম ধৈর্য্যের সাথে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সে, যে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছে তার দৃষ্টান্ত বিরল। গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করার জন্য আমাকে সংসারের ঝামেলা থেকে অনেকখানি মুক্ত রেখেছে। তার জন্য দু'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যেন আমৃত্যু সুস্থ রাখেন ও তাঁর নেক মাকসূদ পূরণ করেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার ছোট ভাই আব্দুল্লাহ আল-মামুন, শেখ মোঃ আশিকুর রহমান, এক মাত্র বোন জেসমিন নাহার, ভগ্নিপতি জাহিদুল কবির ও ভগ্নিপতি শফিকুল ইসলাম-এর প্রতি, যারা আমার গবেষণা কর্মের খোঁজ-খবর নিয়ে উৎসাহ যুগিয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয়া নানী আলহাজ্জা কুলসুম বেগম, আল্লাহ্‌র ওলী ও আমার শ্বাশুড়ী আলহাজ্জা আলেয়া আজীজ খান, আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার একমাত্র শ্যালক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মু. ইকবাল আজীজ খান-এর প্রতি ও অন্তরের অন্তস্থল থেকে দু'আ করছি, যিনি আমার গবেষণাকর্মের খোঁজ-খবর নিয়ে ও বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে উৎসাহ দিয়েছেন। ড. তাহেরা আরজু খান-এর প্রতি বিশেষ দু'আ, যার উৎসাহ আমার গবেষণার কাজ গতিশীলতা এনে দিয়েছে। স্মরণ করছি, আমার বড় মামা আলহাজ্জ এনামুল হক বাবুল, আলহাজ্জ এমদাদুল হক ইমু, আলহাজ্জ এহতিশামুল হক শিমুল, রাশেদুল হক রাশু, সকল মামী, সকল খালা-খালু, সকল চাচা-চাচি, আত্নীয়-স্বজন ও শালী নাফিসা খান, তৈয়্যবা খান, সাবিহা খান, হাবীবা খান-এর প্রতি যারা আমার গবেষণা কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে।

আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করছি, আমার সহকর্মী মেজর (অবঃ) কামরুল হাসান, মাওলানা আব্দুল আজীজ, সাবেক সহকর্মী ড. মোহাম্মদ ফারূক, ড. মোঃ কেরামত আলী, ড. মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী, মোঃ হাবীবুল্লাহ্ ও মো: সোলাইমান হোসাইন যাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণাকে মানসম্মত করতে সহায়ক হয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার প্রিয়বন্ধু ড. মোঃ শাহ্ জালাল ও আব্দুর রহিম মুকুলের প্রতি। যারা আমাকে গবেষণা কাজে তথ্য- উপাত্ত সরবরাহে এবং সুপরামর্শ দিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতায় আমাকে চিরঋণী করে রেখেছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার প্রিয়বন্ধু প্রিয় ছাত্র হাফিয মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, হাফিয মাওলানা মোঃ ফারূক, মাওলানা মাসুদুল ইসলাম, মোঃ ওসমান গনী, শাহিনুর রহমান, মুহাম্মাদ ইলিয়াছ, মারহুম হাফিয হাসানুজ্জামান, মাওলানা মিকদাদ সিদ্দিকী, আরিফুল-ইসলাম, মুকতাদির হোসেন মারুফ, আবূ আসাদুল্লাহ্, মাওলানা নাদিমুর রশিদ, মাওলানা ওলীউল্লাহ্, মাওলানা আলামীন, আবূ বকর হাবীব, আবূ বকর সুমন, এস এম আবূ নাঈম, তানভীর আহমেদ জেমী, শাকিন আহমেদ এবং প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান ও মুসলিহ্ উদ্দীন মৃধাকে যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, এজন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাদের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পরিশেষে আমার দাদা-দাদী, খালা মরহুম জেবুন্নেছা পারভীন, আমার নোয়া চাচিমা শিক্ষকবৃন্দ ও আপনজনের মধ্যে থেকে যারা ইন্তিকাল করেছেন, তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি ও দু'আ করছি আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন!

মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমীন!

শেখ মোহাম্মদ মাহদী হাসান

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

(‘আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

ا -	অ	ط -	ত	ـِـ	ি	يَا -	ইয়া
ب -	ব	ظ -	য	ـُـ	ু	يِ -	য়ি
ت -	ত	ع -	‘	ـَـا	া	يِى -	য়ী
ث -	ছ	غ -	গ	ـُـو	ূ	يُ -	ইয়ু
ج -	জ	ف -	ফ	ـِـى	ী	يُو -	ইউ
ح -	হ	ق -	ক	أَ	আ	عَ -	‘আ
خ -	খ	ك -	ক	ا	আ	عَا -	‘আ
د -	দ	ل -	ল	اِي	ঈ	عِ -	‘ই
ذ -	য	م -	ম	اُ	উ	عِي -	‘ঈ
ر -	র	ن -	ন	اُو	ঊ	عُ -	‘উ
ز -	য	و -	ও	وَ -	ওয়া	عُو -	‘ঊ
س -	স	ه -	হ	وِى -	বী, ভী		
ش -	শ	ء -	‘	وُ -	উ		
ص -	স	ى -	য়	وُّو -	ঊ		
ض -	দ	ـَـ	--া	يَ -	ইয়া		

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

সংকেত	বিবরণ
অনু	অনুবাদ
খ্রি.	খ্রিস্টীয় সন
হি.	হিজরি সন
আ.	আলাইহিস্ সালাম
র.	রাহ্মাতুল্লাহি ‘আলায়হি
রা.	রাদিয়াল্লাহু ‘আন্হু
সা.	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মৃ.	মৃত/মৃত্যু
জ.	জন্ম
ইং	ইংরেজী
পৃ.	পৃষ্ঠা
খ.	খন্ড
সং	সংস্করণ
খৃ. পূ.	খৃষ্টপূর্ব
তা. বি.	তারিখ বিহীন
ড.	ডক্টর
ডা.	ডাক্তার
দ্র.	দ্রষ্টব্য
মাওঃ	মাওলানা
মোঃ	মুহাম্মাদ
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইবি	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক
বাং	বাংলা
বা.এ.	বাংলা একাডেমী
Adi	Adition
Ed.	Edited by
OP. Cit.	Oper Citao
P.	Page
Trs.	Translation
Vol.	Volume
Pub.	Publisher

সূচী পত্র

প্রত্যয়নপত্র	
ঘোষণাপত্র	
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
প্রতিবর্ণায়ন	
সংকেত বিবরণী	
সূচী পত্র	
ভূমিকা	১-৫
প্রথম অধ্যায়: ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র)-এর সমসাময়িক অবস্থা	৬-৭১
প্রথম অনুচ্ছেদ: রাজনৈতিক অবস্থা	৬-৩১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সামাজিক অবস্থা	৩২-৪০
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	৪১-৭১
দ্বিতীয় অধ্যায়: ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র)-এর জীবন পরিক্রমা	৭২-১২৭
নাম ও বংশ পরিচয়	৭৩
জন্ম ও জন্মস্থান	৭৪
বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন	৭৫
হাদীস অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ	৭৬-৭৮
ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র)-এর জ্ঞান	৭৮-৮০
স্মৃতি শক্তি	৮০
স্বভাব-চরিত্র	৮০-৮১
তাক্ওয়া	৮১-৮২
শিক্ষকবৃন্দ	৮২-১১০
ছাত্রবৃন্দ	১১০-১২১
রচনাবলী	১২১-১২৪
ইন্তিকাল	১২৫
তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত	১২৫-১২৭
তৃতীয় অধ্যায়: সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ সংকলনের শর্তাবলী ও সংকলন পদ্ধতি	১২৮-১৭৩
প্রথম অনুচ্ছেদ: সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ সংকলনের শর্তাবলী	১২৯-১৩৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছে: সংকলন পদ্ধতি	১৩৬-১৭৩
চতুর্থ অধ্যায়: Beb wneŸvb (i.)-Gi mgmvgwqK Ae¯v.........................	১৭৪-২৩৪
প্রথম অনুচ্ছেদ: রাজনৈতিক অবস্থা	১৭৫-১৯০
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সামাজিক অবস্থা	১৯১-১৯৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	২০০-২৩৪
পঞ্চম অধ্যায়: ইব্‌ন হিব্বান (র)-এর জীবন পরিক্রমা	২৩৫-২৬৯
নাম ও বংশ পরিচয়	২৩৭-২৩৮
জন্ম ও জন্মস্থান	২৩৮
বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন	২৩৮-২৪১
শিক্ষকবৃন্দ	২৪১-২৫৫
ছাত্রবৃন্দ	২৫৫-২৫৯
রচনাবলী	২৫৯-২৬৭
ইন্তিকাল	২৬৭
তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত	২৬৭-২৬৯
ষষ্ঠ অধ্যায়: সহীহ ইব্‌ন হিব্বানে হাদীছ সংকলনের শর্তাবলী ও সংকলন পদ্ধতি	২৭০-৩০২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অনুচ্ছেদ: হাদীছ সংকলনের শর্তাবলী	২৭১-২৭৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছে: হাদীছ সংকলনের পদ্ধতি	২৮০-৩০২
সপ্তম অধ্যায়: সহীহ্ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ্ ইব্ন হিব্বান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা	৩০৪-৫০০
প্রথম অনুচ্ছেদ: হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, সহীহ্ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ্ ইব্ন হিব্বানের নামকরণ ও উভয় গ্রন্থের হাদীছ সংখ্যা	৩০৪-৩১২
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: হাদীছসমূহ একত্রিতকরণে উভয়ের পদ্ধতি	৩১৩-৩৬৬
তৃতীয় অনুচ্ছে: ফিকহী মাস'আলা বর্ণনায় উভয়ের পদ্ধতি	৩৬৭-৩৮৮
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: নাসখের বিধান আরোপে উভয়ের পদ্ধতি	৩৮৯-৪২৯
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে প্রাধান্যদানে উভয়ের পদ্ধতি	৪৩০-৪৫৮
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: শাব্দিক বিশ্লেষণে উভয়ের পদ্ধতি	৪৫৯-৪৮০
সপ্তম অনুচ্ছেদ: উভয়ের 'আক্বীদাহ্ ও মাযহাব এবং গ্রন্থদ্বয়ের মর্যাদা	৪৮১-৫০১
উপসংহার	৫০২-৫০৪
গ্রন্থপঞ্জী	৫০৫-৫১৯

Dhaka University Institutional Repository

fwgKv

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq

Beb Lhvqgvn (i.)-Gi mgmvgwqK Ae¯v

c_g Ab‡”Q`: ivR‰bwZK Ae¯v

wØZxq Ab‡”Q`: mvgwRK Ae¯v

ZZxq Ab‡”Q`: wk ÿv-mvs¯‹wZK Ae¯v

ভূমিকা

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শরী'আতের চারটি প্রধান উৎসের মধ্যে আল-হাদীছ দ্বিতীস উৎস। আল-কুর'আন যেখানে জীবন ব্যবস্থার মৌলিক নীতি পেশ করেছে, আল-হাদীছ সেখানে সে সমস্ত নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। অর্থাৎ আল-কুর'আন জীবন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তরূপ আর আল-হাদীছ তার বিস্তারিত বিবরণ। আল-কুর'আন ইসলামের বিরাট বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড, আর আল-হাদীছ তার শাখা-প্রশাখা। শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব ছাড়া যেমন বৃক্ষ মানবের চাহিদা পূরণে সামর্থ হয় না, তেমনি হাদীছ ছাড়া আল-কুর'আন থেকে মানবের সকল চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। আল-হাদীছ হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় বিশেষ বিশেষ সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাদীছকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছেন। সাহাবীদের ইন্তিকালের পর হাদীছ লিপিবদ্ধের এ ধারা চলতে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে, খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদিল-'আজিজ সরকারীভাবে হাদীছ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ জারী করেন। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ যুগেই আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ অর্থাৎ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর صحيح ابن خذيمة নামক বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থটি এ শতাব্দীতেই সংকলিত হয়েছে। আর চতুর্থ শতাব্দীতে ইব্ন হিব্বান (র.)-এর বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) (২২৩ হি./ ৮৩৮ খ্রি.– ৩১১ হি./৯২৩ খ্রি.) ও ইব্ন হিব্বান (র.) (২৭০ হি./ ৮৮৪ খ্রি.-৩৫৪ হি./৯৬৫ খ্রি.) উভয়ই ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ। তাঁরা গভীর সাধনা, বহু দেশ ও হাদীছ কেন্দ্র ভ্রমণ করে অনেক হাদীছ সংগ্রহ করেন। অতপর সংগৃহীত হাদীছগুলোকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উক্ত গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। তাঁদের গ্রন্থদ্বয় অনুপম বৈশিষ্ট্যের কারণে হাদীছ সংকলনের ইতিহাসে এক বিরাট স্থান দখল করে আছে। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁদের এ অসামান্য অবদান ও তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ের মূল্যায়ন বিভিন্ন গ্রন্থে 'আরবী ভাষায় আলোচিত হয়েছে। আমার জানামতে "সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শিরোনামে বাংলা ভাষায় কোন গবেষণা কর্ম এ যাবৎ সম্পাদিত হয়নি। এ কথা বিবেচনা করেই গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য আমি এ বিষয়বস্তুটি নির্বাচন করেছি। কাজের শুরুতে জটিল সমস্যার সম্মুখিন হই। কারণ তাঁদের জীবন চরিত, কর্ম-কৃতিত্ব ও গ্রন্থদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থের সংখ্যা খুবই নগণ্য। জীবনী গ্রন্থকার এবং ঐতিহাসিকগণ মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) ও ইব্ন হিব্বান (র.)-এর জীবন ও কর্মের অতি সামান্য তথ্য তুলে ধরলেও, তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ের মুল্যায়নের ব্যাপারে তেমন কিছু তুলে ধরেন নি। এ কারণেঅনেক অনুসন্ধান করে ও 'আরবী বই বাংলায় অনুবাদ করে উক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কে একটি তুলনামূলক আলোচনা অত্র গবেষণা কর্মে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে আমি যথাক্রমে ৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্থ করেছি। আবার প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে কয়েকটি অনুচ্ছেদের অবতারণা করেছি।

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়টি তিনটি অনুচেছদে বিভক্ত করেছি। প্রথম অনুচেছদে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা, যেখানে তাঁর সমসাময়িক 'আব্বাসীয় খিলাফাতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়া খলীফাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, শাসনকাল, খলীফাদের ওপর তুর্কীদের প্রভাব, খলীফাদের চরম পরিণতির পাশাপাশি খুরাসানের রাজনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচেছদে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা, যেখানে তৎকালিন নারীদের ক্ষমতায়ন, তুর্কী দাস-দাসীদের মর্যাদা, মদ্যপান, শী'আ-সুন্নীদের পারস্পরিক বিরোধ, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, পোষাক-পরিচেছদ, খাদ্য-দ্রব্য, খেলা-ধুলা, গান-বাদ্য ও বিনোদন এবং শোভাযাত্রার বর্ণনা আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অনুচেছদে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর সমসাময়িক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, যেখানে ইসলামী বিশ্বে 'ইলমুল-হাদীছ, 'ইলমুত্-তাফসীর, 'ইলমুল-ফিক্হ, 'ইলমুল-কালাম, 'আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য, ইতিহাস, 'ইলমুত্-তাসাউফ, দর্শন শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভূগোল শাস্ত্র ও গণিত শাস্ত্রে যে সমস্ত মনীষীগণ বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর জীবন পরিক্রমা তথা তাঁর নাম, বংশ পরিক্রমা, জন্ম, বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন, হাদীছ অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর জ্ঞানের পরিচয়, তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর স্মৃতি শক্তি, স্বভাব-চরিত্র, তাক্ওয়া ও পরহেজগারীতা, তাঁর রচনাবলী, ইন্তিকাল, তাঁর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণের অভিমত আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্তে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) যে শর্তসমূহ আরোপ করেছেন, তা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া এ গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছেনে, সে ব্যাপারেও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়টি তিনটি অনুচেছদে বিভক্ত। প্রথম অনুচেছদে ইব্ন হিব্বান (র)-এর সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা, যেখানে তাঁর সমসাময়িক 'আব্বাসীয় খিলাফাতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়া খলীফাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, শাসনকাল, খলীফাদের ওপর তুর্কীদের প্রভাব, খলীফাদের চরম পরিণতির কথা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচেছদে ইব্ন হিব্বান (র)-এর সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা, যেখানে তৎকালিন নারীদের ক্ষমতায়ন, তুর্কী দাস-দাসীদের মর্যাদা, মদ্যপান, শী'আ-সুন্নীদের পারস্পরিক বিরোধ, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, পোষাক-পরিচেছদ, খাদ্য-দ্রব্য, খেলা-ধুলা, গান-বাদ্য ও বিনোদন এবং শোভাযাত্রার বর্ণনা আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অনুচেছদে ইব্ন হিব্বান (র)-এর সমসাময়িক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, ইসলামী বিশ্বে 'ইলমুল-হাদীছ, 'ইলমুত্-তাফসীর, 'ইলমুল-ফিকহ্, 'ইলমুল-কালাম, 'আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য, ইতিহাস, 'ইলমুত্-তাসাউফ, দর্শন শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভূগোল শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্রে যে সমস্ত মনীষী বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে ইব্ন হিব্বান (র)-এর জীবন পরিক্রমা তথা তাঁর নাম, বংশ পরিক্রমা, জন্ম, বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন, হাদীছ অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ, তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনাবলী, তাঁর ইন্তিকাল এবং তাঁর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণের অভিমত আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : সহীহ ইব্ন হিব্বান গ্রন্থে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে ইব্ন হিব্বান (র) যে শর্তাবলী আরোপ করেছেন, তা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া তিনি তাঁর গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, তাও উপস্থাপিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: এ অধ্যায়টিতে হাদীছ সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, হাদীছ গ্রন্থদ্বয়ের নামকরণের কারণ, উভয় গ্রন্থে বর্ণীত হাদীছ ও অধ্যায়ের সংখ্যা আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থদ্বয়ে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে সংকলকদ্বয় যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, তা আলোচনার করা হয়েছে। ফিকহী মাস'আলার সমাধানে উভয় মুহাদ্দিছ যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, তা বর্ণনার পাশাপাশি উভয় গ্রন্থের মধ্যে পদ্ধতিগত মিল-অমিলের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। নাসখের হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে উভয়ের পদ্ধতি এবং কোনটি নাসিখ ও মানসূখ হবে, সে আলোচনার পাশাপাশি মানসূখ হওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে তাঁরা যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, তা আলোচিত হয়েছে। বর্ণীত হাদীছের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বিশ্লেষণ ও দূর্বোধ্য শব্দাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সর্বশেষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বানের মর্যাদা আলোচিত হয়েছে।

উপসংহারে গবেষণার সারনির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভটির পূর্ণাঙ্গ রূপায়নে যথা সম্ভব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। তথ্যসমূহ একাধিক সূত্র থেকে যাচাই করে তার যথার্থতা ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বান সম্পর্কিত সকল তথ্যই যে এই অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত হয়েছে কিংবা এটিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও

চুড়ান্ত কর্ম এমন দাবী সঙ্গতভাবেই আমি করতে পারি না। তবে এ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে এটি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বান গ্রন্থদ্বয় সহীহ হাদীছ সংকলনে এক অনবদ্য রচনা।

এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমরা অধিকাংশ তথ্য সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ, সহীহ ইব্ন হিব্বান, অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ, তাফসীর, ইতিহাস ও 'ইলমুর্-রিজাল বিষয়ক মূল গ্রন্থাবলী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) ও ইব্ন হিব্বান (র.)-এর সমসাময়িক আব্বাসীয় খিলাফাতের রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা, তাঁদের উভয়ের জীবনী ও হাদীছ সংকলনে তাঁদের পদ্ধতির ব্যাপারে যে সকল গ্রন্থ থেকে উপাত্ত-উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, শামসুদ্দীন্-আয্-যাহাবীর 'সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, 'তাযকিরাতুল-হুফ্ফায', 'আল-'ইবার', ইব্ন কাছীরের 'আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্', ইব্ন হাজার 'আসকালানীর 'তাহযীবুত্-তাহযীব', 'তাকরীবুত্-তাহযীব', ইব্নুল-আছীর-এর 'আল-কামিল ফীত্-তারীখ', 'আল্-লুবাব ফী তাহযীবিল-আনসাব', ইব্নুল-জাওযীর 'আল-মুনতাযাম, জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মিয্যীর 'তাহযীবুল-কামাল ফী আসমা'ইর রিজাল', ইব্ন খাল্লিকানের 'ওয়াফিয়াতুল-আ'ইয়ান' 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আসাদ আল-ই'আফি'ঈর 'মির'আতুল-জিনান', আস্-সাম'আনীর 'আল-আনসাব', তাজ উদ্দীন আস্-সুবকীর, 'ত্বাকাতুশ্-শাফি'ইয়াতুল-কুবরা', খায়রুদ্দীন আয্-যিরিকলীর 'আল-আ'লাম', ই'আকূব আল-হামাভীর 'মু'জামুল-বুলদান', জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতীর 'ত্বাকাতুল-হুফ্ফায', ইব্নুল 'ইমাদের 'শাযারাতুয্-যাহাব', ইব্ন তাগরী বারদীর 'আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ্', ড. মুহাম্মাদ মুসতাফা আল-আ'যামী সম্পাদিত, 'সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ, সালিহ আল-হাম্মাম সম্পাদিত, 'সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্', শু'আইব আরনা'উত সম্পাদিত, আল-ইহসান ফী তাকরীবি সহীহ ইব্ন হিব্বান, মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও ড. খালিস আয় দামির সম্পাদিত সহীহ ইব্ন হিব্বান, মুহাম্মাদ আবূ যাহুর 'আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন', মুহাম্মাদ 'আবদুল-আযীয আল-খাওলীর 'মিফতাহুস্-সুন্নাহ',ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদিত ইসলামী বিশ্বকোষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

অত্র গবেষণা কর্মে যে সব তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপিত হয়েছে, তা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে একটি নতুন সংযোজন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিশেষ করে হাদীছ বিষয়ক জ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে মনে করি। সেইসাথে এটি পরবর্তী গবেষকদের আরও অধিক তথ্য লাভে উৎসাহিত করবে বলে বিশ্বাস করি। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এটির পূর্ণাঙ্গরূপ প্রদানের জন্য সকল ক্ষেত্রেই লিখিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করা হয়েছে। গবেষণায় পুনরুক্তি (Repetition) দূষনীয় বিধায় এদিকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

সবশেষে আমি মহান আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করেন এবং এর দ্বারা মানব জাতির উপকার সাধিত হয় এবং শেষ বিচারদিবসে যেদিন কোন সম্পদ,সন্তান-সন্তুতি কোন উপকারে আসবে না সেদিনের জন্য পাথেয় হিসাবে কবূল করেন।

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَo وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَoوَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِo

-'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন। আমাকে নি'আমাত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।'[১]

১. আল-কুর'আন, ২৬: ৮৩-৮৫

প্রথম অধ্যায়

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর সমসাময়িক অবস্থা

প্রথম অনুচ্ছেদ

রাজনৈতিক অবস্থা

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) (২২৩-৩১১ হিজরী/৮৩৮-৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) 'আব্বাসীয় শাসনামলে জন্মগ্রহণ করায় এ যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস জানা আবশ্যক। ইতিহাস হলো সমাজ বা রাষ্ট্রের দর্পন। উমাইয়া বংশের ধ্বংসস্তুপে 'আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এ বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'আরব জাতি' ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে। এই বংশের ৩৭ জন খলীফা দীর্ঘ (১৩২-৬৫৬ হিজরী/৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) ৫০৮ বছর খিলাফাতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২] তাদের মধ্যে কেউ কেউ মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখে অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করেছেন; আবার অধিকাংশই সিংহাসন অলঙ্কৃত করে মূলতঃ শক্তিশালী সামাজিক শক্তির ক্রিড়নকের ভূমিকা পালন করেছেন। অনেকেই খিলাফাতের রাজনৈতিক ক্ষমতা নয়, কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ভোগ করেছেন।[৩] খলীফা আবুল 'আব্বাস আস্-সাফ্ফাহ্[৪] (মৃত ১৩২ হিজরী) হতে আল-ওয়াছিক বিল্লাহ (মৃত ২৩২ হিজরী) পর্যন্ত রাজনৈতিক অবস্থা

---

২. শায়খ মুহাম্মাদ খুদরী বেগ, gnv'vivZ ZvixLj Dgwgj Bmjwgq¨vn Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn (বৈরূতঃ দারুল-মা'আরিফাহ্, তা. বি.), পৃ. ৪৮৪ (পরবর্তীতে এ উৎসটি আদ্-দাওলাতুল-'আব্বাসিয়্যাহ্ হিসাবে ব্যবহৃত হবে); ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, Bgvg Zvnvfx i. Rxeb I Kg (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১; মূসা আনসারী, ga¨h‡Mi gmwjg mf¨Zv I ms¯wZ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ/১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৯; এ ক্ষেত্রে ইব্ন খালদূনের মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

أنالدولةفيالغالبلاتعدوأعمارثلاثةأجيالوالجيلهوعمرشخصواحدمنالعمرالوسطفيكونأربعينالذيهوانتهاءالنموو النشوءإلىغايته.قالتعالى حَتَّىٰإِذَابَلَغَأَشُدَّهُوَبَلَغَأَرْبَعِينَسَنَةً......ولذا يجرى على ألسنة الناس فى المشهور أن عمر الدولة مائة سنة.

-'অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন সম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব তিনটি প্রজন্মের বয়স সীমা অতিক্রম করে না। একটি প্রজন্মের বয়স সীমা হয় একটি ব্যক্তির মধ্যম বয়সের সমপরিমাণ। আর এর পরিমাণ হচ্ছে চল্লিশ বছর। এ পরিমাণ সময়ে সে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। আলাহ্ তা'আলা বলেন, 'ক্রমে সে (মানুষ) পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়।' সূরা আল-আহ্কাফ, ৪৬ : ১৫; এ কারণেই মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে যে, একটি সাম্রাজ্যের বয়স হচ্ছে একশত বছর।'

দ্র. ইব্ন খালদূন, Avj-gKwÏgvn (বৈরূতঃ দারুল কলম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৭০-৭১

৩. ga¨h‡Mi gmwjg mf¨Zv I ms¯wZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবুল-'আব্বাস। উপাধি আস্-সাফ্ফাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্নুল-'আব্বাস ইব্ন 'আবদিল-মুত্তালিব আল-কারতাশী আল-হাশিমী। তাঁকে আল-মুরতাযী আল-ক্বাসিম ও রাওয়াতাতও বলা হতো। সিরিয়ার বালক প্রদেশের আশ্-শিরা অঞ্চলের আল-হামীমাহ্ নামক স্থানে আস্-সাফ্ফা ১০৮ হিজরী মতান্তরে ১০৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। মাহমূদ শাকির বলেন, وُلِدَ بِالْحَمِيْمَةِ مِنَ الشَّرَاةِ فِيْ الإِرْدَنِ عَام 105 هجرة - তিনি ১০৫ হিজরী সনে আশ্-শিরা অঞ্চলের হামীমাহ্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এখানেই প্রতিপালিত হন এবং পরবর্তীকালে আপন ভাই ইমাম ইব্রাহীমের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর আপন ভাই মানসূর থেকে বয়সে ছোট ছিলেন। ইব্ন জারীর আত্-তাবারী বলেন, যে দিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) আপন চাচা 'আব্বাসকে বলেছিলেন إِنَّهُ تَؤُوِّلُ الْخِلاَفَةُ إِلَى وَلَدِهِ، فَلَمْ يَزَلْ وَلَدُهُ يَتَوَقَّعُوْنَ ذَالِكَ، وَيَتَحَدَّثُوْنَ بِهِ بَيْنَهُمْ - তাঁর বংশধররা একদিন খিলাফাতের অধিকারী হবে......। সেদিন থেকেই 'আব্বাসের বংশধররা খিলাফাত লাভের আশা পোষণ করে আসছিল। আর তাই তিনি ১৩২ হিজরীর ১২ রবী'উল আওয়াল/২০ অক্টোবর ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে কূফায় খিলাফাতের বায়'আত গ্রহণ করেন। 'আবদুল্লাহ্ আস্-সাফ্ফাহ্ একাধারে নরহত্যা, বদান্যতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় ছিলেন অনন্য। কারো কারো মতে ১৩ রবী'উল-আছিরে তিনি বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি হিরার

ছিল সুন্দর, সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ। ২৩২ হিজরীতে ওয়াছিক বিল্লাহ্র ইন্তিকালের মধ্যদিয়েই এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৫] শুরু হয়'আব্বাসীয় শাসনামলের অবনতি ও পতনের যুগ। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের যুগ থেকেই এ যুগের সূচনা হয়।[৬] আর এ পতনের মূল কারণ ছিল পরবর্তীতে যারা 'আব্বাসীয় খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের দুর্বলতা এবং তাঁদের উপর তুর্কী সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র প্রভাব।[৭]

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) (২২৩ হিজরী/৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে) অষ্টম খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ্[৮] (২১৮-২২৮ হিজরী/৮৩৩-৮৪২ খ্রিস্টাব্দ)-এর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। 'আব্বাসীয় খিলাফাতের

নিকটবর্তী আনবার নামক স্থানে ১১ মতান্তরে ১৩ যিল-হাজ্জ রবিবার ১৩২ হিজরীতে ৩৩ বছর বয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে আল-আনবার শহরে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. শায়খ মুহাম্মাদ খুদরী বেগ, gnv'vivZ ZvixLj-Dgwgj-Bmjwgqvn Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn(বৈরূতঃ দারুল-ক্বলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫৭; (পরবর্তীতে এ উৎসটি Av'-'vIjvZj ÔAveŸwmq¨vn হিসেবে ব্যবহৃত হবে); মাহমূদ শাকির, AvZ-ZvixLj-Bmjvgx (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৭; ইব্ন কাছীর, Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn্ (দারুল হিজরঃ মারকাযুল-বুহূছ ওয়াদ্-দিরাসাতিল-'আরাবিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৪৬; আবুল-ফিদা, Avj-gLZvmviæ dx AvLewii j-evkvi (বৈরূতঃ দারুল-কিতাব, তা. বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; ইব্নুল-আছীর, Avj-Kwgj dxZ-ZvixL (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৩; ইব্ন জারীর আত্-ত্বারী, ZvixLZ-Zevix ZvixLi-iæmj Iqvj-gjK (কায়রোঃ দারুল-মা'আরিফ, তা.বি), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪২১ (পরবর্তীতে এ উৎটি তারীখুত্-ত্বারী হিসেবে ব্যবহৃত হবে); আবুল-হাসান ইব্ন 'আলী আল-মাস'উদী, gi/Rh-hvnve (বৈরূতঃ মাকতাবাতুল-'আসরিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; আল-ই'আকূবী, ZvixLj-BÔAvKex (বৈরূতঃ শিরকাতুল-আ'লাম লিল-মাতবূ'আত, ১ম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮২-৮৩;জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, ZvixLj-Ljvdv (বৈরূতঃ দারু ইব্ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২০৪-০৫; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জমাদিউল-আওয়াল, ১৪২৫ হি./জুন, ২০০৫ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ.১১৪-১৫; মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, Bmjv‡gi BwZnvm, অনুবাদঃ সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জমাদিউস সানী, ১৪২৯ হি./জুন, ২০০৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯-৫০; *Encyclopaedia Britannica* (London: William Benton Publisher, First Published, 1968), Vol-4, P. 649.

৫. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn্, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮৪

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৫

৭. জুরজী যায়দান, ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj Bmjvgx (মিসরঃ মু'আস্সাতু দারিল-হিলাল, ১৯৬৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪

৮. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম হারূন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক মুহাম্মাদ ইব্ন হারূনুর্-রশীদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্নুল-খলীফা আবী জা'ফর আল মানসূর 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। তিনি ১৭৯ হিজরী সনে কূফার যাবতারা নামক স্থানে মারিদাহ্ নামক ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কারও কারও মতে তিনি ১৮০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানেই লালিত-পালিত হন। খলীফা হারূনুর্-রশীদ তার এ পুত্রটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি যখন তার সন্তানদের মধ্যে কোন কিছু বন্টন করতেন, তখন সবচেয়ে বড় ও ভালো অংশটি মু'তাসিমকে দিতেন। মু'তাসিম লেখা-পড়ার ব্যাপারে উৎসাহি ছিলেন না। বরং তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ গড়নের পাহলোয়ান এবং বীর পুরুষ ছিলেন। নিফত্বওয়াই বলেন, كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاس بَطْشًا، كَانَ يَجْعَلُ زَنْدَ الرَّجُل بَيْنَ أُصْبِعَيْه فَيُكَسِّره -তিনি অনেক শক্তিশালী ছিলেন। তিনি মানুষের হাতের কব্জির হাড় দু'আঙ্গুলের চাপে ভেঙ্গে দিতেন। তিনি কবিদেরকে অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করতেন। কখন ও কখনও স্বরচিত কবিতা আবৃতি করতেন।জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, لَهُ مَحَاسِنٌ وَكَلِمَاتٌ فَصِيْحَةٌ وَشِعْرٌ لَا بَأْسَ بِه - তাঁর অনেক সুন্দর সুন্দর বাণী ও কবিতা রয়েছে।খলীফা আল-মামুনের শাসনামলে তিনি সিরিয়া ও মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। আল-মামুন তার বীরত্ব ও দূরদর্শিতার কারণে তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই খলীফা খুশি হয়ে আপন পুত্র 'আব্বাসকে বঞ্চিত করে তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তিনি ২১৮ হিজরী সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দীর্ঘ নয় বছর খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন। আল-মামুনের মতো তিনি নিজেও মু'তাযিলী মতবাদ গ্রহণ করেন। "খালকে কুর'আন" মতবাদ নিয়ে তিনি তার ভাই মামুনের মতো পাগলামিতে লিপ্ত ছিলেন। তিনি এ প্রশ্নে অনেক 'আলিম ও জ্ঞানী-গুণীকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়েছেন। তিনি ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বালের উপর (মৃত ২৪১ হিজরী) এ প্রশ্নে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন চালান।জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, سَلَكَ مَا كَانَ المَأمُوْن عَلَيْه وَخَتَمَ بِهِ عُمْرُهُ مِنْ إمْتِحَان

৭ম খলীফা মামুনুর্-রশীদের ইন্তিকালের পর ২১৮ হিজরী সনে রজব মাসের ১২/১৯ তারীখ ১০ই আগোষ্ট, ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বৃহস্পতিবার মু'তাসিম বিল্লাহ্ ৮ম খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৯] তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-মালিককে উযীরে 'আযম মনোনীত করেন।[১০] তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হলে পারসিক সৈন্যদের একটি বিরাট অংশ তাকে খলীফা হিসেবে মেনে না নিয়ে, খলীফা মামুনের পুত্র আল-'আব্বাসকে খলীফা নিয়োগ করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তৎক্ষনাৎ আল-'আব্বাস স্বয়ং পিতৃব্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায়, তাঁদের সে ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়।[১১]

খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ্ ছিলেন একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব। তাই খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি সামরিক বাহিনীর প্রতি অধিক মনোযোগ দেন। তাঁর পূর্বসূরী 'আব্বাসীয় খলীফাগণ সাধারণভাবে খুরাসানীদেরকে বেশী সমাদর করতেন। 'আরব সৈন্যদের উপর তাঁদের আস্থা খুব কমই ছিল। যদিও খুরাসানীদের পক্ষ থেকেও তাদের জন্য বারবার সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এতদসত্বেও সামগ্রিকভাবে 'আরবদের থেকে খুরাসানী ও 'ইরানীদের উপর তাদের আস্থা বেশী ছিল। এ জন্য সামরিক বাহিনীতে 'আরদের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে খুবই অল্পে এসে ঠেকে।[১২] তাদের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য তিনি বুখারা, সামারকন্দ, তুর্কীস্থান, মারওয়াউন্-নাহার, ফারাগানা ও আশরুসানাহ্ প্রভৃতি এলাকা থেকে তুর্কীদেরও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করান।[১৩]

النَّاس بِخَلْقِ القُرْأن، فَكَتَبَ إِلِى البِلَاد بِذَالِكَ، وَأمَرَ المُعَلِّمِيْنَ أنْ يُعَلِّمُوْا الصِبْيَانَ ذَالِكَ، وَقَاسَى النَّاس مِنْه مُشَقَّةً فِيْ ذَالِكَ، وَقَتَلَ عَلَيْه خُلْقًا مِنَ العُلَمَاء । এ ত্রুটিটি তার জীবনে না থাকলে নিঃসন্দেহে তাকে 'আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলীফা বলে অভিহিত করা যেতো। 'আব্বাসীয় বংশের প্রভাব তার সময়ই সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল।

দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০-০১; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৩২; Avj-Kwgj dxZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৭-৬৮; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪-৬৫; ইউসূফ ইব্ন তাগরী আল-বারদী, Avb-bRgh-hwnivn (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮০; 'আবদুর-রহমান আয্-যাওজী, Avj-gbZvhvg (বৈরূতঃ দারূল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./ ১৯৯২ খ্রি.), ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬; Avj-gLZvmviæ dx AvLewij-evkvi, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড , পৃ. ৪৩-৪৫; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩০-৩২; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, যিল-হাজ্জ, ১৪১৬ হি./এপ্রিল, ১৯৯৬ খ্রি.), ২০শ খণ্ড, পৃ.৭৬-৭৭; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-৯৮; *Encyclopaedia Britannica*, Vol-4, P. 650-651.

৯. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; মাহমূদ শাকির বলেন, وَلِّيَ الْخِلَافَة فِي الثَّانِي عَشَر مِنْ شَهْر رَجَبَ عَام ২১৮ بَعْدَ وَفَاةِ أَخِيْه المَأمُوْن - তিনি ২১৮ হিজরী সনের রজব মাসের ১২ তারীখ তাঁর ভাই মামূনের ইন্তিকালের পর খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।

দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০; তvixLZ-Zevix,প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৭

১০. gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড , পৃ.৪০

১১. ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৭; আহমাদ আমীন, hniæj-Bmjvg (কায়রোঃ মাতবা'আতুল-লাজনাহ্ ওয়াত্-তালীফ ওয়াত্-তারজুমাহ্ ওয়ান্-নাশ্‌র, ১৩৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩-৪; Bgvg Zvnvfx i. Rxeb I Kg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১২. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৩৯৯;জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, هُوَ أوَّل خَلِيْفَة أدْخَلَ الأتْرَاكَ الدِيْوَان وَكَانَ يَتَشَبَّه بِمُلُوْكِ الأعْجَام، وَيَمْشِي مَشْيَهُم، وَبَلَغَتْ غِلْمَانِه الأتْرَاكُ بِضْعَة عَشَرَ ألْفًا - খলীফাদের মধ্যে সর্বপ্রথম মু'তাসিম তুর্কীদের দাপ্তরিক কাজে নিয়োগ দেন এবং তিনি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। তুর্কী গেনামদের সংখ্যা দশ হাজারের বেশীতে পৌঁছায়।

দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫;

১৩. Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ২৮৫; আহমাদ আমীন বলেনঃ

এসব তুর্কী সেনার যুদ্ধপ্রিয়তা এবং তাদের কষ্টসহিষ্ণুতার তাঁর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল।[১৪]এ যাবত সামরিক বাহিনীতে ‘আরবী ও ‘ইরানী এই দুই শ্রেণীর সৈন্যই থাকতো। কিন্তু মু‘তাসিম এতো সংখ্যক তুর্কী সৈন্য ফৌজে ভর্তি করলেন এবং তাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত করলেন যে, সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে তারা রীতিমত ‘ইরানীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। ‘আরব সৈন্যরা সংখ্যায় হ্রাস পেতে পেতে কেবল মিসরীয় এবং ইয়ামানীরাই খলীফার বাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে।[১৫]

খলীফা সমস্ত ‘আরব সৈন্যদেরকে মিলিয়ে একটি স্বতন্ত্র ‘আরব রেজিমেন্ট গঠন করেন ঐ রেজিমেন্টের নাম দেন ‘মাগরিবা বা পশ্চিমা’ বাহিনী। সামারকন্দ, ফারাগানা ও আশরুসানার তুর্কী সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত সব চেয়ে দুর্ধর্ষ ও বড় বাহিনীর নামদেন ‘ফারাগানা’।[১৬] খুরাসানীরা ফারাগানাদেরকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে থাকে। খলীফা যেহেতু নিজে ইচ্ছা করে এ বাহিনী গঠন করেছিলেন তাই তাদের অশ্ব ছিল উন্নত জাতের, তাদের বেতন-ভাতা ছিল অন্যদের তুলনায় বেশী, তাদের ছিল সু-সজ্জিত পোশাক।[১৭] এমনকি খলীফার দেহরক্ষীও তুর্কী ছিল।[১৮] এ জন্য খুরাসানীরা বাগদাদে তাদের সাথে ঝগড়া-কলহে প্রবৃত্ত হয়। মু‘তাসিম বিল্লাহ্ তাদের এ অবাঞ্ছিত ঈর্ষা লক্ষ্য করে বাগদাদ থেকে নব্বই মাইল দূরবর্তী দিজলা নদীর তীরে এবং কাতূল নদীর নির্গমণ স্থলের নিকটে ফারাগানা বাহিনীর সেনাছাউনি নির্মাণ করেন।[১৯] সেখানে তিনি নিজের বসবাসেরজন্যও একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। সৈন্যদের জন্য ব্যারাক সমূহ নির্মাণ করেন। বাজার, জামে‘ মসজিদ, ঘর-বাড়ীসহ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়ে তুর্কীদের বসতী স্থাপন করেন, এমনটি তিনি নিজেও এ নবনির্মিত শহরে স্থানান্তরিত হয়ে যান।[২০]

তিনি শহরটির নাম রাখেন সুররা মান রা’য়া (যে দেখে তার মন জুড়ায়) বহুল ব্যবহারে তা সামাররা রূপ পরিগ্রহ করে। এ শহরটি ২২০ হিজরী/৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং তখন থেকেই বাগদাদের পরিবর্তে

,ولذلك فضل الأتراك في الجيوش، واستقدم سنة 220 قومًا من بخاري وسمرقند وفرغانة وأشر وسنة وغيرها من بلاد تركستان وما وراء النهر، اشتراهم وبذل فيهم الأموال، وألبسهم أنواع الديباج ومناطق الذهب، وأمعن في شرائهم حتى بلغت عدتهم ثمانية آلاف مملوك، وقيل ثمانية عشر ألفًا وهو الأشهر ولأجلهم بنا مدينة سامرّا.

‘এ মিশনে ব্যর্থ হয়েও তারা থেমে থাকেনি; বরং তারা সেনাবাহিনীতে তুর্কীদের ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে (২২০ হি./৮৩৫ খ্রি.) তুর্কিস্থান, বুখারা, সামারকন্দ, ফারাগানা, আশরুসানাহ্ প্রভৃতি শহর থেকে গেনাম ক্রয় করত: তাদেরকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করেন। তারা এত গেনাম খরিদ করেছিলেন যে, তাদের গেনামের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৮ হাজার, প্রসিদ্ধ মতে ১৮ হাজার।’

দ্র. hni¤j-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩; ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, Bgvg Ave ‘vD‘ Avkviæû dx ÔBjwgj nv‘xQ (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফি‘ঈয়্যাহ্, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ২২

১৪. Av‘-‘vI jvZj-ÔAveŸvmqvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

১৫. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০০

১৬. Avj-Kvwgj dxZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪০০; Av‘-‘vI jvZj-ÔAveŸvmqvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

১৭. gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড , পৃ. ৪৪; Av‘-‘vI jvZj-ÔAveŸvmqvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬;জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, بَعَثَ إِلَى سَمَرْقَنْد وَفَرْغَانَة وَالنَّوَاحِيْ فِيْ شِرَائِهِمْ، وَبَذَّلَ فِيْهِمْ الأَمْوَال، وَأَلْبَسَهُمْ أَنْوَاعَ الدِّيْبَاج وَمَنَاطِقِ الذَّهَب - তিনি সামারকন্দ, ফারাগানাহ্ ও অন্যান্য এলাকা থেকে তুর্কীদের ক্রয় করেন ও তাদের পেছনে অনেক (অর্থ) ব্যয় করেন। তাদেরকে রেশমী কাপড় পরানো হয় এবং তাদের গলায় স্বর্ণের মালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

১৮. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, Avie RvZxi BwZnvm (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ/১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ২৩৮

১৯. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০০

২০. gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড , পৃ. ৪৫-৪৬; Av‘-‘vI jvZj-ÔAveŸvmqvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-৭৭

সামাররা রাজধানীতে পরিণত হয়।[২১] রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই তার জনসংখ্যা ও জৌলুস বাগদাদের সমপর্যায়ে চলে আসে। ‘আরব ও খুরাসানীদের পরিবর্তে তুর্কীরাই তখন রাজধানী ও খলীফার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসে।[২২] তিনি ২২৭ হিজরীর ২০শে রবি‘উল আওয়াল/৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারীতে ইন্তিকাল করেন।[২৩]

তাঁর ইন্তিকালের পর ওয়াছিক বিল্লাহ্[২৪] (২২৭-২৩২ হি./৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।[২৫] খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে তুর্কী গোলাম আশনাসকে তিনি তাঁর সহকারী খলীফা নিয়োগ করে সাম্রাজ্যের

---

২১. Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ.৫০; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, (سُرَّ مَنْ رَأيَ) فِيْهَا تَحَوَّلَ المُعْتَصِمُ مِنْ بَغْدَادِ وَبَنَى - মু‘তাসিম খিলাফাতের রাজধানী বাগদাদ থেকে (সুর্‌রা মান রা’য়া) স্থানান্তরিত করেন।

দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; ইব্ন তাগরী আল-বারদী বলেন, فِيْهَا بَنَى المُعْتَصِم مَدِيْنَة سُرَّمَنْ رَأيَ وَسَكَنَهَا، وَهِيَ الَّتِيْ تُسَمَّى أيْضًا سَامَرًا

দ্র. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪

২২. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪০০;Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens* (London : Macmillan Co. Ltd), P. 282-283; P. K. Hitti, *History of the Arab* (London : Macmillan & Co. Ltd, The Edition, 1961), P. 328.

২৩. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪; মাহমূদ শাকির বলেন, كَانَتْ وَفَاتُه فِي السَّابِع عَشَرَ مِنْ شَهْر رَبِيْع الأوَّل مِنْ عَام ২২৭ দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০১; gi‍ƒRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড , পৃ. ৩৯; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৮২; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১৮; Avj-Kwgj dxZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭০; Av‘-‘vIjvZj-ÔAveÿwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

২৪. তাঁর প্রকৃত নাম হারূন। উপনাম আবূ জা‘ফর। পিতার নাম মু‘তাসিম বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা‘ফর হারূন আল-ওয়াছিক বিল্লাহ্ ইব্নুল-মু‘তাসিম বিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন হারূন ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্ন আবী জা‘ফর আল মানসূর ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আলী ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্বাস আল-হাশিমী আল-‘আব্বাসী আল-বাগদাদী। তিনি মককার রাস্তায় কারাতীস নামক দাসীর গর্ভে ১৯৬ হিজরী শা‘বান মাসের ২০ তারীখ জন্মগ্রহণ করেন। ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া বলেন, كَانَ الوَاثِقُ أبْيَضُ، تَعْلُوْه صُفْرَة، حَسَنُ اللِحْيَة، فِيْ عَيْنَيْه نُقْطَة - ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র শুভ্র গাত্র বর্ণের সাথে জরদ বর্ণের গৌরবর্ণের ঝলক পরিলক্ষিত হতো। তাঁর দাঁড়ি ছিল ঘন ও সুন্দর। চোখের শুভ্র অংশে কালো তিল দেখা যেতো। তিনি রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এজন্য তাঁর পিতার অনুপস্থিতে বিভিন্ন কার্যাদী তাকেই পরিচালনা করতে হতো। তাঁর পিতা মু‘তাসিম বিলাহ্ তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তিনি একজন উচ্চস্থরের কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ‘আরবী সাহিত্যে তিনি মামুনের সমতুল্য বা তার চেয়েও উঁচু স্তরের সাহিত্যিক ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রেও তিনি পণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞান চর্চায় তিনি ভীষণ অনুরাগী ছিলেন বলে তাঁকে ক্ষুদে মামুন বা দ্বিতীয় মামুন বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আস্-সূলী বলেন, كَانَ الوَاثِقُ يُسَمَّى المَأمُوْنُ الأصْغَرُ، لأدَبِه وفَضْلِه، وَكَانَ المَأمُوْنُ يُعْظِمُهُ وَيُقَدِّمُه عَلَى وَلَدِه، وَكَانَ الوَثِقُ أعْلَمُ النَّاسِ بِكُلّ شَيْئ، وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ أعْلَمُ الخُلَفَاء بِالغِنَاء - ওয়াছিক বিল্লা্হকে সাহিত্য ও ফযীলাতের দৃষ্টিকোন থেকে ছোট মামূন বলা হতো, খলীফা মামূন তাঁকে স্নেহ করতেন ও তাঁর সন্তানের উপর তাঁকে প্রধান্য দিতেন। তিনি সর্ববিষয়ে তৎকালিন যুগের সবথেকে বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি উচ্চাঙ্গের কবি ও খলীফাদের মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন।তাঁর এত সংখ্যক ‘আরবী কবিতা মুখস্থ ছিল যে, ‘আব্বাসীয় বংশের অন্যকোন খলীফার এত মুখস্থ ছিল না। কবি ও সাহিত্যিকদের তিনি অত্যন্ত সমাদর করতেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করতেন। জ্ঞানীদের অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করতেন এবং এটি করা জরুরী বলে মনে করতেন। ২৩২ হিজরী/৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে যিল-হাজ্জাহ্ মাসের ৮ দিন বাকী থাকতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর খিলাফাতকাল ছিল ৫ বছর ৯ মাস ১৫ দিন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর।

দ্র. Av‘-‘vIjvZj-ÔAveÿwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮-৭৯; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; Avj-gLZvmviæ dx AvLewij-evkvi, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৭; gi‍ƒRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৩; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৮৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ৩০৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ.১১৯; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৩-২৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪০-৪২; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-৭১; *Encyclopaedia Britannica*, Vol-4, P. 651.

২৫. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, بُوْيِعَ لَهُ فِيْ تاسِعِ عَشَرَ رَبِيْع الأوَّل سَنَة سَبْعٌ وَّعِشْرِيْنَ - তিনি ২২৭ হিজরী সনের রবী‘উল আওয়াল মাসের ১৯ তারীখ শফত গ্রহণ করেন। দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; gi‍ƒRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪;

সর্বময় ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেন।[২৬] তিনি একজন পূর্ণ খলীফার মর্যাদা ভোগ করেন। এর মাধ্যমে মুসলিম জাহানে তুর্কীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭] খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ শুনে দামিশকবাসী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। খলীফা রিজা ইব্‌ন আইয়্যুবকে তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠান।[২৮] তখন তিনি রামাল্লায় আবূ হারবের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে রত ছিলেন। খলীফার নির্দেশ পাওয়া মাত্র স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে আবূ হারবের সাথে যুদ্ধের জন্য রেখে অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে দামিশকের দিকে অগ্রসর হন। প্রচন্ডযুদ্ধে দামিশকবাসীর ১৫০০ সৈন্য এবং রিজা ইব্‌ন আইয়্যুবের ৩০০ সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে দামিশকবাসী সন্ধির আবেদন জানালে বিদ্রোহের অবসান হয়। আবূ হারবের ২০,০০০ সৈন্য এ যুদ্ধে প্রাণ হারায়।[২৯]

মদীনার পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরাও খলীফাকে বিপদে ফেলে। বনু সুলাইম হিজাযের হাটবাজারে লুণ্ঠন শুরুকরে, একথা শুনে খলীফা মদীনার গভর্ণর হাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্‌-তাবারীর অধীনে এক বিরাট বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি পরাস্ত ও নিহত হন।[৩০] ফলে খলীফা অভিজ্ঞ সেনাপতি বুগা আল-কাবীরের শরণাপন্ন হন। ২৩০ হিজরীর শা'বান মাসে খলীফা বুগা আল-কাবীরকে সেখানে প্রেরণ করেন। বুগা আল-কাবীর তাদেরকে পরাজিত করেন। অতপর হজ্জ সম্পাদন শেষে বুগা আল-কাবীর বনূ হিলালের দিকে মনোনিবেশ করে তাদেরকে পরাজিত করেন।[৩১] গুরুতর অপরাধীদের বন্ধী ও অন্যদের ক্ষমা করে দেন। বুগা আল-কাবীর এরপর বনূ মূররা ও বনূ ফাযারার দিকে মনোনিবেশ করেন। তারা ফাদাক শহর দখল করে রেখেছিল। তার উপস্থিতির কথা জানতে পেরে ২৩১ হিজরীতে তারা ফাদাক ত্যাগ করে।[৩২] ২৩২ হিজরী সনে বুগা আল-কাবীর ইয়ামামায় বনূ নুমায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তাদরেকেও তিনি পরাভূত করেন।

ড. হাসান ইব্‌রাহীম হাসান, ZvixLj-Bmjvg (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৩শ সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

২৬. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮;জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী বলেন, أَنَّهُ أَوَّلُ خَلِيْفَة إِسْتَخْلَفَ سُلْطَانًا দ্র. ZvixLj-Ljvdv, পৃ. ২৭০; আল-ই'আকূবী বলেন, كَانَ أَوَّل مَنْ عَقَّد لَهُ الوَاثِق مِنْ قَوَّادِهِ أَشْنَاس التُّرْكِي وَلاّه مِنْ بَابِهِ إِلى آخِر عَمَل المَغْرب দ্র. ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১; ইব্‌ন কাছীর বলেন, خَلَعَ الخَلِيْفَةُ الوَاثِقُ عَلَى أَشْنَاسِ الأَمِيْر، وَتَوَجَّهُ وَأَلْبَسَهُ وشَاحَيْن مِنْ جَوْهَر দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৯৬; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯

২৭. Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

২৮. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯; ই'আকূবী বলেন, وَجَّهَ الوَاثِقُ رجَاء بن أَيُّوْب الحَضَارِي، فَبَدَأَ بِدَمِشق দ্র. ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২

২৯. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; মাহমূদ শাকির বলেন, لَمَّا مَاتَ المُعْتَصِمُ ثَارَتْ القَيْسِيَة بِدَمِشْق وَحَاصَرُوْا أَمِيْرَهُم فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ الوَاثِقُ قُوَّة بِإمرة رجَاء بن أَيُّوْب الحَضَارِي وَقَدْ عَسْكَرُوْا فِيْ مَرْج رَاهِطٍ فَقَاتَلَهُم دوَمًا، وإِنْتَصَرَ عَلَيْهِمْ، وَأَصْلَحَ أَمْر دَمِشْق وَسَارَ بَعْدَهَا إِلَى فِلِسْطِيْن لِقِتَال أَبِيْ حَرْب المُبْرَقع

দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯

৩০. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২২৪

৩১. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৬; মাহমূদ শাকির বলেন, فِي عَام 230 عَاثَ الأَعْرَابُ حَوْلَ المَدِيْنَة فَسَادًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ الوَاثِقُ جَيْشًا عَلَيْه بُغَا الكَبِيْرفَغَلَبَهُم দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১১

৩২. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

এছাড়া মসূলে খারিজীদের,পারস্যের কূর্দ সম্প্রদায়েরও বিদ্রোহ দমন করেন।[৩৩] তিনি ২৪৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।[৩৪]

খলীফা আল-ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র ইন্তিকালের পর আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্[৩৫] (২৩২-২৪৭ হি./৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।[৩৬] খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে তুর্কীদের প্রভাব থেকে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করার জন্য তিনি মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র শাসনামল থেকে উযীরে 'আযমের গুরু দায়িত্ব পালনকারী মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল-মালিক ইব্‌নুয্‌-যায়্যাতকে উযীরে 'আযমের দায়িত্ব থেকে পদচ্যুত ও গ্রেফতার করেন। ২৩৩

---

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০-৮১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩২৪; Avie RvZxi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৩৪. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvmqv¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; মাহমূদ শাকির বলেন, فِي نَهَايَة عَامِ ২৩২ (২৪ ذِى الحِجَّة)تُوَفِّيَ الوَاثِقُ দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১১; gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩১; Avie RvZxi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

৩৫. তাঁর প্রকৃত নাম জা'ফর। উপনাম আবুল-ফযল। পিতার নাম মু'তাসিম বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-ফযল জা'ফর ইব্‌ন মু'তাসিম বিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্‌ন আবী জা'ফর আল-মানসূর 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। উপাধি মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্। তিনি সুজা' নাম্নী দাসীর গর্ভে ২০৫, অথবা ২০৬ অথবা ২০৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩২ হিজরী সনের ২৪ যিল-হাজ্জাহ্ তারীখ বুধবার ২৭ বছর বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে, সুন্নাহ পুনরুজ্জিবিত করার প্রবনতা প্রদর্শন করেন। তিনি ২৩৪ হিজরী সনে রাজ্যের মুহাদ্দিছগণকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর পূর্বের শাসকদ্বয় ওয়াছিক ও মু'তাসিমের আমলে মুহাদ্দিছগণ প্রকাশ্যে হাদীছের দারস দিতে পারতেন না। মুতাওয়াক্কিল এ মর্মে নির্দেশ জারী করলেন যে, মুহাদ্দিছগণ এখন থেকে মসজিদ সমূহে প্রকাশ্যে, নির্ভয়ে হাদীছ বর্ণনা করবেন এবং আলাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা করবেন। জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী বলেন, وَإِسْتَقْدَمَ المُحَدِّثِيْنَ فِيْ سَامِرًا، وَأَجْزَل عَطَايَاهُم وَأَكْرَمَهُم، وَأَمَرَهُم بِأَنْ يُحَدِّثُوْا بِأَحَادِيْثِ الصِّفَاتِ وَالرُّئْيَةِ - তিনি সকল মুহাদ্দিছদের সামারুরাতে সমবেত করে, তাঁদেরকে সম্মান দিতে পুরুস্কৃত করেন। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও তাঁর দিদার সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করতে নির্দেশ দেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। কবি সাহিত্যিকদেরকে তিনি অত্যাধিক পারিতোষিক প্রদান করতেন। জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী বলেন, كَانَ المُتَوَكِّلُ جُوْدًا مُمَدَّحًا، أَرْسَلَ المُتَوَكِّلُ مِائَة أَلفِ دِيْنَارِ لِإجْرَاء المَاءِ مِنْ عَرَفَاتِ إِلَيْهَا - মুতাওয়াক্কিল অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি 'আরাফাত থেকে মক্কায় পানি সরবরাহের জন্য একলক্ষ্য দীনার খরচ করেন। তিনি কবর পূজার অবসান ঘটান। এজন্য শী'আরা তার প্রতি বৈরী ভাব প্রদর্শন করতে থাকে। তাঁর শাসনামলে জুন্‌নুন মিসরী প্রতিবেশী অলৌকিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন যে, ইমাম মালিক (র) (মৃত ১৭৯ হি.)-এর সাগরিদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদুল-হাকিম এতে ক্ষিপ্ত হন। এজন্য জুন্‌নুন মিসরীকে জিন্দীক বলে অভিহিত করেন। মিসরের গভর্ণর জুন্‌নুন মিসরীকে ডেকে এর ব্যাখ্যা চাইলে, তিনি তার যে জবাব প্রদান করেন, তাতে গভর্ণর আশ্বস্ত হন এবং মুতাওয়াক্কিলের দরবারে তার স্বপক্ষে প্রতিবেদন প্রদান করেন। ফলশ্রুতিতে মুতাওয়াক্কিল জুন্‌নুন মিসরীকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার বক্তব্য শ্রবণ করেন। এ বক্তব্যে খলীফা অভিভূত হন এবং তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর খিলাফাতকাল ছিল ১৪ বছর। ৪১ বছর ৯ মাস ৯ দিন বয়সে ২৪৭ হিজরীর ৪ শাওয়াল মাসে তাঁকে তুর্কী দেহরক্ষীরা হত্যা করে।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০-৪১; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvmqv¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫; Avj-gLZvmvi æ dx AvLewi j-evkvi, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫৩; gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭০-৭১; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৫; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, 5g খণ্ড, পৃ. ২১৪-১৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩২; হাফিয আয্‌-যাহাবী, Avj-ÔBevi dx Levi gvb Mevi (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪-৪৫; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪-৭৫; মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাকির আল-কাতবী, dvIqvZj-IqvdBqvZ (বৈরূতঃ দারু সাদির, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১; মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-ফারসী, Avj-ÔAvK'Q-Qvgxb (বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর-রিসনাহ্, তা. বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১-৩২; আবুল ফালাহ 'আব্দুল হাই ইব্‌ন 'ইমাদ আল-হাম্বালী, kvhvivZh-hvnve (বৈরূতঃ দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪-১৫৫; *Encyclopaedia Britannica*, Vol-4, P. 651.

৩৬. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvmqv¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫; gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭০; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, 5g খণ্ড, পৃ. ২১৪; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩১

হিজরী/৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করা হয়।[৩৭] 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন খাকানকে 'উযীরে 'আযমের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৩৮] ২৩৩ হিজরী সনে খলীফার নির্দেশক্রমে ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আইতাখকে গ্রেফতার করেন। ২৩৫ হিজরী/৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গুপ্তহত্যার শিকার হন।[৩৯] ২৩৫ হিজরী সনে আযারবাইজানে মুহাম্মাদ ইব্ন বা'ঈছ ইব্ন জালীস বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলে বুগা আস্-সগীর সৈন্য বাহিনী নিয়ে সে বিদ্রোহ দমন করেন।[৪০] আহমাদ ইব্ন আবী দুওয়াদকে ২৩৭ হিজরী/৮৫১-৫২ খ্রিষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অপসারণ করেন এবং তার স্থলে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকছামকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন। তার সঙ্গীদের গ্রেফতার করেন।[৪১] তিনি পুরাতন শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। তিনি তাদের স্থলে নতুন মন্ত্রীবর্গ নিয়োগ দেন। তিনি সামরিক শক্তিতে তুর্কীদের এক চেটিয়া অধিকার বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন সেনাবাহিনী গঠন করার কাজেও মনোনিবেশ করেন। 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন খাকান সিরিয়ার ক্বায়সী, 'আরব ও বাগদাদের আশরুসানাদের মধ্য হতে এবং আরমের্নীয়া হতে সৈন্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। তাদের প্রতি আনুকুল্য প্রদর্শন করেন। এ নতুন জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রদর্শিত আনুকুল্য তুর্কীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে।[৪২]

মু'তাসিম নিজেকে প্রতিষ্ঠা এবং তুর্কী সেনাবাহিনীর অবস্থানের জন্য সামার্রাতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। খলীফা মুতাওয়াক্কিলও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নতুন রাজধানীর অনুসন্ধান করেছিলেন। ২৪৪ হি./৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে দামিশকে রাজধানী স্থাপনের জন্য সংক্ষিপ্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি প্লেগ-মহামারী দ্বারা বাঁধাগ্রস্থ এবং সম্ভবত 'ইরাক ও পারস্যের সম্পর্কের দন্দ্ব ও ক্ষমতার কেন্দ্র হতে অনেক দূরবর্তী হওয়ার কারণেও সেখানে রাজধানী স্থাপন করা হতে নির্বৃত্ত হন বলে কথিত আছে।[৪৩]

২৪৫ হিজরী/৮৫৯-৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সামার্রার সামান্য কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি স্থানকে নির্বাচিত করেন, যাকে তিনি জাফারিয়াহ্ নামে অভিহিত করেন।[৪৪] এ শহর নির্মানে দু'লক্ষ দীনার ব্যয় হয়।

---

৩৭. gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৩; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪২০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৩; মাহমূদ শাকির বলেন, أَمَرَ بِالْقَبْضِ عَلَى الْقَائِدِ (إِيْتَاخ) وَأَوْدِعَهُ السِجْنَ أَلْذِيْ بَقِيَ حَتَّى مَاتَ দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, 5g খণ্ড, পৃ. ২১৪

৩৮. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

৩৯. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৪০; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪২১; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭

৪০. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪২১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৩৪১

৪১. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, তাহকীক: শু'আইবুল-'আরনা'উত ও সালিহুস্-সামার (বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর-রিসনাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৬; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪২২-২৩; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৪৯; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, 5g খণ্ড, পৃ. ২১৪; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯-৯০

৪২. Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ.২৬

৪৩. gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৪; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ.২৬; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, فِيْ سَنَةِ ثَلاثٌ وأَرْبَعِيْنَ قَدِمَ الْمُتَوَكِّل دِمَشَقْ، فَأَعْجَبَتْه، وَبُنِى لَهُ الْقَصْر بِدَارِيًا، وَعَزم عَلَى سُكّنِهَا - ২৪৩ হিজরী সনে মুতাওয়াক্কিল দামিশকে যান এবং সেখানকার পরিবেশ দেখে ভাল লাগায়, সেখানে বসবাসের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, 5g খণ্ড, পৃ. ২১৫

৪৪. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, بَنَى الْمُتَوَكِّلُ الْمَاحُوْزَة، وَسَمَّاهَا جَعْفَرِيَّ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا بَعْدَ مُعَاوَنَةِ الْجَيْشِ لَهُ أَلْفَي أَلف دِيْنَار দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৮; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪

তিনি শহরের কেন্দ্রস্থলে লুলুয়া নামক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এ শহরটিকে কেউ কেউ জাফারিয়াহ্ আবার কেউ কেউ মুতাওয়াক্কিলিয়াহ্ বলে অভিহিত করেন।[৪৫]

খলীফা মুতাওয়াক্কিল বুগা আল-কাবীর, ওয়াসীফ আল-কাবীর, ওয়াসীফ আস্-সগীর, দাওয়াজীন আশরুসানাহ্ প্রমুখ তুর্কী সিফাহ্সালারের বিভিন্নকর্মতৎপরতার প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি করো কারো জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। এ জন্য তুর্কীরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়।[৪৬] অপরদিকে খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁর পুত্র মুনতাসিরকে তাঁর প্রথম উত্তরাধিকারী বলে মনোনয়ন দান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ধর্মীয় 'আকীদার পার্থক্যের কারণে মু'তাজুকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। এতে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক চরম খারাপ আকার ধারণ করে।[৪৭] এর কিছুদিন পরে খলীফার পুত্র মুনতাসিরের যোগসাজসে বুগা আস্-সগীর তাঁর চার পুত্র ও তুর্কীদের একটি ছোট দলকে খলীফাকে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। একরাতে খলীফার সকল সভাসদ চলে গেলে খলীফা তার চার সঙ্গীসহ ফাতেহ ইব্‌ন খাকানের সাথে তার দরবারে অবশিষ্ট ছিলেন। ঘাতকরা খলীফা ও খাকানকে হত্যা করে।[৪৮]

খলীফা মুতাওয়াক্কিলের ইন্তিকালের পর মুনতাসির বিল্লাহ্[৪৯] (২৪৭-২৪৮ হিজরী/৮৬১-৮৬২ খ্রিস্টাব্দ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।[৫০] খলীফা পদে আসীন হয়ে তিনি আহ্‌মাদ ইব্‌ন খুসায়বকে মন্ত্রীত্ব ও বুগা আল-

---

৪৫. dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪২৫;ইব্‌ন কাছীর বলেন, أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى بَنَائِهَا وَبَنَاء قَصْرِلِلْخِلَافَةِ فِيْهَا يُقَالُ لَهُ: أَللُّؤْلُؤَة، أَلْفَى أَلْفِ دِيْنَار দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৪০; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, 5g খণ্ড, পৃ. ২১৫;

৪৬. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৪২৫

৪৭. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪২৫;dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১; Avj-ÔAvK'Q-Qvgxb,প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০; ZvixLj- Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩

৪৮. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮; মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাকির আল-কাতবী, إِتَّفَقَ إِنَّ التُّرْك إِنْحَرَفُوْا عَنِ الْمُتَوَكِّلِ لِأَنَّهُ صَـادَرَ وَصِيْفًا وَبُغَا فَإِتَّفَقُوْا مَعَ الْمُسْتَنْصِرِعَلَى قَتْلِ أَبِيْه، فَدَخَلُوْا عَلَيْه فِي مَجْلِسِ لَهْوِه وَقَتَلُوْه দ্র. dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৫০; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫; Avj-gLZvmvi dx AvLewij-evkvi, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৬; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২

৪৯. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা'ফর আল-মুনতাসির বিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্ ইব্‌ন মু'তাসিম বিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্‌ন আবী জা'ফর আল-মানসূর 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। তাঁর উপাধি ছিলো, আল-মুনতাসির বিল্লাহ্। ২২৩ হিজরী সনের সামার্‌রায় রুমিয়া জাশিয়া নাম্নী দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, كَانَ مَلِيْحِ الوَجْهِ، أَسْمَر، أَعْيَن، أَقْنَى، رِبْعَة، جَسِيْمًا، بَطِيْنًا، مَلِيْحًا، هِيْبًا،وَافِرَالعَقْلِ، رَاغِبًا فِي الخَيْر، قَلِيْلِ الظُلْم ।তিনি ২৫ বৎসর বয়সে, বুধবার ৪ শাওয়াল, ২৪৭ হিজরী/১১ ডিসেম্বর, ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে সকাল বেলা বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল মাত্র ছয় মাস। মুনতাসিরের সংক্ষিপ্ত (ছয় মাসের) খিলাফাত কালের অতি সামান্য বিবরণই লিপিবদ্ধ হয়েছে, যদিও উৎসসমূহ তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও সততার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাঁর পিতার জোরদার সুন্নী সমর্থন ও মু'তাযিলী বিরোধিতার বিপরীতে তিনি 'আলী বংশীয়দের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করেন। অন্যান্য 'আলী বংশীয় সম্পত্তিসহ মূলত ফাতিমা (রা.) কর্তৃক দাবিকৃত ফাদাকের ভূসম্পত্তি তিনি তাদেরকে প্রত্যার্পণ করেন এবং তাদের বংশের কবরস্থান ও বুযুর্গদের মাযারের যিয়ারত আরও একবার অনুমোদন করেন। তিনি ২৫ রবী'উল-আওয়াল, ২৪৮ হিজরী/২৯ মে, ৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে অথবা তার কিছুদিন পর সামার্‌রাতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৫; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২-০৩; dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭-১৮; Avj-gLZvmvi æ dx AvLewij-evkvi, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৬-৫৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৮৮;

Dhaka University Institutional Repository

কাবীরকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করেন। তিনি তার পিতা কর্তৃক সিংহাসনে মনোনীত অপর দু'উত্তরাধিকারী ভ্রাতৃদ্বয় মু'তাজু ও মুওয়াইয়াদের উত্তরাধিকারী পদ বাতিল করেন।[৫১]

মুনতাসির যেহেতু তুর্কীদের সহায়তায় খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন, তাই তুর্কীরা তাঁর খিলাফাতের উপর জেঁকে বসেছিল। দিন দিন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল। তাদের এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দৃষ্টে মুনতাসির প্রমাদ গুনলেন। তিনি ভাবলেন যে, তাদের এ ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তি এক সময় তার জন্য কাল হয়ে দাড়াঁতে পারে। তাই তিনি তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে মনস্থ করলেন। তাই তিনি তাঁর ছয় মাসের খিলাফাত 'আমলে শী'আদের প্রতি অনেক আনুগত্য প্রদর্শন করেন। ইমাম হুসাইন (রা)-এর মাযার যিয়ারত করার পুনঃঅনুমতি প্রদান করেন।[৫২] তিনি 'আলী পন্থীদেরকে তাদের সমুদয় অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে করার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি যখন তুর্কীদের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টারত হলেন, তখন তুর্কীরা তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও তাঁর চিকিৎসক ইব্ন তাইফুরকে ৩০ হাজার দীনার উৎকোচ দিয়ে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করায়। উক্ত চিকিৎসক রক্তমোক্ষণের ছলে তার উপর বিষ প্রয়োগ করে।[৫৩] ২৪৮ হিজরীর ৫ই রবী'উল-আওয়াল/৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫৪]

মুনতাসির বিল্লাহ্‌র ইন্তিকালের পর আল-মুসতা'ঈন বিল্লাহ্[৫৫] (২৪৮-২৫২ হিজরী/৮৬২-৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ) ৬ রবি'উল-আখির সিংহাসনে আরোহন করেন।[৫৬] মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ত্বাহির ও প্রজাসাধারণ

ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪-৩৫; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫-৫৬; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-৮৪; *Encyclopaedia Britannica*, Vol-4, P. 651.

৫০. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৮৮; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯; ZvixLj- Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; ইব্ন জারীর আত্-ত্বারী বলেন, بُوْيِعَ لِلْمُنْتَصِر مُحَمّد بن جَعْفَر بِالْخِلَافَةِ فِيْ يَوْمِ الأَرْبَعَاء لِأَرْبَع خَلَوْنَ مِنْ شَوَّال - মুনতাসির মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর শাওয়াল মাসের ৪ তারীখ বায়'আত গ্রহণ করেন। দ্র. ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৬-৫৭

৫১. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, خَلَعَ أَخْوَيْه المُعْتَز وَالمُؤَيّد مِنْ وَلَايَةِ العَهْدِ الذّيْ عَقَدَهُ لَهُمَا المُتَوَكّل بَعْدَه - তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক সিংহাসনে মনোনীত অপর দুই উত্তরাধিকারী মু'তায ও মুওয়াইয়াদের উত্তরাধিকারী পদ বাতিল করেন। দ্র.ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪-৩৫; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৭-১০৮; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২; Avj-gLZvmvi dx AvLewii-evkvi, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯২; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭

৫২. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪২৮; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, أَزَال عَنْ آل أَبِيْ طَالِب مَا كَانُوْا فِيْه مِنَ الخَوْفِ وَالمِحْنَة بِمَنَعِهِمْ مِنْ زِيَارَةِ قَبْر الحُسَيْن، وَرَدَّ عَلَى آل الحُسَيْن فَدَك - দ্র.ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩;AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯

৫৩. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; মুহাম্মাদ ইব্ন শাকির আল-কিবতী বলেন, دَسُّوْا لِلطَبِيْب إِبْنُ طَيْفُوْر ثَلَاثِيْنَ أَلفَ دِيْنَار عِنْدَ مَرْضِهِ، فَأَشَارَ بِفَصْدِهِ بِرِيْشَة مَسْمُوْمَة فَمَاتَ দ্র. dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৪-২৫

৫৪. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪; dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮; ই'আকূবী বলেন, تُوَفِّيَ يَوْمَ السَبْتِ لِأَرْبَع خَلَوْنَ مِنْ شَهْر رَبِيْع الأَخِر سَنَة 248- তিনি ২৪৮ হিজরী সনের রবী'উল-আখির মাসের শনিবার ইন্তিকার করেন। দ্র. ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৬; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৮; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৫

৫৫. তাঁর প্রকৃত নাম আহ্মাদ। উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম মুহাম্মাদ আল-মু'তাসিম বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মু'তাসিম বিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন হারূন ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্ন আবী জা'ফর

গোলযোগ ও হৈহুল্লো করে তাঁর খিলাফাতের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে ও মু'তাজুর খিলাফাতের স্বপক্ষে ধ্বনি তোলে। তুর্কীরা মুসতা'ঈনকে খিলাফাতে বসায়। অবশেষে মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ত্বাহির তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[৫৭]

খলীফা জনৈক তুর্কী সর্দার উতামিশকে উযীর ও আহমাদ ইব্ন খুসাইবকে নায়িবে উযীরসহ রাষ্ট্রের সকল বড় বড় পদে তুর্কীদের আসীন করেন।[৫৮] ২৪৯ হিজরী সনে রোমানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর হামলা হলে, তাদের হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে 'আমর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ও 'আলী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া নামক দু'জন বিখ্যাত সর্দারসহ অনেক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। উক্ত সর্দারদ্বয়ের মৃত্যুর সংবাদে বাগদাদে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে। বাগদাদে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা রাজধানী সামার্রায় পৌঁছে চরম অসন্তোষ প্রদর্শন করে।[৫৯]তুর্কী সর্দার বুগা আস্-সগীর, বুগা আল-কাবীর, ওয়াসীফ ও উতামিশ তুর্কী বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে মুসলমানরা পরাজীত হয়।[৬০] এমনি অবস্থায় ইয়াহ্ইয়া ইব্ন

আল-মানসূর 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। উপাধি মুসতা'ঈন বিল্লাহ্। তিনি মুতাওয়াক্কিলের ভাই ছিলেন। ২২১ হিজরী সনে মাখারিক নাম্মী দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ وَمِائَتَيْنَ - তিনি ২২১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের একজন সু-পুরুষ। মুখে গুটি বসন্তের দাগ ছিল। তিনি অত্যন্ত পূণ্যবান, জ্ঞানী, সাহিত্যিক ও সুভাষী ছিলেন। ২৪৮ হিজরী সনের রবী'উল-আখির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর খিলাফাত প্রক্রিয়া এমন ছিল যে, খলীফা মুনতাসিরের ইন্তিকালের পর, কে খলীফা হবেন ? সে বিষয়ে খলীফা পরিষদবর্গের বৈঠক বসলো। মুতাওয়াক্কিলের সন্তানদ্বয় মু'তাজু ও মুওয়াইয়াদ তখন জীবিত ছিল। কিন্তু তুর্কী অমাত্যরা তাদের ব্যপারে নিঃশঙ্ক ছিল না। তারা মূলতঃ তাদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মন্ত্র যুগিয়েছিল। তাই তারা অশ্রুতির অন্তরালে থাকা (তিনি নিজ হস্তে পাণ্ডুলিপি নকল করে জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে কথিত আছে) মু'তাসিম বিলাহ্র পুত্র আহমাদকে সিংহাসনে বসানো হলো। তখন থেকে তাঁর উপাধি হলো, মুসতা'ঈন বিলাহ্। তাঁর খিলাফাতকাল ছিল ৩ বছর ৮ মাস। তিনি ২৫২ হিজরী সনে ৩৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬; Av'-'vIjvZj-ÔAveYwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫; Avj-gLZvmvi æ dx AvLewi j-evkvi, প্রাগুক্ত,৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৯; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৪; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৬; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৯২; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪-২৮৫; *Encyclopaedia Britannica*, Vol-4, P. 651.

৫৬. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৯২; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, بُوْيِعَ فِيْ رَبِيْعِ الآخِر سَنَةَ ثَمَانٍ وَّأَرْبَعِيْنَ، عِنْدَ مَوْتِ أَخِيْهِ الْمُنْتَصِر - তিনি ২৪৮ হিজরী সনের রবী'উল-আখির মাসে তাঁর ভাই মুনতাসিরের ইন্তিকালের পরই বায়'আত গ্রহণ করেন। দ্র. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭

৫৭. Av'-'vIjvZj-ÔAveYwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫; ZvixLj-BÔAvKex, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

৫৮. খুদরী বেগ বলেন, إِخْتَيَرَ لِوَزَارَةِ الْمُسْتَعِيْن أُتَامِشْ أَحَدُ قُوَادِ الأَتْرَاك দ্র. Av'-'vIjvZj-ÔAveYwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৮; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২

৫৯. তাগরী বারদী (মৃত ৮৭৪ হিজরী) বলেন, شَغَبَ الْجُنْدُ بِبَغْدَاد عِنْدَ مَقْتَلِ عُمَرَ بن عُبَيْدُ الله الأَقْطَع وَعَلِيْ بن يَحْيى الأَرْمَنِي أَمِيْرُ الْغُزَاةِ وَهُمَا بِبَلَادِ الرُّوْم مُجَاهِدَان দ্র. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৯৪; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৬১-৬২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৮; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৯৪

৬০. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৯৪

‘উমার ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন যায়দ শহীদ যার উপনাম ছিল আবুল-হুসাইন, তিনি কূফায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুর্কীরা তাকে কূফা থেকে বের করে দিয়ে কূফার পুনর্দখল প্রতিষ্ঠা করে।[৬১]

২৫০ হিজরী সনে রজব মাসে আবুল-হুসাইন আবার বিজয়ী বেশে কুফায় ফিরে আসে। বাগদাদ বাসীরা তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। হুসাইন ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আবার আবুল-হুসাইন ইয়াহ্‌ইয়ার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে। তার শির কেটে সামার্‌রায় খলীফার দরবারে প্রেরণ করলে, তিনি এটিকে একটি সিন্দুকে পুরে অস্ত্রাগারে রেখে দেন। তাকে হত্যার জন্য পুরস্কার স্বরূপ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ত্বাহিরকে তাবারিস্তানে বেশ কয়েকটি জায়গীর প্রদান করেন। ইতোমধ্যে খলীফা দলীল ইব্‌ন ই‘আকূব নাসরানীকে তার উযীর মনোনীত করেন। যার সাথে বাগর নামক জনৈক তুর্কী সর্দারের বিরোধ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে বুগা আছ্-ছগীর ও ওয়াসিফ দু’জনই বাগরকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে হত্যা করিয়ে ফেলে। এতে গোটা সামার্‌রাবাসী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।[৬২]

২৫১ হিজরীর মুহার্‌রাম মাসে খলীফা বুগা, ওয়াসিফ শাবেক ও আহমাদ ইব্‌ন সালিহ্ শিরজাকে সাথে নিয়ে সামার্‌রা ত্যাগ করে বাগদাদে এসে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ত্বাহিরের ঘরে উঠেন। খলীফার বাগদাদ আগমনে সমস্ত অফিস ‘আদালতও বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়।[৬৩] তুর্কীরা তখন সামার্‌রায় গিয়ে মু‘তাজু ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিলকে কারাগার থেকে মুক্ত করে, তাঁকে খলীফারূপে বরণ করে নেয়। বুগা আল-কাবীরের পুত্রদ্বয় মূসা ও ‘আবদুল্লাহ্ মু‘তাজের হাতে বায়‘আত গ্রহণ করে।[৬৪] বাগদাদ ও সামার্‌রায় দু’জন খলীফার শাসন চলতে থাকে। অবশেষে ২৫১ হিজরী সনের যিল-ক্ব‘দাহ্ মাসে ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ত্বাহিরের পুত্র মুহাম্মাদ বাগদাদ অবরোধকারী তুর্কীদের উপর তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করেন।[৬৫]

বাগদাদে মুসতা‘ঈনের সাথে অবস্থানকারী বুগা ও ওয়াসিফ ছোট ছোট বাহিনী নিয়ে তার সাথে যোগ দেন। বুগা ও ওয়াসিফযখন তাদের স্বজাতি তুর্কী ভাইদের খুরাসানী ও ‘ইরাকী বাহিনীর মুকাবালায় অসহায়ের মত পলায়ন করতে দেখলো, তখন তাদের জাত্যাভিমান জেগে উঠলো। তারা ততক্ষণাৎ আনুগত্য পরিবর্তন করে পরাজীত তুর্কী সেনাদের দলে ভিড়লো। ফলে তুর্কী বাহিনী ছত্রভঙ্গ বাহিনীকে পূণবিন্যস্তকরে পুনরায় বাগদাদ অবরোধ করলো।[৬৬] অবশেষে ২৫২ হিজরীর ৬ মুহার্‌রাম মাসে মুসতা‘ঈন বিল্লাহ্ একটি লিখিত ইকরারনামা প্রেরণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে মু‘তাজ বিল্লাহ্‌র খিলাফাতকে স্বীকৃতি দিয়ে, নিজে খিলাফাতের দাবী থেকে সরে দাঁড়ান।[৬৭]

---

৬১. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪৩০; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬১; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৩

৬২. Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৭৬; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২০-২১; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৪; Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸvmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

৬৩. Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸvmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-১৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮০; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত,৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪; Avj-ÔBevi, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১

৬৪. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৯৮-৯৯; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮১; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪

৬৫. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩

৬৬. gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩১

৬৭. ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬২-৪৬৩; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৮৯; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩১-৩২; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

খলীফা মুসতা'ঈন বিল্লাহ্‌র খিলাফাতের পর আল-মু'তায বিল্লাহ্[৬৮] (২৫২-২৫৫ হিজরী/৮৬৬-৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।[৬৯] তিনি আহমাদ ইব্‌ন ইসরা'ঈলকে তার উযীর মনোনীত করেন।[৭০] গোপনে মুসতা'ঈন বিল্লাহকে হত্যা করান।[৭১] ২৫২ হিজরীর রজব (জুলাই ৮৬৬ খ্রি.) মাসে দু'ভাই আহমাদ ও মুয়াইয়াদকে খিলাফাতের উত্তরাধিকারী পদ থেকে পদচ্যুত করে কারাগারে প্রেরণ করেন এবং সেখানেই হত্যা করান।[৭২]

বাগদাদে যে সৈন্য বাহিনী ছিল, তাতে খুরাসানী ও 'ইরাকী থাকায়, তাদের বেতন ভাতা বন্দ করে দেন।[৭৩] ফলে ২৫২ হিজরী রমাযান মাসে বাগদাদে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ অতিকষ্টে সে বিদ্রোহ্ দমন করেন। একই বছরে তুর্কী সৈন্যবাহিনী ও 'আরব সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তুর্কীরা 'আরবদের দেশান্তরিত করে।[৭৪] এ বছরেই খলীফা হুসাইন ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিরকে প্রধান বিচারপতি

---

৬৮. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্ ইব্‌ন মু'তাসিম বিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্‌ন আবী জা'ফর আল-মানসূর 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। উপাধি আল-মু'তায বিল্লাহ্। ইব্‌নুল-মু'তাসিম ইব্‌নুর্-রশীদ। কুনিয়াত আবূ 'আব্দিলাহ্। তিনি ২৩১ হিজরী সনে কবীহাহ্ নামক রোমানীয় দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুঠাম দেহের অধিকারী সু-পুরুষ। তিনি রাজকীয় পরিবেশে অতি যত্নের সাথে বেড়ে ওঠেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই বুদ্ধিমান ও চতুর ছিলেন। তাঁর শিক্ষক 'আলী ইব্‌ন হারব বলেন, مَا رَأَيْتُ خَلِيْفَةً أَحْسَنُ مِنْهُ، وَهُوَ أَوَّلُ خَلِيْفَةٍ أَحْدَثَ الرُّكُوْبَ بِحِلْيَةِ الذَّهَبِ، وَكَانَ الْخُلَفَاءُ قَبْلَ يَرْكَبُوْنَ بِالْحِلْيَةِ الْخَفِيْفَةِ مِنَ الْفِضَّةِ - আমি তাঁর থেকে সুন্দর খলীফা আর দেখিনি। তিনি প্রথম খলীফা যিনি ঘোড়ার গলায় স্বর্ণের অলংকার পরান। পূর্ববর্তী খলীফাগণ স্ব-স্ব ঘোড়ার গলায় হাল্কা রৌপ্যের অলংকার পরাতেন। তিনি ২৫২ হিজরী/ ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই বেতনভাতা না পাওয়ায় বাগদাদে সৈন্য বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ''আবদুল্লাহ্‌র উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ''আবদুল্লাহ্ সে বিদ্রোহ দমন করেন। এভাবে তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করেন। খলীফা মু'তায সম্পূর্ণভাবে তুর্কী সরদারদের ক্রীড়নক ছিলেন। তারা যা চাইতো, খলীফাকে দিয়ে তাই করাতো। তাঁর শাসনামলে রাজকোষ অর্থ শুন্য হয়ে পড়ে। বড় সরদাররা ইচ্ছেমত রাজকোষ লুট করে নেয়। সৈন্যবাহিনীর তাঁর নিকট অগ্রিম বেতনভাতা দাবী করে। কিন্তু খলীফা ছিলেন একান্ত অসহায় ও নিরুপায়। অবশেষে একদিন তুর্কীরা খলীফার নিকট গিয়ে হট্টোগেন শুরু করে এবং তাঁদের হাতেই ২৫৫ হিজরী/৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ২৪ বছর বয়সে নিহত হন। তাঁর খিলাফাতকাল ছিল ৪ বছর ৬ মাস।

দ্র. wmqvi æ AvÕjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৩২-৫৩৪; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫; Avj-gLZvmviæ dx AvLewii-evkvi, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৯; gi/Rh-hvnve,প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৪; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL,প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৮; ZvixLj-BÔAvKex,প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৬৪; ZvixLj-Ljvdv, পৃ. ২৮৫; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; *Encyclopaedia Britannica*, Vol-4, P. 651.

৬৯. gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৪; মাহমূদ শাকির বলেন, بُوْيِعَ الْمُعْتَزُّ بِخِلَافَةٍ بَعْدَ خَلْعِ الْمُسْتَعِيْنِ، وَلَهُ تِسْعَ عَشَرَةَ سَنَةً - তিনি মুসতা'ইনের অপসারণের পর বায়'আত গ্রহণ করেন, যখন তাঁর ১৯ বছর বয়স ছিল। দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৬; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

৭০. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫;Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৯; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

৭২. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১;মাহমূদ শাকির বলেন, خَلَعَ الْمُعْتَزُّ أَخَاهُ الْمُؤَيد وَقَيَّدَهُ حَتَّى مَاتَ، كَمَا سَجَنَ أَخَاهُ أَبَا أَحْمَد - মু'তায তাঁর ভাই আবূ আহমাদকে যেভাবে বন্দি করে রেখেছিলেন, তেমনি ভাই মুয়াইয়াদকে খিলাফাতের উত্তরাধিকার পদ থেকে পদচ্যুত করে কারাগারে প্রেরণ করেন এবং সেখানেই হত্যা করানো হয়। দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯০; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

৭৩. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪৩৩

৭৪. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-৮৪

পদে নিয়োগ দেন। খলীফার দাপট ও প্রতিপত্তি যেহেতু প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, তাই বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদারগণ নিজেদেরকেই স্ব-স্ব প্রদেশের মালিক-মুখতার ভাবতে লাগে।[৭৫]

২৫৩ হিজরীতে (৮৬৭ খ্রি.) তুর্কীরা তাদের সেনাপতি ওয়াসিফ, বুগা ও সীমা তাবীলের কাছে চার মাসের অগ্রিম বেতন ভাতা দাবি করে। খলীফা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে, বিক্ষুব্ধ তুর্কীরা ওয়াসিফাকে হত্যা করে।[৭৬] খলীফার এসমস্ত কার্যকলাপে আহমাদ ইব্ন তূলূনের নেতৃত্বে ২৫৩ হিজরী সনে মিসর খিলাফাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সেখানে তুলুন[৭৭] বংশের রাজত্বের সূত্রপাত্র হয়। সিজিস্তানের শাসনকর্তা ই'আকূব স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। দায়সের শাসনকর্তা সানীও স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। খারিজীগণ আল-জাযীরা ও মাওসিলে বিদ্রোহ করে। বসরার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানজ বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায়সমূহ শুরু হয়। হাসানী ইসমা'ঈল ইব্ন ইউসূফের নেতৃত্বে হিজাযে এবং যায়দী আল-হাসান ইব্ন যায়দ ইব্ন মুহাম্মাদের নেতৃত্বে তাবারিস্তানে 'আলী (রা.)-এর বংশীয় বিদ্রোহ শুরু হয়।[৭৮] বাগদাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই মুসলিম সম্রাজ্যের দৃঢ় বন্ধন ক্রমেই শিথিল হতে থাকে। খলীফা তুর্কী সর্দারদের ক্রীড়নক হওয়ায়, তারা ইচ্ছেমত রাজকোষ লুটে নেয়।[৭৯] তুর্কীরা মুহাম্মাদ ইব্ন বুগা আছ্-ছগীর ও বাইয়ূকবাককে তাদের দলে ভিড়িয়ে, সশস্ত্র হয়ে খলীফার প্রাসাদে বলপূর্বক ঢুকে তাঁর পা ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাইরে এনে বেদম প্রহার করে, দুপুরের উত্তপ্ত রৌদ্রে খালি মাথায় এক একটি করে চপেটাঘাত করে তাকে চরম অপদস্থ করে পদত্যাগ পত্র লিখতে বলে। খলীফা তাতে অস্বীকৃতি জানালে, তারা তাঁকে ভূগর্ভস্থ কামরায় আটক করে রাখে। সেখানেই শাসরুদ্ধ হয়ে তিনি ইন্তিকালে করেন ।[৮০]

আল-মু'তায বিল্লাহ্র খিলাফাতের পর মুহ্তাদী বিল্লাহ্[৮১] (২৫৫-২৫৬ হিজরী/৮৬৯-৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) ৩৭ বছর বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।[৮২] তিনি তুর্কীদের সহযোগিতায় খিলাফাতে আসীন হন। তুর্কী আমলাদের

---

৭৫. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯৪; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪৩৩

৭৬. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৬৬

৭৭ মিসরের প্রথম স্বাধীন মুসলিম গভর্ণর ও শাসক আহমদ ইবন তূলূন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মিসরে জন্ম। ২৫৪ হিজরী সনে খলীফা আল-মু'তায্য (১৩তম আব্বাসী খলীফা) তুর্কী সেনাপতি বাইউকবাককে মিসরে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। মিসরের জায়গীরদার এ তুর্কী সেনাপতি বাইউকবাক-এর সহকারী হিসেবে আহমদ ইবন তূলূন ২৫৪/৮৬৮ সনে ফুসতাত প্রবেশ করেন এবং পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে মিসর ও সিরিয়াকে খিলাফাত হতে মুক্ত করে তাঁর শাসনাধীনে একীভূত করতে সক্ষম হন। তিনি সিরিয়াকে মিসরের সাথে যুক্ত করেছেন। তিনি নামে মাত্র 'আব্বাসী খলীফার অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। তিনি তুর্কী দাসদের এক প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি। তিনি ২৭০ হিজরী সনে তাঁর পুত্র খুমারাওয়াইহকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে ইনতিকাল করেন। ২৯২ হিজরী সনে হারূনের হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে এ বংশের শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

দ্র. Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১; খয়রুদ্দীন আয্-যিরিকলী, Avj-AvÔjvg (বৈরূত: দারুল-'ইলম লিল-মালাইন,১৩৯৯ হি./১৯৭১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০

৭৮. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০৪; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৪৩৪-৩৫; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ.৫৩

৭৯. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০৫; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪৩৬

৮০. gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২-২৩৩; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮;AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০৫; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

৮১. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ওয়াছিক। আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াছিক হারূন ইব্নুল- মু'তাসিম মুহাম্মাদ ইব্নুর্-রশীদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইব্ন আবী জা'ফর আল-মানসূর 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ

মধ্যে সর্বাধিক প্রভাব প্রতিপত্তিশীল সালিহ্ ইব্‌ন ওয়াসিফ মুহতাদীর অভিষেকের পরই আহমাদ ইব্‌ন ইসরা'ঈল যায়দ ইব্‌ন মু'তাজু বিল্লাহ্ ও আবূ নূহকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন এবং তাদের ধনসম্পদও বাজেয়াপ্ত করেন। তারপর হাসান ইব্‌ন মুয়াল্লাদকেও গ্রেফতার করে তাঁর ধনসম্পদও বাজেয়াপ্ত করেন।[৮৩] খলীফা তা অবগত হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তাকে মৃদু তিরস্কার করে বলেন, এদেরকে গ্রেফতার করাই কি যথেষ্ট ছিল না! এদেরকে অযথাই হত্যা করার কি প্রয়োজন ছিল ? খলীফা সামার্‌রা থেকে সমস্ত বায়েজী নর্তকীদের বহিস্কার এবং শাহী মহল থেকে হিংস্র জন্তুগুলোকে হত্যা ও শখের কুকুর সমূহকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন।[৮৪] তিনি সুলাইমান ইব্‌ন ওহাবকে তাঁর উযীরে 'আযম মনোনীত করেন।[৮৫] তিনি খলীফা পদকে আমীরুল-মু'মিনের উপযুক্ত মহিমায় পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

২৫৬ হিজরী সনে কয়েকটি প্রদেশে প্রকৃত বা তথাকথিত 'আলী পন্থীদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। তবে খলীফার জন্য সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক দুশমন ছিলেন তুর্কী সেনা অধিনায়ক মূসা ইব্‌ন বুগা, যিনি পারস্যে 'আলী পন্থী বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, সালিহ্ মু'তাযকে পদচ্যুত করে মুহতাদীকে খলীফা পদে বসিয়েছে, তখন মু'তাযের খুনের বদলা নেয়ার ঘোষণা দিয়ে রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হন। রাজধানীতে উপনীত হয়ে তিনি খলীফার দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে, সালিহ ইব্‌ন ওয়াছিক আত্মগোপন করে। মূসা ইব্‌ন বুগাকে খলীফার দরবারে উপস্থিত করার অনুমতি প্রদান

ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। উপাধি মুহতাদী বিল্লাহ্। তাঁর মাতার নাম ওয়ারদাহ্। তাঁকে কুরব বলা হতো। তিনি রোম বংশোদ্ভূত ও উম্মু ওয়ালাদ ছিলেন। পিতামহের খিলাফাতকালে ২১৮ হিজরী সনে আল-মুহ্‌তাদী বিলাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। ২৫৫ হিজরী সনের ৩৭ বছর মতান্তরে ৩৯ বছর বয়সে রজব মাসের ১ দিন বাকী থাকতেই খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি উজ্জ্বল বর্ণের হালকা-পাতলা গড়নের সুদর্শন, 'আবিদ, জাহিদ ও সাধু প্রকৃতির ন্যায়পরায়ণ ও বীর পুরুষ ছিলেন। ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রবর্তন করার ব্যাপারে অত্যাধিক সাধনা করেন। খলীফা হওয়ার পর থেকে নিহত হওয়া পর্যন্ত তিনি সর্বদায় রোযা অবস্থায় থাকতেন। তিনি অহেতুক বিনোদন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। গানবাদ্যকে হারাম ঘোষণা করেন। 'আমিল সচিবদেরকে প্রজাসাধারণের প্রতি অবিচার অত্যাচার করতে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। দপ্তরে নিয়ম-কানূন কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজে প্রতিদিন দরবারে উপস্থিত হতেন এবং সকল মামলা-মোকাদ্দমা নিস্পত্তি করতেন। হিসাব রক্ষকদেরকে পার্শ্বে বসিয়ে হিসাব মিলিয়ে নিতেন। খলীফার ন্যায়পরায়নতার জন্য প্রজাসাধারণ তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলো। তারা তাঁকে পূণ্যবান খলীফা বলে অভিহিত করতো এবং তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করতো। এ পূণ্যবান খলীফা ২৫৬ হিজরী সনের ১৪ রজব তারীখে ১১ মাস ১৫ দিন খিলাফাত পরিচালনা করার পর শত্রুদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

দ্র. wmqviæ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৩৫-৪০; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL,প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০১; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৯; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪; Avj-gLZvmviæ dx AvLewij-evkvi, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬১; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০৮; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৯১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬-৬৭; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯-৭০; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ.৮১; *Encyclopaedia Britannica*, Vol-4, P. 651.

৮২. ZvixLj-BÔAvKex, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৭; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৯; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

৮৩. ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭১-৪৭২; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০৯; মাহমূদ শাকির বলেন, قُتِلَ صَالِحُ بن وَصِيْف وَلَدُهَا، وَسَطَا عَلَى أَمْوَالِهَا، ثُمَّ أَلْتُفِتَ إِلَى الوَزِيْر أَحْمَدْ بن إِسْرَائِيْل فَأَخَذَ أَمْوَالَهُ وَضَرَبَهُ حَتَّى مَاتَ দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬১; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL,প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৩

৮৪. gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৮; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন,كَانَ قَدْ إِطَّرَحَ المَلَاهِيْ وَحَرَّمَ الغِنَاء، দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯

৮৫. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪

করলেন। দরবারে উপস্থিত হয়েই মূসা ইব্ন বুগা খলীফাকে বন্দী করে একটি খচ্চরে আরোহণ করিয়ে বন্দীশালার দিকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। ২৫৬ হিজরী/৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সালিহ্ ইব্ন ওয়াছিকের বিচার করবেন এ মর্মে খলীফাকে প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য করেন। খলীফা চাইতেন যে, কোনক্রমে মূসা ইব্ন বুগা ও সালিহ্র মধ্যে সমঝোতা হয়ে যাক। ফলে মূসা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, খলীফা নিশ্চয়ই সালিহ্র অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তিনিই তাকে গোপন করে রেখেছেন। মূসা ইব্ন বুগার ঘরে তুর্কী অমাত্যদের গোপন বৈঠক বসে। বৈঠকে স্থির হয় যে, মুহতাদীকে হত্যা অথবা পদচ্যুত করতে হবে। খলীফা তা জেনে ফেলেন। পরদিনতিনি 'আম দরবার আহবান করে সশস্ত্র সৈন্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় ক্ষুব্ধ মূর্তিতে দরবারে উপস্থিত হয়ে, তুর্কীদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের দূরভীসন্ধির কথা আমি অবগত আছি, তোমরা আমাকে অন্য খলীফাদের মত ভেবো না। যতক্ষণ আমার হাতে তলোয়ার থাকবে, আমি তোমাদের কয়েক শো লোককে প্রাণ নিয়ে ছাড়বো। প্রাণ নিতে ও দিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তোমরা মনে রাখবে, আমার সাথে বৈরিতা তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। আমি শপথ করে বলতে পারি সালিহ্ কোথায় আছে আমি জানি না। খলীফা তেজদীপ্ত ভাষণে ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।[৮৬]

মূসার অনুগত এক ব্যক্তি সালিহকে খুঁজে পায়। মূসা ইব্ন বুগা তাকে হত্যা করিয়ে, দেহচ্যুত শির বল্লমের মাথার উপর রেখে শহর প্রদক্ষিণ করায়।[৮৭] খলীফা এতে ভীষণ ব্যথিত হন, কিন্তু তুর্কীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির মুখে খলীফার করার কিছুই ছিল না। শেষ পর্যন্ত খলীফা তুর্কী সর্দার বাকিয়ালের (بكيال) নিকট মূসা ইব্ন বুগাকে হত্যা করার নির্দেশ পাঠালেন। বাকিয়াল এ নির্দেশের কথা মূসা ইব্ন বুগাকে জানিয়ে দেন। কালবিলম্ব না করে মূসা ইব্ন বুগা স্ব-সৈন্যে খলীফার প্রাসাদে আক্রমণ করে। এদিকে মাগরিব, আশরুসানার, ও ফারাগানার সৈন্যরা খলীফার পক্ষে রুখে দাড়াঁলো। বাকিয়াল বন্দী হয়ে খলীফার সম্মুখে নীত হল। খলীফা তাকে হত্যা করে তার দেহচ্যুত শির তুর্কীদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এতে তুর্কীদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং বাকিয়ালের হত্যাকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ ফারাগানা প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত তুর্কীরা এতদিন খলীফার পক্ষে ছিল তারাও মূসা ইব্ন বুগার বাহিনীতে যোগ দেয়। খলীফা পরাস্ত হন। তুর্কীরা তাঁর অন্ডকোষদ্বয়ে চাপদিয়ে হত্যা করে।[৮৮]

খলীফা মুহ্তাদী বিল্লাহ্র ইন্তিকাল (২৫৬ হিজরী সনের ১৪ই রজব/ ৮৭০ খ্রিস্টাব্দের জুন)-এর পর মু'তামিদ 'আলাল্লাহ্ (২৫৬-২৭৯ হিজরী/৮৭০-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) ২৫৬ হিজরী সনের ১৬ই রজব খিলাফাতে অধিষ্ঠিত

---

৮৬. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫১৮; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬১-৬২; Avb-bRgh-hvwnivn, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, خَرَجَ إِلَيهِمْ الْمُهْتَدِيْ مِنَ الغَد مُتَقَلِّدًا بِسَيْفِه، فَقَالَ قَدْ بَلَغَنِيْ شَأْنُكُمْ، وَلَسْتُ كَمَنْ تَقَدَّمَنِيْ مِثْلَ الْمُسْتَعِيْنِ وَالْمُعْتَزْ، وَاللهِ مَا خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ إِلَّا وَأَنَا مُتَحَنِّطُ، وَقَدْ أَوْصَيْتُ، وَهَذَا سَيْفِيْ، وَاللهِ لأَضْرِبُنَّ بِهِ مَا إِسْتَمْسَكْتُ قَائِمَتَهُ بِيَدِيْ، أَمَّا دِيْنٌ، أَمَّا حَيَاءٌ، أَمَّا رِعَةٌ؟ كَمْ يَكُوْنُ الخِلَافُ عَلَى الْخُلَفَاءِ وَالْجُرْئَةُ عَلَى اللهِ দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮;Avj-Kwgj wdZ-ZvixL,প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৪-১৫

৮৭. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪৩৮-৩৯; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৯; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন,فَجَاءَ إِلَى مُوْسَى فَاخْبَرَهُ، فَبَعَثَ جَمَاعَةَ فأَخَذُوْهُ، وَقُطِعَتْ رَأْسُه وَطَيِّفَ بِهِ দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫১৯; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬-৬৭;Avj-Kwgj wdZ-ZvixL,প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২১-২২

৮৮. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ. ৪৩৯; ZvixLj-BÔAvKex, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭১; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫০-৫১; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫০-৫১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭

হন।[৮৯] খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খাকানকে প্রধান উযীর মনোনীত করেন। যিনি তাঁর পিতা মুতাওয়াক্কিলের সময় থেকেই উযীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ২৬১ হিজরীর শাওয়াল/৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে খলীফা মু'তামিদ একটি 'আম দরবারে ঘোষণা দেন যে, আমার পরে আমার পুত্র জা'ফরই পরবর্তী খলীফা হবেন। তারপর আমার ভাই আহমাদ মুওয়াফ্‌ফাক হবে খিলাফাতের দ্বিতীয় দাবিদার। তবে আমার মৃত্যু পর্যন্ত যদি আমার পুত্র জা'ফর বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, তবে আমার ভাই-ই খলীফা পদে আসীন হবে এবং এমতাবস্থায় জা'ফর হবে তার পরবর্তী খলীফা। এ ব্যাপারে সকলের বায়'আত নেয়া হয়।[৯০] খলীফা হারূনুর্-রশীদের তনয় মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র শাসনামল থেকেই সামির্‌রা ছিল 'আব্বাসীয় খলীফাদের রাজধানী। ২৬২ হিজরী সনে খলীফা মু'তামিদ 'আলাল্লাহ সামির্‌রা থেকে বাগদাদে ফিরে যান।[৯১] ২৬৩ হিজরী/ ৮৭৬-৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খাকান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর ইন্তিকালের পর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুখাল্লাদকে উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু তিনি ২৬৩ হিজরী সনের যিল-ক'দাহ্ মাসের ১১ তারীখ থেকে ২৭ তারীখ পর্যন্ত মাত্র ১৬ দিন উযীর হিসেবে দায়িত্ব পালণ করেন। তারপর 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন ওহ্হাব যিনি মুহতাদী বিল্লাহ্‌র উযীর ছিলেন, তাকে উযীর নিয়োগ দেয়া হয়।২৬৪ হিজরী সনে সুলাইমান ইব্‌ন ওহ্হাব বাগদাদ থেকে সামার্‌রাতে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে নিজেকে খলীফা ঘোষণা করেন। এতে খলীফা মু'তামিদ 'আল্লাহ্ তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ও তাঁর সন্তান ইব্‌রাহীমকে গৃহে অন্তরিন করেন। ২৬৪ হিজরী সনের যিল-ক্ব'দাহ্ মাসের ২৭ তারীখে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুখাল্লাদকে পুনরায় উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন।[৯২] ২৭২ হিজরী সনে জেল হাজতেই সুলাইমান ইব্‌ন ওহ্হাব ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আবুস্-সকর ইসমা'ঈল ইব্‌ন বুলবুল উযীর পদে আসীন হন।[৯৩] খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ্ সামার্‌রা ছেড়ে বাগদাদে বসবাস করার ফলে রাজধানী পুনরায় বাগদাদে চলে আসে। ফলে খলীফার দরবারে জেঁকে বসা তুর্কী সরদারদের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। রাজধানী পরিবর্তনের এ কৃতিত্বও খলীফার ভাই মুওয়াফ্‌ফাকেরই ছিল। তাঁর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাই একাজে উদ্ধুদ্ধ করেছিল।[৯৪]

মু'তামিদ 'আলাল্লাহ খলীফা হলেও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তার ভাই আবূ আহ্মাদ খলীফাতুল্লাহ আল-মুওয়াফ্‌ফাক উপাধি ধারণ করে খিলাফাতের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসেন।[৯৫] তার এ কার্যক্রম

---

৮৯. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৭৫; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮; মুহতাদীকে অণ্ডকোষদ্বয়ে চাপ দিয়ে হত্যার পর তুর্কীরা জুসাক নামক স্থানে কারাবন্দী আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিলকে কারাগার থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসায়। তারা তাঁর হাতে বায়'আত করে তাঁর খিতাব দেয় মু'তামিদ 'আলাল্লাহ্।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪০; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৯

৯১. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৯; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, 'Iqvjj-Bmjvg (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩

৯২. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬১-৬২; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯

৯৩. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৪; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫

৯৪. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪

৯৫. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনার পূর্বে তুর্কীরাই ছিল খিলাফাতের প্রধান চালিকাশক্তি। মুওয়াফ্ফাক ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাদের সে শক্তি খর্ব করে, সে শক্তি নিজ হাতে তুলে নেন।

এতদসত্ত্বেও মু'তামিদের শাসনামলে রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তৃত্ব নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়ে। সমগ্র রাজ্যের সর্বত্র চরম হাঙ্গামা বিরাজ করছিল। যে যেখানে সুযোগ পায় সে সেখানেই রাজ্য দখল করে নেয়। প্রাদেশিক গভর্ণররা রাজস্ব প্রেরণ বন্দ করে দেয়। যে যে ভূখণ্ড দখল করেছিলো, তারা সেখানেই নিজস্ব আইন কানুন চালু করে দেয়। সামান বংশীয়রা মাওরাউন্-নাহ্র, সাফার বংশীয়রা সিজিস্তানে, কিরমান খুরাসান ও পারস্যদেশে, হাসান ইব্ন যায়দ তাবারিস্তানে ও জুর্জানে, হাবশীরা বসরা, আলেপ্পো ওয়াসিতে, খারিজীরা মসুলে ও জাযীরায়, ইব্ন তুলূন মিসর ও শামে এবং আগলাব আফ্রিকায় নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে নিজ নিজ রাজত্ব গড়ে তোলে। এছাড়াও অনেক ছোট ছোট সরদাররাও বিভিন্ন এলাকায় আপন আপন দখল ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। খলীফার রাজত্বের নিদর্শন কেবল এতটুকুই ছিল যে, জুমু'আর খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারিত হতো। রাষ্ট্রীয় কোন কর্মকাণ্ডে খলীফার নির্দেশ মান্য করা হতো না।[৯৬]

২৭৮ হিজরীর ২২ সফর/ ৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন মুওয়াফ্ফাক ইন্তিকাল করেন। খলীফা মু'তামিদ তখন বেঁচে থাকলেও তাঁর মর্যাদা ছিল একজন কয়েদীর ন্যায়। তাঁর মৃত্যু হলে, অমাত্যবর্গ মুওয়াফ্ফাকের পুত্র আবুল-'আব্বাস মুতাযিদকে সর্ব সম্মতিক্রমে যুবরাজ মনোনীত করে। কিন্তু জা'ফর ইব্ন মু'তামিদের পর তার এই যুবরাজ পদ প্রাপ্য ছিলো। জা'ফর ছিলেন প্রথম যুবরাজ এবং মু'তাযিদ ছিলেন দ্বিতীয় যুবরাজ যেমনটি ছিলেন তাঁর পিতা মুওয়াফ্ফাক দ্বিতীয় যুবরাজ। কিন্তু মু'তাযিদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ভয়ে খলীফা মু'তামিদ বিল্লাহ্ নিজ পুত্র জা'ফরের পরিবর্তে ভ্রাতুষ্পুত্র মু'তাযিদের যুবরাজত্বকে অগ্রগণ্য করে তাকেই প্রথম যুবরাজরূপে মনোনয়ন দান করেন।

মু'তামিদের রাজত্বের ২৩ বছর এভাবে অরাজকতা, অস্থিরতা, দূর্ভোগ ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়। হাবসী বা জঙ্গিদেরকে উৎখাত করা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই সফলতার মুখ দেখা যায়নি।[৯৭] তিনি ২৭৯ হিজরী সনে ৫০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৯৮]

তাঁর ইন্তিকালের পর আল-মু'তাযিদ বিল্লাহ্[৯৯] (২৭৯-২৮৯ হিজরী/৮৯২-৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।[১০০] তিনি তার পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ওহ্হাবকে আমৃত্যু তার

---

৯৬. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪-৫৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫

৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৫

৯৮. Avb-bRgh-hwniv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-৪০১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩২৬; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৫০

৯৯. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম মুওয়াফ্ফাক বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুওয়াফ্ফাক বিল্লাহ্ ত্বলহা ইব্ন মুতাওয়াক্কিল জা'ফর ইব্নুল-মু'তাসিম মুহাম্মাদ ইব্নুর-রশীদ আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী। তিনি ২৪২ হিজরী সনে সাওয়াব দুরার নামক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসে ২৫ বছর বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত সু-দুর্শন, সহনশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, كَانَ أَسْمَر، نَحِيْفًا، مُعْتَدل الخَلق، كَامِل العَقْل । চেহারায় গাম্ভীর্জের ছাপ বিদ্যমান। তিনি যে কোন বিষয় উপলব্ধি করার মত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। জ্যোতিষী ও গল্পকথকদের পছন্দ করতেন না। মামুনের সময়কাল থেকে দর্শনের চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধর্মীয় কলহ ও বাগবিতণ্ডার অবসান কল্পে তিনি দর্শন ও বাহাসের পুস্তকাদির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। প্রজাদের ভূমি রাজস্ব কমিয়ে দেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ শাসক ছিলেন। তবে প্রয়োজনে কঠোরতা এমনকি রক্তপাতেও কুণ্ঠবোধ করতেন না। প্রজাদের উপর থেকে সকল প্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন দুরীকরণে সচেষ্ট থাকতেন। আল-মাস'উদী বলেন, كَانَ قَلِيْلَ الرَّحْمَة، إذا غَضِبَ عَلَى أمِيْرحَفَرَلَه

উযীর পদে আসীন রাখেন।[১০১] ২৮৮ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকালের পর তারই পুত্র আবুল হুসাইন আল-ক্বাসিম ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্‌কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[১০২] তার প্রধান শক্তিছিল তার পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও বেসামরিক ও সামরিক নেত্রীবৃন্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক এবং 'আব্বাসীয় পরিবারের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে পূণঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি এ শক্তিকে ব্যবহার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।তিনি স্বয়ং তার সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধাভিযানে তার রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন।[১০৩] খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ্‌ মককার দারুন্‌-নদওয়া নামক কুরাইশদের সেই ইতিহাস বিখ্যাত মন্ত্রণাগৃহটি ভেঙ্গে দিয়ে বায়তুল-হারাম মসজিদের পার্শ্বে তদস্থলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[১০৪]

তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহের সম্মুখিন হন। মুসেলে খারিজীদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো। তন্মধ্যে একদলের নেতা আবূ জূযা ২৮০ হিজরী সনে বন্দী হয়ে বাগদাদে নীত হলে তিনি তাকে হত্যা করান। অপর দলের নেতা হারূন শাবী বিদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত থাকায় খলীফা নিজেই জাযিরায় অভিযান চালিয়ে বণী শাযরানের গোত্র সমূহকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি বিধান করে প্রচুর গণীমতের মাল নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন।[১০৫] ২৮১ হিজরী সনে মারভীন দুর্গ দখলকারী হামদান ইব্‌ন হামদুনকে বন্দী করেন, যার সাথে খারিজী নেতা হারুন শাবীর সাথে সখ্যতা ছিল।[১০৬] খলীফা এ সময় মারভীন দুর্গ ধূলিস্‌সাৎ করে দেন। পারসিক বংশোদ্ভূত লোকদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় নওরোজের দিন তারা বাগদাদে উৎসব পালন ও অগ্নি প্রজ্জ্বলনের প্রথা চালু করেছিল। ২৮২ হিজরী সনে খলীফা এক ফরমান বলে তা বন্ধ করে দেন।[১০৭] ২৮৩ হিজরী সনের রবি'উল-আওয়াল মাসে খলীফা স্ব-সৈন্যে মসুলে উপস্থিত হয়ে

حَفِيْرَةً، وَأَلْقَاه حَيًا، وَطَمَّ عَلَيْه । এ মহান খলীফা ২৮৯ হিজরী সনে ৪৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি ২৩ বছর পর্যন্ত খিলাফাত পরিচালনা করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৭৮; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৩; gi{Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০-৩১; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০৬-০৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৪-৪৫; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-০১; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৩-৯৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩২৫-২৬; 'Iqvjj- Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১

১০০. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১ ; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫; gi{Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; মাহমূদ শাকির বলেন, بُوْيِعُ الخِلَافَة لِعَشَرَ بَقِيْنِ مِنْ رَجَبْ مِنَ عَامِ تِسْعَة وَّسَبْعِيْنَ وَمائَتَيْن بَعْد عَمِّه المُعْتَمِد عَلَى الله দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৬

১০১. gi{Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪

১০২. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৩

১০৩. Bmjvgx wek‡KvI, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

১০৪. Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

১০৫. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭১; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬; gi{Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৪; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩২

১০৬. ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৫-৫৬

১০৭. Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৪;; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭; ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, مُعْتَدل نَهَى الخَلِيْفَة المُعْتَضِد أنْ يَعَمَل النَّاسُ فِي يَوْم النَّيْروز দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৯; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; Av'-'vIjvZj-'আব্বাসিয়¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৩-৬৪; فِي سَنَةِ ٢٨٢ أَمَرَ بِإنْشَاء الكُتُبِ

হারুন শাবী খুমারীকে উৎখাত করতে সক্ষম হন। তিনি হারূনকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন ও পরবর্তীতে হত্যা করেন।[১০৮] তিনি মীরাছ সংক্রান্ত অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাবীল-আরহামদের জন্যও উত্তরাধিকার দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রজাসাধারণ এতে তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয় এবং তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।[১০৯]

২৮৫ হিজরী সনে আযারবায়জান আক্রমণ করে আমুদ কেল্লা অধিকার করেন এবং আহমাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন শায়খকে গ্রেফতার করেন।[১১০] ২৮৬ হিজরী সনে তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন।[১১১] অধিক সঙ্গমজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে ২৮৯ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১১২]

খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ্র ইন্তিকালের পর আল-মুকতাফী বিল্লাহ্[১১৩] (২৮৯-২৯৫ হিজরী/৯০২-৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১১৪] তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর পিতা কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত

إلَى جَمِيْعِ العَمَّال فِي النَّوَاحِيْ وَالأمْصَار بِتَرْكِ إفْتِتَاح الخِرَاج فِي النّيْرُوْز দ্র.আত-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪০৭

১০৮. wmqvi AvjwgbvÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭২-৭৪; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৫৭; gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৭; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭

১০৯. ইব্নুল-জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) বলেন, أمَر المُعْتَضِد بِالكِتَاب إلَى جَمِيْع النَّوَاحِي برد الفَاضِلِ مِنْ سِهَامِ المَوَارِيْث عَلَى ذَوِي الأرْحَام দ্র. Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ.৩৫৯-৬০; ইব্ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, كَتَبَ المُعْتَضِد إلَى الأفَاق بِرَدِّ مَا فَضَلَ عَنْ سِهَام ذَوِي الفُرُوْض، إذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَة، إلَى ذَوِي الأرْحَام দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৫৪;Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

১১০. ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৯

১১১. ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৮২

১১২. Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১১; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৪; gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪২২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৯৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩৭১; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১০; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫

১১৩. তাঁর প্রকৃত নাম 'আলী। উপনাম আবূ আহমাদ। পিতার নাম মুতাওয়াক্কিল আল-মুতাযিদ বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ আহমাদ 'আলী ইব্ন মু'তাযিদ বিল্লাহ্ আবীল-'আব্বাস আহমাদ ইব্নুল-মুওয়াফ্ফাক ত্বলহা ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আল-'আব্বাসী। তিনি ২৩৬ হিজরী সনে জীজাক নামক তুর্কী ক্রিতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, مَوْلِدُه فِيْ أرْبَعٍ وَّ سِتِّيْنَ و مِئَتَيْنِ -তিনি ১৬৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে 'আলী নামে দু'জন ব্যক্তি খলীফা হয়েছেন। একজন হযরত 'আলী কার্রামালাহ্ ওয়াজহাহু (রা.) তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা ছিলেন। অপরজন এ মুকতাফী বিলাহ্। মু'তাযিদ বিলাহ্ তাঁকে স্বীয় উত্তরাধিকারী যুবরাজরূপে মনোনীত করেন। তিনি ৩১ বছর ৩ মাস বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। মু'তাযিদের ইন্তিকালের সময় তিনি রিক্কায় ছিলেন। ফারিসে ক্রীতদাস বদর এবং রাজধানীতে উযীরে 'আযম ক্বাসিম ইব্ন 'উবায়দিলাহ্ মুকতাফীর নামে মানুষেরা বায়'আত গ্রহণ করেন এবং রিক্কায় তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে দেন। মুকতাফী জমাদিউল-আওয়াল মাসে বাগদাদে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করে উযীর ক্বাসিমকে সাতটি খিলাত প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী এবং সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, كَانَ مُعْتَدَل القَامَة، دُرِّيّ اللَّوْن، أسْوَد الشَّعْر، حَسَنَ اللِّحْيَة । মুতা'যিদের সন্তানই কেবল খলীফা হবেন, উযীর ক্বাসিম ইব্ন 'উবায়দুলাহ্ তা চাইতেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল এ বংশের অন্য কেউ খলীফা হোন। তাই তিনি বদরের চাপের মুখে উযীরকে তার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করেন। এ সমস্ত পরিস্থিতির মুকাবিলায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি ৬ বছর ৭ মাস ২০ দিন খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন।

আবুল-হুসাইন আল-ক্বাসিম ইব্ন ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলাইমান ইব্ন ওহাবকে আমৃত উযীর হিসেবে বলবত রাখেন। ২৯১ হিজরী সনে তাঁর ইন্তিকালের পর আল-‘আব্বাস ইব্নুল-হাসানকে উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন।[১১৫] উদারনীতির কারণে তিনি জনগণের সমর্থন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি তার পিতা কর্তৃক নির্মিত রাজধানী নগরীর ভূ-গর্ভস্থ বন্দীসালাসমূহের ধ্বংস সাধন, বন্দিদের মুক্তি প্রদান এবং বাজেয়াপ্তকৃত জমি প্রত্যর্পণ করেন।[১১৬] তিনি একজন সাহসী ও নির্ভীক নেতারূপে নিজেকে প্রমাণ করেন। বহুসংখ্যক খিলাফাতের শত্রুর বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করেন। কিরমিতা[১১৭] সম্প্রদায় সিরিয়া অঞ্চলে প্রচণ্ড তাণ্ডব চালাতে থাকে, একের পর এক শহর তাদের কবলে পতিত হতে থাকে, এমনকি দামিশক নগরী তাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।[১১৮] ২৯০ হিজরী সনে তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমানকে একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে দামিশকে কিরমিতীদের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান অত্যন্ত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কারামিতাদের মুকাবিলা করেন। কিরমিতাদের সর্দার আবুল কাসিম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকরাওয়াই ২৯১ হিজরীর ৬ই মুহার্‌রাম (৯০৩ খ্রি. ৩০ নভেম্বর) গেফতার হয়। তাদের অনেকেই হতাহত ও অনেকে বন্দী হয়, আবার অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।[১১৯]

২৯২ হিজরী সনে খলীফা মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমানকে তূলূন বংশকে ধ্বংস করার জন্য মিসরে পাঠান। যুদ্ধে হারূনইব্ন খুমারুভিয়া নিহত হন। মিসর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈলের পদানত হয়। তূলূন বংশের প্রত্যেকে বন্দী অবস্থায় বাগদাদে নীত হয়। তূলূন গোষ্ঠীর শাসনের অবসান হয়। খলীফা দরবার থেকে ঈসা নওশরীকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করে, তথায় প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান তাঁর হাতে মিসরের শাসন

দ্র. Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫; gi|Rh-hvnve, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৩; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৮; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১২-১৩; wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯-৮০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৪-১৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪

১১৪. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১২; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৭১৪-১৫; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৫

১১৫. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৬

১১৬. Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৫; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡KvI (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ১৯শ খণ্ড পৃ. ৫০৯

১১৭. কিরিমিত শব্দের ক্বফ ও মীম বর্ণে যের যোগে ও ‘র’ বর্ণে সাকিন যোগে পঠিত হয় ও শেষ বর্ণ ‘ত্ব’। যা দ্বারা একটি নিন্দিত সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। যে সম্প্রদায়ের প্রধানের নাম কিরমিতা। তারা হাজার, বাহরাইন ও হাসা অঞ্চলের বসবাসকারী একটি সম্প্রদায়। কেউ কেউ তাদেরকে আল-কারামাতাহ বলেছেন। তারা হজ্জ পালনের জন্য বায়তুল্লাহ্-তে আগমনকারী হাজীদের হত্যা করেছিল।

দ্র. আস্-সাম‘আনী, Avj-Avbmve (কায়রোঃ মাকতাবাতু ইব্ন তাইমিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.), ১০ম খণ্ড, পৃ.১০৮

১১৮. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm,প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩

১১৯. Bmjvgx wek‡KvI, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫০৯; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৯-৭০; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৪-৩৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.১৪-১৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪১৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৮৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৯; Avb-bRgh-hwnivn, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬১

বুঝিয়ে দিয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন।[১২০] ২৯৪ হিজরী সনে আবুল-হায়জ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদান ইব্ন হামদুন আদভী তাগলবী মুসলের কুর্দীদের পরাভূত করেন।[১২১] ২৯৫ হিজরী সনের জমাদিউল-আওয়াল (মার্চ ৯০৮ খ্রি.) মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[১২২] অতপর তুর্কীরা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অল্প বয়স্কদেরকে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত করতে থাকে। তাই মাত্র ১৩ বছর বয়সী আল-মুকতাদির বিল্লাহ্কে[১২৩] (২৯৫-৩২০ হিজরী/৯০৮-৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত করে।[১২৪] অতি অল্পবয়সের কারণে অনেকেই খলীফা মু‘তাজের পুত্র আবূ ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদকে সিংহাসনে বসানোর জন্য প্ররোচনা দিতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় মুতাওয়াক্কিলের পুত্র আবুল-হুসাইনকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঘটনাক্রমে তারও মৃত্যু হয়। দু’জন প্রস্তাবিত ব্যক্তির মৃত্যু খলীফা মুকতাদিরের খিলাফাতের ভিত্তি একরূপ শক্তই হয়ে যায়। কয়েকদিন পর পুনরায় কানাঘুষা শুরু হয় এবং অমাত্যবর্গ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতাজ্জকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু উযীরে ‘আযম ‘আব্বাস ইব্ন হুসাইন তাদের সাথে যুক্ত ছিলেন না। তাই ২৯৬ হিজরী সনের ২০ শে রবী‘উল-আওয়াল (ডিসেম্বর ৯০৮ খ্রি.) উযীর ‘আযমকে হত্যা করা হয়। পরদিন ২১ শে রবী‘উল-আওয়াল ২৯৬ হিজরীতে মুকতাদিরকে পদচ্যুত বলে ঘোষণা করা

---

১২০. wmqvi AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫০৯; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪ ; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৩৩; ; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭২৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪২১; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০; kvhvivZh-hvnve, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬

১২১. Av‘-‘vIjvZj-ÔAveYvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭০; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm,প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪-৬৫

১২২. ZvixLZ-Zvevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯; wmqvi AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৪; Av‘-‘vIjvZj-ÔAveYvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৪; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭-৩৮ Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৫৯; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪২৯; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮০

১২৩. তাঁর প্রকৃত নাম জা‘ফর। উপনাম আবুল-ফযল। পিতার নাম মু‘তাযিদ বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-ফযল জা‘ফর ইব্নুল-মু‘তাযিদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবী আহমাদ ত্বলহা ইব্ন মুতাওয়াক্কিল ‘আলাল্লাহ্ আল-হাশিমী আল-‘আব্বাসী আল-বাগদাদী। তিনি ২৮২ হিজরী সনে গরীব নাম্মি ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মুকতাফি বিলাহ্ তাঁর ইন্তিকালের পূবে যখন তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীরূপে রাজকুমার মনোনয়নের ব্যাপারে লোকজনের পরামর্শ চাইলেন, তখন লোকজন তাকে মুকতাদির বিলাহ্ নিশ্চিতভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানালে তিনি তাকেই রাজকুমার মনোনীত করেন। ইতোঃপূর্বে এতকম বয়সে আর কেউ খলীফা হননি। আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, إِخْتَلَ النِّظَام كَثِيْرًا فِيْ أَيَّامِ المُقْتَدِر لِصِغرِه -তিনি ২৯৫ হিজরী সনে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তাই মুকতাদির ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাকে পদচ্যুত করার জল্পনা-কল্পনা চলে। উযীরে ‘আযমের ক্ষমতার পরিধি যেহেতু অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতাও তার ছিল, এজন্য অমত্যবর্গের মুকতাদিরের খিলাফাত পছন্দ ছিল না। এদিকে উযীরে ‘আযমের এ ছেলে মানুষের খিলাফাত পছন্দ ছিল না। তাই তারা তার খিলাফাতের বিরোধীতা করে। কিন্তু তাদের সকল বিরোধীতাকে উপেক্ষা করে তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে খিলাফাত পরিচালনা করেন। তিনি ২৪ বছর ১১ মাস ১৬ দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ৩২০ হিজরী সনের ২৪ শাওয়াল ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Av‘-‘vIjvZj-ÔAveYvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২-৩৩; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৫৯; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৩০; ‘Iqvjj-Bmjvg,প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬৭; Avb-bRgh-hvwnivn, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; wmqvi AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫

১২৪. Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; আত্-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১০৭; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯; Av‘-‘vIjvZj-ÔAveYvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫; gi|Rh-hvnve, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৫৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৩০; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬৭; Avb-bRgh-hvwnivn, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; wmqvi AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩

হয় এবং ইব্নুল-মু'তাজ্জকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়।[১২৫] 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাজ্জ সিংহাসনে বসে আল-মুরতাযা বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মুকতাদিরকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। খোজা সেনাপতি মু'নিস আল-মুজাফ্ফার[১২৬] মুকতাদিরকে রক্ষা করার জন্য স্ব-দলবলে এগিয়ে আসেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাজ্জ গ্রেফতার হয়ে নিহত হন। খলীফা আল-মুকতাদির স্ব-পদে বহাল থাকেন।[১২৭] তিনি মুনিস খাদিমকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব ও আবুল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-ফুরাতকে উযীরে 'আযম মনোনীত করেন।[১২৮] খলীফা আল-মুকতাদির স্বাধীনচেতা শাসক ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত দুর্বল এবং বিলাসপ্রিয় থাকায় মন্ত্রীগণই প্রকৃত পক্ষে সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তিনি কখনো কখনো হারেমবাসিগণ কর্তৃক এবং কখনো কখনো উযীরগণ কর্তৃক পরিচালিত হতেন।[১২৯] তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহের সম্মুখিন হন। কিরমিতা সম্প্রদায় একাধিকবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৩০১ হিজরী (৯১৩-১৪ খ্রি.) সনে মুকতাদির তাঁর চার বছরের শিশু সন্তান আবুল-'আব্বাসকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন এবং মিসরের মাগরিবের গভর্ণরী তার নামে প্রদান করে, মুনিস খাদিমকে মুযাফ্ফার উপাধিতে ভূষিত করে, 'আমীরুল উমারা' মনোনীত করে, মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন।[১৩০] ৩০২ হিজরী (৯১৪-১৫ খ্রি.) সনে 'উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তাঁর সেনাপতি হাবাসা কাতামীকে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মিসরে অবস্থানরত মুনিস তাকে পরাভূত করেন।[১৩১] ৩০৭ হিজরীতে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তাঁর পুত্র আবুল-ক্বাসিমকে একটি বিশাল বাহিনী সাথে দিয়ে মিসর আক্রমণের উদ্দেশে প্রেরণ করে। তারাও মুনিস খাদিমের হাতে পরাভূত হয়।[১৩২] ৩১১ হিজরী সনে কিরমিতাদের প্রধান আবূ ত্বাহির সুলায়মান ইব্ন হাসান আল-জান্নাবী আল-কিরমিতী বসরাতে আক্রমণ করে তা অধিকার করে, ১৬/১৭ দিন সেখানে অবস্থান করে লুটপাট চালিয়ে প্রচুর মালপত্র ও বন্দী শিশু ও নারীসহ হাজরের দিকে যাত্রা করে। খলীফা মুকতাদির এ দুঃসংবাদ অবগত হয়েই মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ফারূকীকে গভর্ণরী সনদ দিয়ে স্বসৈন্য বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন।[১৩৩] ৩১২ হিজরী সনে আবূ ত্বাহির আল-

---

১২৫. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৩০-৩১; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬-৭৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৯-৫০

১২৬. মু'নিস আল-মুজাফ্ফার আবুল-হাসান ২৩১ হিজরী/৮৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন খোযা ছিলেন। তিনি আল-খাদিম ও মুজাফ্ফার উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৬০ বছর আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি একজন একনায়কে রুপান্তরিত হন। তিনি প্রথম দিকে খলীফা মুকতাদীর বিল্লাহ্র অনুগত থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর চরম শত্রুতে পরিণত হন। এমনকি তাঁরই অনুগত সৈন্যের হাতে খলীফার জীবনাবসন ঘটে।

দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৪; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮

১২৭. wmqviæ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২-৮৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭-৭৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪১-৪২; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৮

১২৮. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩; 'আব্দুল হাই আদ্-দিমাশকী, kvhvivZh-hvnve (বৈরূত: দারু ইব্ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২

১২৯. আত্-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১০৮

১৩০. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭৮; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৮

১৩১. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৪২; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮৬

১৩২. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৫১

১৩৩. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫-৬; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬১; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৩

জান্নাবী তার লোক-লস্কর নিয়ে মককা থেকে প্রত্যাগমনকারী হাজ্জযাত্রীদের কাফেলা লুটপাট করে। যারফলে ৩১৩ হিজরী (৯২৫-২৬ খ্রি.) ও ৩১৪ হিজরী সনে এই দুইবছর কিরমিতাদের ভয়ে কেউ হজ্জ করতে যায়নি।[১৩৪] ৩১৪ (৯২৬-২৭ খ্রি.) ও ৩১৫ (নভেম্বর ৯২৭ খ্রি.) হিজরী সনের রমাযান মাসে কিরমিতাদের হাতে খলীফা মুকতাদিরের বাহিনী পরাভূত হয়। অবশেষে ৩১৬ হিজরীতে (৯২৮-৯২৯ খ্রি.)‘ঈসা ইব্ন মূসা, হারূন ইব্ন গরীব, সাফী আল-বাসরী ও ইব্ন ক্বায়স প্রমুখ সর্দারকে কিরমিতাদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অবশেষে তারা পরাস্ত হয়।[১৩৫]

৩১৭ হিজরীতে (৯৩০ খ্রি.) মুনিস ইব্ন মুযাফ্ফার মুকতাদিরকে সিংহাসনচ্যুত করে। কারণ খলীফা মুকতাদির মুনিসের স্থলে হারূন ইব্ন গরীবকে হাজিব পদে অধিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মুনিস তা অবগত হয়ে খলীফার উপর অনাস্থা প্রকাশ করেন এবং খলীফাকে গ্রেফতার করেন। মু‘তাযিদের পুত্র মুহাম্মাদকে আল-কাহির বিল্লাহ্ উপাধিতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসান। কিন্তু বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেতন বাড়ানোর দাবী পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় কিছুদিন যেতে না যেতেই মুকতাদির বিল্লাহ্ স্ব-পদে ফিরে আসেন।[১৩৬] ৩১৮ হিজরীর (৯৩১ খ্রি.) হজ্জের মওসূমে আবূ ত্বাহির কিরমিতা সসৈন্যে মক্কা মু‘আয্যামায় গমণ করে। তখন ছিল হজ্জের মওসুম। বাগদাদ থেকে মানসূর দায়লামী আমীরুল হুজ্জাজ হয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। তিনি ৮ই যিলহজ্জ মক্কায় উপনীত হন এবং আবূ ত্বাহির ৯ই যিলহজ্জ মক্কায় উপনীত হয়ে, আবার হাজীদের হত্যাকরে যমযম কূপে তাদের লাশ নিক্ষেপ করতে থাকে, হাজরে আসওয়াদ লৌহ মুদগর দিয়ে টুকরো টুকরো করে এবং এগার দিন পর্যন্ত তা কা‘বা প্রাচীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রাখে, কা‘বা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে, হাজীদের সর্বস্ব লুট সহ বিশৃঙ্খলা করে।[১৩৭] ৩২০ হিজরীর সফর (ফেব্রয়ারী/মার্চ) মাসে মুনিস খাদিম মুসেল দখল করে এবং খলীফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শাসককে তাড়িয়ে দেয়। মুনিস বাগদাদে আগমণ করে খলীফা মুকতাদিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে খলীফা পরাভূত হন। মুনিসের বাহিনীভূক্ত বার্বার একটি দল খলীফাকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করে শির দেহচ্যুত করে এবং শীর মুনিসের নিকট হাযির করে।[১৩৮]

---

১৩৪. kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮-২৪২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬৩-৪৬৫,৪৬৮;‘আব্দুল হাই আদ্-দিমাশকী (মৃত ১০৮৯ হিজরী) বলেন, أنّه قَتَلَ مِنْهُم قَتْلًا مسرفًا، وَسَبَي مَنْ إِخْتِيَار مَنَ الرِّجَال، وَالنِّسَاء، وَالصِّبْيَان، وَالجِمَال দ্র. kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪,৭৪৯

১৩৫. Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮-৪৯; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৩৯

১৩৬. Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩; Avb-bRgh-hwnivn,প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫১-৫২;ইব্ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, وَتَفَا ـَال وَآل إِلى أنْ إجْتَمَعُوْا عَلى خَلع المُقْتَدِر بِالله وَتَوَلّيه مُحَمّد بن المُعْتَضِد، فَبَايَعُوْه بِالْخِلَافَةِ وَسَلمُوْا عَلَيْه بِهَا، وَلَقّبُوْه القَاهِر بِالله দ্র. Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৭৩-৭৪; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫০৪

১৩৭. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, قَتَلَ الحجِيْج فِيْ المَسْجِد الحَرَام قتْلًا ذَرِيْعًا، وَطَرَحَ القَتْلى فِي بِئْر زَمْزَم، وَضَرَبَ الحَجْر الأَسْوَد بِدبُوْس فَكَسَّرَه، ثُمَّ أَقْتَلَعه، وَأَقَام بِهَا أحَدَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ رَحلُوْا দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; Av‘-‘vIjvZj ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩-৫৪; Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

১৩৮. Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৪; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮১

খুরাসানের রাজনৈতিক অবস্থা

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র)-এর জন্মের সমসাময়িক খুরাসানের গভর্ণর ছিলেন ‘আবদুল্লাহ ইবন ত্বহির। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ক্বাসিম নিজেকে খুরাসানের ভাবি গভর্ণর মনে করে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বহিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গভর্ণর এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। তালিকান অঞ্চলে বেশ ক’টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রত্যেকটি যুদ্ধে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ক্বাসিম উলূভী পরাস্ত হয়।[১৩৯] তাবারিস্তানের রঈস মাযইয়ার ইব্‌ন কারিন খুরাসানের গভর্ণরের অধীনে ছিলেন। তিনি তাকে খিরাজ দিতেন। কোন কারণে মাযইয়ার ও ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বহিরের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। মাযইয়ার ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বহিরের কাছে খিরাজ পাঠাতে অস্বীকৃতি জানায়।[১৪০]

এ খবর আফশীন জানতে পেরে খুরাসানের গভর্ণর না হওয়ার পুরাতন কষ্ট তাকে পেয়ে বসল। আফশীন ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বহিরের বিরুদ্ধে মাযইয়ার কে প্ররোচিত করে একটি চিঠি পাঠালে, মাযইয়ার ত্বহিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। ত্বহির এ সংবাদ শুনে আপন চাচা হাসান ইব্‌ন হুসাইনকে একটি বাহিনী দিয়ে এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। খলীফা মু‘তাসিম বিল্লাহর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ও ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বহিরের সাহায্যার্থে বাহিনী প্রেরণের ফরমান জারী করেন। কিন্তু আফশীনকে সেদিকে গমনের নির্দেশ দেয়া থেকে বিরত থাকেন। ফলে মাযইয়ার ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বাহিরের নিকট নীত হয়।[১৪১]

২৩০ হিজরী সনে খুরাসানের গভর্ণর ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বাহির ইন্তিকাল করেন। তার অন্তিম ইচ্ছানুসারে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বাহিরের পুত্র ত্বহির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বহিরকে খুরাসানের গভর্ণর পদে সমাসীন করেন।[১৪২]

২৪৮ হিজরীতে ত্বাহির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। খলীফা মুস্তাইন বিল্লাহ ইব্‌ন ত্বহিরকে তাঁর স্থলে খুরাসানের গভর্ণর নিযুক্ত করেন।[১৪৩]

২৫৩ হিজরীতে খুরাসানের গভর্ণর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বহির বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার পুত্র ‘উবায়দুল্লাহকে তার স্থলে খুরাসানের গভর্ণর নিয়োগের ওসীয়ত করে যান। কিন্তু তার অপর পুত্র ও ‘উবায়দুল্লাহ্ ভাই ত্বহির ইব্‌ন মুহাম্মাদ তার বিরোধিতা করেন। উভয়ের মধ্যে জানাযার জামা‘আতেই সংঘর্ষ দেখা দেয়। অবশেষে পিতার অন্তিম ইচ্ছানুসারে ‘উবায়দুল্লাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন বলে স্বীকৃত হয়।[১৪৪] কিন্তু শেষ পর্যন্ত খলীফা মু‘তাজ্জ সুলাইমান ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ত্বহিরকেই তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[১৪৫]

ই‘আকূব ইব্‌ন লাইস পর্যায়ক্রমে খুরাসান থেকে ত্বহির বংশীয়দেরকে বহিস্কার করে তার নিজের রাজত্ব গড়ে তোলেন। এতকাল ত্বহির ইব্‌ন হুসাইনের বংশধররাই একাধারে খুরাসানে রাজত্ব চালিয়ে আসছিল।[১৪৬]

---

১৩৯. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০২

১৪০. Av‘-‘vI jvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭;সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, c‡ev³, পৃ. ৪১০

১৪১. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১১; Av‘-‘vI jvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

১৪২. c‡ev³, পৃ. ৪২১; Av‘-‘vI jvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, c‡ev³, পৃ. ২৪৯

১৪৩. Av‘-‘vI jvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩; c‡ev³, পৃ. ৪৩২

১৪৪. c‡ev³, পৃ. ২৮৬

১৪৫. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮

১৪৬. c‡ev³, পৃ. ৪৩৯

ই'আকূবইবন লাইস সিজিস্তান আসেন, তারপর হিরাত থেকে খুরাসান পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে খুরাসানের বিভিন্ন নগরীতে তিনি শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫৯ হিজরীতে খুরাসানের রাজধানী নাইশাপুরে প্রবেশ করে, ত্বহিরী শাসক মুহাম্মাদ ইব্ন ত্বহিরকে বন্দী করেন।[১৪৭] ত্বহিরীয়দেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করেন।

২৬০ হিজরীতে হাসান ইব্ন যায়দ 'উলুভী দায়লাম থেকে ফৌজ নিয়ে ই'আকুবের উপর হামলা চালায়। কিন্তু হাসান পরাস্ত হয়।[১৪৮]

ই'আকূব ইব্ন লাইস সাফার খুরাসান দখল করে ক্ষ্যান্ত না হয়ে রাজধানী দখলের প্রচেষ্টায় স-সৈন্যে অগ্রসর হয়। এ খবর জানতে পেরে খলীফা মু'তামিদ তাঁর ভাই মুওয়াফ্ফাককে সাফারকে প্রতিরোধ করতে পাঠান। ই'আকূব ইব্ন লাইস তার কাছে পরাস্ত হয়।[১৪৯]

ই'আকূব ইব্ন লাইস সাফারের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। খুরাসান ও ফারিসের বিভিন্ন পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ তার দখলে চলে যায়। খলীফা বাধ্য হয়ে তাকে খুরাসানের শাসক হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়ার প্রচেষ্টারত অবস্থায় ২৬৫ হিজরীতে ই'আকূব ইবন লাইস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। খলীফা তাকে খুরাসান, ইস্পাহান, সিন্ধু ও সাহিস্তানের গভর্ণরের সনদ প্রদান করেন।[১৫০]

কিন্তু খুরাসানে তখনো ত্বহিরীয় বংশের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অভাব ছিল না। তাদের একজন ছিল আবূ তালহা এবং অপরজন ছিল রাফি' ইবন হারসানা। তারা হুসাইন ইব্ন ত্বহিরের নামে লোকজনকে সংগঠিত করে শহর জনপদ দখল করতে এবং নিজেদের রাজত্ব গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। এ কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য বুখারার শাসক ইসরা'ঈল ইব্ন আহমাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আসাদ ইব্ন সামানের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করে। তখন খুরাসানে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতে থাকে।[১৫১]

২৬৮ হিজরীতে রাফি' ইবন হারসামা 'আমর ইব্ন লাইস থেকে নায়শাপূর জয় করেন।[১৫২]

২৭১ হিজরীতে খলীফার ভাই মুত্তয়াফ্ফাক নিজের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ত্বহিরকে খুরাসানের শাসক নিয়োগ দেন। 'আমর ইব্ন লাইস সাফারকে খলীফা গভর্ণরী পদ তেকে পদচ্যুত করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ত্বহির বাগদাদে অবস্থান করায় রাফি' ইব্ন হারসামাকে তার নায়িব রূপে নিয়োগ প্রদান করেন।[১৫৩]

২৭৯ হিজরীতে 'আমর ইব্ন লাইসকে চুড়ান্তভাবে গভর্ণর রূপে নিয়োগ করা হয়।[১৫৪] ২৮৩ হিজরীতে রাফি' ইব্ন হারসামা 'আমর ইব্ন লাইসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু এ যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান। 'আমর ইব্ন লাইস ২৮৭ হিজরীতে ইসমা'ঈল সামানীর কাছে বন্দী হয়ে সামারকন্দের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ২৮৮ হিজরীতে তাকে বাগদাদে পাঠিয়ে দেয়া হয়।[১৫৫] এমনি সব পরিস্থিতিতের মধ্য দিয়ে ইব্ন খুযায়মাহ্ খুরসানে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন।

---

১৪৭. c‡ev³, পৃ. ৪৪০

১৪৮. c‡ev³, পৃ. ৪৪৬; Av'-'vI jvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-০৮

১৪৯. c‡ev³, পৃ. ৪৪৯

১৫০. c‡ev³, পৃ. ৪৫০-৫১; Av'-'vI jvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

১৫১. c‡ev³, পৃ. ৪৫২

১৫২. ZvixLj Dgvg I qvj gjK, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৩৯

১৫৩. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫২

১৫৪. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খ্রি.), ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৫৫

১৫৫. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সামাজিক অবস্থা

মানুষ সামাজিক জীব।[১৫৬] বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির সমাহারই সমাজ।[১৫৭] সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে।[১৫৮] ইব্নুল-জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) বলেন, ‘আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর লোকদের বসবাস ছিল, ‘আরবী, পারসিক, তুর্কী, নিবতী, আর্মেনীয়, জার্কাস, কুর্দী, জার্জিয়ানী ও বার্বার প্রভৃতি।[১৫৯] উমাইয়া শাসনামলে প্রশাসনিক ও সামাজিক উভয়ক্ষেত্রে ‘আরবদের প্রাধান্য ছিল বেশী।[১৬০] ‘আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম দিকে খুরাসানীদের প্রাধান্য ছিল বেশি। প্রথম আবুল ‘আব্বাস আস্-সাফফাহ্ এর মন্ত্রী ছিলেন খালিদ বারমাকী। খালিদের ইন্তিকালের পর তার পুত্র ইয়াহ্ইয়া বারমাকী আযারবাইযানের গভর্নর নিযুক্ত হন। এমন কি তারা ‘আব্বাসীয় খিলাফাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৬১]

কিন্তু সপ্তম ‘আব্বাসী খলীফা আল মু’তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে (২১৮-২২৭ হিজরী/৮৩৩-৮৪২ খ্রিস্টাব্দ) তুর্কীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি বুখারা, সামারকন্দ, তুর্কীস্থান, মারওয়াউন্-নাহার, ফারাগানা ও আশরুসানাহ্ প্রভৃতি এলাকা থেকে তুর্কীদেরও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করান।[১৬২]

---

১৫৬. ড. আব্দুল করীম যায়দান, Dmj ‘-‘wÔlqvn (কায়রো: মুআস্সাসাতুর-রিসনাহ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১০৩; ইব্ন খালদুন, إِنَّ الإِجْتِمَاعَ الإِنْسَان ضَرُوْرِيٌّ وَيُعَبِّرُالحُكَمَاءُ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِمْ ألإِنْسَانُ مَدَنِيْ بِالطَّبْعِ أيْ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الإِجْتِمَاع দ্র. ইব্ন খালদূন, Avj-gKwÏgvZ Beb Lvj ‘b (বৈরূত: দারুল ফিকর, সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪

১৫৭. Dmj ‘-‘wÔlqvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫; Adam Kuper, The Social Science Encyclopedia (London: Library of Congress Cataloging in Publication Date, 1985), P.784, S. M. Madni Abbasi, *Encyclopedia of Social Science*, Vol- 13 (New york : The Macamillan Company, 1963), P. 225; মোহাম্মদ আমীর হোসেন, mgvR weÁvb (ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, তা. বি.), পৃ. ১-৩

১৫৮. Avj-gKwÏgvZ Beb Lvj ‘b, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪; Dmj ‘-‘wÔlqvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

১৫৯. মূল ‘আরবী, إِنَّ عَامَّةَ بَغْدَاد كَانُوْا يُؤَلِّفُوْنَ خَلِيْطًا مِنَ العَرَبِ وَالفَرَسِ وَالتُّرْكِ وَالنِّبْطِ وَالأَرْمَنْ وَالجُرْكَس وَالأَكْرَاد وَالكَرْج وَالبَرْبَر দ্র.ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৬

১৬০. জুরজী যায়দান, ZvixL AvZ-Zvgv Ïwbj-Bmjvgx (বৈরূত: দারু মাকতাবাতুল-হায়াত, তা.বি,), ১ম খণ্ড, পৃ, ৮২-৮৩

১৬১. মূল অ‘ারবী,

اول وزراء الرشيد يحيى بن خالد بن برمك و لما كانت اسرة البرامكة من اعظم الاسرتاريخا ـ و كانت وفاة خالد سنة ١٦٣ فى اوائل خلافة المهدى ـ اما يحيى بن خالد و قد اختاره المنصور لولاية اذربيجان ـ

দ্র. Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸvmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-৩০

১৬২. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫; ড. আহমাদ আমীন বলেন, ذَالِكَ أنَّ المُعْتَصِمَ الدِّيْ تَوَلَّى الخِلَافَة سَنَة ٢١ واستقدم سنة 220 قومًا من بخاري وسمرقند وفرغنة وأشر وسنة وغيرها من البلاد التِّي نسيمها تركستان وما وراء النهر، اشتراهم وبذل فيهم الأموال، وألبسهم أنواع الديباج ومناطق الذهب، وأمعن في شرائهم حتى بلغت عدتهم ثمانية آلاف مملوك، وقيل ثمانية عشر ألفًا وهو الأشهر-‘এ মিশনে ব্যর্থ হয়েও তারা থেমে থাকেনি; বরং তারা সেনাবাহিনীতে তুর্কীদের ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে (২২০ হি./৮৩৫ খ্রি.) তুর্কিস্থান, বুখারা, সামারকন্দ, ফারাগানা, আশরুসানাহ্ প্রভৃতি শহর থেকে গুলাম ক্রয় করতঃ তাদেরকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করেন। তারা এত গুলাম খরিদ করেছিলো যে, তাদের গুলামের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ৮ হাজার, প্রসিদ্ধ মতে ১৮ হাজার।’

দ্র. hniæj-Bmjvg(কায়রো: শিরকাতু নাওয়াবিগুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭; Bgvg Ave ‘vD‘ Avkvivæû dx ÔBjwgj nv‘xQ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; ZvixL AvZ-Zvgv Ïwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এত সংখ্যক তুর্কীকে ফৌজে ভর্তি করেন এবং তাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত করেন যে, সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে তারা রীতিমত 'ইরানীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। 'আরব সৈন্যরা সংখ্যায় হ্রাস পেতে পেতে কেবল মিসরীয় এবং ইয়ামানীরাই খলীফার বাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে।[১৬৩]

এমন সামাজিক পরিস্থিতিতেই (২২৩-৩১১ হিজরী) ইব্‌ন খুযায়মাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এ তূর্কীরাই স্বয়ং খলীফাদের পতনের কারণ হয়। তুর্কীরা ছিল মরুচারী, দৈহিক ক্ষমতার অধিকারী, সাহসী, অভিজ্ঞ তীরন্দায এবং রণপ্রান্তরে বীর যোদ্ধা।[১৬৪] তুর্কীদের চেহারা ছিল আকর্ষণীয় এবং লাবন্যময়। খলীফাদের রাজ প্রাসাদে, ঐশ্বর্যশালী ও ধনীদের ঘরে তুর্কী দাসীরা অধিক হারে স্থান পায়। এ যুগের অধিকাংশ খলীফাই দাসী মায়েদের সন্তান ছিলেন।[১৬৫] জীবিকার্জনের জন্য একশ্রেনীর মানুষ দাস-দাসীর ব্যবসা করতো। তুর্কীস্থান, মধ্য আফ্রিকা, ইরান, স্পেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকা থেকে দাস-দাসী আমদানী করা হতো।[১৬৬] তারা গায়িকা, নর্তকীদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করতো। নাচ-গান শিক্ষার প্রতি তাদের ঝোঁক ছিল বেশী। তখন সুন্দরী ও সুশিক্ষিত দাসীদের মর্যাদা ছিল বেশী। আর তাই মনিবরা দাস-দাসীদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতো। এ ধরনের শিক্ষিত দাসীর মর্যাদা ও মুল্য অন্য দাসীদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী ছিল।[১৬৭]

দাস-দাসীর সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, খলিফা মুতাওয়াক্কিলের হেরেমে ৪০০০ দাসীর সমাবেশ ঘটেছিল।[১৬৮] খলীফা মুকতাদিরের প্রসাদে ১১,০০০ খোজা ক্রীতদাস রক্ষিত ছিল।[১৬৯] উম্মু ওয়ালাদের মর্যাদা ছিল সাধারন দাসীদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী।[১৭০] তৎকালিন সমাজে অধিকহারে তূর্কী, ফার্সী এবং রোমীয় দাসীদের আগমনের ফলে পুরুষরা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি উদাসীন এবং দাসীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে।

---

১৬৩. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪০০; আল-মাকরীযী, wLZvZ (বৈরূত: দারুস্-সাদির, তা, বি,), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪

১৬৪. ZvÔixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭১

১৬৫. hniæj Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯; ড. হাসান ইব্‌রাহীম হাসান বলেন, كَانَ كَثِيْرٌ مِّنَ الْخُلَفَاءِ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَاد، فَكَانَتْ شَجَاعُ أَمّ الْمُتَوَكِّل خَوَارِزْمِيَة، وَالسَّيِّدَةُ أَمُّ الْمُقْتَدِر رُوْمِيْة، كَذَالِكَ كَانَتْ أَمُّ الْمُسْتَكْفِي، وَكَانَتْ أَمُّ الْمُطِيْع صُقْلَبِيْة - অধিকাংশ খলীফাই দাসী মায়েদের সন্তান ছিলেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের মা শাযা' খাওয়ারিযমিয়্যাহর,আল-মুকতাদির বিল্লাহ্‌র মা সায়্যিদাহ্ রোমীয়, অনুরূপভাবে আল-মুস্তাকফী এবং মুতী'-এর মাও তুর্কী দাসী ছিলেন।

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮

১৬৬. ড. ইনামুল হক, ga¨cvP¨ : AZxZ I eZgvb (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৯২; ড. হাসান ইব্‌রাহীম হাসান বলেন,
كَانَ بَعْضُهُمْ يَشْتَرِيْ الْجَارِيَةَ لِجَمَالِ مَنْظِرِهَا أَوْ لِعَذُوْبَةِ صَوْتِهَا أَوْ عُلُوِّ ذَكَائِهَا وَجُوْدَة شِعْرِهَا، وَمِنْ أَصْنَافِ الْجَوَارِيْ، الْهِنْدِيَاتِ وَالسِّنْدِيَاتِ وَالْمَكِّيَاتِ وَالْمَدَنِيَّاتِ والطَّائِفِيَّات وَالنَّوْبِيَات وَالزَّنْجِيات وَالْحَبْشِيَاتِ وَالتُّرْكِيَاتِ وَالدَّيْلِمِيَاتِ وَالأَرْمِنِيَاتِ وَالعِرَاقِيَاتِ

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৭-৮৮;

১৬৭. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ, ৫৫৪-৫৫; আহমাদ আমীন, hnvj-Bmjvg (কায়রো: মাকতাবাতু নাহযাহ্ আল-মিসরিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড পৃ. ৮৩; মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমদ আল-মাকদাসী, AvnmvbZ-ZvKvmxg dx gvÔwidwZj-AvKvjxg (লাইডন: মাতবা'আতুবীল, ১৯০৬ খ্রি.), পৃ. ২৪২

১৬৮. hnvj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯; আল-মাস'উদী, wKZveZ-Zvbexn Iqvj-Avkivd (বৈরূত: মাকতাবাতু খয়্যাত, ১৯৬৫ খ্রি.), ৩য় খণ্ড,পৃ. ৩০৮; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন,وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ ألافٍ سَرِيّة وَوَطئ الجميع

দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

১৬৯. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ, ৫৪৩-৪৪; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, كَانَ فِيْ دَار الْمُقْتَدِر أَحَد عَشَرَ أَلَف غُلَام خِصْيَان غَيْرُ الصَّقَالَبه وَالرُّوْم দ্র. wmqvi æ AvÔjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫৫

১৭০. hnvj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২

এর ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।[১৭১] 'আরবীয়দের সাথে অনারবদের রক্তের মিশ্রন ঘটে, নিরঙ্কুশ 'আরবীয় আভিজাত্য লোপ পায়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ কারদ 'আলী বলেন, 'আব্বাসীয়রা নিজেদের মধ্যে বিদেশী রক্তের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, তাদের 'আরবী রক্ত নষ্ট করে দেয়। তারা নিজস্ব জাতি গোষ্ঠিকে ভুলে যায় এবং শুধুমাত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের সাহায্য নিয়ে স্বজাতীয়দের মনোভাব নষ্ট করে দেয়। ফলশ্রুতিতে অনুপ্রবেশকারীরা মূলের মর্যাদা লাভ করে আর মূল প্রত্যাখাত হয় এবং মহৎ সম্মানী ব্যক্তি বর্গ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হতে থাকে।[১৭২]

'আরব জাতির জীবন যাত্রার মান বিবেচনায় জনগণকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমত: খাসসা বা বিশেষ শ্রেণী বা অভিজাত শ্রেণী। এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন খলীফার পরিবার, আত্মীয় স্বজন, উযীর, সেনাপতি ও রাজকীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য বাবুল-খাসসা নামে বিশেষ ফটক ছিল যে ফটক দিয়ে তারা খলীফার সাথে সাক্ষাত করতো। তাদের জন্য বিশেষ রান্নাঘর,বিশেষ আস্তাবল ছিলো।

দ্বিতীয়ত: 'আম্মা বা সাধারণ শ্রেণী। যাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল 'আলিম, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষিজীবি, সেনাবাহিনী, দাস-দাসী প্রভৃতি। তাদের খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য সাধারণ ফটক, সাধারণ রান্নাঘর ও সাধারণ আস্তাবল ছিলো।[১৭৩]

'আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ শী'আহ, সুন্নী ও বিভিন্ন ধর্মীয় দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার ফলে ইসলামী সমাজ বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এ বিরোধ শুধুমাত্র শী'আ-সুন্নীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং এটি পরবর্তীতে সুন্নীদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। হাম্বলীরা খুব শক্তিশালী ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। তারা ৩১০ হিজরীতে মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্-ত্ববারীকে সমাহিত করতে বাধা সৃষ্টি করে। কারণ তিনিاختلاف الفقهاء নামে গ্রন্থ সংকলন করেন, যেখানে আহমাদ ইব্ন হাম্বালকে ফকীহগণের আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন নি।[১৭৪]

খলীফা মুকতাদির বিল্লাহর খিলাফাতকালে ৩১৮ হিজরী সনে আল্লাহ তা'আলার বাণী[১৭৫]

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

-"হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাক্বামে মাহমূদে পৌঁছাবেন"-এর ব্যাখ্যা নিয়ে সুন্নীদের সাথে হাম্বালীদের মত বিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে হাম্বালীরা সুন্নীদের সাথে এ সংক্রান্ত বিরোধের সমাধানকল্পে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।[১৭৬]

---

১৭১. ড. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ, Bgvg Beb gvRvn nv'xQ PPvq Zvi Ae'vb (ঢাকা: ইসনামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৪০; ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান বলেন, وَلَمْ يَنْظُرْ الْخُلَفَاءَ العَبَّاسِيُوْنَ إِلَى الرَّقِيْقِ نَظْرَةَ إِزْدَرَاءٍ، لِأَنَّ كَثِيْرِيْنَ مِنْهُم كَانَتْ أَمَّهَاتُهُمْ مِنَ الرَّقِيْقِ، وَقَدْ أَوْلع الخُلَفَاء وَكِبَار رِجَالِ الدَّوْلَة بِإِتِّخَاذِ الإِمَاءِ مِنْ غَيْرِ العَرَب حَتَّى أَنَّهُمْ كَانُوْا يُفَضِّلُوْنَهُنَّ أَحْيَانًا عَلَى العَرَبِيَاتِ الحَرَائِرِ দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; জুরজী যায়দান, AvZ-ZvgvÏbj-Bmjvgx (দারুল হিলাল: নতুন সংস্করণ, ১৯৫৮ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৭; hnvj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১

১৭২. Avj-Bmjvg Iqvj-nv'viwZj-ÔMiweq¨vn (মিসর: মাতবাআতু দারিল-কুতুবিল-মিসরিইয়াহ, ১৩৫৮ হি./১৯৩৬ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮

১৭৩. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৬; hni¤j-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪

১৭৪. Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯

১৭৫. আল-কুর'আন, 17:79

১৭৬. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৭; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৪

خلق قرآن প্রশ্নে খলীফা মু'তাসিম বহুসংখ্যক 'আলীম ও জ্ঞানী-গুণীকে নানারূপ কষ্ট দিয়েছেন। এ প্রশ্নে হযরত আহমাদ ইবন হাম্বালকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন চালান ।[১৭৭]

খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ خلق قرآن প্রশ্নে আহমাদ ইবন নাসরকে[১৭৮] গ্রেফতার করে নিজ হাতে হত্যা করেন।[১৭৯] খলীফা মুতাওয়াক্কিল ধর্মীয় 'আকীদার পার্থক্যের কারণে স্বীয় পুত্র মুনতাসিরের উত্তরাধিকারী বাতিল করে পুত্র ম'ুতাজুকে উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন।[১৮০]

'আব্বাসীয় খলীফাদের কেউ কেউ মহিলাদের ক্ষমতায়ন পছন্দ করতেন, আবার কেউ কেউ পছন্দ করতেন না। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মের ব্যাপারে মহিলাদের সাথে পরামর্শের ক্ষেত্রেও তাঁরা নিরুৎসাহ বোধ করতেন। ২৩২ হিজরী থেকে নারীরা ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। কিছু কিছু নারী রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বিশেষ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। আল মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র (২১৮-২৩২) সময় 'উবায়দা আত্-তুনবুরিয়া নামক এক রমনী তার সৌন্দর্য এবং সঙ্গীত প্রীতির জন্য জাতীয় ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।[১৮১] খলীফা মুতাওয়াক্কিলের সময়ে ফাযলাহ নামক এক মহিলা কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[১৮২] খলীফা আল মু'তাজ্জ-এর মাতা কাবীহা, আল-মুকতাদিরের মাতা সাইয়্যেদা ও তার মহিলা প্রতিনিধি সুমাল উম্মু মূসা প্রমুখ খ্যাতি অর্জন করেন। খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ (২৯৫-৩২০)-এর মাতা সাইয়্যেদার ব্যাপক কর্তৃত্ব ও প্রভাব ছিল।[১৮৩] তিনি খলীফার থেকেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বেশী প্রয়োগ করতেন।[১৮৪] রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর অযথা হস্তক্ষেপের কারণে আব্বাসী খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে।[১৮৫] এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল, উযীর 'আলী

---

১৭৭. তারীখুল-ই'আকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩০; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭; মাহমূদ শাকির বলেন, تَابَعَ المُعْتَصِمُ مَقَالَةَ المَأمُوْن فِيْ خَلْقِ القُرْآن، وَقد إمْتَحَنَ أحْمَدْ بن حَنْبَل، رَحِمَهُ الله، فِيْ هَذِهِ القَضِيَّةِ وَنَالَهُ مَا نَالَه مِنَ العَذَابِ দ্র.AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২০১

১৭৮. আহমাদ ইব্ন নাসর একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি খালকে কুরআন সংক্রান্ত 'আব্বাসীয় খলীফাদের 'আকীদার বিরোধী ছিলেন। এজন্য বনি 'আব্বাসী বংশের খিলাফাতের বিরোধী প্রচুর সংখ্যক লোক এসে তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ২৩১ হিজরী, ৩রা শা'বান তারীখে আহমাদ ইব্ন নাসর বাগদাদে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। বাগদাদের পুলিশ অত্যন্ত সন্তর্পণে আহমদ ইব্ন নাসরকে গ্রেফতার করে। আহমদ ইব্ন নাসরকে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র প্রাসাদে উপস্থিত করা হয়। ওয়াছিক বিল্লাহ্ স্বহস্তে আহমদ ইব্ন নাসরকে হত্যা করে তার খণ্ডিত দেহ ও শীর বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। তার খণ্ডিত দেহ বাগদাদের তোরণে এবং শীর বাগদাদের পুলের উপর ঝুলিয়ে রাখেন। শীরের সাথে একজন প্রহরীকে এ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়, যেন সে বর্শার দ্বারা সবসময় শিরকে কেবলার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর কানে একটি ছিদ্র করে এই মর্মে একটি চিরকুট লিখে রাখে যে, এ শির আহমদ ইবনে নসরের। খলীফা তাকে খালকে কুরআনের বিশ্বাসের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে তাতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা কাল বিলম্ব না করে তাকে দোযখের আগুনের দিকে টেনে নিয়েছেন।

দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭০–২৭১; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২১০

১৭৯. ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩১১; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১০; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

১৮০. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪২৫;dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১; Avj-ÔAvK'Q-Qvgxb,প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০

১৮১. Avie RvwZi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২; মফীজুল্লাহ কবীর, gmwjg mf¨Zvi ¯bhM (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৩৩-৩৪

১৮২. *History of the Arabs,* P 333.

১৮৩. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪-৫৫

১৮৪. মুহাম্মাদ ইব্ন ই'আকূব মিসকাওয়াই, ZvRwiej-Dgvg Iqv ZvÔAwKej-wngvg (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২-২৩

১৮৫. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৬

বিন 'ঈসা তার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন, যে পত্রে উযীর রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলো নির্দোষ প্রমানের চেষ্টা করেন এবং নিজেকে সংশোধনের আশ্বাস দেন। তারপরও পদ থেকে পদচ্যুত হন।

ইব্নুল-আছীর বলেন, উকিল উম্মে মূসা কিহিরমানাহ হেরেম ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের খোরাক, পোশাক ও প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য উযীরের বাসভবনে আগমন করেন। উযীর তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী উযীর জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। উম্মে মূসা ক্রোধান্বিত হয়ে বাড়ী ফিরে যান। উযীর ঘুম থেকে উঠে তার সহকারী ও পুত্রকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রেরণ করলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি বরং খলীফা আল-মুকতাদিরের দরবারে প্রবেশ করে উযীরের বিরুদ্ধে এমন কতিপয় অভিযোগ করেন, ফলে উযীর গ্রেফতার হয়ে পদচ্যুত হন।[১৮৬]

রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সায়্যেদার হস্তক্ষেপের কারণে 'আব্বাসীয় খিলাফাত দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন তার মহিলা প্রতিনিধি উম্মু মূসার আবেদনে সাড়া না দেয়ার কারণে উযীর 'আলী ইবন 'ঈসাকে গ্রেফতার করায় প্রতিভা ও সঠিক রাজনীতি হতে খিলাফাত উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া সায়্যেদার প্রতিনিধি সুমালকে সাহিবাতুন মাযালিম নিয়োগ করায় জনগণ খিলাফাতের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয় এবং শাসকদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।[১৮৭] 'আরব্য উপন্যাসে 'আব্বাসীয় খিলাফাতের পতনের যুগে উপপত্নীর সংখ্যাধিক্য, মানুষের বিলাস প্রিয়তা এবং নারীর নৈতিক অধঃপতনের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৮৮]

মদ্যপান সমাজের প্রায় সর্বস্তরে প্রচলিত ছিল।[১৮৯] মদ্যপান ইসলাম বিরোধী হলে ও প্রশাসনিকভাবে প্রায়শই এটাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। মদের প্রশংসায় বিভিন্ন কবিতা রচনা এবং كتاب الاغانى গ্রন্থেও 'আরব্য উপন্যাসে মাতলামির যে সকল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা হতে 'আববাসীয় যুগে মদ্যপানের বিস্তৃতি এবং পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।[১৯০] এ প্রথা পারস্য রাজ দরবারে উৎপন্ন হয়ে মুসলিম খলীফাদের দরবারের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে প্রসার লাভ করেছিল। অনেকে ধর্মীয় বিধি পালনের নিমিত্ত আঙ্গুর রস ও বাদাম প্রভৃতি হতে উৎপন্ন নাবিস পান করত।[১৯১] ইব্ন খালদূন বলেছেন যে, খলীফা হারূন এবং মামুন এ নাবিস পান করতেন। সাময়িক আনন্দমেলা এবং গানের আসর সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল।[১৯২]মূলত, মাতাল মেলাই এর প্রকৃত নাম। এ সমস্ত মেলায় যে সকল গায়িকা অংশগ্রহণ করত, তাদের

---

১৮৬. মূল 'আরবী: إنَّ أمِّ مُوْسَى القِهرمَانَة ذَهَبَتْ إلَى مَنْزلِ الوَزِيْر لِتَتَّفِقَ مَعَهُ عَلَى مَايُحْتَاج حرم الدَّار وَالحَاشِيْة مِنَ الكَسَوَات وَالنَّفَقَات، فَوَصَلَتْ إلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ، فَطَلَبَ إلَيْهَا حَاجِبِهِ أنْ تَنْتَظِرَسَاعَة حَتَى يَسْتَيْقِظ، فَعَادَتْ إلَى دَارِهَا مغْضَبَة، وَلَمَّا إسْتَيْقَظُ الوَزِيْرُ أرْسَلَ حَاجِبُهُ وَوَلَدُهُ يَعْتَذِرَان إلَيْهَا فَلَمْ تَقْبَّلْ، وَدَخَلَتْ عَلَى الخَلِيْفَةُ المُقْتَدِرُ وَرَمَتْ الوَزِيْرُ بِمَا أدّى إلَى عَزْلِهِ عَنِ الوَزَارَةِ وَقَبَضَ عَلَيْه দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫; gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪২

187. c‡ev³,পৃ.৪৫৬

১৮৮. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৪-৬০৫; *History of Arabs*, 333

১৮৯. আবুল-ক্বাসিম মুহাম্মদ কাররু, kvLmxq¨vZ Av‘vexq¨vn wgbvj-gvkwiK Iqvj-gvMwie (বৈরূতঃ দারু মাকতাবাতিল-হায়াত, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৭১ (পরবর্তীতে এ উৎসটি শাখসীয়াতু 'আদাবীয়্যাহ হিসেবে উল্লিখিত হবে); হাসান খামীস, Avj-Av‘ve Iqvb-bmL (সৌদি আরবঃ ১৪১০হি./১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১৪৩, *History of the Arabs*, P-338.

১৯০. আবুল ফারাজ ইস্পাহানী, Avj-AvMvbx (বৈরূতঃ মুওয়াসসাসাহ মামলাকাহ রিসনাহ, তা. বি.), ১১ খণ্ড, পৃ. ৯৩০; Avie RwZi BwZnvm, ২৬২।

১৯১. Avj-gKwÏgvZ Beb Lvj‘b, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬২; *History of the Arabs*, P.337.

১৯২. kvLmxqvZ Av‘vexq¨vn, পৃ. ৭১-৭২; Avj-gKwÏgvZ Beb Lvj‘j, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬

প্রভাবে তৎকালীন যুবকদের যে নৈতিক পদস্খলন দেখা দিয়েছিল এর পরিচয় সে যুগের সাহিত্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।[১৯৩]

তখনকার সমাজে বিবাহের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উদযাপিত হতো এবং তাতে লোকজন অংশগ্রহণ করে আনন্দ হৈহুল্লা করতো ও দেখা-সাক্ষাতের ফলে পারস্পরিক সর্ম্পক সু-দৃঢ় হতো। অভিজাত শ্রেণীর বিবাহতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হতো। বিবাহের অনুষ্ঠানে অনেক অপব্যয় করা হতো। মানুষ দেখানোর উদ্দেশ্যে জাঁকজমক পূর্ণ করা হতো। অনেক উপঢৌকন পাওয়া যেতো। [১৯৪]

মিটিং বা সভা সমাবেশ ভাবগাম্ভীর্য ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে হতো। ৩০৫ হিজরী সনে 'আব্বাসীদের সাথে সন্ধি চুক্তির জন্য রোম সম্রাটের দূত বাগদাদে আগমন উপলক্ষ্যে খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ বিশাল শোভাযাত্রা ও অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। অস্ত্রে সজ্জিত ১৬০ হাজার সেনা বাবুস্-সিয়াসিয়া থেকে সিংহাসন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের পেছনে থাকে ৭ হাজার খাদিম ও ৭ শত হাজিব। সিংহাসনের দেয়ালে রেশমের ৩৮ হাজার পর্দা ঝুলানো ছিল, ২২ হাজার কার্পেট বিছানো ছিল। প্রাসাদের সম্মুখের দিক ৭ শত হিংস্র প্রাণী আবদ্ধ ছিল।[১৯৫]

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। 'আব্বাসীয় শাসনামলে গোসল করা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, শুধু প্রয়োজনবোধেই নয়, বরং তা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। বাগদাদ নগরীতেই অসংখ্যা স্নানাগার বিদ্যমান ছিল। আল খত্বীবের বর্ণনানুযায়ী আল মুকতাদির বিল্লাহর শাসনামলে বাগদাদে ২৭০০০ হাম্মামখানা ছিল। এই সকল স্নানাগারে গরম ও শীতল উভয় প্রকারের পানিই সরবরাহ করা হতো। গোসলখানাগুলো মধ্যবর্তী কামরায় ছিল, যার চারপার্শ্বে দেয়াল দ্বারা বিভক্ত ছিল। মধ্যবর্তী কামরার উপরিভাগে গম্বুজ আকৃতিতে ছাদ ছিল যার ফলে গম্বুজের নিচে বড় বড় ছিদ্র ছিল, যা দিয়ে বাইরের আলো গোসলখানাগুলোতে আসতো। আর গোসল খানার চার পার্শ্বের কামরাগুলো সাধারণত আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবহার হতো।[১৯৬]

খলীফাদের রাজপ্রাসাদ ছিল বিস্তৃত, প্রাসাদের উপরে ছিল গম্বুজ। সামনে ছিল ফুলের বাগান। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে প্রাসাদের পাশ দিয়ে তৈরী করা হতো পুকুর ও লেক। মনে হতো যেন, এটি একটি বড় শহর।[১৯৭] খলীফা আল-কাহিরের 'বুসতানু আন নারিনজ' বা 'লেবু বাগানে' নামে একটি সুন্দর ও মনোরম বাগান ছিল। আল মাস'উদী বলেন-"খলীফা আল-কাহিরের একটি বাগান ছিল, যাতে সুগন্ধিযুক্ত ফুল ও লেবুর চারা গাছ ছিল। চারাগুলো ছিল ভারতীয়, যা বসরা এবং ওমান হতে আমদানী করা হয়েছিল। গাছগুলো এরূপ ঘন ছিল যে, ডালপালাগুলো পরস্পর প্রবিষ্ট করে রেখেছিল। ফলগুলো লাল হলুদ তারার মত চমকাচ্ছিল। এর মাঝে ছিল বিভিন্ন প্রকারের 'আরূস, সুগন্ধ গুল্ম, গোলাপ ইত্যাদি। সেই সাথে বাগান প্রাঙ্গনে ছিল বিভিন্ন দেশ,

---

১৯৩. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৩

১৯৪. সনজুক সুলতান মালিখ শাহের কন্যার বিবাহ 'আব্বাসী খলীফা আল-মুকতাদীর (৪৬৭-৪৮৭ হি./ ১০৭৫-১০৯৪ খ্রি.) এর সাথে হয়েছিল সে অনুষ্ঠানের উপঢৌকনের পরিমাণ এত ছিল যে, ৬টি খচ্চরের পিঠে রূপার ১২টি সিন্দুকের মধ্যে করে নিয়ে যেতে হয়েছিলো। এত পরিমাণ মাণিক্য ও অলংকার ছিল যার মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না।

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১০-১১

১৯৫. Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯৭; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০২; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৯; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৬

১৯৬. Avie RwZi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৩

১৯৭. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩

Dhaka University Institutional Repository

শহর হতে আমদানী করা ঘুঘু, দুবাসী, শাহারীর নামে বিভিন্ন জাতের কবুতর তোতা ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর পাখি।[১৯৮] খলীফা মুস্তা'ঈনের পিতার খাস কামরায় একটি ফারাস বা বিছানা ছিল দীনার দ্বারা কারুকার্যমন্ডিত। তাতে সোনা দ্বারা তৈরী পশুর ছবি ছিল। আর তার চোখ জহুরাত দ্বারা তৈরী ছিল।[১৯৯]

ইবন খুযায়মাহ্ (৩১১ হিজরী)-এর জীবদ্দশায় গান বাদ্য ও বিনোদনের আসর বসতো যেখানে কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, গান বিশেষজ্ঞ, ক্রীড়া বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত হতেন।[২০০] খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি অন্যান্য খলীফা ও রাজপুত্রদের থেকে সঙ্গীত বিদ্যায় এগিয়ে ছিলেন এবং তিনি সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি প্রায় একশত-এর কাছাকাছি সুর ও কণ্ঠ তৈরী করেছিলেন। তিনি গিটার বাজনায়,কবিতা আবৃতি ও গল্প কাহিনীর বর্ণনায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইসহাক আল মাওসীলির সঙ্গীত গাইতে পারতেন। এটি ছিল তার প্রিয় সঙ্গীত। [২০১] ইব্‌ন মাস'উদ বলেন, আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ (২৩২-২৪৭ হিজরী/৮৪৭-৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম খলীফা যিনি 'আব্বাসীয় যুগে সর্বপ্রথম তাঁর দরবারে একবার কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের একত্রিত করেন।[২০২] খলীফা আল মু'তামিদ 'আলাল্লাহ (২৫৭-২৭৯ হিজরী /৮৭০-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) বিনোদন, গান বাদ্য ও সঙ্গীতের প্রতি আসক্ত ছিলেন।[২০৩]সঙ্গীতের আসরে শুধু খলীফাগণই নন, সাথে আমীর ও উযীর ও রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝেও প্রভাব পড়ে। এ যুগে সঙ্গীতের প্রসারের কারণ ছিল সঙ্গীত শিল্পী দাসীদের বৃদ্ধি পাওয়া। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিকে বাগদাদে সে সব সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদের অধিকাংশ ছিলেন দাসী। তার অল্প সংখ্যক ছিল স্বাধীনা নারী।[২০৪] ৩২১ হিজরী সনে খলীফা আল-কাহির বিল্লাহ (৩২০-৩২২ হি./৯৩২-৯৩৪ খ্রি.) সঙ্গীত শিল্প ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করার ফরমান জারি করে শিল্পীদের গ্রেফতার করেন ও উপকরণসমূহ ভেঙ্গে ফেলেন। যেমন হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে হাম্বালীরা করেছিলেন। এ ছাড়া এ মর্মে শিল্পী ও দাসীদের বিক্রি করতে নির্দেশ দেন যে, তারা সাদাসিধে গান বাদ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো খলীফা আল-কাহির নিজেই মদ্যপান ও গায়িকার গান বাজনাতে আসক্ত ছিলেন।[২০৫]

---

১৯৮. মূল আরবী: مِنَ أَحْسَنِ البَسَاتِيْنِ الَّتِيْ كَانَتْ تُلحِقُ بِقُصُوْرِ الخُلَفَاءِ بُسْتَانِ القَاهِرِالمَعْرُوْفُ بِبُسْتَانِ النَارنْج الذِيْ وَصَفَهُ المَسْعُوْدِي فَقَالَ (وَكَانَ لِلقَاهِرِ------ بُسْتَانٌ مِنْ رَيْحَانَ، وَغرسٌ مِّنَ النَارنْج، قَدْ حُمِلَ مِنَ البَصْرَةِ وَعَمَّان مِمَّا حُمِلَ مِنْ أَرْضِ الهِنْدِ، قَدْ إِشْتَبَكَتْ أَشْجَارَهُ وَلَاحَتْ ثَمَارَهُ كَالنُّجُوْمِ مِنْ احْمَر وَأصْفَر، وَبَيْنَ ذَالِكَ أَنْوَاع العرُوْسِ وَالرَّيَاحِيْنَ والزَّهْرِ، وَقَدْ جَعَلَ مَعَ ذَالِكَ فِيْ الصحن أَنْوَاعَ الأطْيَار مِنَ القَمَارِيْ وَالدّبَاسِي وَالشّحَارِيْر وَالببغَاء، مِمَّا قَدْ جَلَبَ إِلَيْهِ مِنَ المَمَالِكِ وَالامْصَار، وَكَانَ فِيْ غَايَةِ الحَسَنِ

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৪৪৩

১৯৯. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬১০

২০০. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৪৩৮; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬

২০১. মূল 'আরবী, كان الواثق اعلم الخلفاء بالغناء ـ وله اصوات والحان عملها نحو مائة صوت ـ و كان حاذقا بضرب العود و راوية الاشعار والاخبار ـوَكَانَ الوَاثِقُ يُقدّر غِنَاء إسْحَاق المُوْصِلِي وَيُعْجِبُ بِهِ

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, প্র. ২৭১

২০২. মূল 'আরবী, جَلَسَ المُتَوَكِّل أوَّل خُلَفَاء العَصْرِ العَبَّاسِيْ جَمَعَ مَرَّةً بَيْنَ الشّعَرَاء وَالأدَبَاء وَالمُلْهِيْن দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; giæRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৯

২০৩. giæRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৫; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৪৩৯

২০৪. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১-৩২

২০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, أَمَرَ بِتَحْرِيْمِ االقِيَان وَالخَمْر، وَقَبَضَ عَلَى المُغْنِيْن، وَنَفَى المخَانِيْث، وَكَسَّرَ آلَاتِ اللَّهْوِ، وَأَمَرَ بِبَيْعِ المُغْنِيَات مِنَ الجَوَارِيْ عَلَى أَنّهُنّ سَوَاذِج، وَكَانَ مَعَ ذَالِك لا يصحو مِنَ السُكر، وَلا يَفتر عَنْ سِمَاعِ الغِنَاءِ

Dhaka University Institutional Repository

গান ও নৃত্যের পাশাপাশি আরো একটি শিল্প ছিল তা হলো বাদ্যযন্ত্র। এতে শুধু পুরুষরাই ছিলনা বরং মেয়েরাও এতে অংশগ্রহণ করে। সে সময়ে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল ঢোল, তবলা, তাম্বুরা, বাঁশি, বীনা প্রভৃতি। এ সব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারকারীকে যন্ত্রের নামের প্রতি সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।[২০৬]

'আব্বাসীয় যুগে খেলাধুলার প্রচলন ছিল। খেলাধুলা শিল্প বলে বিবেচিত হতো।[২০৭] ঘরোয়া খেলার মধ্যে, দাবা এবং পাশাই প্রধান ছিল। তাছাড়া ধনুর্বিদ্যা, পোলো, বল, অসি সঞ্চালন, বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় এবং সর্বোপরি শিকার যাত্রা সুপ্রসিদ্ধ ছিল।[২০৮] তখন শিকার করা ছিল খলীফা ও শাহজাদাগণের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। পারসিকদের অনুকরণে পোষাপাখি ও কুকুরের সাহায্যে বন্যপাখি শিকার 'আরবদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।[২০৯]

ইবন খুযায়মাহ্‌র জীবনকালে 'আব্বাসীয়রা বিশেষ শ্রেণীরা বিশেষ পোষাক পরিধান করতো। তারা মণিমুক্তাখচিত পোষাক পরিধান করতো।[২১০] এছাড়া তারা ঢিলেঢালা পায়জামা, কামিজ, দিরা'আহ সিতরাহ বা ছোট আঁট সাঁট জামা, কুফতান বা লম্বা হাতাযুক্ত ঢিলা জুব্বা, চোগা, গাউন, কোবা, টুপি ইত্যাদি, আর সাধারণ শ্রেণীরা সাধারণ পোষাক তথা লুঙ্গি, কামিস, দিরাআহ লম্বা সিতরাহ, বেল্ট, জুতা ও মুজা পরিধান করতো।[২১১]

খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর আবিস্কৃত অত্যন্ত সুন্দর রঙ্গের যুদ্ধের পোষাককে "আল-মুতাওয়াক্কিলিয়্যাহ বলা হতো।[২১২] সুফী সাধক ও দরবেশগণ পশম ও মোটা কাপড়ের পোষাক পরিধান করতো।[২১৩]

'আব্বাসীয় সমাজে পুরুষদের বিশেষ পোষাক হিসেবে মাথায় পাগড়ি ব্যবহার হতো। খলীফার সাথে সাক্ষাতের সময় কালো পাগড়ি পরিধান করতো। কারণ কালো রং 'আব্বাসীদের সরকারী প্রতীক ছিল।[২১৪]

নারীদের পোষাক ছিল ঢিলেঢালা বোরকা, ঘাড়ের কাছে ফাঁড়া কামিস, তার উপর শীতকালে ছোট আঁটসাঁট চাঁদর পরতো। আর ঘরের বাইরে বের হলে লম্বা চাঁদর পরতো, যা তাদের দেহ সম্পূর্ণ আবৃত করতো। পৃথক ছোট আকৃতির কাপড় দিয়ে, মাথা ঢেকে দিয়ে ঘাড়ের উপর বাঁধতো।[২১৫] বিশেষ বা অভিজাত শ্রেণীর নারীরা 'স্বর্ণের চেইন, মুক্তা দ্বারা সজ্জিত ও সুন্দর পাখির জুড়ানো 'বুরুনস" নামক টুপি মাথায় পরতো। অধিক বর্ষা কবলিত অঞ্চলের লোকজন মোম প্রলেপ বিশিষ্ট কাপড়ের কোর্ট বা রেইনকোর্ট ব্যবহার করতো।[২১৬]

দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, প্র. ৩০৬

২০৬. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, ৫৯২

207. giæRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১; *History of the Arabs* P. 339.

২০৮. Avie RwZi BwnZvm, প্রাগুক্ত, ২৬৩; *History of the Arabs*, P. 334; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খ্রি.), ১৪শ খণ্ড, পৃ, ৬৭

209. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৪

২১০. *History of the Arabs* P. 334; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮

২১১. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮

২১২. giæRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১

২১৩. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৯

২১৪. মূল 'আরবী: كَانَتْ العَمَامَةُ السَوْدَاء تَلبِسُ فِى الإحْتِفَالَاتِ وَالمَوَاسِمِ وَعِيْد مُقَابَلَة الخَلِيْفَة، لِأنّ السّوَادَ كَانَ شِعَارُ العَبّاسِيِيْنَ الرّسْمِي দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০০

২১৫. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০০-০১

২১৬. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১-৫২; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৯

'আব্বাসীয় খলীফাগণ খাবারের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তারা রকমারী খাবার সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় বহুবিধ পদক্ষেপ নিয়েছেন। এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহাম্মদ ইব্নুল- হাসান ইব্ন 'আবদিল-কারীম আল-কাতিব আল-বাগদাদী। তিনি 'আত্-ত্বাবীখ' নামে (৬২৩ হি./১২২৬ খ্রি.) গ্রন্থ রচনা করেন। এতে রচয়িতা স্বীয় যুগ এবং তাঁর পূর্ববর্তী 'আব্বাসী যুগের খাবারের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি স্বীয় যুগে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে খাবারের তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। ধনীকশ্রেণীদের খাবার, দরীদ্রশ্রেণীদের খাবার ও জাতীয় খাবার। ধনীক শ্রেণীর প্রধান খাবারের মধ্যে ছিল মুরগীর গোশ্ত। আর এ কারণেই মুরগীর মূল্য ছিল অনেক বেশী। মুরগির গোশ্ত খাবার গ্রহণকারীর পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করা হতো।[২১৭] জাতীয় খাবারের তালিকায় ছিল গোশত, রুটি, পনির, মাছ, সিরকা আবার এগুলো ভুনা, ভাজী ইত্যাদি। [২১৮] সুফী-সাধক, যাহিদ (যারা সামান্য খাবার গ্রহণ করেন) ও দরিদ্র শ্রেণীর খাবার তালিকায় ছিল শুকনা রুটি, লবণ, সামান্য ব্যঞ্জন অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া পাখির গোশত, মাছ, চিনি, মধু, ফল-ফলাদি ও উপাদেয় খাদ্য। এ যুগের আমীরও ধনীরা বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরিতে অপব্যয় করতেন।[২১৯]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা

উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়, আর 'আব্বাসীয় যুগে এর বিকাশ লাভ করে।[২২০] 'আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের এক নবযুগের সূচনা হয়।[২২১] 'আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে খলীফা আল- মানসূর, হারূনুর্-রশীদ ও আল-মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধণে পৃষ্ঠপোষকতাকরেছেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায়

---

২১৭. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৬

২১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৭

২১৯. ঐতিহাসিক আল-মাস'উদী সাকারিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকূব ইবনুল লায়ছ আস্-সাফ্ফার সম্পর্কে বলেন,"তার জন্য দৈনিক বিশটি করে ছাগল যবাই করে বিশাল ৫টি পিতলের ডেগে রান্না করা হতো। এছাড়া তার জন্য পাথরের ডেগে রুচিসম্মত খাবার প্রস্তুত করা হতো। তাঁর জন্য দৈনিক রাঁজহাস, খাবীসাহ (খেজুর ও ময়দার তৈরি এক প্রকার খাদ্য বা হালুয়া) প্রস্তুত করা হয়।পাঁচটি ডেগে ফালুদার কিছু নিজে ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট গেনামদের, তারপর সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিকটস্থ ব্যক্তিদের খাইয়ে দিতেন।"

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৭

২২০. ইব্রাহীম খাঁ, Avie RwZi BwZK_v (ঢাকাঃ বুক ভিলা, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ৯১; কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩৩

২২১. William Muir, *The Caliphate* (London : Oxford University Press, 1891), P. 431.

গ্রীক, সিরীয়, পারসিক, সংস্কৃতি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি ‘আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।[২২২] যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধশালী হয়। খলীফা আল-মানসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আল-ফাজারী পাক ভারতের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ “সিদ্ধান্ত” ‘আরবীতে অনুবাদ করেন।[২২৩] খলীফা হারূনুর্-রশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফযল ইব্‌ন নওবকত ও হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ গ্রীক ভাষা হতে জ্যোর্তিবিদ্যা ও গণিত বিষয়ক অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ‘আরবীতে অনুবাদ করেন।[২২৪] খলীফা আল-মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘বায়তুল-হিকমাহ’ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সার্বজনীন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।[২২৫] সুপণ্ডিত, চিকিৎসক ও দক্ষ অনুবাদক হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.)-কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। ঐতিহাসিকগণ মামুনের রাজত্বকালকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগাস্টন যুগ বলে অভিহিত করেন।[২২৬] এ ধারা ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (২২৩-৩১১ হিজরী/৮৩৮-৯২৪ খ্রিস্টব্দ)-এর সময়কালেও অব্যাহত থাকে। ফলে এ সময়কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তথা তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ইতিহাস, ভূগোল, আরবী সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যাসহ অন্যান্য শাখায় চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। নিম্নে সে সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

‘ইলমুল-হাদীছ

‘আব্বাসীয় খিলাফাতকালকে হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়।[২২৭] মুহাদ্দিছগণ হাদীছ অনুসন্ধানে মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে, প্রতিটি শহরে ও গ্রামে পৌঁছে বিক্ষিপ্ত হাদীছ সমূহকে একত্রিত করেন।[২২৮] তাঁরা পূর্ণ সনদ সম্পন্ন হাদীছ সমূহ সতন্ত্রভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন এবং সনদের বিশুদ্ধতার উপর পূর্ণমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সময় হাদীছের সত্যতা, বস্তুনিষ্ঠতা, সনদের বলিষ্ঠতা যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্তে হাদীছের মূলনীতির উদ্ভব হয় এবং আসমাউর্-রিজাল বিরচিত হয়। প্রখ্যাত সিহাহ্ সিত্তাহও এসময় সংকলিত

---

২২২. আনওয়ার আর্-রিফা‘ঈ, Avj-Bmjvg dx nv‘viwZwn Iqv bhwgwnj-B‘wiqwZ Iqvm-wmqwmqwZ Iqvj-Av‘wweqwZ Iqvj-ÔBjwgqwZ Iqvj-BRwZgvÔBqwZ Iqvj-BKwZmvw‘qwZ Iqvj-dwbqwZ (বৈরূতঃ দারুল- ফিকরিল-মা‘আসির, ৩য় সং, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৫৩০-৩১; Francesco Gabrieli, *The Arabs* (America:Green Wood Press,1963), P.107.

২২৩. ‘nvj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-৪৩; S.M Imamuddin, *A Political History of Muslim*, Vol.II (Dacca:Nazmah &Sons,1963), P. 119.

২২৪. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩; Reuber Levy, *The Sociel Structure of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1962), P.P.477.

২২৫. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, evsjv fvlvq KiAvb PPv (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২; Sayyid Fayyaz Mahmud, *A Short Historyof Islam* (Pakistan: Oxford University Press,1960), P.P 144-145.

২২৬. রোমান সম্রাট অগাস্টনের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ৩০-১৪) রোমান সম্রাজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। তেমনি খলীফা আল-মামুনের খিলাফাতকালে ‘আরব সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল বলে ইতিহাসে ‘অগাস্টন’ যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

দ্র. Bgvg Beb gvRvn nv‘xQ PPvq Zvi Ae‘vb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২২৭. মুহাম্মাদ ‘আব্দুল ‘আযীয আল-খাওলী, wgdZvûm-mbvn (মিসরঃ আল-মাকতাবাতুল-‘আরাবিয়্যাহ্, ১৯২৮ খ্রি.), পৃ. ২১

২২৮. ড. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, Avm-wmnvn Avm-wmËvn cwiwPwZ I chv‡jvPbv (রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[২২৯] আরো উল্লেখ্য যে, এ সময় একদিকে যেমন হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদীছ সম্পর্কিত জরুরী জ্ঞানের অপূর্ব উদ্ভাবন হয়, অপর দিকে মুসলিম জনগণের মধ্যে হাদীছ শিক্ষা ও চর্চার অদম্য উৎসাহ এবং বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে অনেকে হাদীছ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সিহাহ্ সিত্তার ইমামগণ। তাঁরা হলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী[২৩০] (মৃত ২৫৪ হিজরী),

---

২২৯. মাওলানা মুহাম্মাদ 'আবদুর রহীম, nv'xQ msKj‡bi BwZnvm (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী,৭ম প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩২৫

২৩০. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আব্দিলাহ্। পিতার নাম ইসমা'ঈল। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইবন ইব্রাহীম ইব্নিল-মুগীরা আল-বারদিযবাহ আল-জু'ফী আল-বুখারী। তিনি (১৯৪ হি. /৮১০খ্রি.) বুখারা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্ন 'আসাকীর (মৃত ৫৭১ হিজরী) বলেন, وُلِدَ يَوْمَ الجُمْعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الجُمْعَةِ لِثَلَاثِ عَشَرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ شَوَّال سَنَةَ أَرْبَع وّتِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ -'তিনি ১৯৪ হিজরী সনের শাওয়াল মাসের ১৩ তারীখ জুমু'আর দিনে জুমু'আর নামাযের পর জন্মগ্রহণ করেন।' শৈশবেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। ফলে তিনি মাতৃস্নেহেই লালিত-পালিত হন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সময় তাঁর মনে হাদীছ শিক্ষা লাভের তীব্র বাসনা জাগ্রত হয়। ১০ বছর বয়স থেকেই তিনি হাদীছ মুখস্থ করতে শুরু করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন সনাম, মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম, 'আবদান ইব্ন 'উছমান, 'আলী ইব্ন হাসান ইব্ন শাকীক, সাদাকাহ্ ইব্ন ফযল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ 'আসিম আন-নাবীল, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আরআরাহ্, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা, আবূ না'ঈম, খালিদ ইব্ন মাখলাদ, তৃলাক ইব্ন গন্নাম, খল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আয়্যুব ইব্ন সুলাইমান ইব্ন বিলাল, সা'ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ, 'আলী ইব্ন 'আয়্যাশ, আহমাদ ইব্ন খালিদ আল-ওহাবী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্নুল-মুবারক ও ইমাম ওয়াকী' (র) সংকলিত গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করেন। তাঁর থেকে ইমাম তিরমিযী, আবূ হাতিম, ইব্রাহীম ইব্ন ইসহাক আল-হারাবী, আবূ বকর ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন আবী 'আসিম, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্, 'উমার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন বুজাইর, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ইদ, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান ইব্ন ফারিস, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ' প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ২১০ হিজরীতে হাদীছ সংকলনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত ছয় লক্ষ হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে ১৬ বছরের অক্লান্ত ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ৭২৭৫ টি হাদীছ জামি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটি ফিক্হের অনুকরণে সজ্জিত। প্রতিটি অধ্যায়ের প্রারম্ভেই তিনি সূক্ষ্মভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (মৃত ২৭৯ হিজরী) বলেন, لَمْ أَرَ بِالعِرَاقِ وَلَا بِخُرَسَانَ فِيْ مَعْنى العِلَلِ وَالتَّارِيْخِ وَمَعْرِفَةِ الأَسَانِيْدِ أَعْلَمُ مِنْ مُحَمّد بِنْ إِسْمَاعِيْل -'আমি 'ইরাকে ও খুরাসানে 'ইলাল, ইতিহাস ও সনদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।' শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, كَانَ رَأسًا فِي الذَّكَاءِ، رَأسًا فِيْ العِلْمِ، وَرَأسًا فِيْ الوَرْعِ وَالعِبَادَةِ -'মেধা ও জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, খোদাভীতি ও 'ইবাদাতে ছিলেন সবার শীর্ষে।' ২৫৬ হিজরীতে ৬২ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, تُوُفِّيَ لَيْلَةَ السَّبْتِ بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ، وَكَانَتْ لَيْلَةُ عِيْدِ الفِطْرِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الفِطْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُهْرِ، سَنَةَ سِتّ وّخَمْسِيْنَ وَمِائَتَيْنِ بِخَرْتَنْك -' ইমাম বুখারী (র.) শনিবার রাতে 'ইশার নামাযের পর ইন্তিকাল করেন। সে রাতটি ছিল 'ঈদুল-ফিতরের রাত। তাঁকে 'ঈদুল-ফিতরের দিবসে যুহরের নামাযের পর ২৫৬ হিজরী সনে খরতংক নামক স্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯১-৪৭১; ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ZvnhxeZ-Zvnhxe, ৯ম খণ্ড (লাহোর: 'আবদুত্-তাওয়াব একাডেমী, তা.বি.), পৃ. ৪১-৪৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj dx AvmgvBi-wiRvj (কায়রো: আল-ফারূকুল হাদীছাহ্ লিত-ত্ববা'আতী ওয়ান্-নাশরী, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩২-৪১; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, ZvhwKivZj-ûddvh (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫-৫৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn্, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৫২৬-৩৪; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড পৃ. ২৫২-৫৫; ইব্ন কাছীর, RwgÔDj gvmvbx' Iqvm-mbvb, মুকাদ্দামাহ (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯; ইব্নুল-জাওযী, Avj-gbZvhvg dx ZvIqvixwLj-gjwK Iqvj-ÔDgvg (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), ১২শ খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৯; আবূ যাহু, Avj-nv'xQ Iqvj-gnwÏQb (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-'আরাবী, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩৫৩-৫৬; খান সিদ্দীক হাসান আল-কানূজী, Avj-wnËvn dx whKwim-wmnvn Avm-wmËvn (বৈরূত: দারুয্-যাইল, তা.বি.), পৃ. ২৯৪-৩০৬; হাসান আয্-যাইয়াত, ZvixLj Av'wej ÔAvivex (বৈরূত: দারুল-মা'রিফাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি./১৪১৯ হি.), পৃ. ২৭৮; ইব্ন খাল্লিকান, IqwdqvZj-AvÔBqvb (বৈরূত: দারুস্-সাদির, তা. বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৮-৯১; ড. মুহাম্মদ শফিকুলাহ, nv'xQ kv‡¯¿i BwZeË (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬৩; *The Encyclopeadia of Islam*, V-1(Leiden: E.J.Bril,1971), P-1296-1297; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, *Hadith Literature* (Calcutta: Calcutta University, 1961), P-88-97; Thomas patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (New Delhi: Oriental Books Reprint corporation, First Edition 1985), P-44.

মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী[২৩১] (মৃত ২৬১ হিজরী), আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী[২৩২] (মৃত ২৭৫ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন ‘ঈসা আত্-তিরমিযী[২৩৩] (মৃত ২৭৯ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন মাজাহ্[২৩৪] (মৃত ২৭৩ হিজরী), আহমাদ ইব্ন শু‘আইব আন্-নাসা’ঈ[২৩৫] (মৃত ৩০৩ হিজরী)।

---

২৩১. তাঁর প্রকৃত নাম মুসলিম। উপনাম আবুল-হুসাইন। পিতার নাম হাজ্জাজ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হুসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ওয়ারদ ইব্ন কূশাই আল-কুশাইরী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ২০২ হিজরী/৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ২০৪/২০৬ হিজরী ৮১৯/৮২১ খ্রিস্টাব্দে খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নায়শাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَّمِائَتَيْنِ وَأَوَّلُ سِمَاعِهِ سَنَةَ ثَمَانِي عَشَرَةَ وَمِائَتَيْنِ -‘তিনি ২০৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২১৮ হিজরী সনে প্রথম হাদীছ শ্রবণ করেন।’ শৈশব কালেই হাদীছ অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ আল-ইয়াশকুরী, ইব্রাহীম ইব্ন দীনার আত্-তাম্মার, ইব্রাহীম ইব্ন যীয়াদ সাবালান, ইব্রাহীম ইব্ন সা‘ঈদ আল-জাওহারী, ইব্রাহীম ইব্ন ‘আর ‘আরাহ্, ইব্রাহীম ইব্ন মূসা, আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম, আহমাদ ইব্ন জা‘ফর, আহমাদ ইব্ন জাও্ওয়াস, আহমাদ ইব্ন সা‘ঈদ আর্-রিবাত্বী, আহমাদ ইব্ন সা‘ঈদ আদ্-দারিমী, আহমাদ ইব্ন সিনান, আহমাদ ইব্ন ‘ঈসা আত্-তুসতারী, আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, ইসহাক ইব্ন মানসূর, ইসমা‘ঈল ইব্ন খলীল, বিশর ইব্ন খালিদ, বিশর ইব্ন হিলাল প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কৃব্বানী, আহমাদ ইব্ন মুবারাক আল-মুসতামলী, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আস্-সারাখসী, ‘আবদুর রহমান ইব্ন আবী হাতিম, ‘আলী ইব্ন ইসমা‘ঈল আস্-সাফ্ফার, আবূ হামিদ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুশ্-শারকী, ফযল ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বালখী, আহমাদ ইব্ন সনামাহ্, আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল ‘আব্বাস আস্-সার্রাজ, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ আল-‘আত্ত্বার, মাক্কী ইব্ন ‘আবদান, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা‘ঈদ, হাফিয আবূ ‘আওয়ানাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এবং বিভিন্ন মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে শ্রুত হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে ‘সহীহ মুসলিম’ সংকলন করেন। আবূ হাতিম আর্-রাযী (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, مُسْلِم ثِقَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيْثِ-‘ মুসলিম (র.) একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ও হাদীছের হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম। হাদীছ সম্পর্কে তাঁর পরিচিতি রয়েছে।’ ইব্ন খাল্লিকান (মৃত ৬৮০ হিজরী) বলেন, أَحَدُ الأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ وَأَعْلَمُ الْمُحَدِّثِيْنَ -‘ইমাম মুসলিম (র.) (হাদীছের) হাফিয ইমামগণের মধ্যে অন্যতম এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিছগণের অন্তর্ভূক্ত।’ আবূ ‘আলী আন্-নায়সাপূরী বলেন, مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ كِتَاب أَصَحّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِم । এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, মুসনাদুল-কাবীর, জামি‘উল-কাবীর, কিতাবুল-আসমা ওয়াল-কুনা প্রভৃতি। তিনি ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ই‘আকূব বলেন, تُوُفِّيَ مُسْلِمُ بنُ الْحَجَّاجِ عَشِيَّةَ يَوْمَ الأَحَدِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ رَجَبْ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ وَمِائَتَيْنِ -‘মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ (র.) রবিবার সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন এবং ২৬১ হিজরী সনে ২৫ শে রজব তাঁকে দাফন করা হয়।

দ্র. IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪-৯৬; wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৮০; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ.১৭১-৭২; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭২; Avj-nv‘xQ Iqvj-gnwÏQb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১-৮৩; Avj-wnËvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১-৭০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৮-৯০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৩৭৫; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, ZevKvZj- ûddvh (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ২৬৪-৬৫; মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাদী আদ্-দিমাশকী, ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ (বৈরূতঃ মু’য়াস্সাসাতুর্-রিসালাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৯; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩; *The Encyclopeadia of Islam*, V-3, P-756-757; Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, *Hadith Literature*, P-97-101; Thomas patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, P-423.

২৩২. তাঁর প্রকৃত নাম সু’লাইমান। উপনাম আবূ দাউদ। পিতার নাম আশ‘আস। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নুল-আশ‘আছ ইব্ন ইসহাক আল-আসাদী আস্-সিজিস্তানী। তিনি ২০২ হি./৮১৭ খ্রি. সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, وُلِدْتُ سَنَةَ إِثْنَتَيْنِ وَمِئَتَيْنِ بِبَغْدَاد -আমি ২০২ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছি। তৎকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ ও গ্রহণ করেন। তিনি সুলাইমান ইব্ন হারব, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা, আবুল-ওয়ালিদ আত্-ত্বয়ালিসী, মূসা ইব্ন ইসমা‘ঈল, আহমাদ ইব্ন ইউনূস আল-ইয়ারবুঈ’, হাসান ইব্ন রবী‘ আল-বূরানী, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, কুতাইবা ইবন সা‘ঈদ, ‘উছমান ইব্ন আবূ শায়বাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসা‘ঈ, আবূ ‘আওয়ানাহ্, আবূ বকর আন্-নাজ্জাদ, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, আবূ বিশর আদ্-দূলাভী, আবূ ‘আলী মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ, ‘ঈসা ইব্ন সুলাইমান আল-বাকরী, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ই‘আকূব, আবূ বকর ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া, ‘আবদুর রহমান ইব্ন খল্লাদ আর্-রামাহুরমুযী, মুহাম্মাদ ইব্ন জা‘ফর আল-ফিরইয়াবী, মুহাম্মাদ ইব্ন রাজা আল-বসরী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল-‘আযীয আল-হাশিমী আল-মাক্কী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মিরদাস আস্-সুলামী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আস্-সূলী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর সংকলিত সুনান গ্রন্থ সিহাহ সিত্তার অন্যতম একটি

গ্রন্থ। হাফিয মূসা ইব্ন হারূন বলেন, خُلِقَ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ الدُّنْيَا لِلحَدِيْثِ، وَفِيْ الآخِرَةِ لِلجَنَّةِ -'ইমাম আবূ দাউদ (র.) দুনিয়াতে হাদীছের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন'। হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ্ (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, أَبُوْ دَاوُدَ إِمَامُ أَهْلِ الحَدِيْثِ فِيْ عَصْرِهِ بِلا مُدَافِعَةٍ -'ইমাম আবূ দাউদ (র.) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন। তিনি ২৭৫ হিজরীর ১৬ ই শাওয়াল মাসে বসরায় ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡æ Avjvgyb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২০৩-২১;আবুল-হুসাইন মুহাম্মাদ ইবন আবী ই'আলা আল-বাগদাদী, ZevKvZ‡j-nvbvevjvn(সৌদী'আরব: আল-মামলাকাতুল-'আরাবিয়্যাতুস্-সৌ'উদীয়াহ্, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৯ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৩৪; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv`xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.২৯০-২৯২; Iqvdqv‡Zj-AvÕBqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪-০৫; Zvhnxe Zvnhxe‡j-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০; ZvhwKiv‡Zj-û‡ddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১-৯৩; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, Avj-Kvwkd (জিদ্দাহ্: দারুল-কিবলাহ্ লিছ্-ছাকাফাতিল-ইসলামিয়্যাহ্, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬-৫৭; আল-ইয়াফি'ঈ আল-মাক্কী, wgiÕAvZ‡j-wRbvb (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১; তাজুদ্দীন আস্-সুবকী, ZevKvZk-kvwdÕBqv‡Zj-Keiv (বৈরূত: দারু ইয়াহ্উত্-তুরাসিল-'আরাবী, তা.বি.), ২য় খণ্ড, ২৯৩-৯৬; Avj-we`vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬; Avj-gbZvhg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-২৮; Avb-bRgyh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩; ZevKvZ‡j-û‡ddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫-৬৬; kvhivZzh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩-১৬; শামসুদ্দীন আদ্-দাভূদী, ZevKvZ‡j-gdvmwmixb (বৈরূত: দারুল কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, তা.বি.),১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭; Avj-wnËvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৮৫; *The Encyclopeadia of Islam*, V-1, P-114; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, *Hadith Literature*, P-102-107; T. P. Hughes, *Dictinary of Islam*, P-7.

২৩৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'ঈসা। পিতার নাম 'ঈসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরাহ ইবন মূসা ইব্ন দাহ্হাক আস্-সুলামী আত্-তিরমিযী। তিনি জাহাহুন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত তিরমিয নামক শহরের 'বুগ' নামক স্থানে ২০৯ হিরজীতে মোতাবেক ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, وُلِدَ حُدُوْدَ سَنَةَ عَشَرَ وَّمِائَتَيْنِ -'তিনি ২১০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িক বিখ্যাত হাদীছবেত্তাগণের নিকট থেকে হাদীছ অভিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কুতাইবা ইবন সা'ঈদ, ইসহাক ইবন রাহওয়াই, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর আস্-সাওয়াক আল-বালখী, মাহমূদ ইব্ন গয়লান, ইসমা'ঈল ইব্ন মূসা আল-ফাযারী, আহমাদ ইব্ন মানী', আবূ মূসা আয্-যুহরী, বিশর ইব্ন মু'আয আল-'আকাদী, হাসান ইব্ন আহমাদ ইব্ন শু'আইব, আবী 'আম্মার আল-হুসাইন, মু'আম্মার 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'আবিয়া, 'আবদুল-জব্বার ইব্ন 'আলা, 'আমর ইব্ন 'আলী, ইমরান ইব্ন মূসা, মুহাম্মাদ ইব্ন আবান, ইয়াহ্ইয়া ইবন হাবীব, ইয়াহ্ইয়া ইবন তুলহা, ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ, ইসহাক ইব্ন মূসা, ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আস্-সামারকান্দী, আবূ হামিদ আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন দাউদ আল-মারওয়াযী, আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাসনাওয়াই আল-মুকরী', আহমাদ ইব্ন ইউসূফ আন্-নাসাফী, আবূ হারিস আসাদ ইব্ন হামদাওয়াই আন্-নাসাফী, হুসাইন ইব্ন ইউসূফ আল-ফারাবরী, হাম্মাদ ইব্ন শাকির আল-ওয়াররাক, দাউদ ইব্ন নাসর ইব্ন সুহাইল আল-বাযদাভী, রবী' ইব্ন হায়্যান আল-বাহিলী, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আন্-নাসাফী, আবুল 'আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাহবূব, মাকহুল ইব্ন ফযল আন্-নাসাফী, মাক্কী ইব্ন নূহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। জামি' তিরমিযী, কিতাবুল-আসমা ওয়াল-কুনা, শামায়িল তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইবন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, كَانَ أَبُوْ عِيْسَى مِمَّنْ جَمَعَ، وَصَنَّفَ، وَحَفِظَ، وذاكر -'আবূ 'ঈসা ছিলেন হাদীছ মুখস্থকারী, সংগ্রহকারী ও সংকলনকারীগণের মধ্যে অন্যতম।' ইব্নুল-'ইমাদ বলেন, كَانَ مُبَرِّزًا عَلَى الأَقْرَانِ، آيَةً فِي الحِفْظِ وَالإِتْقَانِ -'তিনি ছিলেন তাঁর সমকালীন হাদীছবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং মুখস্থকরণ ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে নিদর্শন। তিনি ২৭৯ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, مَاتَ فِيْ ثَالِثِ عَشَرَ رَجَبَ سَنَةَ تِسْعٍ وَّسَبْعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ -'তিনি ২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসের ১৩ তারীখ ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡æ Avjvgyb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৭০-২৭৭; Zvhnxe Zvnhxe‡j-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৮-৪৯; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, gxhvb‡j-BÕwZ`vj (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.),৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৯; সনাহ্উদ্দীন আস্-সিফাদী, wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ (বৈরূত: দারু ইয়াহ্উত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৮; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv`xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮-৩৯; Avj-Kvwkd, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; Avj-we`vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৭-৪৯; Iqvdqv‡Zj-AvÕBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৮; kvhivZzh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩২৭-২৮;Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৪০২; ZvhwKiv‡Zj-û‡ddvh, প্রাগুক্ত,২য় খণ্ড, পৃ.৬৩৩-৩৫; Avb-bRgyh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৩-৯৪; ড. ফুয়াদ সাজকীন, ZvixL AvZ-ZiwQj-ÔAvivex (সৌদী 'আরব: ইদারাতুস্-সাকাফী, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯; *The Encyclopeadia of Islam*, V-6, P-796-797; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, *Hadith Literature*, P-107-111; T. P. Hughes, *Dictinary of Islam*, P-634.

২৩৪. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ইয়াযীদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মাজাহ্ আর্-রবঈ আল-কাযভীনী। তিনি ২০৯ হিজরীতে 'ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কাযবীনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আত্-তানাফিসী, জুবারাহ্ ইব্নুল-মুগাল্লিস, মাস'আব ইবন 'আবদিল্লাহ্ আয্-যুবায়রী, সুওয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ, 'আবদুল্লাহ্ মু'আবিয়াহ্ আল-জুমাহী, মুহাম্মাদ ইবন রুমাহ, ইব্রাহীম ইব্নুল-মুনযির আল-হিযামী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর, আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ্, হিশাম ইব্ন 'আম্মার, ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-ইয়ামামী, আবূ মাস'আব আয্-যুহরী, বিশর ইব্ন মু'আয আল-'আকাদী, হুমাইদ ইবন মাস'আদাহ্, দাউদ ইব্ন রুশাইদ, 'উছমান ইবন আবী শায়বাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আল-আবহারী, আবুত্-তুয়্যীব আহমাদ রাওহাল আল-বাগদাদী, আবূ 'আমর 'আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাকীম আল-মাদীনী, আবুল-হাসান 'আলী ইব্ন ইব্রাহীম আল-ক্বাত্তান, সুলাইমান ইব্ন ইয়াযীদ আল-ফামী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ইব্ন 'আসাকির (মৃত ৫৭১ হিজরী) বলেন, لَهُ سُنَنٌ وَتَفْسِيْرٌ وَتَارِيْخٌ وَكَانَ عَارِفًا بِهٰذَا الشَّأن -'তাঁর সুনান তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ছিলেন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ। ইয়াফি'ঈ (মৃত ৭৬৮ হিজরী) বলেন, كَانَ إِمَامًا فِيْ الْحَدِيْثِ، عَارِفًا بِعُلُوْمِهِ وَجَمِيْعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ -তিনি ছিলেন হাদীছের ইমাম, 'ইলুমল-হাদীছ ও এতদসংক্রান্ত সকল বিষয়ের সুপণ্ডিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, আস্-সুনান, আত্-তারীখ, আত্-তাফসীর প্রভৃতি। তিনি ২৭৩ হিজরী ২০ রামাযান কাযভীনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৫৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৪৩; wgiÕAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০; Avj-Kvwkd, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩-৪৪; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-৮৩; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬০৮-০৯;শামসুদ্দীন আদ-দাভূদী, তevKvZj-gdvmwmixb (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪; IqwdqvZj-AvÕBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯; ZevKvZ ÕDjvgvÕBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩০৮-০৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৬-৩৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২; Avj-nv'xQ Iqvj-gnwÏmb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১-৬২; *The Encyclopeadia of Islam*, V-3, P-856; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, *Hadith Literature*, P-115-116; T. P. Hughes, *Dictinary of Islam*, P-189.

২৩৫. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আবদির রহমান। পিতার নাম শু'আইব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব ইব্ন 'আলী ইব্ন সিনান ইব্ন বাহার ইব্ন দীনার আল-খুরাসানী আন্-নাসাঈ। তিনি খুরাসানের অন্তর্গত নাসা নামক শহরে ২১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই বলেন, مَوْلِدِي سَنَةَ خَمْسِ عَشْرَةَ مِئَتَيْنِ -'আমার জন্মসন ২১৫ হিজরী।' প্রাথমিক শিক্ষা নিজ জন্মভূমি নাসাতে শুরু হয় এবং নিজ গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আট বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুর'আনুল-কারীম মুখস্থ করেন। তিনি ২৩০ হিজরী সনে পনের বছর বয়সে নিজ দেশ ত্যাগ করে বালখ গমন করেন। তিনি হাদীছ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের আশায় সিরিয়া, হিজাজ, 'ইরাক, নজদ, খুরাসান, বসরা, জাযীরাহ্ সহ প্রভৃতি স্থান সফর করে তথাকার বিশিষ্ট মুহাদ্দীছগণের নিকট থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন। তিনি ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, হিশাম ইব্ন 'আম্মার, মুহাম্মাদ ইব্ন নযর ইব্ন মুসাভীর, সুওয়াইদ ইব্ন নাসর, 'ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগবাহ্, আহমাদ ইব্ন 'আবদাতায্-যাবি', আবূ ত্বাহির ইব্নুস্-সারাহ্, ইসহাক ইব্ন শাহীন, আহমাদ ইব্ন মানী', বিশর ইব্ন মু'আয আল-'আকাদী, বিশর ইব্ন হিলাল আস্-সাওয়াফ, তামীম ইব্নুল-মুনতাসির প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বিশর আদ্-দূলাভী, আবূ জা'ফর আত্-ত্বহাভী, আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী, হামযাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কিনানী, আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আন্-নাহ্হাস আন্-নাহ্ভী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্নুশ্-শাদ্দাদ আশ্-শাফিঈ', আবুল-ক্বাসিম সুলাইমান ইব্ন আহমাদ আত্-ত্বাবারানী, মুহাম্মাদ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন আহমার আল-আন্দালুসী, হাসান ইব্ন রশীক, মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা আল-মা'মূনী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন কাছীর (মৃত ৭৭৭ হিজরী) বলেন,الإِمَامُ فِيْ عَصْرِهِ، وَالمُقَدَّم عَلَى أَضْرَابِهِ وَأَشْكَالِهِ وَفُضَلَاءِ دَهْرِهِ - ' ইমাম নাসাঈ' ছিলেন তাঁর যুগের ইমাম, তাঁর ন্যায় হাদীছ শাস্ত্রবীদ এবং তিনি সে যুগের পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হাফিয আল-মিয্যী (মৃত ৭৪২ হিজরী) বলেন, أَحَدُ الأَئِمَّةِ المُبَرِّزِيْنَ وَالحُفَّاظِ والمُتْقِنِيْنَ وَالأَعْلَامِ المَشْهُوْرِيْنَ طَافَ البِلَادَ -নাসাঈ' ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত হাফিয এবং সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি হাদীছ অন্বেষণে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি 'ইলমুল-হাদীছের উপর অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সুনানুল-কুবরা ও সুনানুস্-সুগরা তাঁর বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থ। তিনি ৩০৩ হিজরী সনে মক্কায় গমনের পথে ইন্তিকাল করেন। আবূ জা'ফর আত্-ত্বহাভী (৩০৩ হিজরী) বলেন, إِنَّهُ مَاتَ فِيْ صَفَرَ ثَلَاثَ مِائَةَ بِفِلِسْطِيْنَ -ইমাম নাসাঈ' ৩০৩ হিজরীর সফর মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৯৪-১০৪; wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.১২৫-৩৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৮-৭০১; ZevKvZ ÕDjvgvÕBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৮-২১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৫৫-৫৬; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-০৭; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.

এছাড়া এ যুগে হাদীছ শাস্ত্রে যারা বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ হলেন, আহমাদ ইব্‌ন মানী‘ আল-বাগাভী (মৃত ২২৪ হিজরী), না‘ঈম ইব্‌ন হাম্বাদ আল-খুযা‘ঈ (মৃত ২২৮ হিজরী), মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসার্‌রাহাদ আল-বসরী (মৃত ২২৮ হিজরী), সা‘ঈদ ইব্‌ন মানসুর (মৃত ২২৯ হি.)[২৩৬], তাঁর সুনানি সা‘ঈ ইব্‌ন মানসূর, আবূল-হাসান তূসী (মৃত ২২৯ হি.)[২৩৭] তাঁর চেহেল হাদীছ ঃ আবূল-হাসান তূসী,আবুল-হাসান ‘আলী ইব্‌ন আল-জু‘দ আল-জাওহারী (মৃত ২৩০ হিজরী), ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জু‘ফী আল-মুসনাদী (মৃত ২২৯ হিজরী), ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু‘ঈন[২৩৮] (মৃত ২৩৩ হিজরী), আবূ খায়সামাহ্‌ যুহায়র ইব্‌ন হারব (২২৯ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা‘দ (মৃত ২৩০ হি.)[২৩৯], ‘আলী ইব্‌নুল-মাদীনী[২৪০] (মৃত ২৩৪ হিজরী), আবূ-বকর ইব্‌ন আবূ শায়রাহ[২৪১],আবূ

১৫-১৮; IqwdqvZj-AvôBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫৩; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৬-৫৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ২০৯-১০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪-৪৫; Avj-nv‘xQ Iqvj-gnwÏQb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭-৫৯; wgiÔAvZj wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০-৮১; ZevKvZk-kwdÔBqvZ Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৬; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, *Hadith Literature*, P-112-113; T. P. Hughes, *Dictinary of Islam*, P-431.

২৩৬. এই কিতাবে অনেক ছুলাছিয়াত আছে। সংকলকের প্রকৃত নাম সা‘ঈদ। উপনাম আবূ ‘উছমান। পিতার নাম মানসূর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘উছমান সা‘ঈদ ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন শূ‘বা মারুযী। তিনি তালিকানীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি বালখে বসবাস করতেন। তবে জীবনের শেষ দিকে তিনি মক্কা মু‘আয্‌যামাকে নিজের বসবাসের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন এবং সেখানেই ২২৯ হিজরী সনের রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি ইমাম মালিক (র)-এর নিকট হতে মুয়াত্তা এবং অন্যান্য হাদীছ শ্রবণ করেন। তাছাড়া তিনি লায়স ইব্‌ন সা‘ঈদ, আবূ ‘আওয়ানাহ্‌, ফালীহ ইব্‌ন সুলায়মান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে ইমাম আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ (র) প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র) তাঁকে খুবই সম্মান ও প্রশংসা করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। আবূ হাতিম তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ছিলেন।

দ্র. শাহ ‘আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী, e¯Ívbj gnwÏQxb, (করাচীঃ এইচ এম সা‘ঈদ কোম্পানী, তা.বি.) পৃ. ১২৪-২৬

২৩৭. একে ‘আরবীতে আরবা‘উন বলা হয়। গ্রন্থটি মুহাম্মদ ইব্‌ন আসলাম তূসী সংকলন করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম আসলাম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান মুহাম্মদ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন সালিম আল-কিন্দী। তিনি তূস নগরীতে বসবাস করতেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন হারুন, ফজর ইব্‌ন ‘আওন এবং ই‘আলা ইব্‌ন ‘আবীদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে নযর ইব্‌ন শামীল সহ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। আর আবূ বকর ইব্‌ন আবু দাউদ ছিলেন তাঁর শিষ্য, যিনি বিশিষ্ট ‘আলিম ও কামিল ওলী ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের ‘আবদাল ছিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি ‘বলেন, আমি তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাঁকে নবী (সা.)-এর সাহাবীদের মত নেককার মনে হয়েছে। অধিকাংশ লোকেরা তাঁকে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বালের সংগে তুলনা করতো। তিনি ২৪২ হিজরী সনের মুহর্‌রম মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. e¯Ívbj gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-৯৭

২৩৮. তাঁর প্রকৃত নাম ইয়াহ্‌ইয়া। উপনাম আবূ যাকারিয়্যাহ্‌। পিতার নাম মু‘ঈন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ যাকারিয়্যাহ্‌ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু‘ঈন ইব্‌ন ‘আউন ইব্‌ন যিয়াদ আল-বাগদাদী। তিনি ১৫৮ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর, পিতার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এক লক্ষ দিরহাম হাদীছ শিক্ষার কাজে ব্যয় করেন। একপর্যায়ে তিনি এতই দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন যে, পায়ের জুতা ক্রয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি হাশিম ইব্‌ন ইউসুফ, ইব্‌নুল-মুবারক, মু‘তামির ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন তারখাস, ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ, ইব্‌নুল-মাহদী, ‘আবদুর-রাযযাক ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী যায়দ, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা‘ঈদ আল কাত্তান, আবদুছ্‌-ছালাম ইব্‌ন হারব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, আবু যুর‘আহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছ শ্রবণের পর তা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তিনি নিজে বলেন, আমি নিজ হাতে লক্ষ, লক্ষ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল বলেন, كُلّ حَدِيْثٍ لاَيَعْرِفُهُ يَحْيَى لَيْسَ بِحَدِيْثٍ-‘তিনি যেটিকে হাদীছ মনে করেন না তা মূলতঃ হাদীছ নয়।’ তিনি ২৩৩ হিজরী সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৪-৩৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮; e¯Ívbj gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-৭২; মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, nv‘xQ msKj‡bi BwZnvm (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৫শ প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০১২ খ্রি.), পৃ. ৩৪৪, ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, wiRvj kv¯I Rvj nv‘x‡mi BwZeË (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪১৫-১৬; Avj-AvÔjvg, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩; Avj-nv‘xQ Iqvj gnwÏmb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, 2q LÐ, পৃ. ৪২৯-৩১

২৩৯. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবু ‘আবদিলাহ। পিতার নাম সা‘দ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা‘দ ইব্‌ন মুনী‘ আল-কারশী আল-হাশিমী। তিনি ১৬৮ হিজরী সনে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম,

হুশাইম, ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ্‌, মা‘ন ইব্‌ন ‘ঈসা, আবূ ‘আলিয়্যাহ্‌, আনাস ইব্‌ন ‘আয়ায, ইব্‌ন আবী ফুদাইক, আল-ওয়াকিদী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘উমার, আবুল ওয়ালিদ আত্‌-তৃয়ালিসী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হারিছ ইব্‌ন আবী উসামাহ্‌, আহমাদ ইব্‌ন ‘উবায়দ, আবূ বকর ইব্‌ন আবীদ্‌-দুনইয়া, আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-বালাযুরী, হুসাইন ইব্‌ন ফাহাম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন,مُحَمَّدُ بنُ سَعد عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ حَدِيْثُهُ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ -‘ ইব্‌ন সা’দ আমাদের নিকট ‘আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁর হাদীছসমূহ তাঁর সত্যবাদীতার উপর প্রমাণ বহন করে। আবূ যাহু বলেন, كَانَ إِبْنُ سَعد مَرْضِيًّا عِنْدَ الرُّوَاةِ حَيْثُ لَمْ يُلَابِس الْفِتَنَ الْهَوْجَاء

দ্র. Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৯-১০; wiRvj kv¯ I Rvj nv‘x‡mi BwZeË, প্রাগুক্ত, ৪১৪-১৫; nv‘xQ msKj‡bi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭; Avj-nv‘xQ Iqvj-gnvÏxmb, প্রাগুক্ত, ৩৪৯-৫০; Avj-AvÔjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড. পৃ. ১৩৬-৩৭; ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী, ZvnhxeZ-Zvnhxe (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১ম সং, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮২

২৪০. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আলী। উপনাম আবুল হাসান। পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ্‌। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান ‘আলী ইব্‌ন ‘আবদিলাহ ইব্‌ন জা‘ফর ইব্‌ন নাজিহ আল-মাদীনী আল-বাসরী। তিনি ১৬১ হিজরী সনে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হাদীছ শিক্ষার অদম্য উৎসাহে দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি মক্কা, মদীনা, বাগদাদ, কূফা প্রভৃতি হাদীছের কেন্দ্র ও হাদীছ সমৃদ্ধ শহরসমূহে পরিভ্রমণ করে ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা‘ফর, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, সুফইয়ান ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা‘ঈদ আল-কাত্তান ‘আবদুর-রহমান ইব্‌ন মাহদী, আবূ দাউদ আত্‌-তৃয়ালিসী ও সা‘ঈদ ইব্‌ন ‘আমির প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দীছের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি ‘আব্বাদ ইব্‌ন সুহাইব নামক একজন বর্ণনাকারী থেকে ৩০ হাজার হাদীছ সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু পরে ঐ বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি তার সমস্ত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, ইসমা‘ঈল আল কাযী, আবূ ই‘আলা ও ইমাম বাগাভী (র) প্রমুখ। তিনি ২৩৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪১; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৬; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-১৬৯; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.১৫৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২-৩৩; Avj-AvÔjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৩; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১৪৫-১৪৮; Avj-nv‘xQ Iqvj gnwÏmb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪; ZvhwdivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-২৯

২৪১. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্‌। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী শায়বাহ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ‘উছমান ইব্‌ন খুওয়াসতাই আল ‘আব্বাসী আল-কূফী। তিনি আবুল-আহওয়াস্‌-সন্লাম ইব্‌ন সুলাইম, ‘আবদুস-সনাম ইব্‌ন হারব, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক, জারীর ইব্‌ন ‘আবদিল-হামীদ, সুফইয়ান ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ্‌, ‘আলী ইব্‌ন মুসহির, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইদ্‌রীস, হুশাইম ইব্‌ন বাশীর, ‘আবদুল-আ‘লা ইব্‌ন ‘আবদিল-আ‘লা, ওয়াকী’ ইব্‌ন জার্‌রাহ্‌, ইয়াহ্‌ইয়া আল-কাত্তান, ইসমা‘ঈল ইব্‌ন ‘আয়াশ, ‘আবদুর-রহীম ইব্‌ন সুলাইমান, আবূ মু‘আবিয়া, ইয়াযীদ ইব্‌নুল-মিকদাম, ইসমা‘ঈল ইব্‌ন ‘উলাইয়া প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ্‌, ইমাম নাসাঈ’, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, আবূ যুর‘আহ, বাক্বী ইব্‌ন মাখলাদ, হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, আবূ ই‘আলা আল-মাওসিলী, হামিদ ইব্‌ন শু‘আইব, ইউসূফ ইব্‌ন ই‘আকূব আন্‌-নায়সাপূরী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর সংকলিত ‘মুসনাদ’ ও ‘মুসান্নাফ’ তৃতীয় হিজরী শতকের একটি বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ। তার মুসান্নাফ গ্রন্থটি ফিক্‌হী তারতীব অনুসারে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীছ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয ইব্‌ন কাছীর বলেন الْمُصَنَّفُ الَّذِيْ لَمْ يُصَنِّفْ أَحَدٌ مِثْلَهُ قَطُّ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ -‘মুসান্নাফ এমন একটি গ্রন্থ যে ধরণের গ্রন্থ তাঁর সংকলনের পূর্বে ও পরে আর কেউ সংকলন করেনি।’ এ গ্রন্থের প্রত্যেকটিহাদীসে নব্বীর সঙ্গে সাহাবা ও তাবি‘ঈনের কথা ও ফাতাওয়াও উদ্ধৃত হয়েছে। ফলে প্রত্যেকটি হাদীছ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবি’ঈদের মতামত জানা যায়।

দ্র. wmqviæ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১২২-২৭; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯-৯১; ZvhwdivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩২-৪৩৩; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২; ২৯৯; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬-০৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩২; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ‘Djgj nv‘xQ (রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্স, ১৪২১ হিঃ/২০০০ খ্রি.) পৃ. ১০৯-১০; হাজী খলীফা, Kvkdh-hbb (বৈরুতঃ দারু ইহ্‌ইয়াইত্‌-তুরাসিল-‘আরাবী, তা. বি), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭১২. Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৫; e¯Ívbj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭-১২৮

বকর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'উছমান ইব্ন আবী শায়বাহ্ (মৃত ২৩৫ হিজরী), ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (মৃত ২৩৮ হি.)তাঁর মুসনাদ ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই[২৪২],আবূ খায়সামা (মৃত ২৩৪ হি.)[২৪৩], খলীফাহ্ ইব্ন খাইয়্যাত (মৃত ২৪০ হিজরী)[২৪৪], ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (মৃত ২৪১ হি.) তাঁর মুসনাদ ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল,[২৪৫]

---

২৪২. তাঁর প্রকৃত নাম ইসহাক। উপনাম আবূ ই'আকূব। পিতার নাম ইব্রাহীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ই'আকূব ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মাখলাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মাত্বার আল-হানযালী আল-মারওয়াযী। তবে তিনি ইব্ন রাহওয়াই নামে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ১৬১ হিজরী সনে নায়সাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইব্ন মুবারাক, আল-ফযল ইব্ন মূসা আস্-সীনানী, আল-ফুযাইল ইব্ন 'ইয়ায, মু'তামির ইব্ন সুলাইমান, 'আবদুল-'আযীয ইব্ন আবদুস্-সামাদ আল-'আম্মী, 'আবদুল ইব্ন মুহাম্মাদ আদ্-দারাওয়ার্দী, আবূ খালিদ আল-আহমার, জারীর ইব্ন 'আবদুল-হামীদ, সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নাহ্, 'ঈসা ইব্ন ইউনূস, মারহুম ইব্ন 'আবদুল-'আযীয, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব, মাখলাদ ইব্ন ইয়াযীদ, হাতিম ইব্ন ইসমা'ঈল, 'উমার ইব্ন হারূন আল-বালখী, আল-ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম, ইসমা'ঈল ইব্ন 'উলাইয়া, হাফস ইব্ন গইয়াছ, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযাইল, 'আবদুল-ওহাব আছ্-ছাকাফী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান, আবূ বকর ইব্ন 'আয়্যাশ, 'আবদুর্-রহমান ইব্ন মাহদী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে বাকীয়াহ্ ইব্ন মাখলাদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদাম, আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন, ইসহাক ইব্ন মানসূর, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ', মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আস্-সুলামী, আহমাদ ইব্ন সনামাহ, ইব্রাহীম ইব্ন আবী ত্বলিব, মূসা ইব্ন হারূন, মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আল-মারূযী, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কৃব্বানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। এটি তার একটি উৎকৃষ্ট মানের মুসনাদ গ্রন্থ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই এটি সংকলন করেন। তিনি এতে সহীহ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তবে কিছু য'ঈফ হাদীছ ও বর্ণিত হয়েছে। এটি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। হাকিম আন্-নাইসাাপূরী এটিকে দ্বিতীয় স্তরের মুসনাদ গ্রন্থের মধ্যে গণ্য করেছেন।

দ্র. wmqviæ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৬৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬২; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১২-১৫;'আবদুল-ওহাব আস্-সুবকী, ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv (বৈরূতঃ দারু ইয়াহ্উত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৩ হি./১৯৯৪ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩-৯৩; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫১-৫২; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-৯২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪;তevKvZj-gdvmwmixb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৫; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯-২০১; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২; ৯৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪-৩৫; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭৩; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-৮৯; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩-৩৫; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১; Avj-nv'xQ Iqvj-gnwÏmb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০-৫১; হাকিম নাইসাপূরী, Avj-gv'Lvj dx ÔDjwgj-nv'xQ, ৪র্থ খণ্ড (আলেপ্পঃ তা. বি.) পৃ. ৫০

২৪৩. তাঁর প্রকৃত নাম যুহাইর। উপনাম আবূ খয়ছামাহ্। পিতার নাম হারব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ খয়ছামা যুহাইর ইব্ন হারব ইব্ন শাদ্দাদ আল-হারাশী আন্-নাসাঈ' আল-বাগদাদী। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ নাসার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি তার পুরো জীবন বাগদাদেই অতিবাহিত করেন। এজন্য তাকে আল-বাগদাদী বলা হয়। তিনি ১৬০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জারীল ইব্ন'আবদুল-হামীদ, হুশাইম, হুমাইদ ইব্ন 'আবদির-রহমান, 'আবদাহ্ ইব্ন সুলাইমান, আল-ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম, সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নাহ্, ইহাহ্ইয়া আল-কাত্তান, আবূ সুফইয়ান মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ, মারওয়ান ইব্ন মু'আবিয়া, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, হাফস ইব্ন গয়্যাস, আল-ক্বাসিম ইব্ন মালিক, 'আবদুর্-রাজ্জাক, ইব্ন 'উলাইয়া প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ' আবূ যুর'আহ্, ইব্ন মাজাহ্, আবূ হাতিম, ইব্রহীম আল-হারবী, আবূ বকর ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া, বাক্বী ইব্ন মাখলাদ, আহমাদ ইব্ন 'আলী আল-মারওয়াযী, আবূ ই'আলা আল-মাওসিলী, মূসা ইব্ন হারূন, আবুল-ক্বাসিম আল-বাগাভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম তাঁকে সত্যবাদী রাভী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম নাসাঈ' (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাঁকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী বলেছেন। আবূ বকর আল-খত্বীব বলেন, كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا حَافِظًا مُتْقِنًا - তিনি ২৩৪ হিজরী সনে ৭৪ বয়স বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৯-৪৯২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-৩৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৭-২৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২১১-১২; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭-১৫৮; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪; wiRvj kv¯I Rvj nv'x‡mi BwZeË, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬-৪১৭; Avj-ÔAvjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১

২৪৪. তাঁর প্রকৃত নাম খলীফাহ্। উপনাম আবূ 'আমর। পিতার নাম খয়্যাত। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আমর খলীফাহ্ ইব্ন খয়্যাত ইব্ন খলীফাহ্ ইব্ন খয়্যাত আল-'উসফূরী আল-বাসরী। তিনি তাঁর পিতা জা'ফর ইব্ন সুলাইমান, সুফইয়ান ইব্ন

ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন নাসর আস্-সা'দী (মৃত ২৪২ হিজরী) আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইব্‌ন 'আলী আল-হালাওয়ানী (মৃত ২৪২ হিজরী),'আবদ ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন নাসর কাশ্‌শী[২৪৬] (মৃত ২৪৩ হি.) তাঁর মুসনাদে 'আবদ

'উয়ায়নাহ্, ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরাই', যীয়াদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ আল-বাক্কাঈ', 'আবদুল-আ'লা ইব্‌ন 'আবদুল-আ'লা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর গুনদারী, ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'উলাইয়া, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী 'আদ্দী, মু'তামির ইব্‌ন সুলাইমান, খালিদ ইব্‌নুল-হারিছ, ইয়াহ্‌ইয়া আল-কাত্তান, উমাইয়া ইব্‌ন খালিদ, ইব্‌ন মাহদী, হাতিম ইব্‌ন মুসলিম, 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাদাইনী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী সাতটি বা তার চেয়ে বেশি হাদীছ শ্রবণ করেছেন, তাছাড়া বাক্বী ইব্‌ন মাখলাদ, হারব আল-কিরমানী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদির-রহমান আদ্-দারিমী, আবূ বকর ইব্‌ন আবী 'আসিম, 'আমর ইব্‌ন আহমাদ আল-আহওয়াযী, মূসা ইব্‌ন যাকারিয়্যাহ্ আত্-তুসতারী, 'আবদান আল-জাওয়ালিকী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। ইব্‌ন আদী বলেন, هُوَ صَدُوْقٌ مِنْ مُتَيَقِّظِيْ الرُّوَاة-'তিনি একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন।

দ্র. wmqvi æ Av0jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৭২-৭৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; IqwdqvZj-Av0Bqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩-৪৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-৩৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৬-৩৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-৯৪; Avj-0Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯-৪০; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৪

২৪৫. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্বাল ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন হায়্যান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন কাসিত ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন শায়বান ইব্‌ন যুহাল ইব্‌ন ছা'লাবাহ্ ইব্‌ন 'উকাবাহ্ ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন বকর ইব্‌ন ওয়াইল আয্-যুহলী আশ্-শায়বানী আল-মারওয়াযী আল-বাগদাদী। তিনি ১৬৪ হিজরী সনের রবী'উল-আওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৫ বছর বয়সে জ্ঞান অন্বেষণে বের হন। তিনি মু'তামির ইব্‌ন সুলাইমান আত্-তায়মী, সুফইয়ান ইব্‌ন 'উয়ায়নাহ্ আল-হিলালী, আয়্যুব ইব্‌নুন্-নাজ্জার, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী যায়িদাহ্, 'আলী ইব্‌ন হাশিম ইব্‌নুল-বারীদ, 'আম্মার ইব্‌ন মুহাম্মাদ আছ্-ছাওরী, কাযী আবূ ইউসুফ, জারীর ইব্‌ন 'আবদুল-হামীদ, খালিদ ইব্‌নুল-হারিছ, বিশর ইব্‌নুল-মুফাদ্দাল, মু'আয ইব্‌ন মু'আয, মু'আয ইব্‌ন হিশাম, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমাইর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশর প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ', আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ্, হাসান ইব্‌ন মূসা আল-আমযাব, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আশ্-শাফিঈ', 'আলী ইব্‌নুল-মাদিনী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন, আহমাদ ইব্‌ন সালিহ, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাগাভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে, তার মধ্যে মুসনাদ গ্রন্থটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে সাহাবীগণের নামের ক্রমানুসারে হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন। এ গ্রন্থে ত্রিশ হাজার হাদীছ সংকলিত হয়েছে। তিনি প্রথমে মহানবী (সা)-এর নিকটতম সাহাবীদের হাদীছ নিয়ে এসেছেন, তারপর ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে অগ্রগামী এবং 'আশারায়ি মুবাশ্‌শারা সাহাবীদের হাদীছ নিয়ে এসেছেন। তার এ কাজে তার পুত্র 'আবদুল্লাহ সহযোগিতা করেছেন। তিনি নিজে বলেন আমি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে এ গ্রন্থটি সংকলন করেছি। এ গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল সহীহ হাদীছ নিয়ে এসেছেন। গবেষকরা কেউ কেউ বলেন এ গ্রন্থে ৩৮টি সমালোচিত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবার কেউ বলেন ২৪টি মাউযূ' হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী সহ প্রমুখের দৃষ্টিতে সেগুলো মাউযূ' হাদীছ নয়। ইমাম তাইমিয়া উল্লেখ করেন যে, এ গ্রন্থে কোন মাউযূ' হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তিনি এটিকে ইমাম আবু দাউদের সুনান গ্রন্থ থেকে উত্তম বলেছেন। তাঁর প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আস-সুন্নাহ মূছিলুল-মু'তাক্বিদ ইলাল- জান্নাহ, কিতাবুয্-যুহদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্র. wmqvi æ Av0jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৭৭-৮৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৯; Avj-0Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৬৬; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৩; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫-৮৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৮০; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫-৯৫; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-২০;ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, Avj KIjj-gmvÏv' (কায়রোঃ মাকতাবাতু ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যাহ, ১৪০১ হি.), পৃ. ৪৮-৪৯

২৪৬. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল-হামীদ। উপনাম আবু মুহাম্মদ। পিতার নাম হুমায়দ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল-হামীদ ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন নাসর আল-কাশ্‌শী। সংক্ষিপ্ত করার জন্য লোকে শুধু 'আবদ বলে থাকে এবং এভাবেই 'আবদ ইব্‌ন হুমায়দ নামে তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, আবদুর-রাজ্জাক, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশর এবং হাদীছের অন্যান্য ইমামগণের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীছ শাস্ত্রের একজন স্বীকৃত ইমাম। একজন নির্ভরযোগ্য রাভী হিসাবেও তিনি সুবিদিত। ২৪৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার রচনাবলী অনেক রয়েছে এবং তন্মধ্যে এই মুসনাদখানিও রয়েছে এবং এটি মুসনাদুল-কাবীর নামে পরিচিত। তাঁর এই

ইব্ন হুমায়দ ইব্ন নাসর কাশ্শী,ইব্ন আবী 'আমর মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-মাদানী (মৃত ২৪৩ হিজরী), 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুমায়দ (মৃত ২৪৯ হিজরী),মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম আস্-সুদূসী (মৃত ২৫১ হিজরী), ইমাম দারিমী (মৃত ২৫৫ হি.)[২৪৭], ইব্ন সানযার (মৃত ২৫৮ হিজরী), আহমাদ ইব্ন সিনান আল-কাত্তান আল-ওয়াসিতী (মৃত ২৫৯ হিজরী), ই'আকূব ইব্ন শায়বাহ্ (মৃত ২৬২ হিজরী), আবূ মুসলিম আল্-কাশ্শী (মৃত ২৬২ হি.)[২৪৮] তাঁর সুনানে আবূ মুসলিম আল্-কাশ্শী, আবূ যুর'আহ আর্-রাযী (মৃত ২৬৪ হি.),[২৪৯]মুহাম্মাদ ইব্ন মাহদী (মৃত ২৭২ হিজরী), বাক্বী

মুসনাদের এমন নামকরণ করার কারণ হলো, এমন নির্বাচিত হাদীছ সম্বলিত 'মুসনাদুস্-সগীর' নামে তাঁর আরও একটি সংক্ষিপ্ত মুসনাদ আছে। তার লিখিত একখানি তফসীর গ্রন্থও রয়েছে, যা 'আরব বিশ্বে বহুল খ্যাত এবং বহুল প্রচারিত।

দ্র. e¯Ívbj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬-৮৭

২৪৭. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম 'আবদুর-রহমান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুর-রহমান ইব্ন ফযল ইব্ন বাহরাম ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আত্-তামীমী আদ্-দারিমী আস্-সামারকান্দী। তিনি ১৮১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, ই'আলা ইব্ন 'উবায়দ, জা'ফর ইব্ন 'আওন, বিশর ইব্ন 'উমার আয্-যাহরানী, মুহাম্মাদ ইব্ন বকর আল-বুরসানী, ওহাব ইব্ন জারীর, নযর ইব্ন শুমাইল, 'উছমান ইব্ন 'উমার ইব্ন ফারিস, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা, আহমাদ ইব্ন ইসহাক আল-হাদরামী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসূফ আল-ফিরইয়াবী, 'আবদুস্-সামাদ ইব্ন 'আবদুল-ওয়ারিস প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া যায়লী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম দারিমী (র)-এর সংকলিত গ্রন্থটি মুসনাদ নামে ও সমধিক পরিচিত। এ গ্রন্থে বিপুল পরিমাণ সহীহ হাদীছ বর্ণিত হওয়ায়, একে মুহাদ্দিছগণ সহীহ গ্রন্থ হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। তিনি হাদীছ সংগ্রহ করে সুক্ষতিসুক্ষভাবে যাচাই-বাছাই করে সনদের বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে এ গ্রন্থে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর হাদীছ গ্রন্থে ৩৫৫৭টি হাদীছ ১৪০৮টি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২৪-৩২; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৬-০৮; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৪-৩৬; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯; ZevKvZj-gdwmmixb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪২-৪৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০; e¯Ívbj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, Zv'ixei-ivfx (মিসরঃ মুস্তাকা আল-বায়তুল হালাবী, তা.বি.), পৃ. ১৭৪-৭৫

২৪৮. তাঁর প্রকৃত নাম ইব্রাহীম। উপনাম আবূ মুসলিম। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুসলিম ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-কাশ্শী। তাঁকে কাশ্শী বা কাজজীও বলা হয়। তিনি বসরায় বসবাস করতেন। তাঁর এই গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে অনেক ছুলাছিয়াত আছে। মুসলিম কাশ্শী যখন তাঁর এ সুনান গ্রন্থ সংকলন, উস্তাদদের শোনানো এবং মুহাদ্দিছদের দেখানোর কাজ শেষ করেন, তখন এ নি'আমাতের শুকর হিসেবে তিনি এক হাজার দিরহাম গরীবদের সাদাকাহ্ করেন। তাছাড়া, যারা হাদীছের চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন, তাদের বিরাট একটি দলকে এবং দেশের আমীর-উমরাদেরকে দাওয়াত করে আহার করান। এতে তার প্রায় হাজার দীনার খরচ হয়ে যায়। যেদিন মুসলিম কাশ্শী বাগদাদে আগমন করেন, সেদিন অনেক লোক তাঁর কাছ থেকে হাদীছের সনদ অর্জনের জন্য আসেন। তিনি হিজরী ২৬২ সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. e¯Ívbj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২-২৪

২৪৯ তাঁর প্রকৃত নাম 'উবায়দুল্লাহ্। উপনাম আবূ যুর'আহ। পিতার নাম 'আবদুল-কারীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ যুর'আহ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল-কারীম ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন ফারুখ আর্-রাযী। তিনি ২০০ হিজরী সনে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি আবু মুসাররাম, কাবীসাহ (র) খালাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, তাগরী ও মুহাম্মদ ইব্ন সাবিক প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছ সংগ্রহের জন্য মক্কা, মদীনা,'ইরাক, সিরিয়া, জাযীরা, খুরাসান, মিসর প্রভৃতি শহরে পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি সনদসহ এক লক্ষ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি সত্তর লক্ষ হাদীছ মুখস্থ করেছেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ, ইমাম নাসাঈ, আবূ 'আওয়ানাহ, সা'ঈদ ইব্ন 'উমার, ইব্ন আবী হাতিম, মুহাম্মদ ইব্ন হুসায়ন আল কাত্তান প্রমুখ। তিনি ২৬৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৫-৭৫; Avj-nv'xQ Iqvj-gnwÏQb, প্রাগুক্ত, ৩৪৫-৪৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৫৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৩-৬৭; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৬-২২৬; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-৫৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত,

ইব্‌ন মাখলাদ[২৫০] (মৃত ২৭৬ হি.),ইব্‌ন আবী 'উযরাহ্‌ আহমাদ ইব্‌ন হাযম (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবূ হাতিম আর্‌-রাযী[২৫১] (মৃত ২৭৭ হিজরী), ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইসমা'ঈল আত্‌-তূসী (মৃত ২৮০ হিজরী), আবূ যূর'আহ আদ্‌-দিমাশকী[২৫২] (মৃত ২৮১ হিজরী), হারিছ ইব্‌ন আবী উসামা[২৫৩] (মৃত ২৮২ হি.) তাঁর মুসনাদে হারিছ ইব্‌ন আবি

১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮-৮০; Avj-we'vqvn I qvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৩-৫৬

২৫০. তাঁর প্রকৃত নাম বাক্বী। উপনাম আবূ 'আবদির্‌-রহমান। পিতার নাম মাখলাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদির্‌-রহমান বাক্বী ইব্‌ন মাখলাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-আন্দালুসী আল-কুরতূবী। তিনি ২০০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল্‌-লাইছী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন বুকাইর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা আল-আ'শী, আবূ মাস'আব আয্‌-যুহরী, সাফওয়ান ইব্‌ন সালিহ, ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল-মুনযির আল-হিযামী, হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইর, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বাহ্‌, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বিশর আল-হারীরী, শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রূখ, সুওয়াইদ ইব্‌ন সা'ঈদ, হারমালাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ কুরাইব, আল-বুন্দার প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আয়্যুব ইব্‌ন সুলাইমান আল-মুর্‌রী, আহমাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ আল-উমাভী, আসলাম ইব্‌ন 'আবদিল'আযীয, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওযীর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার আল-লুবাবাহ্‌, হাসান ইব্‌ন সা'দ আল-কিনানী, হিশাম ইব্‌ন ওয়ালিদ আল-গাফিকী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। "মুসান্নাফু বাক্বী ইব্‌ন মাখলাদ" তাঁর একটি মূল্যবান হাদীছ গ্রন্থ। এগ্রন্থে তিনি ১৩৫০ জন সাহাবীর নামের ক্রমাধারানুযায়ী হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন। এ গ্রন্থে হাদীছগুলো ফিক্‌হী তারতীব অনুসারে সাজানো হয়েছে। মুহাদ্দিছগণ মনে করেন যে, এটি প্রথম গ্রন্থ যার হাদীছগুলো ফিক্‌হী গ্রন্থের আলোকে সাজানো হয়েছে।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৯৬; Avj-we'vqvn I qvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২১-২২; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৯-৩১; gÖRvgj-D'vev, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫-৮৫; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১-২৩; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-৮২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৭; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২

২৫১. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ হাতিম। পিতার নাম ইদ্‌রীস। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস ইব্‌নুল-মুনযির ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন মিহরান আল-হানযালী আল-গাতাফানী আর্‌-রাযী।তিনি ১৯৫ হিজরী সনে রায় শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ২০৯ হিজরী সনে তিনি হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হন। পর্যায়ক্রমে 'ইরাক, মিসর, বাহরাইন, রামাল্লা, রোম এবং সিরিয়া সহ প্রভৃতি শহরে পরিভ্রমণ করেন। তিনি 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মূসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল-আ'লা আল-আনসারী, আবূ না'ঈম, 'আফ্‌ফান, 'উছমান ইব্‌ন হাছীম আল-মু'আয্‌যিন, আবূ মুসহির আল-গস্‌সানী, সা'ঈদ ইব্‌ন আবী মারইয়াম, যুহাইর ইব্‌ন 'আব্বাদ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর, 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালিহ আল-'ইজলী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে 'আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিম, ইউনূস ইব্‌ন 'আবদিল-আ'লা, আবূ যুর'আহ আর্‌-রাযী, আবূ যুর'আহ আদ্‌-দিমাশকী, ইব্‌রাহীম আল-হারবী, মূসা ইব্‌ন ইসহাক আল-আনসারী, আবূ বকর ইব্‌ন আবীদ্‌-দুনইয়া, আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ আল-বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ', মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-কিনানী, যাকারিয়া ইব্‌ন আহমাদ আল-বালখী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ আল-'আত্তার, আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-কাত্তান, আবূ 'আমর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌নুল হাকিম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আল-আনসারী, তিনি আল-জারহ্‌ ওয়াত্‌-তা'দীল শাস্ত্রের একজন ইমাম ছিলেন। ২৭৭ হিজরী সনে তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৪৭-৬৩; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৭-৬৯; Avj-we'vqvn I qvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২৮-২৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮৪-৮৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮-৯৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮-৪৯; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২১; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯;৬, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭-১১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮; Avj-AvÖjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৭

২৫২. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুর্‌-রহমান। উপনাম আবূ যুর'আহ। পিতার নাম 'আমর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ যুর'আহ 'আবদুর-রহমান ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন 'আমর আন্‌-নাসরী আদ্‌-দিমাশকী। তিনি ২০০ হিজরী সনের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ না'ঈম ফযল ইব্‌ন দুকাইন, হাওযাহ্‌ ইব্‌ন খলীফাহ্‌, 'আফ্‌ফান ইব্‌ন মুসলিম, আবূ মুসহির আল-গস্‌সানী, আহমাদ ইব্‌ন খলিদ আল-ওহাবী, সুলাইমান ইব্‌ন হারব, 'আলী ইব্‌ন 'আয়্যাশ, আবূ বকর আল-হুমায়দী, আবূ গস্‌সান আন্‌-নাহদী, 'আবদুল- গাফ্‌ফার ইব্‌ন দাউদ, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-ফারাদীসী, সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর, সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ আল-হাশিমী, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন, হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ

উসামা,ইব্রাহীম ইব্নুল-'আসকারী (মৃত ২৮২ হিজরী), আবূ মুহাম্মাদ আল-হারিস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী উসামাহ্ যাহির আত্-তামীমী (মৃত ২৮২ হিজরী), ইব্ন আবী 'আসিম আহমাদ ইব্ন 'আমর আশ্-শায়বানী (মৃত ২৮৭ হিজরী), আহমাদ ইব্ন 'আমর আল-বায্যায (মৃত ২৯২ হিজরী), ইব্রাহীম ইব্ন মা'কাল আন্-নাসাফী (মৃত ২৯০ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আল-মারওয়াযী, আবূ বকর আল-বায্যার[২৫৪] (মৃত ২৯২ হিজরী), ইউসুফ ইবন ই'আকূব আল-কাযী[২৫৫] (মৃত ২৯৭ হিজরী), 'আস্-সুনান' (السنن), জা'ফর আল-ফিরইয়াবী[২৫৬] (মৃত ৩০১ হিজরী),

---

দাউদ, ই'আকূব আল-ফাসাভী, আহমাদ ইবন মু'আল্লী আল-কাযী, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ, আবুল-'আব্বাস আল-আসাম্মী, আবূ ই'আকূব আল-আযরা', আবূ জা'ফর আত-ত্বহাবী, আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্বাবারানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন তার সময়কার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ। তিনি দামিশকের অধিবাসী ছিলেন। দামিশকেই ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১১-৩১৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৮; ত্বাবাকাতুল-হানাবালাহ্, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৬; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪-২৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৪-২৫; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২

২৫৩. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হারিছ। উপনাম আবূ মুহাম্মদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ আল-হারিছ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী উসামাহ্ আত্-তামীমী আল-বাগদাদী। তিনি ১৮৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহের সাথে সম্পর্কিত করে তাকে ইব্ন আবি উসামাহ্ বলা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী এবং বনী তামীম গোত্রভূত। তিনি 'আবদুল-ওহাব ইব্ন আবী 'আত্বা, বিশর ইব্ন 'উমার আয্-যাহরানী, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, রওহা ইব্ন 'উবাদা, কাছীর ইব্ন হিশাম, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন বকর আস্-সাহমী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার আল-ওয়াকিদী, সা'ঈদ ইব্ন 'আমির আদ্-দুবা', 'উছমান ইব্ন 'উমার ইব্ন ফারিস, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী বুকাইর আল-কিরমানী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-কুনাসাহ্, আবূ না'ঈম, 'আফ্ফান, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ 'উবায়দ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্বাবারী, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ, আবূ বকর আন্-নাজ্জাদ, 'আবদুস্-সামাদ আত্-ত্বসতী, আবূ বকর আশ্-শাফিঈ', আবূ বকর ইব্ন খল্লাদ আন্-নাসীবী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্নুল-হুসাইন আন্-নাযরী আল-মারওয়াযী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ তার শিষ্যত্ব গ্রহণে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু আবূ হাতিম, ইব্নে হিব্বান, ইব্রাহীম জাবরাতী, দারাকুতনী প্রমুখ রিজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। তিনি ২৮২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৮-৯০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৯-২০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫০; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮-৭৯; e¯Ívbj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭-৮৮

২৫৪. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম 'আমর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আবদিল-খালিক আল-বাসরী। আল-বায্যার তাঁর উপাধী। আল বাযযার বলা হয়ে থাকে বীজ বিক্রেতাকে, তিনি ছিলেন বসরার অধিবাসী। তিনি হুদবাহ্ ইব্ন খালিদ, 'আবদুল-আ'লা ইব্ন হাম্মাদ, হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন রশিদ, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'আবিয়া আল-জুমহী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফায়ায প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে 'আবদুল-বাকী ইব্ন ক্বানি', মুহাম্মাদ ইব্নুল-'আব্বাস ইব্ন নুজাইহ, আবূ বকর আল-খাতলী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্নুল-হাসান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম মুসনাদুল-কাবীর। শেষ বয়সে তিনি ইস্পাহানে চলে যান এবং সেখানেই 'ইলমুল-হাদীছের দারসে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ইমাম নাসাঈ' (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন, তবে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অধিক ভুল করতেন। ইমাম দারেকুতনী বলেন, তিনি সনদ ও মাতানে ভুল করতেন। তিনি ২৯২ হিজরী সনে সিরিয়ার রামাল্লা শহরে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৩-৫৪; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৬৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৪; ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র.), wjmvbj-gxhvb (বৈরূতঃ মাকতাবাতু আল-মাতবু'আতুল-ইসলামিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরী/ ২০০২ খ্রি.), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৬১-৬২; e¯Ívbj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; Avj-Av©jvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৮৯

২৫৫ তাঁর প্রকৃত নাম ইউসূফ। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম ই'আকূব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইউসূফ ইব্ন ই'আকূব ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ইব্ন দুরহাম আল-আযদী আল-বাসরী আল-বাগদাদী। তিনি ২০৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বকর আল-বারদীজী[২৫৭] (মৃত ৩০১ হিজরী), ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইউসুফ আল-হানজাভী (মৃত ৩০১ হিজরী), আবুল-'আব্বাস আল-হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান (মৃত ৩০৩ হিজরী), আল-ক্বাসিম আল-মাতরায[২৫৮] (মৃত ৩০৫ হিজরী) 'আল-

---

করেন। তিনি মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, সুলাইমান ইব্‌ন হারব, 'আমর ইব্‌ন মারযূক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর আল-'আবদী, মুসাদ্দিদ ইব্‌ন মুসারহাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বকর আল-মুকাদ্দামী, হুদবাহ্‌ ইব্‌ন খালিদ, শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, 'আলী ইব্‌ন আল-মাদীনী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আমর ইব্‌নুস্‌-সাম্মাক, আবূ সাহল আল-কাত্তান, 'আবদুল-বাকী ইব্‌ন কানী', দা'লাজ ইব্‌ন আহমাদ, আবূ বকর আশ্‌-শাফিঈ', আবুল-ক্বাসিম আল-ইসমা'ঈলী, আবূ আহমাদ ইব্‌ন 'আদী, 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ক্বায়সান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে বসরা, ওয়াসিত, প্রাচ্য অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'আস-সুনান' গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিয, দ্বীনদার, সচ্চরিত্রবান ও অকুতোভয়।

দ্র. wmqvi‡ Av‡jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮৫-৮৭; ZvhwKivZj-û¹dvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬০; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৪; ZevKvZj-û¹dvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬১-৬২; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১০; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০

২৫৬ তাঁর প্রকৃত নাম জা'ফর। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল-হাসান ইব্‌নুল-মুস্তাফায আল-ফিরইয়াবী আল-কাযী। তিনি ২০৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি ২২৪ হিজরী সনে হাদীছ লিপিবদ্ধ শুরু করি। তিনি খুরাসান, 'ইরাক, হিজায, শাম, মিসর, জাযিরাহ্‌ ভ্রমণ করে, তথাকার বিখ্যাত 'উলামাদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বকর আল-মুকাদ্দামী, হুদবাহ্‌ ইব্‌ন খালিদ, কুতায়বাহ্‌ ইব্‌ন সা'ঈদ, আবূ মাস'আব আয্‌-যুহরী, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবূ জা'ফর আন্‌-নুফায়লী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আঈয, হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার, সাফওয়ান ইব্‌ন সালিহ, আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বাহ্‌, 'আলী ইব্‌ন আল-মাদীনী, 'আবদুল-আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ, 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বাহ্‌, আবূ কুদামাহ্‌ আস্‌-সারাখসী, ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-খাত্বমী, 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা'ফর আল-বারমাকী, আহমাদ ইব্‌ন 'ঈসা আত্‌-তুসতারী, 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মু'আয, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আন্‌-নাজ্জাদ, আবূ বকর আশ্‌-শাফিঈ', আবুল-ক্বাসিম আত্‌-ত্বাবারানী, আবুত্‌-ত্বাহির আয্‌-যুহলী, আবূ বকর আল-ইসমা'ঈলী, আবূ 'আলী ইব্‌ন হারূন, আবূ বকর আল-আজুররী, 'আবদুল-বাকী ইব্‌ন কানী', আবুল-ফযল 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুর-রহমান আয্‌-যুহরী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট হাফিয ও একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি তুর্কী সাম্রাজ্য হতে মিসর ভ্রমণ করেন। তিনি ৯৪ বছর জীবিত ছিলেন এবং ফায়নাওয়ার অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জ্ঞানের আঁধার ছিলেন।

দ্র. wmqvi‡ Av‡jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৯৬-১০৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৮৬-৮৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৪৫-৪৬; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১২-১৪; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩; ZvhwKivZj-û¹dvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯২-৯৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১

২৫৭ তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম হারূন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন রাওহা আল-বারদীজী আল-বারযা'ঈ। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তিনি আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জী, নাসর ইব্‌ন 'আলী আল-জাহযামী, 'আলী ইব্‌ন ইশকাব, হারূন ইব্‌ন ইসহাক, বাহর ইব্‌ন নাসর আল-খাওলানী, রবী' ইব্‌ন সুলাইমান, সুলাইমান ইব্‌ন সাইফ আল-হার্‌রানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আওফ আত্‌-ত্বায়ী, ইয়াযীদ ইব্‌ন 'আবদিস্‌-সামাদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আলী ইব্‌নুস্‌-সাওয়াফ, আবূ বকর আশ্‌-শাফি'ঈ, আবূ আহমাদ আল-'আস্‌সন, আবূ আহমাদ ইব্‌ন 'আদী, আবুল-ক্বাসিম আত্‌-ত্বাবারানী, 'আলী ইব্‌ন লু'লু' আল-ওয়ার্‌রাক প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অনেক দেশ সফর করেছেন এবং গ্রন্থ প্রনয়ণ করেছেন। ইমাম দারেকুতনী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী।

দ্র. wmqvi‡ Av‡jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২২-২৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৮৮; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৬৪; ZvhwKivZj-û¹dvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৬-৪৭; ZevKvZj-û¹dvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫

২৫৮ তাঁর প্রকৃত নাম আল-ক্বাসিম। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম যাকারিয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আল-ক্বাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-বাগদাদী। তবে তিনি 'আল-মাতরায' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ২২০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে অথবা তারকিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুওয়াইদ ইব্‌ন সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ আল-জারজারাঈ', ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-আনসারী, আবূ হাম্মামুল-ওয়ালিদ ইব্‌ন শুজা', আবূ কুরাইব, 'আব্বাদ ইব্‌ন ই'আকূব আর্‌-রওয়াজিনী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আল-জা'আবী, 'আবদুল-'আযীয ইব্‌ন জা'ফর আল-খিরাকী, মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-মুযাফ্‌ফার, আবূ

Dhaka University Institutional Repository

মুসনাদ' (المسند), আবু ই'আলা আল-মাওসিলী (মৃত ৩০৭ হিজরী)[২৫৯] তাঁর মুসনাদে আবু ই'আলা মাওসিলী,আবূ বকর আর্-রূইয়ানী[২৬০] (মৃ. ৩০৭ হিজরী) 'আল-মুসনাদ' (المسند), মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্বারী[২৬১] (মৃত ৩১০ হিজরী) প্রমুখ।

হাফস আয্-যায়্যাত প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী। তিনি ৩০৫ হিজরী সনের সফর মাসে ৯০ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿj wgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫০; Avj-we'vqvn lqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৭; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৩৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১-১২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯; ; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৭,খণ্ড, পৃ. ৩৬০-৬১; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪

২৫৯. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ ই'আলা। পিতার নাম 'আলী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ই'আলা আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্নুল-মুছান্না ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'ঈসা ইব্ন হিলাল আত্-তামীমী আল-মাওসিলী। তিনি ২১০ হিজরীর শাওয়াল মাসের তিন তারীখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র পনের বৎসর বয়সে 'ইলমুল-হাদীছ শিক্ষার জন্য ঘর হতে বের হন। তিনি আহমাদ ইব্ন হাতিম আত্-ত্বভীল, আহমাদ ইব্ন জামিল, আহমাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তুসতারী, আহমাদ ইব্রাহীম আল-মাওসিলী, আহমাদ ইব্ন মানী', আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আয়্যুব, ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-হারাভী, ইসহাক ইব্ন ইসরা'ঈল, ইসহাক ইব্ন মূসা আল-খাতমী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আবদির-রহমান আন্-নাসাঈ', আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবুল-ফাতহ আল-আযদী, আবূ 'আলী আল-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ আন্-নায়সাপূরী, আত্-ত্বারানী, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-ইসমা'ঈলী, আবূ আহমাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আদ্দী, আবূ 'আমর ইব্ন হামদান আল-হীরী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-মুকরী' প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি জাযীরার মুহাদ্দিছগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থটি অধ্যায়ানুক্রমিক এবং সাথে সাথে সাহাবীগণের নামের অনুক্রমিকও। আবুল-ই'আলা জাযীরার মুহাদ্দিছগণের অন্যতম ছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যই তিনি হাদীছ শিক্ষা দিতেন। তাঁর 'ছুলাছিয়াত' শ্রেণীর রিওয়ায়াতের সংকলনও রয়েছে। ইব্ন হান্নান তাঁকে 'ছিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন। তিনি আরো বলেন যে, হাফিয ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল-ফযল (তামীমী) প্রায়ই বলতেন, আমি মুসনাদে আদন্নী এবং মুসনদে ইব্ন বনীর মত অনেক মুসনাদই পড়েছি। কিন্তু ঐসব মুসনাদকে মুসনাদু আবুল-ই'আলার তুলনায় নদী নালা বলে মনে হয়। আর সেগুলোর মুকাবালায় মুসনাদে আবুল-ই'আলা মনে হয় যেন অকূল সমুদ্র। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন। তিনি ৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿj wgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৭৪-৮০; Avj-we'vqvn lqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১২; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৩০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৭-০৯; wKZve Avj-lqvdx wej-lqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১-৫২; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; 'lqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২১;e¯Ívbj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২-৯৫

২৬০ তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম হারূন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইবন হারূন আর-রূইয়ানী। তিনি আবুর্-রবী' আয্-যাহরানী, ইসহাক ইব্ন শাহীন, আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইব্নুল-'আলা, মুহাম্মাদ ইব্ন হুমাইদ আর্-রাযী, 'আমর ইব্ন 'আলী আল-ফাল্লাস, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাকিম আল-মুকাওভীম, আবূ যুর'আহ আর্-রাযী, ইব্ন ওয়ারাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আল-ইসমা'ঈলী, ইব্রাহীম ইব্ন আহমাদ আল-কিরমীসীনী, জা'ফর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফান্নাকী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি 'আল-মুসনাদ' (المسند) গ্রন্থকার। আবুল ই'আলা আল-খলীলী তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন। তিনি আরো বলেন তাঁর ফিকহ্ বিষয়েও একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

দ্র. wmqvi æ Avÿj wgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০৭-৫০৮;; Avj-we'vqvn lqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১৪; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫২-৫৪; wKZve Avj-lqvdx wej-lqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭

২৬১. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম জারীর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন কাছীর আত্-ত্বারী। তিনি পারস্যের কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী ত্বারিস্তান নামক স্থানে ২২৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, "তিনি ২১৪ সনে ত্বারিস্তানের আমূল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং শাওয়াল মাসের ২৮ তারিখে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাঁর নাম ত্বারী রাখা হয়। এ নামেই তিনি অধিক

এ যুগে হাদীছ সংগ্রহের কাজ শেষ হয় এবং সহীহ্, গায়রে সহীহ্সহ সকল হাদীছ সনদসহ চিহ্নিত করে দেয়া হয়। আসমাউর্-রিজাল শাস্ত্রের পূর্ণতা লাভ করে। হাদীছের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের নীতিমালা ও নির্ধারণ করা হয়। 'উলূমুল-হাদীছকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করানো হয়। 'ইলমুল-হাদীছের উপর ন্যূনতম মৌলিক কোন গ্রন্থ রচনা করার প্রয়োজনীয়তাও লোপ পায়। কেননা তখন হাদীছ সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়।

'ইলমুত্-তাফসীর

'আব্বাসীয় খিলাফাতকাল ছিল তাফসীর চর্চার স্বর্ণযুগ। এ সময় মুসলিম সমাজে বাতিল চিন্তাধারা ও মতবাদের উদ্ভব হয়। বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। এর প্রভাব থেকে 'ইলমুত্-তাফসীরকে মুক্ত করণের লক্ষে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তাফসীর চর্চার অনুসৃত ধারা অনুযায়ী এ যুগে যে সকল মনীষী তাফসীর চর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূ 'উবায়দ আল-ক্বাসিম ইব্ন সাল্লাম (মৃত ২২৩ হিজরী), সা'ঈদ ইব্ন মানসূর আল-খুরাসানী (মৃত ২২৭ হিজরী), সুরায়জ ইব্ন ইউনুস আল-বাগদাদী (মৃত ২৩৫ হিজরী), ইমাম আবূ বকর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কূফী (মৃত ২৩৫ হিজরী), ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই ইব্ন ইব্রাহীম আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৩৮ হিজরী), শায়খ আবী মারওয়ান 'আবদুল মালিক ইব্ন হাবীব আল-কুরতুবী (মৃত ২২৯ হিজরী), ইসমা'ঈল ইব্ন ইসহাক আল-জাহদামী (মৃত ২৪০ হিজরী), আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (মৃত ২৪১ হিজরী), আবূ হাতিম সাহ্ল ইব্ন মুহাম্মাদ

পরিচিত। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল-মালিক ইব্ন আবীশ্-শাওয়ারিব, ইসমা'ঈল ইব্ন মূসা আস্-সুদ্দী, ইসহাক ইব্ন আবী ইসরা'ঈল, মুহাম্মাদ ইব্ন আবী মা'শার, মুহাম্মাদ ইব্ন হামীদ আর্-রাযী, আহমাদ ইব্ন মানী', আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইব্নুল-'আলা, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-আ'লা আস্-সুন'আনী, মুহাম্মাদ ইব্নুল-মুছান্না, বিশর ইব্ন মু'আয আল-'আকাদী, মুজাহিদ ইব্ন মূসা, তামীম ইব্নুল-মুনতাসির, আহমাদ ইব্নুল-মিকদাম আল-'ইজলী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ শু'আইব 'আবদুল্লাহ্ ইব্নুল-হাসান আল-হাররানী, আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্বাবারানী, আবূ বকর আশ্-শাফি'ঈ, আবূ আহমাদ ইব্ন 'আদ্দী, মাখলাদ ইব্ন জা'ফর আল-বাকারহী, আবুল মুফায্যাল মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আশ্-শায়বানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের অন্যতম। পবিত্র কুরআনুল-কারীমের তাফসীর রচনা করেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন স্বয়ং মুজতাহিদ, কারো তাকলীদ করতেন না। ইমামুল-আইম্মাহ ইব্ন খুযায়মাহ্ বলেন, "পৃথিবীতে মুহাম্মদ ইবন জারীর এর চেয়ে অধিক জ্ঞাণী আমি আর কাউকে দেখিনি।" হাম্বালীগণ তাঁর উপর অত্যাচার করেন। আবূ হামিদ আল-ইসফারাইনী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ইবন জারীর (র.)-এর তাফসীর অর্জন করার জন্য সফর করে চীন দেশে যায়, তবুও এ সফর অস্বাভাবিক হবে না। তিনি হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ্, 'ইলমুল-কিরা'আত, মা'আনী প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন।" সিরাযী তাঁকে একজন মুজতাহিদ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী (র) বলেন, 'উম্মাহ-এর ইজমা' অনুসারে তাফসীর-ই-ত্বাবারীর সমকক্ষ কোন তাফসীর সংকলিত হয় নি।' তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছেঃ আল-আদাবুল-হামীদা ওয়াল-আখলাকুন্-নাফীসা, ইখতিলাফুল-ফুকাহা, তারীখুর-রিজাল, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলূক, জামি'উল-বায়ান ফী তাফসীরিল-কুর'আন, তাহযীবুল-আদাব, কিতাবুল-বাসীর ফিল-ফিকহ, আল-জামি' ফিল-কিরা'আত প্রভৃতি।

দ্র. ইব্ন নাদীম, Avj-wdnwi¯Í (বৈরূতঃ মাকতাবতুল খায়্যাত, ১৮৭২ খ্রি.), পৃ. ২৩৪; wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৮২; IqvwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯১-৯২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬০; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯০; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮৪৬-৫০; Kvkdh hbb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭; ইসমা'ঈল পাশা আল-বাগদাদী, nv'qvZj-ÔAwidxb AvmgvDj gÔAwjdxb Iqv AvQvixæj gmwbdxb wgb Kvkwdhv-hbb (বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.),৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭; জুরযী যায়দান, ZvixLj-Av'wej-jMwZj-ÔAviweq¨vn (বৈরূতঃ দারু মাকাতাবাতিল-হায়াত ১৯৮৩ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১-৩২; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১-৩৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১০-১৬; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-১১; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩০-৩১;wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫-৯৬; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২-১৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৫-১৭

আস্-সিজিস্তানী (মৃত ২৪৮ হিজরী), তাফসীরে আবূ হাতিম,[২৬২]আবূ হাফ্স 'আমর ইব্ন 'আলী আল-বাহিলী (মৃত ২৪৯ হিজরী), রাহওয়াই ইব্ন 'উবাদ আল-কায়সী (মৃত ২৫০ হিজরী), ইমাম দারিমী (মৃত ২৫৫ হিজরী), আবূ সা'ঈদ 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন সা'ঈদ আল-কিন্দী (মৃত ২৫৬ হিজরী), ইব্ন 'আবিস্-সাল্জ আল-বাগদাদী (মৃত ২৫৭ হিজরী), ইসমা'ঈল ইব্ন যায়দ আল-কাত্তান (মৃত ২৬০ হিজরী), হাফিয আবূ 'আবদিল্লাহ্ (মৃত ২৭৩ হিজরী), বাক্বী ইব্ন মাখলাদ (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন কুতাইবা[২৬৩] (মৃত ২৭৬ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাসান (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আল-আযহার আল-হারওয়াভী (মৃত ২৮২ হিজরী), হাফিয বাক্বী ইব্ন মাখলাদ আল-কুরতুবী (মৃত ২৮৬ হিজরী), আবূ হানীফা ইব্ন দাউদ আন্-নাহ্ভী (মৃত ২৯০ হিজরী), মা'কাল আন্-নাসাফী আল-হানাফী (মৃত ২৯৫ হিজরী), ইমাম আবূ 'আবদির-রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন্-নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), তাফসীরুন্-নাসাঈ[২৬৪] আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন ইসহাক আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩০৩ হিজরী), আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন যায়দ আল-ওয়াসিতী (মৃত ৩০৬ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্বরী (মৃত ৩১০ হিজরী) তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থ 'জামিউল-বায়ান 'আত্-তা'বীলে 'আঈ আল-

---

২৬২. তাফসীরে আবী হাতিম (র) সনদসহ একক তাফসীর বিল-মা'ছূরের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থটির পুরো না হলো. تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين'- 'এই গ্রন্থটি ১৪ খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাত, সাহাবী ও তাবি'ঈগণের বাণী সনদসহ উল্লেখ করেছেন।' তিনি এ ক্ষেত্রে সব থেকে সহীহ সনদ বের করে তা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাফসীর বিল- মা'ছূর নিয়ে সংকলন। নিজস্ব কোন মতামত প্রদান বা একটিকে অন্যটার উপর প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেননি। এতে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ১৯৫৪১টি। এ গ্রন্থে অনেক রিওয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও উবাহু সেভাবে কিংবা সে মানের সনদে পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া অনেক তাফসীর সংরক্ষিত হয়েছে। যে সমস্ত তাফসীর গ্রন্থে তাফসীর বিল-মা'ছূরের উল্লেখ রয়েছে, তার অধিকাংশই তাফসীর-ই-আবী হাতিমির দ্বারাই হয়েছে।

দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, Zvdmxi‡j KiAvb DrcwË I µgweKvk (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৩৪-৩৬

২৬৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুসলিম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতাইবা আদ্-দিনওয়ার। তবে তিনি কুতাইবা হিসেবে বেশী প্রসিদ্ধ। তিনি ২১৩ হিজরী সনে বাগদাদে, মতান্তরে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৬ হিজরী সনের রজব মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি দিনওয়ার শহরের কিছু দিন বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর তাফসীরের ক্ষেত্রে গরাইবু-কুরআনিল-কারীম, মুশকিলুল-কুরআন, কিতাবু ই'রাবিল-কিরা'আত বিশ্ববিখ্যাত। তার হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে গরীবুল-হাদীছ, 'উয়ূনুল আখবার, কিতাবুল-মাসাঈল ওয়াল-জাওয়াবাত, ত্বাকাতুশ্-শু'আরা, কিতাবুল-খইল, কিতাবুত্-তাকফিয়া, আল-আশরিবা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাফসীরু গরীবিল-কুরআন এক খণ্ডে বিশাল গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি মিসর, ইস্তাম্বুলে রয়েছে। এটি নতুন সংস্করণে বৈরুতের দারু মাকতাবাতিল-হিলাল থেকে ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি. প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই গ্রন্থের কোথাও কোথাও কুর'আনের আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে, অন্য আয়াতের সহায়তা নিয়েছেন। কখনও কখনও সনদ বিহীন হাদীছ ও উল্লেখ করেছেন।

দ্র. ইব্ন কুতাইবা, Zvdmxi Mixej-KiAvb (বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল-হিলাল ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৬৭, ৭০, ৭৯; Zvdmxi‡j KiAvb DrcwË I µgweKvk, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-৩৬

২৬৪. দুই খণ্ডে রচিত এই তাফসীর গ্রন্থে ৭৬৬টি বর্ণনা স্থান পেয়েছে। মূল তাফসীরে ৭৩৫টি আর বাকিগুলো পরিশিষ্ট। মূল তাফসীরে ৯টি সূরা ব্যতীত সকল সূরার তাফসীর বির-রিওয়ায়িত সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে একটি সূরার পরিপূর্ণ তাফসীর না করে, বিশেষ বিশেষ আয়াত বা স্থানের তাফসীর করা হয়েছে। মহানবী (সা.), সাহাবা কিরাম ও তাবি'ঈদের তাফসীর সনদসহ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি তাফসীর বির্-রিওয়ায়িত হওয়ায়, এ গ্রন্থের গুরুত্ব 'উলামায়ে কিরামদের কাছে অনেক বেশী।

দ্র. ইমাম নাসাঈ, Zvdmx‡i bvmvC (বৈরূত: মু'আস্সাসাতু কুতুবিস্-সাকাফিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৫৮-৫৯; Zvdmxi‡j KiAvb DrcwË I µgweKvk, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-৬৮

কুর'আন' (جامعالبيانعنتأويلآيالقرآن) এটি তাঁর অনবদ্য রচনা।[২৬৫] শায়খ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবনুস্-সিরী আন্-নাহভী (মৃত ৩১০ হিজরী), আবূ 'উবায়দ আল-ক্বাসিম ইব্ন সাল্লাম (মৃত ৩১১ হিজরী)।

'ইলমুল-ফিক্হ

'আব্বাসীয় যুগে 'ইলমুল-ফিকহের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইতোপূর্বে 'ইলমুল-ফিকহের কোন স্বাতন্ত্র রূপ ছিল না। এ যুগে কুর'আন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফিক্হ শাস্ত্র রচনা শুরু হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ফাতাওয়া কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[২৬৬] তন্মধ্যে সাতটি কেন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যথা মদীনা, মক্কা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর এবং বাগদাদ।

ইমাম শাফি'ঈ[২৬৭] (র) (মৃত ২০৪ হিজরী) আবুল-'আব্বাস ইব্ন সুরায়জ[২৬৮] (মৃ. ৩০৬ হিজরী) তাঁকে 'শায়খুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ' বলা হয়।

---

২৬৫. তিনি সুদীর্ঘ চলিশ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রম করে এ তাফসীর গ্রন্থটি সংকলন করেন। মুসলিম জগতে হাদীছের ভিত্তিতে যত প্রমাণ্য তাফসীর রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে এটি মর্যাদা ও মানগত দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট তাফসীর হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। এতে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত হওয়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও খ্যাতনামা গবেষকগণ এ রচয়িতাকে যেমন মুফাস্সিরকুল শিরোমণি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তেমনি এ গ্রন্থকে ইমামুত্-তাফসীর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে রিওয়ায়েত নির্ভর তাফসীরের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যে আয়াতের তাফসীর করেছেন, সে সম্পর্কে আল কুরআনের অন্য কোন আয়াতে ব্যাখ্যা আছে কি না? এ ধরণের ব্যাখ্য পাওয়া গেলে তিনি সর্ব প্রথম তা উল্লেখ করেছেন। তাফসীর বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কুরআনের পর হাদীছকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রতি আয়াতের তাফসীরে সনদসহ মহানবী (স), সাহাবা-ই কিরাম, তাবি'ঈ ও তাবে তাবি'ঈদের উক্তি পেশ করেছেন। এ তাফসীর গ্রন্থটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত। ৩০ হাজার পৃষ্ঠায় সীমিত করেন। তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করার জন্য তিন বৎসর যাবৎ ইস্তিখারার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য কামনা করেছেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। আলামা সুয়ূতী বলেন তাফসীর ইব্ন জারীর আত্-ত্ববারীর মত আর কোন তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি। 'আবদুল-হামিদ ইসফারাইনীর মতে, যদি কোন ব্যক্তি শুধু তাফসীর ইব্ন জারীর অধ্যয়নের জন্য চীন সফর করে তবে এটি তার জন্য বাড়া-বাড়ি-কিছু হবে না

দ্র. ড. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, Avj-BZKvb dx 'Djwgj-KiAvb (বৈরূতঃ দারু ইহ্য়াইল-'উলুম ১৪০৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০; ই'আকূত আল হামাভী, gÔRvgj-D'vev (কায়রোঃ মাতবা'আতু 'ঈসা আল-হালাবী, ১৯৩৬ খ্রি.), ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৪২; আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-ত্ববারী, RwgÔDj-evqvb dx ZvÕexwjj-KiÕAvb (বৈরূতঃ দারুল-মা'রিফাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫-৩৭; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, gdvmwmi cwiwPwZ I Zvdmxi chv‡jvPbv (রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৭৫

২৬৬. আবূ সা'ঈদ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ্, wdKn kv‡¯i µgweKvk (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৬

২৬৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ইদ্রীস। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্নিল-'আব্বাস ইব্ন 'উছমান ইব্ন শাফি'ঈ ইব্নিস্-সায়িব ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন 'আবদ ইয়াযীদ ইব্ন হাশিম ইব্নিল-মুত্তালিব ইব্ন 'আবদ মানাফ ইব্ন কুসাই আল-কারশী আল-মুত্তালিবী আশ্-শাফি'ঈ আল-মাক্কী। তিনি তৎকালীন সিরিয়ার 'আসকালান প্রদেশের গাযাহ নামক স্থানে ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে আল-কুর'আন ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক মুখস্থ করেন। অতপর তিনি মুসলিম খালিদ যানজী (র)-এর নিকট ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান-এর নিকট হানাফী ফিক্হ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হাদীছের একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, কিতাবুল-উম্ম, কিতাবুল- মাবসূত, আস্-সুনানুল-মা'সূর, মুসনাদুশ্-শাফি'ঈ ইত্যাদি। তিনি ২০৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫-১২; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৩-৬৯; ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ZvnhxeZ-Zvnhxe (বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১-৬৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-৪০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩২-৪০; 'উমার রিযা কাহ্হালাহ্, gÔRvgj gÔAwjødxb (বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর-রিসনাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রী.), ২য় খণ্ড পৃ. ১১৬; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১-২৭; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯-২৪; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১-২২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯

এ সময় ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র.) (মৃত ২৪১ হি.) কর্তৃক হাম্বালী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর এ মাযহাব সিরিয়া, নয্দ এবং বাহরাইনে প্রসার লাভ করে।[২৬৯] ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর সময়কালে হাম্বালী মাযহাবের উল্লেখযোগ্য ফকীহ্ হলেন, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (মৃত ২৩৮ হিজরী), আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানী[২৭০] (মৃত ২৭৩ হি.), আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাজ্জাজ আল-মারুজী[২৭১] (মৃত ২৭৫

---

২৬৮ তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম 'উমার। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইব্ন 'উমার ইব্ন সুরাইজ আল-বাগদাদী আশ্-শাফি'ঈ। তাঁকে শায়খুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ' বলা হয়। তিনি ২৪০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময় জন্মগ্রহণ করেন। সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নাহ্ তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তাছাড়া তিনি হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আয্-যা'আফরানী, 'আলী ইব্ন ইশকাব, আহমাদ ইব্ন মানসূর আর্-রামাদী, 'আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ আদ্-দূরী, 'আব্বাস ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আত্-তুরকূফী, আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-মালিক আদ্-দাকীকী, হাসান ইব্ন মুকরিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি আবুল-ক্বাসিম 'উছমান ইব্ন বাশার আল-আনমাতী আশ্-শাফি'ঈর কাছ থেকে ফিকহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর থেকে আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্ববারানী, আবুল-ওয়ালিদ হাস্সান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ফকিহ্, আবূ আহমাদ ইব্ন গিতরীফ আল-জুরজানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম আররাদ্দু 'আলাল-মুখালিফীন মিন আহলির্-রায় ওয়া আহলুয্-যাহির'। তিনি একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি ৩০৬ হিজরী সনে ৫৭ বছর ৬ মাস বয়সে জমাদি'উল-আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি সীরায-এর কাযী পদে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের তালিকায় চারশত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। ইব্নুন্-নাদীম তাঁর অনেক রচিত গ্রন্থের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করেন।

দ্র. wmqvi æ Av0jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২০১-২০৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৮; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯-৪০; ZevKvZk-kwd0BqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১-২৪; Avj-IqvdxwIqvdBqvZ wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; ZevKvZ 0Djvgv0Bj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৮-২০; IqwdqvZj-Av0Bqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮১-৮২; Avj-0Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯-৩১

২৬৯. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ, ২৭৩

২৭০. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। উপাধি আছরাম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানী আল-ইসকাফী আল-আছরাম আত-ত্ব'ঈ। তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বালের একজন অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি আবূ না'ঈম, 'আফফান, আল-ক্বা'নাবী, আবুল-ওয়ালিদ আত্-ত্বয়ালিসী, হাওযাহ্ ইব্ন খলীফাহ্, আহমাদ ইব্ন ইসহাক আল-হাদরামী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন বকর আস্-সাহমী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ আল-মিসরী, মুসাদ্দিছ ইব্ন মুসারহাদ, মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল, 'আমর ইব্ন 'আওন, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ জা'ফর আন-নুফাইলী, ইব্ন আবী শায়বাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসা'ঈ, মূসা ইব্ন হারূন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ, 'আলী ইব্ন আবী ত্বাহির আল-কাযভীনী, 'উমার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আল-জাওহারী, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শাকির আয্-যানজানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। 'ইলালুল হাদীছের উপর তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে।

দ্র. wmqvi æ Av0jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬২৩-২৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭০-৭২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২-৭০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-৬০; Avj-0Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ, ১৯৭-৯৯

২৭১. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-মারুযী। তাঁর পিতা খুওয়ারিযমিয়্যাহ্ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মাতার নাম ছিল মারুযিয়াহ্। তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, হারূন ইব্ন মা'রূফ, মুহাম্মাদ ইব্নুল-মিনহাল আদ্-দারীর, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার আল-ক্বাওয়ারীরী, সুরাইজ ইব্ন ইউনূস, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর, 'উছমান ইব্ন আবী শায়বাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আল-খল্লাল, মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্নিল-ওয়ালিদ, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ আল-'আত্তার প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একজন উঁচু স্তরের মুহাদ্দিছ ও হাম্বালী মাযহাবের একজন বিখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন।

দ্র. wmqvi æ Av0jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৩-৭৬; wKZve Avj-IqvdxwIqvdBqvZ wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩১-৩৩; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৪৫; Avj-0Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৪-৬৫

হি.), 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ (মৃত ২৯০ হি.)[২৭২], হাম্বালী মাযহাবের পাশাপাশি এ সময়ে যাহিরী মাযহাব নামে একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রতিষ্ঠাতা আবূ সুলাইমান দাউদ আয্-যাহিরী (মৃত ২৯৭ হি.)[২৭৩]। একই সময় মাযহাবে ত্ববারী নামে আরো একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্ববারী (মৃত ৩১০ হি.)। তিনি শাফি'ঈ ফিক্হ চর্চা করতেন। তাই শাফি'ঈ মাযহাবের সাথে 'আকীদায় তেমন কোন পার্থক্য ছিল না।[২৭৪] কিন্তু এ মাযহাবদ্বয়ের স্থায়ীত্ব বেশী দিন ছিল না। সময়ের ব্যবধানে তাদের বিলুপ্তি ঘটে।[২৭৫]

এছাড়া যারা 'ইলমুল-ফিক্হ বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, আহমাদ ইব্ন হাফ্স, বশীর ইব্ন গিয়াস মুরীসী (মৃত ২২৮ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন সিমা'আ আত্-তামীমী (মৃত ২৩৩ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন শু'জা সালজী (মৃত ২৬৭ হিজরী), হিলাল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুসলিম আল-বাসরী (মৃত ২৪৪ হিজরী), আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন 'ইমরান (মৃত ২৮০ হিজরী), আহমাদ ইব্ন 'উমার আল-খস্সাফ

---

২৭২. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ 'আবদির-রহমান। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদির-রহমান 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাম্বাল ইব্ন হিলাল আয্-যুহলী আশ্-শায়বানী আল-মারওয়াযী আল-বাগদাদী। তিনি ২১৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ও হাদীছের শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর থেকে ৩০ হাজার হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বালের একজন অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ্, সুওয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন, মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সাব্বাহ আদ্-দূলাবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর আল-মুক্বাদ্দামী, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর আল-ওয়ারকানী, আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-মাওসিলী, ইসহাক ইব্ন মূসা আল-খাতমী, মুহাম্মাদ ইব্ন আবান আল-বালখী, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয, মানসূর ইব্ন আবী মুযাহিম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসা'ঈ, আল-বাগাভী, ইব্ন সা'ঈদ, আবূ বকর ইব্ন যীয়াদ, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ, আবূ বকর আশ্-শাফি'ঈ, সুলাইমান আত্-ত্ববারানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাম্বালী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ২৯০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫১৬-২৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৫-৬৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭২২; ; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮; আন্-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬

২৭৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম বকর। পিতার নাম দাউদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন দাউদ ইবন আলী আয্-যাহিরী। তিনি তাঁর পিতা, 'আব্বাস আদ্-দূরী, আবূ কিলাবাতাহ্ আর্-রাক্কাশী, আহমাদ ইব্ন আবী খয়ছামাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আল-মাদাইনী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে নিফতাওয়াই, কাযী আবূ 'উমার মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসূফ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একজন ফকীহ্, স্বীয় যুগের অন্যতম মেধাবী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি 'আয্-যাহরাহ্' (الزهرة) নামক ফিক্হ গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদে ফাতাওয়া প্রদান করতেন। তিনি আবুল-'আব্বাস ইব্ন সুরায়জ-এর সাথে বিতর্ক (المناظرة) করতেন। তাঁর চমৎকার একটি কবিতা রয়েছে। তিনি জীবনের প্রথম পর্যায়ে শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইব্ন নাদীম বলেন, هُوَ أَوَّلُ مَنْ اِسْتَعْمَلَ قَوْلُ الظَّاهِرْ وَأَخَذَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْغَي مَا سِوَاي ذَالِكَ مِنَ الرَّءِ وَالْقِيَاس -'তিনি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট সমাধান না পেলে 'ইজমার উপর নির্ভর করতেন। কিয়াসকে তিনি গ্রহণ করতেন না।' ইলমুল-ফারাইযের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ২৯৭ হিজরী সনে ৪০ এর উর্দ্ধ বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০৯-১৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৯৮-১০১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১২; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯; আন্-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdvqvZ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৫৭-৬০; খত্বীব আল-বাগদাদী, ZvixL evM'v' (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, তা. বি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৬৩

২৭৪. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬

২৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪

(মৃত ২৬১ হিজরী), বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বা ইব্‌ন আসাদ (মৃত ২৯০ হিজরী), আবূ হাযিম ‘আবদুল- হামীদ ইব্‌ন ‘আবদিল-‘আযীয (মৃত ২৯২ হিজরী) প্রমুখ।

‘ইলমুল-কালাম

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র)-এর যুগে ‘ইলমুল-কালাম[২৭৬] শাস্ত্রের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়।[২৭৭] ‘আব্বাসী যুগের (১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মীয় দল ও উপদলের উদ্ভব হয়, তবে তখন মু‘তাযিলাগণই আগ্রগামী ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ‘ফিকহুল আকবর’ গ্রন্থটি এ সময়ে রচিত হয়।[২৭৮] আবুল-হুযাইল আল-আল্লাফ (মৃত ২৩৫ হি.) ছিলেন এ যুগের একজন বিশিষ্ট তার্কীক। তিনি ছিলেন তখনকার মু‘তাযিলা মতবালম্বীদের প্রধান। তিনি অনুসারীদের নিকট হুযাইলা হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন। আহ্‌মাহ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-মুরতাদী (মৃত ৩২৫ হিজরী) বলেন, ‘আমি যাহিয ও আবূ হুযাইল থেকে অধিক তার্কীক আর কাউকে দেখিনি।’ তিনি একটি মজলিসে উপস্থিত থেকে তিনশত পংক্তির কবিতা আবৃত্তি করেন। যা তাঁকে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে।[২৭৯] বাগদাদে বিশিষ্ট কালাম শাস্ত্রবীদ আবূ ‘আলী

---

২৭৬. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান বলেন, علم الكلام هُ بَحْثٌ فِيْ أمُوْرِ الْعَقِيْدَةِ الإسْلَامِيَّةِ مِثْلَ تَوْحِيْدِ الله، والكَلَامُ فِيْ ذَاتِهِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَأفْعَالِهِ، ثُمّ الكَلَام فِيْ الأنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَيَتَنَاوَلُ كَثِيْرٌ مِّنْ كُتُبِ عِلْمِ الكَلَامِ مَسَائِلِ عَصْمَةَ الرُّسُلِ وَالإمَامَةِ - ‘ইলমুল কালাম এমন এক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদ, তার পবিত্র সত্ত্বার গুণাবলী, কার্যাবলী অতপর নবী ও রসূলগণের প্রসঙ্গ ইত্যাদি ইসলামী ‘আকীদা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কালাম শাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থে রাসূল গণের নিষ্পাপ হওয়া, ইমামাতের মাস’আলা সমূহের আলোচনা ও অন্তর্ভুক্ত করে।

‘. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩২

২৭৭. ফিকহ্ শাস্ত্রের পর ‘ইলমুল-কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। কুর’আনুল-কারীমের কতিপয় আয়াতে আল্লাহ তা‘আলার যাত (সত্ত্বা) ও সিফাত (গুণাবলী) সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, যেগুলো তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যের সম্ভাবনা রাখে। এ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর তাই এর সমাধানে কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। যেমন, নবী কারীম (সা.), সাহাবী ও তাবে‘ঈগণ সাদৃশ্যতা থেকে আলাহ তা‘আলাকে পবিত্র বলে স্ব-পক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। তবে একদল আলাহ্ তা‘আলার সত্ত্বাকে মানুষের হাত-পায়ের চেহারার মত রয়েছে বলে ধারণা করে। তাদের এমন ধারণার প্রতিবাদ করেন আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল-জামা‘আতের অনুসারীগণ। তারা সাহাবীগণের উক্তিগুলোর পাশাপাশি, এ ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করার জন্য যুক্তিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করেন। এ সময়ে গ্রন্থাবলী গ্রীক ভাষার অনূদিত হলেও মুসলমানগণ সেগুলো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। মু‘তাযিলা, কাদারিয়া, জাহামিয়্যাহ সম্প্রদায় এগুলোর দ্বারা নিজেদের মতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। আবুল-হাসান আল্-আশ‘আরীর অভ্যুদয় হলে তিনি আহলুস্-সুন্নাহ ও মু‘তাযিলার মাঝামাঝি মত পোষণ করেন।

দ্র.জুরজী যায়দান, ZvixL Av‘wej-jMwZj-ÔAviweq¨vn (বৈরূতঃ দারু মাকাতাবাতিল-হায়াত, ১৯৮৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৬-১৭

২৭৮. hnvj-Bmjvg,প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০; উল্লেখ্য যে, ইমাম বাযদূবী (র) (মৃত ৩৯০ হি./১০০০ খ্রি.) বলেন, ‘ফিকহুল-আকবর’ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র) আল্লাহ তা‘আলার সিফাত, তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত থাকা, কাজের সংকল্প করার পর বান্দাকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদান, মাখলূকের সকল কর্মের সৃষ্টিকারী আল্লাহ্, বান্দার কল্যাণ দান আল্লাহ পাকের উপর ওয়াজিব নয় ইত্যাদি বিষয়গুলো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণ করেন।

দ্র. ফখরুল-ইসলাম বাযদূবী (পাকিস্তান: তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮

২৭৯. মূল ‘আরবী,

وَقَدْ إشْتَهَرَ بِالْجَدْلِ، وَأصْبَحَ عَلَى رَأسِ المُعْتَزِلَةَ فِيْ أيَّامِهِ، وَعَرَّفَ إتِّبَاعِهِ بِالْهُزَيْلَةِ. وَقَالَ أحْمَدْ بْن يَحْيَ بن الْمُرْتَضِي المُتَوَفَّي سَنَة ٣٢٥ ه، مَا رَأيْتُ أفْصَحُ مِنْ أبِيْ الْهُزَيْل وَالجَاحظ.. شَهدْتُهُ فِيْ مَجْلِس. وَقَدْ أسْتُشْهدَ فِيْ كَلامِهِ بِثَلَاثمِائَةِ بَيْتٍ.

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮

মুহাম্মদ আল-জুব্বাঈ[২৮০] (মৃত ৩০৩ হি.) মু'তাযিলা মতালম্বীদের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি এ মতবাদ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৮১]

'আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য

'আব্বাসীয় যুগে 'আরবী ব্যাকরণ তথা 'ইলমুন্-নাহু ও 'ইলমুস্-সরফের বিকাশ সাধিত হয়। কূফা ও বসরায় 'ইলমুন্-নাহু চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[২৮২] এ সময় এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। 'ইলমুন্-নাহ্ভ চর্চার উৎকর্ষ সাধনে যারা অসাধারণ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ই'আকূব ইব্নুস্-সিক্কীত[২৮৩] (মৃত ২৪৪ হিজরী), আবূ ইসহাক আয্-যুজাযী আন্-নাহ্ভী[২৮৪] (মৃত ৩১১ হি.)।

---

২৮০. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আলী। পিতার নাম 'আবদুল ওহ্হাব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আলী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওহ্হাব আল-বাসরী আল-জুব্বাঈ আল-মু'তাযিলী। তিনি শায়খুল-মু'তাযিলা এবং শায়খুল মু'তাযিলা আবূ হাশিম-এর পিতা। তিনি বসরার মু'তাযিলা নেতা আবূ ইউসুফ ই'আকূব ইব্ন 'আবদুল্লাহ আস-সাহ্হাম আল-বসরীর কাছে কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তবে জুব্বায়ী (جبي) শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সাম'আনী-এর মতে, জুব্বায়ী বসরায় একটি জনপদের নাম। ই'আকূত আল-হামাভীর মতে, এটি বাগদাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি নহরের নাম।

দ্র. wmqvi‡ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৮৩-৮৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪; আন্-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৬৯; wKZveAvj-Iqvdx wej IqvdvqvZ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৯৮; Kvkdh-hbb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬; ZvixL Av'wej-jMwZj-Aviweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৭

২৮১ IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮

২৮২. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; ZvixL Av'wej-jMwZj-Aviweq¨vn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯

২৮৩. তাঁর প্রকৃত নাম ই'আকূব। উপনাম আবূ ইউসুফ। পিতার নাম ইসহাক। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ই'আকূব ইব্ন ইসহাক আস্-সিক্কীত আল-বাগদাদী আন্-নাহভী আল-মু'আদ্দিব। তিনি ছিলেন নাহ্ভ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, 'আমি নাহ্ভ শাস্ত্রে আমার পিতার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলাম। আমার পিতা অভিধান ও 'আরবী কবিতা রচনায় আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। নাহ্ভ ও তর্ক শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন 'ইরাকের খ্যাতনামা নাহ্ভবিদ। তিনি ২০ টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৬-১৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৯; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫-৪০১; আন্-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯

২৮৪. তাঁর প্রকৃত নাম ইব্রাহীম। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সাররী আয্-যাজ্জাজ আল-বাগদাদী। তিনি একজন নাহু শাস্ত্রবিদ ও ভাষাবিদ। তিনি বাগদাদে ২৪১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফাতাওয়া যাচাই-বাছাই করে চুড়ান্ত রূপ দেন এবং নাহুর দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আল-মুবর্রাদ-এর শিষ্য ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে ৩১১ হিজরীতে জমাদিউল-আখিরাহ মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। খলীফা আল-মু'তাযিদের মন্ত্রী 'উবাইদুলাহ এবং তাঁর পুত্র তাঁর কাছে 'ইলম অর্জন করেন। অতপর আল-মুবার্রাদ আয-যাজ্জাজের হাতে তুলে দেন। তিনি সনদ সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনামূলক তাফসীর গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর তাফসীর গ্রন্থটির নাম 'মা'আনিল কুর'আন' (معانى القران)। যা অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইমাম কুরতুবীসহ অনেক মনীষী তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে অনেক অবদান রেখেছেন। এ ছাড়াও তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে, 'আল-ইশতিকাক', Ôখলকুল-ইনসান', 'আল-আমালী', 'ফা'আলতু ওয়া আফ'আলতুÕ, আল-মুসনাসু', 'ই'রাবুল-কুর'আনÕ, 'মুখতাসারু ই'রাবলি-কুর'আন ওয়া মা'আনীহি' ও 'মা'আনিল-কুর'আন ওয়া 'ইরাবুহু।

দ্র. wmqvi‡ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬০; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৭; আবূ যাকারিয়া আন-নাভূবী, Zvnhxej-AvmgvD Iqvj-jMvZ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল-'ইলমিয়া, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০-৭১; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ, ১৯৮; আন্-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn,

Dhaka University Institutional Repository

'আরবরা সবসময়ই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। জাহিলী যুগেও কা'বা গৃহের 'উকাজ মেলায় প্রতিবছর সাহিত্য প্রতিযোগীতার আসর বসতো। যাদের কবিতা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতো, তাদের কবিতা কা'বা গৃহের দেয়ালে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখা হতো।[২৮৫] তবে জাহিলী যুগের সাহিত্য চর্চার প্রকৃতি ও ধারা ছিল সম্পূর্ণ অনৈসলামিক। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ থেকে এর প্রকৃতি ও ধারার পরিবর্তন সাধিত হয়। 'আব্বাসীয় যুগে 'আরবী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, আবূ 'উছমান আল-জাহিয[২৮৬] (মৃত ২৫০ হিজরী), আবূ সা'ঈদ আস্-সুক্কারী[২৮৭] (মৃত ২৭৫ হিজরী), ইব্ন কুতাইবাহ্ আদ্-দিনাওয়ারী[২৮৮] (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবূ বকর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবীদ্-দুনইয়া[২৮৯] (মৃত ২৮১ হিজরী),

---

প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭-৮; Avj-Aw©jvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০; ই'আকূত আল-হামাভী, g©Rvgj-D'vev (বৈরূতঃ দারুল ইয়াহ্ইয়াইত্-তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.),প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭

২৮৫. আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন, Aviex mwn‡Z¨i BwZnvm (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৪৮-৪৯

২৮৬. তাঁর প্রকৃত নাম 'আমর। উপনাম আবূ 'উছমান। পিতার নাম বাহর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'উছমান 'আমর ইব্ন বাহর ইব্ন মাহবূব আল-বাসরী আল-মু'তাযিলী। তবে তিনি জাহিয নামে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর দাদা কাযারা ছিলেন হাবশী দাস। তিনি আবূ ইউসূফ আল-কাযী, ছুমামাহ্ ইব্ন আশরাস প্রমুখ থেকে হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তিনি আবূ 'উবায়দা আল-আসমা'ঈ ও আবূ যায়দ আল-আনসারীর নিকট থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি আল-আখফাশের কাছ থেকে নাহ্ ও ব্যকরণ শিখেছেন। মু'তাযিলা পণ্ডিত আন্-নাজ্জামের কাছ থেকে কালাম ও ধর্মতত্ত্ব শিখেছেন।তিনি হুনায়ন ইব্ন ইসহাক সহ প্রমুখের কাছ থেকে গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।তিনি 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, 'কিতাবুল-বুখালা,'আল-বায়ান ওয়াত্-তাবি'ঈন, কিতাবুল-হাইওয়ান, কিতাবু খলকুল-কুরআন, 'কিতাবুল-ইমামাহ' 'কিতাবুল-ই'তিযাল' ইত্যাদি।

দ্র. wmqvi‡ Aw©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২৬-৩০; g©Rvgj-D'vev, প্রাগুক্ত,১৬শ খণ্ড পৃ. ৭৪; 'উমার ফারুক, ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex, (বৈরূতঃ দারুল-'ইলম লিল-মালাঈন, ১৯৬৯ খ্রি.), ২য় খণ্ড পৃ. ৩০৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৯-৯৩; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩০০; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭০-৭৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯

২৮৭. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবূ সা'ঈদ। পিতার নাম আল-হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদির-রহমান ইব্নিল-'আলা ইব্ন আবী সুফরাহ্ইব্নুল-আমীরিল-মুহাল্লাব ইব্ন আবী সুফরাহ্ আল-আযদী আল-মুহাল্লাবী আস-সুক্কারী আন-নাহভী। তিনি ২১২ হিজরী সনে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন সহ প্রমুখের কাছ থেকে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি আবূ হাতিম আস্-সিজিস্তানী, আর্-রীয়াশী, 'উমার ইব্ন শাব্বাহ্ থেকে আরবী সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-হাকীমী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল-মালিক আত্-তারীখী, আবূ সাহল ইব্ন যীয়াদ প্রমুখ হাদীসের জ্ঞানার্জন করেন। আল-খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন, كَانَ ثِقَةً دَيِّنًا صَادِقًا، يَقْرَئُ الْقُرْآنَ، وَانْتَشَرَ عَنْهُ شَيْئٌ كَثِيْرٌ مِّنْ كُتُبِ الأَدَبِ। তিনি 'আরবী সাহিত্য, অভিধান ও নাহু শাস্ত্রে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বসরায় যে সকল সাহিত্যিক 'আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ২৭৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ Aw©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১২৬-২৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬-২৯৭; g©Rvgj-D'vev, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৮; আয্-যুবায়দী, ZvevKvZb-bvnfxb Iqvj-jMvfxb (কায়রোঃ মাতবা'আতুস্-সামী আল-খানিজী, ১৯৫৪ খ্রি.), পৃ. ২০০; 'উমার ফারুক, ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৭৮

২৮৮. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম কুতাইবাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বাহ্ আদ্-দিনাওয়ারী। তিনি ২১৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, আবূ হাতিম আস্-সিজিস্তানী প্রমুখের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফকীহ্, সাহিত্যিক, অভিধানবেত্তা ও নাহু শাস্ত্রবিদ। তাঁর সাহিত্যের উপর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো, 'কিতাবুশ্-শির ওয়াশ্-শু'আরা'।

দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৬-৭৭; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৭০-৭১; kvhvivZh-hvnve, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯; Avj-ÔBevi, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮-৮৯

আবূল-আব্বাস আল-মুবার্‌রাদ[২৯০] (মৃত ২৮৬ হিজরী), ইব্‌নুল-বিসামী আল-বাগদাদী[২৯১] (মৃত ৩০২ হিজরী), ইব্‌ন দুরাইদ[২৯২] (মৃত ৩২১ হিজরী) অন্যতম। খলীফা আল-মুকতাদিরের খিলাফাতকালে 'ইলমুল্‌-লুগাতের বিশেষজ্ঞ কাযী ইউসুফ ইবন ই'আকূব (মৃত ২৯৭ হিজরী) ছিলেন অন্যতম। ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তীদের জন্য অভিধান বিষয়ক জ্ঞানের উৎকর্ষতার পথ সুগম করেছেন।[২৯৩] 'আরবী অভিধান রচনার মাধ্যমে 'আরবী ভাষাকে মানুষের কাছে সহজতর করে তোলা হয়।

---

২৮৯. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্‌। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন সুফইয়ান ইব্‌ন ক্বায়স ইব্‌ন 'আবিদ্‌-দুনইয়া আল-কারশী। তিনি ২০৮ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। 'আরবী সাহিত্যের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০০ এর উর্ধে। তন্মধ্যে 'আল-ফারায,বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ্‌র গৃহ শিক্ষক ছিলেন। তিনি ২৮১ হিজরী সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ Aÿ©j wgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-০৪; Avj-gbZvhg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৭-৫৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৭-৭৮;dvIqvZj-IqvdBqvZ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮-২৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-৯৯; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৯৭

২৯০. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম ইয়াযীদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন 'আবদুল-আকবার আল-আযদী আস্‌-সামাল। তিনি ২১০ হিজরীতে আযদ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল-জারমী, আল-মাসিনী, আবু হাতিম আস্‌-সিজিস্তানী প্রমুখ মনীষীর নিকট শিক্ষার্জন করেন। তিনি স্বীয় যুগে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং নাহু শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, আল-কামিল, কিতাবুল-মুকতাযিব, কিতাবুত্‌-তা'আযী ওয়াল-মুরাছী, কালামুল-'আরব প্রভৃতি।

দ্র. হান্না আল-ফাখূরী, Avj-RwgÔE dx ZvixwLj-Av'wej-ÔAvivex (বৈরূতঃ দারুল-জাইল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৭৪৬-৪৭; 'উমার ফারুক, ZvixLj-Av'wej-jMwZj-ÔAviwweq¨vn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬-১৭

২৯১ তাঁর প্রকৃত নাম 'আলী। উপনাম আবুল হাসান। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূল-হাসান 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মানসূর। তিনি ইব্‌ন বিসাম নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি ইব্‌ন বিসাম আন্দালুসী (মৃত ৫৪২ হি.) নন। আল-বিসামীর মাতা বিনতে হামদূন আন্‌-নাদীম। ইব্‌ন বিসাম নিন্দা কাব্যের বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যের ভাষার আক্রমণ থেকে কোন আমীর-উযীর, ছোট-বড় কেউই রিহায় পায়নি। তিনি তাঁর পিতা-ভ্রাতা, তাঁর পরিবারের সবাইকে ব্যঙ্গ করেছেন। একদা তিনি তাঁর পিতাকে ব্যঙ্গ করে বলেন,

هبك عمرت عمر عشر نسرا * أترى إنني أموت وتبقى

فلئن عشت بعد معتد يوما * لا شقن حيب مالك شقا

তাঁর বিখ্যাত কোন কাব্য গ্রন্থ নেই। তবে মুনাক্বাযাতুশ্‌-শু'আরা (مناقضات الشعراء), আল-আহওয়ায ও উমার ইবন আবী রবী'আহ-এর জীবনী সম্পর্কে রচনাবলী রয়েছে। যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি।

দ্র. Avj-wdnwi¯Í, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০; dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; ZvixL Av'wej-jMwZj-ÔAviwweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১

২৯২. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম হাসান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-হাসান ইব্‌ন দুরায়দ আল-আযদী। তিনি ২২৩ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি বড় হন। আস্‌-সিজিস্তানী, আর্‌-রিয়াশী ও মাঈর ভাতিজার নিকট থেকে 'আরবী ব্যাকরণ এবং 'আরবদের নিকট 'আরবী ভাষা ও কবিতা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট অভিধানবেত্তা ছিলেন। সাহিত্য ও নসবনাসা বিষয়েও তাঁর সমান পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি হচ্ছে, কিতাবুল-মাক্বছূর ওয়াল-মামদূদ, আল-জামহারাহ ফীল্‌-লুগাহ, কিতাবুল-ইশতিক্বাক, ছিফাতুস্‌-সারজ ওয়াল্‌-লিজাম, কিতাবুল-মালাহিন, কিতাবুল-মুজতাবা, কিতাবুস্‌-সিহাব ওয়াল-গয়ছ, আখবারুর্‌-রুওয়াত প্রভৃতি। তিনি ৩২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. 'উমার ফারুক, ZvixL Av'wej-jMwZj-ÔAviwweq¨vn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-২০; আহমাদ হাসান আয্‌-যাইয়াত, ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex (বৈরূতঃ দারু সাদির, তা. বি.), পৃ. ২৭৪-৭৫

২৯৩. জুরজী যায়দান, ZvixL Av'wej-jMwZj-'Aviwweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬১-৬২

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর সময়কালে ইতিহাস শাস্ত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইতিহাসের উপর লিখিত গ্রন্থাদি বিস্তার লাভ করে। সে সময়ের ঐতিহাসিকগণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন চরিত, সাহাবা-ই-কিরাম, তাবি'ঈ, তাবি-তাবি'ঈ ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির, ফকীহ্, আদিব ও ঐতিহাসকগণের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।[২৯৪]

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ছিলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ[২৯৫] (মৃত ২৩০ হিজরী), তিনি ছিলেন এ যুগের একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি 'আত্-ত্ববাকাতুল-কুবরা' নামক মুহাম্মাদ (সা), সাহাবী ও তাবি'ঈগণের জীবনী সম্বলিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপনের ক্ষেত্রে এ ধরণের গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্ববারী বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'তারীখুর-রুসূল ও 'তারীখু-উমামুল-মুলূক' শিরোনামে ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি মুসলিম জাতির জন্য অমুল্য সম্পদ। এ গ্রন্থে তিনি সৃষ্টির আদিকাল থেকে 'আব্বাসীয় যুগের ৩০২ হিজরী/৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেছেন। তাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। এছাড়া আবূ জা'ফর আল-বালাযূরী[২৯৬]

---

২৯৪. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬

২৯৫. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম সা'দ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মানী' আল-বসরী আল-ওয়াকিদী আল-বাগদাদী। তিনি ইব্ন সা'দ নামেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ১৬৮ হিজরী সনে বসরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বনূ হাশিমের একজন মাওলা ছিলেন। ইব্ন সা'দ হাদীছ অন্বেষণে বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং বহু বিশেষজ্ঞের নিকট হাদীছ শিক্ষা করেন। তিনি বসরা এবং বাগদাদে তার শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন। এছাড়া তিনি শিক্ষা অর্জনের জন্য কুফা, মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, মিশর, ইয়ামান সহ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য বড় বড় শহর সফর করেন। সর্বশেষে তিনি বাগদাদে বসতি স্থাপন করেন এবং আল-ওয়াকিদী-এর সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। ইব্ন সা'দ তাঁর কাতিব নিযুক্ত হন এবং তার নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হিশাম ইব্নুল-কালবীর অধীনে আনসাবও অধ্যয়ন করেন। ইব্ন সা'দ ১৮৯ জন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি যেরূপ জ্ঞান অর্জন করে নিজে ধন্য হয়েছিলেন, তেমনি জ্ঞান অপরকে বিতরণ করেও নিজেকে ধন্য করেছিলেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র ছিল। খত্বীব আল-বাগদাদী (র) বলেন, كَانَ مِنْ أَهْلِ العِلمِ وَالفَضْلِ -'তিনি 'আলিম ও বিদ্বান ছিলেন।' ইব্ন তাগরী বারদী বলেন, كَانَ اِمَامًا فَاضِلاً عَالِمًا حُسْنُ التَّصَانِيْفِ نَقَلْنَا عَنْهُ كَثِيْراً مِنَ العِلمِ. -'তিনি ছিলেন ইমাম, 'আলিম, বিদ্বান, সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়নকারী এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে গ্রন্থ সংকলনকারী।' ইব্ন সা'দ طَبَقَاتُ الكَبِيْر ছাড়াও طَبَقَاتُ الصَّغِيْرَ নামক অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিখ্যাত এই মহান সাধক ২৩০ হিজরী সনের জামাদিউল আখির মাসের ৪ তারীখ বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৪-৬৮; ZvnhxeZ-Zvnhxe, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৬১-৬২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৯; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৫২; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯; তাযহীবু তাহযীবুল-কামাল, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ.১০৯-১০

২৯৬. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম ইয়াহ্ইয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাবির আল-বাগদাদী আল-বালাযুরী। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য দামিশক, বাগদাদসহ বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তিনি হাওযাহ্ ইব্ন খলীফাহ্, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ আল-'ইজলী, 'আফ্ফান, আবূ 'উবায়দ, 'আলী ইব্নুল-মাদীনী, খলফ ইব্ন হিশাম, শায়বান ইব্ন ফাররূখ, হিশাম ইব্ন 'আম্মার প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্নুল-মুনাজ্জিম, আহমাদ ইব্ন 'আম্মার, জা'ফর ইব্ন কুদামাহ্, ই'আকূব ইব্ন না'ঈম কারকারাহ্ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক। তাঁর রচিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল, 'ফাতুহুল বুলদান' ও 'আনসাবুল-আশরাফ'। যা ইতিহাস জগতের অমূল্য সম্পদ। বালাযুর বা কাজু বাদামের রস পান করে তাঁর মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে এবং এতেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩; dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৫৫-৫৭; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫-৫৭; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯১-৯২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৬-৪৭

(মৃত ২৭৯ হিজরী), ইব্ন কুতাইবা (মৃত ২৭৬ হিজরী) ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্-তৃবারী (মৃত ৩১০ হিজরী)। তাঁর রচিত 'তারীখুর্-রুসুল ওয়াল-মুলূক' (تاريخالرسلوالملوك) নামক গ্রন্থটি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক অন্যতম ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৯৭]

'ইলমুত্-তাসাউফ

এ যুগে 'ইলমুত্-তাসাউফ'[২৯৮] চর্চায় অনেক মনীষী নিজের জীবন উৎস্বর্গ করেন। আল-জুনাইদ আল-বাগদাদী[২৯৯] (মৃত ২৯৮ হিজরী), আবূ উছমান আল-হীরী সাঈদ ইব্ন ইসমা'ঈল[৩০০] (মৃত ২৯৮ হিজরী), আবূ 'আবদুল্লাহ ইব্নুল জাল্লা[৩০১] (মৃত ৩০৬ হিজরী) প্রমুখ।

---

২৯৭. এতে তিনি পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণের চেয়ে অধিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া তিনি এতে এমন কতিপয় ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন যা ইতোপূর্বে কেউ উল্লেখ করেননি। তিনি সূচনা হতে ৩০২ হিজরী সন পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেন। অতপর আবীব ইব্ন সা'দ আল-কুরতুবী (মৃত ৩৬৬ হি.) সিলাতু তারীখিত নামক গ্রন্থে ২৯১ হিজরী সন হতে 'আব্বাসী খলীফা মুকতাদিরের শাসনামলের শেষ (মৃত ৩২০ হি.) পর্যন্ত আলোচনা করেন।

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬

২৯৮ ড. ইব্রাহীম মাদকূর বলেন, .(التصوف) طريقةسلوكيةقوامهاالتقشفوالتحليبالفضائللتزكوالنفسوتسموالروح

-'আত-তাসাউফ' (التصوف) হচ্ছে আচরণ বিষয়ক পদ্ধতি যা সংযমীর সাথে দণ্ডায়মান, গুণের সাথে সজ্জিত, যাতে অন্তর পবিত্র হয় এবং আত্মা উন্নত হয়।

দ্র. Avj-gÔRvgj-IqvmxZ (দেওবন্দ: মাকতাবা যাকারিয়া, ১ম সং, ১৩৯২ হি./১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৫৮৮

২৯৯. তাঁর প্রকৃত নাম আল-জুনাইদ। উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ক্বাসিম আল-জুনাইদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল-জুনাইদ আন্-নাহাওয়ান্দী আল-বাগদাদী আল-কাওয়ারীরী। তিনি ২২০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে শায়খুস্-সূফিয়্যাহ বলা হয়। তিনি আস্-সারিয়্যি আস্-সাকাতী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে জা'ফর আল-খুলদী, আবূ মুহাম্মাদ আল-জারীরী, আবূ বকর আশ্-শিবলী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হুবাইশ, 'আবদুল-ওয়াহিদ ইব্ন 'আলওয়ান প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ, তাপস, মোহমুক্ত, কুতুব বা বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী এবং যুগের শায়খ। তিনি ২৯৮ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। কারো মতে, ২৯৭/২৯৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি আস্-সিররী আস্-সাকতী, হারিস আল-মুহাসিবীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি আবূ সাওর-এর নিকট ফিকহ্ শিক্ষা করেন। তাঁর আল-মাক্বামাত (المقامات) কারামাত (الكرامات) রয়েছে। সততা ও পারস্পারিক লেন-দেনের সম্পর্কে তাঁর কল্যাণকর বাণী রয়েছে।

দ্র. wmqviæ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬৭-৬৯; আবূ না'ঈম আল-ইস্পাহানী, wnjqvZj AvIwjqv Iqv ZevKvZj Avm-wdqvÔ (কায়রোঃ মাকতাবাতুল-খানিজী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫-৬৫; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩-৪৬; ইব্নুল-জাওযী, wmdvZm-mvdIqvn (স্থান অজ্ঞাতঃ দারুল মা'রিফাহ্,তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬-২৪; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩-৭৫; সিরাজুদ্দীন আল-মিসরী, ZevKvZj-AvIwjqv (কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানিজী, ২য় সংস্করণ ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১২৬-৬৭; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-৭০; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১১৮-১৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭-৮৯; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬-১৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, ZvixL 'Iqwjj-Bmjvg, তাহকীকঃ ফাহীম শালতূত (কায়রোঃ আল-হায়'ওয়াতুল মিসরিয়্যাতিল 'আম্মাহ, ১৯৭৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫; wmqviæ AvÔjvwgb-bevjv, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬; আস্-সুলামী, 'আবদুর রহমান, ZevKvZm-mwdq¨vn (কায়রোঃ মাকতাবাতুল-খানজী, ১৯৮২ খ্রি.) পৃ. ১৫৫-১৬৩; ইব্নুল মুলাক্কিন, ZevKvZj-AvIwjqv (কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৭৩ খৃ.), পৃ. ১২৬-৩০

৩০০ তাঁর প্রকৃত নাম সা'ঈদ। উপনাম আবূ 'উছমান। পিতার নাম ইসমা'ঈল। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'উছমান সা'ঈদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন মানসূর আন্-নায়শাপূরী আল-হীরী আস্-সূফী। তিনি ২৩০ হিজরী সনে রায় নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাতিল আর্-রাযী, মূসা ইব্ন নাসর, হুমায়দ ইব্ন রাবী', মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-আহমাসী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আমর আহমাদ ইব্ন নাসর, আবূ 'আমর ইব্ন মাত্বার, ইসমা'ঈল ইব্ন নুজায়দ

দর্শন শাস্ত্র

‘আব্বাসীয় শাসনামলে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় দর্শন চর্চাও উন্নতি লাভ করে।[৩০২] যুক্তির মাধ্যমে সত্যে ও তত্ত্বে উপনীত হওয়ায় পন্থাকেই দর্শন বলা হয়। ইসলামের দর্শনের মূল ভিত্তি কুর’আন ও হাদীছ হলেও পরবর্তীতে পারস্য ও গ্রীক চিন্তাধারায় প্রাচ্যের প্রভাব মুসলমানদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৩০৩]

এ যুগে যে সকল মুসলিম মনীষীর অক্লান্ত সাধনায় দর্শন শাস্ত্রেও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাদের মধ্যে ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দী[৩০৪](মৃত ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) অন্যতম।

প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি নায়শাপূরের শায়খ, ওয়ায়িয বা বক্তা, বিশিষ্ট যাহিদ বা তাপস ও মোহমুক্ত এবং বিশিষ্ট সূফী সাধক ছিলেন। তিনি ৬৮ বছর বয়সে ২৯৮ হিজরীর রবিউ‘ল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি আল-আরিফ আবূ হাফস আন-নাইশাপূরীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি ‘ইরাকে হুমায়দ ইব্‌নুর্‌-রাবী হতে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি অতিশয় মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন এবং মাকবূল দু‘আর অধিকারী ছিলেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৫; wnjqvZj-AvIwjqv Iqv ZevKvZj-Avm-wdqvÔ, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪-৫৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১১৯-২১; wmdvZm-mvdIqvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩-৪৪; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯-৭০; ZevKvZj AvIwjqv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-৪৩; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১২৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬; মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-হুসাইন আস্‌-সুলামী, ZevKvZm-mwdq¨vn্ (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৭০-১৭৫; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn্, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৭০-৭১

৩০১ তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ আহমাদ ইবন ইয়াহ্‌ইয়া আশ্‌-শাহিদ। তাঁকে শায়খুস্‌-সূফিয়্যাহ বলা হয়। আবূ বকর আদ্‌-দুক্কী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান আল্‌-লাব্বাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-হাসান আল-ইয়াকতীনী প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন। তিনি যুন্‌-নূন আল-মিসরী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি সিরিয়াবাসীদের আদর্শ ছিলেন। তিনি রজব মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৫১-৫২; আহমাদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ আল-ইস্পাহানী, wnjqvZj-AvIwjqv Iqv ZevKvZj-Avm-wdqv (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪-১৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮১-৮২; ZevKvZj-AvIwjqv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮৩; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৮-০৯; Avb-bRgh-hvwnivn্, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭

৩০২. W. Monotgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology*, P-41; *History of the Arabs*, P-370.

৩০৩. Sayyed Abdul Hai, *Muslim Philosphy* (Dhaka: Islamic Foundation of Bangladesh, 1982), P.192; *A Short History of Islam*, P.P 124-125.

৩০৪. তাঁর নাম আবূ ইউসুফ ই‘আকূব ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দি। তিনি ৮১৩খ্রিস্টাব্দে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে অধ্যয়নের সময় তিনি গ্রীক, পারসিক ও অন্যান্য শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। শিক্ষা গ্রহণের পর আল-মামুনের অনুবাদ কার্যক্রমে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ট দার্শনিক। তিনি এরিষ্টটল ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকদের গ্রন্থ ‘আরবী ভাষায় অনুবাদ করে দর্শন শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে ‘আরবদের দার্শনিক বলা হয়। তিনি দর্শনকে বিজ্ঞান সমূহের বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা সমূহের প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করেন। তিনি প্রথম মুসলিম দার্শনিক যিনি নব্য প্ল্যাটোবাদি ধারার সাথে প্লাটো ও এ্যারিস্টটলের মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন গণিতবিদ, ভৌগলিক, ইতিহাসবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বিদ্যা। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ৩৬১টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

দ্র.Dr. M. Ahmed, *An Introduction to Islamic culture and Philosophy*, Part-II (Dacca:Mullick Brothers,1963), PP-50-53; *History of the Arabs*, P-370; CF.Manzoor Ahmad Hanifi, *Short*

চিকিৎসা বিজ্ঞান

'আব্বাসীয় খলীফাগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপারে 'ইরাক ও হিন্দুস্তানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। খলীফা আল-ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র সময়কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাসাওয়াই[৩০৫] (মৃত ২৪৩ হিজরী), হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক[৩০৬] (মৃত ২৬০ হিজরী), আবূ বকর আর্-রাযী[৩০৭] (মৃত ৩১৩ হিজরী)। তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক অনেক রচনা পাওয়া যায়। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধশালী করে তোলেন। তাঁর অমূল্য রচনাবলীর মধ্যে 'কিতাবুল-হাভী'[৩০৮]

History of the Arabic Lliterature,(Lahore: SH. Muhammad Ashraf,1964),PP-71-72;*Islamic philosophy and theology,* PP-45-47; *Arabic Literature,* PP-65-66; Sayyed Abdul Hai, *Muslim philosphy,* P.192; *A Short History of Islam,* P.P 124-125.

৩০৫. তাঁর নাম আবূ জাকারিয়া ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাসাওয়াই। তিনি 'আব্বাসীয় যুগের খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ ছিলেন। ২৪৩ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্র. *History of The Arab,* P. 363.

৩০৬. তাঁর প্রকৃত নাম হুনাইন। উপনাম আবূ যায়দ। পিতার নাম ইসহাক। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ যায়দ হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক আল-'ইবাদী। তিনি 'আব্বাসীয় শাসনামলের প্রাথমিক যুগে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসবিদ ছিলেন। তিনি ইউনানী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইকলিদিসের গ্রন্থটি ইউনানী ভাষা থেকে 'আরবীতে অনুবাদ করেছেন। ২৬০ হিজরী সনে সফর মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬০; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭-১৮; Avj-wdnwi¯Í, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

৩০৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম যাকারিয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়া আবূ বকর আর্-রাযী আত্-ত্বীব। তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। ইউরোপীয়দের নিকট রাযীনামে সুপরিচিত ছিলেন। চিকিৎসক ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত ও দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। দর্শন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। শৈশবে বীন বাঁজিয়ে গান গাইতেন। চলিশ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষাজীবনে মনোনিবেশ করেন। বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর সম্পর্কে ড. হাসান ইব্‌রাহীম হাসান মন্তব্য করে বলেন, তিনি মানসূর ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন নূহ আস্-সামানীর সাথে মিলিত হয়ে তাঁর জন্য 'কিতাবুল মানসূর ফিত্-ত্বিব' রচনা করেন। তিনি জালীনূসের চিকিৎসা বিদ্যাকে উজ্জীবিত করেন। পরবর্তীতে তাঁর চিকিৎসাবিদ্যাকে ইব্‌ন সিনা পূর্ণতা দান করেন। রাযী যখন তাঁর অধিবেশনে বসতেন, তখন তাঁর পেছনে দলে দলে ছাত্ররা বসতো। কোন ব্যক্তি ঐ মজলিসে আসার পর যার সাথে প্রথম সাক্ষাত হতো, তাকে রোগের বর্ণনা দিলে সে সামর্থ হলে সমাধান দিতো। নচেৎ রাযী তার সাথে কথা বলতেন। রায় ও অনারব অনেক দেশে তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান ছিল। তিনি জ্ঞান-শিক্ষার দ্বারা রাজা, আমীরগণের সেবা করেছেন। কারো কারো জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়; ৩১১ হি./৩২০ হি./৩২৫ হি./৩৬০ হিজরী সনে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৩১১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৫৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৬১; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩; Avb-bRgh-hwniv‡, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯; Avj-wdnwi¯Í, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯; Avj- ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫

৩০৮. এটি ৩০ খণ্ডে রচিত বিশাল গ্রন্থ। চিকিৎসকগণের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। ইব্‌নুন্‌-নাদীম এ গ্রন্থের ১২টি অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করেন। আর্-রাযী এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী চিকিৎসক ও তাঁর যুগের সব চিৎিসকের মতামত, পরামর্শ এবং তাদের গ্রন্থাবলী বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা পদ্ধতি একত্রিত করেছেন। কে কি বলেছেন তাঁর নামসহ উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থের একটা হস্তলিপি ব্রিটিশ যাদুঘরে, অন্য কপিগুলো মূনীখ, অক্সফোর্ড ও ইসকুরিয়াল গ্রন্থাগারে মওজুদ রয়েছে। ফারাগুত এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এটা দু'বার মুদ্রিত হয়। একাধিক ব্যক্তি এটি সংক্ষিপ্ত করেন।

দ্র. জুরজী যায়দান, ZvixL Av'wej-jMwZj-Aviweq¨vn, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৭; ড. রশীদুল আলম, gmwjg 'k‡bi fwgKv (ঢাকাঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৬শ সং, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩০৫-০৬

'কিতাবুত্-তিব আল-মানসূরী'[৩০৯]। তাঁরা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা, গ্রীকদের লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণা গ্রন্থের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা দিতেন।[৩১০] হুনাইন ইব্ন ইসহাককে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার অনুরোধ করলে, তিনি এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি খাদ্য, পুষ্টি, বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও রোগের ঔষধসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৩১১]

খলীফা মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্ চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন। তিনি গ্রীক ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি 'আরবীতে অনুবাদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যা পরবর্তীতে সাবিত ইব্ন কুর্রার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এছাড়া চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, ইব্ন বাকতাইশু। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের জন্য চক্ষু, দন্ত, চর্ম, পরিপাকতন্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধান নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি শিশু রোগ, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রীক ও সিরিয়া ভাষায় রচিত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাদি 'আরবী ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে তার পিতা হুনাইন ইব্ন ইসহাক থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।[৩১২] ইব্ন নাদীম বলেন, 'তিনি বিশুদ্ধ 'আরবী ভাষী হিসাবে তাঁর পিতাকে হার মানিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও খলীফাগণের সান্নিধ্যে থাকতেন। চিকিৎসা বিষয়ক তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তার মধ্যে গ্রীক ভাষায় রচিত 'আরবী ভাষায় অনূদিত হয়নি এমন গ্রন্থ হল, 'কিতাবুল আওদিয়াতিল-মুফরাদাতি 'আলাল-হুরুফি', 'কিতাবু তারীখুল-আত্বিব্বা'।[৩১৩]

এ সময়ে 'আব্বাসীয় খলীফারা চিকিৎসকগণকে উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া হাজ্জের সময় সকল চিকিৎসকগণকে একত্রিত করার জন্য সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতেন। যেখানে চিকিৎসকগণ তাঁদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান, একে অপরের সাথে আদান-প্রদান করতেন। উক্ত সেমিনারে উদ্ভিদের বিভিন্ন ঔষধী গুণাগুন নিয়েও আলোচনা করা হত।[৩১৪]

ভূগোল শাস্ত্র

ভূগোল শাস্ত্রে এ যুগে ভৌগলিকগণ অনন্য অবদান রাখেন।[৩১৫] ক্বিবলা নির্ধারণ, হাজ্জ যাত্রা, নৌবাণিজ্যসহ প্রভৃতি প্রয়োজনেই মুসলমানগণ ভূগোল চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।[৩১৬] এ যুগেই সর্বপ্রথম দিকদর্শন ও

---

৩০৯. এ গ্রন্থের কপি প্যারিসের আল-মাকতাবাতুল-আহলিয়্যাহ, অক্সফোর্ড, ইসকুরিয়াল লাইব্রেরীতে মওজুদ আছে। আল-কারীসূনী এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পরে মুদ্রিত হয়।

দ্র. পূর্বোক্ত

৩১০. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯

৩১১. giRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭

৩১২. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-৪০৬

৩১৩. মূল 'আরবী,

كَانَ كما يقول ابن نديم : فصيحًا بالعربيةِ يزيد على أبيه في ذالك، وإتصل بخلافاء وكبار رجال الدولة، ....وله كثيرٌ من الكتب في الطبِّ غير ما نقله يا عربيةِ منها كتاب الأدوية المفردة علي الحروفِ وكتاب تاريخ الأطِبَّاءِ.

দ্র. Avj-wdnwi¯Í, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬

৩১৪. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬

৩১৫. John P- MacGragor, *Muslim Institutions*, P-196; Dr. F. R. J. Verhoeven, *Islam*, P-41; *A survey of Muslim institutions and culture*, P-187.

৩১৬. *History of the Arabs*, P-383;; Dr. F. R. J. Verhoeven, *Islam*, P-41; *A Survey of Muslims Institutions & culture*, P-187.

দূরবীন যন্ত্রেরও আবিস্কার হয়।[৩১৭] আল-খাওয়ারিযমী[৩১৮] (মৃত ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর বিখ্যাত সূরাতুল-'আরদ (পৃথিবীর চিত্র) নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। পারস্য বংশদ্ভুত ইব্ন খারদাযাবাহ্ (মৃত ২৯৭ হি.) 'কিতাবুল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক' শিরোনামে ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ভৌগলিক দিক নির্দেশনায় তাঁর এ গ্রন্থটি 'আরবী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উচ্চস্থান দখল করে আছে। এটি একটি প্রামানিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ (Data base) যা ভ্রমণকারীদের জন্য সমুদ্র পথে দিকনির্দেশনা প্রদানের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ গ্রন্থের আলোকে মানুষ দিজলা নদী, চীন ও ভারতে ভ্রমণকারীদের দিক নির্দেশনায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া আর্মেনীয়া, ইরান, ভারত, মিসর এবং পশ্চিমা বিশ্বের অনেক স্থানে ভ্রমনে যথেষ্ঠ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।[৩১৯] এ সকল ভৌগলিক বিবরণ থেকে তৎকালিন মুসলিম বিশ্ব ও সমসাময়িক পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়।

গণিত শাস্ত্র

'আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার ন্যায় গণিত শাস্ত্রে মুসলমানগণ অবদান রাখেন। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় গণিতের প্রতি। এ বিদ্যা তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের বহু সমস্যা-সমাধানে সহায়তা করে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, রাজস্ব ও কর আদায়, উত্তরাধিকারী বন্টন, ক্ষতিপূরণের হিসাব ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে সাবিত ইব্ন কুর্রা আল-হার্রান[৩২০] (মৃত ২৮৮ হিজরী), আল-খাওয়ারিজমী[৩২১] (মৃত ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ) যিনি 'হিসাবুল-জাবর ওয়াল-মুক্বাবালা' গ্রন্থটি রচনা করেন। আল-জাবর শব্দটি

---

৩১৭. Scohpy, C. Gepgrophy of The Muslim of the Middle Ages, Vol. X1V (American: Geographical Review, 1850.), P. 262; ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, Bmjv‡gi BwZnvm (ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৫২৫; gmwjg mf¨Zvi ¯YhM, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৩১৮. তাঁর নাম আবূ ''আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা আল-খাওয়ারিযমী। তিনি পারস্যর অন্তর্গত আবুল-রদের দক্ষিণে খিভা প্রদেশের খাওয়ারিযমে ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন ভূগোলবিদ ও গণিতবিদ। তাঁর রচিত সূরাতুল-'আরদ (পৃথিবীর চিত্র) নামক ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ ভূগেন এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থে তিনি ৬৯ জন পণ্ডিত ব্যক্তির সহযোগিতায় পৃথিবীর একটি মানচিত্র অংকিত করেছেন। তিনি ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-wdnwi¯Í, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩; gmwjg mf¨Zvi ¯YhM, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-৮৭; Huda Al-Alam, *The Religions of the World* (London : Minorsky, 1973.), P. 9; *History of the Arabs*, P-379; *A Survey of Muslims Institutions and culture*, P- 20; Dr. F. R. J. Verhoeven, *Islam*, P-42.

৩১৯. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১১-১২

৩২০. সাবিত ইব্ন কুররা ছিলেন বাহরানের কর্ণধর। তার খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহর সাথে সু-সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর আস্থা অর্জন করেছিলেন। তাঁর কারণে সাবিয়ার মানমর্যাদার বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি খলীফার নিকট অতী মর্যাদাশীল একজন ব্যক্তি ছিলেন।

দ্র. gmwjg mf¨Zvi ¯YhM, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; শামসুল হক, ms¯wZ PPvq I MšvMvi msMV‡b gmwjg (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৬১; আবদুল মওদুদ, gmwjg gbxlv (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৬-১৭; *History of the Arabs*, P-379; *A Survey of Muslims Institutions and culture*, P- 20; Dr. F. R. J. Verhoeven, *Islam*, P-42.

৩২১. মূসা আল-খাওয়ারিজমী একজন শ্রেষ্ঠ গনিতবিদও ছিলেন। গণিত বিষয়ে তিনি নিরলস গবেষণা করে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ভারতীয় গণনা রীতি অনুসরণ করে 'কিতাবুল হিন্দ' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেখানে তিনি 'আরব গণিতে শূন্যের '০' ব্যবহার দেখান। যা পরবর্তীতে গোটা বিশ্বে সমাদৃত হয়। তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'হিসাব আল-জাবর ওয়াল-মুক্বাবালা'। গ্রন্থটি ইউরোপে অনূদিত হয়ে ১৬ শতাব্দি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হিসাবে পঠিত হয়। 'আল-জাম ওয়াত্-তাফরিক' নামেও একটি গণিত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

দ্র. gmwjg mf¨Zvi ¯YhM, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; ms¯wZ PPvq I MšvMvi msMV‡b gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১; gmwjg gbxlv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭; *History of the Arabs*, P-379; *A Survey of Muslims Institutions and culture*, P- 20; Dr. F. R. J. Verhoeven, *Islam*, P-42.

Algebra থেকে উৎগত। এ গ্রন্থটি 'আরবী ভাষায় রচিত বীজগণিতের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রোমোনার জিরাডির দ্বারা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে এ গ্রন্থ ষষ্টদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গণিতের প্রধান পাঠ্য হিসাবে সমাদৃত হয়। তার এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইউরোপে Algebra (বীজগণিত)-এর পাঠ প্রবতির্ত হয়। এবং এ বিদ্যা এ্যালজেব্রা[৩২২] নামে পরিচিতি লাভ করে। জাবির আল-বাত্তানী[৩২৩] (৮৫৮-৯২৯ খ্রিস্টাব্দ)। সে সময় ত্রিকোণমিতিতে আবুল-ওয়াফাও তৈয়ব (মৃত ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ), আল-কিন্দি[৩২৪] (৮১৩-৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ), মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আল-মাহানী ও সাবিত ইব্ন কুর্‌রা (৮২৬-৯০১ খ্রিস্টাব্দ) অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন এবং প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন।[৩২৫]

খুরাসানের 'আলিম ও হাদীছ বিশারদগণ সুন্নী ধর্ম মতাবল্বী। বিশেষত শাফি'ঈ ও আশ'আরী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ লাভ করেন এবং মু'তাযিলা ও কারামাতিয়া ফিরকাগুলো ধর্মভিত্তিক ও দার্শনিক আন্দোলন সমূহের ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করে। চরম পন্থী শী'আ ইসমা'ঈলীগণ পূর্বাঞ্চলে কিছু সমর্থন লাভ করে এবং খুরাসানী বুধিক ও আধ্যাত্মবাদীরা সুফী মতবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অবশ্য এটি সুবিদিত যে, খুরাসান এবং সাধারণভাবে পূর্ব 'ইরানী এলাকা ৩য় হিজরীতে নতুন ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩২৬]

শিক্ষা বিস্তারের প্রতি এ যুগে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছিল এবং শিক্ষার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। এসময় মসজিদ থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কতিপয় বিশিষ্ট 'উলামা-ই কিরাম এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তৎকালীন মাদ্‌রাসাগুলোর মধ্যে মাদ্‌রাসা সা'দিয়া, মাদ্‌রাসা নিযামিয়া, ও নাইসাপূরের মাদ্‌রাসা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসকল মাদ্‌রাসা ইসলামী জ্ঞান প্রসার ও ইসলামী বিদ্বান তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো। তাই এ যুগকে 'শিক্ষা বিপ্লবের যুগ' বলেও অভিহিত করা হয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র) এ শিক্ষা বিপ্লবের যুগ লাভ করেছিলেন। শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ সময়ের শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

---

৩২২. আল-জাবর শব্দ হতে এ্যালজেব্রা নামের উৎপত্তি। আল-জাবর শব্দের অর্থ ভগ্নবস্তু জোড়া লাগানো অথবা অসম্পূর্ণ কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ করা, নতুন বিদ্যায় এর সমীকরণের উভয় পার্শ্বকে এমনভাবে সাজানো যাতে সংখ্যাগুলো সবই ধনাত্বক হয়। তার রচিত গ্রন্থে দ্বিতীয় অংশের নাম আল-মুক্বাবালা যার অর্থ এক জাতীয় সংখ্যাকে কমিয়ে দেয়া।

দ্র. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪; gmwjg mf¨Zvi ¯YhM, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-৯৭; ড. মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম, Bgvg Avej-nvmvb ÔAvjx Beb ÔDgvi Av'-'viKZbx (in.): nv'xQ PPvq Zvi Ae'vb (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪৪

৩২৩. মুহাম্মাদ ইবন জাবির আল-বাত্তানী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। তিনি সর্ব প্রথম ত্রিকোণমিতির আনুপাতিকের উপর গবেষণা করে নিখুঁত ভাবে গতির তির্যক নির্ধারণ করেন।

দ্র. gmwjg ms¯wZi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; gmwjg gbxlv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

৩২৪. তাঁর নাম আবু ইউসূফ ই'আকূব ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দী। তিনি ৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে চিকিৎসাবিদ, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, প্রকৌশলী, জ্যোতির্বিদ ছিলেন। গণিত শাস্ত্রে তাঁর রিসনাহ ফী ইস্তি'মালিল-হিসাব আল-হান্দাসী, রিসনাহ ফী ইস্তিখরাজি মারকাযিল-ক্বমার মিনাল-আরযি এবং কিতাব ফীল-বারাহীনাল মাসাহিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

দ্র. হান্না আল-ফাখূরী, ZvixLj-Av'wej-Avivex, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৮-৭৯; gmwjg gbxlv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৬

৩২৫. *History of the Arabs*, P-379; *An Introduction to Islamic culture and philosophy*, p-93-95.

৩২৬. Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪

wØZxq Aa¨vq

gnvb¯§v' Beb Lhvqgvn (i.)-Gi Rxeb cwiµgv

Rb¥, bvg I esk cwiPq

ev j¨Kvj I wk¶v Rxeb

Kg Rxeb

¯§wZkw³ I ¯fve-Pwi Î

wk¶Ke›'

Qv Î e›'

iPbve jx

Bwš Í Kv j

Zvi m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয়

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌[১] (র.)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবূ বকর[২] ইমামুল-আয়িম্মাহ উপাধীতে বেশী খ্যাতি লাভ করেন।[৩] তাঁর পিতার নাম ইব্‌ন ইসহাক, বংশ পরিক্রমা হলো, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌[৪] ইব্‌নুল-মুগীরাহ ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন বকর আস্‌-সুলামী[৫] আন্‌-নায়শাপূরী[৬] আশ্‌-শাফি‘ঈ[৭]।[৮]

---

১. Lhvqgvn(خُزَيْمَةَ) : শব্দের (خ) বর্ণে পেশ, যা (ز) বর্ণে যবর, (ي) ইয়া বর্ণে সুকূন দ্বারা পঠিত হয়। শেষ অক্ষর মীম। খুযায়মাহ্‌ দ্বারা আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ আন্‌-নায়সাপূরীর প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে।

দ্র. Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৪৪২; আস্‌-সাম‘আনী বলেন,

خُزَيْمَةُ : بضم الخاء المعجمة وفتح الزَّاءِ وَسُكُوْنُ اليَاءِ المَنْقُوْطَةِ بِإِثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتِهَا وَفِيْآخِرِهَاالْمِيْم. هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلى أَبِيْ بَكْر مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق بن خُزَيْمَةَ بن المُغِيْرَةُ بن صَالِحْبن بكر النَّيْسَابُوْرِيْ اَلْخُزَيْمِيْ

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪

২. kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; Avj-ÔBevi, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত,২য় খণ্ড, পৃ. ৭২০; wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড , পৃ. ১০৯

৩. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২০; wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬২; খায়রুদ্দীন আয্‌-যিরিকলী, Avj-AvÔjvg (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবি লিল-মালা‘ঈন, ১১শ সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯; মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফর আল-কাত্তান বলেন,

وَيُعْرَفُ عِنْدَ المُحَدِّثِيْن بِإِمَامِ الأَئِمَّةَ

-‘তিনি মুহাদ্দিছগণের নিকট ইমামগণের ইমাম হিসেবে পরিচিত ছিলেন।’

দ্র. Avi-wimvjvZ Avj-gmZvZwidvn(বৈরূতঃ দারুল ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৪০০ হি.), পৃ. ১৬

৪. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬২; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৯; Avj-AvÔjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯; আল-ইয়াফি‘ঈ বলেন, محمد بن إسحاق بن خُزيمة

দ্র. wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ১৯৮

৫. Avm-mjvgx (اَلسُّلَمِي) : শব্দের السين সীন বর্ণ পেশযুক্তযা যবর যুক্ত উচ্চারণের বিপরীত। اللام লাম বর্ণটি যবরযুক্ত উচ্চারণ। এটি দ্বারা বনূ সুলাইমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বনূ সুলাইম ছিল, তদানিন্তন ‘আরব জাহানের প্রখ্যাত গয়লান গোত্রের একটি বিশেষ বংশের নাম। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ এ বংশে জন্মগ্রহণ করায় উক্ত বংশের সাথে সম্বোন্ধ করে তাঁকে আস্‌-সুলামী বলা হয়। বনূ সুলাইমের সাথে নিসবাত করতে ইসমি তাসগীরে সুলামী ব্যবহার করা হয়। কোন ব্যক্তির বংশের সাথে নামের এরূপ সম্বোন্ধকে ‘আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় ইসমি মানসূব বা সম্বোন্ধ সূচক বিশেষ্য বলা হয়।

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮; Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮-২৯

৬. bvqmvci (اَلنَّيْسَابُوْر) : নায়সাপুর খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এখানে শত শত ‘আলিম ও জ্ঞানীব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। হাফিয মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-হাকিম তাঁর রচিত তারীখ নায়সাপুর গ্রন্থে এ সকল ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি আট খণ্ডে বিভক্ত। ই‘আকূত আল-হামাভী নায়সাপুর সম্পর্কে বলেন,

وَهِيَ مَدِيْنَةٌ عَظِيْمَةٌ ذَاتُ فَضَائِلٍ جَسِيْمَةٍ، مَعْدنُ الفُضَلاءِ، وَمَنْبَعُ العُلَمَاءِ، لَمْ أَرَ فِيْمَا طَوَّفْتُمِنَ البِلاَدِ مَدِيْنَةٌ كَانَتْ مِثْلُهَا.

-‘এটি একটি বিরাট এবং মহা মর্যাদা সম্পন্ন শহর। এটি সম্মানিত ব্যক্তিগণের খনিস্বরূপ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণের ঝর্ণাধারা স্বরূপ। আমি যত শহর ভ্রমণ করেছি, এর অনুরূপ কোন শহর প্রত্যক্ষ করিনি।’ এ শহরের অপর নাম ‘আরব শহর। এর প্রশংসায় জনৈক কবি বলেন,

لَيْسَ فِيْ الأَرْضِ مِثْلَ نَيْسَابُوْر * بَلَدٌ طَيِّبٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ

জন্ম ও জন্মস্থান

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) ২২৩ হিজরীর সফর মাস মোতাবিক ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নায়শাপূরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৯] তাঁর জন্ম তারীখ নিয়ে জীবনীকারবৃন্দ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তিনি স্বীয় পরিবারেই লালিত-পালিত হন।[১০]

-'নায়সাপূরের মত ভূমন্ডলের কোন উত্তম শহর নেই। আর মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রতিপালক এবং ক্ষমাশীল।'

এ শহরটির দৈর্ঘ্য ৮৫ মাইল এবং প্রস্থ ৩৯ মাইল। আবূ 'আওন ইসহাক ইব্‌ন 'আলী এর বর্ণনামতে নায়সাপূরের দৈর্ঘ্য ৮০ মাইল এবং অর্ধেক ও এক চতুর্থাংশ। আর প্রস্থ ৩০ মাইল। এটিকে আল-ইকলীম আর্‌-রবি' (الاقليم الرابع) এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ শহরের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, সাবূর নামক একজন প্রখ্যাত সুধী এ শহরটি পাশ দিয়ে গমন করেন, আর এতে অনেক নলখাগড়া ছিল বিধায় এ নামে অভিহিত করা হয়। আরও কেউ কেউ বলেন, ইয়াসাবূরের সৈন্যরা সাবূরকে হারিয়ে ফেললে সাবূর এর সঙ্গী-সাথীরা তাকে খোঁজার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। তাদের খোঁজার সীমা নায়সাপূরে পৌঁছলেও সেখানে তাঁরা তাকে পেলোনা। তখন তাঁরা বললো নায়সাপূর নেই অর্থাৎ সাবূর নেই। অবশ্য পরে তাঁরা তাকে ইয়াসাবূর এর সৈন্যদের নিকট পান। অনুসন্ধানকৃত সঙ্গী সাথীদের মুখনিসৃত নায়সাবূর শব্দটি পরবর্তীতে নিশাপুর নামে আখ্যায়িত হয়। এ অঞ্চলটি খলীফা 'উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা) স্বীয় চাচাত ভাই 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন কুরায়য-এর সহযোগিতায় হিজরী ২৯ সালে মুসলমানদের দলে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এ শহরে যে সকল সুধীজনের প্রতিভা বিশ্বব্যাপী আলোচিত হয়, তাদের মধ্যে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, হাফিয ইমাম আবূ 'আলী আল-হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আন্‌-নায়সাপূরী আস্‌-সায়িগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্র. ই'আকূত আল-হামাভী, gÖRvgj-ej 'vb (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৮৩; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৮৪-৮৫; Avm-wmnvn Avm-wmËvn cwiwPwZ I chv‡jvPbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১

৭. তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন বলে তাঁকে আশ্‌-শাফি'ঈ বলা হয়। আস্‌-সাম'আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন,

كَانَ اَدْرَكَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَتَفَقَّهَ عَلَيْهِمْ

-'তিনি শাফি'ঈ মতাবালম্বী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ফিকহী শাফি'ঈর জ্ঞান অর্জন করেন।'

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড , পৃ. ১১৪

৮. wmqvi‡ Av‡jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১; nv'qvZj-ÔAwidxb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯; gÖRvgj-gÖAwjødxb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২১; Avi-wimvjvZ Avj-gmZvZwidvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩; তাজ উদ্দীন আস্‌-সুবকী বলেন,

مُحَمَّدُبْنُ إِسْحَاق بْن خُزَيْمَة بن الْمُغِيْرَة بن صَالِح بن بكر،أبو بكر السُّلَمِيّ النَّيْسَابُوْرِيّ

দ্র. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড , পৃ. ১০৯; শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী বলেন,

أَبُو بَكْرُ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة بن المغيرة بن صَالح بن بكر السُّلَمِيُّ النَّيْسَابُوْرِيّ

দ্র. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২০

৯. ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২০-২১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; তাজ উদ্দীন আস্‌-সুবকী বলেন,

مَوْلِدُهُ فِيْ صَفَر، سَنَةَ ثَلَاث وّعِشْرِيْنَ وَمِائَتَيْن

- ২২৩ হিজরী সনের সফর মাসে তাঁর জন্ম।

দ্র. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড , পৃ. ১১০; শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী বলেন,

وُلِدَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وّعِشْرِيْنَ وَمِئَتَيْن

-তিনি ২২৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছেন।

দ্র. wmqvi‡ Av‡jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫

১০. wmqvi‡ Av‡jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; ত্বevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) শৈশবকাল পিতৃগৃহে অতিবাহিত করেন। তার শৈশবকালীন অবস্থার ক্রমালোচনা সংক্রান্ত তথ্য বিশদভাবে জানা যায়নি। তবে তিনি পিতৃ-মাতৃ ক্রোড়ে অত্যন্ত স্নেহমায়া-মমতায় নিবিড় পরিবেশে প্রতিপালিত হন। এ পরিবারের বেশীর ভাগ সদস্যই ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিদগ্ধ পণ্ডিত। তারা জ্ঞানচর্চার পথে সিদ্ধহস্ত ভূমিকা পালন করতঃ প্রবৃদ্ধি ও প্রসারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে কুণ্ঠবোধ করতেন না। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-কে জ্ঞান অন্বেষণে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। তৎকালীন যুগে হাদীছ অভিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটলে তিনি জীবনের প্রথমভাগেই এ প্রকার অভিজ্ঞানের বুৎপত্তি অর্জনে আগ্রহী হয়ে উঠেন।[১১] তিনি প্রাথমিকভাবে নায়সাপূরের নিজ গৃহকে পাঠশালা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরিবারের যে সকল লোকজন হাদীছ অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞ তাদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করতে থাকেন।[১২]

হাদীছ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করারপর বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম কুতাইবাহ্ ইব্ন সা'দ[১৩] (মৃত ২৪০ হি.)-এর নিকট গমন করার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর পিতা তাকে বলেন, 'প্রথমে তুমি কুর'আন মুখস্থ করো, তারপর তোমাকে অনুমতি দিব'। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, 'আমি তখন কুর'আন মুখস্থ করলাম (এরপর অনুমতি প্রার্থনা করলে) আমার পিতা আমাকে বললেন, "আরও কিছু দিন অপেক্ষা করো, যতদিন না তুমি নামাযে পূর্ণ কুর'আন তিলাওয়াত করতে পারো"। ইব্ন খুযায়মাহ্ বলেন, 'আমার খুবই ইচ্ছা ছিল বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ হযরত কুতাইবা (র.)-এর নিকট থেকে হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করবো। তাই আবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। অতপর তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করলেন।[১৪] আমি তখন মারভে গিয়ে মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম থেকে হাদীছ শ্রবণ করলাম। ইত্যবসরে কুতাইবাহ্ ইব্ন সা'দ মৃত্যু বরণ করলেন।[১৫] তখন ছিলো ২৪০ হিজরী সন। এরপর তিনি ২৪০ হিজরী সনে জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করতে বের হন এবং মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ভ্রমণ ইসলামী বিশ্বের প্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে তিনি অধিক সংখ্যক হাদীছ শ্রবণ করেন, তারপর সেগুলো পরিমার্জন করেন এবং লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সে সময়ে খুরাসানে একজন বড় মুহাদ্দিছ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। ফলে ইমামাত ও হাদীছ সংরক্ষণের সিলসিলা তাঁর পর্যন্ত পৌঁছে।[১৬]

---

১১. wmqvi æ Avôjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড , পৃ. ৩৬৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২১

১২. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২১; wmqvi Avôjwgb-bevjv, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫

১৩. তিনি একজন ছিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ২৪০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী (র) ৩০৮টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) ৬০৮টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

দ্র. ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ZvnhxeZ-Zvnhxe (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩২০-২১

১৪. মূল 'আরবী,

إِسْتَأْذَنْتُ أَبِيْ فِيْ الْخُرُوْجِ إِلَى قُتَيْبَةَ، فَقَال : إِقْرأْ الْقُرْآنَ أَوَّلاً حَتَّى آذَنْ لَكَ. فَاسْتَظْهَرْتُالْقُرْآنَ، فَقَالَ لِيْ :أُمْكِثْ حَتَّى تُصَلِّيْ بِالْخَتْمَةِ. فَقُلْتُ، فَلَمَّا عَيَّدْنَا، أَذِنْ لِيْ.

দ্র. wmqvi æ Avôjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড , পৃ. ৩৭১;ZevKvZ ôDjvgvôBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২২

১৫. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২২

১৬. মূল 'আরবী,

فَأَكْثَرَ وُجُوْدٌ وَصَنَّفَ وَإِشْتَهَرَ إِسْمُهُ وَإِنْتَهَتْ إِلَيْهِ الإِمَامَةُ وَالحِفْظ فِيْ عَصْرِهِ بِخُرَاسَان

দ্র. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২১

হাদীছ অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) সতের বছর বয়সে হাদীছ শ্রবণের জন্য বিভিন্ন দেশ, শহর, বন্দর ভ্রমণ করেন। তিনি যে সকল স্থান ভ্রমণ করেন এবং সেখানে যাঁদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন তারা হলেন, নায়সাপূরে[১৭] ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, মারভে 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ, রায়ে[১৮] মুহাম্মাদ ইব্ন মিহ্রান, বাগদাদে[১৯] আহ্মাদ ইব্ন মানী', বসরায়[২০] বিশর ইব্ন মু'আয আল-'আকদী, কূফায়[২১] আবূ কুরাইব, হিজাযে 'আবদুল-জব্বার ইব্নুল-'আলা', শামে মূসা ইব্ন সাহ্ল আর্-রমলী, জাযীরায়[২২] 'আবদুল-জব্বার ইব্ন 'আলা, মিসরে[২৩] ইউনুস ইব্ন 'আবদিল আ'লা, ওয়াসিতে

---

১৭. bvqmvci (نيسابور) : 'ইরানের খুরাসান প্রদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। এই শহরের দিকে সম্বোন্ধিত মনীষীগণের সংখ্যা গণনায় শেষ করা যাবেনা। এই নামটির উৎস প্রাচীন ফারসী নিউ-শাহপূর (সুন্দর শাপুর) শব্দ থেকে। জার্মানী ভাষায় বলা হয় নিউ-শাপূর, ফারসী ভাষায় নিশাপূর এবং 'আরবীতে এর সঠিক উচ্চারণ হ'ল নূন বর্ণে যবর যোগে নায়সাপূর (نَيْسابور)।

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; gÖRvgj-ej`vb, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৮৪; Bmjvgx wek¦‡Kvl, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৫৪

১৮. ivq(ري): পারস্যের মেদিয়া অঞ্চলের একটি নাসরী। এর পূর্ব সীমান্তে খুরাসান মরু ভূমি, দক্ষিণে খুযিস্তান, পশ্চিমে 'ইরাক, উত্তর-পশ্চিমে আযারবায়যান অবস্থিত। এটি একটি সুপ্রসিদ্ধ শহর, যাতে রয়েছে বহু ফল-ফলাদি এবং বহু কল্যাণমূলক বস্তু। এ শহর ও নায়সাপূরের মাঝে ১৬০ ফারসাখের দূরত্ব। আল-'ইরানী বলেন, 'রায়' শহরটি ফায়রূয ইবন্ ইয়াযদ জুরদ নির্মাণ করেন এবং 'দারু ফায়রূয' নামে এ শহরটির নাম করণ করেন। আল-ইসতাখারীর মতে এ শহরটি ইস্পাহান থেকে অনেক বড়। তিনি আরও বলেন, মাশরিকে (প্রাচ্যে) বাগদাদের পর এর চেয়ে জনবহুল কোন শহর নেই। ই'য়াকূত আল-হামাভী বলেন, আজকের জনাকীর্ণ এ রায় শহর 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসূরের খিলাফাতকালে (১৩৬-১৫৮হি./৭৫৩-৭৭৪ খ্রি.) যখন মাহদী এখানে আগমন করেন, তখন তিনি এটি নির্মাণ করেন। তিনি এ শহরের চারপাশে পরিখা খনন করেন এবং সেখানে একটি জামি' মাসজিদ নির্মাণ করেন।"

দ্র. gÖRvgj-ej`vb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড , পৃ. ১৩২-৩৩; ইবন খালদূন, gKwÏgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩

১৯. evM`v` (بغداد) : 'আব্বাসীয় খিলাফাত কালে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং আধুনিক 'ইরাকের রাজধানী। এটি দিজলা (টাইগ্রীস) নদীর উভয় তীরে যথাক্রমে ৩৩° ২৬১৮ উত্তর দ্রাঘিমা এবং ৪৪° ২৩৯ পূর্ব অক্ষরেখায় অবস্থিত। বহু শতাব্দী পর্যন্ত এটি মুসলিম বিশ্বের তামাদ্দুনিক রাজধানী ছিল। ১২৫৮ খিষ্টাব্দের পর এটি প্রাদেশিক রাজধানী এবং 'উছমানিয়া শাসনামলে বাগদাদ বিলায়াতের কেন্দ্র হয়। ১৯২১ খিষ্টাব্দে আধুনিক 'ইরাকের রাজধানী হয়। বাগদাদ শহরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল অগণিত মাসজিদ আর হাম্মাম বা গোসলখানা। হানাফী ও হাম্বালী মাযহাবের বড় কেন্দ্র ছিল এখানে। এখানেই ছিল গ্রীক, সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ সমূহ অনুবাদ ও জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র। বাগদাদের মাসজিদগুলো ছিল জ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্র।

দ্র. Avj-jeve dx Zvnhxej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২;সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek¦‡Kvl (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৭

২০. emiv (بصرة) : এটি শামের একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থান। খলীফা 'উমার ইব্নুল-খত্ত্বাব (রা)-এর শাসনামলে ১৭ হিজরীতে 'উতবাহ ইব্ন গযওয়ানের মাধ্যমে বিজিত হয়। ইব্ন 'আসাকীর (র)-এর মতে ১৩ হিজরীর রবী'উল-আওয়াল মাসের ৫ দিন অবশিষ্ট থাকাবস্থায় সিন্ধির মাধ্যমে মুসলমানগণ এই শহরটি জয় করেন এবং এটিই মুসলমানদের হাতে শামের প্রথম বিজিত শহর। এই শহরের দিকে নিসবত করে অনেক মুহাদ্দিছকে 'আল-বাসরী' (البصرى) বলা হয়।

দ্র. Avj-jeve dx Zvnhxej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬; gÖRvgj ej`vb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০-২৩

২১. Kdv (كوفة) : ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'ইরাকে বসরার সঙ্গে স্থাপিত দু'টি শহরের অন্যতম। 'ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রসারে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল। বসরার ন্যায় এখানেও প্রায় তিন শতাব্দিকাল ব্যাপী ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করেছিল। অতপর কূফার অবনতি হ'তে থাকে এবং ধীরে ধীরে এর ধ্বংস ঘটে। বর্তমানে অতীতের সামান্য কিছু চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট আছে, সেগুলির প্রায়ই আবার পরবর্তীকালে সংস্কার করা হয়।

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৭; gÖRvgj-ej`vb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৫৬১

২২. Rvhxivn (جزيرة) : 'জাযীরা' শব্দের অর্থ মূলত দ্বীপ, উপদ্বীপ। এটি বিশাল নদীসমূহের মধ্যবর্তী এলাকা সমূহ অথবা মরু ময় কোন বিস্তৃত স্থান দ্বারা মহাদেশের অবশিষ্ট অংশ হ'তে বিছিন্ন কোন এলাকা নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত এর দ্বারা কোন উপকূলীয় অঞ্চল এবং মরূদ্যানকেও বুঝানো হয়। এখানে জাযীরা দ্বারা আন্দালূসের সবুজ উপদ্বীপকে (الجزيرة الخضراء بالاندلس) নির্দেশ করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন হারব প্রমুখ।[২৪] এছাড়া ‘ইরাক, সহ বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে, সেখানকার বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে অসংখ্য হাদীছ শ্রবণ করেন। ফলে হাদীছ শ্রবণের মধ্যদিয়েই তাঁর জীবনের এক ক্রান্তিকাল সময় অতিবাহিত হয়।[২৫]

আস্-সাম‘আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন,[২৬]

وَرَحَلَ إِلَيْ العِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْر

-‘তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য ‘ইরাক, শাম ও মিসর গমন করেন।’

খায়রুদ্দীন আয্-যিরিকলী বলেন,[২৭]

وَرَحَلَ إِلَيْ العِرَاقِ وَالشَّامِ وَالْجَزِيْرَةِ وَمِصْر

-‘তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য ‘ইরাক, শাম, জাযীরাহ্ ও মিসর গমন করেন।’

আল-ইয়াফি‘ঈ (মৃত ৭৬৮ হিজরী) বলেন,[২৮]

وَرَحَلَ إِلَيْ الحجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ ومِصْر وَتَفَقَّهَ عَلَى المُزَنِي وَغَيْرَهُ

-‘তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য হিজায, শাম, ‘ইরাক ও মিসর গমন করেন। এবং সেখানে আল-মুযানী ও অন্যান্যদের নিকট থেকে ফিকহ্ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করেন।’

মুহাম্মাদ আবূ যাহ্ বলেন,[২৯]

رَحَلَ إِلي الرَّي، وَبَغْدَاد، وَالبَصْرَةِ وَالكُوْفَة، وَالشَّامِ وَالْجَزِيْرَة، وَمِصْر وَوَاسِط

-‘তিনি রায়, বাগদাদ, বসরা, কূফা, শাম, জাযীরাহ্, মিসর ও ওয়াসীতে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভ্রমণ করেন।’

দ্র. Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮; Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৭১

২৩. wgmi (مصر) : মিসর ইব্ন হাম ইব্ন নূহ (আ.)-এর নামানুসারে মিসর নামকরণ করা হয়েছে। উক্ত নাসরীর দিকে সম্বন্ধিত করে অনেক ‘উলামা-ই কিরামের নামের সাথে ‘আল-মিসরী’ (المصرى) শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। মিসর শব্দটি দ্বারা মিসর দেশ ও উহার রাজধানী বুঝায়। মুসলিম শাসনামলের গোঁড়ার দিকে মিসর নাম বর্তমানে এবং সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠাকাল হ’তে কায়রো নাসরী (القاهرة) নামে পরিচিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে কায়রোর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নাসরী বা নাসরী সমষ্টির নামরূপে মিসর এর উল্লেখ পূর্ব হ’তেই পাওয়া যায়।

দ্র. gÔRvgj-ej ‘vb, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড , পৃ. ১৬০-১৬৭; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড , পৃ. ৩৪০-৪১; Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ১৯শ খণ্ড, পৃ. ১৯২-২২৮

২৪. মূল ‘আরবী,

طَافَ البِلاَدِ فِيْ طَلَبِ الحَدِيْثِ فَسَمِعَ بِنَيْسَابُوْر مِنْ اِبْنِ رَاهْوَيْه وَغَيْرِه، وَبِمَرْوِ مِنْ عَلِيْبْن حُجْر وَغَيْرِه،وبِالرّيْ مِنْ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَان وَغَيْرِه، وَبِبَغْدَادِ مِنْ أَحْمَدُ بْن مَنِيْعِوَغَيْرِه، وَبِالْبَصْرَةِ مِنْ بِشْر بْن مُعَاذَالعَقَدِيْ وَغَيْرِه، وَبِالْكُوْفَةِ مِنْ أَبِيْ كُرَيْبِ وَغَيْرِه،وَبِالحِجَاز مِنْ عَبْدِ الجَبَّار بْنِ العَلاَءِ وَغَيْرِه، وَبِمَصْرمِنْ يُوْنُسْ بْن عَبْدِ الأَعْلى وَغَيْرِه،وَسَمِعَ بِوَاسِطِ مِنْ مُحَمّدُ بْن حَرْبِ وَغَيْرِه.

২৫. ইব্ন খুযায়মাহ,mnxn Beb Lhvqgvn, তাহকীক, ড. মুহাম্মাদ মুসত্বাফা আল-আ‘যামী, ভূমিকা (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮;Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭

২৬. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪

২৭. Avj-AvÔjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯

২৮. wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ১৯৮

২৯. Avj-nv‘xQ Iqvj-gnwÏQb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর জ্ঞানের উদারহণ

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাহল আত্‌-তুশী ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ইমাম ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) একজন জ্ঞান বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তার নিকট থেকে বৃহদাংশ ‘ইলম অর্জনের সৌভাগ্য অনেকে অর্জন করেছেন।[৩০]

আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান আত-তামীমী বর্ণনা করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর চেয়ে অধিক ভাল সুনাম অর্জন করেছে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি আমি দেখিনি। যিনি অসাধারণ ধী শক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে সুনান গ্রন্থের পূরোটাই মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৩১]

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফর বলেন, আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ থেকে শুনেছি, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

مَنْ اَيْنَ أَتِيْت هَذَا العِلم؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاءُ زَمْزَمْ لَمَّا شَرب لَهُ؛و اِنِّيْ لَمَّا شَرَبْتُ مَاء زَمْزَمْ، سَأَلْتُ اللهَ عِلمًا نَافِعًا.

-‘আপনি কোথ থেকে এ ‘ইলম বা জ্ঞান প্রদত্ত হলেন ? তিনি জবাব দিলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যমযমের পানি, যে তা পান করবে, আমি যমযমের পানি পানের পর আল্লাহ্‌ তা‘আলার কাছে ফলপ্রদ ‘ইলম তথা জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করতাম।’[৩২]

ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, ‘তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তথা ফিক্‌হ, (হাদীস) মুখস্থকরণ (হাদীস) সংকলন এবং তা থেকে বিভিন্ন মাস’আলা সমূহ বের করে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে একজন শীর্ষ স্থানীয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞানে এমন উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন যে, তিনি সনদ সহকারে সুনানসমূহ বর্ণনা করতে পারতেন যা তার পূর্বে আমাদের অন্য কেউ পারতো না। তিনি আমৃত্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, পাশাপাশি দ্বীনের ক্ষেত্রে ও চুড়ান্ত একনিষ্ঠ ছিলেন।’[৩৩]

আবুল-হাসান ইব্‌ন হামদুভীয়াহ আস্‌-সানজানী বলেন,

نَظَرْتُ فِيْ مَسْأَلَةِ الحَجِّ لِمُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن خُزَيْمَة، فتَيَقَّنتُ أَنَّهُ عِلمٌ لا نُحْسِنُه نَحْنُ.

-‘আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর ব্যাখ্যা কৃত হজ্জ সংক্রান্ত একটি বিষয় আমার গোচরীভূত হল। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এটি এমন এক প্রকার (ব্যাখ্যাকৃত) জ্ঞান, যে বিষয়ে আমাদের কোন দক্ষতাই নেই।’[৩৪]

ইমাম আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী আশ্‌-শাশী বলেন,

حضَرْتُ ابْنَ خُزَيْمَة، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرِ النّقّاش المُقْرِئ: بَلَغَنِيْ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ بَيْنَ المُزَنِيْوَابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ، قِيْلَ لِلمُزَنِيْ: إِنَّهُ يَرُدّ ّ ُ عَلَى الشَّافِعِيْ. فَقَالَ المُزَنِيْ: لَا يُمْكِنُهُ إِلّابِمُحَمّد بْن إِسْحَاق النَّيْسَابُوْرِيْ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرِ : كَذَا كَانَ.

-‘আমি একদা ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আবূ বকর আন্‌-নাক্কাশ আল-মুকরী তাঁকে বললেন, আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, যখন আল-মুযানী ও ইব্‌ন ‘আবদিল-হাকামের মধ্যে বিতর্ক

---

৩০. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৪

৩১. পূর্বোক্ত

৩২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২১

৩৩. মূল ‘আরবী,

كان رحمه الله أحد أئمة الدنيا علما وفقها وحفظا وجمعا واستنباطا، حتى تكلم فيالسنن بإسناد لا نعلمسبق إليها غيره من أئمتنا، مع الإتقان الوافر والدين الشديد إلى أن توفى رحمه الله.

দ্র. ইব্‌ন হিব্বান, ZviZxeQ-wQKvZ (মিসর: দারুল কুতুব, তা.বি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬

৩৪. ইমাম হাকিম আন্‌-নায়সাপূরী, gvÔwidvZ ÔEjwgj-nv‘xQ (বৈরূত: দারু ইব্‌ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.),পৃ. ২৮৪

সংঘটিত হয়েছিল, তখন মুযানীকে বলা হয়েছিল, ইব্‌ন খুযায়মাহ্ ইমাম শাফি‘ঈ (র.)-এর মতামতকে রদ বা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুযানী বললেন, ‘মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আন্-নায়সাপূরী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়।’ তখন আবূ বকর বললেন, ‘ব্যাপারটি এমনই ছিলো।’[৩৫]

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আস্-সুক্কারী বলেন,

سَمِعْتُ ابْن خُزَيْمَة يَقُوْلُ: حَضَرْتُ مَجْلِسِ الْمُزَنِيْ، فَسُئِلَ عَنْ "شِبْه العَمْد" فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: إنّ اللهِ وَصَنَّفَ فِيْ كِتَابِهِ الْقَتْل صَنَفَيْنِ: عَمْدًا وَخَطأً، فَقُلْتُمْ: إنّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ،وَتَحْتَج بِعَلِيْ بْن زَيْد بْن جُدْعَان؟ فَسَكَتَ الْمُزَنِيْ، فَقُلْتُ لِمُنَاظره: قَدْ رُوِى الْحَدِيْثَ أَيْضًاأَيُّوْبَ وَخَالِد الحِذَّاءِ، فَقَالَ لِيْ: فَمَنْ عُقْبَة بْن أَوْسٍ؟ قُلْتُ: شَيْخُ بَصْرِيْ قَدْ رُوِىَ عَنْهُ ابْنُسِيْرِيْنَ مَعَ جَلَالَتِهِ، فَقَالَ لِلْمُزَنِيْ : أَنْتَ تَنَاظُرُ أَوْ هَذَا؟ قَالَ: إِذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ، فَهُوَيُنَاظِرِ،لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، ثُمّ أَتَكَلّمُ أَنَا.

-‘আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ আমি একদা মুযানীর মজলীসে উপস্থিত ছিলাম। তখন মুযানীর কাছে এক ব্যক্তি شبه عمد قتل বা ইচ্ছার কাছা-কাছি হত্যাকারীর ব্যাপারে জানতে চাইলেন। প্রশ্নকারী মুযানীকে বললেন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কুর’আনুল-কারীমের মধ্যে হত্যাকে দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হল ইচ্ছাকৃত হত্যা অপরটি ভুলক্রমে হত্যা। অথচ আপনারা হত্যাকে কেন তিন ভাগে বিভক্ত করতেন এবং এর স্বপক্ষে ‘আলী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জুদ‘আন-এর হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করছেন ? একথা শুনে মুযানী চুপ হয়ে গেলেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমি তখন তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বললাম, এ মতের সপক্ষে আয়্যূব ও খালিদ আল-হিয্যা থেকেও হাদীছ বর্ণীত হয়েছে। প্রশ্নকারী আমাকে বলল, ‘উকবাহ ইব্‌ন আউস কে ? আমি বললাম, তিনি বসরার একজন পণ্ডিত যার থেকে ইব্‌ন সীরীন গুরুত্বের সাথে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নকারী মুযানীকে বললেন, ‘এ ব্যাপারে আপনি বিতর্ককারী না এই ব্যক্তি (ইব্‌ন খুযায়মাহ্) ? মুযানী বললেন, ‘যখন কোন হাদীছের ব্যাপারে বিতর্ক আসে, তখন সে (ইব্‌ন খুযায়মাহ্) বিতর্ক করে। কেননা সে হাদীছের ব্যাপারে আমার থেকে বেশী জ্ঞানী।’[৩৬]

হামদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন মু‘আদ্দাল বলেন,

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْن خَالِدِ الأَصْبِهَانِيْ يَقُوْلُ: سُئِلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن أَبِيْ حَاتِم عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنخُزَيْمَة فَقَالَ: وَيحْكُم! هُوَ يُسْألُ عَنّا وَلَا نُسْأل عَنْه! هُوَ إِمَامُ يُقْتَدِىْ بِهِ.

-‘আমরা ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন খালিদ আল-ইস্পাহানীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ‘আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিমকে আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ‘তোমাদের ধ্বংস হোক! তিনি আমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবেন। আমরা তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হবো না। কেননা তিনি একজন অনুসরণযোগ্য হাদীছের ইমাম ।’[৩৭]

হাকিম বলেন, আমি ‘আমর ইব্‌ন ইসমা‘ঈলের কাছ থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) মাজলিসে ছিলাম, তিনি আমার অবস্থান দীর্ঘ করার আবেদন জানালেন। সুতরাং আমি আমার বাম হাত দিয়ে তাকে ধরলাম, কারণ অধিক লিখার জন্য আমার ডান হাত কালো হয়ে গিয়েছিল। অতপর তিনি কলম না নিয়েই আমার বাম পার্শ্বে বসলেন। তার এক শিষ্য আমাকে আবেদনের স্বরে বললেন, আপনি যদি আমার শায়খকে ডান হাত দিয়ে ধরতেন। অতপর আমি আমার ডান হাতে কলম নিয়ে তাকে ধরলাম, অতপর তিনি আমার ডান পার্শ্বে বসলেন।[৩৮]

---

৩৫. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৭

৩৬. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২২; wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭১; ZevKvZk-kwd©BqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২-১৩

৩৭. ZevKvZ ©Djvgv©Bj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৬; wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, ১৪শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬-৭৭

৩৮. ZevKvZk-kwd©BqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতি শক্তি

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী। তিনি বহুসংখ্যক হাদীছ মুখস্থ করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন,[৩৯] اَحْفَظُ سَبْعِيْنَ اَلف حَدِيْث -'আমি সত্তর হাজার হাদীছ মুখস্থ করেছি।'

আবূ আহমাদ আদ্-দারিমী (র.) বলেন,[৪০]

قُلتُ لَهُ: كَمْ يَحْفَظُ الشَّيْخ فَضَرَبَنِيْ عَلَى رَأسٍ: وَقَالَ: مَا أَكْثَرُ فُضُوْلَكَ. ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِيْ مَا كَتَبْتُ سَوَاداً فِيْ بَيَاضِيْ إِلاَّ وَأَنَا أَعْرِفُهُ.

-'আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, শায়খ আপনার কত সংখ্যক হাদীছ মুখস্থ রয়েছে। তিনি আমার মাথায় আঘাত করে বললেন, 'তুমি অনর্থক কথা বেশী বলো, এরপর তিনি বললেন, হে বৎস! এমন কোন সাদা কাগজে কালো জিনিস লিখা ছিলো না, যা আমি জানতাম না।'

স্বভাব-চরিত্র

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) ছিলেন সততার মূর্ত প্রতীক। সত্য কথা বলা ও সৎ পথে চলা তার চারিত্রিক ভূষণকে প্রশংসিত করে তুলেছে। কোন ধরণের বিপদ-আপদ তাকে স্পর্শকাতর করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে তিনি সীমাহীন দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। একজন প্রকৃত বীর পুরুষ হিসেবে তিনি সামান্যতম অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একদা তিনি আমীর ইসমা'ঈল ইব্‌ন আহমাদের নিকট থেকে একটি হাদীছ শ্রবণ করলেন। যার সনদের মধ্যে সংশয় বিরাজমান ছিল। শ্রবণ মাত্রই হাদীছটি তিনি বর্ণনাকারীর মত রদ করলেন এবং গৃহত্যাগ করলেন। এহেন পরিস্থিতিতে আবূ যার আল-কাযী তাকে এ কথা অবগত করালেন যে, এ হাদীছটি প্রায় বিশ বছর যাবৎ ভুল বর্ণনা চলে আসছিল যা প্রত্যাখ্যান করার মত দুঃসাহস কেউ দেখাতে আসেন নি। এতদশ্রবণে তিনি বললেন যে, আমি ভুল হাদীছ শ্রবণ করবো অথচ প্রতিবাদ করবোনা ? এটি কোনক্রমেই আমার জন্য সমীচীন হবে না।[৪১]

মহানুভবতা তার চরিত্রের এক বিশেষগুণ। বদান্যতা ও দানশীলতা তার চরিত্রকে অলংকৃত করে প্রশংসার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি এমন একজন দানবীর ছিলেন যে, কখনও কখনও নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী অকাতরে দান করতে সামান্যতম কুণ্ঠবোধ করতেন না। ফলে দেখা যায় যে, তিনি এক পোষাক একবার পরিধান করতেন।[৪২]

আবূ আহমাদ আদ্-দারিমী বলেন, ইব্‌ন খুয়ায়মাহ (র.)-এর একটি পরিধেয় বস্ত্র ছিলো, যেটি তিনি পরিধান করতেন এবং অন্য একটি পরিধেয় বস্ত্র দর্জীর কাছে থাকতো। যখন তিনি পরিধেয় বস্ত্রটি খুলতেন, তখন সেটি দান করে দিতেন। পরে দর্জীর কাছে থাকা বস্ত্রটি নিতে যাওয়ার সময় অপর একটি পোষাক তৈরীর জন্য কাপড় নিয়ে যেতেন।[৪৩]

প্রামান্য ভিত্তি হিসেবে এ কথা উল্লেখ্য যে, তিনি ৩০৯ হিজরীর জমাদিউল-আওয়াল মাসে বিশাল এক উদ্যানে ভোজসভার আয়োজন করেন। তিনি অনেক ছাগল, মেষ, মিষ্টি, বিছানা (রান্না) সরঞ্জমাদি ও বাবুর্চী উপস্থিত করেন।

---

৩৯. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড , পৃ. ৩৭২; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড , পৃ. ১১১

৪০. c‡ev³

৪১. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-১০

৪২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১০

৪৩. মূল 'আরবী,

و كان له قميص يلبسه ـ و قميص عند الخياط فاذا نزع الذى يلبسه ووهبه و غدوا الى الخياط ـ و جانوا بالقميص الاخر

দ্র. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

মুহাদ্দিছ সাহেবের সভায় যুবক ও বয়োজৈষ্ঠরা উপস্থিত হন। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন। ভোজসভায় এত লোকের উপস্থিতি দেখাদিল যে, শহরে কোন বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত বাকি ছিল না। বাবুর্চীরা কেউ গোশত ভোনা করতে লাগলো, কেউ রুটি তৈরী করতে লাগলো। এমনকি অতিথিদের তৃপ্তিসহকারে আপ্যায়ন করানোর জন্য শহরের যেখানে যত রুটি ও ভোনা গোশত পাওয়া গিয়েছিলো, সবই উট, খচ্চর ও গাধার পিঠে করে ভোজসভাস্থলে আনা হয়েছিলো। ইমাম সেগুলো দিয়ে মেহমানদের তৃপ্তিসহকারে আপ্যায়ন করান। এভাবে তিনি প্রায়শইভোজসভার আয়োজন করতেন। যার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল গরীব, ভুখা ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের আপ্যায়ন এবং সর্বশ্রেণীর লোকদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সমাবেশ।[৪৪]

সম্পদ সঞ্চয়ে তাঁর যথেষ্ট অনীহা ছিল। কোন সম্পদ বা বস্তু তার হস্তগত হলে, তিনি তা আহলুল-'ইলমদের নিকট বন্টন করে দেয়াকে শ্রেয় মনে করতেন। সাদাসিধে ও সহজ-সরল জীবন যাপন তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি ওযনের পরিমাপ জানতেন না। দশ ও বিশ-এর মধ্যে পার্থক্য করতে জানতেন না। কখনও এমন হতো যে, কেউ তার নিকট থেকে দশ টাকা ধার নিলে তিনি তা পাঁচ টাকা মনে করতেন।[৪৫]

তাক্বওয়া

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) অত্যন্ত তাক্বওয়াবান ছিলেন। যে কোন বিপদের সময় তিনি আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল ছিলেন। এ সম্পর্কে এক দিনের ঘটনা উল্লেখ্যযোগ্য। ঘটনাটি এই, মুহাম্মাদ ইব্ন হারূন আত্-ত্বারী বলেন, 'আমি অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইব্ন হারূন আত্-ত্বারী, মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আল-মারওয়াযী, মুহাম্মাদ ইব্ন আলাভীয়্যাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছ শ্রবণের জন্য মিসরে রবী' ইব্ন সুলাইমানের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট থেকে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর গ্রন্থের বর্ণনা শ্রবণ করছিলাম, এভাবে আমাদেও সেখানে তিন দিন তিন রাত অতিবাহিত হয়ে যায়। এ তিন দিন তিন রাত আমরা কেন খাদ্য গ্রহণ করিনি। আমাদের নিকট যে খাদ্য ছিল তা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। মুহাম্মাদ ইব্ন হারূন বলেন, 'আমি বললাম, আমরা একটি সমস্যায় পড়লাম। এ সমস্যার কথা কে বলবে ? আমাদের মধ্যে কেউ এ সমস্যার কথা বলতে পারলো না। অতপর আমরা বললাম, আমাদের মধ্যে খাদ্যের জন্য কারও দরজায় গিয়ে কড়াঘাত কে করবে ? মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর উপর এ কড়াঘাতের দায়িত্ব অর্পন করা হলো। তিনি বললেন, 'আমাকে দু'রাকা'আত নামায পড়ার সুযোগ দাও। অতপর তিনি সিজদার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি দরজায় কড়াঘাত করলো। আমাদের একজন দরজা খুলে দেখলো, মিসরের আমীর আহমাদ ইব্ন তুলূন-এর প্রতিনিধি আসছেন, যার সামনে ও পেছনে ছিল আলোকবর্তিকা। তিনি আমাদের নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন ও সালাম প্রদান করে বসে পড়লেন। তিনি তার হাতকে আস্তিনের ভেতর প্রবেশ করে, সেখান থেকে একটি থলে বের করলেন, অতপর বললেন, মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আল-মারওয়াযী কে ? আমরা বললাম, 'ইনি'! এরপর আগন্তুক তার থলে তাঁকে প্রদান করলেন, যাতে ছিল পঞ্চাশ দিনার। অতপর বললেন, 'আমীর আহমাদ ইব্ন তুলূন আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'এটি আপনি খরচ করবেন। এটি যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনাকে অনুরূপ দিনার পাঠাবেন।' অতপর আগন্তুক বললেন, 'মুহাম্মাদ ইব্ন আলাভীয়্যাহ্ আল-ভীযান কে ? আমরা বললাম, 'ইনি'! তাঁকেও অনুরূপ দিনার প্রদান করলেন।' অতপর বললেন, মুহাম্মাদ ইব্ন হারূন আত্-তাবারী কে ? আমি বললাম, 'আমি', অতপর তিনি আমাকেও অনুরূপ দিনার প্রদান করলেন। অতপর বললেন, 'মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ কে ?' আমরা বললাম, 'ঐ সিজদারত ব্যক্তি।' তারা বললো, 'আপনি তাঁকে সিজদাহ্ থেকে মাথা উঠানো পর্যন্ত অবকাশ দিন।' অতপর তাঁকেও অনুরূপ দিনার দিলেন।' আমরা আগন্তুক কে বললাম, 'আমরা এ দিনার ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না আপনি এর মূল রহস্য বর্ণনা করবেন।' আগন্তুক বললেন, 'আমীর আহমাদ ইব্ন তুলূন দিবসের মধ্যভাগে কায়লুলা অবস্থায় দেখলেন,

৪৪. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৪; wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮; mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ভুমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-১০

৪৫. পূর্বোক্ত

'ঘুমের মধ্যে তাঁকে বলা হলো, 'হে আহ্মাদ তুমি ইন্তিকাল করলে, যখন ঐ চারজন ব্যক্তি সম্পর্কে যারা তিন দিন ধরে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হলে, তুমি সে ব্যাপারে উত্তর প্রদানের দলীল তোমার জানা আছে কী ?' তিনি ঘুম থেকে উঠলেন ও চারটি থলে তৈরী করে তার উপর তোমাদের নাম লিখে, সেগুলো তোমাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।[৪৬]

শিক্ষকবৃন্দ

মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) হাদীছ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হাদীছ শিক্ষার জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহী ও নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছবিদগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে সে যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদগণের নিকট গমন করেন। তিনি যে সকল শায়খবৃন্দের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১. আহমাদ ইব্ন 'আবদির-রহমান ইব্ন ওহ্হাব ইব্ন মুসলিম আল-কুরশী আল-মিসরী (মৃত ২৬৪ হিজরী)।[৪৭]
২. আহ্মাদ ইব্নুল-আযহার আল-বালখী (মৃত ২৬৩ হিজরী)।[৪৮]

---

৪৬. ইব্নুল-জাওযী, Avj-gbZvhvg dx ZvwiqvwLj-gjyK Iqvj-Ôgvg (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./ ১৯৯২ খ্রি.), ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৪

৪৭. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'উবায়দুল্লাহ্। পিতার নাম 'আবদুর-রহমান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ 'উবায়দুল্লাহ্ আহমাদ ইব্ন 'আবদির-রহমান ইব্ন ওহ্হাব ইব্ন মুসলিম আল-কুরশী আল-মিসরী। তিনি বাহশাল নামে বেশী পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর চাচা ও দাদা থেকে অধিকাংশ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইমাম শাফি'ঈ, বিশ্র ইব্ন বকর আত্-তিনীসী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম, আবূ যুর'আহ্, আবূ হাতিম, ইব্ন খুযায়মাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্ববারী, আত্-ত্বহাভী,'আবদুর-রহমান ইব্ন আবী হাতিম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ সা'ঈদ ইব্ন ইউসূফ বলেন, أَبُوْ عُبَيْدُ الله لَا تَقُوْم حُجَّة -তিনি একজন ছিকাহ্ এবং সদূক রাভী ছিলেন। জীবনের শেষদিকে তাঁর স্মৃতিশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছিল। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) তাঁকে ছিকাহ্ বলে উল্লেখ করেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর জামি' গ্রন্থেও তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, 'তিনি একাদশ স্তরের সত্যবাদী রাভী ছিলেন। তিনি ২৬৪ হিজরী সনের রবি'উল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেছেন। ইব্ন ইউনূস বলেন, مَاتَ أَبُوْ أَحَمَد بن عَبْدِ الرَّحْمَن فِي رَبِيْع الأَخَر سَنَة أَرْبَع وَّسِتِّيْن ومِئَتَيْن-আবূ আহমাদ ইব্ন 'আবদির-রহমান ২৬৪ হিজরী সনের রবি'উল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ ÔAvjvwgb-bevjv, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩১৭-২৩; ZevKvZk-kvwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৬৯; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩-৫৪; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৭৮;ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, ZvnhxeZ-Zvnhxe (বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, ১ম সং, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, ZvKixeZ-Zvnhxe (দেওবন্দঃ মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮হি./১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ৮২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮

৪৮. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-আযহার। পিতার নাম আযহার। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আহমাদ ইব্ন আযহার ইব্ন মানী' ইব্ন সালীত ইব্ন ইব্রাহীম আল-'আবদী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ১৭০ সনের পর জন্মগ্রহল করেন। তিনি তাঁর যুগের খুরাসানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর, রওহা ইব্ন 'উবাদাহ, ই'আকূব ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ, আবদুর্-রাজ্জাক, আদাম ইব্ন আবী আয়্যাস, হায়সাম ইব্ন জামীল, আবূ 'আসিম আন্-নাবীল, মা'রুফ ইব্ন হাসান প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসা'ঈ, ইব্ন মাজাহ্, যুহলী, দারিমী, আবূ যুর'আহ্ আর্-রাযী, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্ববারী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্, ইব্রাহীম ইব্ন নাসর 'আম্বারী, আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুগল্লাস, আবূ হামিদ আশ্-শারকী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বলেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাঁকে ছিকাহ্ রাভীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, هَذَا رَسْم مُسْلِم فِي الثِّقَات । ইমাম নাসা'ঈ ও ইমাম দারেকুতনী বলেন, لَا بَأسَ بِه সালিহ জাযারাহ বলেন, তিনি সদূক বা সত্যবাদী রাভী ছিলেন। ইব্ন নাসির উদ্দীন বলেন, كَانَ حَافِظًا صَدُوْقًا مِنَ المَهَرَة । তিনি ২৬৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। আহমাদ ইব্ন সায়্যার ও শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, مَاتَ سَنَة إِحْدى وسِتِّيْن ومِائَتَيْن - তিনি ২৬১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তবে ২৬৩ সন অধিক নির্ভরযোগ্য।

৩. আহমাদ ইব্ন 'আবদাহ ইব্ন মূসা আদ্-দাব্বী আল-বাসরী (মৃত ২৪৫ হিজরী)।[৪৯]

৪. আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কাছীর ইব্ন যায়দ আদ্-দাওরাকী (মৃত ২৪৬ হিজরী)।[৫০]

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩০-৩১; wghvbj-BÕwZ'vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২১৩; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০২; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪-২৫; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj- nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৯-৩০; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, Avj-gMbx dx'-'ÔAvdvÔC (কাতাঁর: ইদারাতু ইখইয়ায়ু আত্-তুরাসিল-ইসলামী, তা.বি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪; আবূ হাতিম ইব্ন ইব্ন হিব্বান, wKZveQ-wQKvZ (হায়দারাবাদ: দাইরাতুল-'উছমানিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৩; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৪৯. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম 'আবদাহ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আহমাদ ইব্ন 'আবদাহ ইব্ন মূসা আদ্-দাব্বী আল-বাসরী। তিনি বসরার বিশিষ্ট 'আলিম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, 'আবদুল-ওয়াহিদ ইব্ন যিয়াদ, 'আবদুল-ওয়ারিস, আবূ 'আওয়ানাহ, ইয়াযীদ ইব্ন যুরা'ঈ, 'আব্বাদ ইব্ন 'ইবাদ, ফাযাইল ইব্ন 'আয়ায, ইব্ন 'উয়ায়নাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহর সকল মুহাদ্দিছ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া 'উছমান ইব্ন খুর্রাযায, ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া, যাকারিয়া আস্-সাজী, হাসান ইব্ন সুফইয়ান, ইব্ন নাজিয়া, আবূ যুর'আহ্, আবূ হাতিম, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল-ক্বাসিম আল-বাগাভী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) ও নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাঁকে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাভী হিসেবে অভিহিত করেন। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, 'তিনি দশম স্তরের বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) (মৃত ২৫৬ হিজরী) তাঁর আস্-সহীহ ছাড়া অপর গ্রন্থে তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, مَاتَ فِي رَمَضَان سَنَة خَمْس وَّأَرْبَعِيْن و مِأَتَيْن -তিনি ২৪৫ হিজরী সনের রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন। ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, مَاتَ فِي شَهر رَمَضَان ١٥ سَنَة خَمْس وَّأَرْبَعِيْن و مِأَتَيْن -তিনি ২৪৫ হিজরী সনের রমযান মাসের ১৫ তারীখ ইন্তিকাল করেছেন। সালাউদ্দীন খলীল আস্-সিফাদী (মৃত ৭৬৪ হিজরী) বলেন, تُوَقِّي فِي شَوَّال سَنَة خَمْس وَّأَرْبَعِيْن و مِأَتَيْن -তিনি ২৪৫ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; gxhvbj-BÕwZ'vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৫৯; Avj-gMbx dx'-'ÔAvdvÔC, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৪১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৪৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২০৫; wKZveQ-wQKvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪; wKZve Avj-IqvdxwEj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৫০. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ইব্রাহীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কাছীর ইব্ন যায়দ ইব্ন আফলাহা ইব্ন মানসূর ইব্ন মুযাহিম আদ্-দাওরাকী। তিনি হাফিয ই'য়াকূবের ভাই। তাঁর পিতা ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য রাভী। তিনি সে যুগের একজন 'ইবাদাতগুজার ব্যক্তি ছিলেন। তখন যারা এ ধরনের 'ইবাদাত গুজার ছিলেন তাদের দাওরাকী বলা হতো। আবুল-হুসাইন আল-বাগদাদী বলেন, كَانَ أَبُوْه نَاسِكًا فِي زَمَانِه، وَمَنْ كَانَ يَتَنَسَّك فِي ذَالِك الزَّمَان يُسَمَّى دَوْرَقيًا। আবার কেউ কেউ বলেন, سَنَة كَانَ النَّاسُ يَنْسِبُوْنَ الدَّوْرَقِيِّيْن إِلَى لِبَاسِهِم القَلَانِسَ الطِّوَال، الَّتِي تُسَمَّى الدَّوْرَقِيَّة -তখন যারা পোশাকের সাথে লম্বা টুপি ব্যবহার করতো, তাদেরকে দাওরাকী বলা হতো। তিনি ১৬৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুশায়ম ইব্ন বাশীর, ইয়াযীদ ইব্ন জুরা'ঈ, জারীর ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ হামিদ, হাফ্স ইব্ন গয়াস, ইব্ন 'আলাভিয়্যাহ্, ইব্ন ফুযাইল, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, ইব্রাহীম ইব্ন মুনযার আল-হিজামী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ, আবুল-ক্বাসিম আল-বাগাভী, ইব্ন সায়দ, বাক্বী ইব্ন মাখলাদ, মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাহিলী, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিয ও হাদীছ সংকলক। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, 'আমার পিতাকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি তাকে সদূক রাভী বলে অভিহিত করেন। সালিহ আল-জাখত্বীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিজরী) বলেন, 'তিনি ৮০ বছর বয়সে ২৪৬ হিজরী সনের শা'বান মাসে আসকার নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।' আবুল'আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আস্-সিরাজ বলেন, مَاتَ فِي شَعْبَان سَنَة سِت وَّأَرْبَعِيْن و مِأَتَيْن -তিনি ২৪৬ হিজরী সনের শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩০-৩১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৫; ZevKvZj nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫-৪৭; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩-৫৪; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, jeŸj-jeve dx Zvnixij-Avbmve (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১১ হি./ ১৯৯১ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৪৫; Avj-gbZvhvg,

৫. আহমাদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সালিম আল-আয্‌দী, আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ২৬৪ হিজরী)।[৫১]

৬. আহমাদ ইব্‌ন ই'সমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন নুবাই আস্‌-সাহমী (মৃত ২৫৯ হিজরী)[৫২]

৭. আহমাদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন যিয়াদ আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ২৪৫ হিজরী)[৫৩]

প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৪১; Avj-Rvin IqvZ-Zvô'xj, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৫১. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম ইউসুফ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-হাসান আহমাদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন যাভিয়্যাহ্‌ আল-আয্‌দী আল-মুহাল্লাবী আন্‌-নায়সাপূরী। তিনি হামদান আস্‌-সুলামী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নায়সাপুরের বিশিষ্ট হাদীছের হাফিয ছিলেন এবং তিনি মুহাদ্দিছে নায়সাপুর হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ইমাম যাহাবী (মৃত ৭৪৮) বলেন, তিনি তাঁর যুগে খুরাসানের মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি কূফা, বসরা, হিজাজ, ইয়ামান, শাম ও জাযিরা সহ অসংখ্য শহর প্রদক্ষিণ করে, তথাকার খ্যাতনামা মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি জারূদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, হাফ্‌স ইব্‌ন 'আবদির-রহমান, হাফ্‌স ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌, হাশিম ইব্‌ন ক্বাসিম কায়সার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উবায়দ আত্‌-তানাফিসী, মূসা ইব্‌ন দাউদ, 'আবদুর্‌-রাজ্জাক প্রমুখ মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মাজাহ্‌, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবি ত্বলিব, ইব্‌ন খুযাযমাহ্‌, আবূ হামিদ ইব্‌ন আশ্‌-শারকী, আবূ বকর ইব্‌ন যিয়াদ, আবূ হামিদ ইব্‌ন বিলাল, মাক্কী ইব্‌ন আবদান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসায়ন আল-কাত্তান প্রমুখ। অধিকাংশ মুহাদ্দিছ তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইমাম হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, أَحَدُ أَئِمَّةَ الحَدِيْث، كَثِيْرة الرِّحِلَة، وَاسِع الفَهْم -তিনি একজন হাদীছের ইমাম, অধিক ভ্রমণকারী ও বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইমাম মুসলিম (মৃত ২৬১ হিজরী) এবং দারে-কুত্‌নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী), তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাভী বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তাঁর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নাই। ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (মৃত ৮৫২ হিজরী) তাঁকে একাদশ স্তরের রাভী ও হাফিয বলে অভিহিত করেন। তিনি ২৬৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৪-৮৮; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৫-৬৬; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৭৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮; Avj-Rvin IqvZ-Zvô'xj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৫২. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ হুযাফাহ। পিতার নাম ইসমা'ঈল। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আহমাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন নুবাই আস্‌-সাহমী আল-কুরাশী আল-মাদানী। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মালিক ইব্‌ন আনাস, 'আবদুর-রহমান ইব্‌ন আবীয্‌-যিনাদ, মুসলিম ইব্‌ন খালিদ আয্‌-যানজী, 'আবদুল-'আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ আদ্‌-দারাওয়ার্দী, হাতিম ইব্‌ন ইসমা'ঈল প্রমুখ মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইব্‌ন মাজাহ্‌, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আস-সা'ঈদ, 'আবদুল-ওহ্‌হাব ইব্‌ন আবী 'ইসমাহ, ইসমা'ঈল ইব্‌নুল-'আব্বাস আল-ওর্‌রাক, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ আল-মাহামিলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাখলাদ প্রমুখ। ইমাম দারে-কুত্‌নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) বলেন, هُو قَوِي السَّمَاع عَنْ مَالِك -তিনি ইমাম মালিক থেকে অধিক হাদীছ শ্রবণকারী ছিলেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন যে, তিনি একজন দুর্বল রাভী ছিলেন। খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন, لَمْ يَكُنْ مِمَّن يَتَعَمَّد البَاطِل -তিনি বাতিল চিন্তার অধিকারী ছিলেন না। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, مَتْرُوْك الحَدِيْث - তাঁর হাদীছ পরিত্যাজ্য। তিনি ২৫৯ হিজরী সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, مَاتَ يَوْمَ عِيْدِ الفِطْر سَنَة تِسْع وَّخَمْسِيْنَ وَمِائَتَيْن -তিনি ২৫৯ হিজরী সনের 'ঈদুল-ফিতরের দিন ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৪-২৭; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬২

৫৩. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম নাসর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ আহমাদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন যিয়াদ আন্‌-নায়সাপূরী। তিনি 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইর, নদর ইব্‌ন শুমাইল, ইব্‌ন আবী ফুদাইক, আবূ উসামাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ নু'আইম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, সালামাহ ইব্‌ন শাবীব, আবূ 'আরূবাহ আল-হার্‌রানী প্রমুখ। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, كَانَ فَقِيْه أَهْل الحَدِيْث فِي عَصْره، كَثِيْر الرِّحْلَة وَالحَدِيْث-তিনি স্বীয় যুগের হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত ও হাদীছ অন্বেষণে অধিক ভ্রমণকারী। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, تُوَفِّي فِي سَنَة خَمْسٍ وَّأَرْبَعِيْن ومِائَتَيْن - তিনি ২৪৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৩৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০-৪১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৮০; ইব্‌নুল-জাযরী আদ্‌-দিমাশকী, MqvZb-wbnvqv dx ZevKwZj-Kiiv (বৈরূত: দারুল-

৮. আহ্মাদ ইব্ন মানী‘ঈ ইব্ন ‘আবদির-রহমান আল-বাগাভী (মৃত ২৪৪ হিজরী)।[৫৪]

৯. আহমাদ ইব্নুল-মিকদাম ইব্ন সুলাইমান ইব্ন আশ‘আস আল-বাসরী (মৃত ২৫৩ হিজরী)[৫৫]

১০. আহমাদ ইব্ন শাইবান ইব্নুল-ওয়ালিদ ইব্ন হায়্যান (মৃত ২৬৮ হিজরী)[৫৬]

১১. আহমাদ ইব্ন সায়্যার ইব্ন আয়্যূব আল-মারওয়াযী (মৃত ২৬৮ হিজরী)[৫৭]

কুতুবিল-‘ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৬ খ্রি.),১ম খণ্ড, পৃ. ১৩২; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২-২৩; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪১; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬-০৭

৫৪. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ জা‘ফর। পিতার নাম মানী‘ঈ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আহ্মাদ ইব্ন মানী‘ঈ ইব্ন ‘আবদির-রহমান আল-বাগাভী আল-বাগদাদী। তিনি ১৬০ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ নদর হাশিম ইব্ন ক্বাসিম, আবূ দাউদ আত্-ত্বয়ালিসী, ‘আবদুল মজীদ ইব্ন আবূ রুয়াদ, আবূ নাসর ইসহাক দারাদিসী, যায়দ ইব্ন হাব্বাব, সা‘ঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম, ‘আবদুর-রাজ্জাক প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম ইব্ন মাজাহ্, ইব্ন শুরাইহ্ ফকীহ্, ইব্ন আবূ হাতিম, আবূ ‘আওয়ানাহ্, সার্‌রাজ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, أَنَا مِنْ نَحْوِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً أَخْتِم الْقُرْآن فِي كُلِّ ثَلاث -আমি প্রায় ৪০ বছর ধরে প্রতি তিন দিনে এক খতম কুর’আন তিলাওয়াত করি। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে শাওয়াল মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। সালাউদ্দীন খলীল আস্-সিফাদী تُوَفِّي فِي شَوَّال سَنَة أَرْبَع وَّأَرْبَعِيْنَ مِائَتَيْن -তিনি ২৪৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩-৮৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮১-৮২; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭-০৮; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৭-৩৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪-২৫; MqvZb-wbnvqv dx ZevKvZj-Kiiv,প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭; Avi-wimvjvZ Avj-gmZvZwidvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬০-৬১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩২৪; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩-৮৫; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৫৫. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-আশ‘আস। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-আশ‘আস আহমাদ ইব্নুল-মিক্বদাম ইব্ন সুলাইমান ইব্ন আশ‘আস আল-‘ইজলী আল-বাসরী। তিনি হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, হাযম ইব্ন আবী হাযম, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা‘ফর আল-মাদীনী, ইয়াযীদ ইব্ন যুরা‘ঈ, খলিদ ইব্নুল-হারিছ, ফুযাইল ইব্ন ‘ইয়াদ, ‘আছ্‌ছাম ইব্ন ‘আলী, মু‘তামির ইব্ন সুলাইমান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ’, ইব্ন মাজাহ্, ইব্ন খুযায়মাহ্, বাগাভী, ইব্ন আবী দাউদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা‘ঈদ, ‘আলী ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন মুবাশ্‌শার, আহমাদ ইব্ন ‘আলী আজ্-জাওযাজানী, কাযী আবূ ‘আবদিল্লাহ্ আল-মাহামিলী, হুসাইন ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্ত্বান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ’ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইব্ন খুযায়মাহ্ (মৃত ৩১১ হিজরী) বলেন, كَانَ صَاحِبَ حَدِيْث আবূ হাতিম (মৃত ২৬৭ হিজরী) বলেন, তিনি সদূক রাভী ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,مَاتَ فِي صفر سَنَة ثَلاث وَّخَمْسِيْن ومِائَتَيْن - তিনি ২৫০ হিজরী সনে সফর মাসে ইন্তিকাল করেছেন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত হিজরী) বলেন, مَاتَ فِي مُحَرَّم سَنَة ثَلاث وَّخَمْسِيْن ومِائَتَيْن- তিনি ২৫৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqviæ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১৯-২১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৩-১৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২-০৩; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪; আল-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৬৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৪০; Avj-gMbx dx‘-‘ÔAvdvÕC, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫

৫৬. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ ‘আবদিল-মু’মিন। পিতার নাম শাইবান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল-মু’মিন আহমাদ ইব্ন শাইবান ইব্নুল-ওয়ালিদ ইব্ন হায়্যান আর্-রমলী। তিনি সুফইয়ান ইব্ন ‘উয়ায়নাহ, ‘আবদুল-মাজীদ ইব্ন রওওয়াদ, ‘আবদুল-মালিক আল-জুদ্দী, মু’আম্মাল ইব্ন ইসমা‘ঈল প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইউসূফ ইব্ন মূসা আল-মারূযী, আবুল-‘আব্বাস আল-আসাম্ম, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা‘ঈদ, ইব্ন খুযায়মাহ্, ‘উছমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আস্-সামারকান্দী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ ‘আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, তিনি একজন ক্রটিযুক্ত রাভী। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন مَاتَ فِي صفر سَنَة ثَمَانِ وَّسِتِّيْن ومِائَتَيْن-তিনি ২৬৮ হিজরী সনের সফর মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৬; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৮০; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯০; Avj-gMbx dx‘-‘ÔAvdvÕC, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১

১২. আহমাদ ইব্ন সিনান ইব্ন আসাদ ইব্ন হিব্বান আল-কাত্তান আল-ওয়াসিতী (মৃত ২৫৬ হিজরী)।[৫৮]

১৩. আহমাদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন সখর ইব্ন সুলায়মান আদ্-দারিমী আস্-সারাখসী (মৃত ২৫৩ হিজরী)।[৫৯]

---

৫৭. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম সায়্যার। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান আহমাদ ইবন সায়্যার ইব্ন আয়্যুব ইব্ন 'আবদির্-রহমান আল-মারওয়াযী। তিনি 'আবদান ইব্ন 'উছমান, 'আফ্ফান ইব্ন মুসলিম, সুলাইমান ইব্ন হারব, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর, মুহাম্মাদ ইবন কাছীর, ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াই, সফওয়ান ইব্ন সালিহ্ আদ্-দিমাশকী সহ হিজাজ,'ইরাক, শাম, মিসরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসাঈ, ইব্ন খুযায়মাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন আল-মারওয়াযী, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আকীল আল-বালখী, আবুল-'আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইব্ন মাহবূব, হাজিব ইব্ন আহমাদ আত্-তূসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) ও ইমাম দারেকুতনী বলেন তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তাঁর হাদীছ গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। ইব্ন আবী দাউদ বলেন, كَانَ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيْث - তিনি হাদীছের হাফিযদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। 'আবদুল-হাদী আদ্-দিমাশকী (মৃত ৭৪৪ হিজরী) বলেন, تُوَفِّي فِي رَبِيْع الأخِر سَنَة ثَمَانِ وَّسِتِّيْن ومِائَتَيْن - তিনি ২৬৮ হিজরী সনের রবী'উল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০।

দ্র. wmqvi‡æ Av‡jvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬০৯-১১; ZvhwKivZj-û¨dd¨vh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৯-৬০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৮০; ZevKvZ ‡Dj¨vgv‡Bj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯-৫০; ZevKvZj-û¨dd¨vh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭-৪৮; Avj-‡Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; ZevKvZk-kwd‡BqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯০; wgi‡AvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৫৬

৫৮. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ জাফর। পিতার নাম সিনান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন সিনান ইব্ন আসাদ ইব্ন হিব্বান আল-কাত্তান আল-ওয়াসিতী। তিনি ১৭০ হিজরী সনের কিছু পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ আহমাদ আয্-যুবায়র, আবূ উসামাহ্, আবূ মু'আবিয়া আয্-যারীর, ওয়াকি' ইব্নুল-জাররাহ, 'আবদুর-রহমান ইব্ন মাহ্দী, ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, আশ্-শাফি'ঈ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ্, ইব্ন খুযায়মাহ্, ইব্ন আবূ হাতিম প্রমুখ। আবূ হাতিম আর-রাযী (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, هُوَ إِمَامُ أَهْلُ زَمَانِهِ -'তিনি স্বীয় যুগের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন'। নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন 'তিনি বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন'। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, 'তিনি একাদশ স্তরের নির্ভরযোগ্য রাভী ও হাফিয ছিলেন'। তিনি ২৫৬ মতান্তরে ২৫৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানীর (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) মতে ২৫৯ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী বলেন, তিনি ২৫৬/২৫৮ / ২৫৯ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। আবুল ক্বাসিম ইব্ন 'আসাকির বলেন, تُوَفِّي أَحْمَد بن سِنَان سَنَة سِت وَّخَمْسِيْنَ ومِائَتَيْن - তিনি ২৫৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi‡æ Av‡jvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৪৪-৪৬; ZvhwKivZj-û¨dd¨vh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২১; ZevKvZ ‡Dj¨vgv‡Bj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭-৯৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪২; Avj-Rvin IqvZ-Zv‡'xj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩; ZevKvZj-û¨dd¨vh, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩১-৩২; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭; Avj-‡Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০; ZevKvZk-kwd‡BqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯

৫৯. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম সা'ঈদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন সখর ইব্ন সুলাইমান আদ্-দারিমী আস্-সারাখসী। তিনি ১৮০ হিজরী সনের পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারাখস-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি সারাখসের কাযীর দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি নায়সাপুরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি আন্-নযর ইব্ন শুমাইল, জা'ফর ইব্ন 'আওন, 'আবদুস্-সামাদ ইব্ন 'আবদিল-ওয়ারিস, আহমাদ ইব্ন ইসহাক আল-হাদরামী, হিব্বান ইব্ন হিলাল, 'আলী ইব্নুল-হুসাইন আল-মারওয়াযী, 'উছমান ইব্ন 'উমার, আবূ 'আসিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসাঈ ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সকল মুহাদ্দিছ, এছাড়া আহমাদ ইব্ন সালামাহ্, 'আবদুল-ওয়াহিদ ইব্ন হানী, আবুল-'আব্বাস আস্-সিরাহ, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ছিকাহ্ রাভী, ইতিহাস, ও রিজাল শাস্ত্রের 'আলিম ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,.الدَّارِمِيُّ الإِمَامُ العَلاَّمَةُ اَلفَقِيْهُ اَلحَافظُ الثَّبْتُ -'দারিমী ছিলেন ইমাম, জ্ঞানী, ফকীহ্, হাফিয ও সুদৃঢ় রাভী'। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (মৃত ২৪১ হিজরী) বলেন, مَا قَدِمَ عَلَيْنَا خُرَاسَانِيُّ أَفْقَهُ بَدَنًا مِنْ أَحْمَدُ بنُ سَعِيْد اَلدَّارِمِي. -আহমাদ ইব্ন সা'ঈদ আদ্-দারিমী মত কোন খুরাসানী পণ্ডিত আমাদের নিকট আগমন করে নি। ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, .كَانَ ثِقَةٌ ثَبْتًا صَاحِبُ حَدِيْث -'তিনি ছিলেন সুদক্ষ, নির্ভরযোগ্য রাভী এবং হাদীছ প্রণয়নকারী'। ইব্ন

১৪. আহমাদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আর্-রিবাতী আল-মারওয়াযী আল-আশকার (মৃত ২৪৬ হিজরী)।[৬০]

১৫. আহমাদ ইব্‌ন খলীল আল-বাগদাদী (মৃত ২৪৮ হিজরী)।[৬১]

১৬. আহমাদ ইব্‌নুল-হাসান ইব্‌ন জুনায়দিব আত্-তিরমিযী আর্-রহ্‌হাল (মৃত ২৫০ হিজরী)।[৬২]

হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, 'তিনি একাদশ স্তরের বিশ্বস্ত রাভী ও হাফিয ছিলেন'। খলীল আস্-সিফাদী (মৃত ৭৬৪ হিজরী) বলেন, تُوُفِّي سَنَةَ ثَلَاث وخَمْسِيْنَ وَمِائَتَيْن - তিনি ২৫৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡æ Av©jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৩৩-৩৪; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv`xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪১; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৫; Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ`xj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩; ZvixL evM`v`, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৬-৬৯; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪-৪৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪০

৬০. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম সা'ঈদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আহমাদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আর্-রিবাতী আল-মারওয়াযী আল-আশকারখ। তিনি নায়সাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওয়াকি', 'আবদুর্-রায্‌যাক, ওহ্‌হাব ইব্‌ন জারীর, সা'ঈদ ইব্‌ন 'আমির আয্-যাব'ঈ, ইসহাক আস্-সুলুভী, আবূ আহমাদ আয্-যুবায়রী, আবূ দাউদ আত্-তৃয়ালিসী, ইউনুস ইব্‌ন আল-মুআ'দ্দাব থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ হাদীছ প্রমুখ। খলীল বলেন, كَانَ حَافِظًا مُتْقِنًا. - 'তিনি ছিলেন হাফিয ও মুতকিন।' শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, الرِّبَاطِيُّ الإِمَامُ الحَافِظُ الْحُجَّةُ، أَمِيْرُ الرِّبَاطِ،نَزِيْلُ نَيْسَابُوْر. - 'তিনি রিবাতে অবস্থানকারী, ইমাম, হাফিয, হুজ্জাহ্, রিবাতের শাসক ও নায়সাপূরে বাসবাসকারী ছিলেন'। ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, 'তিনি একাদশ স্তরের বিশ্বস্ত রাভী ও হাফিয ছিলেন'। খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন, كَانَ ثِقَةَ فهمًا فضِلًا عَالِمًا তিনি ২৪৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। শমিসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন, تُوُفِّي الرِّبَاطِي سَنَةَ خَمْس وَّأَرْبَعِيْن ومِائَتَيْن -আর্-রিবাত্বী ২৪৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। 'আবদুল হাদী আদ্-দিমাশকী (মৃত ৭৪৪ হিজরী) বলেন, مَاتَ سَنَةَ ثَلَاث وَّأَرْبَعِيْن و مِائَتَيْن - তিনি ২৪৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡æ Av©jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৯; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv`xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০-২১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪০; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১-০২; ZvixL evM`v`, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৫; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২; ZeKvZj ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত,২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৮-৩৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫-৪৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬

৬১. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আলী। পিতার নাম খলীল। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন খলীল আল-বাগদাদী। তিনি নায়সাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি 'আলী ইব্‌ন 'আসিম, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, রওহ ইব্‌ন 'উবাদাহ্, আবূ নযর আল-কুব্বানী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসাঈ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্, ই'আকূব ইব্‌ন সুফ্‌ইয়ান, ক্বাসিম ইব্‌ন আসবাগ, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, হুসাইন আল-কুব্বানী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। ইমাম নাসাঈ, আবূ ইয়াহ্‌ইয়া আল-খফ্‌ফাফ ও হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, 'তিনি ছিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন।' ইমাম দারেকুত্‌নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) বলেন, 'তিনি প্রবীণ রাভীগণের মধ্যে একজন। তাঁর থেকে বাগদাদের কেউ হাদীছ বর্ণনা করেন নি। তিনি খুরাসানে অবস্থানের কারণে, সেখানকার মুহাদ্দিছগণ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।' ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাঁকে ছিকাহ্ রাভীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।' আল-কুব্বানী বলেন, مَاتَ لثلاث بقين من ربيع الأول -'তিনি ২৪৮ হিজরী সনের রবি'উল-আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেছেন। ইমাম দারেকুত্‌নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) বলেন, قديم لم يحدث عنه من البغداديين احد، وإنما حديثه بخرسان فلعله سكن خراسان -'তিনি প্রবীন রাভীগণের একজন। যার থেকে বাগদাদের কেউ হাদীছ বর্ণনা করেনি। তিনি ছিলেন খুরাসানের অধিবাসী হওয়ার কারণ খুরাসানের অধিবাসীরা তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।'

দ্র. wmqvi‡æ Av©jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৩১-৩২; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১; gxhvbj-B©wZ`vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩২; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১৭. আহমাদ ইব্ন হাফস ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন রশীদ (মৃত ২৫৮ হিজরী)।[৬৩]

১৮. 'আমর ইব্ন 'আলী ইব্ন বাহর ইব্ন কানিয আল-বাহিলী (মৃত ২৪৯ হিজরী)।[৬৪]

---

৬২. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম হাসান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান আহমাদ ইব্ন হাসান ইব্ন জুনায়দিব আত্-তিরমিযী আর্-রহ্হাল। তিনি শাম, মিসর, 'ইরাক, হিজাজ সহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে তথাকার মুহাদ্দিছগণের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ই'আলা ইব্ন 'উবায়দ, আবূ নযর, হাজ্জাজ ইব্ন নুসাইর, কা'নাবী, আবূ 'আসিম, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা, সা'ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, তিরমিযী, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ হাতিম, আবূ যুর'আহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, تَفَقَّه بِأَحْمَد بن حَنْبَل، كَانَ بَصِيْرًا بِالْعِلَلِ وَالرِّجَال। ইব্ন খুযায়মাহ্ (মৃত ৩১১ হিজরী) বলেন,كَانَ اَحَدُ أَوْعِيَةِ الحديث 'তিনি ছিলেন হাদীছের নিরাপদ আশ্রয় স্থান।' আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) তাঁকে সদূক রাবী বলেছেন। ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাঁকে ছিকাহ্ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, تُوَفِّي سَنَة بِضْع خَمْس وَّأَرْبَعِيْن ومِئَتَيْن -তিনি ২৪৫ হিজরী সনের কিছু পর ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi‡æ Avȏjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫৬-৫৭; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত,২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৬; ZvevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৩৮; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯৭; ZevKvZ ȎDjvgvȎBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-৪০; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৯; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৬; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৬৩. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আলী। পিতার নাম হাফ্স। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আলী আহমাদ ইব্ন হাফস ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন রশীদ আস্-সুলামী আন্-নায়সাপূরী। তিনি তাঁর পিতা, আবূ 'আমর, হুসাইন ইব্ন ওয়ালীদ আল-কুরাশী, জারূদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-'আমেরী 'আবদান প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, আবূ হাতিম, আবূ 'আওয়ানাহ্, আবূ হামিদ ইবনুশ্-শারকী, আবূ হামিদ ইব্ন বিলাল আল-বায্যার, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন,لَا بَأْسَ بِهِ، صَدُوْقٌ، قَلِيْلُ الحديث 'তিনি সদূক ও অল্পসংখ্যক হাদীছ বর্ণনা কারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর হাদীছ গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। আবূ 'আমর আল-মুস্তামলী বলেন, তিনি হাদীছের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতকে প্রাচুর্যময় করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, تُوَفِّي فِي الْمُحَرَّم سَنَة ثَمَانٍ وَّخَمْسِيْنَ وَمِئَتَيْن -তিনি ২৫৮ হিজরী সনের মুহার্রাম মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡æ Avȏjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৩-৮৪; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৩; Avj-ȎBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০; Avj-Rvin IqvZ-Zvȏ'xj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮-৩৯; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৬৪. তাঁর প্রকৃত নাম 'আমর। উপনাম আবূ হাফস। পিতার নাম 'আলী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ হাফস 'আমর ইব্ন 'আলী ইব্ন বাহর ইব্ন কানিয আল-বাহিলী আল-বাসরী আস-সায়রাফী আল-ফাল্লাস। তিনি ১৬০ হিজরী সনের কিছু পরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্ন আয্-যুরা'ঈ, 'আবদুল-'আযীয ইব্ন 'আবদিস্-সামাদ আল-'আম্মী, খালীদ ইব্ন হারিছ, ইব্ন গুনদার, সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নাহ্, 'আসীম ইব্ন হিলাল, 'আমর ইব্ন 'আলী আল-মুকদ্দামী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদ্রীস, মু'আয ইব্ন মু'আয, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে সিহাহ সিত্তার সকল রাবী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবূ যুর'আহ্, আবূ হাতিম, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ, হাসান ইব্ন সুফইয়ান, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মান্দার, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, 'তিনি বসরার একজন বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন। হাজ্জাজ ইব্ন শাইর বলেন, 'আমি তাঁর কিতাব থেকে অথবা তাঁর স্মৃতিস্থিত হাদীছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করতাম। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তিনি হাদীছের হাফিয ও বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন।' হাফিয ইব্ন 'আশকার বলেন, আমি আবূ হাফস ফাল্লাসের ন্যায় এমন কাউকে দেখিনি, যিনি সবকিছুকে উপস্থাপন করতে পারেন। তিনি নিজেই বলেন, 'আমি দার্শনিক ছিলাম না, তবে তিনি একাধিকবার ইস্পাহানে গমন করেছেন এবং সেখানে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।'

দ্র. wmqvi‡æ Avȏjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৭০-৭২; আল-মুনতাযাম, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২; Avj-ȎBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭-৫৮; Avj-Rvin IqvZ-Zvȏ'xj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭-৮৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬-৮৮; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৮; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪

১৯. ‘আলী ইব্নুল-হাসান ইব্ন মূসা আল-হিলালী আদ্-দারাবিজিরদী (মৃত ২৬৭ হিজরী)।[৬৫]

২০. ‘আলী ইব্ন হুজ্‌র ইব্ন ইয়াস ইব্ন মুকাতিল ইব্ন মুখাদিস ইব্ন মুশামরিহ্ আস্-সা‘দী (মৃত ২৪৪ হিজরী)।[৬৬]

২১. ‘আব্বাস ইব্ন ‘আবদিল-‘আযীম ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-‘আম্বারী আল-বাসরী (মৃত ২৪৬ হিজরী)।[৬৭]

---

৬৫. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আলী। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্। পিতার নাম হাসান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ ‘আলী ইব্ন হাসান ইব্ন আবী ‘ঈসা মূসা ইব্ন মায়সারাহ্ আল-হিলালী আল-খুরাসানী আদ-দারাবিজিরদী।তিনি হাদীছ শ্রবণের জন্য হিজাজ, ইয়ামান, ‘ইরাক, খুরাসান সহ প্রভৃতি শহরে প্রদক্ষিণ করেন। তিনি ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-মুকরী, ‘আলী ইব্ন হাসান ইব্নুশ্-শাকীক, হিব্বান ইব্ন হিলাল, ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা, আবূ না‘ঈম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, আবূ যুর‘আহ্, আবূ হাতিম, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ হামিদ আশ্-শারকী, ইব্রাহীম ইব্ন আবী তৃলিব প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, তিনি ছিকাহ্ রাভী ছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদিল-ওহ্হাব আল-ফাররাহ্ বলেন, তিনি আমার নিকট একজন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী রাভী ছিলেন। মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ (মৃত ২৬১ হিজরী) বলেন, الطيب ابن الطيب-তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রান্ত পুত্র ছিলেন। আবূ ‘আমর আল-মুসতামলী বলেন, عِنْدِي ثِقَةٌ صَدُوْقٌ - তিনি আমার নিকট একজন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী রাভী।

দ্র. wmqviæ Avô jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫২৬-২৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৯-৩০; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৪-৩৫; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৪-৬৫; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

৬৬. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আলী। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নামা হুজর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-হাসান ‘আলী ইব্ন হুজ্‌র ইব্ন ইয়াস ইব্ন মুকাতিল ইব্ন মুখাদিস ইব্ন মুশামরিহ্ ইব্ন খালীদ আস্-সা‘দী আল-মারওয়াযী। তিনি ১৫৪ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জন করার জন্য বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেন। তিনি ইসমা‘ঈল ইব্ন জা‘ফর, ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ‘আমর, ইব্নুল মুবারক, ইসমা‘ঈল ইব্ন ‘আয়াশ, হিক্‌ল ইব্ন যিয়াদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হামযাহ্, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা‘ফর আল-মাদীনী, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, ‘ঈসা ইব্ন ইউনুস প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ ‘আমর আল-মুস্তামলী, আহমাদ ইব্ন ‘আলী আল-‘আব্বার, হাসান ইব্ন সুফইয়ান, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আলী ইব্ন হাকীম, ইব্রাহীম ইব্ন ইসমা‘ঈল আত্-তুশী, ‘আবদান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী, আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আলী ইব্ন হামযাহ্ বলেন, ‘তিনি বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। জ্ঞানার্জনের জন্য মারভে গমন করেন। তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিয।’ আবূ বকর খত্বীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিজরী) বলেন, كَانَ صدوقا، مُتْقِنًا خافظا، أشهر حديثة بمرو-‘তাঁর হাদীছ মারভে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিয, বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য রাভী।’ ইমাম নাসাঈ তাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাভী হিসাবে অভিহিত করেছেন।’

দ্র. wmqviæ Avô jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫০৭-১২; আল-মুনতাযাম, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩২৫-২৬; ZevKvZ ôDjvgvô j-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭-০৮; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪১৬; Avj-ôBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৪৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯; Avj-Rvin IqvZ-Zvô‘xj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৩; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫০; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০; ইব্ন ‘আসাকির, Avj-gôRvgj-gkZvgvj (দামিশক: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৮৮-৮৯; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৯-৬০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

৬৭. তাঁর প্রকৃত নাম আল-‘আব্বাস। উপনাম আবুল-ফযল। পিতার নাম ‘আবদুল-‘আযীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফযল আল-‘আব্বাস ইব্ন ‘আবদুল-‘আযীম ইব্ন ইসমা‘ঈল ইব্ন তাঁরবাহ্ আল-‘আনবারী আল-বাসরী। তিনি ‘আবদুর-রহমান ইব্ন মাহদী, ইয়াহইয়া ইব্ন সা‘ঈদ আল-কাত্তান, সা‘ঈদ ইব্ন ‘আমির আদ্-দাব‘ঈ, আবূ দাউদ আত্-তৃয়ালিসী, মু‘আয ইব্ন হিশাম, ‘আবদুর-রহমান ইব্ন মাহদী,‘উমার ইব্ন ইউনূস, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, আন্-নযর ইব্ন মুহাম্মাদ, ‘আবদুর্-রায্‌যাক, আবূ ‘আসিম আন্-নাবীল প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ’-এর সকল ইমাম হাদীছ বর্ণনা করেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী (র.) তাঁর ‘তা‘লীক’ গ্রন্থে হাফিয আম্বারী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। এ ছাড়া আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ‘আমর ইব্ন আবী ‘আসিম আন্-নাবীল, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানী, আল-আসরাম, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-বুসতী, বাক্বী ইব্ন মাখলাদ, হুসায়ন ইব্ন ইসহাক আত্-তুসতাঁরী, যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহইয়া আস্-সাজী, সাহল ইব্ন মূসা ইব্ন শীরান, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বাল,‘আবদান ইব্ন আহমাদ আল-আহওয়াযী, ‘উমার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন বুজায়র, আবূ হাতিম আর্-রাযী, ইব্ন খুযায়মাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ আল-হাযরামী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) তাঁকে ‘সদূক’ রাভী বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাঁকে ‘ছিকাহ ’ ও ‘মামূন’ বলেছেন। ইব্ন

২২. ‘আব্বাদ ইব্‌ন ই‘আকূব আর্‌-রওয়াজিনী আল-আসাদী আল-কূফী (মৃত ২৫০ হিজরী)[৬৮]

২৩. ‘আব্বাস ইব্‌নুল-ফারাজ আর্‌-রিয়াশী আল-বাসরী আন্‌-নাহ্‌ভী (মৃত ২৫৭ হিজরী)।[৬৯]

২৪. ‘আব্বাস ইব্‌ন ‘আবদিল-‘আযীম ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল-বাসরী (মৃত ২৪৬ হিজরী)[৭০]

হাজার আল-‘আসকালানী (র.) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, তিনি একাদশ স্তরের বয়োজ্যেষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য রাবী ও হাফিয ছিলেন।তিনি ২৪৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-Rvin lqvZ-Zv‡`xj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৬; ZevKvZj-ûddvh,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২-৩৩; ZvixL evM`v`, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩৭; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১১; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭১; wmqvi æ Av‡jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০২-০৩; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৪; Avj-‡Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৫

৬৮. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আব্বাদ। উপনাম আবূ সা‘ঈদ। পিতার নাম ই‘আকূব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা‘ঈদ ‘আব্বাদ ইব্‌ন ই‘আকূব আর-রাওয়াজিনী আল-আসাদী আল-কূফী। তিনি ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘আবদিল কুদ্দুস, ইসমা‘ঈল ইব্‌ন ‘আইয়্যাশ, হুসাইন ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ‘আলী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ্‌, আবূ হাতিম, আবূ বকর আল-বায্‌যায, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন আবী দাউদ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, كَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ يَقُوْلُ : حَدَّثَنَا الثِّقَةُ فِيْ رِوَايَتِهِ-‘ইমাম খুযায়মাহ্‌ ‘আব্বাদ ইব্‌ন ই‘য়াকূবের হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন যে, আমাদেরকে বিশ্বস্ত রাবী বর্ণনা করেছেন।’ আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী)বলেন, شَيْخٌ، ثِقَةٌ-‘তিনি ছিলেন হাদীছ বিশারদ ও নির্ভরযোগ্য রাবী।’

দ্র. wmqvi æ Av‡jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৩৬-৩৮; Avj-‡Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৫৯; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯; gxhvbj B`wZ`vj, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ডপৃ. ৪৪-৪৫; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৮-৯৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১; Avj-we`vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, ৪৭৯; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

৬৯. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আব্বাস। উপনাম আবুল-ফযল। পিতার নাম ফারাজ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফযল ‘আব্বাস ইব্‌নুল-ফারাজ আর্‌-রিয়াশী আল-বাসরী আন্‌-নাহ্‌ভী। তিনি ১৮০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ‘উবায়দাহ্‌ মা‘মার ইব্‌ন মুছান্না, আবূ দাউদ আত্‌-ত্বয়ালিসী, আবূ ‘আসিম আন্‌-নাবীল, আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ আয্‌-যুবায়রী, আহমাদ ইব্‌ন খালিদ আল-ওহাবী, ‘উমার ইব্‌ন ইউনূস আল-ইয়ামামী, মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ওহাব ইব্‌ন জারীর প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ হাতিম, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, মূসা ইব্‌ন ইসহাক, ই‘আকূব ইব্‌ন সুফইয়ান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-হাযরামী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্‌-ত্বাবারী প্রমুখ। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, كَانَ مِنْ بُحُوْرِ الْعِلْمِ -তিনি জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী), ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), আল-হাযরামী ও ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাঁকে বিশ্বস্ত রাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইব্‌ন হিব্বান আরো বলেন, كَانَ رَاوِيًا لِلْأَصْمَعِيْ -‘তিনি আসমা‘ঈর হাদীছ সমূহের বর্ণনাকারী ছিলেন।’

দ্র. wmqvi æ Av‡jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৭২-৭৬; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৪-৭৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭; Avj-‡Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯; মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-আনবারী, bhnvZj Avjev° dx ZevKvwZj-D`ev° (আরুদ্দন: মাকতাবাতুল মানার, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৫২-৫৩; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৯-৩০; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

৭০. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আব্বাস। উপনাম আবুল-ফযল। পিতার নাম ‘আবদুল-‘আযীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-ফযল ‘আব্বাস ইব্‌ন ‘আবদিল-‘আযীম ইব্‌ন ইসমা‘ঈল ইব্‌ন তাঁরবাহ আল-‘আনবারী আল-বাসরী। তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা‘ঈদ আল-কাত্তান, মু‘আয ইব্‌ন হিশাম, ‘আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন মাহদী, ‘উমার ইব্‌ন ইউনূস, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, নযর ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ‘আবদুর্‌-রাজ্জাক, আবূ ‘আসিম আন্‌-নাবীল প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, বাক্বী ইব্‌ন মাখলাদ, আবূ হাতিম, ‘আবদান আল-আহওয়াযী, ‘উমার ইব্‌ন বুজাইর, যাকারিয়্যা আস্‌-সাজী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন আবী দাউদ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ’ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবী। তিনি ২৪৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi æ Av‡jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩০২-০৩; ZevKvZ ‡Djvgv‡Bj-nv`xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০০-০২; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩-৫৫; ZeKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২-৩৩; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৪; Avj-‡Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৫; Avj-Kwkd, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫; Zvhnxe Zvnhxej Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭১

২৫. ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্ আস-সা‘দী আল-মারূযী (মৃত ৩১১হিজরী)[৭১]

২৬. ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদির রহমান আল-কুরাশী আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩০৫ হিজরী)।[৭২]

২৭. ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা‘ঈদ ইব্‌ন হিস্‌সীন আল-কিন্দী, আবূ সা‘ঈদ আল-কূফী (মৃত ২৫৭ হিজরী)।[৭৩]

২৮. ‘আবদুল-জব্বার ইব্‌ন ‘আলা ইব্‌ন ‘আবদিল-জব্বার আল-‘আত্তার আল-বাসরী (মৃত ২৪৮ হিজরী)[৭৪]

---

৭১. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ ‘আবদির্-রহমান। পিতার নাম মাহমূদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ ‘আবদির্-রহমান ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাহমূদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্ আস্-সা‘দী আল-মারূযী। তিনি হিব্বান ইব্‌ন মূসা, ‘আলী ইব্‌ন হুজর, ‘উতবাহ্ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্, মাহমূদ ইব্‌ন গয়লান, ‘উমার ইব্‌ন শাব্বাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ মানসূর আল-আযহারী, আহমাদ ইব্‌ন সা‘ঈদ আল-মা‘দানী, আবুল-ফযল মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-হুসাইন আল-হাদ্দাদী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ ‘আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। তিনি ৩১১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। ‘আবদুল হাদী আদ্-দিমাশকী (মৃত হিজরী) বলেন, تُوُفِّي سَنَةَ إِحْدَى عَشَرَةَ وَثَلَاث مئة -তিনি ৩১১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৯-৪০০; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৮-১৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫৬

৭২. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদির্-রহমান ইব্‌ন শীরাওয়াই ইব্‌ন আসাদ আল-কুরাশী আল-মাতলাবী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ২১০ হিজরী সনের কিছু পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসহাক ইব্‌ন রহওয়াই, ‘আমর ইব্‌ন যুরারাহ, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মু‘আবিয়া আল-জুমাহী, আহমাদ ইব্‌ন মানী‘, আবূ কুরাইব, হান্নাদ ইব্‌ন সারী, ইব্‌ন আবী ‘উমার আল-‘আদানী, খালিদ ইব্‌ন ইউসূফ আস্-সামতী, আবূ সা‘ঈদ আল-আশাজ্জী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ আল-আখরাম, আবূ ‘আলী আল-হাফিয, আবূ বকর ইব্‌ন ‘আলী, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা‘দ, আবূ হামিদ আশ্-শারকী, আবূ ‘আমর আল-হামদান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩০৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।ইব্‌ন ‘ইমাদ (মৃত ১০৮৯ হিজরী) বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, مَاتَ إِبْنَ شِيْرَوَيْه سَنَة خَمْسٍ و ثَلَاث مِئَة -ইব্‌ন শীরাওয়াই ৩০৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৬৬-৬৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৫-০৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮-০৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭

৭৩. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ সা‘ঈদ। পিতার নাম সা‘ঈদ। আবূ সা‘ঈদ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা‘ঈদ ইব্‌ন হিস্‌সীন আল-কিন্দী আল-আশাজ্জী আল-কূফী। তিনি ’ইসমা‘ঈল ইব্‌ন ‘উলায়্যাহ্, হাফস ইব্‌ন গিয়াস, ‘উকবাহ্ ইব্‌ন খালিদ, আবূ ’উসামাহ্, ‘আবদুস্-সালাম ইব্‌ন হারব, হুশায়ম ইব্‌ন বাশীর, আবূ বকর ইব্‌ন ‘আয়্যাশ,‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদ্‌রীস, ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাহারাবী, মু‘আয ইব্‌ন হিশাম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফযল, ওয়াকী‘ ইব্‌ন আবী ‘উতবাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন সিহাহ সিত্তার সকল ইমাম, আবূ যুর‘আহ্, আবূ হাতিম, ‘উমার ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন বুজাইর, আবূ বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্, ইব্‌ন আবী হাতিম, ইব্‌ন আবিদ্-দুনইয়া, আবূ ই‘আলা আল-মাওসিলী প্রমুখ মুহাদ্দিছ। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) তাঁকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী রাভী বলে অভিহিত করেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাঁকে সত্যবাদী রাভী বলে মন্তব্য করেন। ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, ‘তিনি দশম স্তরের একজন ছোট বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন’।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৮২-৮৫; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০১-০২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭; Avj-Kwkd, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৮; Zvhnxe Zvhnxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩-৬৪; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮-১৯; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

৭৪. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল-জব্বার। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ‘আলা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ বকর ‘আবদুল-জাব্বার ইব্‌ন ‘আলা ইব্‌ন ‘আবদিল-জব্বার আল-‘আত্তার আল-বাসরী। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মক্কায় বসবাস করতেন। তিনি তাঁর পিতা ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ্, ইব্‌ন মাহদী, মারওয়ান ইব্‌ন মু‘আবিয়া আল-ফাযারী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ হাতিম, ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আবূ আরূবাহ্, ইসহাক ইব্‌ন আহমাদ আল-খুযা‘ঈ, আবূ ‘আসিম, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-বুসতী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, ‘তিনি ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রের যোগ্যতম শিক্ষক।

২৯. 'আবদুল-মালিক ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ আর-রক্কাশী আল-বাসরী (মৃত ২৭৬ হিজরী)।[৭৫]

৩০. 'আবদুর রহমান ইব্ন বিশর ইব্নুল-হাকাম ইব্ন হাবীব ইব্ন মিহ্রান আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৬০ হিজরী)।[৭৬]

৩১. ইউসুফ ইব্ন মূসা ইব্ন রশিদ ইব্ন বিলাল আল-কাত্তান (মৃত ২৫৩ হিজরী)।[৭৭]

ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, 'তিনি বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন এবং তাঁর হাদীছ গ্রহণে কোন সমস্যা নেই।। ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, 'তিনি বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন।' আমি ইব্ন খুযায়মাহ (মৃত ৩১১ হিজরী) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'আমি বুন্দার ও তাঁর থেকে দ্রুত হাদীছ পাঠকারী আর কাউকে দেখিনি।' আস্-সার্‌রাজ (মৃত হিজরী) বলেন, مَاتَ بِمَكَّةَ فِيْ أَوَّلِ شَهْرِ جُمَادَى الأُوْلَى سَنَةَ ثَمَانٍ وأَرْبَعِيْنَ و مِئَتَيْنِ -তিনি ২৪০ হিজরী সনের প্রথম মাস জমাদিউল-উলা মাসে মক্কাতে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; ইমাম বুখারী, AvZ-ZvixLQ-QMxi (বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; AvZ-ZvixLj-Kvexi, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৯; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪; wmqvi æ Avõjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪০১-০২; Avj-ÔBevi,প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫; ইব্ন আহমাদ আল-ফারিসী, Avj-ÔAvK'Q-Qvgxb dx Zvix‡L Avj-evjw'j-Avgxb (বৈরূতঃ মু'য়াস্‌সাসাতুর্-রিসালাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫; Avj-Rvin IqvZ-Zvô'xj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৩; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২

৭৫. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল-মালিক। উপনাম আবূ কুলাবাহ্। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ কুলাবাহ্ 'আবদুল-মালিক ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-মালিক ইব্ন মুসলিম আর-রক্কাশী আল-বাসরী। তিনি ১৯০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা, আবূ 'আমর আল-'আকদী, 'উছমান ইব্ন 'উমার ইব্ন ফারিস, আবূ দাউদ, 'আবদিল-'আযীয ইব্ন খাত্তাব, আবূ 'আসিম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইব্ন মাজাহ্, ইব্ন খুযায়মাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর, আবূ 'আরূবাহ্, ইব্ন আবী দাউদ, ইব্ন মাখলাদ, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইসহাক আল-খুরাসানী, আহমাদ ইব্ন কামিল, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন ইব্রাহীম আশ্-শাফি'ঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) বলেন,صَدُوْق كَثِيْر الخطا في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فكثرت الاوهام في روايته-'তিনি ছিলেন সত্যবাদী রাভী। যার রিওয়ায়াত বা বর্ণনাকৃত সনদ ও মতনে অনেক ভুল থাকতো। তিনি স্বীয় স্মৃতিস্থ হাদীছ থেকে বর্ণনা করতেন। সুতরাং তাঁর বর্ণনায় অধিক সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়। আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর আত্-ত্বাবারী (মৃত ৩১০ হিজরী) বলেন, مَا رَأَيْتُ أَحْفَظَ مِنْهُ আমি তাঁর থেকে অধিক সংখ্যক হাদীছ মুখস্তকারী আর কাউকে দেখিনি। ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, 'তিনি একজন বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন এবং তাঁর সংগৃহীত হাদীছের অধিকাংশ তাঁর মুখস্থ ছিল।'

দ্র. Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৫-৬৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭;তাহ্যীবুত্-তাহযীব, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮-৩১; gxhvbj BÕwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১০; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫; wmqvi æ Avõjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৭-৭৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭-৯৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২-৬৩; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

৭৬. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুর্-রহমান। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম বিশর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুর্-রহমান ইব্ন বিশর ইব্নুল-হাকাম ইব্ন হাবীব ইব্ন মিহরান আল-'আবদী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ১৮০ হিজরী সনের পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৃতীয় স্তরের গ্রহণযোগ্য রাভী ছিলেন। কতিপয় হাদীছকে তিনি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নাহ্, মালিক ইব্ন সা'ঈদ, 'আবদুর্-রায্যাক ইব্ন হাম্মাম, 'আলী ইব্নুল-হুসায়ন ইব্ন ওয়াকাদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ্, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ হামিদ ইব্ন বিলাল প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেন। সালিহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ তাঁকে সত্যবাদী রাভী হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) (মৃত ২৬১ হিজরী) তাঁর থেকে ২৩টি হাদীছ বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن بِشر لَيْلَةَ الأربعاء لِثَمَانَ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ رَبِيْعِ الأخِرِ سَنَةَ سِتِّيْنَ و مِئَتَيْنِ -'আবদুর রহমান ইব্ন বিশর ২৬০ হিজরী সনের রবী'উল আখির মাসের ১৮ তারীখ মঙ্গলবার ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; wmqvi æ Avõjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৪৪; Avj-Rvin IqvZ-Zvô'xj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৫; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৭১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৬১; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

৩২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী ত্বলিব আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ২৯৫ হিজরী)[৭৮]

৩৩. ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল-হারিছ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল-বাগদাদী (মৃত ২৪৫ হিজরী)।[৭৯]

৩৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ই‘আকূব ইব্‌ন ইসহাক আস্‌-সা‘দী আল-জাওযাজানী (মৃত ২৫২/৫৯ হিজরী)।[৮০]

---

৭৭. তাঁর প্রকৃত নাম ইউসুফ। উপনাম আবূ ই‘আকূব। পিতার নাম মূসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ই‘আকূব। ইউসুফ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন রশিদ ইব্‌ন বিলাল আল-কাত্তান। তিনি ১৬০ হিজরী সনের পরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীছ শাস্ত্রের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি জারীর ইব্‌ন ‘আবদিল-হামীদ, আবূ খালিদ আহমার, সুফইয়ান ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ্‌, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইদ্‌রীস, আবূ বকর ইব্‌ন ‘আয়াশ, আল-ওয়াকী‘, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমাইর, আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস, ‘উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মূসা প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ্‌, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু‘ঈন, ইব্‌রাহীম আল-হারবী, ক্বাসিম আল-মুতারিয, আবূ ক্বাসিম আল-বাগাভী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন সায়দ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, ‘তাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণে কোন বাঁধা নেই।’ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু‘ঈন (মৃত ২৩৩ হিজরী) বলেন, ‘তিনি সদূক রাভী ছিলেন।’

দ্র. wmqvi æ Avðjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২১-২৩; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৪-০৫; Avj-Rvin IqvZ-Zvð‘xj, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩১; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৬-৪৭; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১২

৭৮. তাঁর প্রকৃত নাম ইব্‌রাহীম। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম আবূ ত্বলিব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আবী ত্বলিব ইব্‌ন নূহ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন খালিদ আন্‌-নায়সাপূরী আল-মুযাক্কী। তিনি ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবূ কুদামাহ আস্‌-সারখাসী, ‘আমর ইব্‌ন যুরারাহ, আল-হুসাইন ইব্‌ন আদ্‌-দাহ্‌হাক, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নুল-জার্‌রাহ, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘উমার আর-রম্মাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ’আবান আল-বালখী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিহরান আল-জাম্মাল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আমর, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, দাউদ ইব্‌ন রুশাইদ, আহমাদ ইব্‌ন মানী‘, ইসহাক ইব্‌ন শাহিন, ‘উছমান ইব্‌ন আবী শায়বাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আব্বদ, ইসমা‘ঈল ইব্‌ন আবী খুবযাহ, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ‘ইমরান প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, আবূ ইয়াহ্‌ইয়া আল-খফ্‌ফাফ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ। আল-হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, إِمَام عَصْرِه بِنَيْسَبُوْر فِي مَعْرِفَة الحَدِيْث والرِّجَال، جَمَع الشُّيُوْخ وَالعِلَل। ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সা‘দ বলেন, تُوَفِّي إِبْرَاهِيْم فِي ثَانِي رَجَب سَنَة خَمْس وَّتِسْعِيْنَ ومِائَتَيْن -ইব্‌রাহীম ২৯৫ হিজরী সনের রজব মাসের ২ তারীখ ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avðjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৭-৫১; ZevKvZ ÔDjvgvðBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৪৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৭-২৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৮-৩৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩-৮৪; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৫

৭৯. তাঁর প্রকৃত নাম ইব্‌রাহীম। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম হারিছ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল-হারিছ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল-বাগদাদী। তিনি মাওসিলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে বেড়ে উঠেন। তিনি নায়সাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবুন্‌-নযর, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী বুকাইর আল-কিরমানী, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, ‘আলী ইব্‌নুল-মাদীনী, ‘আবদুল-‘আযীয ইব্‌ন ’আবান প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবূ ‘আমর আল-মুস্তামলী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী ত্বলিব, আবূ হামিদ ইব্‌নশ্‌-শারকী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন আল-কাত্তান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ২৬৫ হিজরীতে৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, تُوَفِّي فِي أَوَّل سَنَة خَمْس وَّسِتِّيْن ومِائَتَيْن -তিনি ২৬৫ হিজরী সনের প্রথম মাসে ইন্তিকাল করেছেন। আবূ ‘আমর আল-মুস্তামলী বলেন, مَاتَ فِي المُحَرم سَنَة خَمْس وَّسِتِّيْن و مِأَتَيْن -তিনি ২৬৫ হিজরী সনের মুহার্‌রাম মাসে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi æ Avðjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৩; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩২; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৮০. তাঁর প্রকৃত নাম ইব্‌রাহীম। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম ই‘আকূব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ই‘আকূব ইব্‌ন ইসহাক আস্‌-সা‘দী আল-জাওযাজানী। তিনি ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বকর আস্‌-সাহমী, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, ‘আবদুস্‌-সামাদ ইব্‌ন ‘আবদিল-ওয়ারিস, আবূ ‘আসিম, যায়দ ইব্‌ন হাব্বাব প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, আবূ যুর‘আহ্‌, আবূ হাতিম, ইব্‌ন জারীর আত্‌-ত্বারী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। জামালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী বলেন,كَانَ مِنَ الحُفَّاظِ المُصَنِّفِيْنَ وَالمُخْرِجِيْنَ الثِّقَات -তিনি হাদীছের হাফিয ও একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। খল্লাল বলেন, ‘ইব্‌রাহীম খুব সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা

৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাকীম আল-মুকাওভীম (মৃত ২৫৬ হিজরী)[৮১]

৩৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যুহলী আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৬৭ হিজরী)[৮২]

৩৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মাখলাদ ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ্আল-মারওয়াযী (মৃত ২৩৮ হিজরী)।[৮৩]

করেন এবং তাঁকে সম্মান করতেন।' ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, 'তিনি একজন ছিকাহ্ রাভী ছিলেন।' ইব্ন ইউনূস বলেন, 'তিনি ২৫২ হিজরী সনে দামিশকে ইন্তিকাল করেন।' আবূ দাহ্দাহ্ বলেন, 'তিনি ২৫৯ হিজরী সনে যিলকা'দ মাসে ইন্তিকাল করেন।' জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, مَاتَ بِدَمِشق سَنَةَ سِت أَوْ تِسع وخَمْسِيْن وَمِائَتَيْن -তিনি ২৫৬ অথবা ২৫৯ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২-৮৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮-৯৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৮১. তাঁর প্রকৃত নাম ইয়াহ্ইয়া। উপনাম আবূ সা'ঈদ। পিতার নাম হাকীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাকীম আল-বাসরী আল-মুকাওভীমী। তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন ইব্রাহীম ইব্ন সালিহ্ ইব্ন দিরহাম আল-বাহিলী, আযহার ইব্ন সা'দ আস্-সাম্মান, সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নাহ্, হাম্মাদ ইব্ন মাস'আদাহ্, আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন দাউদ আত্-তৃয়ালিসী, সাফওয়ান ইব্ন 'ঈসা, 'আবদুল-ওহ্হাব আস্-সাকাফী, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, ই'আকূব ইব্ন ইসহাক আল-হাদরামী প্রমুখ। তাঁর থেকে আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ্, ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-কিন্দী, আহমাদ ইব্ন হুসাইন, জাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-সিজযী, আবূ বকর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ দাউদ, 'আলী ইব্ন 'আব্বাস আল-বাজালী, মুহাম্মাদ ইব্ন হারূন আর্-রওয়ানী, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ তাকে হাদীছের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাফিয বলে অভিহিত করেছেন। আবূ হাতিম আল-বুস্তী ও ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, 'তিনি হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনকারীদের অন্যতম ছিলেন।' আল-'ইজলী বলেন, 'তিনি ছিলেন বসরার একজন বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। তিনি আবূ 'আওয়ানাহ্ থেকে অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী।' আবূ 'আরূবাহ্ বলেন, 'বসরাতে তাঁর ও আবূ মূসা আল-গানাযীর মত বিশ্বস্ত, পরহেযগার ও অধিক 'ইবাদতকারী আর কাউকে দেখিনি।' ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, 'তিনি ছিকাহ্ রাভী, হাফিয, 'আবিদ ও দশম স্তরের হাদীছ সংকলনকারী ছিলেন।'

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৯৮-৯৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮; আল-Rvin IqvZ-ZvÔ'xj, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪-৩৫; ZvhwKivZj- ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৫; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯; ZevKvZj- ûddvh, প্রাগুক্ত, ২২৮; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১৮-১৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯

৮২. তাঁর প্রকৃত নাম ইয়াহ্ইয়া। উপনাম আবূ যাকারিয়া। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন খালিদ আয্-যুহলী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আহমাদ ইব্ন 'আমর আল-হারাশী, ইব্ন রাহওয়াই, হাকাম ইব্ন মূসা, আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, রবী' ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, 'আলী ইব্ন 'উছমান আল-লাহিকী, মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর, সাহল ইব্ন বাক্কার, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইব্ন খুযায়মাহ্, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ক্বাব্বানী, আবূ 'আমর আহমাদ ইব্ন নাসর, ইব্রাহীম ইব্ন আবী তালিব, সার্‌রাজ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন নাসির উদ্দীন তাঁকে ছিকাহ্ রাভী বলে অভিহিত করেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, كَانَ إِمَامَ نَيْسَابُوْر فِيْ الفَتْوَى وَالرِّيَاسَة -তিনি ছিলেন ফাতওয়াবীদ ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন। আয্-যুহলী বলেন, قَدْ رَأَيْتُ العُلَمَاء لَمْ أَرَ فِيْهِمْ مِثْلَ إِبْنَى يَحْيَى - আমি তাঁর মত জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৯৪; ZevKvZ ÔDjvgvBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭-৩১৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৬-৬১৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১৫-১৬; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২১৯-২০; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪

৮৩. তাঁর প্রকৃত নাম ইসহাক। উপনাম আবূ ই'আকূব। পিতার নাম ইব্রাহীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ ই'আকূব ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মাখলাদ ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ্ ইব্ন হাম্বালাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন তামীম ইব্ন মুর্‌রাহ্ আল-মারওয়াযী। তিনি ইব্ন রাহওয়াই নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি একাধারে হাদীছশাস্ত্রবিদ ও ফিকাহবিদ ছিলেন। তিনি ১৬১ হিজরী সনে নায়সাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪ হিজরী সনে হাদীছ অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন মুহাদ্দিছ-এর নিকট গমন করে হাদীছ শাস্ত্রে শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ফযল ইব্ন মূসা আন্-নায়সাপূরী, ফুযাইল ইব্ন 'আয়ায, মু'তামির ইব্ন সুলাইমান, 'আবদুল-আযীয ইব্ন 'আবদিস্-সামাদ,

৩৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন বাহ্‌রাম আল-কাওসাজ আবূ ইয়া‘কূব আল-মারওয়াযী (মৃত ২৫১ হিজরী)।[৮৪]

৩৯. ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ আল-মাদানী (মৃত ২৪৪ হিজরী)।[৮৫]

‘আবদুল-‘আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ আদ্-দারাওয়ারদী, জারীর ইব্‌ন ‘আবদিল-হামিদ, সুফইয়ান ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ্, ‘ঈসা ইব্‌ন ইফনুস প্রমুখ থেকে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর থেকে বাকী‘ ইব্‌ন ওয়ালীদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আদাম, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মু‘ঈন, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্, মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাসর প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম দারেকুত্‌নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) ও ইমাম আল-বায়হাকী (মৃত ৪৫৮ হিজরী) বলেন, ‘তিনি শাফি‘ঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।’ ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল(মৃত ২৪১ হিজরী) বলেন, ‘আমরা তাঁকে হাদীছ ও ফিকহ্ শাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে অন্যতম একজন ইমাম হিসাবে গণ্য করতাম।’ তিনি নিজেই বলেন, ‘আমি সত্তর হাজার হাদীছ মুখস্থ করেছি। এক লক্ষ হাদীছ নিয়ে গবেষণা করেছি। আমি একবার যা শুনতাম তা কখনো ভুলিনি।’

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৮-৩৭০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪-৩৫; Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ‘xj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯; IqvwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯-০১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১২-১৫; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৮৪. তাঁর প্রকৃত নাম ইসহাক। উপনাম আবূ ই‘আকূব। পিতার নাম মানসূর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন বাহরাম আল-কাওসাজ আত্-তামীমী আল-মারওয়াযী। তিনি ১৭০ সনের পর নায়সাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফইয়ান ইব্‌ন ‘উয়ানাহ্, ওয়াকি‘ ইব্‌নুল-জাররাহ্, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা‘ঈদ আল-কাত্তান, মু‘আয ইব্‌ন হিশাম, আন্-নযর ইব্‌ন শুমায়ল, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বকর আল-বুরসানী, ‘আবদুর্-রায্‌যাক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ দাউদ ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সকল ইমাম, আবূ জুর‘আহ্ আর্-রাযী, আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আবুল-‘আব্বাস আস্-সিরায, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন যুহায়র প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি নায়সাপূরে বসবাস করতেন। ইমাম মুসলিম (র) (মৃত ২৬১ হিজরী) তাঁর সম্পর্কে বলেন, هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُوْن. -‘তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন’। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁকে বিশ্বস্ত রাবী হিসাবে অভিহিত করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৭৪ হিজরী)বলেন, اَلْكَوْسَجُ الإِمَامُ الْفَقِيْهُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ. -‘আল-কাওসাজ ছিলেন ইমাম, ফকীহ্, হাফিয ও হুজ্জাহ্’। ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, ‘তিনি একাদশ স্তরের সুদৃঢ় ও বিশ্বস্ত রাবী ছিলেন’। খলীল আস্-সিফাদী (মৃত ৭৬৪ হিজরী) বলেন, تُوُفِّيَ فِي تَاسِع جَمَادِي الأَوْلَى سَنَةَ إِحْدَى وَّخَمْسِيْن ومِائَتَيْن - তিনি ২৫১ হিজরী সনের জমাদিউল-উলা মাসে ৯ তারীখ ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৫৮-৬০; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭; Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ‘xj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৪; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩; ZvhwKivZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৪-২৫; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩-০৬

৮৫. তাঁর প্রকৃত নাম ইসহাক। উপনাম আবূ মূসা। পিতার নাম মূসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মূসা ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-খতমী আল-আনসারী আল-মাদানী। তিনি নায়সাপূরের বিশিষ্ট কাযী, ফকীহ্, হাদীছের হাফিয ও অভিজ্ঞ ‘আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কিছুকাল কূফাতে বসবাস করেন। এ জন্য তাঁকে কূফীও বলা হয়ে থাকে। তিনি কিছুদিনের জন্য নায়সাপূরে কাযীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাদ ছিলেন, সুফইয়ান ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ্, ‘আবদুস্-সালাম ইব্‌ন হারব, মু‘ঈন ইব্‌ন ‘ঈসা আল-কাযায প্রমুখ। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ্, বাক্বী ইব্‌ন মাখলাদ, জা‘ফর আল-ফিরইয়াবী, তাঁর পুত্র মূসা ইব্‌ন ইসহাক, আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবী হাতিম বলেন, كَانَ أَبِي يَطْنَب الْقَوْل فِيْه فِي صَدَقَة وَإِتْقَانِه - ইমাম তিরমিযী (র.) ইমাম আবূ মূসা আল-খাতমী থেকে সবচেয়ে বেশী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ (র.) ও অন্যান্যরা তাঁকে ‘ছিকাহ’ রাবী বলে অভিহিত করেছেন। ইব্‌ন হাজার আল-‘আসকালানী (র.) তাঁকে দশম স্তরের সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত রাবী বলেছেন। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে হিমসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv,প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৪-৫৫; Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ‘xj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৭; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫৫; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.

৪০. ইসমা‘ঈল ইব্ন মূসা আল-ফাযারী আল-কূফী (মৃত ২৪৫ হিজরী)।[৮৬]

৪১. ই‘আকূব ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কাছীর ইব্ন যায়দ ইব্ন আফলাহ্ আল-‘আবদী (মৃত ২৫২ হিজরী)[৮৭]

৪২. ই‘আকূব ইব্ন সুফইয়ান ইব্ন জুয়ান আল-ফারিসী (মৃত ২৭৭ হিজরী)[৮৮]

৪৩. ইউনুস ইব্ন ‘আবদিল-আ‘লা ইব্ন মূসা ইব্ন মায়সারাহ্ আস্-সাদাফী, আল-মিসরী (২৬৪ হিজরী)।[৮৯]

৫১৩-৫১৪; wKZve Avj-IqvdxwejIqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭; Avj-we‘vBqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৪৩৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০১-০২

৮৬. তাঁর প্রকৃত নাম ইসমা‘ঈল। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম মূসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ইসমা‘ঈল ইব্ন মূসা আল-ফাযারী আল-কূফী আস্-সুদ্দী। তিনি ‘উমার ইব্ন শাকির, শারীক ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্, মালিক ইব্ন আনাস, ‘আবদুর-রহমান ইব্ন আবীয্-যিনাদ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ ‘আরূবাহ প্রমুখ। আবূ হাতিম বলেন, তিনি সত্যবাদী রাভী ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, تُوَفِّي إِسْمَاعِيْل الْفَزَارِيْ فِي سَنَة خَمْس وَّأَرْبَعِيْن ومِائَتَيْن -ইসমা‘ঈল আল-ফাযারী ২৪৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৭৬-৭৭; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭০; Avj-jeve dx Zvnhxwej Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০; Zvhnxe Zvnhxej Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪-৮৫; gxhvbj BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৪১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৬; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০

৮৭. তাঁর প্রকৃত নাম ই‘আকূব। উপনাম আবূ ইউসুফ। পিতার নাম ইব্রাহীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইউসূফ ই‘আকূব ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন কাছীর ইব্ন যায়দ ইব্ন আফলাহ্ ইব্ন মানসূর ইব্ন মুযাহিম আল-‘আবদী। তিনি ১৬৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারাভিরদী, ইব্ন আবী হাযিম, আবূ মু‘আবিয়া, হাফ্স ইব্ন গইয়াস, ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান, মারওয়ান ইব্ন মু‘আবিয়া, আবূ ‘উসামাহ্, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, আবূ ‘আসিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে একটি বড় দল হাদীছ বর্ণনা করেন। এছাড়া আবূ যুর‘আহ্, আবূ হাতিম, মুহাম্মাদ ইব্ন হারূন আর-রূ‘ইয়ানী, আস্-সাগানী, ইব্ন আবী দাউদ, ইব্ন খুযায়মাহ্, ইব্ন মাখলাদ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) ও খত্বীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৭ হিজরী) বলেন, كَانَ ثِقَةً حَافِظًا مُتْقِنًا -তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি মুসনাদ বিষয়ক গ্রন্থ সংকলন করেন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, مَاتَ سَنَةَ إِثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَمِئَتَيْن - তিনি ২৫২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪৩; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২২৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৬; ZvevKvZj nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫২-৫৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪০০; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭

৮৮. তাঁর প্রকৃত নাম ই‘আকূব। উপনাম আবূ ইউসুফ। পিতার নাম সুফইয়ান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইউসূফ ই‘আকূব ইব্ন সুফইয়ান ইব্ন জুয়ান আল-ফারিসী। তিনি ১৯০ হিজরী সনের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ ‘আসিম আন্-নাবীল, ‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা, মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ ‘আবদির্-রহমান আল-মুকরী, আবূ না‘ঈম, হাব্বান ইব্ন হিলাল, সা‘ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল, সফওয়ান ইব্ন সালিহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ ‘ঈসা আত-তিরমিযী, আবূ ‘আবদির রহমান আন্-নাসাঈ, ইব্রাহীম ইব্ন আবী ত্বলিব, হাসান ইব্ন সুফইয়ান আস-সাফাভী, ‘আবদুর রহমান ইব্ন খিরাশ, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তাঁর হাদীছ গ্রহণে কোন বাঁধা নেই।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮০-১৮৪; ZevKvZ ÔDjvgvBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯-৮০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২৬২-৬৩; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১২১-২২; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৯;,kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২১-২২

৮৯. তাঁর প্রকৃত নাম ইউনূস। উপনাম আবূ মূসা। পিতার নাম ‘আবদিল-আ‘লা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মূসা ইউনুস ইব্ন ‘আবদিল-আ‘লা ইব্ন মূসা ইব্ন মায়সারাহ্ ইব্ন হাফ্স ইব্ন খব্বাব আস্-সাদাফী আল-মিসরী আল-মুকরী’। তিনি ১৭০ হিজরী সনের যিল-হাজ্জ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসরের বিশিষ্ট ফকীহ্, ক্বারী ও হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি ক্বারী নাফি‘-এর ছাত্র ক্বারী ওয়ারশ-এর নিকট ‘ইলমুল-কিরা’আত শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম শাফি‘ঈ (র.)-এর নিকট তিনি ‘ইলমুল-ফিক্হ শিক্ষা করেন।

৪৪. ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা‘ঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বারদ আল-ইয়াশকূরী আস্-সারাখসী (মৃত ২৪১ হিজরী)।[৯০]

৪৫. আল-ফযল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাইয়্যিব আল-খুরাসানী আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৮২ হিজরী)[৯১]

তিনি বহু সংখ্যক শায়খের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আহমাদ ইবন রিযক ইব্ন আবীল জারাহ আল-হারামী, আশহাব ইবন ‘আবদিল ‘আযীয আবী যুমরাহ আনাস ইব্ন ইয়ায আল্-লায়সী, আইয়ূব ইব্ন সুফইয়াদ আর্-রামলী, সুফইয়ান ইব্ন ‘উয়ায়নাহ, সালামাহ ইব্ন রাওহ আল-আয়লী, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি‘, আস-সায়িগ, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাব, আবূ যায়দ ‘আবদুর রহমান ইব্ন আবীল গামার,উরওয়া ইব্ন মারওয়ান, আবুল হাসান ‘আলী ইব্ন যিয়াদ ইব্ন ‘আবদিল মালিক আস্-সাহমী আল-ইসকান্দারানী, ‘আলী ইব্ন মা‘বাদ ইব্ন শাদ্দাদ আর্-রক্কী, ‘আমর ইব্ন খালিদ আল-হাররানী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্‌রীস আশ্-শাফি‘ঈ, আবূ হাতিম উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিকট থেকে ইমাম মুসলিম, নাসা’ঈ, ইব্ন মাজাহ্, ইব্‌রাহীম ‘আসিম ইব্ন মূসা আল-মিসরী, ইব্‌রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আল-ইস্পাহানী, আহমাদ ইব্ন ‘আবদির রহমান ইব্ন জারূদ আর-রাক্কী, আবূ জা‘ফর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালামাহ আত্-ত্বহাভী, তাঁর নিজ পুত্র আহমাদ ইব্ন ইউনূস ইব্ন ‘আবদিল-‘আলা, বাক্বী ইব্ন মাখলাদ, আবূ বকর ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ আন্-নায়সাপূরী, ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন আবী আর্-রাযী, আবূ যুর‘আহ আর্-রাযী, ‘উমার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন বুজায়র আল-বুজায়রী, আবুল-‘আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন সুলাইমান আল-হারাভী, আবূ হাতিম আর্-রাযী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে বহু সংখ্যক ছাত্র ‘ইলমুল-কিরা’আত শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে মাওয়াস ইব্ন সাহল আল-মিসরী, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতী,‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন হায়ছাম দুলবাহ, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবী আল-মালাতী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) ও ইমাম নাসা’ঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), তাঁকে বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম শাফি‘ঈ বলেন, হে আবুল হাসান এই জামি‘ মাসজীদের এই প্রথম দরজাটি দেখো। আমি দরজাটির দিকে দৃষ্টি দিলাম। তখন তিনি বললেন, এই দরজা ইউনূস ইব্ন ‘আবদিল-আ‘লার মত একজন জ্ঞানীর প্রবেশের পরশ পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমি মিসরে তাঁর থেকে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী (র.) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, তিনি একাদশ স্তরের বিশ্বস্ত ও ছোট রাভী ছিলেন।

দ্র. ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১-৬২; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩; gxhvbj BÕwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১৬-১৭; Avj-Rvin IqvZ-ZvÕ‘xj, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩; wmqvi æ AvÕjvwgb-bevjv, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৫১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; Avj-ÔBevi, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯; ZvhwKivZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৭-২৮; kvhvivZh-hvnve, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮০; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০-১৭৩, IqwdqvZj-AvÕBqvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯-৫১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৯৬

৯০. তাঁর প্রকৃত নাম ‘উবায়দুল্লাহ্। উপনাম আবূ কুদামাহ্। পিতার নাম সা‘ঈদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ কুদামাহ্ ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা‘ঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বারদ আল-ইয়াশকূরী আস্-সারাখসী। তিনি ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর, ইব্ন ‘উয়াহ্নাহ্, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা‘ঈদ আল-কাত্তান, ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন মাহদী, আবূ ‘উসামাহ্, মু‘আয ইব্ন হিশাম, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ যুর‘আহ্, আবূ হাতিম, ইব্‌রাহীম ইব্ন আবূ ত্বলিব, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ আয্-যুহলী বলেন, كَانَ إِمَامًا فَاضِلًا خَيِّرًاআবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) ও আবূ দাউদ (মৃত ২৭২ হিজরী) বলেন, ‘তিনি ছিকাহ্ রাভীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।’ ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, ثِقَةٌ مَأْمُون، قلّ من كتبنا عنه مثله-‘তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাভী। আমরা যাদের থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেছি, তাঁর ন্যায় খুব কমই ব্যক্তিকে পেয়েছি।’ ইব্‌রাহীম ইব্ন আবী ত্বলিব (মৃত ৩২৫ হিজরী) বলেন, ماقدم علينا أثبت منه ولا أتقن - ‘আমাদের চোখে তাঁর চেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাভী চোখে পড়েনি।’

দ্র. wmqvi æ AvÕjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১১২-১৩; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০০-০১; আল-‘ইবার, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮-৮৯; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

৯১. তাঁর প্রকৃত নাম আল-ফযল। উপনাম মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ আল-ফযল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাইয়্যিব ইব্ন মূসা ইব্ন যুহাইর ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন কায়সান ইব্নুল-মালাক বাযান আল-খুরাসানী আন্-নায়সাপূরী আশ্-শা‘রানী। তিনি মিসর, হিজাজ, শাম, কূফা, বসরা, জাজিরা, খুরাসান সহ বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করে, তথাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি সা‘ঈদ ইব্ন আবী মারয়াম, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ, সা‘ঈদ ইব্ন ‘উফায়র, সুলাইমান ইব্ন হারব, সাহল ইব্ন বাক্কার, ক্বায়স ইব্ন হাফস, আহমাদ ইব্ন ইউনূস, সুনাইদ ইব্ন দাউদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তামীমী, ‘আমর ইব্ন ‘আওন, ইব্ন মু‘ঈন প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল-‘আব্বাস আস্-সাকাফী, মু‘আম্মাল ইব্নুল-হাসান, আবূ ‘আমর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-হীরী, মুহাম্মাদ ইব্ন হানী’, ‘আলী ইব্ন হুমশায, মুহাম্মাদ ইব্ন ই‘আকূব আশ্-শায়বানী, মুহাম্মাদ ইব্ন মু‘আম্মাল,আবূ হামিদ ইব্নুশ্-শারকী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা

৪৬. আল-ফযল ইব্‌ন ই'আকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-বাগদাদী আর্-রুখামী (মৃত ২৫৮ হিজরী)[৯২]

৪৭. বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বাহ্ আবূ বাকারাহ্ আল-বাকরাবী আল-মিসরী (মৃত ২৭০ হিজরী)।[৯৩]

৪৮. বাহ্‌র ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন সাবিক আল-খাওলানী আল-মিসরী (মৃত ২৬৭ হিজরী)।[৯৪]

করেন। ইব্‌ন আখরাম বলেন, صَدُوْقٌ غَالٍ فِيْ التَّشَيُّعِ । হাকিম বলেন, ثِقَةٌ لَمْ يُطْعَنْ فِيْهِ بِحُجَّةٍ । মাস'উদ আস্-সিজযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। তিনি ২৮২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১৭-১৯; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv`xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৬-২৮; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২৭৯-৮০; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭

৯২. তাঁর প্রকৃত নাম আল-ফযল। উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম ই'আকূব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস আল-ফযল ইব্‌ন ই'আকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-বাগদাদী আর্-রুখামী। তিনি হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী, ইদ্‌রীস ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আসাদ আস্-সুন্নাহ্, যায়দ ইব্‌ন আদ্-দিমাশকী, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাকান প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন ইমাম বুখারী, ইব্‌ন মাজাহ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্, ইব্‌ন সা'ঈদ, ইব্‌ন মাখলাদ, ইব্‌ন মাহামিলী প্রমুখ। ইমাম দারেকুত্‌নী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইব্‌ন আবী হাতিম বলেন, كَتَبْتُ عَنْه، وَكَانَ ثِقَةً-তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন, আমি তাঁর থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি।ইব্‌ন মাখলাদ বলেন, مَاتَ فِيْ جِمَادِي الأوْلى سَنَةَ ثَمَان وَّخَمْسِيْنَ وَمِائَتَيْن - তিনি ২৫৮ হিজরী সনের জমাদিউল-উলা মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১৭-৩১৯; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv`xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬২-৬৩; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২৫৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬১; Avj-gÕRvgj-gkZvgvj, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৫

৯৩. তাঁর প্রকৃত নাম বাক্কার। উপনাম আবূ বাকরাহ্। পিতার নাম কুতায়বাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বাহ্ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন বাশীর আস্-সাকাফী আল-বাকরাভী আল-বাসরী। তিনি ফিক্‌হ ও হাদীছ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। বসরার ইমাম আবূ ইফসূফের শিষ্য বিলাল রাযির নিকটে তিনি ফিক্‌হ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। আবূ দাউদ আত্-তৃয়ালিসী এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন হারুনের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর নিকট থেকে ইমাম তৃহাভী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্, ইব্‌ন 'আওয়ানাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। খলীফা মুতাঁরয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হিজরী/৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)তাকে মিসরের কাযী পদে মনোনীত করেন। ইমাম সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) তাঁকে ন্যায় বিচারক, ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ ও আল্লাহ্ ভীরুবলে অভিহিত করেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) তাঁকে বিশ্বস্ত রাভী বলেছেন।

দ্র. IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০-৮২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০; wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৯৯-৬০০; ইব্‌ন মুলাক্কান, ZevKvZj-AvIwjqv (কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানিজী, ২য় সংস্করণ ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১১৯; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, ûmbj-gnv`vivn (বৈরূতঃ দারু ইয়াহ্ইয়াইল-কুতুবিল-'আরাবিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩

৯৪. তাঁর প্রকৃত নাম বাহ্‌র। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম নাসর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ্ বাহ্‌র ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন সাবিক আল-খাওলানী আল-মিসরী। ইমাম আবূ জা'ফর আত্-তৃহাভী (মৃত ৩৩৯ হিজরী) বলেন, তিনি ১৭৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। 'আবদুল-ওহাব আস্-সুবকী (মৃত ৭৭১ হিজরী) বলেন, مَوْلِدُه سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، أَوْ إِحْدَى وثَمَانِيْنَ ومِائَة -তিনি ১৮০ অথবা ১৮১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সিরিয়ার খাওলানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইব্‌ন ওয়াহ্হাব, ইমাম শাফি'ঈ, বিশ্‌র ইব্‌ন বকর, খালিদ ইব্‌ন 'আবদির্-রহমান আল-খুরাসানী, আশহাব ইব্‌ন 'আবদিল-'আযীয, আসাদ ইব্‌ন মূসা প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে জাকারিয়া আস্-সাজাজী, ইমাম তৃহাভী, ইব্‌ন যিয়াদ আন্-নায়সাপূরী, আবূ 'আওয়ানাহ্, ইব্‌ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবী হাতিম আর্-রাযী (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, 'আমরা মিসরে তাঁর থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছি।' আবূ জা'ফর আত্-তৃহাভী (মৃত ৩৩৯ হিজরী) বলেন, 'তিনি একজন ছিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন।' মাসলামাহ্ ইব্‌নুল-ক্বাসিম আল-আন্দালুসী বলেন, 'তিনি বিশ্বস্ত ও প্রসিদ্ধ রাভী ছিলেন। বহুসংখ্যক রাভী তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন।' তিনি ২৬৭ হিজরী সনে শা'বান মাসে মিসরে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,تُوَفِّي فِيْ شَعْبَان سَنَةَ سَبْعٍ وَّسِتِّيْنَ ومِائَتَيْن -তিনি ২৬৭ হিজরী সনের শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেছেন।

৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবান ইব্ন ওয়াযীর আল-বালখী আল-মুস্তামলী (মৃত ২৪৫ হিজরী)[৯৫]

৫০. মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আলা ইব্ন কুরাইব আল-হামদানী (মৃত ২৪৮ হিজরী)।[৯৬]

৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন ‘আবদিল-হাকাম আল-মিসরী (মৃত ২৬৮ হিজরী)।[৯৭]

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫০২-০৩; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০-১২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৭৭; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৭-৩৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৯৫. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ’আবান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবান ইব্ন ওয়াযীর আল-বালখী আল-মুস্তামলী। তিনি হামদুইয়্যাহ্ নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘসময় (প্রায় দশ বছরের) অধিক সময় পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে হাদীছের খিদমাত করেছেন। তিনি ‘আবদুল-ওয়াহ্হাব আস্-সাকাফী, সুফইয়ান ইব্ন ‘উয়ায়নাহ্, ইসমা‘ঈল ইব্ন আল-উলূভী, ইব্ন ওয়াহ্হাব আল-বুনদার, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাত্তান, ‘আবদুর্-রায্যাক, মারওয়ান ইব্ন মু‘আবিয়া, ইব্রাহীম ইব্ন সাদাকাহ্, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযাইল, নযর ইব্ন কাছীর, ইব্ন ইদ্রীস, ইব্ন ফুদাইক প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে মূসা ইব্ন হারূন, ইব্রাহীম আল-হারভী, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ, আবূ হাতিম, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ, ইব্রাহীম ইব্ন ‘আবূ তৃলিব, ইব্ন খুযায়মাহ্, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আহমাদ, আহমাদ ইব্ন সালামাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী তাঁর থেকে ৩৮টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আল-মারওয়াযী বলেন, ‘আমি ‘আবদুল্লাহ্‌কে আবূ বকর আল-মুস্তামলী সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি তাঁর সাথে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি।’ ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, ‘তিনি একজন সুন্দর আলোচক, হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনকারী ছিলেন।’ ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী), ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী), ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) তাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাভী বলে অভিহিত করেছেন।’

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১১৫-১৭; ZevKvZ ÔDjvgvÔj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৩১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮-৮০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯; Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ‘xj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৮-৫০০; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২-৫৩; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪-৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৫

৯৬. তাঁর কুনিয়াত আবূ কুরাইব। তিনি ১৬১ হিজরী সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ বকর ইব্ন ‘আইয়াশ, হুসাইন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী যায়দাহ্, ইব্নুল-মুবারাক, আবূ মু‘আবিয়া, মু‘তামির ইব্ন সুলাইমান, সুফইয়ান ইব্ন ‘উয়ানাহ্ ইব্ন ইদ্রীস, শু‘আইব ইব্ন ইসহাক, খালীদ ইব্ন মাখলাদ আল-কাত্তানী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যুহলী, আবূ যুর‘আহ্, আবূ হাতিম, মূসা ইব্ন ইসহাক, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ‘আলী আল-মারওয়াযী, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-বুসতী, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ। হাসান ইব্ন সুফইয়ান বলেন, ‘আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইরকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ‘ইরাকে আবূ কুরাইব অপেক্ষা অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী আর কেউ নেই। আমাদের শহরে তাঁর মত হাদীছ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আর কেউ নেই।’ আবূ ‘আমর আহমাদ ইব্ন নাসর আল-খুফ্ফাফ বলেন, ‘আমি আমার শিক্ষকগণের মধ্যে ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীমের পরে আবূ কুরাইব অপেক্ষা অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি।’ আবূ ‘আলী আন্-নায়সাপূরী বলেন, ‘আমি আবুল-‘আব্বাস ইব্ন ‘আকদাহকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, তিনি তাঁর শায়খগণের মধ্যে হাদীছ মুখস্থকরণ ও হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে আবূ কুরাইবকে প্রাধান্য দিতেন। কুফায় তাঁর থেকে তিন লক্ষ হাদীছ প্রকাশ পায়।’ মূসা ইব্ন ইসহাক বলেন, ‘তিনি তাঁর থেকে এক লক্ষ হাদীছ শ্রবণ করেন। ইব্রাহীম ইব্ন আবী তৃলিব (মৃত ৩২৫ হিজরী) বলেন, ‘আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ‘আমি আহমাদ ইব্ন হাম্বালের পর ‘ইরাকে আবূ কুরাইব অপেক্ষা অধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন কাউকে দেখিনি।’ ইব্ন আবী হাতিম আর্-রাযী (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, ‘আমার পিতার নিকট তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাকে সদূক বা বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন।’ ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী), ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) ও মুর্‌রাহ তাঁকে ছিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাভী বলে অভিহিত করেছেন।’

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪-৯৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৭; Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ‘xj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৭-৯৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭-৪৮; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৬; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৪; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২১

৫২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল-ওহ্‌হাব ইব্‌ন হাবীব আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ২৭২ হিজরী)[৯৮]

৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক আল-কুরাশী আল-মুখর্‌রিমী (মৃত ২৫৪ হিজরী)।[৯৯]

---

৯৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আবদুল্লাহ্‌। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ্‌। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আবদিল-হাকাম আল-মিসরী।তিনি ১৮২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, وُلِدَ سَنَةَ اِثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ وَمِائَةٍ-তিনি ১৮২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওয়াহ্‌হাব, আবূ দামরাহ্‌ আল-লায়সি, আইয়ূব ইব্‌ন সুআইদ, বিশর ইব্‌ন বকর, শাফি'ঈ, ইসহাক ইব্‌ন ফার্‌রাত, হারমালাহ্‌ ইব্‌ন 'আবদিল-'আযীয, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাল্লাম, সা'ঈদ ইব্‌ন বাশীর আল-কুরাশী, 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নাফি' প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসাঈ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন সা'আদ, 'আমর ইব্‌ন 'উছমান আল-মাক্কী, আবূ বকর ইব্‌ন যিয়াদ, আবূ জা'ফর আত্‌-ত্বহাভী, 'আলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-'আল্লান, ইসমা'ঈল ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন বিরদান, 'আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম, আবূল-'আব্বাস আল-'আসাম্মী প্রমুখ। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (মৃত ৩১১ হিজরী) বলেন, 'সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবে'ঈগণের বক্তব্য ও মতামত সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত মুসলিম ফকীহ্‌গনের মধ্যে তাঁর মত কাউকে দেখতে পাইনি।' ইব্‌ন আবূ হাতিম (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, 'আমি তাঁর নিকট থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি। তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাভী। মিসরের ফকীহ্‌গনের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ইমাম মালিক (র)-এর শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন। ইব্‌ন ইউনুস বলেন, 'তিনি তাঁর যুগের সবচেয়ে বয়স্ক মুফতী ছিলেন।' হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) মাসলামাহ্‌ সূত্রে বলেন, 'তিনি 'ইলম ও দ্বীনের রক্ষক ছিলেন, বিশ্বস্ত রাভী ও হাদীছের মুহাদ্দিছ ছিলেন।' তিনি ছিলেন মুযানীর সাথে মিসরের সমসাময়িক মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অন্যতম বিদ্যান।' ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, 'তিনি ইমাম মালিক (র)-এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন।' সাদাফী বলেন, 'তিনি বিশ্বস্ত, জ্ঞানী, মর্যাদাবান ও বিনয়ী ছিলেন।' তিনি আরো বলেন, 'মিসরবাসীরা তাঁর সমকক্ষ আর কাউকে মনে করতেন না।' সাজী' (র) বলেন, 'তিনি ইমাম শাফি'ঈ থেকে কিতাবুল-ওসায়া সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা করেন।'

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৯৭-০১; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩০-৩২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৬-৪৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২০-২১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৮৬; Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ'xj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৩-৯৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯-৬০; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬-৪৭; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৯-২০; ZevKvZk-kvwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭-৭১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫; kvhvivZh-hvnve,প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯১; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮

৯৮. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ আহমাদ। পিতার নাম 'আবদুল-ওহ্‌হাব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল-ওহ্‌হাব ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন মিহরান আল-'আবদী আল-ফার্‌রা আন্‌-নায়সাপূরী। তিনি ১৮০ হিজরী সনের পর জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি হামাক নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি জা'ফর ইব্‌ন 'আওন, ই'আলা ইব্‌ন 'উবায়দ, মাহাযির ইব্‌ন মুওয়ার্‌রি', 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মূসা, হাফ্‌স ইব্‌ন 'আবদির্‌-রহমান আল-ফকীহ্‌, হুসাইন ইব্‌নুল-ওয়ালিদ, হাফ্‌স ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ আস্‌-সুলামী, মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-হাসান ইব্‌ন যাবালাহ্‌, আবূ 'আবদির্‌- রহমান আল-মুকরী', শাবাবাতাহ্‌ ইব্‌ন সাওয়ার, আল-ওয়াকিদ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবুন্‌-নযর, বিশর ইব্‌ন হাকাম, আয্‌-যুহলী, আহমাদ ইব্‌নুল-আযহার, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী ত্বলিব, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবুল-'আব্বাস আস্‌-সার্‌রাজ, আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ই'আকূব ইব্‌ন আখরাম, হাসান ইব্‌ন ই'আকূব প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। 'আলী ইব্‌নুল-হাসান আদ্‌-দারাবিজিরদী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। তিনি ২৭২ হিজরী সনে ৯৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত,৮ম খণ্ড, পৃ. ২০০-০১; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮-৯৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬০৪; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩; wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬০৬-০৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬

৯৯. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ্‌। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারাক আল-কুরাশী আল-মুখর্‌রিমী। তিনি ওয়াকী', ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ, 'আবদুর্‌- রহমান ইব্‌ন মাহদী, আবূ উসামাহ্‌, মু'আয ইব্‌ন হিশাম, ইসহাক ইব্‌ন ইউসূফ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদাম, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'ঈসা আর্‌-রমলী, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, আবূ 'আমির আল-'আকাদী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, নাসা'ঈ, আবূ হাতিম, ইব্‌রাহীম আল-হারবী, 'উমার ইব্‌ন বুজাইর, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাগিন্দী, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন আল-মারওয়াযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, আমার পিতা 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারাক থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী রাভী ছিলেন। আমার পিতাকে তাঁর ব্যাপারে

৫৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন ইয়াযীদ আত-তূসী (মৃত ২৪২ হিজরী)[১০০]

৫৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন খালীদ আয্-যুহ্‌লী আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৫৮ হিজরী)।[১০১]

৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা আল-ইসফারাঈনী (মৃত ২৫৯ হিজরী)[১০২]

জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, অবশ্যই তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী। আবূ বকর আল-বাগিন্দী ও ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাঁকে বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন। ইব্‌ন 'আকদাহ্ বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীছের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।'

দ্র. Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৬৯; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬-৯৭; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২০-২১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৫-৬৮; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩

১০০. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম আসলাম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-কিন্দী আল-খুরাসানী আত্-তূসী। তিনি ১৮০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, ই'আলা ইব্‌ন 'উবায়দ, তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উবায়দ, জা'ফর ইব্‌ন 'আওন আল-আমরী, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা, আবূ 'আবদির্-রহমান আল-মুকরী, হুসাইন ইব্‌ন ওয়ালীদ আন্-নায়সাপূরী, আবূ না'ঈম, নযর ইব্‌ন শুমীল, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী বুকাইর, মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-ক্বাব্‌বানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আবূ বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াকী' আত্-তূসী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন যুহায়র, আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্, হাসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন নাসর আত্-তূসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ২৪২ হিজরী সনের মুহার্‌রাম মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৯৫-০৭; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২-১৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩২-৩৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২৩৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০২-০৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩২

১০১. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন খালীদ ইব্‌ন ফারিস ইব্‌নুয্-যুআইব আয্-যুহ্‌লী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ১৭০ হিজরী সনে বনী সাহ্‌ল গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর হাদীছ শিক্ষা অর্জনের জন্য বাগদাদ, বসরা, মিসর, সিরিয়া, 'ইরাক, খুরাসান, ইয়ামান প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাকাম, ইব্‌ন 'আবান, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযাহ্ আয্-যুবায়রী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন 'আলা ইব্‌ন যাবর, আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল, আহমাদ সালিহ আল-মিসরী, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, বিশ্‌র ইব্‌ন আদাম, সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর, সুলাইমান ইব্‌ন হারব, সাফওয়ান ইব্‌ন 'ঈসা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ্, নাসাঈ, আহমাদ ইব্‌ন সালামাহ্ আন্-নায়সাপূরী, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ আল-ক্বাব্‌বানী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ দাউদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আস্-সাগানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ বকর ইব্‌ন যিয়াদ আন্-নায়সাপূরী বলেন, 'আমি ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হানিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আমি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ব্যতীত হাদীছ বিষয়ে অধিক জ্ঞানী যুহরীর মত আমাদের সময়ে কেউ আগমণ করেনি। তিনি আমার নিকট হাদীছের ইমাম।' 'আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, 'তাঁর থেকে আমার পিতা হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের হাদীছের ইমাম।' ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, 'তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযেগ্য রাভী ছিলেন।' ইমাম দারেকুত্‌নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) বলেন, 'যে তাঁর জ্ঞানের সল্পতা পছন্দ করে, সে যেন যুহরীর ক্রটিযুক্ত হাদীছগুলো প্রতি দৃষ্টি দেয়।' ইমাম আবূ দাউদ (মৃত ২৭২ হিজরী) বলেন, 'মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া হাদীছের ইমাম ছিলেন।'

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৯; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২-৪৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৩; Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ'xj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৫; ZvhwKivZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩০-৩২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬০; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৫-২০; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩২; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২৩৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪৭-৪৮; ZevKvZj nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫

৫৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর আল-‘ইজলী আল-বাগদাদী (মৃত ২৪৮ হিজরী)।[১০৩]

৫৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন জা‘ফর, কারো কারো মতে, আবূ বকর আস্-সাগানী (মৃত ২৭০ হিজরী)।[১০৪]

---

১০২. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ইয়াহ্ইয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন মূসা আল-ইসফারাঈনী। তিনি আবূ নযর, সা‘ঈদ ইব্ন ‘আমির, ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা, আবূ ‘আসিম, আবূ মুসহার প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল ‘আব্বাস আস্-সার্‌রাজ, আবূ ‘আওয়ানাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন রাজাই প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন, مَاتَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الإسْفَرَيِيْنِي يَوْمَ التَّرَاوِيْةَ مِنْ ذِى الحَجَّةِ سَنَةَ تِسْعٌ وَّخَمْسِيْنَ وَمِائَتَيْن -আবূ ‘আবদিল্লাহ্ আল-ইসফারাঈনী ২৫৯ হিজরী সনের যিল-হাজ্জ মাসের তাঁরবীয়া পাঠের দিনগুলিতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔj wgb-bev jv, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৬০; ZevKvZ ÔDj vgvÔBj-nv ‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২-৪৩; wKZve Avj-I qvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৪; Avj-ÔBev i, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২; ZevKvZ j-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬; ZvhwKi vZ j-ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৪; kvhv i vZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩

১০৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ হিশাম। পিতার নাম ইয়াযীদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ হিশাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর ইব্ন রিফা‘ঈ ইব্ন সাম‘আহ্ আল-‘ইজলী আল-বাগদাদী। তিনি আবুল আহ্ওয়াজ সাল্লাম, মুত্তলিব ইব্ন যীয়াদ, আবূ বকর ইব্ন ‘আয়্যাশ, হাফ্স ইব্ন গীয়াছ, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ’আজলাহ্, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ্, আহমাদ ইব্ন যুহাইর, ইব্ন খুযায়মাহ্, ইব্ন সা‘ইদ, মুহাম্মাদ ইব্ন হারুন আল-হাযরামী, ‘উমার ইব্ন বুজায়র, জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জারাভী, আল-হুসাইন আল-মাহামিলী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন মুহরিয বলেন, ‘ইব্ন মু‘ঈনকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘আমি তাঁর হাদীছ গ্রহণে কোন ত্রুটি দেখি না।’ আল-‘ইজলী বলেন, ‘তিনি কূফী ছিলেন। তাঁর রিওয়ায়াত বা বর্ণনা গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। তিনি মাদাইনের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন, ‘আমি মুহাদ্দিছগণকে তাঁর দুর্বলতার ব্যাপারে ঐক্যমত পেয়েছি।’ হুসাইন ইব্ন ইদ্‌রীস বলেন, ‘আমি ‘উছমান ইব্ন আবী শায়বাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ‘আবূ হিশাম আর্-রিফা‘ঈ একজন সৎ চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব ও কুর’আনের ক্বারী ছিলেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার দাদাও ‘উছমানকে আবূ হিশাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি অন্যের চুরিকৃত হাদীছ রিওয়ায়াত বা বর্ণনা করেছেন।’ ইব্ন ‘আকদাহ্ বলেন, ‘মুহাম্মাদ আল-হাযরামী ইব্ন নুসাইয়েরের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন ইব্ন নুমাইর বলেন, ‘কূফা বাসীর নিকট হাদীছ বর্ণনা করো, কিন্তু আবূ হিশামের নিকট বর্ণনা করিও না। কারণ, তিনি হাদীছ চুরি করেন।’ ইব্ন আবূ হাতিম (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, ‘আমি আমার পিতাকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁকে য‘ঈফ রাভী বলে অভিহিত করেছেন।’ ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) ও বারকানী তাঁকে বিশ্বস্ত রাভীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।’

দ্র. wmqvi æ AvÔj wgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫৩-৫৬; wKZve Avj-I qvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪১; Avj-ÔBev i, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭; gxhvbj-BÔwZ ‘v j, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭১; kvhv i vZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৬; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgv j, প্রাগুক্ত, ৮শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯-৪০; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৩; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩-৯৪; ZvK i xeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪

১০৪. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ইসহাক। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন জা‘ফর আস্-সাগানী আল-বাগদাদী। তিনি বাগদাদে অবস্থানকারী ছিলেন। মূলতঃ তিনি খুরাসানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল তথা বাগদাদ, বসরা, কূফা, মদীনা, মক্কা, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি এলাকা ভ্রমণ করে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্ন হারুন, ‘আবদুল-ওহ্হাব ইব্ন ‘আত্বা, আবূ বকর শুজা ইব্ন ওয়ালীদ, মুহাযির ইব্ন মুওযার্‌রা, ই‘আলা ইব্ন ‘উবায়দ, রাওহ ইব্ন ‘উবাদাহ, আহওয়ায ইব্ন জাওয়ার, সা‘ঈদ আবি মারইয়াম, আবদুল-‘আলা ইব্ন মুসহির, আল-আসওয়াদ ইব্ন ‘আমির, আবুল-ইয়ামান, সা‘ঈদ ইব্ন ‘আমির আয্-যুরা‘ঈ, জা‘ফর ইব্ন ‘আওন আবুন্-নযর, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবি বুকায়র প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসা‘ঈ, আবূ ‘উমার আদ্-দুরী, ইব্ন মাজাহ্, ‘আবদান আল-আহওয়াযী, ইব্ন খুযায়মাহ্, ইব্ন সা‘ঈদ আবূ ‘আওয়ানাহ, ইব্ন আবী হাতিম, আহমাদ আল-বারদীজী, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ আল-মাহামিলী, ইসমা‘ঈল আস্-সাফ্‌ফার, আবূ সা‘ঈদ ইব্ন ‘আরাভী, আবুল-‘আব্বাস আল-‘আসম প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী), ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন খিরাশ, ইমাম দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) এবং আল-খত্বীব (মৃত ৪৬৭ হিজরী), তাঁকে ‘ছিকাহ’ ও ‘মামূন’ রাভী বলে অভিহিত করেন। ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, তিনি একাদশ স্তরের সুদৃঢ় ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন। ইমাম মুসলিম (মৃত ২৬১ হিজরী) তাঁর থেকে ৩২ হাদীছ বর্ণনা করেন।

৫৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল মুগীরাহ্ ইব্‌ন বারদিযবাহ্ আল-বুখারী (মৃত ২৫৬ হিজরী)।[১০৫]

৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সা‘ঈদ আল-‘আবদী (মৃত ২৯১ হিজরী)।[১০৬]

দ্র. ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩২-৩৩; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮-৬৯; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৬; wmqvi æ AvÕjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৯২-৯৫; ZvhwKivZj-ûdd vh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৩-৭৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৪০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১৩৮; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২৬০; ZvixL evM`v`, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১; Avj-Rvin IqvZ-ZvÕ`xj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, 3য় খণ্ড, পৃ. ৩০১

১০৫. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ইসমা‘ঈল। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল-মুগীরাহ্ ইব্‌ন বারদিযবাহ্ আল-জু‘ফী আল-বুখারী। তিনি স্বীয় যুগের হাদীছের ইমাম, হাফিয, রিজাল ও হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ‘উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্ আল-আনসারী, ‘আফ্‌ফান, মাক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আহমাদ ইব্‌ন খলীদ আল-ওহ্‌হাবী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম তিরমিযী, ইমাম মুসলিম, নাসা’ঈ, আবূ হাতিম, আবূ যুর‘আহ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্ সহ প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেন। কুর’আনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের সংকলক। তিনি ২৫০ হিজরী সনে নায়সাপূরে আগমনের পর ইমাম মুসলিম তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর থেকে উপকৃত হন। এমনকি হাফিয ‘আলী ইব্‌ন ‘উমার দারেকুত্‌নী মন্তব্য করেন, لَوْلَا الْبُخَارِيُّ لَمَا ذَهَبَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ - যদি ইমাম বুখারী (র.)-এর শিষ্যত্ব লাভের সুযোগ ইমাম মুসলিম (র.)-এর না হতো, তবে মুসলিম (র.)-এর পদমর্যাদা লাভ করতেন না এবং ইমাম হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন না। ইমাম মুসলিম (র) ও তাঁর শায়খের মহান মর্যাদা ও হাদীছে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। একবার তিনি ইমাম বুখারী (র.)-এর দুই চোখের মাঝে চুম্বন করেন এবং বলেন دَعْنِيْ أُقَبِّلْ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الأَسَاتِذِيْنَ وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَطَبِيْبَ الْحَدِيْثِ فِيْ عِلَلِه - হে শিক্ষকগণের শিক্ষক, হাদীছ বিশারদগণের শিরোমণি, হাদীছের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ চিকিৎসকরূপ মহান ব্যক্তি! আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বণের অনুমতি প্রদান করুন। ‘আল্লামা খত্বীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৭ হিজরী) বলেন, ইমাম মুসলিম (র.) ইমাম বুখারী (র.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁর জ্ঞানের প্রতি গভীর দৃষ্টি আরোপ করেন এবং পূর্ণভাবে তাঁর অনুসরণ করেন। ইমাম বুখারী (র.) যখন তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে নায়সাপূর আগমন করেন তখন ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন এবং সার্বক্ষণিক তাঁর মাজলিসে গমন শুরু করেন।

দ্র. ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪১-৪৭; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩-৪৫; IqwdqvZj-AvÕBqvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ১৮৮-৯১; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩২-৪১; wmqvi æ AvÕjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত,১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯১-৭১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫-৫৭; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮-৫০; gxhvbj-BÕwZ`vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, ১১৩-১৯; ZvixL evM`v`, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪; Avj-Rvin IqvZ-ZvÕ`xj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮-৪৯; Avj-we`vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২২-২৪; kvhvivZh-hvnve, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫২-৫৫; ZevKvZk-kvwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২১২-৪১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২৫২-২৫৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২-৩৪

১০৬. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্। পিতার নাম সা‘ঈদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা‘ঈদ ইব্‌ন ইব্‌ন ‘আবদির্-রহমান ইব্‌ন মূসা আল-‘আবদী। তিনি ২০৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান আহরণের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে গমন করেন এবং তথাকার বিখ্যাত ‘উলামাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর, ইউসুফ ইব্‌ন ‘আদী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিনান আল-‘আওয়াকী, সা‘ঈদ ইব্‌ন মানসূর, আহমাদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস, হুদবাহ্ ইব্‌ন খালিদ, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আসমা, উমাইয়া ইব্‌ন বিসতাম, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-‘আয়শী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, আবূ হামিদ ইব্‌নুশ্-শারকী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আবুল-‘আব্বাস আদ্-দাগুলী, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ ইব্‌নুল-আখরাম, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-‘আনবারী, ‘আলী ইব্‌ন হামশায, ইসমা‘ঈল ইব্‌ন নুজাইদ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাঁকে ছিকাহ্ রাবীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ২৯০ হিজরী সনের মুহার্‌রাম মাসে ইন্তিকাল করেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর নামাযের জানাযায় ইমামতি করেন।

দ্র. ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৮-৭০; wmqvi æ AvÕjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত,১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৮১-৮৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৭-৫৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, ২৯; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫-২৮; Avj-we`vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭২৭; kvhvivZh-hvnve, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; ZevKvZk-kvwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১৮৯-২০৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২৯১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২০-২১; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮-৯

৬১. মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন ইয়াযীদ আত্-তামীমী আত্-ত্বরাসুসী (মৃত ২৭৬/৭৭হিজরী)[১০৭]

৬২. মুহাম্মাদ ইব্ন জাবির ইব্ন হাম্মাদ আল-মারওয়াযী (মৃত ২৭৯ হিজরী)[১০৮]

৬৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ইব্ন 'উছমান আল-'আবদী আল-বাসরী (মৃত ২৫২) হিজরী)।[১০৯]

---

১০৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম 'ঈসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন ইয়াযীদ আত্-তামীমী আত্-ত্বরাসুসী। তিনি আবূ 'আবদির্-রহমান আল-মুকরী', আবূ না'ঈম, আবূ আল-ইয়ামান, আল-'আফ্‌ফান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবন করেন। তাঁর থেকে ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ 'আওয়ানাহ্ আল-ইসফারাঈনী, আবুল 'আব্বাস আদ্-দাগুলী, মাক্কী ইব্ন 'আবদান, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাহবূব, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সাব্বাহ আল-ইস্পাহানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, مَشْهُوْرٌ بِالرِّحْلَةِ وَالفَهْمِ وَالتَّثَبُّتইবন 'আদী বলেন, هُوَ فِيْ عداد مَنْ يَسْرِقُ الحَدِيْثইব্বান হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাঁর "আছ্-ছিকাত" গ্রন্থে বলেন, তিনি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক ভুল করেছেন। আস্-সিফাদী বলেন, تُوُفِّي سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَمِئَتَيْنِশামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, তিনি ২৭৬ হিজরী সনে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০১-০২; wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত,১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬৪-৬৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০১-০২; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৮; gxhvbj BÕwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯০

১০৮. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম জাবির। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন জাবির ইব্ন হাম্মাদ আল-মারওয়াযী। তিনি খুরাসান, হিজাজ, 'ইরাক, মিসর, শাম সহ বিভিন্ন শহর প্রদক্ষিণ করে হুদবাহ্ ইব্ন খালিদ, 'আলী ইব্নুল-মাদীনী, শাইবান ইব্ন ফাররূখ, আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আবূ মুস'আব আয্-যুহরী, হিব্বান ইব্ন মূসা, 'আলী ইব্ন হুজর, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, আহমাদ ইব্ন সালিহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ হামিদ ইব্নুশ্-শারকী, আবুল-'আব্বাস আদ্-দাগুলী, আবুল-'আব্বাস আল-মাহবুবী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, هُوَ أَحَدُ أَئِمَّة زَمَانِهِ، أَدْرَكَتْه المنِيَّةُ فِيْ حَدّ الكَهُوْلَة। তিনি ২৭৯ হিজরী সনে ৭০ বছর বয়সে মারভে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZevKvZ ÔDjvgvBÕj- nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৫২; gxhvbj-BÕwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০;ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬; wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮১-৮২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৪-৪৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮

১০৯. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম বাশ্শার। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ইব্ন 'উছমান ইব্ন দাউদ ইব্ন কায়সান আল-'আবদী আল-বাসরী। তিনি হাফিয বুনদার উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বসরার শহরে কাপড় বুনোনোর কাজ করতেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্ন যুবাই, মু'তামির ইব্ন সুলাইমান, মারহুম ইব্ন 'আবদিল-'আযীয আল-'আত্তার, 'আবদুল-'আযীয ইব্ন 'আবদিস্-সামাদ আল-'আম্মী, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর গুনদার, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ, 'আবদুল-ওহ্হাব আস্-সাকাফী, 'উমার ইব্ন 'আলী, আত্-তুফাভী, বাহয ইব্ন আসাদ, 'আবদুর্-রহমান ইব্ন মাহদী, মু'আয ইব্ন মু'আয, মু'আয ইব্ন হিশাম, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, ওকী', হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল, 'আফফান, আবুল-ওয়ালীদ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ-এর সকল ইমাম হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবূ যুর'আহ আর্-রাযী, আবূ হাতিম আর্-রাযী, ইব্রাহীম আল-হারবী, বাক্বী ইব্ন মাখলাদ,'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ, আবুল-'আব্বাস আস্-সাররাজ, ইব্ন খুযায়মাহ্, যাকারিয়া আস্-সাজী, ক্বাসিম ইব্ন যাকারিয়া আল-মুতাঁর্রায, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ইব্নুল-মুসায়্যাব আল-আরগিয়ানী, আল-বাগাভী ইব্ন আবী দাউদ, মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বাসালানী, হাসান ইব্ন 'আলী আত্-তুসী, 'আবদুল্লাহ্ ইবন নাজিয়্যাহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। আল-'ইজলী তাঁকে 'ছিকাহ' রাভী ও অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) তাঁকে 'সদূক' বা বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন। আবূ দাউদ বলেন, كَتَبْتُ عَنْ بُنْدَار نَحْوًا مِنْ خَمْسِيْنَ أَلف حَدِيْث-আমি বুনদার থেকে পঞ্চাশ হাজার লিখেছি। 'ইজলী বলেন, ثِقَة كَثِيْر الحَدِيْث -তিনি অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য রাভীদের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাঁকে "صالح لاباس به"বলে মন্তব্য করেছেন। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, তিনি দশম স্তরের বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন'। তিনি ২৫২ হিজরী সনে ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৫; ZevKvZ ÔDjvgvBÕj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২-৮৪; gxhvbj-BÕwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮০; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫১;ZevKvZj-ûddvh,প্রাগুক্ত, পৃ.২২৬; wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪৪-৪৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১১-১২; Avj-we'vqvn Iqvb-

৬৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ইব্‌ন ‘উবায়দ ইব্‌ন ক্বায়স ইব্‌ন দিনার আল-‘আনাযী (মৃত ২৫২ হিজরী) [১১০]

৬৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব ইব্‌ন ইসহাক আন্‌-নায়সাপূরী আর-গিয়ানী (মৃত ৩১৫ হিজরী)।[১১১]

৬৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিহ্‌রান আল-জাম্মাল (মৃত ২৩৯ হিজরী)।[১১২]

---

wbnvqvn্, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯২; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১; Avj-Rvin IqvZ-Zvঁ‘xj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২১৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; wKZve Avj-IqvdxঁwejIqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯-৮০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮-৩৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০২

১১০. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ মূসা। পিতার নাম মুছান্না। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না ইব্‌ন ‘উবায়দ ইব্‌ন ক্বায়স ইব্‌ন দীনার আল-‘আনাযী আল-বাসরী। আহমাদ ইব্‌ন সালামাহ্‌র মৃত্যুর বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ‘আবদুল-‘আযীয ইব্‌ন ‘আবদিস্‌-সামাদ ‘আম্মী, সুফইয়ান ইব্‌ন ‘উয়ায়নাহ্‌, মু‘তামির ইব্‌ন সুলাইমান, হাফ্‌স ইব্‌ন গয়্যান, আবূ মু‘আবিয়া, মু‘আয ইব্‌ন মু‘আয। তাঁর থেকে সিহাহ্‌ সিত্তার সকল ইমাম হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবূ যুর‘আহ্‌, আবূ হাতিম, আবূ ই‘আলা, আবূ বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন সা‘আদ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ ‘আরূবাহ্‌ বলেন, ‘আমি বসরাতে আবূ মূসা ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাকিমের মত অধিক বিশ্বস্ত রাভী আর কাউকে দেখিনি।’ ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, ‘তাঁর মধ্যে দোষত্রুটি নেই। তবে তাঁর গ্রন্থে তিনি কিছু সংখ্যক গরীব হাদীছ বর্ণনা করেছেন।’ আবূ সা‘দ আল-হারূভী বলেন, ‘ইমাম যুহলিকে তাঁর ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে হাদীছের হুজ্জাহ বলে অভিহিত করেন।’ আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, ‘তিনি সহীহ হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন।’ খত্বীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৭ হিজরী) বলেন, ‘তিনি পরহিজগার ও সদূক রাভী ছিলেন।’

দ্র. wmqvix AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৩-২৬; ZevKvZ ÔDjvgvBÔj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪-৮৫; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩১৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn্, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; Avj- Rvin IqvZ-ZvÔ‘xj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২;Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০২; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭১-৭২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১;ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪০১-০২

১১১. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌। পিতার নাম মুসায়্যিব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল ইব্‌ন ইদ্‌রীস আন্‌-নায়সাপূরী আল-গিয়ানী আল-ইসপানজী। তিনি ২২৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসহাক ইব্‌ন শাহীন, ‘আবদুল-জব্বার ইবনুল-‘আলা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাশিম আল-বা‘লাবাক্কী, হায়ছাম ইব্‌ন মারওয়ান আল-‘আনসী, আবূ সা‘ঈদ আল-আশাজ্জী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা‘ঈদ আল-জাওহারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, যায়দ ইব্‌ন আখরাম, সাহ্‌ল ইব্‌ন সালিহ আল-আনতাকী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফী’, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয্‌-যুহরী, ইউনূস ইব্‌ন ‘আবদিল-আ’লা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবূ হামিদ ইবনুশ-শারকী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ই‘আকূব ইবনুল-আখরাম, আবূ ‘আলী আন্‌-নায়সাপূরী, আবূ আহমাদ আল-হাকিম, আবূ ‘আমর ইব্‌ন হামদান, হুসাইনাক ইব্‌ন ‘আলী আত্‌-তামীমী, যাহির ইব্‌ন আহমাদ আস্‌-সারাখসী, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বালুভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবুল-হাসান আল-হাজ্জাজী বলেন, ‘তিনি সহজ ও সরল প্রকৃতির ছিলেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন খুব কাঁদতেন। হাকিম আন্‌-নায়শাপূরী বলেন, ‘আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আলী আল-কিলাযী কে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।’ আবূ ইসহাক বলেন, ‘মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব হাসান ইব্‌ন আবকার মত কাঁদার কারণে অন্ধ হয়ে যান।’

দ্র. ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮; wmqvix AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪২২-২৬; ZevKvZ ÔDjvgvBÔj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০০-০২; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn্, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৯-৯১;Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৫; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩

১১২. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ জা‘ফর। পিতার নাম মিহরান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা‘ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিহ্‌রান আল-জাম্মাল। তিনি ফুযাইল ইব্‌ন ‘আয়ায, মারহুম ইব্‌ন ‘আবদিল-‘আযীয, ‘আবদিল-‘আযীয ইব্‌ন আদ্‌-দারাওয়ারদী, সুফইয়ান ইব্‌ন ‘উয়াইনাহ্‌, হাতিম ইব্‌ন ইসমা‘ঈল, জারীর ইব্‌ন ‘আবদিল-হুমাইদ, ‘ঈসা ইব্‌ন ইফনূস, ‘আতা ইব্‌ন মুসলিম, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাত্তান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ,

৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি‘ ইব্ন আবী যায়দ, আল-কুশায়রী আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৪৫ হিজরী)[১১৩]

৬৮. মুহাম্মাদ ইব্ন নযর ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন জারূদ আল-জারূদী আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৯১ হিজরী)[১১৪]

৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন হুমাইদ ইব্ন হায়্যান আত্-তামীমী (মৃত ২৪৮ হিজরী)।[১১৫]

আবূ জুর‘আহ্, আবূ হাতিম, আহমাদ ইব্ন ‘আলী আল-‘আব্বাদ, মূসা ইব্ন হারূন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ত্বয়ালিসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, ‘তিনি অধিক হাদীছ বর্ণনা কারীদের একজন এবং বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন।’ আবূ বকর আ‘য়ান বলেন, ‘খুরাসানে আমার তিনজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রথম কুতায়বাহ্, দ্বিতীয় মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান, তৃতীয়ত হচ্ছেন ‘আলী ইব্ন হুজ্র।’ ইমাম বুখারী (মৃত ২৫৬ হিজরী) বলেন, ‘তিনি ২৩৯ হিজরী সনের প্রথম মাস মুহার্রাম মাসে অথবা তাঁর কাছাকাছি সময়ে ইন্তিকাল করেন।’

দ্র. wmqviæ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৪৩-৪৫; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; Avj-Rvin IqvZ-Zv©‘xj , প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৩; ZvhwKivZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩০৬

১১৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্। পিতার নাম রাফি‘। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি‘ ইব্ন আবী যায়দ, আল-কুশায়রী, আন্-নায়সাপূরী। তিনি ইব্ন ‘উয়ায়নাহ্, আবূ মু‘আবিয়্যাহ্ আয্-যারীর, আবূ আহমাদ আয্-যুবায়রী, আবূ দাউদ আত্-ত্বয়ালিসী, হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ, আবূ বকর আল-হানাফী প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম ইব্ন মাজাহ্ ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার সকল ইমাম, এছাড়া আবূ যুর‘আহ্, আবূ হাতিম, ইব্রাহীম ইব্ন আবী ত্বলিব, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যুহলী, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, ইব্ন আহমাদ আত্-তাঁরসী প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি‘, ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), মাসলামাহ্ প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁকে ‘ছিকাহ্’ বা বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেন। ইমাম মুসলিম (র) (মৃত ২৬১ হিজরী) তাঁর নিকট থেকে ৩৬২টি হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, ‘তিনি একাদশ স্তরের বিশ্বস্ত রাভী ও ‘আবিদ ছিলেন’।

দ্র. wmqviæ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১৪-১৮; ZevKvZ ÔDjvgvB©j-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১-৮২; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৪২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৯-১০;Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬-৩৮; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮-৫০

১১৪. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম নযর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন নযর ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন জারূদ আল-জারূদী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, ‘আমর ইব্ন যুরারাহ্, সুওয়াইদ ইব্ন সা‘ঈদ, ইসমা‘ঈল ইব্ন মূসা আস্-সুদ্দী, ইব্ন আবীশ্-শাওয়ারিব, ‘আমর ইব্ন ‘আলী আল-ফাল্লাস, আবূ কুরাইব, হুমাইদ ইব্ন মাস‘আদাহ্, আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আদ্-দাওরাকী, মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সাব্বাহ্ আল-জারাইরী প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মাহ্, মু’আম্মাল ইব্নুল-হাসান, আবূ হামিদ ইব্নুশ্-শারকী, আবুল-ফযল মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মানসূর আল-কাযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন আবী হাতিম বলেন, وَهُوَ صَدُوْق مِنَ الْحُفّاظ -তিনি একজন সত্যবাদী হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি ২৯১ হিজরী সনে রবী‘উল-আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৪১-৪৪; ZevKvZ ÔDjvgvB©j-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৯০; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪-১৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭-৯৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৩-৭৪;Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৯

১১৫. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্। পিতার নাম হুমাইদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন হুমাইদ ইব্ন হায়্যান আত্-তামীমী। তিনি ছিলেন রায়ের বিশিষ্ট হাদীছের হাফিয। তাকে জ্ঞানের সমুদ্র বলা হয়। তিনি ই‘আকূব ইব্ন কুমী, ইব্নুল-মুবারক, জারীর ইব্ন ‘আবদিল-হুমাইদ, ফযল ইব্ন মূসা, হাক্কাম ইব্ন সালাম, জা‘ফর ইব্ন সুলাইমান, না‘ঈম ইব্ন মায়সারাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ ইব্ন হাম্বল, আবূ যুর‘আহ্, সালিহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-জাযারাহ্, হাসান ইব্ন ‘আলী আল-মা‘মারী, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্বাবারী, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ যুর‘আহ্ (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, ‘যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দকে পায়নি, সে যেন দশ হাজার নতুন হাদীছ সংগ্রহের মুখাপেক্ষী হলো।’ আবূ আহমাদ ‘আস্সাল বলেন, ‘আমি ফাযলাককে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি একদা মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দের স্মরণাপন্ন হলাম তখন তিনি হাদীছের সনদকে মতনের সাথে মিলাচ্ছিলেন।’ আবূ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ বলেন, ‘রায় শহরে যতদিন মুহাম্মাদ ইব্ন হুমাইদ জীবিত

৭০. মাহমূদ ইব্ন গয়লান আল-'আদাভী, আবূ আহমাদ আল-মারওয়াযী (মৃত ২৩৯ হিজরী)।[১১৬]

৭১. মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম আল-কুশাইরী আন্-নায়সাপূরী (মৃত ২৬১ হিজরী)।[১১৭]

থাকবেন, ততদিন 'ইলমের চর্চা হতে থাকবে।' ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন (মৃত ২৩৩ হিজরী) বলেন, 'তাঁর হাদীছ গ্রহণে কোন বাঁধা নেই।' ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, 'তিনি ছিকাহ্ রাভী নন।' ই'আকূব ইব্ন আস্-সায়বাহ্ আস্-সাদূসী বলেন, 'তিনি অনেক মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।'

দ্র. wmqvi æ AvÔjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫০৩-০৬; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ'xj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯০; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১৮-১৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৪

১১৬. তাঁর প্রকৃত নাম মাহমূদ। উপনাম আবূ আহমাদ। পিতার নাম গয়লান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ আহমাদ মাহমূদ ইব্ন গয়লান আল-আদাভী আল-মারওয়াযী। তিনি হাদীছের হাফিয ও বাগদাদে বসবাসকারী ছিলেন। তিনি ওয়াকী', ইব্ন 'উয়ায়নাহ্, 'আবদুর্-রায্যাক, সা'ঈদ ইব্ন 'আমির, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা, আবূ দাউদ আত্-ত্বয়ালিসী, মু'আবিয়াহ্ ইব্ন হিশাম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে ইমাম আবূ দাউদ ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সকল ইমাম। এছাড়া আবূ হাতিম, আবূ যুর'আহ্, আয্-যুহলী, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল-ক্বাসিম আল-বাগাভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসা'ঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাঁকে বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র) (মৃত ২৪১ হিজরী) বলেন, 'আমি তাঁকে 'ইলমুল-হাদীছের একজন বিশেষজ্ঞ বলে জানি এবং 'খলকুল-কুর'আন' অস্বীকার করায় কারাগারে ছিলেন। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) তাঁকে দশম স্তরের বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেন।

দ্র. ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৫-৭৬; wmqvi æ AvÔjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৪; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-১০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮

১১৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুসলিম। উপনাম আবুল-হোসাইন। উপাধি 'আসাকিরুদ্দীন। পিতার নাম হাজ্জাজ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হোসাইন মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ওয়ারদ ইব্ন কুশায় আল-কুশাইরী আন্-নায়সাপূরী। অধিকাংশ রিজাল শাস্ত্রবিদ ইমাম মুসলিম (র)-এর মৃত্যু ২৬১ হিজরী এবং বয়স ৫৫ বৎসর উল্লেখ করেছেন। এই হিসেবে তাঁর জন্মকাল ২০৬ হিজরী হওয়াই সঠিক ও অধিক যুক্তিযুক্ত। চৌদ্দ বছর বয়সে ২২০ হিজরী সনে ইমাম মুসলিম (র) প্রথম সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি বায়তুল্লাহ্তে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে খুরাসান থেকে রওয়ানা হন। এ সফরে তিনি হিজাযের মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ হাদীছ বিশারদ ইমাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামাহ আল-কা'নাবীর সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করে তাঁর থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। কূফার হাফিয আহ্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন ইউনুস এবং অপর একদল মুহাদ্দিছ থেকেও হাদীছ শ্রবণ করেন। খুরাসানের বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আন্-নায়সাপূরী, কুতায়বাহ ইব্ন সা'ঈদ, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। ইমাম বুখারী (র) নায়সাপূর আগমন করলে ইমাম মুসলিম (র) তাঁকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট হাদীছ বিষয়ক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার হতে জ্ঞানারোহণ করেন। রায়ের মুহাম্মাদ ইব্ন মিহরান আল-জামাল আর্-রাযী, ইব্রাহীম ইব্ন মূসা আল-ফার্‌রা, হিজাযের ইসমা'ঈল ইব্ন আবী 'উয়াইস, সা'ঈদ ইব্ন মানসূর, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী 'উমার এবং 'আবদুল-জব্বার ইব্নিল-'আলা' প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (১টি হাদীছ শ্রবণ করেছেন), ইব্রাহীম ইব্ন ইসহাক আস্-সায়রাফী, ইব্রাহীম ইব্ন আবী ত্বলিব, ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হামযাহ, ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুফইয়ান আল-ফকীহ, আহমদ ইব্ন সালামাহ আল-হাফিয, আহমদ ইব্নুল-মুবারাক আল-মুসতামলি, আল-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ আল-ক্বব্বানী, আবূ ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া ইব্ন দাউদ আল-খফ্ফাফ, সা'ঈদ 'আমর আল-বারযাহ আল-হাফিয, সালিহ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাগদাদী আল-হাফিয, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদ ইব্ন হুমাইদ, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ আদ্-দুওয়ারী আল-'আত্তার, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন নযর ইব্ন সালামাহ ইব্নিল-জারূদ আল-জারূদী, আবূ হাতিম মাক্কী ইব্ন আবদান আত্-তামীমী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ, আবূ 'আওয়ানাহ আল-ইসফিরাইয়ানী। ইমাম ইব্ন আবী হাতিম আর্-রাযী (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন, مُسْلِم ثِقَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيْثِ -'মুসলিম (র) একজন ছিকাহ বা বিশ্বস্ত রাভী। তিনি হাদীছের হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম। হাদীছ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি রয়েছে।' ইব্ন তাগরী বারদী বলেন, مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ الإِمَامُ الحَافِظُ الحُجَّةُ أَبُوْ الحُسَيْنِ النَّيْسَابُوْرِىُّ صَاحِبُ الصَّحِيْحِ -'মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম হাদীছের ইমাম, হাফিয এবং হুজ্জাহ্ ছিলেন। তাঁর উপনাম আবুল-হুসাইন। তিনি ছিলেন নায়সাপূরের অধিবাসী এবং 'আস্-সহীহ' গ্রন্থের প্রণেতা।' হাফিয আহ্মদ ইব্ন 'আলী

৭২. যায়দ ইব্ন আখযাম আত্-তা’ঈ আন্-নাবহানী আল-বাসরী (মৃত ২৫৭ হিজরী)।[১১৮]

৭৩. যীয়াদ ইব্ন আয়্যূব ইব্ন যীয়াদ আত্-তূসী আল-বাগদাদী (মৃত ২৫২ হিজরী)।[১১৯]

৭৪. নাসর ইব্ন ‘আলী ইব্ন নাসর ইব্ন ‘আলী ইব্ন সুহ্বান আল-আযদী আল-জাহ্দামী (মৃত ২৫০ হিজরী)[১২০]

আল-খত্বীব আল-বাগদাদী (র) (মৃত ৪৬৭ হিজরী) বলেন, مُسْلِمُ أَحَدُ الأَئِمَّة مِنْ حُفَّاظ الحَدِيْث -‘মুসলিম (র) ইমামগণের অন্যতম এবং হাদীছের হাফিযগণের অন্তর্ভুক্ত।’

দ্র. wmqvi æ Avÿ j wgb-bev j v, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৫৮; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫০-৫১; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩-১৭; ZevKvZ ÔDjvgvBÕj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৯; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪-৯৬, Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৮-৯০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৫১-৫২, Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫; Avj-Kwkd, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭১; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯-৩০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪-৬৫

১১৮. তাঁর প্রকৃত নাম যায়দ। উপনাম আবূ ত্বলিব। পিতার নাম আখযাম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ত্বলিব যায়দ ইব্ন আখযাম আত্-তা’ঈ আন্-নাবহানী আল-বাসরী। তিনি আবূ দাউদ আত্-ত্বয়ালিসী, ইব্ন মাহদী, আবূ কুতাইবাহ্, মু‘আয ইব্ন হিশাম, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম, ইব্ন খুযায়মাহ, ইব্ন আবী ‘আসিম, আবূ বকর আল-বায্যায প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী), ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) ও ইমাম দারেকুত্নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) তাঁকে বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন।’ তিনি ২৫৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿ j wgb-bev j v, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬০-৬১; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-০৯; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৬-৪৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-৪১; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

১১৯. তাঁর প্রকৃত নাম যিয়াদ। উপনাম আবূ হাশিম। পিতার নাম আয়্যূব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ হাশিম যিয়াদ ইব্ন আয়্যূব ইব্ন যিয়াদ আত্-তূসী আল-বাগদাদী। তিনি ১৬৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদ্রিস, মারওয়ান ইব্ন মু‘আইয়্যাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-ওয়াসিতী, মু‘তামির ইব্ন সুলাইমান, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী ‘উয়ায়নাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আল-মারওয়াযী বলেন, ‘তোমরা তাঁর থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করো। কারণ তিনি ছিলেন শু‘বাহ্ ইব্ন হান্নাদের সমপর্যায়ের।’ আবূ হাতিম (মৃত ২৭৭ হিজরী) বলেন, ‘তিনি সত্যবাদী রাভী ছিলেন।’ ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, ‘তাঁর সত্যবাদীতার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।’ তিনি অন্যত্র বলেন, ‘তিনি একজন বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন।’ ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) তাঁকে বিশ্বস্ত রাভী বলে অভিহিত করেছেন।’ ইসহাক সিরাজ বলেন, ‘তিনি মূলত তূসে জন্মগ্রহণ করেছেন। বাগদাদে বেড়ে ওঠেন। আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, ‘আমার জন্ম ১৬৬ হিজরী সনে আর আমি ১৮১ হিজরী সনে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেছি।’ ইব্ন কানি‘ বলেন, ‘তিনি ২৫২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।’

দ্র. wmqvi æ Avÿ j wgb-bev j v, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২০-২৩; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮-৭৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২৫; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৯-২০; ZvixL evM‘v‘, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; ZvhwKivZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৮-০৯; Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ‘xj, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯২; kvhvivZh-hvnvex, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-০৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৯; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

১২০. তাঁর প্রকৃত নাম নাসর। উপনাম আবূ ‘আমর। পিতার নাম ‘আলী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আমর নাসর ইব্ন ‘আলী ইব্ন নাসর ইব্ন ‘আলী ইব্ন সুহ্বান ইব্ন উবায় আল-আযদী আল-জাহ্দামী আল-বাসরী। তিনি ১৬০ হিজরী সন থেকে ১৬৫ হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীছের হাফিয ও হাদীছ বর্ণনাকারীগণের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। তিনি ইয়াযীদ ইব্ন আয্-যুরা‘ঈ, মু‘তামিদ ইব্ন সুলাইমান, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ যায়দাহ্, বিশ্র ইব্ন মুফায্যাল, ‘আবদিল-‘আযীয আল-‘আম্মী, ‘আবদিল-‘আযীয আদ্-দারাওয়ারদী, ‘উমার ইব্ন ‘আলী, ‘ঈসা ইব্ন ইউনূস প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্র ও সিহাহ সিত্তার সকল রাভী হাদীছ বর্ণনা করেন। এছাড়া ইমাম যুহ্রী, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ‘আলী আল-মারওয়াযী, ইব্ন আবিদ্-দুনইয়া, বাক্বী ইব্ন মাখলাদ, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ হামিদ আল-হাদরামী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা

৭৫. আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আস্-সব্বাহ্ আয্-যা'আফরানী (মৃত ২৬০ হিজরী)[১২১]

৭৬. আল-হুসাইন ইব্ন হারীছ ইব্নুল-হাসান ইব্ন সাবিত আল-খুযা'ঈ আল-মারওয়াযী (মৃত ২৪৪ হিজরী)।[১২২]

ছাত্রবৃন্দ

মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) একাধারে ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছের হাফিয, হুজ্জাহ্, ফকীহ্, হাদীছের শিক্ষক ও হাদীছের ইমাম।[১২৩] অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি 'ইলুমল-হাদীছে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে

করেছেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ বলেন, 'আমার পিতার নিকট তাঁর ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি তাকে দোষক্রটিমুক্ত রাভী বলেন ও তাঁর ব্যাপারে সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন।' 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ফারহায়ানী বলেন, 'নাসর ইব্ন 'আলী আমার নিকটে প্রতিথযশা ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন।' ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) ও ইব্ন খর্‌রাশ তাঁকে ছিকাহ্ রাভী বলে অভিহিত করেছেন।'

দ্র. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৩৩-৩৬; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮৭-৮৮; Avj-©Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯; Avj-Rvin IqvZ-Zv©'xj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৯; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২০১-০২; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪-৯৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬১

১২১. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবূ 'আলী। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আলী আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আস্-সব্বাহ্ আল-বাগদাদী আয্-যা'আফরানী। তিনি ১৭০ হিজরী সনের কিছু পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদের যা'আফরান নামক স্থানে বসবাস করতেন বলে তাকে যা'ফারানীও বলা হতো। তিনি ইব্ন উয়ায়নাহ্, আবূ মু'আবিয়া, ইব্ন আবী 'আদ্দি, মারওয়ান ইব্ন মু'আবিয়া, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, 'আবদুল-ওহ্হাব আস্-সাকাফী, ইমাম শাফী'ঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ 'আওয়ানাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ, ইব্ন যিয়াদ আন্-নাইশাপূরী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন كَانَ مُقَدَّمًا فِيْ الفِقْه وَالحَدِيْث، ثِقَةً جَلِيْلًا، عَالِي الرِّوَايَةِ، كَبِيْرَ المُحْمِلِ -তিনি ফিক্হ ও হাদীছ শাস্ত্রের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও উচ্চাঙ্গের বর্ণনাকারী এবং অধিক হাদীছ সংগ্রহকারী ছিলেন। ইমাম নাসাঈ ও ইব্ন হিব্বান বলেন, 'তিনি ছিকাহ্ বা বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন।' তিনি ২৫৯ হিজরী সনের রবিউছ্-ছানী মাসে রবিবার ইন্তিকাল করেন। ইব্ন মানদাহ্ বলেন, 'তিনি ২৬০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।' ইব্ন মাখলাদ বলেন, 'তিনি রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬২-৬৪; IqwdqvZj-Av©Bqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৪; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৫৯-৬০; ZevKvZ ©Dj¨vgv©Bj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২০২-০৩; ZvixL evM'v', ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭-১০; ZvhwKivZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৫-২৬; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫; ZevKvZk-kwd©BqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫; Avj-©Bevi, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪-৬৫; Avb-bRgh-hwnivn, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১২২. তাঁর প্রকৃত নাম হুসাইন। উপনাম আবূ 'আম্মার। পিতার নাম হারীছ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আম্মার হুসাইন ইব্ন হুরাইস ইব্নুল-হাসান ইব্ন সাবিত ইব্ন কুতবাহ্ আল-খুযা'ঈ আল-মারূযী। তিনি মাওলা ছিলেন। আল-ফযল ইব্ন মূসা আস্-সিয়ানী, আল-ফাযীল ইব্ন 'আয়ায, ইব্ন 'উয়ায়নাহ্, ইব্নুল-মুবারক, ইব্ন জারীর, সা'ঈদ আল-কাদাহ্, ইব্ন 'আলাইয়্যাহ্, ইব্ন আবী হাতিম, ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম, ওয়াকী' প্রমুখ মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ্ ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহর সকল ইমাম তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হামিদ ইব্ন শু'আইব আল-বালখী, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ আহমাদ আল-ফাররা, আয্-যুহলী, আবূ যুর'আহ, মুহাম্মাদ ইব্ন হারূন আল-হাযরামী, আল-বাগাভী প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) তাঁকে 'ছিকাহ্' বলে অভিহিত করেন। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) তাঁকে তিনি দশম স্তরের বিশ্বস্ত রাভী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে হজ্জ থেকে ফিরার সময় করমীসীনে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, مَاتَ رَاجِعًا مِنَ الحج سَنَةَ أَرْبَع وَّأَرْبَعِيْن وَمِائَتَيْن -তিনি হজ্জ থেকে ফিরে ২৪৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪০০-০১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২০২; Avj-©Bevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮

১২৩. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড , পৃ. ৩৬৫

পড়ায় হাদীছ অন্বেষণকারীরা তাঁর সান্নিধ্যে আগমন করেন এবং হাদীছ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর নিকট থেকে যে সকল শিষ্য হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

১. আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্বাস আশ্-শাফি'ঈ (মৃত ৩৭১ হিজরী)[১২৪]

২. আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদুওয়াই আল-হুযালী আন-নায়সাপুরী (মৃত ৩৮৫ হজরী)[১২৫]

৩. আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন মিহরান ইস্পাহানী আন্-নায়সাপুরী (মৃত ৩৮১ হিজরী)।[১২৬]

৪. আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আহমাদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন আবী মারওয়ান আদ্-দবী আল-মারওয়ানী আন্-নাসয়াপূরী (মৃত ৩৮১ হিজরী)।[১২৭]

---

১২৪. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ইব্রাহীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্বাস আল-জুরজানী আল-ইসমা'ঈলী আশ্-শাফি'ঈ। তিনি শাফি'ঈ মতাদর্শের একজন শায়খ ছিলেন। তিনি ২৭৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিশোর বয়সে হাদীছ লিপিবদ্ধ শুরু করেন। ২৮৯ হিজরী সনের পর হাদীছ অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি ইব্রাহীম ইব্ন যুহাইর আল-হালওয়ানী, হামযাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ, ইউসূফ ইব্ন ই'আকূব, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মাসরূক, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-মারওয়াযী, আল-হাসান ইব্ন 'আলাওয়াই আল-কাত্তান, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ফিরয়াবী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ মুতায়্যিন, মুহাম্মাদ ইব্ন 'উছমান ইব্ন আবী শায়বাহ্, ইব্রাহীম ইব্ন শারীক, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন লাইছ আল-বাসরী, মুহাম্মাদ ইব্ন হিয়্যান আযহার, মুহাম্মাদ ইব্ন 'উছমান ইব্ন আবূ সুওয়াইদ, 'ইমরান ইব্ন মূসা আস-সাখতিয়ানী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন সামা'য়াহ্ আবূ ই'আলা আল-মাওসিলী, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম, আবূ বকর আল-বারক্বানী, হামযাহ্ আস-সাহমী, আবূ হাযিম আল-'আবদুভী, আল-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাশানী, আবূ সা'ঈদ আন-নাক্কাশ, আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আত্-ত্বরী, হাফিয আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্রীস আল-জারজারা'ঈ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি ফিকহ্ ও হাদীছের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। হাকিম বলেন, ইসমা'ঈলী তাঁর যুগের একজনই ছিলেন (যার তুলনা কেউ নেই)। তিনি মুহাদ্দিছ ও ফকীহদের শায়খ ছিলেন। তিনি ৩৭১ হিজরী সনের রজব মাসে শুরুর দিকে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৯২-৯৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৮১-৮৩; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৭-৪৯; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৫; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩৮২-৮৩; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪০৫; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৪; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৭-৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.২৯৮; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭

১২৫. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম ইব্রাহীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদুওয়াই ইব্ন সুদূস আল-হুযালী আল-'আবদূভী আন-নায়সাপুরী। তিনি আবুল-'আব্বাস আস-সার্রাজ, আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ্, হাতিম ইব্ন মাহবূব প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে তাঁর ছেলে, আল-হাকিম, আবূ সা'দ আল-কানজারূযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৮৫ হিজরীর রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৫০৪; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৫৫

১২৬. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। উপাধী শায়খুল ইসলাম। পিতার নাম আল-হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন মিহরান আল-ইস্পাহানী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ২৯৫ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ মাসারজিসী, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল-'আব্বাস সার্রাজ, মাক্কী ইব্ন 'অবদান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাছাড়া তিনি 'ইরাকে 'আলী যায়দ ইব্ন আবূ বিলাল, আবুল হুসাইন ইব্ন বুয়ান, আবূ বকর আন্-নাক্কাশ, আবূ 'ঈসা বাক্কার, ইব্ন মুকসিম, দামিশকে 'আলী ইব্ন হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন নাসর আখরাম প্রমুখ থেকে কুর'আন শিক্ষা করেন। তাঁর থেকে হাকিম, ইব্ন মাসরূর, আবূ সা'আদ কানজারূযী, 'আবদুর-রহমান ইব্ন 'আলিয়্যাক, আবূ সা'দ আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-মুকরী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। 'উমার ইব্ন আহমাদ যায়দ বলেন, তিনি ছিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন।' হাকিম (মৃত ৩৪৯ হি.) বলেন, 'তিনি ছিলেন তাঁর যুগের ক্বারীগণের মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেখা ক্বারীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় আদিব ছিলেন। যাদের দু'আ কবুল হয়, তিনি তাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।' তিনি ৩৮১ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪০৬-০৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৫৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৪০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৪

৫. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৮০ হিজরী)[১২৮]

৬. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর আন্‌-নায়সাপূরী আল-বাহীরী (মৃত ৩৭৫ হিজরী)[১২৯]

৭. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন বাকাওয়াই আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৭৯ হিজরী)[১৩০]

৮. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামদূন আল-খুরাসানী আশ্‌-শারমাকানী (মৃত ৩৬৬ হিজরী)[১৩১]

---

১২৭. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ নাসর। পিতার নাম আল-হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ নাসর আহমাদ ইব্‌নুল-হুসাইন ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন আবী মারওয়ান আদ্‌-দাবী আল-মারওয়ানী আন্‌-নায়সাপূরী। তিনি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, ইব্‌ন শাদিল, সার্‌রাজ, আস্‌-সার্‌রাজ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামদাউন প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাকিম, আবূ হাফস ইব্‌ন মাসরূর, আবূ সা'দ কানজারূযীসহ অন্যরা হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৮০ হিজরীর শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avô j wgb-bev j v, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫; Av j -ôBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫; kvhv i vZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২১

১২৮. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক আন্‌-নায়সাপূরী আস্‌-সুনদূকী। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাদিল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাযান, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-মুসায়্যিব আল-আরগীয়ানী, আবুল-'আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আস্‌-সার্‌রাজ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। হাকিম বলেন, তিনি এককভাবে প্রায় বিশজন রাভী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম, আবূ সা'ঈদ আল-কানজারূযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ৩৮০ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avô j wgb-bev j v, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫; Av j -ôBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬; kvhv i vZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২১; Av j -Avbmve, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯০-৯১; Av j -j eve dx Zvnhxwe j - Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭-৪৮

১২৯. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-হুসাইন। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হুসাইন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন নূহ ইব্‌ন বাহীর আন্‌-নায়সাপূরী আল-বাহীরী। তিনি আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ আল-হাফিয, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আছ্‌-ছাকাফী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাগানদী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ আল-হাফিয, আবূ 'উছমান সা'ঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাহীরী, আবূ সা'ঈদ আল-কানজারূযী, 'আমর ইব্‌ন মাসরূর প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আস্‌-সাম'আনী বলেন, তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ৩৭৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avô j wgb-bev j v, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬-৬৭; আল-আনসাব, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৯৭-৯৮; Av j -j eve dx Zvnhxwe j -Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪; kvhv i vZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০০; Av j -ôBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪

১৩০. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ হামিদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ হামিদ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন বাকাওয়াই আন্‌-নায়সাপূরী। তাঁর থেকে 'আকদাহ্‌, আসমান, আবূ 'আলী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অনেকবার হজ্জ করেন। তিনি ছিলেন হাদীছের হুজ্জাহ্‌। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অনন্য মুহাদ্দিছ, হাফিয ও হাদীছ সংরক্ষণকারী ও অধিক জ্ঞানের অধিকারী। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (মৃত ৩১১ হি.) তাঁকে দেখে বলেন, 'আবূ মুহাম্মাদের জীবন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা পার্থক্য নিরূপণকারী।' তিনি ৩৭৯ হিজরী সনে ৫ই রমযান ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Av j -ôBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪; kvhv i vZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৭

১৩১. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-ফযল। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফযল আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামদূন ইব্‌ন বুনদার আল-খুরাসানী আশ্‌-শারমাকানী। তিনি আল-হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, মুসাদ্দাদ ইব্‌ন কাত্তান, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবুল-ক্বাসিম আল-বাগাভী, আবূ 'আরূবাহ্‌ আল-হার্‌রানী, আবুল-হাসান ইব্‌ন জাওসা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম,আবূ সা'দ আল-মালীনী সহ হাদীছ অন্বেষণকারী একটি বৃহৎ দল তাঁর থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। হাকিম বলেন, كان من أعيان مَشَايخ خرسان في الفقه، والأدب، وكثرة الطلب । তিনি ৩৬৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

৯. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আন্‌-নায়সাপূরী আল-হানাফী (মৃত ৩৫৮ হিজরী)[১৩২]

১০. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল হীরী আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৫৩ হিজরী)[১৩৩]

১১. আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্মুওয়াই আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৮১ হিজরী)[১৩৪]

১২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আদ্‌দী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুবারকজুরজানী (মৃত ৩৬৫ হিজরী)।[১৩৫]

দ্র. wmqvi æ Av0jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৭; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪; g0Rvgj-ej 'vb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮

১৩২. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-সা'ঈদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাহল আত্-ত্বাবাসী। তিনি ইমাম আবূ ইসহাক আল-মারওয়াযীর ছাত্র ছিলেন। তিনি ইব্‌ন খুযায়মাহ্, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। মাযহাবের ওপর তাঁর একটি বিশাল তা'লীকাত রয়েছে, যার একহাজারটি জুয রয়েছে। তাঁর থেকে আল-হাকিম সহ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি ৩৫৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi æ Av0jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১১২; ZevKvZk-kwdÔBqvZj Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৪৪; Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৫

১৩৩. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ সা'ঈদ। তাঁকে আল-জাওয়ারীও বলা হয়। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আন্‌-নায়সাপূরী আল-হানাফী। তিনি ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আস্-সারাজ, আবূ না'ঈম ইব্‌ন 'আদী, ইব্‌ন শানাবূয, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুফইয়ান, 'আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আল-হুসাইন আল-হানাফী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম, 'উমার ইব্‌ন মাসরূর, আবূ সা'দ আল-কানজারূযী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি বেশ কিছুদিন ফিকহ্ বিষয়ে শিক্ষাকতা করেছেন ও ফাতওয়া দিয়েছেন। তিনি ৩৮৩ হিজরী সনের রমাযান মাসে প্রায় ৯০ বছরের কাছাকাছি বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av0jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪৩০; ইব্‌ন সালিম আল-কুরশী, Avj-RvIqvwnwi j- g'xqvn dx ZevKwZj-nvbwdqvn(আল-হিজ্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১-৪২

১৩৪. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ নাসর। পিতার নাম হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাম্মুওয়াই ইব্‌ন হাসকুওয়াই আন্‌-নায়সাপূরী আল-ওয়ার্‌রাক আল-মু'আয্‌যিন। তিনি আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাসারজিসী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আস্-সারাজ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে হাকিম, আবূ সা'আদ আল-কানজারূযী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি তাফসীরুল-কাবীর গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি অনেক সম্পদশালী, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ৩৮১ হিজরী সনে শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av0jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪২৪

১৩৫. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ আহমাদ। পিতার নাম 'আদ্দী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ আহমাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আদ্দী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুবারাক ইব্‌ন কাত্তান আল-জুরজানী। তিনি ২৭৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নয় বছর বয়সে প্রথম হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। ২৯৭ হিজরী সনে হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি বুহলুন্ ইব্‌ন ইসহাক তানুখী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উছমান ইব্‌ন আবী সুআইদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া মারওয়াযী, আনাস ইব্‌ন সালাম, আবূ 'আব্দির্-রহমান আন্‌-নাসাঈ, আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আবূ 'আরুবাহ্ জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ফিরয়াবী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে শিক্ষক আবুল-'আব্বাস ইব্‌ন 'উকদাহ্, আবূ সা'দ মালিজী, হাসান ইব্‌ন রামিন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদুকিয়াহ্ হামযাহ্ ইব্‌ন ইউসূফ সাহমী, আবুল-হুসাইন আহমাদ ইব্‌ন 'আলী হাদীছ বর্ণনা করেন। হামযাতুস্-সাহমী বলেন,

كَانَ إِبنْ عَديّ حَافِظًا مُتْقِنًا، لمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أحَدٌ مِّثْلِه، تَفَرّد بِرَوَايَة أَحَادِيْث وَهَبَ مِنْهَا لِأَبْنَيْه عَدِي وَأَبِيْ زُرْعَة فَتَفَرّدا بِهَا عَنْه

-'ইব্‌ন 'আদ্‌দী ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য হাদীছের হাফিয। তাঁর যুগে তাঁর মত হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত আর কেউ ছিল না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে দু'সন্তান 'আদ্‌দী ও আবূ যুর'আহ্ উভয়ই হাদীছ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।' হাফিয ইব্‌ন 'আসাকির বলেন, كَانَ ثِقَةً عَلَى لَحْن فِيْه । আবুল-ওয়ালীদ রাজী বলেন, 'ইব্‌ন 'আদ্‌দী ছিলেন একজন হাফিয, তাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই।' হামযাতুস্-সাহ্মী বলেন, 'তিনি ৩৬৫ হিজরী সনের জমাদি'ছ-ছানী মাসে ইন্তিকাল করেন।'

দ্র. wmqvi æ Av0jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৫৪-৫৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪০-৪২; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৪৪-৪৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫; Avj-0Bevi, প্রাগুক্ত, ২য়

১৩. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-খুরাসানী আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৬৭ হিজরী)[১৩৬]

১৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাখতাওয়াই আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৬২ হিজরী)[১৩৭]

১৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাহফূয ইব্‌ন মা'কাল আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৮১ হিজরী)[১৩৮]

১৬. ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মীকাল (মৃ ৩৬২ হিজরী)[১৩৯]

খণ্ড, পৃ. ১২১; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৪-৪৫; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৫

১৩৬. তাঁর প্রকৃত নাম ইব্‌রাহীম। উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ক্বাসিম ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মাহমাওয়াই আল-খুরাসানী আন্‌-নাসরাবাযী আন্‌-নায়সাপূরী। তিনি আবুল-'আব্বাস আস্‌-সার্‌রাজ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আহমাদ ইব্‌ন 'আবদুল-ওয়ারিছ আল-'আস্‌সাল, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ, মাকহুল আল-বৈরূতী, ইব্‌ন জাওসা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাছাড়া তিনি খুরাসান, শাম, 'ইরাক, হিজায ও মিশরে গমণ করে তথাকার মুহাদ্দিছগণের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম, আস্‌-সুলামী, আবূ হাযিম আল-'আবদূভী, আবুল-'আলা মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-ওয়াসিতী, আবূ 'আলী আদ্‌-দাক্বাক প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। 'আবদুর্‌-রহমান আস্‌-সুলামী বলেন, তিনি নায়সাপূরের সূফী শায়খ ছিলেন। তিনি কুর'আন ও হাদীছের সংমিশ্রনে কথা বলতেন। তিনি কুর'আন ও হাদীছের পাশাপাশি অন্যান্য জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দেন, যেমন হাদীছ মুখস্থকরণ, ইতিহাস, পারস্পরিক লেনদেন ও সাঙ্কেতিক জ্ঞান ইত্যাদি। তিনি ৩৬৭ হিজরী সনে ৬৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে ফুআইলের কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়।

দ্র. wmqvi‡ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৫৬

১৩৭. তাঁর প্রকৃত নাম ইব্‌রাহীম। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাখতাঁরয়াই আন্‌-নায়সাপূরী আল-মুযাক্কী। তিনি তাঁর শহরের প্রখ্যাত হাদীছের শায়খ ছিলেন। তিনি আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাসারজিসী, আবুল-'আব্বাস আছ্‌-ছাকাফী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, মূসা ইব্‌ন 'আব্বাস আল-জুওয়ায়নী, আবূ হামিদ আল-আ'মাশী, আবূ না'ঈম ইব্‌ন 'আদী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসায়্যিব আল-আরগীয়ানী, আবুল-'আব্বাস আদ্‌-দাগুলী, আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন আল-হাযরামী, 'আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম, ইব্‌ন রিযকূয়াহ্‌, আবুল-ফাত্‌হ ইব্‌ন আবী ফাওয়ারিস, আবূ বকর আল-বারক্বানী, আবূ 'আলী ইব্‌ন শাযান, তাঁর সন্তান মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-মুযাক্কী, আবূ না'ঈম আল-ইস্পাহানী, আবূ ত্বলিব ইব্‌ন গায়লান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত রাভী ও অধিক হজ্জ পালনকারী। তিনি নিজেই বলেন, আমি হাদীছের খিদমাতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছি ও অনেক দিনার খরচ করেছি এবং বাগদাদে গমন করেছি। তিনি ৩৬২ হিজরী সনে শা'বান মাসে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৬৩-৬৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২১৬-১৭; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৪২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৮

১৩৮. তাঁর প্রকৃত নাম ইব্‌রাহীম। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাহফূয ইব্‌ন মা'কাল আন্‌-নায়সাপূরী। তিনি একজন মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাসারজিসী, আবুল-'আব্বাস আছ্‌-ছাকাফী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম সহ আরো অনেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ৩৮১ হিজরী সনের রবী'উল-আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪২৬

১৩৯. তাঁর প্রকৃত নাম ইসমা'ঈল। উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ্‌। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মীকাল। তিনি 'আবদান ইব্‌ন আহওয়াযী, আবুল-'আব্বাস আস্‌-সার্‌রাজ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, 'আলী ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আসকারী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আলী আল-হাফিয যদিও তিনি তাঁর থেকে বয়সে বড় ছিলেন, তাছাড়া আবুল হুসাইন আল-হাজ্জাজী, আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ আল-হাকিম, 'আবদুল-গাফির আল-ফারিসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি তিনি ৩৬২ হিজরী সনের সফর মাসে ৯২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

১৭. খলীল ইব্ন আহমাদ মুহাম্মদ ইব্ন খলীল আল-হানাফী (মৃত ৩৭৮ হিজরী)।[১৪০]

১৮. দা'লাজ ইব্ন আহমাদ ইব্ন দা'লাজ ইব্ন 'আবদির্-রহমান আস্-সিজিস্তানী (মৃত ৩৫১ হি)[১৪১]

১৯. বিশর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াসীন আন্-নায়সাপূরী আল-হানাফী (মৃত ৩৭৮ হিজরী)।[১৪২]

দ্র. wmqvi æ Avÿjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৫৬-৫৭; জামালুদ্দীন আল-কিফতী, Bbevûi-iæIqvZ ÔAvjv Avbewnb-bnvZ (বৈরূত: মু'আস্সাসাতু আল-কুতুবুস্-সাকাফিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪-৩৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭০

১৪০. তাঁর প্রকৃত নাম খলীল। উপনাম আবূ সা'ঈদ। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ খলীল ইব্ন আহমাদ মুহাম্মদ ইব্ন খলীল আস্-সিজযী আল-হানাফী। তিনি ২৮৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি সামারকন্দের বিচারপতি ছিলেন। তিনি আবুল-ক্বাসিম বাগাভী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল-'আব্বাস আস্-সাররাজ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আদ্-দায়বুলী আল-মাক্কী, ইব্ন জাওসা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম, আবূ ই'আকূব ইসহাক আল-ক্বার্‌রাব, 'আবদুল-ওহ্হাব ইব্ন মুহাম্মাদ আল-খত্ত্বাবী, জা'ফর আল-মুস্তাগফিরী, আবূ যার হারাভী, মুহাল্লাম ইব্ন ইসমা'ঈল হারাভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর হাদীছ উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি ওয়াজ-নসীহতে ও বক্তৃতায় মানুষের মধ্যে সেরা ছিলেন।' হাকিম বলেন, 'তিনি তাঁর যুগে রায় অধিবাসীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। আর তিনি বাগ্মীতায় মানুষের মধ্যে উত্তম ছিলেন।' তিনি ৩৭৮ হিজরী সনে ফারগানাতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ১৫১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩০-৩১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৭

১৪১. তাঁর প্রকৃত নাম দা'লাজ। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ দা'লাজ ইব্ন আহমাদ ইব্ন দা'লাজ 'আবদির্-রহমান আস্-সিজিস্তানী। তিনি ২৫৯/২৬০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আলী ইব্ন 'আবদিল-'আযীয, মুহাম্মাদ ইব্ন গলিব তামতাম, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর কাশমারদ আন্-নায়সাপূরী, 'আবদুল-আযীয ইব্ন মু'আবিয়া আল-কুরাশী, হিশাম ইব্ন 'আলী আস্-সীরাফী, বিশর ইব্ন মূসা, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-বূশানযী, মুহাম্মাদ ইব্ন আয়্যুব আল-বাজালী, আল-'আব্বাস ইব্ন ফযল আল-আসফাতী, আবূ মুসলিম আল-কাজ্জী, মুহাম্মাদ ইব্ন রিবহ আল-বায্‌যায, 'উছমান ইব্ন সা'ঈদ আদ্-দারিমী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদির্-রহমান আস্-সামী, ইব্ন খুযায়মাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম দারেকুত্নী, ইব্ন জুমাই' আল-গস্সানী, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম, আবুল ক্বাসিম ইব্ন বুশরান, 'আলী ইব্ন আহমাদ আল-বাদী, আবূ 'আলী ইব্ন শাযান, আহমাদ ইব্ন আবী 'ইমরান আল-হারাভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ সা'ঈদ ইব্ন ইউনূস তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, আমি আমার শিক্ষকদের মধ্যে দা'লাজ অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য রাভী কাউকে দেখিনি। আবূ 'আলী ইব্ন শাযান, ইব্নুল্-ফযল আল-কাত্ত্বান, ইব্ন আবীল-ফাওয়ারেস ও অন্যরা বলেন, তিনি ৩৫১ হিজরী সনের জমাদিউল-আখির মাসের দশদিন বাকি থাকতে ইন্তিকাল করেন। আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম ভুল করে বলেন, তিনি ৩৫৩ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারীখ ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩০-৩৫; ZvwiKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৮১-৮২; ZevKvZk-kvwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯১-৯৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭-৮৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৪৩-৪৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৫৮-৫৯; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭১-৭২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭০; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩; ZevKvZj ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩৬১-৬২

১৪২. তাঁর প্রকৃত নাম বিশর। উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ক্বাসিম বিশর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াসীন ইব্ন নযর ইব্ন সুলাইমান ইব্ন সুলাইমান ইব্ন রবি'আহ্ আল-বাহেলী আন্-নায়সাপূরী আল-হানাফী। তিনি সুদর্শন ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি দিন-রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ ও নামাযের মধ্যে থাকতেন। তিনি সৎ ও সুফী ছিলেন। তিনি নাইসাপুরে আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল-'আব্বাস সার্‌রাজ, আবুল-'আব্বাস দাগুলী, আবুল-হাসান ইব্ন ইসহাক ইব্ন মাযিন, আবুল-ক্বাসিম হাম প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাকিম, 'আবদায়ী, আবূ সা'দ কানজারুযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ 'আলী বলেন, তাঁর 'আওয়ালীর একটি অংশ আমার হস্তগত হয়েছে। ৪৫৩ হিজরী সালে আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হামদুন সুলামী তাঁর সূত্রে রিওয়ায়াত করেন। তিনি ৩৭৮ হিজরীর রমযান মাসে ৮২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

২০. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শীরাওয়াই আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩৮০ হিজরী)[১৪৩]

২১. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'ইসমা'ঈল আশ্-শাশী আশ্-শাফি'ঈ (মৃত ৩৬৫ হিজরী)[১৪৪]

২২. মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আন্-নায়সাপূরী আন্-নাহভী (মৃত ৩৫২ হিজরী)[১৪৫]

২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্নুল-ক্বাসিম আল-গাযী (৩৭৭ হিজরী)[১৪৬]

দ্র. wmqvi æ Av‡jwgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৩২৮-২৯; Av j -ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১; kvhviviZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১২

১৪৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শীরাওয়াই আন্-নায়সাপূরী। তিনি ২৮১ হিজরী সনে মদীনার ফারিস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল-হুসাইন ইবন সুফইয়ান, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল-'আব্বাস আছ্-ছাকাফী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-'আযীয আল-ক্বাস্সার প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ৩৮০ হিজরী সনে ৯৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av‡jwgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪০২-০৩

১৪৪. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম 'আলী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন ইসমা'ঈল আশ্-শাশী আশ্-শাফি'ঈ আল-ক্বাফ্ফালুল-কাবীর। যিনি স্বীয় যুগের ইমাম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ্, ইব্ন জারীর আত্-ত্ববারী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইসহাক আল-মাদা'ইনী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাগিনদী, আবুল-ক্বাসিম আল-বাগাভী, আবূ 'আরূবাহ্ আল-হার্রানী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে ইব্ন মানদাহ্, আল-হাকিম, আস্-সুলামী, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হালাইমী, আবূ নাসর ইব্ন ক্বাতাদাহ্, তাঁর সন্তান আবুল-ক্বাসিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি دلائل النبوة এবং محاسن الشريعة নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবূ ইসহাক বলেন, তিনি ইব্ন সুরাইজ থেকে ফিকহ্ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ফিকহ্ সম্পর্কে شرح الرسالة নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর থেকে ফিকহ্ শাফি'ঈ সম্প্রসারিত হয়। তাঁর মৃত সন নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। শায়খ আবূ ইসহাক আস্-সিরাজী তাঁর الطبقات الفقهاء নামক গ্রন্থে ৩৩৬ হিজরী সনের কথা বলেছেন। হাকিম বলেন, তিনি ৩৬৫ হিজরী সনে শাশে ইন্তিকাল করেছেন। তবে অধিকাংশ রিজাল গ্রন্থে ৩৬৫ সনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আবূ সা'দ আস্-সাম'আনী বলেন, তিনি ২৯১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্ন সাম'আনী বলেন, তিনি ৩৬৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av‡jwgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৮৩-৮৫; I qwdvqvZj -Av‡Bqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০০-০১; ZevKvZk-kwd‡BqvZj -Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ২০০-০২; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৫; wKZve Av j -I qvdx wej -I qvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৫; 'I qvj j -Bmj vg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২; Av j -ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২; kvhviviZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৫-৪৬

১৪৫. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আমর। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আমর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আন্-নায়সাপূরী আন্-নাহভী। তিনি আবূ 'আমর সাগীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ২৮৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। খলীলী বলেন, তিনি নায়সাপূরের হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি আবূ ই'য়ালা আল-মাওসিলী, হামিদ ইব্ন শু'আইব, ইব্ন কুতাইবা আল-'আসকালানী, আবুল-ক্বাসিম আল-বাগাভী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন শীরাওয়াই, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ 'আরূবাহ্ আল-হার্রানী, ইব্ন আবী দাউদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। হাকিম বলেন, كَانَ فَقِيْهًا، أَدِيْبًا، وَرْعًا، صَاحِب حَدِيْث، وَهُوَ كَبِيْرٌ كَبِيْرٌ তিনি ৩৫২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Av‡jwgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০; wKZve Av j -I qvdx wej -I qvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪; আল-খত্বীব আল-বাগদাদী, ZvixL gv'xbvZm-mvj vg (বৈরূতঃ দারু আল-গুরাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০; Bbevûi- iæ I qvZ ÔAv j v Avbewnb-bnvZ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪

১৪৬. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ আহমাদ। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইব্ন হুসাইন ইব্নুল-ক্বাসিম ইব্নুস্-সাররি ইব্নুল-গিত্বরীফ ইব্নুল-জাহ্ম আল-'আবদী আল-গিত্বরীফী আল-জুরজানী আর্-রিবাত্বী আল-গাযী। তিনি ২৮০ হিজরী সনের কিছু পর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নায়সাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। দিহরিস্তানের রিবাত্বে বসবাস করতেন। আর রিবাত্বে আবূ আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন। জুরজানে বেড়ে ওঠেন। তিনি আবূ খলীফাহ্ আল-জুমাহী, আল-হাসান ইব্ন সুফইয়ান, 'ইমরান ইব্ন মূসা ইব্ন মুজাশি', ইব্রাহীম ইব্ন ইউসূফ আল-হিসিনজানী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাজিয়াহ্, হায়ছাম ইব্ন খল্ফ, আহমাদ ইব্নুল-হাসান আস্-সূফী, আবুল-'আব্বাস ইব্ন সুরাইজ, আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ্, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ওয়ায্যান, মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান আল-বাগিনদী, 'উমার ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কাগাদী

২৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন ‘আলী আল-হীরী আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৭০হিজরী)।[১৪৭]

২৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হামদান আল-হীরী আন্‌-নাহভী (মৃত ৩৭৬ হিজরী)[১৪৮]

প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে তাঁর বন্ধু ইমাম আবূ বকর আবুল-‘আলা আস্‌-সার্‌রী ইবন ইসমা‘ঈল ইবন ইমাম আল-ইসমা‘ঈলী, কাযী আবূত্‌-তৃয়্যীব আত্‌-তৃবারী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৭৭ হিজরী সনে রজব মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ Aŵ̂jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৫৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭১-৭৩; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭-৮৮; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭; Avj-jeve dx Zvnhxe j-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১১; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯৫-৯৬

১৪৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন ‘আলী ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন সিনান আল-হীরী আন্‌-নায়সাপূরী। তিনি ২৭৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আয়্যূব আর্‌-রাযী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-বূশানজী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন না‘ঈম, হাসান ইব্‌ন ‘আলী ইব্‌ন যীয়াদ আস্‌-সুর্‌রী, মূসা ইব্‌ন ইসহাক আল-আনসারী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ‘আলী আয্‌-যুহলী, তামীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আত্‌-তূসী, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কৃব্বানী, আবুল-ফযল আহমাদ ইব্‌ন সালামাহ্‌ আন্‌-নায়সাপূরী, ‘আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন জুনাইদ, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আল-বারক্বানী, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘ঈসা, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ক্বাত্তান, আবূ সা‘ঈদ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসূফ আল-কারাবীসী, আহমাদ ইব্‌ন আবী ইসহাক প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ইব্‌ন যুরাইস থেকে হাদীছ শ্রবণের জন্য তাঁর পিতার সাথে রায় যান। তাছাড়া তিনি তূস ও তামীম গমন করেন। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ২৯১ হিজরীতে খূয়ারিযমে গমন করেন। তিনি সেখান থেকে দু’বার হজ্জ করেন। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী বলেন, তিনি কুর’আনের হাফিয ছিলেন, হাদীছ, ইতিহাস, রিজাল, ফিক্‌হ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন এবং ফাতওয়া দানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ৩৫৬ হিজরী সনের সফর মাসের ১১ তারীখ শনিবার ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ Aŵ̂jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১৯৩-১৯৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৩

১৪৮. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ‘আমর। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আমর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হামদান ইব্‌ন ‘আলী ইব্‌ন সিনান আল-হীরী। তিনি ২৮৩ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা হাফিয আবূ জা‘ফর এর সাথে ‘ইরাক, জাযীরাতুল ‘আরব, ‘আজম প্রভৃতি স্থানে সফর করেন। তিনি নিজেই হাদীছ সংগ্রহ করেন, সাথে সাথে সংরক্ষণ ও বাছাই করেন। তিনি ‘আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর রয়েছে ঐতিহাসিক জীবন চরিত। তিনি ২৯৯ হিজরী সনে মাত্র ১৬ বছর বয়সে হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান আন্‌-নাসা’ঈর কাছে গমন করেন। তিনি হাদীছ শ্রবণের জন্য আহওয়াযে ‘আবদান, মাওসিলে আবূ ই‘আলা, জুরজানে ‘ইমরান ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মুজাশি‘ আস্‌-সাখতীয়ানী, বসরাতে যাকারিয়্যা আস্‌-সাজী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মুকরিম, বাগদাদে আহমাদ ইব্‌নুল-হাসান আস্‌-সূফী, হামিদ ইব্‌ন শু‘আইব আল-বালখী, হায়ছাম ইব্‌ন খল্‌ফ আদ্‌-দুওয়ারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্‌-তৃবারীর কাছে গমন করেন। তাছাড়া তিনি আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল-কারীম আল-জুরজানী, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আস্‌-সার্‌রাজ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইউসূফ আদ্‌-দাভীরী, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউনূস আস্‌-সিমনানী, আবূ ‘আমর আহমাদ ইব্‌ন নাসর আল-খুফ্‌ফাফ, ই‘আকূব ইব্‌ন হাসান আন্‌-নাসা’ঈ, ‘আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন মু‘আয আন্‌-নাসা’ঈ, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শীরাওয়াই, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান আল-বাগিনদী, আবূ বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, আবুল-ক্বাসিম আল-বাগাভী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-মারওয়াযী, ‘আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, আবূ ‘আবদুল্লাহ্‌ আল-হাকিম, আবূ সা‘ঈদ আন্‌-নাক্কাশ, আবূ হাযিম আল-‘আবদূভী, আবুল-‘আলা সা‘ইদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-হারাভী, আবূ না‘ঈম আল-ইস্পাহানী, আবুল-ফাত্‌হ ইব্‌ন আবীল-ফাওয়ারিস, আবূ হাফস ইব্‌ন মাসরূর, আবুল-হুসাইন ‘আবদিল গাফির আল-ফারিসী, আবূ সা‘দ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদির্‌-রহমান আল-কানজারূযী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামদূন আস্‌-সুলামী, আবূ ‘উছমান সা‘ঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাহীরী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল-‘আযীয আন্‌-নীলী আশ্‌-শাফি‘ঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। হাকিম বলেন, তাঁর একটি কন্যা সন্তান ছিল। এরপর যখন তাঁর স্ত্রী ইন্তিকাল করেন, তখন থেকে তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে মাসজিদে অবস্থান করতেন। অতপর যখন তিনি অন্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে হীরে নিকট আত্মীয়-স্বজনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি একাধারে ক্বারী ও নাহুবীদ ছিলেন। হাফিয মুহাম্মাদ ইব্‌ন তৃাহির আল-মাকদিসী বলেন, তিনি শী‘য়া মতাদর্শী ছিলেন। তিনি ৩৭৬ হিজরী যিলক্বাদ মাসের ২৮ তারীখ ৯৩/৯৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

২৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন 'আমরুওয়াই আন্-নায়সাপূরী আল-জুলূদী (মৃত ৩৬৮ হিজরী)[১৪৯]

২৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন 'আব্বাস আন্-নায়সাপূরী, আল-বাসরী, কারাবাসী (মৃত ৩৭৮ হিজরী)।[১৫০]

২৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আন্-নায়সাপূরী আল-কারাবীসী (মৃত ৩৭৮হিজরী)[১৫১]

২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ই'য়াকূব ইব্‌ন ইসমা'ঈল আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩৬৮ হিজরী)[১৫২]

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩২০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯৯-৫০০; gxhvbj- BÕwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৫; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৬৯-৭০; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৩

১৪৯. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ আহমাদ। পিতার নাম 'ঈসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন 'আমরাওয়াই আন্-নায়সাপূরী আল-জুলূদী। তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শীরাওয়াই, ইব্‌ন সুফইয়ান, আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আবুল-'আব্বাস আস্-সাররাজ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ 'আবদুল্লাহ্ আল-হাকিম, আহমাদ ইব্‌নুল-হাসান ইব্‌ন বুনদার, আবূ সা'ঈদ 'উমার ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবূ সা'ঈদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আন্-নাক্কাশ, আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসূফ, আবুল-হুসাইন ইব্‌ন 'আবদুল-গাফির ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-ফারিসী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। হাকিম বলেন, তিনি একজন উচ্চ স্তরের সূফী ছিলেন। তিনি ৩৬৮ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসের ২৪ তারীখ ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩০১-০৩; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩-৮৪; Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭০; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮-০৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৩৮

১৫০. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ সা'ঈদ। পিতার নাম বিশর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশর ইব্‌নুল-'আব্বাস আন্-নায়সাপূরী আল-বাসরী আল-কারাবীসী। তিনি আবূ লাবিদ আস্-সারখাসী, আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আবুল-কাসিম বাগাভী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম, আবূ সা'দ কানজারূযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। 'তিনি ছিলেন হাফিয আবুল-হুসাইন আল-হাজ্জাজীর জামাতা।' তিনি ৩৭৮ হিজরী সনের জমাদি'উল-আখির মাসে ৮১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬ খণ্ড, পৃ. ৪১৫-৪১৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৪; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১

১৫১. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ আহমাদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক আন্-নায়সাপূরী আল-কারাবীসী। তিনি ২৯০ হিজরী অথবা কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাসারজিসী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাদিল, ইব্‌ন খুযায়মাহ্, আবুল-'আব্বাস আস্-সাররাজ, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাগিনদী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দান আল-বাজালী, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-হুসাইন আল-খাছমা'ঈ, আবুল-ক্বাসিম আল-বাগাভী, ইব্‌ন আবী দাউদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-গাযী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফায়িয আল-গস্‌সানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুরাইম, আবূ 'আরূবাহ্ আল-হাররানী, 'আবদুর্-রহমান ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আখীল ইমাম আল-হালাবী, মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-মুসায়্যিব আল-আরগায়ানী, 'আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিম প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম, আবূ 'আবদির্-রহমান আস্-সুলামী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-ইস্পাহানী আল-জাস্‌সাস, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-জারূদী, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মানজুয়া, আবূ হাফস ইব্‌ন সারওয়ার, সা'ঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-ক্বাযী, আবূ 'উছমান সা'ঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বাহীরী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি كتاب الكنى، كتاب العلل، كتاب الشروط، المخرج على المزني, নামক গ্রন্থ রচনা করেন। হাকিম বলেন, তিনি স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। তাঁর অনেক লিখনি রয়েছে। তিনি শাশ ও তূস নাসরীর কাযী ছিলেন। অতপর নায়সাপূরে ফিরে যান এবং আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত ও লিখনির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ৩৭৮ হিজরী সনে রবী'উল-আওয়াল মাসে ৯৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭৬; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭৬-৭৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮-৮৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৫; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭-০৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৭

৩০. মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ আল-জুরজানী (মৃত ৩৬১ হিজরী)[১৫৩]

৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-হানাফী আল-'ইজলী আস-সু'লূকী আন্-নায়সারপূরী (মৃত ৩৬৯ হিজরী)[১৫৪]

৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমাদ ইব্ন হিব্বান আত্-তামীমি আল-বুসতী (মৃত ৩৫৪ হিজরী)[১৫৫]

---

১৫২. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল হাসান। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ই'আকূব ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন হাজ্জাজ আল-হাজ্জাজী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ২৮৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'উমার ইব্ন আবী গায়লান, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর, আল-বাগিন্দী, আল-বাগাভী, ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল 'আব্বাস আস্-সাকাফী, আহমাদ ইব্ন জা'ফর, 'ইল্লান ইব্ন সায়কুল, আবুল-জাহম ইব্ন তুল্লাব, আবুল-হাসান ইব্ন জাওসা, মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসূফ আল-হারাভী, আবূ 'আরূবাহ্ আল-হার্‌রানী, 'আলী ইব্ন 'আব্বাস আল-মাক্বানি'ঈ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আলী আল-হাফিয, আবূ বকর ইব্ন আল-মুক্বরী, যদিও তাঁরা দু'জনই বয়সে তাঁর থেকে বড় ছিলেন। আবূ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মানদাহ্, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম, আবূ হাযিম আল-'আবদূভী, আবূ বকর আল-বারক্বানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন, আবুল-হুসাইন আল-হাজ্জাজ একজন নেক্কার বান্দা, নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী রাভী ছিলেন। আবূ 'আলী আল-হাফিয বলেন, আমার সঙ্গীদের মধ্যে আবুল-হুসাইনের মত এত অধিক হাদীছ মুখস্থকারী ও নির্ভরযোগ্য রাভী কেউ ছিল না। তিনি ৩৬৮ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৪০-৪২; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯; Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৪-৪৫; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১-৮২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫-১৬; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৮

১৫৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-হুসাইন। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ আল-জুরজানী। তিনি 'ইমরান ইব্ন মূসা ইব্ন মুজাশি'ঈ, আস্-সার্‌রাজ, ইব্ন খুযায়মাহ্, ইব্ন জাওসা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ না'ঈম আল-হাফিয প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি ৩৬০ হিজরী সনের পর ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৭১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮৪; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

১৫৪. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ সাহল। পিতার নাম সুলাইমান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সাহল মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান ইব্ন হারূন আল-হানাফী আল-'ইজলী আস-সু'লূকী আন্-নায়সাপূরী। তিনি একাধারে শাফি'ঈ মাযহাবের একজন ফকীহ্, ভাল বাগ্মী, নাহুবীদ, মুফাস্সির, ভাষাবীদ ও সুফী ছিলেন। হাকিম বলেন, তিনি ২৯৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ৩০৫ হিজরী সালে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর কাছ থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জণ করেন। তাপর আবূ 'আলী মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-ওহ্হাব সাকাফীর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। অতপর ইস্পাহানে গমন করে, সেখানে চাচা আবূ তুয়্যিব সু'উলূকীর শরণাপন্ন হন। ৩৭ বছর বয়সে নাইসাপূরে গমন করেন। এরপর পরিবারবর্গ নিয়ে ইস্পাহান ত্যাগ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ 'আব্বাস সার্‌রাজ, আহমাদ ইব্ন মাসারজীসি, আবূ কুরাইশ মুহাম্মাদ ইব্ন জুমা'আহ্, 'আবদুর্-রহমান ইব্ন আবূ হাতিম, বাগদাদে ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদুস্-সামাদ হাশিমী, ইব্নুল-'আত্মারী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। আবূল-'আব্বাস নাসাঈ বলেন, 'আবূ সাহল সু'উলূকী 'ইলমুত্-তাসাউফ শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি 'আল্লামাহ্ শিবলী, 'আবূ 'আলী সাকাফী ও মুহারতাস প্রমুখ থেকে তাসাউফের দীক্ষা অর্জন করেন। 'ইলমুত্-তাসাউফ সম্পর্কে তাঁর অনেক সুন্দর সুন্দর বাণী রয়েছে। ফকীহ্ আবূ বকর সায়রাফী বলেন, দখুরাসানের অধিবাসীরা আবূ সাহলের মত জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।' আবূ 'আবদুল্লাহ্ হাকিম বলেন, 'আবূ সাহল একাধারে শহরের একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি, মুফতী এবং শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের মধ্যে খুরাসানে বেশী তার্কিক ছিলেন। এতদসত্বেও তিনি একাধারে সাহিত্যিক, নাহুবীদ, অলংকার শাস্ত্রবিদ, অসহায়, নি:স্বদের সঙ্গী ছিলেন।' হাকিম বলেন, তিনি ৩৬৯ হিজরী সালের যিলক্বাদ মাসে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,توفي أبو سهل في ذي القعدة سنة تسع وستين وثلاث مئة-আবূ সাহল ৩৬৯ হিজরী সনে যিল-ক্বা'দ মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৪-০৫; wmqviæ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৩৫-৩৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৪-৭৫; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৫; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪০-৪১; ZvevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ১৬৭-৭৩; ZevKvZj-gdvmwmixb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২-৫৩

৩৩. মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন ইব্রহীম ইব্ন ‘আসিম আস্-সিজিস্তানী (মৃত ৩৬৩ হিজরী)[১৫৬]

৩৪. মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন মূসা ইব্ন মাহমুওয়াহ আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩৮০ হিজরী)[১৫৭]

৩৫. মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ‘আসিম আস্-সিজিস্তানী (মৃত ৩৬৩ হিজরী)।[১৫৮]

---

১৫৫. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। কুনিয়াত আবূ হাতিম। পিতার নাম হিব্বান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান ইব্ন আহমাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন মু‘আয ইব্ন মা‘বাদ ইব্ন সাহীদ ইব্ন হাদিয়্যাহ্ ইব্ন মুররাহ্ ইব্ন সা‘দ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুররাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন দারিম ইব্ন হানযালাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ ইব্ন মানাত ইব্ন তামীম আত্-তামীমী আদ্-দারিমী আল-বুসতী। তিনি ২৭০ হিজরী সনে বুসত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাফিয, ইমাম, ‘আল্লামাহ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি যাকারিয়া আস্-সাজী, আবূ ‘আবদির্-রহমান আন্-নাসা’ঈ, ইসহাক ইব্ন ইউনূস আল-মানজানিকী, আবূ ই‘আলা মু‘সিলী, হাসান ইব্ন সুফইয়ান, ‘ইমরান ইব্ন মূসা ইব্ন মুজাশি‘ঈ আস-সাখতিয়ানী, আহমাদ ইব্ন হাসান ইব্ন ‘আবদিল-জাব্বার আস্-সূফী, জা‘ফর ইব্ন আহমাদ আদ্-দিমাশকী, মুহাম্মাদ ইব্ন খুরাইম, আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ্, হুসাইন ইব্ন ইদ্‌রীস আল-হারুভী, আবূ খলীফাহ আল-জাহ্‌মী, আবূ আবদুর্-রহমান আন্-নায়সাপূরী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ ‘আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম, আবূ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মানদাহ্, মানসূর ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ আল-খলিদী, আবূ মু‘আয ‘আবদির রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ রিযকুল্লাহ্ আস্-সিজিস্তানী, আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হারূন আয্-যাওযানী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মানসূর নূক্বাতী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ইব্ন হিব্বান বলেন, ‘তিনি ২২ শাওয়াল ৩৫৪ হিজরী মুতাবিক ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।’

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯২-১০০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২০-৯২৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৮৬; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮১; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪; Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ১৩১-১৩৫; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩৭৫-৭৬

১৫৬. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম আল-হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ‘আসিম আস্-সিজিস্তানী আল-উবার্‌রী। তিনি ইব্ন খুযায়মাহ্, আবুল-‘আব্বাস আছ্-ছাকাফী, আবূ ‘আরূবাহ্ আল-হার্‌রানী, মাকহুল আল-বৈরূতী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসূফ আল-হারাভী, আবূ না‘ঈম ইব্ন ‘আদী আল-জুরজানী, মুহাম্মাদ ইব্নুর্-রবী‘ আল-জীযী, যাকারিয়া ইব্ন আহমাদ আল-বালখী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ‘আম্মার আল-ওয়াইয, ‘আলী ইব্ন বুশরা আল-লাইছী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ৩৬৩ হিজরীর রজব মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৯৯-৩০০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৪-৫৫; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫;ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭-৪৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৭ ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩৮৩

১৫৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ সা‘ঈদ। পিতার নাম আল-হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা‘ঈদ মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন মূসা ইব্ন মাহমূওয়াই আন্-নায়সাপূরী আস্-সিমসারী। তিনি ইব্ন খুযায়মাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন জুম‘আহ্ আল-হাফিয প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম, ‘উমার ইব্ন মাসরূর, আবূ সা‘দ আল-কানজারূযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ৩৮০ হিজরীর রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪০২

১৫৮. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম আল-হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্রাহীম ইব্ন ‘আসিম আল-আবুরী, আস্-সিজিস্তানী। তিনি সিজিস্তানের আবুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য ‘আরব, সিরিয়া ও খুরাসানে গমন করেন। তিনি ইব্ন খুযায়মাহ্ ও তাঁর সমসাময়িক মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন নাসির উদ্দীন বলেন, ‘আবুরী মুহাম্মাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ‘আসিম আস্-সিজিস্তানী।’ তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিয, উত্তম বর্ণনাকারী, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ‘মানাকিবুশ্-শাফি‘ঈ’ শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৩৬৩ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৫

৩৬. হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান ইব্‌ন 'আমির আন্‌-নাসা'ঈ (মৃত ৩৭৪ হিজরী)।[১৫৯]

৩৭. হুসাইন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন দাউদ আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৪৯ হিজরী)।

৩৮. হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ মাসারজিসি আন্‌-নায়সাপূরী (মৃত ৩৬৫ হিজরী)[১৬০]

রচনাবলী

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) হাদীছ অভিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ায় কর্মজীবনের এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি লিখনীর কাজে অতিবাহিত করেন। তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৬১] তাঁর প্রণীত রচনাসমগ্র পাঠকদের জন্য মনের খোরাক, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশগ্রন্থ, জ্ঞান অনুসিন্ধৎসু ব্যক্তিদের জন্য জ্ঞানাগার। তিনি তাঁর রচনা সম্পর্কে বলেন,[১৬২]

مَا كَتَبْتُ سَواداً فِيْ بَيَاض إلاَّ وَأنَا اَعْرِفه

-'আমি সাদার উপর যত কালো লিখেছি (যত হাদীছ লিখেছি) সবই অবগত আছি।'

---

১৫৯. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবূ 'আলী। পিতার নাম 'আলী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আলী আল-হুসাইন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন দাউদ আন্‌-নায়সাপূরী। তিনি ২৭৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৯৪ হিজরী সনে সর্বপ্রথম হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী তৃলিব, 'আলী ইব্‌ন হুসাইন, 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শীরাওয়াই, জা'ফর ইব্‌ন আহমাদ, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাসারজিসী, হুসাইন ইব্‌ন ইদ্‌রীস, আবূ খলীফাহ্‌ আল-জুমাহী, যাকারিয়া আস্‌-সাজী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন নুসাইর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর আল-ক্বাত্তাত, আল-হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, আল-হাসান ইব্‌ন ফারাজ, 'ইমরান ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন মুজাশি'ঈ, আবূ 'আবদুর্‌-রহমান আন্‌-নাসা'ঈ, আবূ ই'আকূব আল-মানজীকী, আবূ ই'আলা ইব্‌ন মুছান্না, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উছমান ইব্‌ন সুওয়াইদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে ইব্‌ন মানদাহ্‌, আল-হাকিম, আবূ তাহির ইব্‌ন মাহমিশ, আবূ 'আবদুর্‌-রহমান আস্‌-সুলামী, আবূ বকর আস্‌-সিবগী, আবুল-ওয়ালিদ হাস্‌সান ইব্‌ন মুহাম্মাদ যদিও তাঁরা দু'জন তাঁর থেকে বয়সে বড় ছিলেন প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। আবূ 'আবদির্‌-রহমান বলেন, আমি ইমাম দারেকুত্‌নীকে আবূ 'আলী আন্‌-নায়সাপূরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, তিনি একজন সুসভ্য ইমাম ছিলেন। 'আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন মানদাহ্‌ বলেন, مَا رَأيْتُ فِي إخْتِلَافِ الحَدِيْثِ وَالإِتْقان أحْفَظ منْ أبِيْ عَلِي النَّيْسابُوْرِي ।হাকিম বলেন, مَاتَ أبُوْ عَلِيْ فِيْ جُمَادِي الأوْلَى سَنَةَ تِسْعٍ وَأرْبَعِيْن وَثَلَاث مِئَة -আবূ 'আলী ৩৪৯ হিজরী সনের জমাদিউল-উলা মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ Avôjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৫১-৫৯; 'আবদুল্লাহ্‌ আল-হুমায়দী, RvhIqvZj-gKZwem dx Zvix‡L ôDjvgvôBj-Avb'vjm (তিউনিসঃ দারুল-গুরাবিল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৭৬-৭৭; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৪৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৮

১৬০. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হুসাইন। উপনাম আবূ 'আলী। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আলী আল-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন মাসারজিসি আন্‌-নায়সাপূরী। তিনি ২৯৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর দাদা আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাসারজিসি, ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবুল-'আব্বাস আস্‌-সার্‌রাজ, আবূ হামিদ ইব্‌ন শারক্বী, তাঁর সন্তান মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ, আবূ বকর ইব্‌ন যীয়াদ আন্‌-নায়সাপূরী, হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার, ইউনূস ইব্‌ন 'আবদিল-আ'লা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি 'আল-মুসনাদুল কাবীর' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আল-হাকিম বলেন, তিনি যুহরীর হাদীছ সংকলন করেছেন এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আয্‌-যুহলী থেকে আরো বৃদ্ধি করেছেন। তিনি ৩৬৫ হিজরী সনে রজব মাসের ৯ তারীখ ইন্তিকাল করেন। তাঁর ভাইয়ের ছেলে ইমামা আবুল হাসান আল-মাসারজিসী নামাযের জানাযায় ইমামতি করেন।

দ্র. wmqviæ Avôjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৮৭-৮৯; Avj-ôBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০-২১; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫৫-৫৬; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০-২১; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৪-৬৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৪৪

১৬১. মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খত্বীব, Avm-mbvZ KvejvZ-Zv'fxb (কায়রোঃ মাকতাবাতু ওহাবাহ্‌, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৪৬৭

১৬২. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৩; ত্বevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

আল-হাকিম তাঁর ‘উলূমিল-হাদীছ গ্রন্থে (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,[১৬৩]

فَضَائِلُ اِبْنُ خَزَيْمَةَ مُجْمُوْعَةٌ عِنْدِيْفِيْ أَوْرَاق كَثِيْرَةٌ، وَمُصَنَّاته تَزِيْدُ عَلَى مِائَة وَأَرْبَعِيْنَ كِتَابًا سِوَى الْمَسَائِلْ، وَالْمَسَائِلِ الْمُصَنَّفَةِ مائة جُزْءٍ، وَلَهُ فقهٌ حَدِيْث بَرِيْرَةٌ فِيْ ثَلَاثَةٌ أَجْزَاء.

-‘ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌র মর্যাদা আমার নিকট অনেক পৃষ্ঠাব্যপী বিধৃত আছে। আর তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা মাস’আলার কিতাব ব্যতীত ১৪০টির বেশী। তাঁর লিখিত মাস’আলার কিতাব একশত খণ্ডের। তাঁর তিন খণ্ডে লিখিত বারীরাহ্ ফিক্‌হ হাদীছ বিষয়ক গ্রন্থও রয়েছে।’

জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন,[১৬৪]

وَمُصَنَّاته تَزِيْدُ عَلَى مِائَة وَأَرْبَعِيْنَ كِتَابًا سِوَى الْمَسَائِلْ، وَالْمَسَائِل [الْمُصَنَّفَةِ] أَكْثَر مِنْ مِائَةٍ جُزْءٍ.

-‘তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মাস’আলার কিতাব ব্যতীত ১৪০টির বেশী। তাঁর লিখিত মাস’আলার কিতাব একশত খণ্ডেরও বেশী।’

মুহাম্মাদ আবূ যাহু অনুরূপ মত প্রদানের পর বলেন,[১৬৫]

وَمَسْئَلَةُ الْحَجِّ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ

-‘তাঁর হজ্জ সংক্রান্ত মাস’আলার গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত।’

খায়রুদ্দীন আয্-যিরিকলী বলেন,[১৬৬]

تَزِيْدُ مُصَنِّفَاتِهِ عَلَى ১৪০ مِنْهَا كِتَابُ التَّوْحِيْد وَإِثْبَاتُ صِفَةُ الرَّب. ط كِبِيْرٌ وَصِغِيْرٌ وَمُخْتَصَرُ الْمُخْتَصَرُ الْمُسَمَّى صَحِيْح ابن خُزَيْمَة ثَلَاثُ مُجَلَّدَاتِ مِنْهُ.

-‘তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একশত চল্লিশটির বেশী। তার মধ্যে কিতাবুত্-তাওহীদ ওয়া ইসবাতু সিফাতির্-রবসহ ছোট-বড় বহুসংখ্যক গ্রন্থ রয়েছে। মুখতাসারুল মুখতাসারু যা সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ নামে পরিচিত। এটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত।’

তিনি যে সকল রচনাগ্রন্থ অনবদ্য অবদানের পরিচায়ক হিসেবে পাঠক সমাজে উপস্থাপন করেছেন তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নে উল্লিখিত হলো,

১. কিতাবুল আশরিবাহ (كتاب الأشربة)

২. কিতাবুল ইমামাহ (كتاب الأمامة)

৩. কিতাবুল আহওয়াল (كتاب الأحوال)

৪. কিতাবুল ঈমান (كتاب الإيمان)

৫. কিতাবুত তাফসীর (كتاب التفسير)

৬. কিতাবুস সাদাকাত (كتاب الصدقات)

৭. কিতাবুস সালাতিল কাবীরাহ (كتاب الصلوات الكبيرة)

---

১৬৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৭২৯

১৬৪. c‡ev³, পৃ. ৩১৪

১৬৫. Avj-nv‘xQ Iqvj-gnwÏQb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

১৬৬. Avj-AvÔjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯

৮. কিতাবুল জিহাদ (كتاب الجهاد)

৯. কিতাবু ছিফাতি নুযূলিল কুরআন (كتاب صفة نزول القرآن)

১০. কিতাবুল জানায়িয (كتاب الجنائز)

১১. কিতাবুল ফিতান (كتاب الفتن)

১২. কিতাবুল লিবাস (كتاب اللباس)

১৩. কিতাবুল মানাসিক (كتاب المناسك)

১৪. কিতাবুস্-সিয়াম (كتاب الصيام)

১৫. কিতাবুল ওসায়া (كتاب الوصايا)

১৬. কিতাবুল কাদর (كتاب القدر)

১৭. কিতাবুয যিহার (كتاب الظهار)

১৮. কিতাবুত তিব্ব ওয়ার রিকা (كتاب الطب و الرقاء)

১৯. ফাযলু 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) ((فضل على بن أبى طالب (رض)।[১৬৭]

এ সকল রচনাবলী ছাড়াও সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর একটি অনন্য রচনাগ্রন্থ। অনুসৃত পদ্ধতি, বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনের মাধুর্যতা গ্রন্থটিকে মান মূল্যায়নে অতুলনীয় করে তুলেছে।[১৬৮]

কিতাবুত্-তাওহীদ

কিতাবুত্-তাওহীদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর অন্য আরেকটি সমাদৃত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামের মৌলিক বিধিবিধানগুলো উপস্থাপন করেছেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) যে সকল গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন কিতাবুত্-তাওহীদ (كتاب التوحيد) তন্মধ্যে অন্যতম। এ গ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত সুন্দর। গ্রন্থকার এতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করে, তার সিফাতের মহাত্ত্ব ও তাৎপর্য সুনিপুন বক্তব্যে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসামূলক বাক্যটির শাব্দিক বর্ণনা ভূমিকা অংশকে প্রাণবন্ত করেছে। যেমন[১৬৯],

الحمد انزل القرآن بعلمه وأنشأ خلق الانسان من تراب بيده ثم كونه بكلمته واصطفى رسوله ابراهيم بخلقه

'শাহাদাতুল-ইলাহ' (شهادة الاله) এ ভূমিকা একটি সন্নিবেশিতরূপ। এভাবে বর্ণনা এসেছে[১৭০],

واشهد أن لا اله الا الله الها واحدا فردا صمدا قاهرا رؤوفا رحيما، ثم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا فى ملكه العدل فى قضائه الحكيم فى فعاله، القائم بين خلقه بالقسط؛ المهتن على المؤمنيين بفضله

শাহাদাতুর্-রসূল (شهادة الرسول) এর ভূমিকার অংশ বিশেষ। এভাবে বর্ণনা এসেছে[১৭১],

---

১৬৭. wKZveZ-ZvInx', প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-৯৮; Avm-mbvb Avj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০; wmqvi‡ Avÿj wgb- bevjv, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪

১৬৮. mnxn Beb Lhvqgvn, ভূমিকা,প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫

১৬৯. wKZveZ-ZvInx', প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭

১৭০. wKZveZ-ZvInx', প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮

১৭১. c‡ev³

واشهد أن محمدا المصطفى ونبيه المرتضى اختاره الله لرسالته ومستودع امانته فجعله خاتم النبيين وخير خلق رب العالمين ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كله المشركون

সার্বিক দিক থেকে এ গ্রন্থটিতে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ সত্ত্বাগত ও গুণগত বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা অত্র গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

সুনিপুন উপস্থাপনা ও গতিশীল বর্ণনা সম্বলিত যে সকল পাঠ গ্রন্থটির মান বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে সেগুলো হল-কিতাবুস্-সাদাকাহ (كتاب الصدقة), কিতাবুস্-সালাত (كتاب الصلاة), কিতাবুস্-সাওম (كتاب الصوم), কিতাবুল-ইমামাহ (كتاب الامامة), কিতাবুস্-সিয়াম (كتاب الصيام), কিতাবুল-জিহাদ (كتاب الجهاد)।[১৭২]

আল-মুসনাদ আল-কাবীর

খুরাসানের যে সকল মণীষী হাদীছ চর্চায় নিজেদের উৎসর্গ করে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছের কাতারে নিজেদের নাম স্মরনীয় করে রেখেছেন তাদের মধ্যে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)ও একজন। শুধু তাই নয় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করে আজো ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছে আছেন। বিশেষ করে তার রচিত ''আল-মুসনাদ আল-কাবীর'' এর জন্য।

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) কিতাবুত্-তাওহীদের মধ্যে মুসনাদ আল-কাবীর এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। একইভাবে তিনি মুখতাসার, এর মাঝেও কিতাবুল-কাবীরের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। এখানে একটি প্রশ্নের সূত্রপাত হয় যে, তিনি কি আল মুসনাদ আল-কাবীর কে প্রথমে রচনা করতো, তা সংক্ষেপ করে মুখতাসার করেছেন ? নাকি আল-মুসনাদ আল-কাবীর পাণ্ডুলিপি আকারে রচনা করেছিলেন ? যার মাঝে এমন কিছু বিষয় ছিল যেগুলো বাদ দিয়ে মুখতাসার করেছেন।

তিনি সাধারণত অতীতকালের ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করেছেন। যেমন তার ভাষ্যানুযায়ী قد خرجت وخرجته ইত্যাদি এ ধরণের আরো যে রূপগুলো হতে পারে তাঁর এ অতীতকালের ক্রিয়ারূপের ব্যবহার এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে তিনি ''আল-মুসনাদ আল-কাবীর'' গ্রন্থটি পরিপূর্ণভাবে সংকলন করেছিলেন। কিন্তু আমরা কখনো কখনো একে তার রীতি-নীতির পরিপন্থি পেয়ে থাকি। যেমন তিনি আল-মুখতাসার নামক গ্রন্থের ২০০ নং পৃষ্ঠায় বলেন, আমি ইমামা নামক গ্রন্থে ''বাবুল নাশি ইলাল-মাসজিদ'' অধ্যায়টিকে সনদ প্রদান করেছি। অতপর ২৬২ নং পৃষ্ঠায় বলেন, আমি অতিসত্ত্বর কিতাবুল ইমামার মধ্যে المشى إلى المسجد সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অথবা তার কিছু অংশ বিশেষ উপস্থাপন করব। কিন্তু তিনি কিছু সময় বিলাম্বনান্তে পূর্বের কথা প্রত্যাখ্যান করে ২৭৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন, আমি এ বিষয়ে কিতাবুল ইমামার মধ্যে বর্ণনা করেছি।

জ্ঞাতব্য বিষয় হলো উপরোক্ত আলোচনায় যে সকল পৃষ্ঠার উদ্বৃতি দিয়ে কিতাবুল ইমামার বিভিন্ন পরিচ্ছেদসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে উহা তার একশত পৃষ্ঠা পূর্বে উল্লেখ রয়েছে।

এতদসত্ত্বেও তিনি একবার বলেন, قد خرجت আবার বলেছেন, سأخرج هذه الأخبار। এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে একথা বলতে পারি যে, (১) নিশ্চয়ই ইব্‌ন খুযায়মাহ্ এ গ্রন্থখানি তার রচিত ''মুসনাদ আল-কাবীর'' এর সংক্ষিপ্তরূপ।[১৭৩] (২) আল-মুসনাদ আল কাবীর গ্রন্থটি পরিপূর্ণরূপে সংকলন করা হয়নি, বরং কখনো এমন কিছু বিষয় কাবীরের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা মুখতাসার নামক গ্রন্থের মাঝেও দৃষ্টিগোচর হয়। আবার মুখতাসারের প্রতি এমন কিছু বিষয় এর সম্বন্ধ করা হয়েছে যা আল মুসনাদ আল-কাবীরের প্রতি করা হয়নি।[১৭৪]

ইন্তিকাল

---

১৭২. c‡ev³

১৭৩. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮

১৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) ৩১১ হিজরীর যিল-কা'দাহ মাসের দুই তারীখ শনিবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন।[১৭৫] তার অনুজ প্রতিম আবূ নাসির, তার জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। নামায শেষে তাঁকে বাড়ীর কোন একটি কক্ষে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে সে জায়গাটি কবরস্থানে পরিণত হয়।[১৭৬]

তাঁর মৃত্যুর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে আহলুল ‘ইলমরা শোকগাঁথা রচনা করেন। যার একটি চরণ হল নিম্নরূপ,

يا ابن اسحق قد مضيت حميدا * فسقى قبرك السحاب الهتول

ما توليت، لا بل العـــــلم ولى * ما رفتاك بل هو الـمدفون[১৭৭]

-‘হে ইব্ন ইসহাক! আপনি আপনার জীবনকর্ম প্রশংসিত অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন। অতএব প্রবল বৃষ্টি মেঘ আপনার কবরকে সিক্ত করেছে। আপনি প্রত্যাবর্তন করেননি, বরং ‘ইলমই প্রত্যাবর্তন করেছে। আমরা আপনাকে সমাহিত করিনি বরং সে সমাহিত হয়েছে।’

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ, ফকীহ্, সাহিত্যিক। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে বিশেষত ধর্মীয় অঙ্গনে তার অসাধারণ অবদান রয়েছে। জ্ঞান ও মানে তার অতুলনীয় ভুয়সী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন বিশিষ্ট ‘ইলমুর রিজাল শাস্ত্রবিদ ও গ্রন্থ প্রণেতাগণ। নিম্নে তাদের কয়েকজনের প্রশংসামূলক মন্তব্য সন্নিবদ্ধ হল,

১. ইব্ন আবী হাতিম আর্-রাযী (মৃত ৩২৭ হি.)বলেন, وَهُوَ ثِقَةٌ صُدُوْقٌ ‘-তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন।’[১৭৮]

২. আস্-সাম‘আনী (মৃত ৫৬২ হি.) বলেন, .إِتَّفَقَ أَهْلُ عَصْرِهِ عَلَى تَقَدّمِهِ فِيْ العِلمِ -‘তাঁর জ্ঞানের অগ্রগামিতার ব্যাপারে তাঁর যুগের ব্যক্তিরা ঐক্যমত পোষণ করেছেন।’[১৭৯]

৩. আল-ইয়াফি‘ঈ (মৃত ৭৬৭ হিজরী) বলেন,[১৮০] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق بن خُزَيْمَةَ النَّيْسَابُوْرِيّ اَلحَافِظُ صَاحِبُ التَّصَانِيْف. -‘মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ আন্-নায়সাপূরী ছিলেন হাদীসের হাফিয ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা।’

---

১৭৫. Avb-bRgh-hvwniv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩০; Avi-wimvjvZ Avj-gmZvZwidvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; wgivÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; Avj-nv‘xQ Iqvj-gnwÏQb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, .مَاتَ فِيْ ذِيْ العَقْدَةْ سَنَةَ إِحْدَى عَشَرَةَ وَثَلاَثِمِائَةٍ عَنْ نَحْوِ تِسْعِيْنَ -‘তিনি প্রায় নব্বই বছর বয়সে ৩১১ হিজরীর যিল কা‘দাহ্ মাসে ইন্তিকাল করেন।’

দ্র. ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৪

১৭৬. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২ mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১; আস্-সাম‘আনী বলেন, .وَدُفِنَ فِيْ دَارِهِ ثُمَّ جُعِلَتْ مُقْبِرَةً -‘তাঁকে বাড়ীর কোন একটি কক্ষে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে সে জায়গাটি কবরস্থানে পরিণত হয়।’

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪; ইব্নুল জাওযী বলেন,

تُوَفِّي أَبُوْ بَكَرْ اِبْنُ خُزَيْمَةَ لَيْلَةَ السَّبْتِ ثَامِنِ ذي القعدَةَ مِنْ هَذِهِ السَّنَةَ وَدُفِنَ فِيْ حِجْرَةِ مِنْ دَارِهِ، ثُمصَيِّرَتْ تِلْكَ الدَّارُ مُقْبِرَةُ.

দ্র. Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৩৬

১৭৭. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১

১৭৮. ইব্ন আবী হাতিম, wKZve Avj-Rvin IqvZ-ZvÔ‘xj (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়াহ্, তা. বি.), ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬

১৭৯. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪

১৮০. wgivÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ১৯৮

৪. আল-ইমামু আবুল 'আব্বাস ইব্‌ন সুরায়জ বলেন,[১৮১] ذُكِرَ لَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ-فقال: يَسْتَخْرِجُ النُّكَتُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمِنْقَاشِ. 'তাঁর নিকট ইব্‌ন খুযায়মাহ্ কথা বলা হল, অতঃপর তিনি বললেন, 'তিনি তুলিদ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ থেকে দোষ-ত্রুটি বের করেন।'

৫. ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী)বলেন,[১৮২] لَمْ اَرَ مِثْلَ اِبْنُ خَزَيْمَةَ فِيْ حِفْظِ الإِسْنَادِ وَالمتن -'আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর মত হাদীছের সনদ ও মতন সমূহের মুখস্থকারী অন্য কাউকে দেখিনি।'

৬. ইমাম দারেকুত্‌নী বলেন,[১৮৩] كَانَ اِمَامًا ثَبْتًا مَعْدُوْمَ النَّظِيْرِ -'ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ইমাম ছিলেন, তিনি নির্ভযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করতেন। তার কোন তুলনা হয় না।

৭. আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী বলেন,[১৮৪]

كَانَ اِبْنُ خَزَيْمَةَ يَحْفَظُ الفِقْهِيَّاتِ مِنْ حَدِيْثِهِ كَمَايَحْفَظُ القَارِئ اَلسُّوْرَةَ

-'ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) এমনভাবে ফিক্‌হ সংক্রান্ত হাদীছ মুখস্থ করতেন, যেমনভাবে ক্বারী কোন সূরাহকে মুখস্থ করে থাকেন।'

৮. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন,[১৮৫]

اِبْنُ خُزَيْمَةَ اَلحَافِظُ الكَبِيْرُ الثَّبت إِمَامُ الأَئِمَّةَ شَيْخُ الإِسْلاَم.

-'ইব্‌ন খুযায়মাহ্ ছিলেন নির্ভরযোগ্য উচুঁস্তরের হাদীছের হাফিয, ইমামগণের ইমাম ও শায়খুল ইসলাম।'

৯. ইব্‌ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হি.)বলেন,[১৮৬]

مَا رَأَيْتَ عَلَي وَجْهِ الأَرْضِ مَن يحفظ صَنَاعة السُّنن وَيَحْفَظ أَلفَاظِهَا اَلصِّحَاح وَزِيَادَاتها حَتَّى كَانَ السُّنُن [كلها] بَيْنَ عينية إِلاَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق بن خُزَيْمَةَ فَقَطْ.

-'আমি পৃথিবীর বুকে এমন কাউকে দেখিনি যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর চেয়ে উত্তমভাবে সুনান মুখস্থ করণের কাজ করেছেন। যিনি সহীহ্-এর শব্দসমূহ, যিয়াদাতসমূহ যথাযথভাবে মুখস্থ করেছেন, এমনকি যেন সুনান গ্রন্থটি তাঁর চোখের সামনে ছিল।'

১০. ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন সুলায়মান বলেন,[১৮৭] استفدنا من أكثر ما استفاد منا -'তিনি আমাদের নিকট থেকে যে কল্যাণ বা উপকার লাভ করেছেন, আমরা তার থেকে অনেকাংশে বেশী উপকার লাভ করেছি।'

181. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৮; wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩

১৮২. wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ১৯৮

১৮৩. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৮; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

১৮৪. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৩; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮; wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; ZevKvZj- ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩

১৮৫. ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩

১৮৬. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৩; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮; wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; wgiÔAvZj-whbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭; Avj-ÔBevi, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

১৮৭. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

১১. আবূ বাশার আল-কাত্তান বলেন,[১৮৮]

رَأىَ جَارُ لِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ، كَأنَّ لَوْحًا عَلَيْهِ صُوْرَةً نَبِيًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ خُزَيْمَة يصقُلُهُ. فقَالَ المعَبِّر : هَذَا رجلٌ يُحْجِيْ سُنَّةَ رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-'ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর এক প্রতিবেশী যিনি আহ্লুল-'ইলম ছিলেন, তিনি স্বপ্নে দেখেন একটি বোর্ডের উপর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ছবি। আর বোর্ড থেকে ঘষে ঘষে ময়লা পরিস্কার করছেন ইব্ন খুযায়মাহ্। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার বললেন, 'এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাহকে জীবিত করবে।'

১২. তাজ উদ্দীন আস্-সুবকী বলেন,[১৮৯]

المجتهد المطلق، البحر العجاج، والحَبْر الذي لا يُخايَر في الحِجى ولا يُناظَر في الحِجَاج، جمع أشتات العلوم، وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع النجوم، وأقام بمدينة نيسابور إمامَها حيث الضراغم مُزدحمة، وفردها الذي العلم بين الأفراد علمه، والوفود تَفِد على رَبعه لا يتجنبه منهم إلا الأشقى، والفتاوى تُحمَل عنه برًّا وبحرًا وتشقُّ الأرض شقا، وعلومه تسير فتهدي في كل سوداء مُدلَهِمّة، وتمضي علما تأتمُّ الهداةُ به، وكيف لا وهو إمام الأئمة.

'তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন মুজতাহিদ, ঝড় সাগর এবং তিনি উচ্চ মাপের পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। যা ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ন এবং প্রজ্ঞাপূর্ন। যা ছিল সকল প্রশ্নের উর্দ্ধে। তাঁর সমপর্যায়ে কেউ পৌঁছতে পারেনি এবং তিনি বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানকে সংকলন করেছিলেন। তাঁর স্তর এতটাই সু-উঁচ্চে পৌঁছে ছিল যেখানে নক্ষত্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। তিনি এমন একটি সময় নায়সাপূরে বসবাস করতেন, যেখানে বিভিন্ন প্রথিতযশা পণ্ডিত ব্যক্তিদের চারণভূমি ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সর্বস্তরের মানুষ তার সাক্ষাতে ধন্য হত। শুধুমাত্র দূর্ভাগারাই তার সাক্ষাত লাভে বঞ্চিত হত। তাঁর ফাতাওয়াসমূহ ছিল সুক্ষ্মতা ও গভীরতার দিগ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর জ্ঞান ঐ সমস্ত মানুষদেরকে আলোকিত করত যারা অন্ধকারে ছিল। এ বিষয়গুলো কী করে অসম্ভব হতে পারে যখন তিনি ছিলেন সকল ইমামদের ইমাম।'

১৩. খায়রুদ্দীন আয্-যিরিকলী বলেন,[১৯০]

مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاق بن خُزَيْمَةَ السُّلَمِيّ أَبُوْ بكر: إمَامُ نَيْسَابُوْ فِيْ عَصْرِهِ، وَكَانَ فَقِيْهًا مُجْتَهِداً عَالِمًا بِالْحَدِيْثْ

-'মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ আস্-সুলামী আবূ বকর ছিলেন স্বীয় যুগের নায়সাপূরের ইমাম, ফকীহ্, মুজতাহিদ ও হাদীছে র পণ্ডিত ছিলেন।'

---

১৮৮. পূর্বোক্ত, ১৪শ খণ্ড , পৃ. ৩৭২-৭৩; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.১১৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৮

১৮৯. পূর্বোক্ত, ১৪শ খণ্ড , পৃ. ৩৭১;পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড, পৃ.১১৮;পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৮

১৯০. Avj-AvÔjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯

ZZxq Aa¨vq

mnxn Beb Lhvqgvn msKj‡bi kZvejx I msKjb c×wZ

c_g Ab‡”Q‘: msKj‡bi †ÿ‡Î kZvejx

wØZxq Ab‡”Q‘: msKj‡bi c×wZ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্র শর্তসমূহ
প্রথম অনুচ্ছেদ

সংকলনের ক্ষেত্রে শর্তসমূহ

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) তার সংকলিত "সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্" গ্রন্থে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশকিছু শর্তারোপ করেছেন। তার মধ্যে কিছু শর্ত রয়েছে রাভীর (বর্ণনাকারী) সাথে সম্পৃক্ত এবং কিছু শর্ত রয়েছে সনদের সাথে সম্পৃক্ত। হাদীছ গ্রহণে তা শর্তাবলী নিম্নে আলোচিত হলো।

হাদীছটি সহীহ হওয়া

এই গ্রন্থটিতে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছটি صَحِيْح (বিশুদ্ধ) হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। আর صَحِيْح (বিশুদ্ধ) হওয়ার জন্য শর্ত হলো, হাদীছটির সনদের মধ্যে إِنْقِطَاع বিচ্ছিন্নতা থাকতে পারবেনা, রাভী বা বর্ণনাকারীদের মধ্যে عَدَالَة -এর গুণ পূর্ণমাত্রায় থাকতে হবে, একজন عَادِل রাভী অপর عَادِل রাভী থেকে হাদীছটি বর্ণনা করতে হবে এবং রাভী جَرَح দোষে দোষী হবেন না। তবে কতিপয় হাদীছের মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেমন কোন বর্ণনাকারী তাঁর উপরোক্ত বর্ণনাকারী থেকে সরাসরি হাদীছ শ্রবণ করেছেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। অথবা এমন রাভীর বর্ণনা করেছেন যার عَدَالَة ও جَرَح সম্পর্কে জানা নেই। এমন ক্ষেত্রে তিনি বিষয়টি স্পষ্টভাবে উলেণ্টখ করেছেন। এমনকি যে সমস্ত রাভীর عَدَالَة ও جَرَح সম্পর্কে জানানেই, সে সমস্ত রাভীর হাদীছ তিনি নিজে তো বর্ণনা করেনই নি বরং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। যেমন তাঁর গ্রন্থের একটি শিরোনাম এভাবে নির্ধারণ করেছেন|

باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح

-রাতের বেলায় এক হাজার আয়াত পাঠের ফযীলাত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ। যদি হাদীছটি صَحِيْح (বিশুদ্ধ) হয়। কেননা উক্ত হাদীছ বর্ণনাকারী আবূ সারিয়াহ্ (রা.)-এর 'আদালাত (ন্যায় নিষ্ঠ) ও জারাহ্ (সমালোচনা) সম্পর্কে আমি জানি না।[১]

তিনি আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد إن صح الخبر فإني لا أعرف أياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح

-একই দিনে জুমু'আহ্ ও 'ঈদ একত্রিত হলে জুমু'আহ্র নামায না পড়ার অবকাশ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ। যদি হাদীছটি صَحِيْح (বিশুদ্ধ) হয়। কেননা হাদীছটির বর্ণনাকারী ইয়াস ইব্ন আবী রামলাহ্র 'আদালাত ও জারাহ্ সম্পর্কে আমি জানিনা।[২]

অতপর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) এ ধরণের হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন। তাঁর মধ্যে গুরচত্বপূর্ণ শর্ত হলো, রাভীর عَدَالَة বা ন্যায়পরায়ণতা, ضَبْط বা সংরক্ষণ ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকবে এবং সনদটির বর্ণনা পরম্পরা مُتَّصِل (অবিচ্ছিন্নতা) হবে। বিশিষ্ট মুহাদ্দিছরা কোন হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে এসব শর্তের ব্যাপারে একমত থাকবেন। তবে তিনি বর্ণীত হাদীছটি شَاذ (বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বিরোধী হওয়া) ও عِلَّة (সুক্ষ ত্রচটি থাকা) হওয়ার

---

১. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্, সার্বিক সহযোগীতায়: সালিহুল-লাহ্হাম, mnxn Beb Lhvqgvn (বৈরূত: মু'য়াস্সাসাতুর্-রয়্যান, ১ম সংস্বরণ, ১৪২৮হি./২০০৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৮

২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৫

ব্যাপারে স্পষ্টকারে কিছু বলেন নি। কেননা তিনি হাদীছটি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে মাতান বা মূলবক্তব্যের ব্যাপারে কোন শর্তারোপ না করে বরং রাভী বা বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার শর্তারোপ করেছেন। ফলে তিনি এ ধরণের হাদীছকে সহীহ বলেন নি এবং ঐ হাদীছ দ্বারা দলীলও উপস্থাপন করেন নি। তথাপিও তাঁর হাদীছ গ্রন্থে দেখতে পাই যে, তিনি বর্ণীত হাদীছটি সহীহ হওয়া ও রাভী গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টিকে গুরচত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। আর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর মত হলো, বিশিষ্ট সকল মুহাদ্দিসই এই দু'টি বিষয়কে হাদীছ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত করবেন এটিই স্বাভাবিক।

খত্বীব আল-বাগদাদী (র.) আবূ 'আলী আল-হুসাইন ইব্ন 'আলী আন্-নায়সাপূরী (র.)-এর সনদে বর্ণনা করেন,

مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ أَصَحّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْن الحَجَّاج فِيْ عِلْمِ الحَدِيْثِ، وَمِمَّا يَتْلُوْالصَحِيْحَيْنِ سُنَنُ أَبِيْ دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيْ، وَأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَن النّسَوِيْ، وَأَبِيْ عِيْسَى التِّرْمِذِيْ وَكِتَاب مُحَمّد بن إسْحَق بن خُزَيْمَة النَّيْسَابُوْرِي، الذِّيْ شُرِطَ فِيْهِ عَلَى نَفْسِهِ إخْرَاج مَاإتّصَلَ سَنَدَه بِنَقْلِ العَدْلِ عَنِ العَدْلِ إلَى النّبِييّ (صلّى الله عَلَيْه وَسَلّم)

-হাদীছ শাস্ত্রের আকাশের নিচে মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই। তন্মধ্যে সহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম) এর পর সুনানু আবী দাউদ, আবূ 'আবদির্-রহমান আন্-নাসা'ঈ , আবূ 'ঈসা আত্-তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ আন-নায়সাপূরীর গ্রন্থ অধিক পঠিত হয়। আর এ সমস্ত গ্রন্থকার সনদটি مُتَّصِل (অবিচ্ছিন্নতা) হওয়া, একজন عَادِل বা ন্যায়পরায়ন রাভী অপর একজন عَادِل বা ন্যায়পরায়ন রাভী থেকে বর্ণীত হওয়ার পাশাপাশি বর্ণনা পরম্পরা রসূলুলণ্টাহ্ (স.) পর্যন্ত পৌঁছানোর শর্তারোপ করেছেন। তাঁরা স্বস্ব গ্রন্থের জন্য এ ধরণের শর্তকে আবশ্যক করে নিয়েছেন।[৩]

কখনো কখনো ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) সনদের মধ্যে বিশুদ্ধতা রয়েছে এমন কিছু হাদীছকে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে একত্রিত করেছেন। যেমন তিনি একটি হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

عَنْ الحَسَن، عَنْ ثَوْبَان، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ قَالَ : أَفطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ

-'হযরত হাসান থেকে বর্ণীত, তিনি ছাওবান থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) বলেছেন, যে নিজে শিঙ্গা লাগায় ও যাকে শিঙ্গা লাগানো হয়, উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে।'[৪]

তিনি উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে বলেছেন, যে সকল হাদীছ উলেণ্টখের পর, হাদীছের শেষে আমি এ কথা বলিনি "হাদীছটি صَحِيْح বা বিশুদ্ধ" এমন ক্ষেত্রে (বুঝতে হবে) হাদীছটি আমার শর্তের আওতাভুক্ত নয়। আর উপরোক্ত হাদীছের রাভী হাসান হাদীছটি ছাওবান থেকে বর্ণনা করেন নি। তিনি বলেন, এরপরও এই সনদের ভিত্তিতে ছাওবানের হাদীছটি আমার কাছে সহীহ্ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[৫]

যে সমস্ত হাদীসের সনদে ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি বরং إنْقِطَاعْ (বর্ণনা পরম্পরায় বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে, এমন ক্ষেত্রে নিজস্ব বর্ণনা পদ্ধতির স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) ঐ সমস্ত হাদীছ তাঁর গ্রন্থে উলেণ্টখ করেন নি। তাই সে সনদের বিচ্ছিন্নতা সূক্ষ্ম হোক না কেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন,

إنما كنت تركت إملاء خبر أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول في سجود القرآن بالليل : سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته لأن بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجل مسمى لم يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيد و خالد بن عبد الله الواسطي

---

৩. ড. সফা জা'ফর 'উলওয়ান, মানহাজু ইব্ন খুযায়মাহ্ ফী কুবূলি রিওয়াতি ফী সহীহী, gRvjøvZ KwjøqvZ Avj-ÔDjgj-Bmjwgqvn, বাগদাদ ইউনিভার্সিটি, ২৭শ সংখ্যা, ২০১১ সন, পৃ. ৫৮৯-৯০

৪. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১৯৮৪, পৃ. ৮৫০

৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫০

- আমি হযরত 'আঈশা (রা.)-এর সুত্রে বর্ণীত আবুল-'আলিয়াহ্‌র হাদীছ লিপিবদ্ধ থেকে বিরত থেকেছি। হাদীছটি "হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুলণ্ঢাহ্ (স.) রাতে তিলাওয়াতে সিজদাহ্ আদায়কালে বলতেন, আমার মস্তক ওই সত্ত্বার সামনে অবণত, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং চক্ষু ও কর্ণকে (দর্শন ও শ্রবণ শক্তির দ্বারা) বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন, তিনিই সমস্ত শক্তি ও সামর্থের একমাত্র আধার।" কেননা উক্ত হাদীসের রাভী আবুল-'আলিয়াহ্ ও খালিদুল-হিয়াই-এর মাঝখানে একজন রাভী আছেন যার নাম বর্ণনা পরম্পরায় উলেণ্টখ না করেই রাভী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[৬]

হাদীছটি হাসান হওয়া

তিনি এই গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীছটি حَسَن হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। কারণ তিনি صَحِيْح حدِيْث ও حَسَن حَدِيْث এর মধ্যে পার্থক্য করেন নি। যেমন ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী (র.) বলেছেন, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) صَحِيْح حدِيْث ও حَسَن حَدِيْث এর মধ্যে পার্থক্য করেন নি। যেমন পূর্ববর্তী ঈমামগণ صَحِيْح حدِيْث ও حَسَن حَدِيْث পার্থক্য করেছেন। আর তাঁরা সংজ্ঞাগত পার্থক্য না করলেও عُمُوْمٌ وخُصُوْصٌ -এর উপর ভিত্তি করে পার্থক্য করেছেন। ফলে, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-কে সে সমস্ত মুহাদ্দিছদের দলভূক্ত করা হয় যারা, صَحِيْح حدِيْث ও حَسَن حَدِيْث এর মধ্যে পার্থক্য করেন নি। তবে তিনি যে সমস্ত পরিচ্ছেদে তাঁর শর্ত শিতিলকৃত হাদীছ একত্রিত করেছেন, সে সমস্ত পরিচ্ছেদে এ ধরণের হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন। যার ফলে তাঁর অন্যান্য সহীহ গ্রন্থ থেকে সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্-এর মর্যাদা একটু নিম্নস্তরে নেমে গেছে। ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র.) আরো বলেন, ইব্ন খুযায়মাহ্ ও ইব্ন হিব্বান তাঁদের শর্তের আলোকে যে সমস্ত হাদীছ 'সহীহ্' হিসেবে বিবেচনা করেছেন, সে সমস্ত হাদীছই স্বীয় গ্রন্থে উলেণ্টখ করেছেন। কারণ তাঁরা বলেছেন, حَسَن حَدِيْث হলো صَحِيْح حدِيْث এর একটি প্রকার, ভিন্ন কিছু নয়।[৭]

তিনি صَحِيْح حدِيْث ও حَسَن حَدِيْث এর মধ্যে পার্থক্য করেন নি তাঁর প্রমাণ হলো, তিনি দ্বিতীয় স্তরের রাভীদের বর্ণীত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। যে স্তরের রাভীদের হাদীছ ইমাম মুসলিম المُتَابِعَات উলেণ্টখ করেছেন। এ স্তরের রাভীদের মধ্যে ইব্ন ইসহাক, উসামাহ্ ইব্ন যায়দ আল-লীতী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আজলান, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আলকামাহ্ প্রমুখ উলেণ্টখযোগ্য। তিনি তাঁদের থেকে বর্ণীত হাদীছগুলোর ক্ষেত্রে صَحِيْح حدِيْث ও حَسَن حَدِيْث এর মাঝামাঝি হুকুম দিয়েছেন। তবে ঐ সমস্ত হাদীসের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ত্রূটি দৃশ্যমান না হলে, তিনি সেগুলোকে صَحِيْح হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ সেগুলোর মধ্যে হাদীছ সহীহ হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান।[৮]

সনদটি শক্তিশালী হওয়া

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) সনদকে দৃঢ় ও শক্তিশালী হওয়া শর্তারোপ করেছেন। এমন ক্ষেত্রে রাভীদের একজনকে عَادِل হওয়া শর্তারোপ করেছেন। এমন গুণ উলেণ্টখের দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে অস্পষ্টতা দূরিভূত করা অথবা একটি বর্ণনা থেকে অন্য বর্ণনাকে আরো শক্তিশালী করা। যেমন তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكِيْرٍ، قال: سَمِعْتُ اللَّيْثُ بْنِ سَعْدٍ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ أَبِيْ حَبِيْبٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ وَهُمَا جَوْهَرَتَا البِلَادِ، يَقُوْلَانِ: فُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحًا

-(ইব্ন খুযায়মাহ্ বলেন) আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন 'আবদিল-হাকাম, তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন বাকীর, তিনি বলেন, আমি লাইছ ইব্ন সা'দকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব এবং 'উবায়দুলণ্ঢাহ্ ইব্ন আবী জা'ফর থেকে শ্রবণ করেছি, যাঁরা দু'জনই দেশের জন্য মোনিতুল্য। তাঁরা উভয় বলেন, সন্ধির চুক্তির ফলে মিসর বিজিত হয়েছে।[৯]

---

৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩

৭. ড. সফা জা'ফর 'উলওয়ান, gvbnvR Beb Lhvqgvn dx Kewj wi I qwZ dx mnxnx, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০-৯১

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯১

৯. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-২০৫১, পৃ. ৮৭৯

উলিণ্ঢখিত হাদীছের সনদে লাইছ তাঁর দু'শায়খকে দেশের জন্য মোনিতুল্য বলে তাদের বিশেষত্য বর্ণনা করেছেন। অথচ লাইছ আহমাদ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যিনি ثِقَة (নির্ভরযোগ্য রাভী) হলেও 'উবায়দুলণ্ঢাহ্ ইব্ন আবী জা'ফর থেকে দূর্বল রাভী। আর তাঁর বর্ণনা ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা আরো শক্তিশালী হয়েছে। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব একদিকে যেমন ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাভী, অপরদিকে তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী থেকেই হাদীছ বর্ণনা করতেন।[১০]

অনুমান নির্ভর হলেও ثِقَة (নির্ভরযোগ্য) রাভী হওয়া

যেমন জুমু'আহ্র দিন গোসল সম্পর্কিত হাদীছ,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِر، نَا أَبُوْ بَكْر، نَا مُحَمَّد بن بَشَّار، نَا يَحْيَى- يَعْنِيْ إِبْن سَعِيْد- ثَنَا إِبْن عَجْلَان، عَنْ سَعِيْد بن أَبِيْ سَعِيْد، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الله بن وَدِيْعَة، عَنْ أَبِيْ ذَرْ: عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: مَنْ إغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَأَحْسَنَ الغُسْلَ أَوْ تَطَهَّرفَأَحْسَنَ الطُّهُوْرَ، فَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ وَمَسّ مَا كَتَبَ الله لَهُ طِيْبًا أَوْ دَهْن أَهْلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَثْنَيْن، إِلاَ غُفِرَ (الله) لَهُ إِلَى يَوْمِ الجُمْعَةِ الأُخْرَى

-আমাদের নিকট আবূ ত্বহির, ত্বহির বলেন, তাদের নিকট আবূ বকর, তাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, তাদের নিকট ইয়াহ্ইয়া অর্থাৎ ইব্ন সা'ঈদ, তাদের নিকট ইব্ন 'আজলান, তিনি সা'ঈদ ইব্ন আবী সা'ঈদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন ওদী'য়াহ্ থেকে, তিনি আবূ যার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রসূলুলণ্ঢাহ্ (স.) বলেছেন জুমু'আহ্র দিন যে ব্যক্তি উত্তমরূপে গোসল করে অথবা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, উৎকৃষ্ট পোষাক পরিধান করে এবং আলণ্ঢাহ্ ও তার পরিবারের জন্য যে সুগন্ধির ব্যবস্থা করেছেন, তা শরীরে লাগিয়ে; (মাসজিদের কাতারে) দু'জনের মাঝে ফাঁক করে অগ্রসর না হয়, তাহলে সেই জুমু'আহ্ থেকে অপর জুমু'আহ্ পর্যন্ত আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।[১১]

হাদীছটি তিনি তাঁর শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (যিনি বুনদার নামে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন) থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে (গোসল অধ্যায়) বুনদারকে অনুসরণ করেছেন, এমন কারো ব্যাপারে আমি জানিনা। তিনি আরো বলেছেন, অনেক সময় দানশীলতাও (মানুষের মধ্যে)হ্রাস পেয়ে থাকে।[১২]

ضَعِيْف (দূর্বল) রাভীর বর্ণনা গ্রহণ করা

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-কে কোন কোন দূর্বল রাভীর ব্যাপারে সতর্ক করা হলেও তিনি সে সমস্ত রাভী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন,

باب ذكر ما أعد الله جل و علا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحق أبي شيبة الكوفي و ليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد الذي روى عن سعيد المقبري و الزهري و غيرهما هو صالح الحديث مدني سكن واسط ثم انتقل إلى البصرة و لست أعرف ابن معانق و لا أبا معانق الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير

-আলণ্ঢাহ্ তা'আলা জান্নাতে ঐ ব্যক্তির জন্য গৃহ নির্মাণ করবেন, যিনি সর্বদা নফল রোযা রাখেন। সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ। যদি হাদীছটি বিশুদ্ধ হয়, তবে 'আবদুর্-রহমান ইব্ন ইসহাক আবী শায়বাহ্ আল-কূফী (রা.)-এর বর্ণনায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও 'আবদুর্-রহমান ইব্ন ইসহাক 'আব্বাদ উপাধীতে ভূষিত নন। তবে তিনি সা'ঈদ আল-মাক্ববিরী, যুহরী এবং অন্যান্য রাভী থেকেও হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি (যুহরী) একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি মাদানী ছিলেন তবে ওয়াসিতে বসবাস করতেন। তারপর বসরায় চলে যান।

১০. ড. সফা জা'ফর 'উলওয়ান, gvbnvR Beb Lhvqgvn dx Kewj wi I qwZ dx mnxnx, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯১

১১. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৮১২, পৃ. ৭৮১

১২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮১

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমি ইব্‌ন মু'আনিক ও আবূ মু'আনিককে চিনতাম না, যার থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবী কাছীর হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১৩]

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে এখানে চারটি বিষয় লক্ষনীয়:

১. নিশ্চয় 'আবদুর্-রহমান ইব্‌ন ইসহাক আবী শায়বাহ্ আল-কূফী ضَعِيْف রাভী ছিলেন। আর 'আবদুর্-রহমান 'আব্বাদ উপাধীতে ভূষিত ছিলেন। তিনি সত্যবাদী রাভী ছিলেন।

২. ইব্‌ন মু'আনিককে আলণ্ডামা 'ইজলী নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন।

৩. 'আবদুর্-রহমান ইব্‌ন ইসহাক শায়বাহ্র সুত্রে বর্ণীত হাদীছটি ضَعِيْف কিন্তু ইব্‌ন মু'আনিক সুত্রে বর্ণীত হাদীছটি حَسَن لِغَيْرِه ।

৪. ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) 'আব্বাদকে عَادِل বলেছেন। আর শায়বাহ্কে جَرَح দোষে দোষী বলেছেন। আর এটিই ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর পক্ষ থেকে সত্যায়ন ও সমালোচনা।[১৪]

تَدْلِيْس থেকে মুক্ত হওয়া

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আবূ ইসহাক (র.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ যা আসওয়াদ তিনি 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটির মধ্যে একটি ত্রটি পরিলক্ষিত হয়েছে। আর তা হলো আবূ ইসহাক উক্ত হাদীছ আসওয়াদ থেকে শুনেছেন কি-না ? বিষয়টি আমার জানা নেই। তিনি এ ব্যাপারে একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت الخبر فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد

-মুযদালিফাতে দু'নামায একত্রে পড়াকালিন দু'নামাযের মাঝে খাওয়া-দাওয়া বৈধ হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এ সংক্রান্ত শিরোনামের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, যদি হাদীছটি সহীহ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তাও আমি বলব আবূ ইসহাক হাদীছটি 'আবদুর্-রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ থেকে শুনেছেন কি - না তা আমি জানিনা।[১৫]

আবূ ইসহাক সাবী'ঈ সম্প্রদায়ভূক্ত। আর তিনি تَدْلِيْس এর দোষে অভিযুক্ত ও পরিচিত।[১৬]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, সনদ সমূহের মধ্যে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কারণ হাবীব ইব্‌ন আবী ছাবিত تَدْلِيْس কারী। আর তিনি হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী থেকে শ্রবণ করেছেন বা করেন নি বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। অতপর লক্ষ করলাম আবূ 'আওয়ানাহ্ হাদীছটি হিচ্চিন থেকে, তিনি হাবীব ইব্‌ন আবী ছাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন। অতপর তিনি বলেছেন হাদীছটি আমার নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী বর্ণনা করেছেন।[১৭]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) অন্যত্র বলেন, আমি এই হাদীছটিকে صَحِيْح হিসেবে পৃথক করেছি। কেননা আমি ধারণা করছিলাম যে, হয়তবা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম থেকে আদৌ শ্রবণ করেন নি। সুতরাং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক নিশ্চয় তার থেকে تَدْلِيْس করেছেন।[১৮]

এমন হাদীছ যার মতন আস্বীকার করলেও সনদ গ্রহনীয়

---

১৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১৩

১৪. ড. সফা জা'ফর 'উলওয়ান, gvbnvR Beb Lhvqgvn dx Kevj wi I qwZ dx mnxnx, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩

১৫. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০৬

১৬. ড. সফা জা'ফর 'উলওয়ান, gvbnvR Beb Lhvqgvn dx Kevj wi I qwZ dx mnxnx, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪

১৭. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪

১৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪

কখনো কখনো ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর গ্রন্থে এমন হাদীছ সংকলন করেছেন, যে হাদীসের সনদে কোন ত্রুটি না থাকলেও মতনের ব্যাপারে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُوْلُ : لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ

-'হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামায শুরু করার সময় তিনবার তাকবীর বলতেন। অতপর বলতেন, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلهَ غَيْرُكَ। অতপর তিনি لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ তিনবার বলতেন। অতপর তিনি اللهُ أَكْبَرُ তিনবার বলতেন। তারপর বলতেন, أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ তারপর তিনি কিরা'আত পড়তেন।'[১৯]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে বলেন, এই হাদীছটি কোন দু'আর মধ্যে শোনা যায়নি, তাই তা প্রাচীন যুগে হোক কিংবা বর্তমান যুগে হোক। এমনটি হাদীছটির উপর 'আমাল পরিলক্ষিত হয় নি। আবার যে সমস্ত 'উলামাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে এমন কারো থেকে হাদীছটি বর্ণীতও হয়নি যে, তাঁরা নামাযের শুরুতে তিনবার তাকবীর বলতেন। অতপর سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلهَ غَيْرُكَ এটি তিনবার বলতেন। অতপর তিনি لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ তিনবার বলতেন। অতপর তিনি اللهُ أَكْبَرُ তিনবার বলতেন।[২০]

আর তিনি অত্র হাদীসের মতনকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। এমনকি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল ও হাদীছটিকে অপছন্দ করেছেন। যেমনটি ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী (র.) বলেছেন, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.) হাদীছটিকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। তবে ইমাম আবূ দাউদ ও আহমাদ হাদীছটি স্ব-স্ব গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।[২১]

মুতাবি'আত পাওয়া গেলে ضَعِيْف হাদীছ সংকলন

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) অল্প পরিমাণে হলেও কিছু ضَعِيْف হাদীছ স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আল-আ'যামী ও আলবানী (র.) তাঁর কিতাবের পর্যালোচনায় এমনটি বলেছেন। যেমন বর্ণীত আছে,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُوْ نعيْم، حَدَّثَنَا أَبَان بنُ عَبْد الله البَجَلِيْ، حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بنُ جَرِيْرعَنْ أَبِيْهِ: أنّ النَّبِيّ ﷺ دَخَلَ الغيْضَة، فقضَى حَاجَتَه، فَأَتَاهُ جَرِيْر بِإِدَاوَةٍ مِّنْ مَّاءٍ، فَاسْتَنْجَى بِهَا قَالَ: وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ

-আমাদের কাছে আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে আবূ বকর, তাঁর কাছে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, তাঁর কাছে আবূ না'ঈম, তাঁর কাছে আবান ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী, তিনি বলেন আমার কাছে ইব্রাহীম ইব্‌ন জারীর, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য জঙ্গলের মধ্যে গেলেন এবং তা পূরণ করলেন। জারীর (রা.) পানির পাত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর কাছে আসলেন। সেই পানি দিয়ে তিনি পবিত্রতা অর্জন করলেন। রাভী বলেন: তারপর রসূলুল্লাহ্ (স.) মাটি দিয়ে তাঁর হাত মাসিহ্ করলেন। এ হাদীছের পর্যালোচনায় আল-আ'যামী বলেন, এ হাদীছটির সনদ ضَعِيْف বা দূর্বল।[২২]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) কখনো কখনো স্বীয় গ্রন্থে যে ضَعِيْف হাদীছ উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে مُتَابِعَة পাওয়ার কারণে তা শক্তিশালী হয়েছে। যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

১৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৪৬৭, পৃ. ২১২

২০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২

২১. ড. সফা জা'ফর 'উলওয়ান, gvbnvR Beb Lhvqgvn dx Kewj wi I qwZ dx mnxnx, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫

২২. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৮৯, পৃ. ৪৩-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّد المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ يَحْيَى بن كَثِيْر، حَدَّثَنِيْ عَيَاضُ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيْد الخُدْرِيْ فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْن جَلَادَةَ القُرشِيُّ، ثَنَا وَكِيْعُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكْ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِيْ كَثِيْر، عَنْ عَيَاضِ بْن هِلَالٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الخُدْرِيْ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأتِيْ أَحَدَكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ، فَيَقُوْلُ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيْحَهُ بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ

-‘আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট আবূ বকর, তাঁর নিকট আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না, তাঁর নিকট মু‘আয ইব্‌ন হিশাম, তিনি বলেন, আমার নিকট আমার পিতা, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাছীর, তাঁর নিকট ‘আয়ায বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরীর নিকট প্রশ্ন করলেন। তিনি বলেনঃ রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বলেছেনঃ রাভী বলেন, আমাদের নিকট সালাম ইব্‌ন জালাদাহ্ আল-কুরাশী বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট ওয়াকী‘, তাদের নিকট ‘আলী ইব্‌নুল্-মুবারাক, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী কাছীর, তিনি ‘আয়ায ইব্‌ন হিলাল, তিনি আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ রসূলুলণ্ঢাহ্ (স.) বলেছেনঃ শয়তান নামাযের মধ্যে তোমাদের কাছে এসে বলে, তোমার ওযূ ফাসিদ হয়ে গেছে। তখন সে (মুসলণ্ঢী) বলবে তুমি (শয়তান) মিথ্যা বলেছো, যতক্ষণ না সে নাকে গন্ধ ও কানে আওয়াজ না শুনবে ততক্ষণ ওযূ ফাসিদ হবেনা।’[২৩] এটি ওয়াকী‘র শব্দে বর্ণীত।

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হাদীসের বাণী فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ -এর উদ্দেশ্য হলো, সে মনে মনে বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছো, মুখে উচ্চারণ করে বলবে না। কারণ নামাযরত ব্যক্তির জন্য মুখে কথা বলা বৈধ নয়।[২৪]

‘আযমী বলেন, এই হাদীসের সনদ দূর্বল। তিনি اَلتَّقْرِيْب গ্রন্থে বলেন, ‘আয়ায ইব্‌ন হিলাল একজন অপরিচিত ব্যক্তি। তবে তাঁর مُتَابِعَة রয়েছে। যে مُتَابِعَة আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল ‘আলী ইব্‌ন যায়দ সুত্রে তিনি আবুন্-নযর, তিনি আবূ সা‘ঈদ সুত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাত হয়েছে কদাচিৎ। তবে সেখানে فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ শব্দের উলেণ্ঢখ নেই। তাছাড়া ‘আলী ইব্‌ন যায়দ যিনি জুদ‘আনের ছেলে, তিনি দূর্বল রাভী।[২৫]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সংকলনের পদ্ধতি

সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌র সংকলনের পদ্ধতি

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর গ্রন্থে হাদীছ সংকলনের পাশাপাশি তিনটি বিষয়কে গুরচ্ত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাদীছ সমূহের তা‘লীকাতের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম ফিকহী মাস’আলা প্রণয়নের ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং ‘আরবী ভাষার প্রতি গুরচ্ত্ব দিয়েছেন।

তিনি অধিকাংশ হাদীছের গুরচ্ত্বপূর্ণ তা‘লীকাত উলেণ্ঢখ করেছেন। যে হাদীছগুলোর শব্দের অর্থ অস্পষ্ট সেগুলোকে স্পষ্ট করেছেন। দূর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্পষ্ট দ্বন্দ্বযুক্ত হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। সনদের মধ্যে রাভীর মূল নাম উলেণ্ঢখের পাশাপাশি উপনাম ও উপাধী উলেণ্ঢখ করেছেন। আবার কখনো কখনো রাভীদের পরিপূর্ণ নাম উলেণ্ঢখ করেছেন। অথবা তিনি বংশ পরিচয় উলেণ্ঢখ না করে শুধুমাত্র মূলনাম উলেণ্ঢখ করেছেন।

---

২৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৯, পৃ. ১৮-১৯

২৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯

২৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯

তিনি কিছু কিছু রাভীর جرح ও تعديل কি পর্যায়ে আছে তাও উলেণ্টখ করেছেন। তাদলীসকারী রাভী যখন عنْ দ্বারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি তাঁর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি কিছু দূর্বল রাভীদের হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাছাড়া যে সমস্ত রাভী তাঁদের শায়খদের থেকে সরাসরি হাদীছ শ্রবণ করেন নি, তিনি তাদের নাম উলেণ্টখ করেছেন। তিনি বর্ণীত হাদীছের মধ্যে সুক্ষ্ম দোষ-ত্রচ্টি থাকলে তা উলেণ্টখ করেছেন; তাই তা সনদের মধ্যে হোক অথবা মতনের মধ্যে হোক।

কিছু হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজের মতের উপর নির্ভর করে, সহীহ্ বলেছেন। হাফিয আয্-যাহাবী বলেন, হাদীছ সমূহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। তিনি আরো বলেন, হাদীছের রাভীদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ রাভী ছিলেন। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) ঐ সমস্ত রাভীর নাম উলেণ্টখ করেছেন, যাদের থেকে তিনি দলীল গ্রহণ করেন নি। এটি তাঁর বিচক্ষণতার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে। আর তাই তিনি كِتَابُ الصَّوْم এর শুরুতে হাদীছ সংকলণের ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতির উলেণ্টখ এভাবে করেছেন,

المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه و سلم

-নবী কারীম (সা.) থেকে ধারাবাহিক সনদযুক্ত হাদীছের সংক্ষিপ্তরূপের সংক্ষেপন। এ শর্তের উপর ভিত্তি করে তিনি বলেন, এই গ্রন্থে সংকলিত হাদীছগুলো عَادِل রাভী অপর عَادِل রাভী থেকে বর্ণনা করেছেন, যার সনদ রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং সনদের মধ্যে কোন রাভী বাদ পড়েনি। অর্থাৎ সনদটি মুত্তাসিল। রাভীদের মধ্যে এমন কোন দোষ-ত্রচ্টি পরিলক্ষিত হয়নি, যা হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়। তবে যে সমস্ত রাভীদের ব্যাপারে কোন প্রকার ত্রচ্টি পরিলক্ষিত হয়েছে অথবা যে সমস্ত রাভীদের বর্ণনার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করেছেন, তিনি তাদের নাম উলেণ্টখ করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি সে সমস্ত রাভীর তার পূর্ববর্তী রাভীদের থেকে হাদীছ শ্রবণের ক্ষেত্রে সন্দেহের বশবর্তী হয়েছেন অথবা তাঁর عَدَالَة এর ব্যাপারে জানার ঘাটতি অনুভব করেছেন।

বর্ণনাকারীর পরিচয়দান

তিনি হাদীছ বর্ণনার পাশাপাশি বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন। আর এমন পদ্ধতি তিনি তখন গ্রহণ করেছেন, যখন কোন রাভীর প্রসিদ্ধ নাম উলেণ্টখ না করে উপনাম উলেণ্টখ করা হয়েছে। কখনো কখনো তিনি রাভীর পরিপূর্ণ নাম উলেণ্টখ করেছেন। আবার কখনো কখনো তিনি রাভীর নামের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকলে দূর করেছেন। কখনো তিনি রাভীর গুণাগুন উলেণ্টখ করেছেন। কখনো তিনি রাভীর جرح ও تعديل সম্পর্কে উলেণ্টখ করেছেন। কখনো তিনি অপরিচিত রাভীদের পরিচিতি উলেণ্টখ করেছেন। তাঁদের পরিচিতি আরো শক্তিশালী করতে, তিনি রাভীদের জন্মস্থান বা বসবাসের স্থানের নামকে রাভীর নামের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। কখনো তিনি রাভীদের উপনামও উলেণ্টখ করেছেন। কখনো কখনো তিনি অপরিচিত রাভীদের পরিচিত করতে প্রসিদ্ধ সাহাবীদের সাথে উক্ত রাভীর কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক বা অন্য কোন সম্পর্ক থাকলে তিনি তা উলেণ্টখ করেছেন। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

বা ফজরের নামাযে ক্বিরা'আতের অধ্যায়।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا الصَّغَانِيْ نَا الْمُعْتَمَرُ عَنْ أَبِيْهِ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ الْمُنْهَال عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ أَن رَسُوْلَ - كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالْمَائِدَةِ إِلَى السِّتِّيْنَ أَوْ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَبُوْ الْمِنْهَال هُوَ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ بَصْرِيْ

-‘আমাদের নিকট আবূ তৃহির বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট আবূ বকর, তাদের নিকট আস-সগানী, তাদের নিকট মু‘তামির, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমার নিকট আবুল-মিনহাল বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বারযাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) প্রভাতের নামাযে সূরা আল-মা’ইদার ষাট অথবা ষাট থেকে একশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন।’[২৬]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণনার পর বলেছেন, সনদের মধ্যে উলিণ্ঢখিত আবুল-মিনহাল হলেন, সীয়ার ইব্ন সালামাহ্ আল-বসরী।

তিনি অপর শিরোনাম উলেণ্ঢখ করেছেন এভাবে,

باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي

-মুসলণ্ঢীর সমস্যার কারণে এক রাকা‘আতে সূরার কিছু অংশ পাঠ করার বৈধতার পরিচ্ছেদ।

এই শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَ عَبْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ عَبْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ السائب قَالَ صَلَّى رَسُولُ بِمَكَّةَ الصبْحَ وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَ هَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى - مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ شَكَّ أَوْ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ - أَخَذَتْ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و سلم) سُعْلَةٌ قَالَ : فَرَكَعَ قَالَ : وَ ابْنُ السَّائِبِ حَاضَرَ ذَلِكَ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ هُوَ عَبْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ السهْمِيْ

-ইব্ন জুরাইজ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন: তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আব্বাদ ইব্ন জা‘ফর থেকে শ্রবণ করেছি। তিনি বলেন আমার নিকট আবূ সালামাহ্ ইব্ন সুফইয়ান, তিনি ‘আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন ‘আমর ইব্নুল-‘আস এবং ‘আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন মুসায়্যিব আল-‘আবিদী থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা ‘আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন সা’ইব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) মক্কাতে প্রভাতের নামায আদায় কালে সূরা আল-মু’মিনূন তিলাওয়াত করতে করতে যখন মূসা এবং হারূন অথবা ‘ঈসা (আ.)-এর আলোচনা পর্যন্ত আসলেন (মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আব্বাদ সংশয় প্রকাশ করেছেন কিংবা তারা সকলেই এই ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন) তখন নবী কারীম (সা.)-এর কাশি আসলো। রাভী বলেন, তাই তিনি রচকূ‘তে চলে গেলেন। তিনি বলেন: ইব্নুস্-সায়িব সেখানে উপস্থিত ছিলেন।”[২৭]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন: ‘আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন ‘আমর ইব্নুল-‘আস আস্-সাহমী এমনটি উলেণ্ঢখ করেন নি।[২৮]

তিনি আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا وإباحة ذلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته

-মুসলিণ্ঢর বাম দিকে খালি না থাকলে, তার বাম পায়ের নিচে থুথু ফেলে, তা পা দিয়ে ঘষে ফেলার বৈধতা প্রমানের পরিচ্ছেদ।

তিনি এ শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

عَنْ الْجريْرِيْ عَنْ أَبِيْ الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ أَبِيْهِ أنه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى

২৬. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৫২৮, পৃ. ২৩৬

২৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং-৫৪৬, পৃ. ২৪৫

২৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫

-'হযরত 'জারীরী থেকে বর্ণীত, তিনি আবুল-'আলা ইব্‌নুশ্‌-শিখ্‌খীর থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করছিলেন, অতপর যখন তিনি (রসূল) থুথু ফেললেন, তখন তিনি তাঁর বাম পায়ের স্যান্ডেল দ্বারা ঘষে নিলেন।'[২৯]

উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) সনদের মধ্যে রাভী আবুল-'আলা সম্পর্কে বলেছেন, তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন 'আবদুলণ্ঢাহ্‌ ইব্‌নুশ-শিখ্‌খীর যিনি মাতরাফের ভাই যাকে তারা তাঁর দাদার সাথে নিসবত করেছে।[৩০]

তিনি অপর একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

بلب الصلاة على الفراء المدبوغة

-প্রক্রিয়াজাত চামড়ার উপর নামায আদায় করার পরিচ্ছেদ।

এই শিরোনামে নিম্লোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ

-'আবূ 'আওন তাঁর পিতা থেকে তিনি মুগীরাহ্‌ ইব্‌ন শু'বাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুলণ্ঢাহ্‌ (সা.) খেজুর পাতায় তৈরী চাটাই এবং প্রক্রিয়াজাত চামড়ার উপর নামায আদায় করতেন।'[৩১]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আবূ 'আওন হলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উবায়দুলণ্ঢাহ্‌ আছ্‌-ছাকাফী।[৩২]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

بلب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى

-দিনের বেলায় নফল নামায চার রাকা'আত, দু'রাকা'আত নয়, এমন ধারণা পোষণকারীর বিপরীত প্রমাণ বহণকারী হাদীছ উলেণ্ঢখের পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্লোক্ত সনদ উলেণ্ঢখ করেছেন,

عَنْ الْأَعْمَش عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَسْتُ أَعْرِفُ عَلِيَّ بْنَ الصلْتِ هَذَا وَلَا أَدْرِيْ مِنْ أَيِّ بِلَادِ هُوَ وَلَا أَفْهَمُ أَلَقِيَ أَبَا أَيُّوبَ أَمْ لَا؟ وَلَا يَحْتَجَّ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ - عِلْمِيْ - إِلَّا مُعَانِدٌ أَوْ جَاهِلٌ

-'হযরত আ'মাশ থেকে বর্ণীত, তিনি মুসায়্যিব ইব্‌ন রাফি' থেকে, তিনি একজন আনসারী থেকে, তিনি আবূ আয়্যূব থেকে বর্ণীত। ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, আমি 'আলী ইব্‌নুস্‌-সুলতকে চিনি না, আমি এটিও জানি না যে, তিনি কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন ও আবূ আয়্যূবের সাথে তাঁর আদৌ সাক্ষাত হয়েছে কী না ? সুতরাং অজ্ঞতা বা পৃথকাবস্থায় থাকার কারণ ছাড়া, এই ধরণের সনদে বর্ণীত হাদীছ দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।'[৩৩]

তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

بلب إشارة الخطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها

-মিম্বারের উপরে খুতবাদানকালে দু'আর সময়ে খত্বীব শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিতকরা এবং অঙ্গুলি নাড়ানোর পরিচ্ছেদ।

---

২৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৮৭৮, পৃ. ৩৭৪

৩০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪

৩১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১০০৬, পৃ. ৪২৩

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩

৩৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১২১৫, পৃ. ৫২১

উপরোক্ত শিরোনামে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ (صلى الله عليه و سلم) شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا : وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ يُحَرِّكُهَا

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ هَذَا أَبُو الْحُوَيْرِثُ مَدَنِيٌّ

-'আবদুর্-রহমান ইব্ন মু'আবিয়া থেকে বর্ণীত, তিনি আবূ যুবাব থেকে, তিনি সাহল ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুলণ্টাহ্ (সা.)-কে মিম্বার অথবা অন্য কোথাও বেশী উপরে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে দেখিনি। বরং তিনি শাহাদাত অঙ্গুলি উপরে উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধ ও মধ্যমাকে মিলিয়ে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন ও নাড়াচাড়া করতেন।'[৩৪]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, 'আবদুর্-রহমান ইব্ন মু'আবিয়া হলেন আবুল-হুয়ায়রিছ মাদানী।

তিনি অপর একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر فتح أبواب الجنان نسأل الله دخولها وإغلاق أبواب النار باعدنا الله منها وتصفيد الشياطين بالله نتعوذ من شرهم في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراده خاص في مروۆ الشياطين

-রমাযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া (আলণ্টাহ্ তা'আলার কাছে জান্নাতে প্রবেশের প্রার্থনা করি), জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা (আলণ্টাহ্ তা'আলার কাছে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখার প্রার্থনা করি) এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করার আলোচনার পরিচ্ছেদ। এখানে শয়তান শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক হলেও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ (صلى الله عليه و سلم) : إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ

-'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুলণ্টাহ্ (স.) বলেছেন: যখন রমাযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।"[৩৫]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (রা.) হাদীছের শেষে আবূ সুহাইল সম্পর্কে বলেন, তিনি মালিক ইব্ন 'আনাস (রা.)-এর চাচা।

তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب الأمر بسجدتي السهو اذا نسي المصلي شيئا من صلاته

-মুসলণ্টী নামাযে কিছু ভুলে গেলে, ভুলের জন্য দু'টি সিজদার আদেশের পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و سلم) قَالَ : مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

-'আমাদের নিকট ইব্ন জুরাইজ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট 'আবদুলণ্টাহ্ ইব্ন মুসাফি', তিনি বলেন, মুস'আব ইব্ন শায়বাহ্ শ্রবণ করেছেন 'উকবাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হারিছ থেকে, তিনি 'আবদুলণ্টাহ্ ইব্ন

---

৩৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৫০, পৃ. ৬১৯

৩৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৮৮২, পৃ. ৮০৮

জা'ফর থেকে, তিনি রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: কেউ যদি নামাযের মধ্যে কিছু করতে ভুলে যায়, তাহলে সে (শেষ) বৈঠকে দু'টি সিজদাহ্ করবে।"[৩৬]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছে ইব্ন জুরাইজের উর্ধ্বতন রাভীর ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মাদ এবং 'আবদুর্-রাজ্জাক এ ব্যাপারে বলেন, তিনি 'উতবাহ ইব্ন মুহাম্মাদ থেকে শ্রবণ করেছেন। এটিই সঠিক কথা।

তিনি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصلي بذكر أخبار مجملة قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف أخبار عائشة : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة

-সংক্ষিপ্ত হাদীছ উলেণ্টখের মাধ্যমে মুসলণ্টীর সামনে দিয়ে গাধা, নারী এবং কুকুর অতিক্রম করার ব্যাপারটি কঠিন করার পরিচ্ছেদ। গভীর জ্ঞানের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তিরা সংশয় সৃষ্টিকরে যে, অত্র হাদীছটি 'আঈশা (রা.)-এ হাদীছের বিপরীত "নবী কারীম (সা.) নামায আদায় করতেন এমন অবস্থায় যে, আমি তাঁর (রসূল) ও ক্বিবলার মাঝখানে থাকতাম"।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ ح وَثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - نَا يُونُسُ ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَ مَنْصُورٌ - وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ - وَثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا محمدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ ح وَثَنَا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَسَدُ يَعْنِي بْنُ مُوسَى نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وَثَنَا الدَّوْرَقِيُّ نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمٍ - وَهُوَ بْنُ الزِّنَادِ - كُلُّهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى نَا سَهْلُ ابْنُ أَسْلَمَ - يَعْنِي الْعَدَوِيَّ - ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ الصامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ (صلى الله عليه و سلم) كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

-'আমাদের নিকট আবূ তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তাদের নিকট আবূ বকর, তাদের নিকট নিকট ই'আকূব ইব্ন ইব্রাহীম আদ্-দাওরাকী, তাদের নিকট ইব্ন 'আলীয়া, তিনি ইউনুস থেকে, **ح** তিনি আবুল – খত্ত্বাব যীয়াদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া থেকে, তিনি বিশর অর্থাৎ ইব্নুল-মুফাদ্দাল থেকে, তিনি ইউনুস থেকে, **ح** তিনি আহমাদ ইব্ন মানী' থেকে, তিনি হিশাম থেকে, তিনি ইউনুস ও মানসূর থেকে, আর তারা হলেন, যাযানের পুত্র, তিনি বুনদার থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর থেকে, তিনি শু'বাহ্ থেকে, **ح** তিনি হিলাল ইব্ন বিশর থেকে, তিনি সালিম ইব্ন নূহ থেকে, তিনি 'উছমান ইব্ন 'আমির থেকে, **ح** তিনি নসর ইব্ন মারযূক থেকে, তিনি আসাদ থেকে, তিনি ইব্ন মূসা থেকে, তিনি হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ থেকে, তিনি আয়্যুব ও ইউনুস ইব্ন 'উবায়দ এবং হাবীব ইব্ন শাহীদ থেকে, তারা বলেন, আমাদের নিকট আদ্-দাওরাকী, তিনি মু'তামির ইব্ন সুলাইমান, তিনি সালিম থেকে, তিনি হলেন ইব্নুয্-যিনাদ। তাঁরা সকলেই হুমায়দ ইব্ন হিলাল থেকে, তিনি আবুল-খত্ত্বাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া থেকে, তিনি সাহ্ল ইব্ন আসলাম থেকে, তিনি হলেন আল-'আদাভী, তিনি হুমায়দ ইব্ন হিলাল থেকে, তিনি 'আবদুলণ্টাহ্ ইব্ন সামিত থেকে, তিনি আবূ যার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটি আবুল-খত্ত্বাব থেকে বর্ণীত, তিনি সাহ্ল ইব্ন আসলাম থেকে, আবূ যার বলেন, (নামাযের সময় অন্তরাল না থাকলে) গাধা, নারী এবং কালো কুকুর নামায নষ্ট করে দেয়। রাভী বলেন, আমি বললাম: হে আবূ যার! সাদা, হলূদ ও লাল কুকুর থাকলেও (নামায নষ্ট হয়), তিনি বললেন,

৩৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১০৩৩, পৃ. ৪৩৫

কালো কুকুর এমন কি অপরাধ করলো ? তিনি বললেন, হে ভ্রাতুস পুত্র আমিও রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-কে এমন প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, কালো কুকুর শয়তান সমতুল্য।'[৩৭]

তিনি অপর একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

بَاب السجُود

-সিজদাহ্র পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামে 'আত্বা ইব্ন মাইনা' সনদে হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন।

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى أَنّ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ أَخْبَرَهُ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَجَدْتُ مَعَ النّبِي (صلى الله عليه و سلم) فِي { إِذَا السَمَاءُ انْشَقتْ } وَفِي { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذِي خَلَقَ }

-'(তিনি বলেন) আমাদের নিকট ইব্ন জুরাইজ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আয়্যূব ইব্ন মূসা বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট 'আত্বা ইব্ন মাইনা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, {যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।}[৩৮] এবং {পাঠ করচ্ন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।}[৩৯] আয়াতদ্বয় (তিলাওয়াতের পর) আমি রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর সাথে সিজদাহ্ করেছি

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছের শেষে বলেন, আয়্যূব ধারণা করেন, 'আত্বা ইব্ন মাইনা একজন নেক্কার মানুষ ছিলেন।

তারপর তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ উলেণ্ঢখ করেছেন,

باب مرور الهر بين يدي المصلي إن صح الخبر مسندا

-মুসলণ্টীর সামনে দিয়ে বিড়াল অতিক্রম করার পরিচ্ছেদ, যদি হাদীছটি সহীহ ও মুসনাদ হয়।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছটি উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا بُنْدَارُ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الْمَجِيْدِ نَا عَبْدُ الرّحْمَن بْن أَبِيْ الزّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنّ النّبِي (صلى الله عليه و سلم) قَالَ : الهِرّةُ لا تَقْطَعُ الصّلَاةَ إِنّهَا مِنْ مَتَاعِ البَيْتِ

-'(তিনি বলেন) আমাদের নিকট আবূ ত্বহির, তিনি বুনদার থেকে, তিনি 'উবায়দুলণ্ঢাহ্ ইব্ন 'আবদুল-মাজীদ থেকে, তিনি 'আবদুর্-রহমান ইব্ন আবীয্-যিনাদ, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবী সালামাহ্ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বলেছেন: বিড়াল নামায নষ্ট করে না। কেননা বিড়াল তো গৃহস্থলী সামগ্রীর অন্তর্ভূক্ত।"[৪০]

উপরোক্ত হাদীছের অপর একটি সনদ এভাবে এসেছে,

أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَاهُ الرَبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ الزّنَاد بِهَذَا الحَدِيْثِ مَوْقُوْفًا غَيْرَ مَرْفُوْعٍ

উপরোক্ত দু'টি সনদের মধ্যে প্রথমটি **مَرْفُوْع** আর দ্বিতীয় সনদটি **مَوْقُوْف** হওয়া সত্ত্বেও প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, দ্বিতীয় সনদে ইব্ন ওহাব, তিনি মদীনাবাসীদের হাদীছের ব্যাপারে 'উবায়দুলণ্ঢাহ্ ইব্ন 'আবদুল-মাজীদ হতে বেশী অভিজ্ঞ অর্থাৎ এখানে মাওকূফ হাদীছ প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

---

৩৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৮৩০, পৃ. ৩৫৪-৫৫

৩৮. আল-কুর'আন, ৮৪: ১

৩৯. আল-কুর'আন, ৯৬: ১

৪০. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৮২৮, পৃ. ৩৫৪

রাভীদের নির্ভরযোগ্যতা ও ত্রুটি সম্পর্কিত পদ্ধতি

তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে,

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

-রোযাদারের মিসওয়াক করার বৈধতার পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

روى عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ ِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ مَا لاَ أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ

-‘ ‘আসিম ইব্ন ‘আবদুলণ্টাহ্ বর্ণনা করেন, ‘আবদুলণ্টাহ্ ইব্ন ‘আমির ইব্ন রবী‘য়াহ্ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি রসূলুলণ্টাহ্ (সা.)-কে রোযা অবস্থায় একাধিকবার মিসওয়াক করতে দেখেছি।”

হাদীছটি কয়েকটি সনদে উলেণ্টখের পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেছেন, অত্র হাদীছের একজন রাভী ‘আসিম ইব্ন ‘আবদুলণ্টাহ্র ব্যাপারে আমি যিম্মাদার মুক্ত অর্থাৎ তিনি ত্রুটিযুক্ত রাভী। তিনি আরো বলেছেন, আমি ‘আসিম ইব্ন ‘আবদুলণ্টাহ্র ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: ‘আসিম ইব্ন ‘আবদুলণ্টাহ্ এমন ব্যক্তি, যার ব্যাপারে কিয়াস করা যায়না।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন যে, আমি মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু‘ঈনকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার নিকট ‘আবদুলণ্টাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ‘উকাইল ও ‘আসিম ইব্ন ‘আবদুলণ্টাহ্র মধ্যে কে অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন, তাদের কাউকেই আমি পছন্দ করি না।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) ‘আসিম ইব্ন ‘আবদিলণ্টাহ্র ব্যাপারে বলেছেন, তিনি তাঁর (‘আসিম ইব্ন ‘আবদিলণ্টাহ্) হাদীছ গ্রহণ করতেন না, কিন্তু যখন দেখলেন যে, ইমাম শু‘বা ও ছাওরী তাঁরা তার থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা‘ঈদ ও ‘আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী দু’জনই তাদের যুগের ইমাম ছিলেন এবং তারা উভয়ই ছাওরী থেকে তিনি ‘আসিম থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইমাম মালিক (র.) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থ ছাড়া অন্য গ্রন্থে হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন।

তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل

-কিয়ামুল-লাইলের নিয়তকারী প্রবল ঘুমের কারণে উঠতে না পারার আলোচনার পরিচ্ছেদ।

ثَنَا بِهَذَا عَبْدُ الْجَبَارِ بْنِ الْعَلاء ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِيْ لُبَابَةَ قَالَ : ذَهَبْتُ مَعَ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ إِلَى سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، نَعُوْدُهُ، فَحَدثَ سُوَيْدُ أَوْ حدثَ زَرِ وَ أَكْبَرُ ظَنِّيْ أنهُ سُوَيْدُ عَنْ أَبِيْ الدرْدَاء أَوْ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ وَ أَكْبَرُ ظَنِّيْ أنهُ عَنْ أَبِيْ الدرْدَاءِ أنهُ قَالَ: لَيْسَ عَبْدُ يُرِيْدُ صَلاَةً - وَقَالَ مَرةَ : مِنْ اللَّيْلِ - ثُمَ يَنْسى، فَيَنَامُ إِلاَ كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ وكُتِبَ لَهُ مَا نَوَى

-‘আমাদের নিকট ‘আবদুল-জব্বার ইব্নুল-‘আলা বর্ণনা করেছেন, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি বলেন, আমি হাদীছটি ‘আবদাহ্ ইব্ন আবী লুবাবাহ্ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি, তিনি বলেনঃ আমি আবূ যার ইব্ন হুবাইশকে সাথে নিয়ে সুওয়াইদ ইব্ন গাফলাহ্র কাছে গেলাম। তার থেকে আমরা ফিরে আসলাম। অতপর সুওয়াইদ অথবা আবূ যার হাদীছটি বর্ণনা করলেন। আমার প্রবল ধারণা যে, সুওয়াইদ আবূ দারদা থেকে অথবা আবূ যার থেকে বর্ণনা করেছেন। আমার এ ব্যাপারেও প্রবল ধারণা যে, তিনি আবূ দারদা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ এমন ব্যক্তি যে নামাযের ইচ্ছা করে এবং একবার বলেন, রাতের নামায তথা বা কিয়ামুল্-লাইল আদায়ের নিয়াত

করে। অতপর সে ভুলে যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তার এই ঘুমটি আলণ্ঢাহ্র তা‘আলার পক্ষ থেকে সাদাকাহ হিসেবে গন্য হবে এবং তার নিয়াত অনুযায়ী তার ‘আমালনামায় সাওয়াব লিখা হবে।’[৪১]

অত্র হাদীছের ব্যাপারে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, সনদের মধ্যে রাভীদের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, সুফইয়ান উলিণ্ঢখিত সনদ মুখস্ত করেছেন এবং সুলাইমান হাবীব থেকে এবং হাবীব ‘আবদাহ থেকে শ্রবণ করেছেন। তারা উভয়ই মুদালণ্ঢাসকারী ছিলেন। তাহলে এ কথা বলা ঠিক হবে যে, ‘আবদাহ হাদীছটি প্রাথমিক যুগে সুওয়াইদ ইব্ন গফলাহ্ থেকে তিনি সন্দেহাতীতভাবে আবূ দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন। পরে অবশ্য তিনি আবূ যার ইব্ন হুবাইশ অথবা সুওয়াইদ থেকে শুনেছেন কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ দেখা যায়। তবে তিনি আবূ দারদা থেকে অথবা আবূ যার থেকে হাদীছটি শ্রবণ করেছেন। কেননা হাবীব ইব্ন আবী ছাবিত ও আছ্-ছাওরী এবং ইব্ন ‘উয়ায়নাহ্র পরস্পরের মাঝে বয়সের ব্যবধান ছিলো। আর বয়সের কারণে মানুষ যা মুখস্থ করে, তা ভুলে যায়। তাছাড়া যদি হাবীব ইব্ন আবী ছাবিত হাদীছটি ‘আবদাহ থেকে শ্রবণ করে থাকেন, তাহলে বিষয়টি এমন হবে যে, তিনি ইব্ন ‘উয়ায়নাহ্র জন্মের পূর্বেই হাদীছটি শ্রবণ করেছেন। কেননা হাবীব ইব্ন আবী ছাবিত সম্ভবত ‘আবদাহ ইব্ন আবী লুবাবাহ্ থেকে বয়সে বড় ছিলেন। আর হাবীব ইব্ন আবী ছাবিত হাদীছটি ইব্ন ‘উমার থেকে শ্রবণ করেছেন। পরিশেষে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এই সনদের ব্যাপারে আলণ্ঢাহ্ তা‘আলা অধিক জ্ঞাত।[৪২]

তিনি নিম্লোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

بلب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غير مرتفعة فدانت للغروب

-সংক্ষিপ্ত শব্দের ব্যাখ্যাকারী হাদীছের উলেণ্ঢখের পরিচ্ছেদ, যা রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) ‘আসরের নামায আদায়ের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত, যখন সূর্য উপরে না থেকে অস্ত যাওয়ার কাছা-কাছি থাকে তখন নামায আদায়ে নিষেধ করেছেন সে কথার প্রমাণ।

উপরোক্ত শিরোনামে অধীনে নিম্লোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَنَا أَبُوْطَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيْ وَ مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَا ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالٍ - وَهُوَ ابْنُ يَسَافٍ - عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً

-‘(তিনি বলেন) আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ই‘আকূব ইব্ন ইব্রাহীম আদ্-দাওরাকী এবং মাহমূদ ইব্ন খিদাশ থেকে, তারা বলেন, আমাদের নিকট জারীর ইব্ন ‘আবদুল-হামীদ, তিনি মানসূর থেকে, তিনি হিলাল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াসাফের পুত্র ছিলেন, তিনি ওহাব ইব্ন আজদা‘ই থেকে, তিনি ‘আলী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বলেছেন, ‘আসরের নামাযের পর (নফল) নামায আদায় করা যাবেনা, তবে সুর্য যদি ডিম আকৃতিতে উপরে থাকে, তাহলে নফল নামায আদায় করা যাবে।’[৪৩]

হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হাদীছটি গরীব। কেননা হাদীছটি তিনি একক বর্ণনাকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন, ওহাব ইব্ন আজদা‘ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম বাদ পড়ে গেছে। আর তার থেকে কখনো কখনো শু‘বী ও হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

তিনি নিম্লোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

৪১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১১৭৫, পৃ. ৫০১

৪২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০১-০২

৪৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১২৮৪, পৃ. ৫৫২

باب إعادة الخطبة ثانية بعد صلاة الاستسقاء

-ইস্তিসকা নামাযের পর খুতবা দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করার পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্লোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي خرج يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة قال ثم خطبنا ودعا وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن

-'আমাদের নিকট ওহাব ইব্ন জারীর বর্ণনা করেছেন, তিনি আমার পিতা থেকে, তিনি বলেন, আমি নু'মান ইব্ন রশিদ থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি যুহরী থেকে, তিনি হুমাইদ ইব্ন 'আবদির্-রহমান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) আমাদেরকে সাথে নিয়ে ইসতিস্কার নামাযের জন্য বের হয়ে আযান ও ইকামাত ব্যতিরেকে দু'রাকা'আত নামায আদায় করলেন। অতপর আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন, তারপর আলণ্টাহ্ তা'আলার সমীপে দু'আ করলেন, ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে হস্তদ্বয় উপরের দিকে উত্তোলন করলেন এবং চাদরের ডান দিক থেকে বাম দিকে ও বাম দিক থেকে ডান দিকে উল্টিয়ে পরিধান করলেন।'[৪৪]

এই হাদীছের ব্যাপারে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) বলেন, নু'মান ইব্ন রশিদ হাদীছটি যে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, সে ব্যাপারে মতভিন্নতা রয়েছে। আর যদি হাদীছটি (সহীহ সাব্যস্ত হয়) প্রমাণিত হয়, তাহলে বুঝা যায় যে, রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) খুতবা দিয়েছেন, দু'আ করেছেন এবং দু'বার তাঁর চাদর মোবারক উল্টিয়েছেন; একবার নামাযের আগে আরেকবার নামাযের পরে।

তিনি নিম্লোক্ত শিরোনাম উলেণ্টখ করেছেন,

باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم و نفي الظمأ عمن يدخل الجنة و يشرب من شرابها جعلنا الله منهم

-জান্নাতের যে দরজা দিয়ে শুধুমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবে, তারা ছাড়া অন্য কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। আর যে ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং উহার পানীয় পান করবে সে তৃষ্ণার্থ হবে না। সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ। আলণ্টাহ্ তা'আলা আমাদের তাদের অন্তর্ভূক্ত করচন।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামে নিম্লোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي و غيره عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول : لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ ، مَنْ دَخَلَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَداً

-'আমাদের নিকট 'আলী ইব্ন হাজার আস্-সা'দী বর্ণনা করেছেন। তিনি সা'ঈদ ইব্ন 'আবদুর্-রহমান আল-জুমহী ও অন্যান্য থেকে, তারা আবূ হাযিম থেকে, তিনি সাহ্ল ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) বলেন: রোযাদারগণের জন্য জান্নাতে রয়্যান নামক একটি দরজা থাকবে। অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। অন্যরা যখন এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে, তখন তা বন্ধ করে দেয়া হবে। যে তাতে প্রবেশ করবে এবং উহা থেকে পানীয় পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্থ হবে না।'[৪৫]

অত্র হাদীছের সনদের একজন রাভী আবূ হাযিম সালামাহ্ ইব্ন দীনার সম্পর্কে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তখনকার সময়ে তাঁর মত নির্ভরযোগ্য রাভী আর কেউ ছিল না।

---

৪৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৪২২, পৃ. ৬০৮

৪৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৯০২, পৃ. ৭১৮-১৯

তিনি অপর পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى

-দিনের বেলার নফল নামায চার রাকা'আত, দু'রাকা'আত নয় এমন ধারণা পোষণকারীর বিপরীত মতের প্রমাণ বহণকারী হাদীছের আলোচনার পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَجَرْ، نَا مُحَمَّد بْن يَزِيْد الْوَاسِطِيْ، ح وَثَنَا سَلَم بْن جَنَادَةَ، نَا وَكِيْع عُبَيْدَةَ بْن مُعَتَّب الضَّبِيْ، عَنْ إِبْرَاهِيْم عَنْ سَهْم بْن مَنْجَاب، عَنْ قَزْعَةَ عَنْ الْقَرْثَعِ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَن النَّبِىِّ وَحَدَثَنَا بُنْدَارُ نَا أَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةً حَدَثَنِيْ عُبَيْدَةَ وَكَانَ مِنْ قَدِيْمِ حَدِيْثِهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مُنْجَاب عَنْ قَزَعَة عَنْ الْقَرْثَعِ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيْ قَالَ : أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْر لاَ يُسَلِّمُ فِيْهِنَّ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

-'আমাদের নিকট হযরত 'আলী ইব্ন হাজর বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ থেকে, **ح** তিনি সালাম ইব্ন জানাদাহ্ থেকে, তিনি ওয়াকী' 'উবায়দাহ্ ইব্ন মু'আত্তাব আদ্-দবী, তিনি ইব্রাহীম থেকে, তিনি সাহ্ম ইব্ন মানজাব থেকে, তিনি ক্বায'আহ্ থেকে, তিনি আল-ক্বরছা'ঈ থেকে, তিনি আবূ আয়্যূব থেকে, তিনি রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) বলেছেন: যুহরের পূর্বে এমন চার রাকা'আত নামায আদায় করা, যে নামাযে সালাম ফিরানো হয় না, এমন নামাযের জন্য আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়।'[৪৬]

উপরোক্ত হাদীছের সনদে উলিণ্টখিত রাভী 'উবায়দা ইব্ন মু'আত্তাব সম্পর্কে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, তিনি এমন রাভীদের অন্তর্ভূক্ত, যাদের বর্ণনা হাদীছ বিশারদগণ গ্রহণ করেন না। তিনি আরো বলেন, তিনি আবূ মূসাকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন: ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যায়িদ ও 'আবদুর্-রহমান ইব্ন মাহদী তারা উভয়ই সুফইয়ান হতে, আর তিনি 'উবায়দা ইব্ন মু'আত্তাব থেকে কোন বিষয়ে কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন, এমনটি আমি শুনেনি। তিনি আরো বলেন, আমি আবূ কিলাবাকে হিলাল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেনি, তিনি (হিলাল ইব্ন ইয়াহইয়া) বলেন, আমি ইউসূফ ইব্ন খালিদ আস্-সামাতীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি 'উবায়দা ইব্ন মু'আত্তাবকে বললাম, তুমি ইব্রাহীম থেকে যা বর্ণনা করেছো, তা কি তুমি ইব্রাহীম থেকে সম্পূর্ণ শুনেছো ? তিনি (মু'আত্তাব) বলেন, আমি তার থেকে কিছু শুনেছি এবং তার উপর কিয়াস করে কিছু বর্ণনা করেছি। তিনি (ইউসূফ ইব্ন সামাত) বলেন, আমি বললাম তুমি ('উবায়দা ইব্ন মু'আত্তাব) তার থেকে যা শুনেছো তা আমার কাছে বর্ণনা করো, কেননা আমি কিয়াসের ব্যাপারে তোমার থেকে বেশী জানি।

অতপর তিনি বললেন, তিনি আ'মাসের হাদীছ বর্ণনা করলেন যা তিনি মুসায়্যিব ইব্ন রাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আলী ইব্ন সুলত থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন আবূ আয়্যূব থেকে, তিনি রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন: **أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْر لاَ يُسَلِّمُ فِيْهِنَّ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ** -যুহরের পূর্বে এমন চার রাকা'আত নামায আদায়, যে নামাযে সালাম ফিরানো হয় না, এমন নামাযের জন্য আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। অতপর তিনি বলেন: আমি এই 'আলী ইব্ন সুলতকে চিনি না এবং তিনি কোন দেশের অধিবাসী তাও জানি না। এমনকি আবূ আয়্যূবের সাথে তার আদৌ সাক্ষাত হয়েছে কী-না তাও জানিনা। এই ধরণের সনদযুক্ত হাদীছ দ্বারা বিরোধীপক্ষ অথবা হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞরা ছাড়া দলীল গ্রহণ করেনা।[৪৭]

রাভী বা বর্ণনাকারীদের ভুলের বর্ণনা

তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

---

৪৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১২১৪, পৃ. ৫২০

৪৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২০-২১

باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه من الوتر بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءة نهار ولا ليل

-এমন পরিচ্ছেদ, যেখানে এ বিষয়ে দলীল উপস্থাপিত হয়েছে, ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) যে রাতে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর সাথে ছিলেন, (সেরাতে) রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) প্রথম ফজর তথা সুবহে সাদিকের সময় বিতর নামায আদায় করেছেন। আর সেটি ছিলো, প্রথম ফজর উদিত হওয়ার পর, যে ফজর উদিত হওয়ার পরও রাত থাকে, দিন হয় না। দ্বিতীয় ফজর উদিত হওয়ার পর নয়, যে ফজর উদিত হওয়ার পর দিন হয়। এ কথার দলীলের সাথে যে, নবী কারীম (সা.) বিতর হতে ফারিগ বা মুক্ত হওয়ার পরেই ফজরের দু’রাকা‘আত নামায আদায় করেন নি বরং বিতর থেকে ফারিগ বা মুক্ত হয়ে দ্বিতীয় ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। যখন দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়ে রাত অবশিষ্ট থাকে না।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

نَا بُنْدَارُ نَا محمدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَاشُعْبَةُ قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ مَرْيَمَ وثَنَا محمدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصُّنْعَانِيْ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَاشُعْبَةُ ح وَثنَا أَبُوْ مُوْسَى نَا محمدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَاشُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ أَبِيْ الحَوْرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيْ عَلَامَ تَذْكُرُ مِنْ رَسُوْلِ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدعَاءَ : اللهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ فِيْ الدعَاءِ وَلَمْ يُذَكِّرْ القُنُوْتَ وَلَا الوتْرَ

-‘আমাদের নিকট বুনদার, তাঁর নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফর, তিনি শু‘বাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আবূ মারইয়ামের ছেলের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ‘আবদুল-আ‘লা আস্-সুন‘আনী, তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরা‘ই, তাঁর নিকট শু‘বাহ্ বর্ণনা করেছেন, ح তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন আবূ মূসা, তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফর, তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন শু‘বাহ্, তিনি বুরায়দ ইব্‌ন আবী মারইয়াম থেকে, তিনি আবুল-হাওরা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি হাসান ইব্‌ন ‘আলীকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যাপারটি তিনি রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর সুত্রে উলেণ্ঢখ করেছেন, তিনি বলেন: তিনি (রসূল) আমাদের এই দু‘আ শিক্ষা দিয়েছেন। “**اللهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ**” - আপনি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন, তাদের ন্যায় আমাকে সঠিক পথ দেখান। যেমন ওয়াকী‘ কর্তৃক বর্ণীত দু‘আর ব্যাপারে হাদীছ। যে হাদীছে তিনি কুনূতের কথা উলেণ্ঢখ করেন নি, আবার বিতরের কথাও উলেণ্ঢখ করেন নি।”[৪৮]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) উপরোক্ত হাদীছের রাভীদের ব্যাপারে বলেছেন, ইউনুস ইব্‌ন আবী ইসহাক এবং আবূ ইসহাকের মত অনেক রাভী থেকে শু‘বাহ্ অধিক হাদীছ মুখস্থকারী। তবে আমি জানি না, তিনি হাদীছটি বুরায়দ থেকে শুনেছেন না-কি তিনি তাদলীস করেছেন ? যেমন আমাদের কিছু ‘উলামা-ই কিরাম দাবি করেন, ইউনুস যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তা তিনি তাঁর পিতা আবূ ইসহাক যার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনিও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং যদি প্রমাণিত হয় যে, হাদীছটি রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) থেকে বর্ণীত, যেখানে তিনি বিতরের নামাযে দু‘আয়ে কুনূত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা বিতরের নামাযে তিনি দু‘আয়ে কুনূত পড়েছেন। এমন টি হলে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর হাদীছের বিরোধী কাজ করা আমার জন্য জায়িয হবে না। তবে এটিও সঠিক যে, হাদীছটি প্রমাণিত কি-না তা আমি জানি না।

قَدْ رُوِيَ العَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ -شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الكُوْفَةِ - صَلَاتِهِ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ القُنُوْتِ فِيْ الوتْرِ فَقَالَ : حَدَّثَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ :سُنَةٌ مَاضِيَةٌ

৪৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১০৯৬, পৃ. ৪৬৫

-কূফার শায়খ আল-‘আলা ইব্‌ন সালিহ থেকে নামাযের ব্যাপারে বর্ণীত হাদীছ, যা যুবায়দ থেকে বর্ণীত, তিনি ‘আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন আবী লাইলী থেকে বর্ণনা করেছেন: তাঁকে বিতরের নামাযে দু‘আয়ে কুনূত পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, আমাদের নিকট বারা ইব্‌ন ‘আযিব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, এটি একটি চলমান সুন্নাত বা রীতি।[৪৯]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, হাদীছটির সনদের একজন রাভী ‘আলা ইব্‌ন সালিহর বর্ণনায় শাব্দিক ত্রচটি রয়েছে। আর সে ত্রচটি হলো, তাঁর বর্ণনার মধ্যে **فِيْ الوِتْرِ** শব্দটির স্থলে **فِيْ الفَجْرِ** হবে। সম্ভবত তাঁর গ্রন্থে الجيم ও الفاء -এর মধ্যের অক্ষরটি মুছে গেছে, ফলে الواو -এর স্থলে الفاء হয়েছে। কখনো কখনো الجيم টি যখন ছোট আকৃতির হয় তখন তা التاء -এর সাথে মিল পাওয়া যায়। বিষয়টি সম্ভবত এমন যে, যখন এলাকাবাসীরা দেখলো যে, তারা বিতরের মধ্যে দু‘আয়ে কুনূত পড়ছে, তখন তাদের ‘উলামা-ই কিরামরা ফজরের নামাযে দু‘আয়ে কুনূত পড়েনি। অথচ তারা ধারণা করেছিল, বারা ইব্‌ন ‘আযিব (রা.)-এর হাদীসে বিতরের নামাযে দু‘আয়ে কুনূত পড়া হয়েছে। অন্য একটি হাদীছে বর্ণীত আছে,

نَا سَلْمُ بْنُ جَنَادَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ الْقُنُوْتِ فِيْ الْفَجْرِ فَقَالَ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ

-‘আমাদের নিকট সালাম ইব্‌ন জানাদা বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট ওয়াকী‘ বর্ণনা করেছেন, তিনি যুবায়দ আল-ইয়ামামী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি ‘আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন আবী লায়লাকে ফজরের নামাযে দু‘আয়ে কুনূত পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, এটি একটি চলমান সুন্নাত বা রীতি।’[৫০]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌ (র.) বলেন, ‘আলা ইব্‌ন সালিহর মত দু’হাজার রাভী থেকে সুফইয়ান আছ্‌-ছাওরী বেশী হাদীছ মুখস্থকারী। তাই যুবায়দ ইব্‌ন আবী লায়লীর হাদীছের জবাবে বলা হয় যে, তাঁকে বিতরের নামাযে কুনূত পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় নি বরং ফজরের নামাযে কুনূত পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আর তিনি জানতেন যে, এটি প্রচলিত সুন্নাত। অথচ বারা ইব্‌ন ‘আযিব এটিও উলেণ্ঢখ করেন নি।

হাদীছের মধ্যে একজন রাভী হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত

তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন,

باب القراءة في صلاة العيدين

-দু’ঈদের নামাযে কিরা’আত পড়ার পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أنا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا محمدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ كَثِيْرٍ الصَّوْرِيُّ بِالْفُسْطَاطِ ثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ ثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ ـِ بْنِ عَبْدِ ـِ بْنِ عُتْبَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَأَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَا قَرَأَهُ رَسُوْلُ فِيْ صَلَاةِ الْخُرُوْجِ فِيْ الْعِيْدَيْنِ ؟ فَقُلْتُ قَرَأَ : { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } وق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ

-‘আমাদের নিকট আবূ ত্বহির, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ফুসতাতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন কাছীর আস্‌-সুওয়ারী থেকে, তিনি শুরাই ইব্‌ন নু‘মান থেকে, তিনি ফুলাই থেকে, যিনি সুলাইমানের পুত্র, তিনি দমরাহ্‌ ইব্‌ন সা‘ঈদ থেকে, তিনি ‘আবদুলণ্ঢাহ্‌ ইব্‌ন ‘আবদুলণ্ঢাহ্‌ ইব্‌ন ‘উতবাহ্‌ ইব্‌ন মাস‘উদ থেকে, তিনি ওয়াকিদি আল্‌-

৪৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১০৯৭, পৃ. ৪৬৬

৫০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১০৯৭, পৃ. ৪৬৬

লাইছী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) দু'ঈদের নামাযে যে কিরা'আত তিলাওয়াত করেছেন, 'উমার ইব্নুল-খত্তাব (রা.) সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, ক্বিয়ামাত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে"[৫১] এবং "ক্বাফ। সম্মানিত কুরআনের শফথ।"[৫২] এই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন।[৫৩]

এ হাদীছটি উলেণ্ঢখের পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমার জানামতে ফুলাই ইব্ন সুলাইমান ব্যতীত কেউ হাদীছটি বর্ণনা করেন নি। অথচ হাদীছটি মালিক ইব্ন আনাস ও ইব্ন 'উয়ায়নাহ্ উভয়ই দমরাহ্ ইব্ন সা'ঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি 'উবায়দুলণ্ঢাহ্ ইব্ন 'আবদুলণ্ঢাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ই বলেন, হযরত 'উমার ইব্নুল-খত্তাব (রা.) আবূ ওয়াকিদ আল্-লাইছীকে (হাদীছের রাভী সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বললেন, হাদীছটি মূলত আবুল-আযহার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট আবূ উসামাহ্ বর্ণনা করেছেন, উসামা ফুলাই থেকে বর্ণনা করেছেন।[৫৪]

باب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد

-'ঈদের দিন খুতবাদানকালে রাখালের জন্য অপেক্ষা না করার অবকাশের পরিচ্ছেদ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নাক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمدُ بنُ عَمْرو بن تمام المِصْرِيْ ثنا نعيمُ بنُ حمّادُ ثنا الفضلُ بنُ مُوسى عَنْ ابنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ ـِ بْنِ السائِبِ قالَ حَضَرْتُ رَسُولَ يَوْمَ عِيْدٍ صَلّى وَقَالَ : قَدْ قَضَيْنا الصلاةَ فَمَنْ شاءَ جلسَ لِلخُطْبَةِ وَمَنْ شَاءَ أنْ يَذْهَبَ ذَهَبَ

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন তাম্মাম আল-মিসরী থেকে, তিনি না'ঈম ইব্ন হাম্মাদ, তিনি আল-ফযল ইব্ন মূসা, তিনি ইব্ন জুরাইজ থেকে, তিনি 'আত্বা থেকে, তিনি 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন সায়িব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি 'ঈদের দিনে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। রাভী বলেন, আমরা ('ঈদের দিন) নামায আদায় করলাম। তারপর তিনি (রসূল) বললেন, এখন যার ইচ্ছা 'ঈদের খুতবার জন্য ঈদগাহে বসে থাকতে পারে, আবার যার ইচ্ছা চলে যেতে পারে।"[৫৫]

অত্র হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেছেন, এটি খুরাসানীদের গরীব হাদীছ, যা আল-ফযল ইব্ন মূসা আস্-সাইনানী (অন্যকোন দেশের রাভী) ছাড়া কেউ বর্ণনা করেছেন কি-না তা আমি জানি না। আবূ 'আম্মারের দৃষ্টিতে হাদীছটি আল-ফযল ইব্ন মূসা থেকে বর্ণীত হয়েছে। নায়াসাপূরের কেউ হাদীছটি বর্ণনা করেন নি। তবে বাগদাদের অধিবাসীদের কেউ কেউ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বলে, কিছু 'ইরাকবাসী আমাকে জানিয়েছেন।

তিনি এ ব্যাপারে একটি শিরোনাম উলেণ্ঢখ করেছেন,

باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم إنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على الله عز و جل ودعاء مما هو في القرآن ومما ليس في القرآن من الدعاء

-তাকবীরের পর ও ক্বিরা'আত পাঠের পূর্বে দু'আ পড়ার বৈধতার পরিচ্ছেদ, যে ব্যাপারে আমরা 'আলী ইব্ন আবী ত্বলিব (রা.)-এর হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছি। আর এ ব্যাপারে দলীল হলো, নামাযের শুরচতে দু'আ পড়ার বৈধতা

---

৫১. আল-কুর'আন, ৫৪:১

৫২. আল-কুর'আন, ৫০: ১

৫৩. সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৪০, পৃ. ৬১৫

৫৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৫

৫৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৪০, পৃ. ৬১৫

সংক্রান্ত মতপার্থক্য। আর মুসলিণ্ডর জন্য জায়িয আছে যে, সে নামায আরম্ভ করবে এমন দু‘আসমূহ দিয়ে যা কুর’আনের মধ্যে আছে বা রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) থেকে প্রমাণিত। আর যে দু‘আ কুর’আনের মধ্যে নেই, তা দিয়ে তাকবীরের পর আলণ্ঢাহ্‌র প্রতি হামদ ও ছানা পাঠ করার মাধ্যমে দু‘আ পড়েছেন।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামে অনেকগুলো হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, রাতের নামায শুরচ করার ক্ষেত্রে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) থেকে শব্দের ভিন্নতা রয়েছে, এমন অনেক দু‘আ এসেছে, যা আমি রাতের নামায সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে উলেণ্ঢখ করেছি। অথচ খুরাসানের সাধারণ মানুষেরা নামায “ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ**” এটি দিয়ে শুরচ করেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ্ বলেন, আমি জানিনা, হাদীছ বিশারদদের কাছে এটি রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) কর্তৃক বর্ণীত প্রসিদ্ধ হাদীছ কি-না ! তবে এ সংক্রান্ত হাদীছের ক্ষেত্রে উত্তম সনদ হলো, আবূ সা‘ঈদ খুদরী থেকে আবুল-মুতাওয়াক্কিল আন্-নাজীর সনদ। যেমন,

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَاهُ محمدُ بْنُ مُوْسَى الحَرَشِيْ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضبعِيْ نَا عَلِيْ بْنُ عَلِيْ الرِّفَاعِيْ عَنْ أَبِيْ الْمُتَوَكِّلِ الناجِيْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ (صلى الله عليه و سلم) **إِذَاقَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الصلاةِ كبرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ :سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ : اللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُوْلُ : أَعُوْذُ بِاللهِ السمِيْعُ الْعَلِيْمِ مِنَ الشيْطَانِ الرجِيْمِ مِنَ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ**

-আমাদের নিকট আবূ তাহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা আল-হারাশী থেকে, তিনি জা‘ফর ইব্‌ন সুলাইমান আদ্-দাব‘ঈ থেকে, তিনি ‘আলী ইব্‌ন ‘আলী আর-রিফা‘ঈ থেকে, তিনি আবুল-মুতাওয়াক্কিল আন্-নাজী থেকে, তিনি আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) যখন রাতের নামাযের দাঁড়াতেন, তখন তিনি তিন বার তাকবীর দিতেন, অতপর বলতেন, হে আলণ্ঢাহ্! তুমি পূত-পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তোমারই। তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা সুউচ্চ। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতপর তিনি **لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ**-আলণ্ঢাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এটি তিনবার বলতেন। তারপর তিনবার **اللهُ أَكْبَرُ** -আলণ্ঢাহ্ মহান বলতেন। অতপর বলতে-আমি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার কাছে বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণার অহমিকা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতপর তিনি ক্বিরা’আত পাঠ করতেন।’[৫৬]

একাধিক সনদে বর্ণীত হাদীছটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত

তিনি এই পরিচ্ছেদে একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به

-মুসলণ্টী তার সামনে সুতরাহ্ স্থাপনের জন্য কিছু না পেলে, দাগ টেনে সুতরাহ্ দেয়ার পরিচ্ছেদ।

এরপর তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্লোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

أنا أَبُوطَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا عَبْدُ الجَبارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَ محمدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الجَوازِ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيْ محمد بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ جَدِّهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ، قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ صلى الله عليه و سلم **:** إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم **فَلْيَضَعْ** بَيْنَ يَدَيْهِ شيئاً، **وَقَالَ مَرةً:** تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلْيَنْصِبْ عَصاً فَإِنْ لَمْ **يَجِدْ عَصًا فَلْيُخَطَّ خَطًا** ثُمَّ لا يَضُرُّهُ ما مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

-‘আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ‘আবদুল-জব্বার ইব্‌ন ‘আলা এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর আল-জাওয়ায থেকে, তাঁরা উভয়ই সুফইয়ান থেকে, তিনি ইসমা‘ঈল ইব্‌ন উমাইয়া থেকে, তিনি আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন হুরায়ছ থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবূ

---

৫৬. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৪৬৭, পৃ. ২১২

হুরায়রা (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন: আবুল-ক্বাসিম বলেন, যখন তোমাদের কেউ (খোলাস্থানে) নামাযে দাঁড়াবে, তখন তার উচিৎ তার সামনে কিছু রাখা। তিনি একবার বললেন, সুতরা হিসেবে তার সামনে যেন কিছু স্থাপন করা। যদি কিছু না পায়, তাহলে সে যেন তার সামনে একটি লাঠি স্থাপন করে। যদি সে লাঠিও না পায়, তাহলে তার সামনের মাটিতে দাগ টেনে দেয়। অতপর তার সম্মুখভাগ দিয়ে কেউ যাতায়াত করলে তার ক্ষতি হবে না।"[৫৭]

উপরোক্ত হাদীছের ক্ষেত্রে আরো একটি সনদ তিনি উলেণ্টখ করেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ وَ حَدَّثَنَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ الْجَوَازِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ قَالَ

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির, তিনি আবূ বকর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট জিওয়াযের ন্যায় অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল-আ'লা আস্-সুন'আনী, তিনি বিশর ইব্‌ন মুফাদ্দাল থেকে, তিনি ইসমা'ঈল ইব্‌ন উমাইয়া থেকে, তিনি আবূ 'আমর ইব্‌ন হুরায়ছ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর দাদার থেকে শুনেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন: নিশ্চয় রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) বলেন।[৫৮]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) এভাবে দু'টি সনদ উলেণ্টখ করার পর বলেন, এখানে বিশর ইব্‌ন মুফাদ্দালের সনদে বর্ণীত হাদীছটি বিশুদ্ধ। সুতরাং বিশর ইব্‌ন মুফাদ্দালের সনদটি প্রাধান্য পাবে। কেননা মা'মার ও ছাওরী উভয়ই আবূ 'আমর ইব্‌ন হারীছ থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ই বলেছেন, বিশর ইব্‌ন মুফাদ্দাল তার পিতা থেকে আর পিতা আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অপর শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم : يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة

-মুসলণ্টীদের সামনে দিয়ে গাধা চলাচল সংক্রান্ত হাদীছের উলেণ্টখের পরিচ্ছেদ, যে হাদীছের ব্যাপারে কতিপয় মনে করেন যে, এ হাদীছটি এ সংক্রান্ত নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণীত অপর হাদীছ "গাধা, কুকুর এবং মহিলা নামাযকে নষ্ট করে দেয়"-এর বিপরীত।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

أنا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَكَمِ نَا أَبِيْ ح وَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ ـ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِئُ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَكَزْتُ الْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ ـ بِعَرَفَاتٍ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالْحِمَارُ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ

-'আমাদের নিকট আবূ তাহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' থেকে, তিনি ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন আবান থেকে, তিনি আমার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, **ح** তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, তিনি ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাকাম থেকে, তিনি আমার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, **ح** তিনি সা'দ ইব্‌ন 'আবদুলণ্টাহ্ ইব্‌ন 'আবদুল-হাকাম থেকে, তিনি হাফ্স ইব্‌ন 'আমর আল-মুকরী' থেকে, তিনি হাকাম ইব্‌ন আবান থেকে, তিনি 'ইকরামা থেকে, তিনি ইব্‌ন 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি

---

৫৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৮১১, পৃ. ৩৪৮

৫৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮-৪৯

বলেন: আমি 'আরাফার ময়দানে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর নামাযের সামনে একটি বর্শা গেড়ে দিলাম। কেননা তিনি যে দিকে ফিরে নামায আদায় করছিলেন, সে দিকে বর্শার পেছনে একটি গাঁধা ছিলো।'[৫৯]

তিনি এভাবে কয়েকটি হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন। যেখানে তিনি নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে গাঁধা, কুকুর ও স্ত্রীলোক চলাচল করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে কি-না তা নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে,'আবদুল-কারীম ও হাকাম ইব্ন আবান হাদীছ নকলের দিক থেকে কাছাকাছি। তবে 'আবদুল-কারীম কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের দ্বারা দলীল উপস্থাপনের ব্যাপারে হাদীছ বিশারদগণ সমালোচনা করেছেন। আর তাই তিনি হাকাম ইব্ন আবানের হাদীছটি প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাহয়্যীলুস্-সনদ

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সংশিণ্ঢষ্ট সকল সনদ উলেণ্ঢখ করার বিষয়টি গুরচত্ব দিয়েছেন। একটি হাদীছের যতগুলো সনদ আছে সেগুলো উলেণ্ঢখের সময় একটি সনদ থেকে অন্য সনদকে আলাদা করার জন্য তাহয়ীলুল **ح** এনেছেন। যেমন, তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب القراءة في صلاة الصبح

-ফজরের নামাযে ক্বিরা'আত পাঠের পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيْ ح وَحَدثَنَا بُنْدَارُ نَا يَزِيْدُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَيْمِيْ ح وَحَدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيْ ح وَحَدثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، حَدثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوْا : بِالسِّتِّيْنَ إِلى الْمِائَةِ

-'আমাদের নিকট আবূ তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি আহমাদ ইব্ন 'আবদাহ্ থেকে, তিনি যীয়াদ ইব্ন 'আবদুলণ্ঢাহ্, তিনি সুলাইমান আত্-তায়মী থেকে, ح তিনি বুনদার থেকে, তিনি ইয়াযীদ থেকে, তিনি সুলাইমান আত্-তায়মী থেকে, **ح** তিনি আহমাদ ইব্ন 'আবদাহ থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইব্ন হারূন থেকে, তিনি সুলাইমান আত্-তায়মী থেকে, ح তিনি ইউসূফ ইব্ন মূসা থেকে, তিনি জারীর থেকে, তিনি সুলাইমান আত্-তায়মী থেকে অনুরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন, তারা বলেনঃ রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) ভোরের নামাযে ষাট থেকে একশত আয়াত পড়তেন।"[৬০]

তিনি আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب السجدة

-সিজদার পরিচ্ছেদ।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ نا أَبُوْ بَكْرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة عَنْ حَمادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذ الْعَقَدِيْ حَدثَنَا حَمادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدثَنَا عَبْدُ الْجَبارِ بْنِ الْعَلاء حَدّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدثَنَا مُحمد بْنِ بَشّارٍ و يَحْيَى بْنِ حَكِيْمٍ قَالا حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيْعًا عَنْ أَيُّوْبَ وقَالَ عَبْدُ الْوَهّابِ : نَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، أنهُ قَالَ ص لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا

-'আমাদের নিকট আবূ তৃহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি আহমাদ ইব্ন 'আবদাহ্ থেকে, তিনি হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ থেকে, ح তিনি বিশর ইব্ন মু'আয আল-'আকাদী থেকে, তিনি হাম্মাদ ইব্ন যায়দ থেকে, ح

৫৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৮৪০, পৃ. ৩৫৯

৬০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৫২৯, পৃ. ২৩৬

তিনি ‘আবদুল-জব্বার ইব্ন ‘আলা থেকে, তিনি সুফইয়ান থেকে, ح তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাকীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয় বলেন, আমাদের নিকট ‘আবদুল-ওহ্হাব বর্ণনা করেছেন, তিনি আয়্যূব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ‘আবদুল-ওহ্হাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট আয়্যূব, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইব্ন ‘আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: সূরা সোওয়াদের (তিলাওয়াতের) সিজদাহ্, বাধ্যতামূলক তিলাওয়াতে সিজদাহ্সমূহের অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে আমি রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-কে এ সূরা পাঠে সিজদাহ্ করতে দেখেছি।’[৬১]

অত্র হাদীছটি তিনি চারটি সনদে বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেকটি সনদ তিনি ح বা তাহয়ীলে হা দ্বারা পৃথক করেছেন।

তিনি পরবর্তী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন,

باب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الأخيرة

-দু’রাকা‘আতের বৈঠক ও শেষ বৈঠকে তাশহুদ পড়ার পরিচ্ছেদ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أنا أَبُوطَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا بُنْدَارٍ وَ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ قَالا حَدَّثَنَا يَحْيَى نَا الأَعْمَش نا شَقِيقٌ نَا عَبْدُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ نَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَنَا هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنِ جُنَادَةَ نَا وَكِيعٌ وَ ابْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنْ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْثَر حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ قَالَ: إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي **التَّشَهُّدِ،** نَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، ال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا مُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: يَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، **فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ** بَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ **إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ**

-‘আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি বুনদার থেকে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাকাম থেকে, তিনি ইয়াহইয়া থেকে, তিনি আ‘মাশ থেকে, তিনি শাক্বীক্ব থেকে, তিনি ‘আবদুলণ্ঢাহ্ থেকে, ح তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আলা ইব্ন কুরায়ব থেকে, তিনি আবূ উসামাহ্ থেকে, ح তিনি হারূন ইব্ন ইসহাক থেকে, তিনি ইব্ন ফুযাইল থেকে, ح তিনি সালাম ইব্ন জানাদাহ্ থেকে, তিনি ওয়াকী‘ ও ইব্ন ইদ্রীস থেকে, তারা সকলেই আ‘মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ মূসা থেকে, তিনি মু‘আবিয়া থেকে, ح তিনি আবূ হিচ্চিন ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইউনুস থেকে, তিনি ‘আবশার থেকে, তিনি আ‘মাশ থেকে, তিনি আবী ওয়াইল থেকে, তিনি ‘আবদুলণ্ঢাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমরা যখন নামাযের মধ্যে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর সাথে শেষ বৈঠকে বসতাম, তখন আমরা বলতাম, বান্দার পক্ষ থেকে আলণ্ঢাহ্র প্রতি সালাম। তাঁর বান্দাদের মধ্যে অমুক-অমুকের প্রতি সালাম। তখন রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) আমাদের বলতেন- তোমরা “আলণ্ঢাহ্র উপর শান্তি বর্ষিত হোক” এটি বলো না। কেননা তিনি নিজেই শান্তি দাতা। বরং কেউ শেষ বৈঠক গেলে বলবে, সকল মৌখিক ‘ইবাদাত, শারিরীক ‘ইবাদাত ও সকল আর্থিক ‘ইবাদাত আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার জন্য। হে নবী আপনার প্রতি সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি ও আমাদের সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রতি। কেননা তোমরা যখন তা বলবে, তখন আসমান ও যমীনের সকল সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের কাছে তা পৌঁছে যাবে। এরপর বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আলণ্ঢাহ্ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) আলণ্ঢাহ্র বান্দা ও রসূল। তারপর তোমাদের যার যে দু‘আ ভালো লাগে, সে দু‘আ (পড়ার জন্য) গ্রহণ করবে। অতপর আলণ্ঢাহ্ তা‘আলার নিকট দু‘আ করবে।’[৬২]

৬১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৫৫০, পৃ. ২৪৭

৬২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৭০৩, পৃ. ৩০৯

তিনি অত্র হাদীছটি ছয়টি সনদে বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেকটি সনদকে ح দ্বার পৃথক করেছেন।

যে সমস্ত রাভীর হাদীছ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর শর্তের মধ্যে পড়েনা, তারপরও তিনি কেন সে সমস্ত রাভীর হাদীছ বর্ণনা করেছেন ।

তিনি অপর একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب كراهة معارضة خبر النبي عليه السلام بالقياس والري والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم يجب قبوله إذا علم المرء به و إن لم يدرك ذلك عقله ورأيه قال الله عز و جل { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا ـى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ }

-রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর হাদীছের উপর কিয়াস ও নিজস্ব মতামতকে প্রাধান্য দেয়া অপছন্দনীয় কাজ। এ ব্যাপারে দলীল হলো, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর আদেশ মান্য করা আমাদের জন্য আবশ্যক। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন জানবে যে, এটি রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর হাদীছ তখন সে অত্র হাদীছের অর্থ অনুধাবন করতে পারচক বা না পারচক এবং হাদীছের হুকূম তার মনমত হোক বা না হোক সেটিকে গ্রহণ করা তাঁর জন্য আবশ্যক। যেমন আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন, আলণ্ঢাহ্ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরচষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আলণ্ঢাহ্ ও তাঁর রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর আদেশ অমান্য করে, (এমন হলে) সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।[৬৩]

উপরোক্ত শিরোনামে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ نَا عَمِّي أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ـنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النبي - - :« إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًاقَالَ: فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا؟

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি আহমাদ ইব্‌ন 'আবদির্-রহমান ইব্‌ন ওহাব থেকে, তিনি আমার চাচা থেকে, তিনি ইব্‌ন লাহিয়াহ ও জাবির ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-হাদরামী থেকে, তিনি 'উকাইল ইব্‌ন খালিদ থেকে, তিনি ইব্‌ন শিহাব থেকে, তিনি সালিম ইব্‌ন 'আবদিলণ্ঢাহ্ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ঘুম থেকে উঠবে, তখন সে যেন তিনবার হাত না ধুয়ে কোন পাত্রে হাত না রাখে। কেননা সে জানেনা যে, ঘুমের মধ্যে তার হাত কোথায় ছিলো। তখন এক ব্যক্তি বলল যে, যদি সে ব্যক্তি হাউযের মধ্যে থাকে ? তখন ইব্‌ন 'উমার (রা.) তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে বললেন, আমি তোমাকে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর হাদীছ শুনেয়েছি, আর তুমি বলছো, যদি সে হাউযের মধ্যে থাকে।'[৬৪]

উপরোক্ত হাদীস উলেণ্ঢখের পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, রাভী ইব্‌ন লাহিয়াহ কর্তৃক এককভাবে বর্ণীত হাদীছ অত্র গ্রন্থে উলেণ্ঢখের উপযোগী নয়। কিন্তু অত্র হাদীছ উলেণ্ঢখের কারণ হলো, রাভী ইব্‌ন ইসমা'ঈল তার সাথে সনদে যুক্ত আছেন। যারফলে অত্র সনদটি শক্তিশালী হয়েছে। এটিই ইব্‌ন লাহিয়াহ্‌র হাদীছ উলেণ্ঢখের কারণ।

হাদীছের 'ইলণ্ঢাত ও মর্যাদা বর্ণনা

৬৩. আল-কুর'আন, ৩৩: ৩৬

৬৪. সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৬, পৃ. ৬৮

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) তার গ্রন্থে বর্ণীত হাদীছের স্তর ও 'ইলণ্ঢাত বর্ণনার ব্যাপারটি গুরচত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। তিনি অনেক হাদীছের ক্ষেত্রে তার এ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। যেমন তিনি কিছু হাদীছের ক্ষেত্রে এমনটি করেছেন। যেমন তিনি একটি হাদীছটি উলেণ্ঢখ করে, সে হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন যে, হাদীছটি গরীব এটি তিনবার উলেণ্ঢখ করেছেন। আবার কখনো কখনো বলেছেন এটি মাকলূব, মুরসাল, মুদালণ্ঢাস, মুদার্‌রাজ।

দূর্বল দূর্বল শব্দের ব্যবহার

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) স্বীয় গ্রন্থে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন এবং এর দ্বারা প্রায় বিশটি হাদীছের হুকূম বর্ণনা করেছেন। অতপর তিনি সালাত অধ্যায়ে একটি হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَلِيْ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيْ بِخَبْرٍ غَرِيْبٍ غَرِيْبٍ قَالَ : حَدَثَنَا مُعْتَمِرْ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيْ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ ﷺ يَتَوَضأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا يَوْمٍ فَتْحِ مَكَةَ، فَإِنَهُ شُغِلَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُهْرِ وَالْعَصْرِ بِوَضُوْءٍ وَاحِدٍ

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি 'আলী ইব্ন হুসাইন আদ-দিরহামী থেকে গরীব গরীব হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট মু'তামির বর্ণনা করেছেন, তিনি সূফইয়ান আছ্-ছাওরী থেকে, তিনি মাহারিব ইব্ন দাছ্ছার থেকে, তিনি ইব্ন বুরাইদাহ্ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন ছাড়া প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযূ করতেন। কেননা সেদিন তিনি ব্যস্ত থাকায়, এক ওযূ দিয়ে যুহর ও 'আসরের নামায আদায় করেছেন।"[৬৫]

অতপর তিনি অপর একটি হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ ثَنَّا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا أَبُوْ عَمَارٍ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِي كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَلَما كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَلَوَاتَ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি আবূ 'আম্মার থেকে, তিনি ওয়াকী' ইব্ন জার্‌রাহ্ থেকে, তিনি সুফইয়ান থেকে, তিনি মাহারিব ইব্ন দাছ্ছার থেকে, তিনি সুলাইমান ইব্ন বুরায়দাহ্ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযূ করতেন; (কিন্তু) মক্কা বিজয়ের দিন সকল নামাযই এক ওযূতে আদায় করেছেন।"[৬৬]

হাদীছটি বর্ণনা করার পর, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমার জানামতে মু'তামির এবং ওয়াকী' ছাড়া সূফইয়ান ছাওরী থেকে অন্যকোন রাভী হাদীছটি বর্ণনা করেন নি। হাদীছটি সুফইয়ান ছাওরীর শিষ্যবৃন্দ ও উপরোক্ত দু'জন ছাড়া অন্যরা যে সনদে বর্ণনা করেছেন তা হলো, তারা সুফইয়ান ছাওরী থেকে তিনি মাহারিব থেকে, তিনি সুলাইমান ইব্ন বুরায়দা থেকে, তিনি রসূলুলণ্ঢাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব এ সনদ এবং এর যোগসুত্রে স্বীয় অবস্থান সহ মু'তামির এবং ওয়াকী' থেকে শ্রবণ করেছেন। তবে হাদীছটি গরীব গরীব।

তিনি অপর একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد

- 'ঈদের দিন খুতবা দানের ক্ষেত্রে রাখালের জন্য অপেক্ষা না করার পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

---

৬৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৩, পৃ. ১১

৬৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৪, পৃ. ১১

أنا أبُوْ طاهِرٍ نَا أبُوْ بَكْرٍ نَا محمد بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَام الِمصْرِيْ ثنَا نعِيْمُ بْنِ حَماد ثنَا الفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ عَبْدِ بْنِ السائِب، قَالَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ صَلى وَقَالَ :قَدْ قَضَيْنَا الصلاة، فَمَنْ شَاءَ جَلَسَ لِلْخُطْبَةِ وَمَنْ شَاءَ أنْ يَذْهَب ذَهَبَ

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন তামাম আল-মিসরী থেকে, তিনি না'ঈম ইব্ন হাম্মাদ থেকে, তিনি আল-ফযল ইব্ন মূসা থেকে, তিনি ইব্ন জুরাইজ থেকে, তিনি 'আত্বা থেকে, তিনি 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন সা'ইব থেকে, তিনি বলেন: আমি 'ঈদের দিন রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি নামায আদায় করলেন। রাভী বলেন, আমরা নামায আদায় করলাম, তিনি (বললেন) এখন যার ইচ্ছা খুতবা শুনার জন্য বসতে পারে, যার ইচ্ছা চলে যেতে চাইলে, যেতে পারে।'[৬৭]

অত্র হাদীছটি বর্ণনার পর, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এটি খুরাসানীদের গরীব গরীব হাদীছ, যা আল-ফযল ইব্ন মূসা আস-সাইনানী (অন্যকোন দেশের রাভী) ছাড়া অন্য কোন রাভী বর্ণনা করেছেন কি না তা আমি জানি না। তবে এই হাদীছটি নিম্নের সনদেও বর্ণীত হয়েছে, সনদটি এমন যে, আবূ 'আম্মার বর্ণনা করেছেন আল-ফযল ইব্ন মূসা থেকে। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হাদীছটি নায়াসাপূরের কেউ এই সনদেও আমাদের কাছে বর্ণনা করেন নি। তবে বাগদাদের অধিবাসীদের কেউ কেউ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বলে, কিছু 'ইরাকবাসী আমাকে জানিয়েছেন।

তিনি নিম্নোক্ত শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন,

باب **تطييب المساجد**

-মাসজিদসমূহে সুগন্ধি দেয়ার পরিচ্ছেদ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

أنا أبُوْ طاهِرٍ، نَا أبُوْ بَكْرٍ نَا يُوْسُفُ بْنِ مُوْسَى نَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ ثنَا حُمَيْدُ الطوِيْلِ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأى رَسُوْلُ صَلى عَلَيْهِ وَسَلمَ نَخَامَة فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَاحْمَرَ وَجْهُهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأة مِنْ الأنْصَارِ، فَحَكتْهَا، فَجَعَلتْ مَكَانَهَا خُلُوْقا، فَقَالَ رَسُوْلُ : مَا أحْسَنَ هَذا!

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ইউসূফ ইব্ন মূসা থেকে, তিনি 'আইয ইব্ন হাবীব থেকে, তিনি হুমায়দ আত্-ত্বভীল থেকে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) মাসজিদের মধ্যে ক্বিবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে, এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারাক রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তখন এক আনসারী মহিলা এসে তা মুছে তদস্থলে খলূক নামক সুগন্ধি লাগিয়ে দিলেন। তখন রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বললেন, এটি কতই না সুন্দর কাজ।'[৬৮]

হাদীছটি উলেণ্ঢখের পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হাদীছট গরীব গরীব।

গরীব হাদীছ উলেণ্ঢখ

তিনি কোন কোন হাদীছের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গরীব বা দূর্বল হাদীছ বলেছেন। যেমন, তিনি নিম্নোক্ত শিরোনাম নিয়ে এসেছেন এভাবে,

---

৬৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৬২, পৃ. ৬২৪

৬৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১২৯৬, পৃ. ৫৫৬-৫৭

باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر

-মুফাস্‌সার হাদীছ নয়, মুজমাল হাদীছ উলেণ্ঢখের মাধ্যমে ওযূ ব্যতিত নামায কবূল না হওয়ার অধ্যায়।

উপরোক্ত শিরোনামে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْقَزَازُ الْفَارِسِيْ - سَكَنَ بَغْدَادَ - بِخَبْرٍ غَرِيْبِ الْإِسْنَادِ قَالَ : ثَنَا غَسَانُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَوْصِلِيْ ثَنَا عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِطُهُورٍ ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি আল-হাসান ইব্‌ন সা'ঈদ আবূ মুহাম্মাদ আল-কাযায আল-ফারিসী থেকে, যিনি বাগদাদে বসবাস করতেন এবং দূর্বল হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি বলেন: আমাদের নিকট গস্‌সান ইব্‌ন 'উবায়দ আল-মাওসিলী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন 'ইকরামা ইব্‌ন 'আম্মার, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী কাছীর থেকে, তিনি আবূ সালামাহ্ ইব্‌ন 'আবদুর্‌-রহমান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বলেছেন, পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবূল হয় না এবং হারাম উপার্জনের সম্পদ দ্বারা সদাকাহ্ কবূল হয় না।[৬৯]

একই পরিচ্ছেদে তিনি অন্য একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعها بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره

-উভয় জুতা পায়ে দিয়ে নামায আদায়ের পরিচ্ছেদ। উভয় জুতা পায়ে দিয়ে অথবা জুতা খুলে নামায আদায় মুসলণ্টীর ইচ্ছাধিন। তবে উভয় পায়ের মাঝে রাখা যাবে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا محمدُ بْنُ الْمبَارَكِ الْمُخَرِمِيْ أنَا مُعَلَّى بْنِ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الْخَمْرَةِ لاَ يَدَّعُهَا فِيْ سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ هَكَذَا حَدثَنَا بِهِ الْمُخَرِمِيْ مَرْفُوْعًا فَإِنَّ كَانَ حِفْظُ فِيْ هَذَا الْإِسْنَادِ وَ رَفْعِهِ فَهَذَا خَبْر غَرِيْب كَذَلِكَ خَبْر يُوْنُس عَنْ الزهْرِيْ عَنْ أَنَسٍ غَرِيْب

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বাহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল-মুবারাক আল-মুখার্‌রামী থেকে, তিনি মু'আলণ্ঢা ইব্‌ন মানসূর থেকে, তিনি 'আবদুল-ওয়ারিছ থেকে, তিনি আয়্যূব থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইব্‌ন 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) চাটাইয়ের (জায়নামাযের) উপর নামায আদায় করতেন। তিনি না এটিতে (জায়নামাযের উপর নামায আদায়) মুসাফির অবস্থায় নামায আদায় ছেড়ে দিতেন না মুকিম অবস্থায় ছেড়ে দিতেন। অনুরূপভাবে তিনি আমাদের নিকট আল-মুখার্‌রামী মারফূ' হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি যদি হাদীছটি এই সনদে মুখস্থ করেন, তাহলে তা হবে গরীব হাদীছ। অনুরূপ ইউনুস কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ গরীব, যা কিনা তিনি যুহরী থেকে, তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।'[৭০]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমাদেরকে আল-মুখার্‌রামী মারফূ' সুত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতএব যদি হাদীছটি এই সনদে সংরক্ষিত হয়, তাহলে তা হবে গরীব হাদীছ। অনুরূপ ইউনুস কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ গরীব যা কিনা তিনি যুহরী থেকে, তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

৬৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৯, পৃ. ৯

৭০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১০১৩, পৃ. ৪২৫

মুরসাল হাদীছ উলেণ্টখ

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) স্বীয় গ্রন্থে তাঁর শর্তের বিপরীতে আনা কতেক হাদীছকে মুরসাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও তিনি তাঁর গ্রন্থে কোন মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করেন নি বলে উলেণ্টখ করেছেন। তবে তিনি কোন কারণ ব্যতীত মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করেন নি। আর মুরসাল হাদীছ উলেণ্টখ করলে, তার কারণও উলেণ্টখ করেছেন। তিনি এভাবে উলেণ্টখ করেছেন যে, এ হাদীছটি মুরসাল। তবে শায়খ মুস্তাফা আল-'আযমী ও নাসিরচদ্দীন আলবানীর তা'লীকাতের দৃষ্টিতে- ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর দাবি এ কিতাবে মুরসাল হাদীছ নেই বললেও, আমরা এ গ্রন্থে মুরসাল হাদীছ কম পাইনি।

তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته

-যে ব্যক্তির ইমামাত মানুষ অপছন্দ করে এমন ব্যক্তির ইমামতি না করার ব্যাপারে ধমক প্রদান সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ الْهُذَلِيِّ أَنَّ رَسُولَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে আবূ বকর, তাঁর কাছে 'ঈসা ইব্ন ইব্রাহীম, তাঁর কাছে ইব্ন ওহাব, তিনি ইব্ন লাহিয়া থেকে, তিনি সা'ঈদ ইব্ন আবী আয়্যুব থেকে, তিনি 'আত্বা ইব্ন দীনার আল-হাযলী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির নামায কবূল করা হবে না। তাদের সাওয়াব আকাশে পৌঁছবে না এবং তাদের কর্তৃত্বাধীন করা হবে না। আর তারা হলো, এমন ব্যক্তি যাকে সম্প্রদায়ের লোকেরাই অপছন্দ করে। এমন ব্যক্তি, যে কি-না এমন জানাযায় ইমামতি করলো, যে জানাযাতে তাকে নামায পড়ানোর জন্য ইমামাতি করতে বলা হয় নি। ঐ মহিলা যাকে তার স্বামী রাতে আহবান জানালো অথচ সে তা উপেক্ষা করলো।'[৭১]

পরবর্তী আরেকটি হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَرْفَعُهُ يَعْنِي مِثْلَ هَذَا

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে আবূ বকর, তাঁর কাছে 'ঈসা ইব্ন ইব্রাহীম, তাঁর কাছে ইব্ন ওহাব, তিনি 'আমর ইব্ন হারিছ থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইব্ন হুবায়ব থেকে, তিনি 'আমর ইব্ন ওয়ালীদ থেকে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক থেকে (উপরোলিণ্টখিত) হাদীছের ন্যায় হাদীছ বর্ণনা করেছেন।'[৭২]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমি প্রথম অংশে উলেণ্টখ করেছি যে, এটি মুরসাল হাদীছ। কেননা আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছটি পরবর্তীতে আমাদের কাছে 'ঈসা বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ বিষয়টি এমন যে, যদি পরিস্থিতি এমনটি না হতো, তাহলে এই গ্রন্থে মুরসাল হাদীছ উলেণ্টখ করা হতো না।

তিনি আরেকটি শিরোনাম উলেণ্টখ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها و الدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة

---

৭১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৫১৮, পৃ. ৬৫১

৭২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৫১৯, পৃ. ৬৫২

-সংক্ষিপ্ত শব্দের শব্দের জন্য মুতাকাসী হাদীছের উলেণ্ঢখ যা আমি উলেণ্ঢখ করেছি এবং এ কথার উপর দলীল যে, জুমু‘আর দিন সৃষ্টিজীব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে, তাদের কিয়ামাত সংঘঠিত হওয়ার ভয়। কারণ ঐ দিনে তথা জুমু‘আর দিনেই ক্বিয়ামাত সংঘঠিত হবে।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أنا أبُوْطاهِر نَا أبُوْ بَكْر نَا الرَبِيْعُ بْن سُلَيْمَانَ المُرَادِيْ نَا عَبْدُ ـِ بْن وَهَب، قَالَ وَ أخْبَرَنِيْ بْن أبِيْ الزِّنَاد عَنْ أبِيْهِ عَنْ مُوْسَى بْن أبِيْ عُثْمَانَ عَنْ أبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ـ سَيِّدُ الأيَّامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أدْخِلَ الجَنَّة وَفِيْهِ أخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْم السَاعَةُ إلاّ يَوْمَ الجُمُعَةِ

-আমাদের নিকট ‘আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি আর্-রবী‘ ইব্ন সুলাইমান আল-মুরাদী থেকে, তিনি ‘আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন ওহাব থেকে, তিনি বলেন, আমার নিকট ইব্ন আবীয্-যিনাদ, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি মূসা ইব্ন আবী ‘উছমান থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বলেছেন: দিন সমূহের সর্দার জুমু‘আর দিন। এই দিনে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিলো। এই দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছিলো এবং জুমু‘আর দিন ছাড়া ক্বিয়ামাত সংঘঠিত হবে না।’[৭৩]

এ হাদীছের ব্যাপারে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমরা এই হাদীছটির তাখরীজ ভুল করেছি। কেননা হাদীছটি মুরসাল। মূসা ইব্ন আবী ‘উছমান অত্র হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে শ্রবণ করেন নি। আর তাঁর পিতা আবূ ‘উছমান আত্-তিবান আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে খবর বা সংবাদ হিসেবে শ্রবণ করেছেন।

তিনি আরেকটি শিরোনাম নিয়ে এসেছেন এভাবে,

باب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر و لا أخال فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي

-কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে যাওয়ার সময় হারিয়ে গেলে, পরিবর্তে একই ধরণের আরেকটি পশু কুরবানীর বিধান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। যদি হাদীছটি সহীহ্ হয় এবং ‘আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন ‘আমির আল-আসলামীর ব্যাপারে আমার মধ্যে কোন মতদ্বৈয়তা নেই।

উপরোক্ত শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ، دَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَكائِى، حَدثَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ، وَهُوَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ، قَالَ، قَالَ: رَسُولُ ـهِ - - : مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ، فَلاَ يَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَلَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ثُمَّ يَغْمِسُ نَعْلَهَا فِى دَمِهَا ثُمَّ يَضْرِبُ فِيْ جَنْبِهَا، وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ .

-‘আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন বাযী‘ঈ বর্ণনা করেছেন, তার কাছে যীয়াদ অর্থাৎ ইব্ন ‘আবদুলণ্ঢাহ্ আল-বাকা’ঈ, তার কাছে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুর্-রহমান, যিনি ইব্ন আবী লায়লা, তিনি ‘আত্বা থেকে, তিনি আবুল-খলীল থেকে, তিনি আবূ ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বলেছেন: যদি কোন ব্যক্তি নফল হিসেবে কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে যায়, অতপর সেটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সে উক্ত পশুর গোশত ভক্ষণ করতে পারবে না। কেননা যদি সে উক্ত পশুর গোশত ভক্ষণ করে, তাহলে তার পরিবর্তে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। উক্ত পশু যবেহের পর, তার জুতা কুরবানীকৃত পশুর রক্তের মধ্যে ডুবাবে এবং যবেহকৃত পশুর এক পাজরে তা দিয়ে আঘাত করবে (যাতে গরীব, মিসকীন ও পথচারীরা বুঝতে পারে যে এটি কুরবানীর পশু, ফলে তারা তা থেকে গোশত ভক্ষণ করতে পারে)। আর যদি তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়,

৭৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৭২৮, পৃ. ৭৪২

তাহলে সে চাইলে সে পশুর গোশত ভক্ষণ করতে পারবে, তবে এ ক্ষেত্রে তার জন্য আরেকটি কুরবানী ওয়াজিব হবে।’[৭৪]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হাদীছটি মুরসাল। কারণ আবুল-খলীল ও আবূ কাতাদাহ্ এর মাঝে একজন রাভী বা বর্ণনাকারী বাদ পড়েছেন।

মাক্বলূবের বিষয়টি স্পষ্টকরণ

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছের হুকূম ও হাদীছের ‘ইলণ্ঢাত বা কারণ বর্ণনার ব্যাপারে যেমন গুরচত্ব দিয়েছেন, তেমনি গুরচত্ব দিয়েছেন মাক্বলূবের ব্যাপারে অর্থাৎ একটি হাদীছের সনদকে অন্য সনদের সাথে মিলিয়ে ফেলার ব্যাপারটি তিনি স্পষ্ট করেছেন। যেমন তিনি স্বীয় সনদে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَازُ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلَا يَقُلْ هَكَذَا : وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

-‘আবূ ত্বহির আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট আবূ বকর, তাঁর নিকট ‘ইমরান ইব্‌ন মূসা আল-ক্বাযায, তাঁর নিকট ‘আবদুল-ওয়ারিছ, তাঁর নিকট ইসমা‘ঈল ইব্‌ন উমাইয়া, তিনি সা‘ঈদ আল-মাক্ববিরী, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ স্বীয় গৃহে ওযূ করে, অতপর নামায আদায়ের জন্য মাসজিদে আসে এবং নামায আদায় করার সাথে সাথে কাল বিলম্ব না করে এভাবে ফিরে যায়। সে এমন যে, তার অঙ্গুলিসমূহ গিরাযুক্ত রয়েছে।[৭৫]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) উপরোক্ত হাদীছের ছয়টি ভিন্ন সনদ উলেণ্ঢখ করেছেন এবং শেষে বলেছেন, এ হাদীছটি এ নির্দিষ্ট শব্দাবলী ছাড়া অন্যকোন শব্দে আমার থেকে বর্ণনা করা বৈধ হবে না। কেননা এ সনদটি মাক্বলূব। কাজেই যা আনাস ইব্‌ন ‘ইয়ায থেকে বর্ণীত হয়েছে, তা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। কেননা আবূ সা‘ঈদ আল-মাক্ববিরীর সনদের ব্যাপারে দাউদ ইব্‌ন ক্বায়স নিরব ছিলেন। অতপর তিনি বলেন, তিনি সা‘দ ইব্‌ন ইসহাক থেকে, তিনি আবূ ছামামাহ্ (রা.) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

অতপর ইব্‌ন ‘আজলান সেই সনদের মধ্যে ভুল করেছেন ও একটির মধ্যে আরেকটি মিলিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং তিনি একবার বলেছেন এটি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত হয়েছে, আবার বলেছেন এটি মুরসাল করেছেন। আবার বলেছেন, তিনি সা‘ঈদ থেকে এবং তিনি ইব্‌ন কা‘আব থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন আবী যীব বর্ণনা করেছেন যে, আল-মাকবীরী সা‘ঈদ ইব্‌ন আবূ সা‘ঈদ হাদীছটি বনী সালিম গোত্রের একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। আমার নিকট ঐ ব্যক্তি হলেন, সা‘দ ইব্‌ন ইসহাক। তবে তিনি সা‘দ ইব্‌ন ইসহাকের ব্যাপারে ভুল করেছেন। অতপর তিনি বলেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে, আর তিনি তাঁর দাদা কা‘ব থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আর দাউদ ইব্‌ন ক্বায়স ও আনাস ইব্‌ন ‘ইয়ায উভয়ই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, হাদীছটি আবূ ছামামাহ্ থেকেই বর্ণীত হয়েছে।

আল-ইদরাজ ও আত্-তাদলীস

---

৭৪. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ২৫৮০, পৃ. ১০৯৮

৭৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৪৩৯, পৃ. ২০১

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বর্ণীত হাদীছের মধ্যে ইদরাজ[৭৬] ও তাদলীসকৃত হাদীছ থাকলে, তিনি তা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب النهي عن الصلاة خلف القبور

-কবরের পেছনে তথা কবরকে সামনে রেখে নামায আদায়ে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ يَقُولُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

-'আমাদের নিকট হুসাইন ইব্‌ন হুরায়ছ, তাদের নিকট ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন জাবির থেকে, তিনি বিসর ইব্‌ন 'উবায়দুলণ্ঢাহ্ বর্ণনা করেছেন, তিনি ওয়াছিলা ইব্‌ন আসকা' আল-লায়ছী থেকে, তিনি বলেন, আবূ মারছাদ আল-গনাভী থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেন: তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করবে না।"[৭৭]

হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীসে রাভী ইব্‌ন মুবারাক বিসর ইব্‌ন 'উবায়দুলণ্ঢাহ্ এবং ওয়াছিলার মাঝে আবূ ইদ্‌রীস আল-খুলানীকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

অপর একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة

-সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের সময় সিজদাতে গিয়ে যা পড়া ও দু'য়া করা হয়, সে সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামে বর্ণীত হাদীছটির ব্যাপারে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমি হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত হাদীছের শ্রচতলিখনকে ছেড়ে দিতাম। আর হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত হাদীছটিতে উলেণ্ঢখ আছে যে, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) রাতে তিলাওয়াতে সিজদাহ্ আদায়কালে বলতেন:

« سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ».

-'আমার মস্তক তাঁরই নিকট অবনত, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সমস্ত শক্তি ও সামর্থের একমাত্র আধার।'[৭৮]

তিনি আরো বলেন, আর এটি এই জন্য যে, খালিদ আল-হিযা ও আবূ 'আলিয়ার মাঝে একজন রাভী আছেন, যার নাম অজ্ঞাত। আর তার নাম 'আবদুল-ওহাব ইব্‌ন 'আবদুল-মজীদ আস্-সাকাফী ও খালিদ ইব্‌ন 'আবদুলণ্ঢাহ্ আল-ওয়াসিতী যাদের নাম রাভী উলেণ্ঢখ করেন নি। অতপর তিনি হাদীছ দু'টি বর্ণনার পর, বর্ণনার কারণ হিসেবে উলেণ্ঢখ করেছেন যে, আমি হাদীছটি এই ভয়ে ছেড়ে দিয়েছি যে, কিছু শিক্ষার্থী 'আবদুল-ওহাব আছ্-ছাকাবী এবং খালিদ ইব্‌ন 'আবদুলণ্ঢাহ্ আল-ওয়াসিতীর রিওয়ায়াত বা বর্ণনা সহীহ ধারণা করে থাকে।

হুকূম প্রদানে বিরত থাকা

---

৭৬. যে হাদীছের মধ্যে রাভী বা বর্ণনাকারী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীছকে মুদ্‌রাজ বলে এবং এইরূপ করাকে 'ইদরাজ' বলে।

দ্র. ইমাম আবূ দাউদ, আবূ দাউদ শরীফ, অনুবাদ: সম্পাদনা পরিষদ, ভুমিকা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, রজব ১৪২৭ হি./আগোষ্ট ২০০৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১

৭৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৭৯৩, পৃ. ৩৪৩

৭৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৫৬৩, পৃ. ২৫৩

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) কিছু কিছু হাদীছের হুকূমের বর্ণনা করেছেন এবং এর কারণও বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে কোন কোন হাদীছের ক্ষেত্রে হুকূম বর্ণনা না করে চুপ থাকার বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেছেন,

في القلب من هذه اللفظة شيئ

-এ শব্দের মূলে কিছু কথা রয়েছে। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন হাদীছই তাঁর মন্তব্য থেকে মুক্ত নয়। যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء

-বীর্যপাত ছাড়া সংগমে গোসল রহিতকরণের আলোচনা সম্পর্কিত পরিচ্ছে।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا أَبُوْ مُوْسَى نَا محمدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا مَعْمَرٌ عَنْ الزهْرِيْ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ

-‘আমাদের নিকট আবূ ত্বাহির বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট আবূ বকর, তাদের নিকট আবূ মূসা, তাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফর, তাদের নিকট মা‘মার, তিনি আয্-যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট সাহ্‌ল ইব্‌ন সা‘দ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আনসাররা বলতোঃ বীর্যপাতের ফলেই গোসল ওয়াজিব হয়। এ অনুমতি ইসলামের প্রথম যুগে ছিলো। অতপর (স্ত্রী সহবাসের ফলে বীর্যপাত না হলেও) আমাদের গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়।’[৭৯]

অতপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফর যা বর্ণনা করেছেন,

في القلب من هذه اللفظة شيئ

এ সম্পর্কে আমাকে সাহল ইব্‌ন সা‘দ বলেছেন। এ বিষয়ের মূলে কিছু কথা রয়েছে, আর তা হলো, উভয়টিই মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফর থেকে বর্ণীত হয়েছে কিংবা বর্ণীত হয় নি। কেননা ইব্‌ন ওহাব ‘আমর ইব্‌ন হারিছ থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি যা সাহ্‌ল ইব্‌ন সা‘দ থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি তা উবায় ইব্‌ন কা‘ব থেকে শ্রবণ করেছেন।

এ শব্দাবলী আমাকে আহমাদ ইব্‌ন ‘আবদুর্-রহমান ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করেছেন, তার নিকট তার চাচা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট ‘আমর বর্ণনা করেছেন। আর ঐ ব্যক্তির নাম ‘আমর ইব্‌ন হারিছ নয় বরং আবূ হাযিম সালামা ইব্‌ন দীনার হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কেননা এ হাদীছটি গস্‌সান মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাতরাফ থেকে মায়সারা ইব্‌ন ইসমা‘ঈল বর্ণনা করেছেন, তিনি আবূ হাযিম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সাহ্‌ল ইব্‌ন সা‘দ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ জা‘ফর আল-হাম্মাল বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) রাভী কুলায়ব ইব্‌ন যুহল আল-হাদরামীর সুত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি ‘উবায়দ ইব্‌ন জুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন। অতপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমি কুলায়ব ইব্‌ন যুহল কে চিনি না, আমি ‘উবায়দ ইব্‌ন যুবায়রকেও চিনি না। আর আমি যাকে চিনি না বা যার ‘আদালাত সম্পর্কে জানি না, তার হাদীছ গ্রহণ করি না।

অনুরূপভাবে, আমরা ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর হাদীছের ক্ষেত্রে ‘ **إن صح الخبر** ’ বা যদি হাদীছটি সহীহ হয়- একথাটি উলেণ্ঢখ করতে দেখি। এমন উক্তি পরিচ্ছেদের শিরোনামের ক্ষেত্রেও তিনি উলেণ্ঢখ করেছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

---

৭৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২২৬, পৃ. ১০১

باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صح الخبر و إن لم يصح الخبر من جهة النقل فالقرآن دال على إباحته و هو قول الله عز وجل { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} دل على إباحة الكحل للصائم

-'রোযাদারের জন্য সুরমা ব্যবহারে বৈধতা" শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি বলেন, যদি হাদীছটি সহীহ হয়। আর যদি বর্ণনা পরম্পরার দূর্বলতার কারণে যদি সহীহ না হয়, তথাপিও কুর'আন এর বৈধতার প্রমাণ বহন করে, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো।"[৮০] আয়াতটি রোযাদারের জন্য সুরমা ব্যবহারের বৈধতার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়।

অতপর তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَد حَدثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عُبَيْد ِ بْن أَبِيْ رَافِعٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ عُبَيْدُ ِ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ نَزَلَ رَسُوْلُ ِ خَيْبَر وَ نَزَلْت مَعَهُ فَدَعَانِيْ بِكُحْلٍ إِثْمِدْ فَاكْتَحَلَ فِيْ رَمَضَان وَ هُوَ صَائِمٌ - إِثْمِدْ غَيْر مُمْسِكْ -

-'আমাদের নিকট 'আলী ইব্ন মা'বাদ বর্ণনা করেছেন, তাদের কাছে মা'মার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উবায়দুলণ্ঢাহ্ ইব্ন আবী রাফি' বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি (আমার পিতা) তার পিতা 'উবায়দুলণ্ঢাহ্ থেকে, তিনি আবী রাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর সাথে খায়বার প্রান্তরে আসলেন, তখন আমিও তাঁর সাথে আসলাম। তিনি সুরমা নিয়ে আমাকে ডাকলেন, তারপর তিনি রমাযান মাসের রোযা অবস্থায় সুরমা লাগালেন। (তিনি বললেন) তুমি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সুরমা লাগাও।'[৮১]

হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমি উলিণ্ঢখিত হাদীছের একজন রাভী মা'মারের সনদটির গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে দায়মুক্তি চাই।

তিনি আরেকটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره

-মোটা বিছানার উপর নামায আদায় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ, যদিও যাম'আহ্ কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ এ ব্যাপারে দলীল।

উপরোক্ত শিরোনামে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِر نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا بُنْدَارُ نَا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا زَمعَةً ح وثَنَا نَصْرُ بْن عَلِيْ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدْ انَا زَمْعَة عَنْ سَلَمَة بْن وَهْرَام عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ أَنّ النَّبِي صَلّى عَلَى بَسَاطٍ

-'আমাদের নিকট আবূ তৃহির বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবূ বকর, তাদের নিকট বুনদার, তাদের নিকট আবূ 'আমির, তাদের নিকট যুম'আহ, ح তাদের নিকট নসর ইব্ন 'আলী, তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবূ আহমাদ, তিনি বলেন, আমাদের নিকট যাম'আহ, তিনি সালামা ইব্ন ওয়াহরাম থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি ইব্ন 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বিছানার ওপর নামায আদায় করেছেন।'[৮২]

হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, যাম'আর ব্যাপারে কথা রয়েছে। যেমনটি বিগত হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন।

আমরা আরেকটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দেখতে পাই যে,

باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئ

-সালাতুত্-তাসবীহের পরিচ্ছেদ, যদি হাদীছটি সহীহ্ হয়। কেননা এই সনদের মূলে কিছু বিষয় রয়েছে।

---

৮০. আল-কুর'আন, ২:১৮৭

৮১. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ২০০৮, পৃ. ৮৬১

৮২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১০০৫, পৃ. ৪২৩

বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দ চয়নের গুরত্বারোপ

যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم

-রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণকারী, জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থা থেকে গোসল (পবিত্রতা অর্জন) ছাড়াই ফজর উদিত হওয়ার সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার বৈধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের আলোকে তিনি নিম্লোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

حَدثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدثَنَا سُفْيَانُ حَدثَنِي سُمَيٌّ وَسَمِعْتُهُ مِنْ سُمَيٍّ وَ حَدَّثَنِي سُمَيٌّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَذَهَبْتُ مَعَ أَبِي فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ كَانَ يُدْرِكُهُ الصبْحُ وَ هُوَ جُنُبٌ فَيَصُومُ

-'আমাদের নিকট 'আবদুল-জব্বার ইব্ন 'আলা বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন সুফইয়ান, (তিনি বলেন) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন সামী, (তিনি বলেন) আমি সামী থেকে শ্রবণ করেছি, (তিনি বলেন) আমার নিকট সামী বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু বকর থেকে শ্রবণ করেছেন, (তিনি বলেন) মু'আবিয়া (রা.) 'আবদুর্-রহমান ইব্ন হারিছকে 'আঈশা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। আবূ বকর (রা.) বলেন: আমি আমার পিতার সাথে গেলাম এবং 'আঈশা (রা.)-এর কাছ থেকে শুনলাম। তিনি বললেন: রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) জুনুবী অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতেন, অতপর তিনি রোযাও রাখতেন।"[৮৩]

তিনি উপরোক্ত সনদে হাদীছটি বর্ণনার পর অন্যান্য সনদও উলেণ্টখ করে বলেন, আবূ 'আম্মার প্রত্যেক সনদেই **عن** (হতে) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন আরেকটি সনদ নিম্নরূপ,

حَدثَنَا أَبُو عَمارٍ، حَدثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ وَ حَدثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدثَنَا سُفْيَانُ حَدثَنَا سُمَيٌّ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ، أَنهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ صَلى عَلَيْهِ وَسَلم يَقُولُ بِمِثْلِهِ

-'আমাদের নিকট আবূ 'আম্মার, তাদের নিকট সুফইয়ান, তিনি সামী থেকে, তিনি বলেন, তাদের নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাকীম, তাদের নিকট সামী, তিনি আবূ বকর ইব্ন 'আবদির রহমান আল-মাখযূমী থেকে, তিনি হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেনঃ রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) অনুরূপ বলতেন।

তিনি অপর একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة

-জুমু'আর দিন রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত রসূলুলণ্টাহ্ (সা.) থেকে বর্ণীত মুজমাল হাদীছসমূহের আলোচনা, মুফাস্সার হাদীছসমূহ নয়।

এ শিরোনামের অধীনে নিম্লোক্ত হাদীছ উলেণ্টখ করেছেন,

حَدثَنَا عَبْدُ الْجَبارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ بْنَ عَمْرٍو الْقَارِيَّ يَقُولُ أَبا هُرَيرَةَ يَقُولُ - وَ هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، مُحَمدٌ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ , نَهَى عَنْهَا

-'আমার নিকট 'আবদুল-জব্বার ইব্ন 'আলা এবং সা'ঈদ ইব্ন 'আবদুর্-রহমান আল-মাখযূমী উভয়ই বর্ণনা করেছেন, তারা উভয় বলেন: আমাদের নিকট সূফইয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আমর ইব্ন দীনার থেকে, (তিনি

৮৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ২০০৯, পৃ. ৮৬১-৬২

বলেন) আমার কাছে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জা‘দাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি ‘আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন ‘আমর আল-ক্বারী থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, (একবার) তিনি বায়তুলণ্ঢাহ্ তাওয়াফ করেন। তারপর তিনি বলেন, কা‘বার প্রভুর কুসম, আমি জুমু‘আর দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করিনি। মুহাম্মাদ (সা.) এবং কা‘বা ঘরের মালিক তা থেকে নিষেধ করেছেন।’[৮৪]

অপর একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك و لا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه وسلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم

-নারী-পুরুষ, স্বাধীন-গোলামের উপর সদাকাতুল-ফিতর ফরয হওয়ার দলীল এবং দলীল এ কথার উপর যে, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) কোন বিষয়ে একবার আদেশ করার পর, তাঁর চুপ থাকার উপর ভিত্তি করে আদিষ্ট বিষয় রহিত করা যাবে না। তবে কোন আদিষ্ট বিষয় তাদের থেকে ‘আমাল পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে, তা রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) থেকে জানার পর সেটি রহিত করা যাবে।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَحْمَدُ وَ زِيَادُ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَالَ مُؤَمَّلُ وَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ وَ مُؤَمَّلُ بَعْدَ زَادَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ فَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ :

-তিনি চারজন রাভীর সনদে বর্ণীত উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের চয়নকৃত শব্দসমূহ একত্রে উলেণ্ঢখ করেছেন। যেমন এ সনদে তিনি বলেন, ‘আমাদেরকে আহমাদ ইব্ন মানী‘ যীয়াদ ইব্ন আয়্যূব, মু’আম্মাল ইব্ন হিশাম এবং আল-হাসান ইব্ন ‘আয-যা‘আফরানী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, আমাদেরকে ইসমা‘ঈল বর্ণনা করেছেন। যা‘আফরানী বলেন, আমার কাছে ইব্ন ‘আলীয়াহ্ বর্ণনা করেছেন। আহমাদ এবং যীয়াদ বলেছেন আমাদের কাছে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আয়্যূব, আর মু’আম্মাল এবং যা‘আফরানী বলেন, তাদের কাছে আয়্যূব বর্ণনা করেছেন, তিনি নাফি‘ থেকে, তিনি ইব্ন ‘উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) নারী-পুরুষ, স্বাধীন- মালিকানাভুক্ত দাসের উপর সদাকাতুল-ফিতর হিসেবে এক সা‘ খেজুর অথবা এক সা‘ যব প্রদান আবশ্যক করেছেন। আর মানুষ (যবকে) আধা ছা‘ গমে পরিবর্তন করেছে। যে কথা আহমাদ ও মু’আম্মাল বলেন নি। আর যীয়াদ ইব্ন আয়্যূব একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, নাফি বলেন, ইব্ন ‘উমার (রা.) খেজুর দিয়ে সদাকাতুল-ফিতর আদায় করতেন, কিন্তু এক বছর খেজুরের অভাব দেখা দেয়ায় যব দিয়ে আদায় করেছেন।’[৮৫]

রাভীগণের শব্দচয়ন, মতপার্থক্য ও শব্দের কমবেশীকরণ

যেমন তিনি একটি একটি হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন এভাবে,

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَدِيٍّ الْحَارِثِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّبِّيِّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

---

৮৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ২১৫৭, পৃ. ৯২১

৮৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ২১৫৭, পৃ. ৯২১

يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ صَلّى عَلَيْهِ وَسَلم يَقُوْلُ : إنمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ زَادَ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ : وَإنمَا لِامْرِئٍ ما نَوَى

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির, তিনি আবূ বকর থেকে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন 'আদী আল-হারিছী ও আহমাদ ইব্ন 'আবদু-দবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ই বলেন, আমাদের নিকট হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, তিনি ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম থেকে, তিনি 'আলক্বামা ইব্ন ওয়াক্কাস আল্-লাইছী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি 'উমার ইব্নুল-খত্ত্বাব (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন সকল কর্মই নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। হাদীছটি বর্ণনার পর "প্রত্যেকের জন্য তাই রয়েছে, যার সে নিয়াত করেছে" এ শব্দসমূহ ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব বৃদ্ধি করেছেন।'[৮৬]

ثَنَا بُنْدَارُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالا أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ ح ونا أَبُوْ هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِهِ فِيْ الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ { قُومُوا لله قَانِتِينَ } زَادَ فِيْ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ :فَأَمَرَنَا بِالسُّكُوْتِ وَنَهَيْنَا عَنْ الْكَلَامِ

-'আমাদের নিকট বুনদার বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ই বলেন, আমাদের নিকট ইসমা'ঈল বর্ণনা করেছেন, **ح** তিনি বলেন আমার নিকট হাশিম যীয়াদ ইব্ন আয়্যুব, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হুশাইম বর্ণনা করেন, তিনি ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খলীদ থেকে, তিনি হারীছ ইব্ন শাবীল থেকে, তিনি আবূ 'আমর আশ্-শায়বানী থেকে, তিনি যায়দ ইব্ন আরকাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (ইসলামের সূচনাকালে) এক ব্যক্তি নামাযের মধ্যে পার্শবর্তী ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করতেছিলো। এমন সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, "আলণ্ঢাহ্র সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। হাশীম কর্তৃক বর্ণীত হাদীছে এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে, তিনি আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দিলেন এবং কথা বলতে নিষেধ করলেন।'[৮৭]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, অত্র হাদীসে "অতপর আমাদেরকে নামাযের মধ্যে নীরবতা পালনের নির্দেশ দেয়া হয় এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়।" এতটুকু হাশীম বৃদ্ধি করেছেন,[৮৮]

অপর একটি শিরোনাম দেয়া হয়েছে এভাবে,

باب استحباب الإدلاج بالإرتحال من الحصبة إقتداء بفعل المصطفى عليه السلام

-রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর কর্মের অনুসরণের আলোকে, উর্বর উপত্যাকা থেকে বাহণসহ প্রস্তাণ করা মুস্তাহাব সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

ثَنَا أَبُوْ هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ ثَنَا زِيَادُ يَعْنِيْ بْنَ عَبْدِ ثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ الْأَسْوَدُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَقِيْتُ رَسُوْلَ صَلّى عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُدْلِجاً مِنْ الْأَبْطَحِ وَهُوَ يَصْعَدُ وَأَنَا أَنْزِلُ أو يَنْزِلُ وَأَنَا أَصْعَدُ

-'আমাদের নিকট আবূ হাশিম যীয়াদ ইব্ন আয়্যুব বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট যীয়াদ অর্থাৎ ইব্ন 'আবদুলণ্ঢাহ্ বর্ণনা করেছেন, তিনি মানসূর থেকে, তিনি ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন, হযরত 'আঈশা (রা.) বলেছেন, আমি (যখন) রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)

৮৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৪৫৫, পৃ. ২০৭

৮৭. আল-কুর'আন, ২:২৩৮

৮৮. mnxn Beb Lhwqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৮৫৬, পৃ. ৩৬৬

উপত্যাকা থেকে প্রস্তাণ করে নিচু থেকে উপর দিকে উঠতেছিলেন। আমি তখন উপর থেকে নিচের দিকে নামতেছিলাম। অথবা তিনি উপর থেকে নিচের দিকে নামতেছিলেন এবং আমি উপরের দিকে উঠতেছিলাম।"[৮৯]

অপর একটি সনদে আরেকটি হাদীছ উলেণ্চখ করেছেন,

ثنا بُنْدَارٌ ثنَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِيْ الحَنَفِيْ ثنَا أَفْلَحُ قَالَ سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ ـِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ الحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَقَالَ فِيْ الخَبَرِ فَأَذِنَ بِالرَحِيْلِ فِيْ أَصْحَابِهِ يَعْنِيْ مِنَ المُحَصَّبِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ بِالبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكِبَ، ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى المَدِيْنَةِ

-'আমাদের নিকট বুনদার, তিনি আবূ বকর অর্থাৎ আল-হানাফী থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি আফলাহ্ থেকে, তিনি বলেন, আমি আল-ক্বাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি 'আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রসূলুলণ্চাহ্ (সা.)-এর সাথে বের হয়েছিলাম। অতপর তিনি একটি দীর্ঘ হাদীছ উলেণ্চখ করলেন এবং বললেন, তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে উর্বর ভুমি থেকে যাত্রা করার অনুমতি দিলেন। তাঁরা যাত্রা শুরচ করলেন এবং ফজরের নামাযের পূর্বেই বায়তুলণ্চাহ্ শরীফ পৌঁছলেন। অতপর তাঁর বায়তুলণ্চাহ্ তাওয়াফ করলেন এবং বাহণে আরোহণ করে মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরচ করলেন।'[৯০]

উপরোক্ত হাদীছ দু'টিতে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তারপর অন্য সুত্রে হাদীছটি বিস্তারিত উলেণ্চখ করেছেন।

তিনি পরবর্তীতে আরকটি শিরোনাম নিয়ে এসেছেন এভাবে,

باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل

-ক্বিয়ামুল-লাইলের নিয়তকারীর প্রবল ঘুমের কারণে, কিয়ামুল-লাইল আদায় না করতে পারার আলোচনার পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্চখ করেছেন,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَسْرُوقِي ، ثنَا حُسَيْنُ يَعْنِيْ ابْنُ عَلِيِّ الجُعْفِي، عَنْ زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ - قَالَ :« مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِى أَنْ يَقُومَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ».

-'আমাদের নিকট মূসা ইব্ন 'আবদুর্-রহমান আল-মাসরূকী বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট হুসাইন তথা ইব্ন 'আলী আল-জু'ফী বর্ণনা করেছেন, তিনি যায়িদাহ্ থেকে, তিনি সুলাইমান থেকে, তিনি হাবীব ইব্ন আবী ছাবিত থেকে, তিনি 'আবদাহ ইব্ন আবী লুবাবাহ্ থেকে, তিনি সুওয়াইদ ইব্ন গফলাহ্ থেকে, তিনি আবী দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে রসূলুলণ্চাহ্ (সা.) থেকে একটি বর্ণনা এভাবে এসেছে, রসূলুলণ্চাহ্ (সা.) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি ক্বিয়ামুল-লাইলের নিয়াত সহকারে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে গেলে, তারপর প্রবল ঘুমের কারণে (সঠিক সময়ে) উঠতে না পারলে। সে তার নিয়াত অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করবে। (কারণ) তাঁর ঘুমটি ছিলো তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে সদাকাহ্।[৯১]

অপর একটি সুত্রে বর্ণীত হয়েছে,

أَخْبَرَنَا أَبُوْطَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرٍ نَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ صَفْوَانَ الثَّقَفِيْ نَا بَهْزٌ - يَعْنِيْ ابْنَ أَسَدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. مَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ

৮৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ২৯৯৭, পৃ. ১২৬৩

৯০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ২৯৯৮, পৃ. ১২৬৩

৯১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১১৭২, পৃ. ৫০০

ـ ـ صَلاَتَهُ قَالَ « أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ « أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهُنَّ. فَقَالَ « لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَىْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا »

-'আমাদের নিকট আবূ ত্বহির, তাঁর নিকট আবূ বকর, তাঁর নিকট আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট 'আবদুস-সামাদ, তিনি হাম্মাম থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি আনাস থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আবী সফওয়ান আছ্-ছাকাফী থেকে, তিনি বাহায অর্থাৎ ইব্ন আসাদ থেকে, তিনি হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ থেকে, তিনি ছাবিত ও ক্বাতাদা থেকে, তাঁরা আনাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি এসে মনের আবেগে উৎফুলণ্ড হয়ে বললো, আলণ্ঢাহ্ সবচেয়ে বড়, সকল প্রশংসা আলণ্ঢাহ্ তা'আলার জন্য, বরকতময় অগণিত প্রশংসা তাঁর প্রতি। নামাযান্তে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বললেন, এই কালিমাগুলো কে কে বলেছে ? সকলে চুপ রইল। রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) আবার বললেন, এই কালিমাগুলো কে কে বলেছে ? (যে বলেছে) সে খারাপ কিছু বলে নি। তখন একজন বললো, আমি বলেছি হে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)! আমি আসার পর আমার মন আমাকে এ কালিমাগুলো বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাই আমি বলেছি। অতপর রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বললেন, আমি বারোজন ফিরিশতাকে দেখেছি, তাঁরা তাড়াহুড়ো করছিলো যে, তাদের মধ্যে কে এগুলো উপরে নিয়ে যাবে।"[৯২]

আমরা উপরোক্ত হাদীছগুলোতে দেখতে পাই যে, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) অধিক রাভীর বর্ণনাকৃত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন। অনুরূপভাবে, তিনি কোন একজন রাভী দুই বা ততোধীক রাভী থেকে বর্ণীত হাদীছও উলেণ্ঢখ করেছেন।

যেমন তিনি আরেকটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : و أخرجوا الحجر من البيت بعضه لا جميعه و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الإسم باسم المعرفة بالألف و اللام قد يقع على بعض الشيء

-হাতীম বায়তুলণ্ঢাহ্‌র কিছু অংশ, সম্পূর্ণ নয়, সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ। এ কথার ব্যাপারে দলীল হলো রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর সেই কথা "তারা বায়তুলণ্ঢাহ্ থেকে কিছু কিছু অংশ বের করে হাতীম করেছিলো, সম্পূর্ণ অংশ নয়" আর এটি ঐ জাতিয় বিশেষ্য, যা আমি অন্যগ্রন্থ থেকে জেনেছি, এটি আলিফ ও লাম-এ জিনসী, আর যখন কোন **اسم** আলিফ ও লাম-দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়, তখন তা কখনো কখনো ঐ জাতিয় কিছু অংশকে বুঝায়। এ উক্তি দ্বারা রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) সেটিই উদ্দেশ্য নিয়েছেন ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

ثنا مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ ـِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرمِيْ ثنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثنَا أَبِيْ، قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ رُوْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ ـِ بْنِ الزبير قَالَ قَالَتْ لِيْ عَائِشَةُ، قَالَ لِيْ رَسُوْلُ ـِ صَلى ـُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنْ قَوْمَكَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيّةٍ لَهَدّمْتُ الْبَيْتَ حَتى أُدْخِلَ فِيْهِ مَا أَخْرَجُوْا مِنْهُ فِيْ الْحَجْرِ، فَإِنهُمْ عَجَزُوْا، عَنْ نَفَقَتِهِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَأَلْصَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَوَضَعْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ الذِيْ دَعَا ابْنَ الزبَيْرِ إِلَى هَدْمِهِ وَبِنَائِهِ، قَالَ فَشَهِدْتُهُ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ، فَاسْتَخْرَجَ أَسَاسَ الْبَيْتِ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ مُتَلاَحِكَةٍ بَيْنَ قَالَ أَبِيْ، فَقُلْتُ لِيَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَطُوْفُ مَعَهُ أَرِنِيْ مَا أَخْرَجُوْا مِنَ الْحَجَرِ مِنْهُ، قَالَ أُرِيْكَهُ الآنَ، فَلَما انْتَهَى إِلَيْهِ قَالَ هَذَا الْمَوْضِعُ، قَالَ أَبِيْ فَحَزَرْتُهُ نَحْوًا مِنْ سِتةِ أَذْرُعٍ

-'আমার নিকট মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন মুবারাক আল-মুখার্‌রামী, তাঁর নিকট বর্ণনা করেন ওহাব ইব্ন জারীর, তাঁর নিকট তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইয়াযীদ ইব্ন রূমান থেকে হাদীছটি শ্রবণ করেছি। তিনি 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে 'আঈশা (রা.) বললেন, আমাকে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বললেন, হে 'আঈশা! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি অজ্ঞতার যুগ থেকে আলোর যুগে

৯২. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৪৬৬, পৃ. ২১১

পরিবর্তিত না হতো, তাহলে আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে ফেলে পূণ:স্থাপন করতাম। তারা হাতীমের যে অংশটুকু বায়তুলণ্ঢাহ্ থেকে বের করে দিয়েছিলো, তা আমি কা'বার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতাম। কারণ তারা এর ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হওয়ায় এমনটি করেছিলো। আর আমি কা'বা ঘরের পূর্বদিকে একটি ও পশ্চিম দিকে একটি দরজা অর্থাৎ দু'টি দরজা স্থাপন করতাম। আর দরজা দু'টিকে মাটির (ভুমির) সাথে সমান করে স্থাপন করতাম এবং কা'বাঘরকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নকশানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করতাম। রাভী বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) সেই কথানুযায়ী ইব্ন যুবায়ের কা'বাকে ভেঙ্গে পূণ:প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাভী বলেন, ইব্ন যুবায়ের যখন কা'বাকে ভেঙ্গে পূণ:প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আর আমি কা'বার মূল ভিত্তি থেকে উটের কুঁজের মত গোলাকার জায়গা বের করার বিষয়টিও প্রত্যক্ষ করেছি। আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন, আমি ও যায়দ রচ্মান কা'বা ঘর তাওয়াফ করতেছিলাম, তখন যায়দ ইব্ন রচ্মান আমাকে কা'বা ঘরের যে অংশটুকু বের করে দেয়া হয়েছিলো, তা আমাকে দেখিয়েছিলেন। তিনি বললেন, এখন চলো, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। যখন তিনি হাতীমের কাছাকাছি গেলেন, তখন তিনি বললেন, এটি সেই জায়গা। রাভী বলেন, আমার পিতা (সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আমাকে) বললেন, তখন আমি ও যায়দ ইব্ন রচ্মান তা থেকে ছয় হাত দূরে ছিলাম।"[৯৩]

অতপর তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন রূমান কর্তৃক বর্ণীত হাদীছটি ইয়াযীদ ইব্ন রূমান 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন যুবায়র থেকে মূসা ইব্ন ইসমা'ঈলের সুত্রে বর্ণনা করেছেন।

অতপর তিনি হাদীছটি আবার ইয়াযীদ ইব্ন হারূনের সুত্রে বর্ণনা করেছেন। যা ইয়াযীদ ইব্ন হারূন শ্রবণ করেছেন, ইয়াযীদ ইব্ন রূমান থেকে, তিনি 'আরওয়াহ্ থেকে, তিনি 'আঈশা (রা.) থেকে শ্রবন করেছেন।

অতপর তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন হারূনের বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় ইয়াযীদ ইব্ন রূমান তাঁদের উভয়ের কাছ থেকে হাদীছটি একসাথে শ্রবণ করেছেন।

হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছ বর্ণনার পাশাপাশি হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে গুরচত্ব দিয়েছেন। যদিও এ ব্যাখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে মূল হাদীছের থেকে সংক্ষিপ্ত হয়েছে। যেমন তিনি একটি শিরোনাম উলেণ্ঢখ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي المتلفت عنقه لا أن يلحظه بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره

-নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানো নিষেধ সম্পর্কিত আলোচনা। যে বিষয়গুলো নামাযকে ত্রচটিপূর্ণ করে তা হলো, ঘাড় এদিক-সেদিক ফিরানো, ঘাড় না ঘুরিয়ে ডান-বামদিকে চোখ ঘুরানো নয়। কারণ নবী কারীম (সা.) পেছনের দিকে ঘাড় না বাকিয়ে কখনো কখনো নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকিয়েছেন।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ نَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ ِ بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ ِ صَلَّى ِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ

-'আমার নিকট আবূ ত্বহির বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট আবূ বকর, তাদের নিকট আবূ 'আম্মার আল-হুসাইন ইব্ন হারীছ, তাদের নিকট আল-ফযল ইব্ন মূসা, তিনি 'আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্ন সা'ঈদ থেকে, যিনি আবূ হিন্দের ছেলে। তিনি

৯৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৩০২০, পৃ. ১২৭১

ছাওর ইব্‌ন যায়দ থেকে, তিনি ‘ইকরামা থেকে, তিনি ইব্‌ন ‘আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) তাঁর নামাযে ডানে-বামে তাকাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর ঘাড় তাঁর পিঠের পেছনে ফিরাতেন না।’[৯৪]

রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) যে নামাযের মধ্যে ডানে-বামে দৃষ্টি দিতেন, এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, তিনি তাঁর চোখ মুবারক দ্বারা ডানে-বামে তাকাতেন।

তিনি আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة

-যে নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরাত পাঠ করেন, সে নামাযে সূরা ফাতিহা শেষ হওয়ার সময় (মুসলণ্টীরা) উচ্চস্বরে আমীন বলার পরিচ্ছেদ।

তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত একটি হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ نَا أَبُو بَكْرٍ انا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضبيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي بْنُ مُحَمد الدارَوْرْدِيْ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ صلى عَلَيْهِ وَسلمَ قَالَ : إِذَا أَمنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ

-‘আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবূ ত্বহির, তাদের কাছে আবূ বকর, তাঁর কাছে আহমাদ ইব্‌ন ‘আবদাতাদ্-দাবী, তাঁর নিকট ‘আবদুল ‘আযীয অর্থাৎ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আদ্-দারাওয়ার্দী, তিনি সুহাইল থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছন, তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) বলেছেন: যখন ইমাম সাহেব আমীন বলবেন, তখন তোমরাও বলবে। আর যে এরূপ করবে, তাঁর জন্য ফিরিশতাদের ঐ বাণী প্রযোজ্য হবে যে, তোমার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”[৯৫]

“যখন ইমাম সাহেব আমীন বলবেন, তখন তোমরাও বলবে” এ উক্তির ব্যাখ্যায় ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এ হাদীছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম সাহেব আমীন উঁচ্চ আওয়াজে পড়বেন। যদিও ‘উলামায়ে কিরামের কাছে এ কথা জ্ঞাতব্য যে, ইমামের আমীন বলার সময় পেছনে থাকা মুক্তাদী যদি জানতে পারে যে, ইমাম আমীন বলেছেন, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) মুক্তাদীকে আমীন বলতে নির্দেশ করেন নি। । আর যদি ইমাম নিঁচু আওয়াজে আমীন বলেন, যা শুনা যায় না। অর্থাৎ ইমাম আমীন বলেছেন এটি যদি মুক্তাদী জানতে না পারে, তাহলে মুক্তাদী আমীন বলবে না। তাছাড়া এটি যে কোন ব্যক্তির জন্য কঠিন যে, তাকে বলা হলো, তুমি যা শুনবে, তাই বলবে। অথচ সে শুনলো না, তাহলে সে বলতে পারবে না। আর তাই মুক্তাদীর জন্য আমীন বলার গুরচত্ব নেই। তবে অনেকে যেটি বুঝে থাকেন যে, ইমাম আমীন বললে, মুক্তাদী যদি তা না শুনে, তবুও মুক্তাদীকে আমীন বলার ব্যাপারে রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেন এভাবে,

باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص وأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يكبر (٤ /ب) في بعض الرفع لا في كلها لم يكبر صلى الله عليه و سلم عند رفعه رأسه عن الركوع وإنما كان يكبر في كل رفع خلا عند رفعه رأسه من الركوع

-নিশ্চয় উলিণ্ঢখিত শব্দ ‘আম’ তবে উদ্দেশ্য ‘খাস’ সে সংক্রান্ত দলীল উলেণ্ঢখের পরিচ্ছেদ। নবী কারীম (সা.) নামাযের মধ্যে (রচকূ‘-সিজদাহ্ ইত্যাদি) তাকবীর বলে কখনো কখনো হাত উঠাতেন। প্রত্যেক পদক্ষেপে হাত উঠাতেন না। তিনি (রসূল) রচকূ‘ থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন না। তিনি (নামাযের মধ্যে) প্রত্যেক পদক্ষপে তাকবীর বলতেন, কিন্তু শুধুমাত্র রচকূ‘ থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতেন না।

---

৯৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৩০২০, পৃ. ১২৭১

৯৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৫৭০, পৃ. ২৫৫

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

حَدثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِيْ الْحِذَاء - عَنْ غَيْلَان بن جَرِيْرٍ عَنْ مطَرِّفِ بن عَبْدِ اللهِ بن الشخِيْرِ، قَالَ صَلَيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، فَلَما انْصَرَفَ قَالَ لِيْ عِمْرَانُ بن حِصِّيْن : صَلى بنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاةِ رَسُوْلِ صَلى عَلَيْهِ وَسَلمَ

-‘আমার নিকট ‘আবদাতাদ্-দাবী, তিনি সা‘ঈদ ইব্ন খালিদ থেকে অর্থাৎ আল-হিযা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি গয়লান ইব্ন জারীর থেকে, তিনি মাতরাফ ইব্ন ‘আবদুলণ্ঢাহ্ ইব্নুশ্-শাখীর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ‘আলী (রা.)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করেছি। তিনি যখন সিজদাতে যেতেন এবং সিজদাহ্ হতে মাথা উত্তোলন করতেন, তখন তাকবীর বলতেন। নামায শেষে তিনি চলে গেলেন, তখন ‘ইমরান ইব্ন হিচ্চীন আমাকে বললেন, আমরা যখন রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করেছিলাম, তখন তিনিও এমন করতেন।’[৯৬]

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হাদীছটি হাম্মাদ ইব্ন যায়দ বর্ণনা করেছেন গয়লান ইব্ন জারীর থেকে, যা এ কথা প্রতি নির্দেশ করে যে, যখন কেউ (নামাযী) রূকূ‘ থেকে মাথা উত্তোলন করবে, তখন তাকবীর দিবে। তিনি এটিই বুঝাতে চেয়েছেন। আবার রূকূ‘ থেকে উঠে যখন সিজদাতে যাবে, তখনও সে তাকবীর দিবে। যা যুহরী বর্ণনা করেছেন আবূ বকর ইব্ন ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম থেকে, অতপর যখন সে রূকূ‘ থেকে পিঠ উঠাবে তখন সে বলবে سمع الله لمن حمده আর যখন রূকূ‘ থেবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন সে বলবে ربنا لك الحمد অতপর তাকবীর দিবে যখন সে সিজদাতে যাবে। অনুরূপ ইব্ন ‘আমির বর্ণনা করেন ফালাই থেকে, তিনি সা‘ঈদ ইব্ন হারিছ থেকে, তিনি আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী থেকে। তিনি উলেণ্ঢখ করেছেন, যখন সে বলবে سمع الله لمن حمده তখন সে রূকূ‘ থেকে মাথা উত্তোলনের সময় তাকবীর দিবে। আবার যখন তা থেকে সিজদাতে যাবে তখন আলাদা তাকবীর দিবে। আবার যখন সিজদাহ্ থেকে মাথা উত্তোলন করবে, তখন আবার তাকবীর দিবে। এরফলে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যখন রূকূ‘ থেকে দাঁড়াবে তখন তখন তাকবীর বলবে سمع الله لمن حمده আবার সিজদাতে যাওয়ার সময় তাকবীর দিবে। অনুরূপ আবূ সালামাহ্ তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ যখন রূকূ‘ করবে, সিজদাতে যাবে এবং সিজদাহ্ থেকে মাথা উত্তোলন করবে তখন তাকবীর দিবে। এতে বুঝা যায় যে, রূকূ‘ থেকে মাথা উত্তোলনের সময় পৃথক তাকবীর দিবে না। বরং সিজদাতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলবে। সুতরাং চার রাকা‘আত বিশিষ্ট নামাযে মোট তাকবীর হবে ২৬ টি ২২টি নয়। কিন্তু ‘ইকরামা থেকে বর্ণীত হাদীছ যা তিনি ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন। সে হাদীছের আলোকে চার রাকা‘আত বিশিষ্ট নামাযে মোট ২২টি তাকবীরের বেশী পাওয়া যায় না।’[৯৭]

তিনি অপর শিরোনাম উলেণ্ঢখ করেছেন এভাবে,

باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها يشكر الله لما يولي العبد من نعمته وإحسانه

-বেশী বেশী নামায আদায় এবং নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো মুস্তাহাব, যার মধ্যে বান্দার প্রতি আলণ্ঢাহ্ প্রদত্ত নি‘আমাত ও অনুগ্রহের বদৌলতে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করেছেন,

حَدثَنَا مُحَمّدُ بن إِسْمَاعِيْلَ الْأَحْمَسِيْ ثنَا عَبْدُ الرحْمَنِ بن مُحَمد الْمَحَارِبِيْ ح وَ ثَنَا أَبُوْ عَمارٍ نا الْفَضْلُ بن مُوْسَى جَمِيْعًا عَنْ مُحَمّدِ بن عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ صَلى عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُوْمُ حَتى تَرِمَ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ : أَيْ رَسُوْلِ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ أَنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخرَ؟ قَالَ : أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا هَذَا لَفْظُ الْمَحَارِبِيْ

---

৯৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৫৮১, পৃ. ২৬০

৯৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০-৬১

-'আমার নিকট মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-আহমাসী বর্ণনা করেছেন, তাদের নিকট 'আবদুর্-রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাহারিবী, ح তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আবূ 'আম্মার, তাঁর নিকট আল-ফযল ইব্ন মূসা একসাথে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর থেকে, তিনি আবূ সালামাহ্ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.) নামাযে এত দীর্ঘসময় ধরে দাঁড়াতেন যে, তাঁর উভয় পা মোবারাক ফূলে যেতো। তাই তাঁকে বলা হলো, হে আলণ্ঢাহ্‌র রসূল! আপনি এমন করেন কেন ? অথচ আলণ্ঢাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার নিকট এ ব্যাপারে সংবাদ এসেছে যে, আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। তিনি (রসূল) বললেন, আমি কেন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না ? এটি মাহারিবীর শব্দ।'[৯৮]

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, উলিণ্ঢখিত হাদীছ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয় আলণ্ঢাহ্ তা'আলার শুক্র আদায় বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 'আমাল তথা তাঁর হুকুম আহকাম পালনের দ্বারা হবে। কেননা সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। আর এ প্রশংসা কখনো কখনো মুখ দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেমন আলণ্ঢাহ্ তা'আলা বলেন, **اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا** -"তোমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে কাজ করে যাও।"[৯৯] অতএব তোমাদেরকে আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর কর্ম সম্পাদনের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কথা ও 'আমাল উভয়টির মাধ্যমে হয়ে থাকে। জনসাধারণ ধারণা করে থাকে, কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র কথার দ্বারা হয়ে থাকে, কিন্তু বিষয়টি এমন নয়।

যেমন তিনি (ইব্ন খুযায়মাহ্) বলেন, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আপনার পূর্ব ও পর সকল পাপরাশী ক্ষমা করে দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এ কথাটিকে এভাবে বলা জায়িয হবে, যেভাবে বলা হয়েছে। কেননা আলণ্ঢাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-কে বলেছিলেন, **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا** -"নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট।"[১০০] রসূলুলণ্ঢাহ্ (সা.)-কে যখন এ কথা বলা হয়েছে যে, আলণ্ঢাহ্ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল পাপরাশী ক্ষমা করে দিয়েছেন। তখন তিনি প্রতিউত্তরে কিছুই বলেন নি। এমনকি তিনি এমনটিও বলেন নি যে, আমাকে ক্ষমাকরার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে বা ক্ষমা করা হয়েছে।

---

৯৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১১৮৪, পৃ. ৫০৪-০৫

৯৯. আল-কুর'আন, ৩৪: ১৩

১০০. আল-কুর'আন, ৪৮: ১

PZ_ Aa¨vq

Beb whneŸvb (i.)-Gi mgmvgwqK Ae¯v

c_g Ab‡”Q‘: ivR‰bwZK Ae¯v

wØZxq Ab‡”Q‘: mvgvwRK Ae¯v

ZZxq Ab‡”Q‘: wk ÿv-mvs¯‹wZK Ae¯v

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
ইব্ন হিব্বান (র)-এর সমসাময়িক অবস্থা
প্রথম অনুচ্ছেদ
রাজনৈতিক অবস্থা

আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান (র.) ‘আব্বাসী খলীফা মু‘তামিদ ‘আলাল্লাহ্[১] (২৫৬-২৭৯ হিজরী/ ৮৭০-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ)-এর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। আর খলীফা আল-মুতী‘ লিল্লাহ্ (৩৩৪-৩৬৩ হিজরী/ ৯৪৬-৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ)-এর শাসনামলে ইন্তিকাল করেন। খলীফা মুহ্তাদী বিল্লাহ্‌র ইন্তিকাল (২৫৬ হিজরী সনের ১৪ই রজব/ ৮৭০খ্রিস্টাব্দের জুন)-এর পর মু‘তামিদ ‘আলাল্লাহ্ (২৫৬-২৭৯ হিজরী/৮৭০-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) ২৫৬ হিজরী সনের ১৬ই রজব খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।[২] খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খাকানকে প্রধান উযীর মনোনীত করেন। যিনি তাঁর পিতা মুতাওয়াক্কিলের সময় থেকেই উযীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ২৬১ হিজরীর শাওয়াল/৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে খলীফা মু‘তামিদ একটি ‘আম দরবারে ঘোষণা দেন যে, আমার পরে আমার পুত্র জা‘ফরই পরবর্তী খলীফা হবে। তারপর আমার ভাই আহমাদ মুওয়াফ্‌ফাক হবে খিলাফাতের দ্বিতীয় দাবিদার। তবে আমার মৃত্যু পর্যন্ত যদি আমার পুত্র জা‘ফর বয়প্রাপ্ত না হয় তবে আমার ভাই-ই খলীফা পদে আসীন হবে এবং এমতাবস্থায় জা‘ফর হবে তার পরবর্তী খলীফা। এ ব্যাপারে সকলের বায়‘আত নেয়া হয়।[৩] খলীফা হারূনুর রশীদের

---

১. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ জা‘ফর। পিতার নাম মুতাওয়াক্কিল ‘আলাল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল ‘আলাল্লাহ্ জা‘ফর ইব্নুল-মু‘তাসিম আবূ ইসহাক ইব্ন রশীদ আল-হাশিমী আল-‘আব্বাসী আস্-সামিরী। তিনি ২২৯ হিজরী সনে ফিত্ইয়ান নামক জনৈকা রোমদেশীয় দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন। খলীফা আল-মুহ্তাদির ইন্তিকালের পর ২৫৬ হিজরী সনের ১৬ রজব খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি খলীফা মনোনীত হওয়ার পূর্বে তার কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি কখনো স্বাধীন ক্ষমতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থিত হননি। তাঁর খিলাফাতকালের অধিকাংশ সময় তিনি শুধু আসনের শোভা বর্ধন করে সামাররাতে অবস্থান করেন। ২৭৯ হিজরীতে আবুল-ফযল ইব্ন মুওয়াফ্‌ফাকের প্রতি সেনাবাহিনীর আনুগত্য, নিজের দুর্বলতা ও অপারগতার কারণে মু‘তামিদ নিজের ছেলেকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে আবুল-ফযল ইব্ন মুওয়াফ্‌ফাককে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন এবং মু‘তাযিদ উপাধি দেন। এ বছর মু‘তাযিদ মিথ্যা গল্প, নোবেল নাটক, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এর কয়েক মাস পর ২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসের ১৯ তারীখ সোমবার ২৩ বছর রাষ্ট্র পরিচালনার পর ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন তাঁকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁকে রাতের আঁধারে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৪০-৫৪১; শায়খ মুহাম্মাদ খুদরী বেগ, gnv‘viivZ ZvixLj Dgwgj Bmjwgq¨vn Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn (বৈরূত : দারুল কলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৩১-৩১৪; (পরবর্তীতে এ উৎসটি আদ্-দাওলাতুল-‘আব্বাসিয়্যাহ্ হিসাবে ব্যবহৃত হবে); Avj-gLZvmvi æ dx AvLewii j-evkvi, ৩য় খণ্ড পৃ. ৬১-৭১; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৯-১৬১; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮১-২৮২; Avj-we‘vBqv Iqvb-wbnvqv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-০১; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২; খত্বীব আল-বাগদাদী, ZvixL evM‘v‘ (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্‌র, তা. বি.),৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯-২৫১; *Encyclopaedia Britannica* (London: William Benton Publisher, First Publisher, 1968), Vol-4, P. 651.

২. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯; ইব্ন জারীর আত্-ত্বাবারী, ZvixLZ-Zevix ZvixLi-iæmj Iqvj-gjK (কায়রোঃ দারুল মা‘আরিফ, তা.বি), ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৪৭৫; (পরবর্তীতে এ উৎসটি তারীখুত্-ত্বাবারী হিসাবে ব্যবহৃত হবে); ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান, ZvixLj-Bmjvg (বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৩শ সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮; মুহতাদীকে অণ্ডকোষদ্বয়ে চাপ দিয়ে হত্যার পর তুর্কীরা জুসাক নামক স্থানে কারাবন্দী আবুল-‘আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিলকে কারাগার থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসায়। তারা তাঁর হাতে বায়’আত করে তাঁর খিতাব দেয় মু‘তামিদ ‘আলাল্লাহ্।

দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৯

৩. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪০; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৯; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn,প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তনয় মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র শাসনামল থেকেই সামার্‌রা ছিল 'আব্বাসীয় খলীফাদের রাজধানী। ২৬২ হিজরী সনে খলীফা মু'তামিদ 'আলাল্লাহ সামার্‌রা থেকে বাগদাদে ফিরে যান।[৪] ২৬৩ হিজরী/ ৮৭৬-৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খাকান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর ইন্তিকালের পর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুখাল্লাদকে উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু তিনি ২৬৩ হিজরী সনের যিল-ক্বদ মাসের ১১ তারীখ থেকে ২৭ তারীখ পর্যন্ত মাত্র ১৬ দিন উযীর হিসেবে দায়িত্ব পালণ করেন। তারপর 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন ওহ্‌হাব যিনি মুহতাদী বিল্লাহ্‌র উযীর ছিলেন, তাকে উযীর নিয়োগ দেয়া হয়। ২৬৪ হিজরী সনে সুলাইমান ইব্‌ন ওহ্‌হাব বাগদাদ থেকে সামার্‌রাতে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে নিজেকে খলীফা ঘোষণা করেন। এতে খলীফা মু'তামিদ 'আলাল্লাহ্‌ তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে, তাঁকে ও তাঁর সন্তান ইব্‌রাহীমকে গৃহে অন্তরিন করেন। ২৬৪ হিজরী সনের যিল-ক্বদ মাসের ২৭ তারীখে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুখাল্লাদকে পুনরায় উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন।[৫] ২৭২ হিজরী সনে জেল হাজতেই সুলাইমান ইব্‌ন ওহ্‌হাব ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আবুস্‌-সকর ইসমা'ঈল ইব্‌ন বুলবুল উযীর পদে আসীন হন।[৬] খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ্‌ সামার্‌রা ছেড়ে বাগদাদে বসবাস করার ফলে রাজধানী পুনরায় বাগদাদে চলে আসে। ফলে খলীফার দরবারে জেঁকে বসা তুর্কী সরদারদের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। রাজধানী পরিবর্তনের এ ব্যাপারটির কৃতিত্বও ছিল খলীফার ভাই মুওয়াফ্‌ফাকেরই। তাঁর দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাই একাজে তাঁকে উদ্ধুদ্ধ করেছিল।[৭]

মু'তামিদ 'আলাল্লাহ্‌ খলীফা হলেও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তার ভাই আবূ আহ্‌মাদ খলীফাতুল্লাহ আল-মুওয়াফ্‌ফাক উপাধি ধারণ করে খিলাফাতের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসেন।[৮] তার এ কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে তুর্কীরাই ছিল খিলাফাতের প্রধান চালিকাশক্তি। মুওয়াফ্‌ফাক ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাদের সে শক্তি খর্ব করে দেন এবং সে শক্তি নিজ হাতে তুলে নেন।

এতদসত্ত্বেও মু'তামিদের শাসনামলে রাষ্ট্র ও সরকারের কর্তৃত্ব নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়ে। সমগ্র রাজ্যের সর্বত্র চরম হাঙ্গামা বিরাজ করে। যে যেখানে সুযোগ পায় সে সেখানেই রাজ্য দখল করে নেয়। প্রাদেশিক গভর্ণররা রাজস্ব প্রেরণ বন্দ করে দেয়। যে যে ভূখণ্ড দখল করেছিলো সেখানেই তার নিজস্ব আইন-কানুন চালু করে দেয়। সামান বংশীয়রা মাওরাউন নাহ্‌র, সাফার বংশীয়রা সিজিস্তানে, কিরমান খুরাসান ও পারস্যদেশে, হাসান ইব্‌ন যায়দ তাবারিস্তানে ও জুর্জানে, হাবশীরা বসরাতে, আলেপ্পো ওয়াসিতে, খারিজীরা মসুলে ও জাযীরায়, ইব্‌ন তুলুন মিসর ও শামে এবং আগলাব আফ্রিকায় নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে নিজ নিজ রাজত্ব গড়ে তুলে। এছাড়াও অনেক ছোট ছোট সরদাররাও বিভিন্ন এলাকায় আপন আপন দখল ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। খলীফার রাজত্বের নিদর্শন কেবল এতটুকুই ছিল যে, জুমু'আর খুতবায় খলীফার নাম উচ্চারিত হতো। আর কোন ক্ষেত্রে খলীফার নির্দেশ মান্য করা হতো না।[৯]

২৭৮ হিজরীর ২২ সফর/ ৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন মুওয়াফ্‌ফাক ইন্তিকাল করেন। খলীফা মু'তামিদ তখন বেঁচে থাকলেও তাঁর মর্যাদা ছিল একজন কয়েদীর ন্যায়। তাঁর মৃত্যু হলে অমাত্যবর্গ মুওয়াফ্‌ফাকের পুত্র আবুল-'আব্বাস মুতাযিদকে সর্ব সম্মতিক্রমে যুবরাজ মনোনীত করা হয়। কিন্তু তার এই যুবরাজ পদ প্রাপ্য ছিল জা'ফর ইব্‌ন মু'তামিদের পর। জা'ফর ছিলেন প্রথম যুবরাজ এবং মু'তাযিদ ছিলেন দ্বিতীয় যুবরাজ যেমনটি ছিলেন তাঁর পিতা

---

৪. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৪৯; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩

৫. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬১-৫৬২; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯

৬. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৪; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫

৭. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪

৮. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২-৯৩

৯. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪-৫৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫

মুওয়াফ্ফাক দ্বিতীয় যুবরাজ। কিন্তু মু'তাযিদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ভয়ে খলীফা মু'তামিদ বিল্লাহ্ নিজ পুত্র জা'ফরের পরিবর্তে ভ্রাতুস্পুত্র মু'তাযিদের যুবরাজত্বকে অগ্রগণ্য করে তাকেই প্রথম যুবরাজরূপে মনোনয়ন দান করেন। মু'তামিদের রাজত্বের ২৩ বছর এভাবে অরাজকতা, অস্থিরতা, দূর্ভোগ ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়। হাবসী বা জঙ্গিদেরকে উৎখাত করা ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই সফলতার মুখ দেখা যায়নি।[১০] তিনি ২৭৯ হিজরী সনে ৫০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১১]

তাঁর ইন্তিকালের পর আল-মু'তাযিদ বিল্লাহ্[১২] (২৭৯-২৮৯ হিজরী/৮৯২-৯০৩ খ্রিস্টাব্দ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন।[১৩] তিনি তার পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ওহ্হাবকে আমৃত্যু তার উযীর পদে আসীন রাখেন।[১৪] ২৮৮ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকালের পর তারই পুত্র আবুল-হুসাইন আল-ক্বাসিম ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[১৫] তার প্রধান শক্তি ছিল তার পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও বেসামরিক ও সামরিক নেত্রীবৃন্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক এবং 'আব্বাসীয় পরিবারের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে পুণঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি এ শক্তিকে ব্যবহার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি স্বয়ং তার সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধাভিযানে তার রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন।[১৬] খলীফা মু'তাযিদ

---

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৫

১১. Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-৪০১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩২৬; ' Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৫০

১২. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম মুওয়াফ্ফাক বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুওয়াফ্ফাক বিল্লাহ্ ত্বলহা ইব্ন মুতাওয়াক্কিল জা'ফর ইব্নুল-মু'তাসিম মুহাম্মাদ ইব্নুর-রশীদ আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী। তিনি ২৪২ হিজরী সনে সাওয়াব দুরার নামক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসে ২৫ বছর বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত সু-দুর্শন, সহনশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, **كلَ أَسْمَر، نَحِيْفًا، مُعْتَدل الخَلْق، كَامِل العَقْل**। চেহারায় গাম্ভীর্জের ছাপ বিদ্যমান ছিলো। তিনি যে কোন বিষয় উপলব্ধি করার মত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। জ্যোতিষী ও গল্পকথকদের পছন্দ করতেন না। মামুনের সময়কাল থেকে দর্শনের চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধর্মীয় কলহ ও বাগবিতণ্ডার অবসান কল্পে তিনি দর্শন ও বাহাসের পুস্তকাদির প্রকাশ বন্ধ করে দেন। প্রজাদের ভূমি রাজস্ব কমিয়ে দেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ শাসক ছিলেন। তবে প্রয়োজনে কঠোরতা এমনকি রক্তপাতেও কুণ্ঠবোধ করতেন না। প্রজাদের উপর থেকে সকল প্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন দুরীকরণে সচেষ্ট থাকতেন। আল-মাস'উদী বলেন, **كلَ قَلِيْلَ الرَّحْمَة، إذَا غَضِبَ عَلَى أمِيْرحَفَرَلَه حَفِيْرَةً، وَألْقَاه حَيًا، وَطَمَّ عَلَيْه** । এ মহান খলীফা ২৮৯ হিজরী সনে ৪৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি ২৩ বছর পর্যন্ত খিলাফাত পরিচালনা করেন।

দ্র. wmqvið ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৭৮; Av'-'vIjvZj-ÔAveÿwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৩; gi|Rh-hvnve,প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০-৩১; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭১; 'আবদুর্-রহমান আয্-যাওজী, Avj-gbZvhvg (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./ ১৯৯২ খ্রি.), ১২শ খণ্ড, পৃ.৩০৬-০৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৪-৬৪৫; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৯২; Avj-ÔBevi, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০-০১; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৩-৯৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৩২৫-২৬; ' Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৫১

১৩. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪০১ ; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; মাহমূদ শাকির বলেন,

بُوْيِعُ الخِلَافَة لِعَشَرَ بَقِيْنِ مِنْ رَجَبْ مِنَ عَامِ تِسْعَة وَّسَبْعِيْنَ وَمائَتَيْن بَعْد عَمِّه المُعْتَمِد عَلَى الله

দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৬

১৪. gi|Rh-hvnve,প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪

১৫. Av'-'vIjvZj-ÔAveÿwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৩

১৬. Bmjvgx wek‡KvI, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড,৩৭-৩৮; Av'-'vIjvZj-ÔAveÿwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

বিল্লাহ্ মককার দারুন্-নদওয়া নামক কুরাইশদের সেই ইতিহাস বিখ্যাত মন্ত্রণাগৃহটি ভেঙ্গে দিয়ে বায়তুল-হারাম মাসজিদের পার্শ্বে তদস্থলে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন।[১৭]

তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহের সম্মুখিন হন। মুসেলে খারিজীদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। তন্মধ্যে একদলের নেতা আবূ জূযা ২৮০ হিজরী সনে বন্দী হয়ে বাগদাদে নীত হলে তিনি তাকে হত্যা করান। অপর দলের নেতা হারুন শাবী বিদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত থাকায় খলীফা নিজেই জাযিরায় অভিযান চালিয়ে বণী শাযরানের গোত্র সমূহকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি বিধান করে প্রচুর গণীমতের মাল নিয়ে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৮] ২৮১ হিজরী সনে মারভীন দুর্গ দখলকারী হামদান ইব্ন হামদুনকে বন্দী করেন, যার সাথে খারেজী নেতা হারুন শাবীর সাথে সখ্যতা ছিল।[১৯] খলীফা এ সময় মারভীন দুর্গ ধূলিস্‌সাৎ করে দেন। পারসিক বংশোদ্ভূত লোকদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় নওরোজের দিন তারা বাগদাদে উৎসব পালন ও অগ্নি প্রজ্জ্বলনের প্রথা চালু করেছিল। ২৮২ হিজরী সনে খলীফা এক ফরমান বলে তা বন্ধ করে দেন।[২০] ২৮৩ হিজরী সনের রবি'উল আওয়াল মাসে খলীফা স্ব-সৈন্যে মসুলে উপস্থিত হয়ে হারুন শাবী খুমারীকে উৎখাত করতে সক্ষম হন। তিনি হারুনকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন ও পরবর্তীতে হত্যা করান।[২১] তিনি মীরাছ সংক্রান্ত অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাবীল-আরহামদের জন্যেও উত্তরাধিকার দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রজাসাধারণ এতে তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয় এবং তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।[২২]

২৮৫ হিজরী সনে আযারবায়জান আক্রমণ করে আমুদ কেল্লা অধিকার করেন এবং আহমাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন শায়খকে গ্রেফতার করেন।[২৩] ২৮৬ হিজরী সনে তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন।[২৪] অধিক সঙ্গমজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে ২৮৯ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২৫]

---

১৭. Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮

১৮. wmqvi‡ ÔAvjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭১; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৪; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩২

১৯. ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৫-৫৬

২০. Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৪; ; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭; ইব্ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, **مُعْتَدل نَهَى الخَلِيْفَة المُعْتَضِد أنْ يَعمَل النَّاسُ فِي يَوْم النَّيْروز** দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; Av'-'vIjvZj-'আব্বাসিয়¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩-৬৪; **فِي سَنَة 282 أمَرَ بإنْشَاء الكُتُبِ إلَى جَمِيْعِ العَمَّال فِي النَّوَاحِيْ وَالأمْصَار بتَرْكِ إفْتِتَاح الخِرَاج فِي النَّيْرُوْز** দ্র. আত্-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭

২১. wmqvi‡ ÔAvjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭২-৭৪; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৫৭; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৭; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৭

২২. ইব্নুল-জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) বলেন, **أمَر المُعْتَضِد بالكِتَاب إلَى جَمِيْع النَّوَاحِي برد الْفَاضِل مِنْ سِهَامِ المَوَارِيْث عَلَى ذَوِي الأرْحَام** দ্র. Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৯-৬০; ইব্ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, **كَتَبَ المُعْتَضِد إلى الآفَاق بِرَدِّ مَا فَضَلَ عَنْ سِهَام ذَوِي الفُرُوْض، إذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَة، إلَى ذَوِي الأرْحَام** দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬২

২৩. ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ.৩৭৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৯

২৪. ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৮২

খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ্‌র ইন্তিকালেরপর আল-মুকতাফী বিল্লাহ্[২৬] (২৮৯-২৯৫ হিজরী/৯০২-৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২৭] তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর পিতা কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত আবুল-হুসাইন আল-ক্বাসিম ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন ওহাবকে আমৃত উযীর হিসেবে বলবত রাখেন। ২৯১ হিজরী সনে তাঁর ইন্তিকালের পর আল-'আব্বাস ইব্‌নুল-হাসানকে উযীর হিসেবে নিয়োগ দেন।[২৮] উদারনীতির কারণে তিনি জনগণের সমর্থন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি তার পিতা কর্তৃক নির্মিত রাজধানী নগরীর ভূ-গর্ভস্থ বন্দিশালাসমূহের ধ্বংস সাধন, বন্দিদের মুক্তি প্রদান এবং বাজেয়াপ্তকৃত জমি প্রত্যর্পণ করেন।[২৯] তিনি একজন সাহসী ও নির্ভীক নেতারূপে নিজেকে প্রমাণ করেন। বহুসংখ্যক খিলাফাতের শত্রুর বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করেন। কিরমিতা[৩০] সম্প্রদায় সিরিয়া অঞ্চলে প্রচণ্ড তাণ্ডব চালাতে থাকে তারা একের পর এক শহর তাদের কবলে পতিত হতে থাকে,

---

২৫. Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১১; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৪; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪২২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৯৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১০; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫

২৬. তাঁর প্রকৃত নাম 'আলী। উপনাম আবূ আহমাদ। পিতার নাম মুতাওয়াক্কিল আল-মুতাযিদ বিল্লাহ্‌। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ আহমাদ 'আলী ইব্‌ন মু'তাযিদ বিল্লাহ্‌ আবীল-'আব্বাস আহমাদ ইব্‌নুল-মুওয়াফ্‌ফাক ত্বলহা ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল আল-'আব্বাসী। তিনি ২৩৬ হিজরী সনে জীজাক নামক তুর্কী ক্রিতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, **مَوْلُهُ فِيْ أَرْبَعٍ وَّ سِتِّيْنَ و مِئَتَيْنِ** -তিনি ১৬৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে 'আলী নামে দু'জন ব্যক্তি খলীফা হয়েছেন। একজন হযরত 'আলী কার্রামালাহ্‌ ওয়াজহাহু (রা.) তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা ছিলেন। অপরজন এ মুকতাফী বিলাহ্‌। মু'তাযিদ বিলাহ্‌ তাঁকে স্বীয় উত্তরাধিকারী যুবরাজরূপে মনোনীত করেন। তিনি ৩১ বছর ৩ মাস বয়সে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। মু'তাযিদের ইন্তিকালের সময় তিনি রিক্‌কায় ছিলেন। ফারিসে ক্রীতদাস বদর এবং রাজধানীতে উযীরে 'আযম ক্বাসিম ইব্‌ন 'উবায়দিলাহ্‌ মুকতাফীর নামে মানুষেরা বায়'আত গ্রহণ করেন এবং রিক্‌কায় তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে দেন। মুকতাফী জমাদিউল-আওয়াল মাসে বাগদাদে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করে উযীর ক্বাসিমকে সাতটি খিলাত প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী এবং সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, **كَانَ مُعْتَدِل الْقَامَة، دُرِّيّ اللَّوْن، أَسْوَد الشَّعْر، حَسَن اللِّحْيَة**। মুতা'যিদের সন্তানই কেবল খলীফা হবেন, উযীর ক্বাসিম ইব্‌ন 'উবায়দুলাহ্‌ তা চাইতেন না । তাঁর ইচ্ছা ছিল এ বংশের অন্য কেউ খলীফা হোন। তাই তিনি বদরের চাপের মুখে উযীরকে তার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করেন। এ সমস্ত পরিস্থিতির মুকাবিলায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি ৬ বছর ৭ মাস ২০ দিন খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন।

দ্র. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৮; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১২-১৩; wmqvix AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯-৮০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৪-১৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৬; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪

২৭. wmqvix AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৪-১৫; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

২৮. wmqvix AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

২৯. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৫; Bmjvgx wek‡KvI, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড পৃ. ৫০৯

৩০. কিরমিত শব্দের ক্বফ ও মীম বর্ণে যের যোগে ও 'র' বর্ণে সাকিন যোগে পঠিত হয় ও শেষ বর্ণ 'ত্ব'। যা দ্বারা একটি নিন্দিত সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। যে সম্প্রদায়ের প্রধানের নাম কিরমিতা। তারা হাজার, বাহরাইন ও হাসা অঞ্চলের বসবাসকারী একটি সম্প্রদায়। কেউ কেউ তাদেরকে আল-কারামাতাহ বলেছেন। তারা হজ্জ পালনের জন্য বায়তুল্লাহ্‌-তে আগমনকারী হাজীদের হত্যা করেছিল।

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ.১০৮

এমনকি দামিশক নগরী তাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।[৩১] ২৯০ হিজরী সনে তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমানকে একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে দামিশকে কারামাতীদের দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান অত্যন্ত সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কারামিতাদের মুকাবিলা করেন। কারামিতাদের সর্দার আবুল-ক্বাসিম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকরাওয়াই ২৯১ হিজরীর ৬ই মুহার্‌রাম (৯০৩ খ্রি. ৩০ নভেম্বর) গেফতার হয়। তাদের অনেকেই হতাহত ও অনেকে বন্দী হয়, আবার অনেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।[৩২]

২৯২ হিজরী সনে খলীফা মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমানকে তূলূন বংশকে ধ্বংস করার জন্য মিসরে পাঠান। যুদ্ধে হারূন ইব্ন খুমারুভিয়া নিহত হন। মিসর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈলের পদানত হয়। তূলূন বংশের প্রত্যেকে বন্দী অবস্থায় বাগদাদে নীত হয়। তূলূন গোষ্ঠীর শাসনের অবসান হয়। খলীফা দরবার থেকে ঈসা নওশরীকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করে, তথায় প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান তাঁর হাতে মিসরের শাসন বুঝিয়ে দিয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন।[৩৩] ২৯৪ হিজরী সনে আবুল-হায়জ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদান ইব্ন হামদুন আদভী তাগলবী মুসলের কুর্দীদের পরাভূত করেন।[৩৪] ২৯৫ হিজরী সনের জমাদিউল-আওয়াল (মার্চ ৯০৮ খ্রি.) মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩৫] অতপর তুর্কীরা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য স্বল্প বয়স্কদেরকে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত করতে থাকে। তাই মাত্র ১৩ বছর বয়সী আল-মুকতাদির বিল্লাহ্‌কে[৩৬] (২৯৫-৩২০ হিজরী/৯০৮-৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) খিলাফাতে অধিষ্ঠিত করে।[৩৭] অতি

---

৩১. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm,প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩

৩২. Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫০৯; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯-৭০; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৪-৩৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২-৮৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭১৯; Avb-bRgh-hvwnivn, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১

৩৩. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫০৯; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪ ; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৩; ; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭২৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২১; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০; kvhvivZh-hvnve, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬

৩৪. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭০; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস,প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪-৬৫

৩৫. ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯; wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৪; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭-৩৮ Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮০

৩৬. তাঁর প্রকৃত নাম জা'ফর। উপনাম আবুল-ফযল। পিতার নাম মু'তাযিদ বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-ফযল জা'ফর ইব্নুল-মু'তাযিদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবী আহমাদ ত্বলহা ইব্ন মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্ আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। তিনি ২৮২ হিজরী সনে গরীব নাম্মি ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মুকতাফি বিলাহ্ তাঁর ইন্তিকালের পূবে যখন তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীরূপে রাজকুমার মনোনয়নের ব্যাপারে লোকজনের পরামর্শ চাইলেন, তখন লোকজন তাকে মুকতাদির বিলাহ্ নিশ্চিতভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে জানালে তিনি তাকেই রাজকুমার মনোনীত করেন। ইতোঃপূর্বে এতকম বয়সে আর কেউ খলীফা হননি। আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, **إِخْتَلَّ النِّظَام كَثِيْرًا فِيْ أَيَّامِ الْمُقْتَدِر لِصِغَرِه** -তিনি ২৯৫ হিজরী সনে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। তাই মুকতাদির ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাকে পদচ্যুত করার জল্পনা-কল্পনা চলে। উযীরে 'আযমের ক্ষমতার পরিধি যেহেতু অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং রাজকোষের অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতাও তার ছিল, এজন্য অমত্যবর্গের মুকতাদিরের খিলাফাত পছন্দ ছিল না। এদিকে উযীরে 'আযমের এ ছেলে মানুষের খিলাফাত পছন্দ ছিল না। তাই তারা তার খিলাফাতের বিরোধীতা করে। কিন্তু তাদের সকল বিরোধীতাকে উপিক্ষা করে তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে খিলাফাত পরিচালনা করেন। তিনি ২৪ বছর ১১ মাস ১৬ দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর ৩২০ হিজরী সনের ২৪ শাওয়াল ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫; gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২-৩৩; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৫৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম

অল্পবয়সের কারণে অনেকেই খলীফা মু'তাজের পুত্র আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদকে সিংহাসনে বসানোর জন্য প্ররোচনা দিতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় মুতাওয়াক্কিলের পুত্র আবুল-হুসাইনকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঘটনাক্রমে তারও মৃত্যু হয়। দু'জন প্রস্তাবিত ব্যক্তির মৃত্যু খলীফা মুকতাদিরের খিলাফাতের ভিত্তি একরূপ শক্তই হয়ে যায়। কয়েকদিন পর পুনরায় কানাঘুষা শুরু হয় এবং অমাত্যবর্গ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুতাজ্জকে সিংহাসনে আরোহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু উযীরে 'আযম 'আব্বাস ইব্ন হুসাইন এতে শামিল ছিলেন না। তাই ২৯৬ হিজরী সনের ২০ শে রবী'উল-আওয়াল (ডিসেম্বর ৯০৮ খ্রি.) উযীর 'আযমকে হত্যা করা হয়। পরদিন ২১ শে রবী'উল-আওয়াল ২৯৬ হিজরীতে মুকতাদিরকে পদচ্যুত বলে ঘোষণা করা হয় এবং ইব্নুল-মু'তাজ্জকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়।[৩৮] 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাজ্জ সিংহাসনে বসে আল-মুরতাযা বিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মুকতাদিরকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। খোজা সেনাপতি মু'নিস আল-মুজাফ্ফার[৩৯] মুকতাদিরকে রক্ষা করার জন্য স্ব-দলবলে এগিয়ে আসেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'তাজ্জ গ্রেফতার হয়ে নিহত হন। খলীফা আল-মুকতাদির স্ব-পদে বহাল থাকেন।[৪০] তিনি মুনিস খাদিমকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্ব ও আবুল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-ফুরাতকে উযীরে 'আযম মনোনীত করেন।[৪১] খলীফা আল-মুকতাদির স্বাধীনচেতা শাসক ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত দুর্বল এবং বিলাসপ্রিয় থাকায় মন্ত্রীগণই প্রকৃত পক্ষে সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তিনি কখনো কখনো হারেমবাসিগণ কর্তৃক এবং কখনো কখনো উযীরগণ কর্তৃক পরিচালিত হতেন।[৪২] তিনি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহের সম্মুখিন হন। কিরমিতা সম্প্রদায় একাধিকবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৩০১ হিজরী (৯১৩-১৪ খ্রি.) সনে মুকতাদির তাঁর চার বছরের শিশু সন্তান আবুল-'আব্বাসকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করেন এবং মিসর মাগরিবের গভর্ণরী তার নামে প্রদান করে, মুনিস খাদিমকে মুযাফ্ফার উপাধিতে ভূষিত করে 'আমীরুল উমারা' মনোনীত করে মিসর অভিমুখে প্রেরণ করেন।[৪৩] ৩০২ হিজরী (৯১৪-১৫ খ্রি.) সনে 'উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তাঁর সেনাপতি হাবাসা কাতামীকে আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

খণ্ড, পৃ. ২৬৭; Avb-bRgh-hwniv n, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫

৩৭. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; আত্-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৭; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫; gi|Rh-hvnve, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩২; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭; Avb-bRgh-hwnivn, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩

৩৮. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০-৩১; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬-৭৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৯-৫০

৩৯. মু'নিস আল-মুজাফ্ফার আবুল-হাসান ২৩১ হিজরী/৮৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন খোযা ছিলেন। তিনি আল-খাদিম ও মুজাফ্ফার উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৬০ বছর আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি একজন একনায়কে রুপান্তরিত হন। তিনি প্রথম দিকে খলীফা মুকতাদীর বিল্লাহ্র অনুগত থাকলেও পরবর্তীতে তাঁর চরম শত্রুতে পরিণত হন। এমনকি তাঁরই অনুগত সৈন্যের হাতে খলীফার জীবনাবসন ঘটে।

দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৪; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮

৪০. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২-৮৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭-৭৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪১-৪২; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৮

৪১. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২

৪২. আত্-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১০৮

৪৩. Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭৮; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৮

মিসরে অবস্থানরত মুনিস তাকে পরাভূত করেন।[৪৪] ৩০৭ হিজরীতে উবায়দুল্লাহ্ মাহ্দী তাঁর পুত্র আবুল-ক্বাসিমকে একটি বিশাল বাহিনী সাথে দিয়ে মিসর আক্রমণের উদ্দেশে প্রেরণ করে। তারাও মুনিস খাদিমের হাতে পরাভূত হয়।[৪৫] ৩১১ হিজরী সনে কিরমিতাদের প্রধান আবূ ত্বহির সুলায়মান ইব্ন হাসান আল-জান্নাবী আল-কারামাতী বসরাতে আক্রমণ করে তা অধিকার করে, ১৬/১৭ দিন সেখানে অবস্থান করে লুটপাট চালিয়ে প্রচুর মালপত্র ও বন্দী শিশু ও নারীসহ হাজরের দিকে যাত্রা করে। খলীফা মুকতাদির এ দুঃসংবাদ অবগত হয়েই মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ ফারূকীকে গভর্ণরী সনদ দিয়ে স্বসৈন্য বসরা অভিমুখে রওয়ানা করে দেন।[৪৬] ৩১২ হিজরী সনে আবূ ত্বহির আল-জান্নাবী তার লোক-লস্কর নিয়ে মককা থেকে প্রত্যাগমনকারী হজ্জযাত্রীদের কাফেলা লুটপাট করে। যারফলে ৩১৩ হিজরী (৯২৫-২৬ খ্রি.) ও ৩১৪ হিজরী সনে এই দুইবছর কিরমিতাদের ভয়ে কেউ হজ্জ করতে যায়নি।[৪৭] ৩১৪ (৯২৬-২৭ খ্রি.) ও ৩১৫ (নভেম্বর ৯২৭ খ্রি.) হিজরী সনের রমযান মাসে কিরমিতাদের হাতে খলীফা মুকতাদিরের বাহিনী পরাভূত হয়। অবশেষে ৩১৬ হিজরীতে (৯২৮-৯২৯ খ্রি.)‘ঈসা ইব্ন মূসা, হারূন ইব্ন গরীব, সাফী আল-বাসরী ও ইব্ন ক্বায়স প্রমুখ সর্দারকে কিরমিতাদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অবশেষে তারা পরাস্ত হয়।[৪৮]

৩১৭ হিজরীতে (৯৩০ খ্রি.) মুনিস ইব্ন মুযাফ্ফার মুকতাদিরকে সিংহাসনচ্যুত করে। কারণ খলীফা মুকতাদির মুনিসের স্থলে হারূন ইব্ন গরীবকে হাজিব পদে অধিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন। মুনিস তা অবগত হয়ে খলীফার উপর অনাস্থা প্রকাশ করেন এবং খলীফাকে গ্রেফতার করেন। মু‘তাযিদের পুত্র মুহাম্মাদকে আল-কাহির বিল্লাহ্ উপাধিতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসান। কিন্তু বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেতন বাড়ানোর দাবী পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় কিছুদিন যেতে না যেতেই মুকতাদির বিল্লাহ্ স্ব-পদে ফিরে আসেন।[৪৯] ৩১৮ হিজরীর (৯৩১ খ্রি.) হজ্জের মাওসূমে আবূ ত্বহির কিরমিতা সসৈন্য মক্কা মু‘আয্যামায় গমণ করে। বাগদাদ থেকে মানসূর দায়লামী আমীরুল-হুজ্জাজ হয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। তিনি ৮ই যিলহাজ্জ মক্কায় উপনীত হন এবং আবূ ত্বহির ৯ই যিলহাজ্জ মক্কায় উপনীত হয়ে হাজীদের হত্যা করে যমযম কূপে তাদের লাশ নিক্ষেপ করতে থাকে, হাজরে আসওয়াদ লৌহ মুদগর দিয়ে টুকরো টুকরো করে এগার দিন পর্যন্ত তা কা‘বার প্রাচীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফেলে রাখে, কা‘বা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে, হাজীদের সর্বস্ব লুট সহ বিশৃঙ্খলা করে।[৫০] ৩২০ হিজরীর সফর (ফেব্রয়ারী/মার্চ) মাসে মুনিস খাদিম মুসেল

---

৪৪. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৪২; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮৬

৪৫. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৫১

৪৬. Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫-৬; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬১; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৩

৪৭. kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮-২৪২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬৩-৪৬৫,৪৬৮; ‘আব্দুল হাই আদ্-দিমাশকী (মৃত ১০৮৯ হিজরী) বলেন, **أنّه قتَلَ مِنْهُم قتْلًا مسرَفًا، وَسَبَي مَنْ إخْتِيَار مَنَ الرِّجَال، وَالنِّسَاء، وَالصِّبْيَان، وَالجمَال** দ্র. kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৪৪,৭৪৯

৪৮. Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮-৪৯; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৩৯

৪৯. Av‘-‘vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫১-৫২; ইব্ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, **فَاقم الحَال وَآل إلَى أنْ إجْتَمَعُوْا عَلَى خَلع المُقتَدِر بِالله وَتَوْلَيْه مُحَمّد بن المُعْتَضِد، فَبَايَعُوْه بِالْخِلَافَةِ وَسَلمُوْاعَلَيْه بهَا، وَلَقَبُوْه القَاهِرِبِالله** দ্র. Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৭৩-৭৪; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৫০৪

৫০. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, **قتَلَ الحجيْج فِيْ المَسْجد الحَرَام قتْلًا ذَرِيْعًا، وَطَرَحَ القتْلَى فِي بئْر زَمْزَم، وَضَرَبَ الحَجْر الأسْوَد بدبُوْس فكَسَّرَه، ثُم أقتَلعه، وَأقامَ بهَا أحَد**

দখল করে এবং খলীফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শাসককে তাড়িয়ে দেয়। মুনিস বাগদাদে আগমণ করে খলীফা মুকতাদিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে খলীফা পরাভূত হন। মুনিসের বাহিনীভূক্ত বার্বার একটি দল খলীফাকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করে শীর দেহচ্যুত করে এবং শীর মুনিসের নিকট হাযির করে।[৫১]

খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্ নিহত হওয়ার পর মুনিস খলীফার ভাই আবূ মানসূর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মু'তাযিদকে সিংহাসনে বসিয়ে কাহির বিল্লাহ্[৫২] (৩২০-৩২২ হিজরী/৯৩২-৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ) উপাধিতে ভূষিত করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন মুকলাহ্ আবূ 'আলী উযীরে 'আযম ও 'আলী ইব্ন বালীক হাজিব পদে নিযুক্ত হন।[৫৩] কাহির বিল্লাহ্ তদীয় হাজিব 'আলী ইব্ন বালীককে সৈন্যদলসহ মুকতাদির পুত্র 'আবদুল-ওয়াহিদ হারূন ইব্ন গরীব মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াকূত ও তার সাথীদের গ্রেফতার করতে প্রেরণ করেন। 'আবদুল-ওয়াহিদ ও তার সাথীরা পত্রের মাধ্যমে খলীফা ও মুনিসের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়। ফলে তারা বাগদাদে ফিরে আসেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ই'আকূতকে খলীফার সঙ্গীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়। এতে উযীরে 'আযম 'আলী ইব্ন মুকলাহ্ সন্তুষ্ট হতে না পেরে খলীফার বিরুদ্ধে মুনিসকে লেলিয়ে দেয়। খলীফাকে একপ্রকার নজরবন্দী করে রাখা হয়। এদিকে মুনিস ও তার সাথীরা (মুহাম্মাদ ইব্ন মুকলাহ্ আবূ 'আলী ও 'আলী ইব্ন বালীক) খলীফাকে পদচ্যুত করে আবূ আহমাদ ইব্ন মুকতাফীকে সিংহাসনে বসাবার প্রস্তুতি গ্রহণে লিপ্ত হলে, সে সংবাদ খলীফার কাছে পৌঁছায়। মুনিসকে খলীফা চাতুর্যের সাথে গ্রেফতার করেন এবং তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে জবাই করে হত্যা করা হয়।[৫৪] পরবর্তীতে মুহম্মাদ ইব্ন ই'আকূতকে হাজিব ও আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন ক্বাসিম ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্‌কে উযীরে 'আযম নিযুক্ত করা

عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ رَحَلُوْا দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; Av'-'vIjvZj-ÔAveÿwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩-৫৪; Av'-'vIjvZj-ÔAveÿwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪

৫১. Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩-৬৪; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; Av'-'vIjvZj-ÔAveÿwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮১

৫২. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ মানসূর। পিতার নাম মু'তাযিদ বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্ন মু'তাযিদ বিল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুওয়াফ্ফাক ত্বলহা ইব্ন মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্ আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। তিনি ফুৎনা নাম্মী জনৈকা ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শারিরীক দিক থেকে মধ্যম আকৃতির, ধানী রং, ইষৎ লাল রংয়ের চুল ও দীর্ঘ নাসিকা বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির, অস্থিরমতি ও পাঁড় মদ্যপ। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, كَانَ أَسْمَرَ مَرْبُوْعًا أَصْهَبَ الشَّعْرِ، طَوِيْلَ الأَنْفِ، فِيْهِ شَرٌّ وَجَبَرُوْتٌ وَطَيْش । তিনি ৩২০ হিজরী সনে খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হন। ৩২২ হিজরী সনে খিলাফাচ্যুত করা হয়। তাঁর চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে উত্তপ্ত শলা ঢুকিয়ে অন্ধ করে দেয়া হয়। একপর্যায়ে তাঁকে ঘরে অন্তরিন করে রাখা হত আবার কখনো ছেড়ে দেয়া হত। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, فَنَمَ الراضِي وَحَبَسَه، فَأَقَامَ إِلَى سَنَة ثَلَاث وَثَلَاثِيْن، ثُمَّ أَطْلَقُوْه وَأَهْمَلُوه এগার বছর পর খলীফা আল-মুস্তাকফীর নির্দেশে তিনি মুক্তি লাভ করেন। অবশেষে ৩৩৯ হিজরীর জমাদাল-উলা (৯৫০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর) মাসে ৫৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Av'-'vIjvZj-ÔAveÿwmq¨vn,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০-০৩; gi¦Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৮-৫১; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, 11k খণ্ড, পৃ. ১৫৪-৫৭; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৭; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২১-২২; Avj-gbZvhg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৩০৫-৩০৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১০; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৮৯-৯০; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮১-৮২; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৯; wmqvi æ AvÕjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৯৮; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৪

৫৩. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; খুদরী বেগ বলেন, بَايَعُوْه وَاِسْتَخْلَفَه مُوْنِس لِنَفْسِهِ وَلِحَاجِبِه بَالِيْق، وَأَخَذُوْا خَطَّه بِذَالِكَ إِسْتَقَرَّت له الخِلَافَة وَبَايَعه النَّاسُ وَاِسْتَوْزَرَ أَبَا عَلِي بن مُقْلَة وإِسْتَحْجَبَ عَلى بن بَلِيْق দ্র. Av'-'vIjvZj-ÔAveÿwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০০

৫৪. আত্-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২১; সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, تَحَيَّلَ الْقَاهِرُ عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ أَمْسَكَهُمْ وَذَبَحَهُم দ্র.ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬; ইব্ন কাছীর বলেন, وُقِعَ بِعَلِي بن بَلْبَقِ فَقتله، ذُبِحَ بَيْنَ يَدَيْه كَمَا تُذْبَح الشَّاة، فَأَخِذَ رَاسُه فِي طَسْطٍ দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৬৮

হয়।[৫৫] ৩২১ হিজরী (আগস্ট ৯৩৩ খ্রি.) সনে আত্মগোপনকারী আহমাদ ইব্ন মুকতাফীকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা হয়। কাহির বিল্লাহ্ তাকে প্রাচীর গেঁথে আটকে দেন।[৫৬] নিহতদের আবাসস্থলসমূহ ধুলিসাৎ করে দেয়া হয়। তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। 'আলী ইব্ন মুকলাহ্ আত্মগোপন করায় তাই তার ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং সঙ্গীদের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠন করা হয়।[৫৭] এতে খলীফা একদিকে তুর্কিদের অসন্তুষ্টি ও অপরদিকে সাজী রক্ষীবাহিনীর রোষাণলে পড়েন। অবশেষে ৩২২ হিজরী/৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সাজী রক্ষীবাহিনীর হাতেই তিনি বন্দী হন। তাঁর চক্ষুদ্বয়ে উত্তপ্ত শলা ঢুকিয়ে অন্ধ করে দেয়া হয়।[৫৮] খলীফা আল-মুকতাদিরের পুত্র আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুকতাদির বিল্লাহ্কে ২৫ বছর বয়সে কারাগার থেকে এনে আর-রাযী বিল্লাহ্[৫৯] (৩২২-৩২৯ হিজরী/৯৩৪-৯৪০ খ্রিস্টাব্দ) উপাধিতে ভূষিত করে সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি 'আলী ইব্ন মুকলাহ্কে উযীরে 'আযম মনোনীত করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ই'আকূতকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। খলীফা রাযী বিল্লাহ্র রাজত্ব বাগদাদ এবং তার চতুষ্পার্শেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোন প্রদেশ থেকেই কোন রাজস্ব আসতো না। সর্বত্র লোকজন স্বাধীন রাজ্যসমূহ গড়ে তুলেছিলো। নির্দিষ্ট হারে কর প্রেরণের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করে, খলীফার দরবার থেকে রাজ্য শাসনের সনদ হাসিল করলেও অঙ্গীকার পূর্ণ করার ক্ষেত্রে গড়িমসি করতো। বুজকাম খলীফার দরবারের সকল সর্দারের উপর টিক্কা দিতে 'আমীরুল-উমারা' খিতাব অর্জন করেন এবং তিনি খলীফার মাথার উপর চেপে বসেন।[৬০] আর-রাযী বিল্লাহ্ নামে মাত্র খলীফা ছিলেন, যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব আমীরুল-উমারার উপর অর্পন করে উযীরের

---

৫৫. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৯

৫৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, **طَيَّنَ عَلَى اِبْنِ الْمُكْتَفِي بَيْنَ حِيْطَيْنِ** দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৫৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, **وَأَمَّا اِبْنُ مُقْلَةَ فَاخْتَفَي، فَأَحْرَقَت دَارَه، وَنَهَبَت دَوْرَ الْمُخَالِفِيْنَ** দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৫৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২; মাহমূদ শাকির বলেন, **حَبَسَ حَتى عَام ٣٣٣ ثُمَّ أَطْلَقَ سَرَحَه، وَبَقِي حَتَّى مَاتَ عَامَ ٣٣٩** দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২২; মুহাম্মাদ ইস্পাহানী বলেন, **كَانَ سَبَبُ خَلْع الْقَاهِر سُوْء سِيْرَتِه، وَسَفْكَه الدِّمَاء، فَامْتَنَعَ مِنَ الخَلع، فَسَمَلُوْا عَيْنَه حَتَّى سَالَتَا عَلَى خَدْيه** -দুশ্চরিত্র ও রক্ত ঝরানোর প্রতি অসম্ভব নেশার কারণে কাহিরকে অপসারণ করা হয়। তিনি পদচ্যুত হতে অসম্মতি জানালে, তাঁর চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলা হয়। দ্র.ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

৫৯. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম মুকতাদির বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুকতাদির বিল্লাহ্ জা'ফর ইব্ন মু'তাযিদ বিল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুওয়াফ্ফাক ত্বলহা ইব্ন মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্ আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। তিনি ২৯৭ হিজরী (৯০৯-১০ খ্রি.) সনে যলুম নাম্মী জনৈকা রোমান ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শারিরীক দিক থেকে বেঁটে ও কৃশকায় ও লম্বা চেহারার অধিকারী ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, **كَانَ أَسْمَرَ قَصِيْرًا نَحِيْفًا فِيْ وَجْهِهِ طُوْلٌ** । তিনি ৩২০ হিজরী সনেই খিলাফাতের দাবিদার ছিলেন, কিন্তু মুনিস কাহির বিল্লাহ্কে সিংহাসনে আসীন করান। কাহির বিল্লাহ্ খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। ৩২২ হিজরীতে কাহির বিল্লাহ্র পদচ্যুতির পর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং খিলাফাতে আসীন হন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, **فَنْدمَ كَانَ سَمْحًا، كَرِيْمًا، أَدِيْبًا، شَاعِرًا، فَصِيْحًا، مُحِبًّا لِلْعُلَمَاء** -তিনি দানশীল, জ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, বাগ্মী ও 'উলামা প্রিয় ছিলেন। অবশেষে ৩২৯ হিজরীর রবী'উল-আউয়াল (৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর) মাসে শেথরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩১ বছর ৬ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪-০৬; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৭-৬১; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৬; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯; Avj-gbZvhg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ.৩৩৫-৩৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৮১-৮২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১৩; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৯২-২৯৩; Avb-bRgh-hvnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩-৮৪; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯-১১; wmqvi æ AvÔjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৪; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৩-২৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২০

৬০. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৪; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, **فَأَكْرَمَه الرَّاضِي وَرَفَعَ مَنْزِلَتَه وَلَقَبَه أَمِيْرُ الأُمَرَاء، وَقَلَّدَه إِمَارة بَغْدَاد وخُرَسَان** - তিনি তাকে সম্মান ও মর্যাদা দানের পর 'আমীরুল-উমারা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর তাকে বাগদাদ ও খুরাসানের আমীর নিযুক্ত করেন। দ্র.ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

কর্তৃত্বও ক্ষর্ব করা হয়। উযীর শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ দিন গুলোতে দরবারে উপস্থিত থেকে দরবারের শোভা বর্ধন করতেন। রাষ্ট্রিয় কর্মকাণ্ডে তার কোন গুরুত্ব ছিলো না।[৬১] এককথায় বলা যায়, তিনি স্বাধীনচেতা শাসক না হয়ে, আমীরুল-উমারার হাতে ক্রীড়নক ও পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। অর্থনৈতিক ভিত্তি এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, খলীফা নিজের ভাতা গ্রহণ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভাতা প্রদানে অক্ষম হয়ে পড়েন। অবশেষে কয়েক মাস কম সাত বছর সিংহাসনে থাকার পর উদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩২৯ হিজরীর রবী'উল-আউয়াল (ডিসেম্বর ৯৪০ খ্রি.) মাসের ১৬ তারীখ শনিবার রাতে ইন্তিকাল করেন।[৬২] এ সংবাদ অবগত হয়ে, ইয়াহকাম তার সচিবকে ইব্রাহীম ইব্ন মু'তাযিদকে খলীফা নির্বাচিত করার নির্দেশ লিখে পাঠান। সে মতে ইব্রাহীম ইব্ন মু'তাযিদ বিল্লাহ্কে মুত্তাকী লিল্লাহ্[৬৩] উপাধিতে ভূষিত করে ৩২৯ হিজরী ২৯শে রবী'উল-আউয়াল (জানুয়ারী ৯৪১ খ্রি.) মাসে ৩৪ বছর বয়সে সিংহাসনে বসানো হয়।[৬৪] ৩২৯ হিজরীর শা'বান (মে ৯৪১ খ্রি.) মাসে আবূ 'আবদুল্লাহ্ বুরায়দী বসরা থেকে সসৈন্য বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করে। মুত্তাকী লিল্লাহ্ তাকে ফিরে যাওয়ার জন্য লিখে পাঠান। সে তাতে সম্মত না হলে খলীফা তার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। সৈন্যবাহিনী তার মুকাবালা না করে পালিয়ে যায়। বুরায়দী বাগদাদে প্রবেশ করে খলীফার নিকট পাঁচ লাখ দীনার তলব করে, অন্যথায় তাঁকে পদচ্যুত করে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। খলীফা কালবিলম্ব না করে এ অর্থ পাঠিয়ে দেন। চব্বিশ দিন পর ৩২৯ হিজরীর রমাযান (জুন ৯৪৩ হিজরী) মাসে বুরায়দীর বাহিনী বেতন ভাতা না পাওয়ায় বিদ্রোহ করে। বুরায়দী পালিয়ে ওয়াসিতে চলে যায়। বুরায়দীর প্রস্থানের পর কুর্তগীন নামক একজন সর্দার খলীফা ও তার দরবারের উপর চেপে বসে। সে 'আমীরুল-উমারা'র খিতাব লাভ করে।[৬৫] এ সময় তুর্কীদের ছাড়াও দায়লামীদের একটি বড় দলও মওজুদ ছিল। বুজকামের সময় থেকে

---

৬১. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৪; ইব্ন কাছীর (মৃত হিজরী) বলেন, ضَعُفَ أَمْرُ الْخِلَافَةِ جِدًّا حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيْفَةِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ وَلَا وَزِيْرٌ أَيْضًا، وَإِنَّمَا يَكُوْنُ لَهُ كَاتِبٌ عَلَى أَقْطَاعِهِ فَقَطْ দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৬৮

৬২. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১; মাহমূদ শাকির বলেন, مَاتَ خَلِيْفَةُ الرَّاضِى عَامَ ٣٢٩ وَعُمْرُه إِثْنَتَانِ وَثَلَاثُوْنَ سَنَة، وَكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِه سَبْعَ سَنَوَاتٍ تَقْرِيْبًا দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৪

৬৩. তাঁর প্রকৃত নাম ইব্রাহীম। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম মুকতাদির বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুকতাদির বিল্লাহ্ জা'ফর ইব্ন মু'তাযিদ বিল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুওয়াফ্ফাক ত্বলহা ইব্ন মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ্ আল-হাশিমী আল-'আব্বাসী আল-বাগদাদী। তিনি খলূব নাম্মী জনৈকা ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা বাঁদী ছিলেন, কিন্তু তিনি বাঁদীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তিনি কথার খিলাফ করতেন না। ২৬ বৎসর বয়সে ২১ রবী'উল-আওয়াল, ৩২৯ হিজরী/ ২৪ ডিসেম্বর, ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই আর-রাযী বিল্লাহ্ মৃত্যুর পর তিনি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি সিংহাসনে আরোহনের আগে ও পরে কখনো মদ সেবন করেন নি। তিনি অধিক পরিমানে কুর'আন তিলাওয়াত করতেন। মাহমূদ শাকির বলেন, لَمْ يَشْرِبْ مِسْكَرًا لَا مِنْ قَبْلِ وَلَا مِنْ بَعْدِ، كَانَ كَثِيْرُ التِّلَاوَةِ لِلْقُرْآنِ। আর-রাযী বিল্লাহ্র মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পাঁচ দিন সময় লাগে। পবিত্র কুর'আনকে আল-মুত্তাকীর নিত্য সংগী ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে তিনি (আল-মুত্তাকী) তাঁর ধর্মপরায়ণতার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ চার বছর খিলাফাতে অধিষ্ঠিত থাকার পর ৩৩৩ হিজরী/৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে পদচ্যুত করে, চোখে শলা ঢুকিয়ে চোখ অন্ধ করে দেয়া হয়। তাঁকে জাযিরায় অন্তরীণ করে রাখা হয়। দীর্ঘ পঁচিশ বছর এ দুর্গতি ভোগ করার পর ৩৫৭ হিজরী/ ৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

দ্র. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২-১৩; gi֮Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭৩; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩২৪-২৫; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫২-৫৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৩-৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৩১-৩২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩২; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৫-২৬; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১১-১২; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১-১৩; wmqviæ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০৪-১১; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৭৩৩-৩৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৫৮

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৪; মাহমূদ শাকির বলেন, بُوْيِعَ بِخِلَافَةِ بَعْدَ وَفَاةِ أَخِيْهِ الرَّاضِى، وَعُمْرُه أَرْبَع وَّثَلَاثُوْنَ سَنَة দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৫

৬৫. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৫; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, قُتِلَ بُجْكَم التُّرْكِي، فَوَلِي إمرة الأمْرَاء مَكَانَه كُوْرتِكِيْن الدَّيْلَمِي، وَأَخَذَ المُتَّقِي حَوَاصِل بُجْكَم الَّتِي كَانَت بِبَغْدَاد -বুজকিম তুর্কী নিহত

দায়লামীদের প্রভাব বাগদাদে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দায়লামীরা কুর্তগীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তুর্কী ও দায়লামীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, কিন্তু তাতেও কুর্তগীনের প্রভাব অব্যাহত থাকে। এ সংবাদ শুনে শামদেশে ক্ষমতাসীন মুহাম্মাদ ইব্ন রাইক নিজে 'আমীরুল-উমারা' পদ দখলের উদ্দ্যেশে শাম থেকে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। কুর্তগীন বাগদাদ থেকে বের হয়ে তার মুকাবালা করেন। ইব্ন রাইক বলপূর্বক বাগদাদে প্রবেশ করেন। কুর্তগীন ধৃত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। খলীফা ইব্ন রাইককে 'আমীরুল-উমারা' পদে অধিষ্ঠিত করেন।[৬৬] মুহাম্মাদ ইব্ন রাইক আবূ 'আবদুল্লাহ্ বুরায়দীর নিকট থেকে বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করেন। ৩৩০ হিজরীর রবি'উছ্-ছানী (জানুয়ারী ৯৪২ খ্রি.) মাসে ইব্ন বুরায়দী বাগদাদ আক্রমণ করে। ইব্ন রাইক যুদ্ধে পরাস্ত হন। বুরায়দীর বাহিনীতে তুর্কী ও দায়লামীরা যুক্ত ছিলো। তারা শহরে প্রবেশ করেই লুটপাট শুরু করে দেয়। খলীফা ইব্ন রাইক ও স্বীয় পুত্র আবূ মানসূরসহ মুসেলে পালিয়ে যান। খলীফার প্রাসাদসহ বাগদাদবাসীদের বাড়ীঘরে লুটপাট হয়।[৬৭] এ লুটপাটে কিছু কারামাতী এসেও অংশগ্রহণ করে। শহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণ সীমাহীন বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন। মুসেলের শাসনকর্তা ছিলেন নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন হামদান। খলীফা সেখানে পৌঁছতেই তিনি শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। খলীফা এবং ইব্ন রাইক তাঁকে সান্তনা ও অভয় দিয়ে ফিরিয়ে আনেন। নাসিরুদ্দৌলা ইব্ন রাইককে হত্যা করে ফেলেন।[৬৮] খলীফা হাসান ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামদানকে নাসিরুদ্দৌলা খেতাবে ভূষিত করে 'আমীরুল উমারা' পদ প্রদান করেন এবং নাসিরুদ্দৌলার ভাই আবুল হুসাইনকে সাইফুদ্দৌলা খিতাবে অভিহিত করেন।[৬৯] মুসেল থেকে ফৌজ নিয়ে নাসিরুদ্দৌলা ও খলীফা বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়েন। বাগদাদে অবস্থানরত দখলদার ইব্ন বুরায়দী তাঁদের মুকাবিলা করে পরাস্ত হয়। অতপর ৩৩০ হিজরীর শাওয়াল (জুন ৯৪২ খ্রি.) মাসে ইব্ন বুরায়দীর এ পরাজয়ের পর নাসিরুদ্দৌলা খলীফাসহ বাগদাদে প্রবেশ করেন।[৭০] ৩৩১ হিজরীতে (৯৪৩ খ্রি.) তূযূন ও খলীফার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বৈরীতা সৃষ্টি হয়। ফলে নাসিরুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা দীর্ঘ এগার মাস অবস্থান করার পর মুসেলে চলে যেতে বাধ্য হন। তুর্কী সেনাপতি তূযূন বাগদাদে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দখল প্রতিষ্ঠা করে। খলীফা তাকে 'আমীরুল উমারা' খিতাব প্রদানে বাধ্য হন।[৭১] ৩৩২ হিজরীর মুহার্‌রাম (সেপ্টেম্বর ৯৪৩ খ্রি.) মাসে আবূ জা'ফর ইব্ন শিরযাদ বাগদাদে প্রবেশ করে। এ সময় তূযূন ওয়াসিতে অবস্থান করায় খলীফা ভীত হয়ে বাগদাদ থেকে মুসেলে পালিয়ে যান। তূযূন ও আবূ জা'ফর মিলে মুসেল আক্রমণ করেন। নাসিরুদ্দৌলা ও সাইফুদ্দৌলা ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে খলীফাকে নিয়ে নাসীবায়নের দিকে চলে যান। নসীবায়ন থেকে খলীফা মুত্তাকী লিল্লাহ্ রিক্কায় আগমন করেন এবং সেখান থেকে তূযূনকে পত্র লিখেন। তূযূন বানূ হামদানের সাথে সন্ধি করে বাগদাদে ফিরে

হওয়ার পর তার স্থানে কূর্তকীন আদ-দায়লামীকে আমীরুল উমারা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বুজকাম বাগদাদে যে সম্পদ ছিল তা মুত্তাকী ক্রোক করে নেন। দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

৬৬. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৫; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৫; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, **ثُمَّ فِيْ هَذَا العَامِ ظَهَرَ إِبْنُ رَائِق، فقاتَلَ كُوْرتكِيْن ببغْدَاد، فَهَزَمَ كُوْرتكِيْن وَإِخْتَفى، وَوَلِّي إِبْنُ رَائِق إمرة الأمْرَاء مَكَانَه** - এ বছরে ইব্ন রাইক আক্রমণ করেন। কূর্তকিন প্রতিহত করতে গিয়ে পরাজিত হওয়ার লজ্জায় আত্নগোপন করলে ইব্ন রাইক তার স্থলে আমীরুল উমারা হন। দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

৬৭. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৫-৮৬; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

৬৮. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৫; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

৬৯. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬ মাহমূদ শাকির বলেন, **وَلِّي الخَلِيْفَة الحَسَن بن عَبْدُ الله بن حَمْدَان إمْرَة الأمَرَاء، وَلَقَّبَه نَصِيْرالدَّوْلَة، وَلَقَّبَ أخَاه عَلى سَيْف الدَّوْلَة** দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৫; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬

৭০. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৫-২৬; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

৭১. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, **فَدَخَلَ تُوْزُون بَغْدَاد فِيْ رَمَضَان فَخَلَعَ عَلَيْه المُتَّقِيْ، وَوَلَاه أمِيْرُ الأمَرَاء** -তূযূন রমাযান মাসে বাগদাদে আসেন। খলীফা মুত্তাকী তাকে আমীরুল উমারা খিতাব দেন। ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩

আসেন। খলীফা বানূ হামদানসহ রিক্কায় থেকে যান। ৩৩২ হিজরীর যিলক'দাহ্ (জুলাই ৯৪৪ খ্রি.) মাসে আহওয়ায নিয়ন্ত্রণকারী শাসক মু'ইজুদ্দৌলা আহমাদ ইব্ন বুওয়াইয়া ওয়াসিতের উপর হামলা করেন। তূযূন মুসেল থেকে ফিরে এসে তাঁর মুকাবিলা করেন। এতে প্রথমবার ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বারে মু'ইজুদ্দৌলা ওয়াসিত দখল করেন।[৭২] ৩৩২ হিজরীর (আগোস্ট ৯৪৪ খ্রি.) শেষ দিকে খলীফা মুত্তাকী রিক্কায় বানূ হামদানে অবস্থান কালে পারস্পরিক মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। খলীফা বাগদাদে তূযূনের কাছে ও মিসরের আখশাদ ইব্ন মুহাম্মাদ তাকাজের/ইখশীদী মুহাম্মাদ ইব্ন তুগজ-এর কাছে নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি লিখেন।[৭৩] ৩৩৩ হিজরীর ১৫ মুহার্‌রাম (৮ই সেপ্টেম্বর ৯৪৪ হিজরী) মাসে আখশাদ রিক্কায় খলীফার খিদমাতে উপস্থিত হন এবং বাগদাদ থেকে রাজধানী মিসরে স্থানান্তরের অনুরোধ জানান। খলীফা এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে আখশাদ মিসরে ফিরে যান।[৭৪] ইতিমধ্যে বাগদাদ থেকে খলীফা ও তাঁর উযীরে 'আযম ইব্ন শিরযাদের নিরাপত্তা দেয়ার ঘোষণা সম্বলিত তুর্কী সেনাপতি তূযূনের একটি পত্র আসে। খলীফা এ পত্র পেয়েই ৩৩৩ হিজরীর মুহার্‌রাম (২৩ সেপ্টেম্বর ৯৪৪ হিজরী) মাসের শেষ দিকে বাগদাদে গমণ করেন। তূযূন সুন্দিয়া নামক স্থানে অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং আপন তাঁবুতে নিয়ে যান। তূযূনের সঙ্গীরা খলীফার অনুগামীদের সম্পদ লুন্টন করে ও খলীফার চক্ষুদ্বয়ে উত্তপ্ত শলা ঢুকিয়ে অন্ধ করে জাযিরায় অন্তরীণ করে রাখে।[৭৫] পঁচিশ বছর এ দুর্গতি ভোগ করে ৩৫৭ হিজরীতে (৯৬৮ খ্রি.) মৃত্যু মুখে পতিত হন।[৭৬]

৩৩৩ হিজরী সফর (অক্টোবর ৯৪৪ খ্রি.) মাসে আবুল ক্বাসিম 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ্‌কে মুসতাকফী বিল্লাহ্[৭৭] খিতাবে ভূষিত করে সিংহাসনে বসানো হয়। এ সময় আবুল ক্বাসিম ফযল ইব্ন মুকতাদির বিল্লাহ্‌ও খিলাফাতের দাবিদার ছিলেন। তিনি আত্মগোপন করেন। মুসতাকফী অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়েও তাঁর কোন

---

৭২. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬

৭৩. wmqvi‡ Av'jvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০৯-১০; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬

৭৪. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৬

৭৫. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, **قلما نزل قَبَضَ عَلَيْه وَعَلى إبن مُقلّة وَمَنْ مَعَه، ثُمَّ كَحَلَ الخَلِيْفَةُ وَأدْخَلَ بَغْدَاد مَسْمُوْل العَيْنَيْن** - তূযূন খলীফা এবং মুকালা যে খলীফার সাথে ছিল দু'জনকেই বন্দী করে এবং খলীফার চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলে তাকে বাগদাদে পৌঁছে দেয়। দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩

৭৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৮৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, **تُوَفِّيَ المُتَّقِي فِي السِّجْن بَعْد كَحْلِه بدَهْرٍوَذَالِكَ فِيْ شَعْبَانَ سَنَة سَبْعٍ وَّخَمْسِيْن وَثَلَاثُ مِئَة** দ্র. wmqvi‡ Av'jvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১১

৭৭. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবুল ক্বাসিম। পিতার নাম মুকতাফী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল ক্বাসিম 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুকতাফী 'আলী ইব্নুল মু'তাদিদ আল-'আব্বাসী। তিনি ইমলাহুন্-নাস নাম্মী জনৈকা ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, **كَانَ رَبْعَ القَامَة مَلِيْحًا، مُعْتَدِل الْبَدَن، أبْيَض بحَمْرة، خَفِيْف العَارِضِيْن** । তিনি ৪১ বছর বয়সে ৩৩৩ হিজরী সফর/সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফাতে আসীন হন। 'ইরাকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই নূতন শাসকের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল না। খলীফাগণ তুর্কী বাহিনীর হতে ক্রীড়নক সরকার মাত্র ছিলেন, যাদের মাত্রাহীন অনাচার, অত্যাচার এবং সেই সংগে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের শুণ্যতা বাগদাদের জনসাধারণকে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক দূর্দশা ও দুর্ভিক্ষের মুখে নিক্ষেপ করে। তিনি অতিশয় আসক্ত, একজন নাবীয পানকারী এবং বাগদাদ আয়্যারুনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশিষ্ট একজন ব্যক্তিত্বরূপে পেয়েছি। তাঁকে ৮ জুমাদিউল-আখার, ৩৩৪ হিজরী/ জানুয়ারী, ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত ও অন্ধ করে দেয়া হয়। অতপর রবী'উল আওয়াল, ৩৩৮ হিজরী/সেপ্টেম্বর, ৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কারাগারে বন্দী অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬-১৮; gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮২-৮৩; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৪৯-৫১; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭-৮৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৪০-৪২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩০৫-০৬; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬-২৭; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-১৫; wmqvi‡ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১১-১৩; Bmjvgx wek‡KvI, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮১

সন্ধান পাননি। মুসতাকফীর গোটা শাসনামলই তিনি আত্মগোপন অবস্থায় কাটিয়ে দেন। তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাসগৃহ ধুলিসাৎ করে দেয়া হয়।[৭৮] খলীফার সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য 'আমীরুল উমারা' তূযূনের একজন প্রতিনিধি সার্বক্ষনিক খলীফার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো।[৭৯] ৩৩৪ হিজরী (৯৪৫ খ্রি.) সনে তূযূন ইন্তিকাল করেন। তার ইন্তিকালের পর আবূ জা'ফর ইব্ন শীরযাদ 'আমীরুল উমারা' মনোনীত হন। ইব্ন শীরযাদ ক্ষমতা হাতে পেয়েই নির্বিচারে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করতে শুরু করেন। রাজকোষ অচিরেই কপর্দকশুন্য হয়ে পড়লো। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটলো। কিছুদিনের মধ্যে বাগদাদে চুরি-ডাকাতির প্রকোপ এতই বৃদ্ধি পেল যে, লোকজন শহর ছেড়ে দেশান্তরীত হতে শুরু করলো।[৮০]

বাগদাদের এ চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বাগদাদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থানরত মু'ইজ্জুদ্দৌলা নির্বিবাদে বাগদাদ দখল করে খলীফার খিদমাতে উপস্থিত হন। খলীফা তাঁকে মু'ইজ্জুদ্দৌলা খিতাব প্রদান করেন। মু'ইজ্জুদ্দৌলা নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেন এবং অত্যন্ত দাপটের সাথে বাগদাদে রাজত্ব চালান। কয়েকদিন পর মু'ইজ্জুদ্দৌলা জানতে পারেন যে, খলীফা মুসতাকফী তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ৩৩৪ হিজরীর জুমাদিউল-আখিরা (জানুয়ারী ৯৪৬ খ্রি.) মু'ইজ্জুদ্দৌলা প্রকাশ্য দরবারে দায়লামীদেরকে ইঙ্গিত করলেন। তারা খলীফার দিকে অগ্রসর হলে খলীফা ভেবেছিলেন তারা তাঁর হস্তচুম্বনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে, তিনি সরল মনে হাত বাড়িয়ে দিতেই তারা সে হাত ধরে খলীফাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামায় এবং প্রকাশ্য দরবারে তাঁকে গেফতার করে। এ সময় তাঁর চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলা হয় এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।[৮১] ৩৩৮ হিজরীতে (৯৪৯-৫০) অন্তরীণ অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন।[৮২]

মু'ইজ্জুদ্দৌলা আবুল ক্বাসিম ফযল ইব্ন মুকতাদিরকে তলব করে মুতী' লিল্লাহ্[৮৩] উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে প্রথাগত বায়'আত অনুষ্ঠান করেন এবং দৈনিক তিনি একশ দীনার তাঁর ভাতা নির্ধারণ করে দেন।[৮৪] মুতী' লিল্লাহ্কে

---

৭৮. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭

৭৯. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৬১-১৬২; Avb-bRgh-hvwniv,প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬; আল মাস'উদী إسْتَخْلَفَ المُسْتَكْفِيْ ضَمَّ إلَيْه تُوْزُوْنُ غُلَامًا تُرْكِيًا مِنْ غِلْمَانِهِ يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْه দ্র. gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৪

৮০. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭

৮১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৮৯; Av'-'vIjvZj-ÔAveŸvwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪2৬; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-১৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৬৩; মাহমূদ শাকির বলেন, إنْتَزَعَهُ بَعْضُ جُنُوْدِ مُعِضُ الدَّوْلَة مِنْ سَرِيْرِه وَجَرُّوْه، ثُمَّ نَهَبَ الجُنْدُ دَارَ الْخِلَافَةِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيْهَا شَيْء. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৭

৮২. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৮৯; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-১৫; Avb-bRgh-hvwniv,প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৯; ; মাহমূদ শাকির বলেন, إنْتَز سُجِنَ إلَى أنْ مَاتَ سَنَة ثَمَان وَثَلَاثِيْنَ وَثَلَاثُمِئَة. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১২৭

৮৩. তাঁর প্রকৃত নাম আল-ফযল। উপনাম আবুল ক্বাসিম। পিতার নাম মুকতাদির বিল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবুল ক্বাসিম আল-ফযল ইব্নুল মুকতাদির জা'ফর ইব্নুল মু'তাদিদ আহমাদ ইব্নুল মুওয়াফ্ফাক আল-'আব্বাসী। তিনি ১৩১ হিজরী সনে মাশগালাহ্ নামক ক্রিতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জুমাদিউল-আখির বা শা'বান, ৩৩৪ হিজরী/জানুয়ারী বা মার্চ, ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে খলীফার পদে আসীন হন। এ বছর বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেয়। লোকেরা মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে এবং পশুর বিষ্টা খেয়ে জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। ক্ষুধার জ্বালায় অনেকে পথের ধারে মরে থাকত। জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য কুকুরের গোশত খেত, রুটি, জমি ও বাগান বিক্রয় হতো। ইব্ন কাছীর (মৃত হিজরী) বলেন, يَأكُلُ كَثِيْرًا مِنْهُم الكِلَاب، وَبِيْعَت الدُّوَر والعَقَارُ بِالْخُبْزِ ৩৬৩ হিজরীতে (অক্টোবর, ৯৭৩ থেকে সেপ্টেম্বর, ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) খলীফা মুতী' লিল্লাহ্র নাম খুতবা থেকে বাদ দেয়া হয়। এমনকি এক পর্যায়ে তাঁর বেতন ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়। অগত্যা আপন গৃহসামগ্রী বিক্রি করে খলীফাকে ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। ৩৬৩ হিজরীতে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর কথার মধ্যে জড়তা সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি একই বছর তদ্বীয় পুত্র তা'ই লিল্লাহ্র উপর খিলাফাতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি দীর্ঘ ২৯ বছর কয়েক মাস খিলাফাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, كَانَ المُطِيْع وَإِبْنُه مُسْتَضْعَفِيْنَ مَعَ بُوَيْه، وَلَمْ يَزَلْ أمْرالْخُلَفَاء فِيْ ضَعْفِ إلَى أنْ أسْتَخْلَفَ المُقْتَفِي لله - মুতী' ও তাঁর ছেলে বনী বুওয়ার হাতে খেলার তাসে পরিণত হয়েছিল। মুকতাফী লিল্লাহ্ খলীফা হওয়া পর্যন্ত দুর্বল অবস্থা বিরাজ করছিল। পদচ্যুত হওয়ার পর তাঁর খিতাব হয় শায়খুল ফাদিল। তিনি মুহার্রাম, ৩৬৪ হিজরী/ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

৩৩৪ হিজরী/৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসানো হয়। মু'ইজ্জুদ্দৌলা খলীফার উযীর রূপে আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ মাহবালীকে নিযুক্ত করেন। নাসিরুদ্দৌলা যখন এভাবে মুইজ্জুদ্দৌলার বাগদাদের ক্ষমতা দখলের সংবাদ অবগত হলেন, তখন তিনি মুসেল থেকে সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং ৩৩৪ হিজরীর শা'বান (এপ্রিল ৯৪৬ খ্রি.) মাসে সামার্‌রাতে উপনিত হন। তাকে প্রতিহত করতে মু'ইজ্জুদ্দৌলা, খলীফা মুতী' লিল্লাহ্ সহ একটি বাহিনী বাগদাদ থেকে সামার্‌রার দিকে অগ্রসর হয়। পারস্পরিক যুদ্ধে মু'ইজ্জুদ্দৌলা পরাস্ত হয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন। মু'ইজ্জুদ্দৌলা ও মুতী' লিল্লাহ্ পশ্চিম বাগদাদে ওঠেন, আর নাসিরুদ্দৌলা পূর্ব বাগদাদে অবস্থান নেন। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি হয়। মু'ইজ্জুদ্দৌলা তাঁর পৌত্রীর সাথে নাসিরুদ্দৌলার পুত্রের বিবাহ দেন। নাসিরুদ্দৌলা আবার মুসেলে ফিরে যান।[৮৫] ৩৩৫ হিজরীতে (৯৪৬-৪৭) আবুল ক্বাসিম বুরায়দী বসরায় মু'ইজ্জুদ্দৌলার বিরুদ্ধে পতাকা উত্তোলন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।[৮৬] ৩৩৬ হিজরীতে (৯৪৭ খ্রি.) মু'ইজ্জুদ্দৌলা খলীফা মুতী'কে সাথে নিয়ে বসরা আক্রমণ করেন। আবুল ক্বাসিমের বাহিনী পরাস্ত হয়। মু'ইজ্জুদ্দৌলা বসরা দখল করে আবূ জা'ফর সুহায়রীকে সেখানে রেখে খলীফাকে নিয়ে বাগদাদে চলে আসেন।[৮৭] ৩৩৭ হিজরীতে (৯৪৮-৪৯) মু'ইজ্জুদ্দৌলা মুসেলের ওয়ালী নাসিরুদ্দৌলার উপর আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সন্ধির শর্ত ছিল যে, নাসিরুদ্দৌলা যথারীতি খারাজ বা রাজস্ব প্রেরণ করবেন এবং খুতবায় মু'ইজ্জুদ্দৌলা, রুকনুদ্দৌলা ও ইমামুদ্দৌলা ভ্রাতৃত্রয়ের নাম উচ্চারণ করবেন।[৮৮] ৩৩৮ হিজরীতে (৯৪৯-৫০ খ্রি.) মু'ইজ্জুদ্দৌলা তার সহোদরা রুকনুদ্দৌলাকে নিজের সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেন।[৮৯] ৩৪৭ হিজরীতে (এপ্রিল ৯৫৭-৫৮ খ্রি.) মুসেল থেকে খারাজ প্রেরণে বিলম্ব হওয়ায় মু'ইজ্জুদ্দৌলা মুসেলে আক্রমণ করে মুসেল অধিকার করেন। মু'ইজ্জুদ্দৌলা তার প্রধান হাজিব সবুক্তগীনকে মুসেলে রেখে বাগদাদে ফিরে যান। নাসিরুদ্দৌলা সেখান থেকে আলেপ্পোতে তার ভাই সাইফুদ্দৌলার কাছে চলে যান। সাইফুদ্দৌলা সন্ধি প্রস্তাব সংবলিত একটি চিঠি মু'ইজ্জুদ্দৌলাকে পাঠান।[৯০] ৩৪৮ হিজরী মুহার্‌রাম (মার্চ-এপ্রিল ৯৫৯

দ্র. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭-২৮; gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৬-৯৭; ZvixLZ-Zevix, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৫-৫৬; Avj-Kvwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৪৬-৪৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৬৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৪৬; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩০৭-০৮; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.১৪৭-৪৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮-২৯; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫-১৭; wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৫; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjvgx wek‡KvI, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৮৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭-৮৮

৮৪. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, **فلما قَرَّرَ لَهُ مُعِزُّ الدَّوْلَةَ كُلَّ يَوْمٍ نَفْقَةَ مِائَةَ دِيْنَارٍ** - মু'ইজ্জুদ্দৌলা দৈনিক ভাতা হিসেবে একশ দীনার খলীফার জন্য নির্ধারণ করে দেন। দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

৮৫. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৬৯; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯; Avb-bRgh-hvwnivn্, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০

৮৬. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯; Avj-we'vqvn্ ওয়ান্-নিহায়াহ্, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৮৭; Avb-bRgh-hvwnivn্,প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬

৮৭. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫; সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯-৪৯০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.১৯৪; Avb-bRgh-hvwnivn্, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০

৮৮. Avb-bRgh-hvwnivn্, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪০-৪১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৯৭

৮৯. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮-৮৯; wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৫; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২০০; Avb-bRgh-hvwnivn্, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. 342

৯০. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.২৩৪; Avb-bRgh-hvwnivn্, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৩

খ্রি.) মাসে চুক্তিপত্র লিখিত হয় এবং মু‘ইজ্জুদ্দৌলা ইরাকের দিকে ফিরে আসেন।[৯১] এভাবে মুতী‘ বিল্লাহ্ শাসন চলতে থাকে যেখানে খলীফার কোন ক্ষমতাই ছিলনা। মু‘ইজ্জুদ্দৌলা হাতেই ছিল সর্বময় ক্ষমতা। আর এই খলীফার সময়ে ৩৫৪ হিজরীতে ইব্ন হিব্বান (র.) ইন্তিকাল করেন।

---

৯১. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.২৩৭; Avb-bRgh-hwwn ivn,প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সামাজিক অবস্থা

মানুষ সামাজিক জীব।[৯২] বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির সমাহারই সমাজ।[৯৩] সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে।[৯৪] ইব্নুল জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) বলেন, 'আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর লোকদের বসবাস ছিল, 'আরবী, পারসিক, তুর্কী, নিবতী, আর্মেনীয়, জার্কাস, কুর্দী, জার্জিয়ানী ও বার্বার প্রভৃতি।[৯৫] উমাইয়া শাসনামলে প্রশাসনিক ও সামাজিক উভয়ক্ষেত্রে 'আরবদের প্রাধান্য ছিল বেশী। প্রশাসনের কোন ক্ষেত্রেই অনারবদের কর্তৃত্ব ছিল না।[৯৬] 'আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম দিকে খুরাসানীদের প্রাধান্য ছিল বেশি। প্রথম আবুল 'আব্বাস আস-সাফফাহ্ এর মন্ত্রী ছিলেন খালিদ বারমাকী। খালিদের ইন্তিকালের পর তার পুত্র ইয়াহ্ইয়া বারমাকী আযারবাইযানের গভর্নর নিযুক্ত হন। এমন কি তারা 'আব্বাসীয় খিলাফাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৯৭]

এমন সামাজিক পরিস্থিতিতেই (২৭০-৩৫৪ হিজরী) আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান জন্মগ্রহণ করেন। আর এ যুগেই 'আরব জাতির জীবন যাত্রার মান বিবেচনায় জনগণকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমত: খাসসা বা বিশেষ শ্রেণী বা অভিজাত শ্রেণী। এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন খলীফার পরিবার, আত্মীয় স্বজন, উযীর, সেনাপতি ও রাজকীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য বাবুল খাসসা নামে বিশেষ ফটক ছিল, যে ফটক দিয়ে তারা খলীফার সাথে সাক্ষাত করতো। তাদের জন্য ছিল বিশেষ রান্নাঘর,বিশেষ আস্তাবল ।

দ্বিতীয়ত: 'আম্মা বা সাধারণ শ্রেণী। যাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল 'আলিম, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষিজীবি, সেনাবাহিনী, দাস-দাসী প্রভৃতি। তাদের খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য সাধারণ ফটক, সাধারণ রান্নাঘর ও সাধারণ আস্তাবল ছিল।[৯৮]

'আব্বাসীয় যুগে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সুবিধা বেশি ভোগ করত। তারা নির্বিঘ্নে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতো। কোন কোন খলীফা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ করতেন। তাদের নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করতেন। এমনকি তাদের অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য অনুদান প্রদান করতেন।[৯৯]

---

৯২. Dmj '-'vÔIqvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; ইব্ন খালদুন, إِنَّ الإِجْتِمَاعَ الإِنْسَان ضَرُوْرِيٌّ وَيُعَبِّرُالْحُكَمَاءُ عَنْ هَذَا بِقَوْلِهِمْ أَلْإِنْسَانُ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ أَيْ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الإِجْتِمَاع দ্র. Avj-gKwÏgvZ Beb Lvj'b, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 58

৯৩. Dmj '-'vÔIqvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫; The Social Science Encyclopedia, P.784, *Encyclopedia of Social Science*, P. 225; মোহাম্মদ আমীর হোসেন, mgvR weÁvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩

৯৪. Avj-gKwÏgvZ Beb Lvj'b, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 58; Dmj '- 'vÔIqvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৯৫. মূল 'আরবী,

إِنَّ عَامَّةَ بَغْدَاد كَانُوْا يُؤَلِّفُوْنَ خَلِيْطًا مِنَ العَرَبِ وَالفَرَسِ وَالتُّرْكِ وَالنِّبْطِ وَالأَرْمَنْ وَالجُرْكَس وَالأَكْرَاد وَالكَرْج وَالبَرْبَر

দ্র. ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান, ZvixLj-Bmjvg (বৈরূত: দারুল-জীল, ১৪শ সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৬

৯৬. জুরজী যায়দান, ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx (বৈরূত: দারু মাকতাবাতুল হায়াত, তা.বি,), ১ম খণ্ড, পৃ, ৮২-৮৩

৯৭. মূল 'আরবী,

اول وزراء الرشيد يحيى بن خالد بن برمك و لما كانت اسرة البرامكة من اعظم الاسر تاريخا ـ و كانت وفاة خالدسنة ١٦٣ فى اوائل خلافة المهدى ـ اما يحيى بن خالد و قد اختاره المنصور لولاية اذربيجان -

দ্র. Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-৩০

৯৮. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৬; hûiæj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪

৯৯. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহুদীরা তাদের নেতার কাছে কর জমা দিতো। নেতা সেখান থেকে অর্ধেক রেখে, বাকী অর্ধেক বায়তুল মালে জমা দিত। অপরদিকে খ্রিষ্টানরা তাদের কর সম্পূর্ণ অংশই সরাসরি বায়তুল মালে জমা দিতো। খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিতরীক ধর্মীয় যাজককে গবর্ণরের পদের ন্যায় নিয়োগ দেয়া হতো। তারা ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করতো।[১০০]

এ যুগে মুসলমানগণ শী'আহ, সুন্নী ও বিভিন্ন ধর্মীয় দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার ফলে ইসলামী সমাজ বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এ বিরোধ শুধুমাত্র শী'আ-সুন্নীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং এটি পরবর্তীতে সুন্নীদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। হাম্বালীরা খুব শক্তিশালী ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। তারা ৩১০ হিজরীতে মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-ত্বাবারীকে সমাহিত করতে বাধা সৃষ্টি করে। কারণ তিনি **اختلاف الفقهاء** নামে গ্রন্থ সংকলন করেন যেখানে আহমাদ ইব্ন হাম্বালকে ফকীহগণের আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন নি।[১০১]

খলীফা মুকতাদির বিল্লাহর খিলাফাতকালে ৩১৮ হিজরী হিজরী সনে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী [১০২]

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمُودًا

-"হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাক্বামে মাহমূদে পৌঁছাবেন"-এ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে সুন্নীদের সাথে হাম্বালীদের মত বিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে হাম্বালীরা সুন্নীদের সাথে এ সংক্রান্ত বিরোধের সমাধানকল্পে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।[১০৩]

خلق قرآن প্রশ্নে খলীফা মু'তাসিম বহুসংখ্যক 'আলীম ও জ্ঞানী-গুণীকে নানারূপ কষ্ট দিয়েছেন। এ প্রশ্নে হযরত আহমাদ ইবন হাম্বলকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন চালান ।[১০৪]

খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ **خلق قرآن** প্রশ্নে আহমাদ ইবন নসরকে[১০৫] গ্রেফতার করে নিজ হাতে হত্যা করেন।[১০৬] খলীফা মুতাওয়াক্কিল ধর্মীয় 'আকীদার পার্থক্যের কারণে স্বীয় পুত্র মুনতাসিরের উত্তরাধিকারী বাতিল করে পুত্র মু'তাজুকে উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন।[১০৭]

---

১০০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৪

১০১. Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯

১০২. আল-কুর'আন, ১৭:৭৯

১০৩. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৭; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ.30৪

১০৪. তারীখুল-ই'আকূবী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩০; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭; মাহমূদ শাকির বলেন, **تَابِعَ الْمُعْتَصِمُ مَقالَةَ الْمَأمُوْن فِيْ خَلْقِ الْقُرْأن، وَقد إمْتَحَنَ أَحْمَدْ بن حَنْبَل، رَحِمَهُ الله، فِيْ هَذِهِ الْقَضْيَةِ وَنَالَهُ مَا نَالَه مِنَ الْعَذَابِ** দ্র. AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২০১

১০৫. আহমাদ ইব্ন নাস্‌র একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি খালকে কুরআন সংক্রান্ত 'আব্বাসীয় খলীফাদের 'আকীদার বিরোধী ছিলেন। এজন্য বনি 'আব্বাসী বংশের খিলাফাতের বিরোধী প্রচুর সংখ্যক লোক এসে তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ২৩১ হিজরী, ৩রা শাবান তারীখে আহমাদ ইব্ন নাস্‌র বাগদাদে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। বাগদাদের পুলিশ অত্যন্ত সন্তর্পণে আহমদ ইব্ন নাস্‌রকে গ্রেফতার করে। আহমদ ইবন নাস্‌রকে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহর প্রাসাদে উপস্থিত করা হয়। ওয়াছিক বিল্লাহ্ স্বহস্তে আহমদ ইব্ন নাস্‌রকে হত্যা করে তার খণ্ডিত দেহ ও শীর বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। তার খণ্ডিত দেহ বাগদাদের তোরণে এবং শীর বাগদাদের পুলের উপর ঝুলিয়ে রাখেন। শীরের সাথে একজন প্রহরীকে এ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়, যেন সে বর্শার দ্বারা সবসময় শিরকে কেবলার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর কানে একটি ছিদ্র করে এই মর্মে একটি চিরকুট লিখে রাখে যে, এ শির আহমদ ইবনে নাস্‌রের। খলীফা তাকে খালকে কুরআনের বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু সে তাতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়ায় আলাহ তা'আলা কাল বিলম্ব না করে তাকে দোযখের আগুনের দিকে টেনে নিয়েছেন।

দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০–৭১; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১০

১০৬. ZvixLj-BÔAvKex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২; Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩১১; AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.২১০; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৮

১০৭. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪২৫; dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১; Avj-ÔAvK'Q-Qvgxb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫০

‘আব্বাসীয় খলীফাদের কেউ কেউ নারীদের ক্ষমতায়ন পছন্দ করতেন, আবার কেউ কেউ তা অপছন্দ করতেন। কোন কোন খলীফা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্মের ব্যাপারে নারীদের সাথে পরামর্শ করতেন আবার কেউ নারীদের সাথে পরামর্শে নিরুৎসাহ বোধ করতেন। তবে কতিপয় নারী রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ব্যাপক কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যেমন খলীফা মুতাওয়াক্কিলের সময়ে ফাযলাহ নামক এক মহিলা কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[১০৮] খলীফা আল মু‘তাজ্জ-এর মাতা কাবীহা, আল-মুকতাদিরের মাতা সাইয়্যেদা ও তার মহিলা প্রতিনিধি সুমাল উম্মু মূসা প্রমুখ ব্যাপক ক্ষমতা অর্জন করেন। খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ (২৯৫-৩২০ হিজরী)-এর মাতা সাইয়্যেদার ব্যাপক কর্তৃত্ব ও প্রভাব ছিল।[১০৯] তিনি খলীফার থেকেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বেশী প্রয়োগ করতেন।[১১০] রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর অযথা হস্তক্ষেপের কারণে ‘আব্বাসীয় খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে।[১১১] এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো, উযীর ‘আলী বিন ‘ঈসা নিজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনের জন্য খলীফার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন, যে পত্রে তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলো নির্দোষ প্রমানের চেষ্টা করেন এবং নিজেকে সংশোধনের আশ্বাস দেন। কিন্তু এতেও উযীরের শেষ রক্ষা হয় না, বরং তাকে স্বীয় পদ থেকে পদচ্যুত হতে হয়।

ইব্নুল-আছীর বলেন, উকিল উম্মি মূসা কিহিরমানাহ হেরেম ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের খোরাক, পোশাক ও প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য উযীরের বাসভবনে আগমন করেন। উযীর তখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী উযীর জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। উম্মে মূসা ক্রোধান্বিত হয়ে বাড়ী ফিরে যান। উযীর ঘুম থেকে উঠে তার সহকারী ও পুত্রকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রেরণ করলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি বরং খলীফা আল-মুকতাদিরের দরবারে প্রবেশ করে উযীরের বিরুদ্ধে এমন কতিপয় অভিযোগ করেন, ফলে উযীর গ্রেফতার হয়ে পদচ্যুত হন।[১১২]

রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সায়্যেদার হস্তক্ষেপের কারণে ‘আব্বাসীয় খিলাফাত দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন তার মহিলা প্রতিনিধি উম্মু মূসার আবেদনে সাড়া না দেয়ার কারণে উযীর ‘আলী ইবন ‘ঈসাকে গ্রেফতার করায় প্রতিভা ও সঠিক রাজনীতি হতে খিলাফাত উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া সায়্যেদার প্রতিনিধি সুমালকে সাহিবাতুন মাযালিম নিয়োগ করায় জনগণ খিলাফাতের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয় এবং শাসকদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।[১১৩] ‘আরব্য উপন্যাসে ‘আব্বাসীয় খিলাফাতের পতনের যুগে উপপত্নীর সংখ্যাধিক্য, মানুষের বিলাস প্রিয়তা এবং নারীর নৈতিক অধঃপতনের পরিচয় পাওয়া যায়।[১১৪]

ইব্ন হিব্বান (র.)-এর সময়কালে ‘আব্বাসীয় খিলাফাতে তুর্কীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। বিশেষকরে সপ্তম ‘আব্বাসী খলীফা আল মু‘তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে (২১৮-২২৭ হিজরী/৮৩৩-৮৪২ খ্রিস্টাব্দ) তুর্কীদের প্রভাব সবথেকে বেশী বৃদ্ধি পায়। তিনি বুখারা, সামারকন্দ, তুর্কীস্থান, মারওয়াউন্-নাহার, ফারাগানা ও আশরুসানাহ্ প্রভৃতি

---

১০৮. *History of the Arabs*, P 333.

১০৯. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৪-৫৫

১১০. ZvRwiej-Dgvg Iqv ZvôAwKej-wngvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২-২৩

১১১. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৬

১১২. মূল ‘আরবী:

إنَّ أمِّ مُوْسَى القِهرمَانَة ذهَبَتْ إلَى مَنْزل الوَزِيْر لِتَتّفِقَ مَعَهُ عَلَى مَايُحْتَاج حرم الدَّار وَالحَاشِيْة مِنَ الكَسَوَات وَالنّفقات، فَوَصَلَتْ إلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ، فَطلَبَ إلَيْهَا حَاجبهِ أنْ تَنْتَظِرَسَاعَة حَتَى يَسْتَيْقِظ، فَعَادَتْ إلَى دَارهَا مغْضَبَةً، وَلَمَّا إسْتَيْقَظُ الوَزِيْرُ أرْسَلَ حَاجِبُهُ وَوَلَدُهُ يَعْتَذِرَان إلَيْهَا فَلَمْ تَقبَّلْ، وَدَخَلَتْ عَلَى الخَلِيْفَةُ المُقْتَدِرُ وَرَمَتْ الوَزِيْرُ بِمَا أدّى إلَى عَزْلِهِ عَن الوَزَارَةِ وَقبَضَ عَلَيْه

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৫; gi/Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪২

113. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৪৫6

১১৪. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৪-৬০৫; *History of Arabs*, 333

এলাকা থেকে তুর্কীদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করান।[১১৫] তিনি এত সংখ্যক তুর্কীকে ফৌজে ভর্তি করেন এবং তাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত করেন যে, সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে তারা রীতিমত 'ইরানীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। 'আরব সৈন্যরা সংখ্যায় হ্রাস পেতে পেতে কেবল মিসরীয় এবং ইয়ামানীরাই খলীফার বাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে।[১১৬]

পরবর্তীতে এ তুর্কীরাই স্বয়ং খলীফাদের পতনের কারণ হয়। তুর্কীরা ছিল মরুচারী, দৈহিক ক্ষমতার অধিকারী, সাহসী, অভিজ্ঞ তীরন্দায এবং রণপ্রান্তরে বীর যোদ্ধা।[১১৭] তুর্কীদের চেহারা ছিল আকর্ষণীয় এবং লাবন্যময়। খলীফাদের রাজ প্রাসাদে ঐশ্বর্যশালী ও ধনীদের ঘরে তুর্কী দাসীরা অধিক হারে স্থান পায়। এ যুগের অধিকাংশ খলীফাই দাসী মায়েদের সন্তান ছিলেন।[১১৮] জীবিকার্জনের জন্য একশ্রেণীর মানুষ দাস-দাসীর ব্যবসা করতো। তুর্কীস্থান, মধ্য আফ্রিকা, 'ইরান, স্পেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন এলাকা থেকে দাস-দাসী আমদানী করা হতো।[১১৯] তারা গায়িকা, নর্তকীদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করতো। নাচ-গান শিক্ষার প্রতি তাদের বেশী ঝোঁক ছিল। তখন সুন্দরী ও সুশিক্ষিত দাসীদের মর্যাদা বেশী ছিল। আর তাই মনিবরা দাস-দাসীদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতো। এ ধরনের শিক্ষিত দাসীর মর্যাদা ও মুল্য অন্য দাসীদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী ছিল।[১২০] দাস-দাসীর সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, খলিফা মুতাওয়াক্কিলের হেরেমে ৪০০০ দাসীর সমাবেশ ঘটেছিল।[১২১] খলীফা মুকতাদিরের প্রসাদে

---

১১৫. Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫; ড. আহমাদ আমীন বলেন,

ذَلِكَ أن المُعْتَصِمَ الَّذِيْ تَوَلَّى الخِلَافَةَ سَنَةَ ٢١٨ واستقم سنة ٢٢٠ قومًا من بخاري وسمرقند وفرغنة وأشر وسنة وغيرها من البلاد التِي نسيمها تركستان وما وراء النهر، اشتراهم وبذل فيهم الأموال، وألبسهم أنواع الديباج ومناطق الذهب، وأمعن في شرائهم حتى بلغت عدتهم ثمانية آلاف مملوك، وقيل ثمانية عشر ألفًا وهو الأشهر .

-'এ মিশনে ব্যর্থ হয়েও তারা থেমে থাকেনি; বরং তারা সেনাবাহিনীতে তুর্কীদের ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে (২২০ হি./৮৩৫ খ্রি.) তুর্কিস্থান, বুখারা, সামারকন্দ, ফারগানা, আশরুসানা প্রভৃতি শহর থেকে গোলাম ক্রয় করতঃ তাদেরকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করেন। তারা এত গোলাম খরিদ করেছিলো যে, তাদের গোলামের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ৮ হাজার, প্রসিদ্ধ মতে ১৮ হাজার।'

দ্র. hniæj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 7; Bgvg Ave 'vD' Avkviæû dx ÔBjwgj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৯

১১৬. সম্পাদনা পরিষদ, Bmjv‡gi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড,পৃ.৪০০; wLZvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪

১১৭. ZvÕixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭১

১১৮. hniæj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯; ড. হাসান ইব্‌রাহীম হাসান বলেন, **كَانَ كَثِيْرٌ مِّنَ الْخُلَفَاءِ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَاد، فَكَانَتْ شُجَاعُ أَمّ الْمُتَوَكِّل خَوَارِزْمِيَة، وَالسَّيِّدَة أَمّ الْمُقْتَدِر رُوْمِيَة، كَذَالِكَ كَانَتْ أَمّ الْمُسْتَكْفِي، وَكَانَتْ أَمّ الْمُطِيْع صُقْلَبِيَة**-অধিকাংশ খলীফাই দাসী মায়েদের সন্তান ছিলেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের মা শাযা' খাওয়ারিযমিয়্যাহর, আল-মুকতাদির বিল্লাহ্‌র মা সায়্যিদাহ্ রোমীয়, অনুরূপভাবে আল-মুস্তাকফী এবং মুতী'-এর মাও তুর্কী দাসী ছিলেন।

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮

১১৯. ga¨cvP¨ : AZxZ I eZgvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২; ড. হাসান ইব্‌রাহীম হাসান বলেন,

كَانَ بَعْضُهُمْ يَشْتَرِيْ الْجَارِيَةَ لِجَمَال مَنْظَرِهَا أَوْ لِعَذْوبَةِ صَوْتِهَا أَوْ عُلُوّ ذَكَائِهَا وَجُوْدَة شِعْرِهَا، وَمِنْ أَصْنَاف الْجَوَارِيْ، الْهِنْدِيَاتِ وَالسِّنْدِيَاتِ وَالْمَكِّيَاتِ وَالْمَدَنِيَّاتِ والطَّائِفِيَّات وَالنَّوْبِيَات وَالزَّنْجِيات وَالْحَبْشِيَاتِ وَالتُّرْكِيَات وَالدَّيْلِمِيَاتِ وَالأَرْمِنِيَاتِ وَالْعِرَاقِيَاتِ

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮৭-৮৮

১২০. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ, ৫৫৪-৫৫; hnvj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৮৩; AvnmvbZ-ZvKvmxg dx gvÕwidwZj-AvKvjxg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

১২১. hnvj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯; wKZveZ-Zvbexn Iqvj-Avkivd, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন, **وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ آلافٍ سَرِيَّة وَوَطئَ الجميع**

দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

১১,০০০ খোজা ক্রীতদাস রক্ষিত ছিল।[১২২] উম্মু ওয়ালাদের মর্যাদা ছিল সাধারণ দাসীদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী।[১২৩] তৎকালিন সমাজে অধিকহারে তূর্কী, ফার্সী এবং রোমীয় দাসীদের আগমনের ফলে পুরুষরা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি উদাসীন এবং দাসীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।[১২৪] 'আরবীয়দের সাথে অনারবদের রক্তের মিশ্রন ঘটে, নিরঙ্কুশ 'আরবীয় আভিজাত্য লোপ পায়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ কারদ 'আলী বলেন, 'আব্বাসীয়রা নিজেদের মধ্যে বিদেশী রক্তের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের 'আরবী রক্ত নষ্ট করে দেয়। তারা নিজস্ব জাতি গোষ্ঠিকে ভুলে যায় এবং শুধুমাত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের সাহায্য নিয়ে স্বজাতীয়দের মনোভাব নষ্ট করে দেয়। ফলশ্রুতিতে অনুপ্রবেশকারীরা মূলের মর্যাদা লাভ করে আর মূল প্রত্যাখাত হয় এবং মহৎ সম্মানী ব্যক্তি বর্গ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হতে থাকে।[১২৫]

আর এ সময়ে মদ্যপান সমাজের প্রায় সর্বস্তরে প্রচলিত ছিল।[১২৬] মদ্যপান ইসলাম বিরোধী হলে ও প্রশাসনিকভাবে প্রায়শই এটাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নাই। মদের প্রশংসায় বিভিন্ন কবিতা রচনা এবং **كتاب الاغانى**গ্রন্থেও 'আরব্য উপন্যাসে মাতলামির যে সকল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা হতে 'আববাসীয় যুগে মদ্যপানের বিস্তৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।[১২৭] এ প্রথা পারস্য রাজ দরবারে উৎপন্ন হয়ে মুসলিম খলীফাদের দরবারের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে প্রসার লাভ করেছিল। অনেকে ধর্মীয় বিধি পালনের নিমিত্ত আঙ্গুর রস ও বাদাম প্রভৃতি হতে উৎপন্ন নাবিস পান করতো।[১২৮] ইব্ন খালদূন বলেছেন যে, খলীফা হারুন এবং মামুন এ নাবিস পান করতেন। সাময়িক আনন্দমেলা এবং গানের আসর সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল।[১২৯] মূলত, মাতাল মেলাই এর প্রকৃত নাম। এ সমস্ত মেলায় যে সকল গায়িকা অংশগ্রহণ করতো, তাদের প্রভাবে তৎকালীন যুবকদের যে নৈতিক পদস্খলন দেখা দিয়েছিল এর পরিচয় সে যুগের সাহিত্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।[১৩০]

তখনকার সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উদযাপিত হতো এবং তাতে লোকজন অংশগ্রহণ করে আনন্দ হৈহুল্লা করতো ও দেখা-সাক্ষাতের ফলে পারস্পরিক সর্ম্পক সু-দৃঢ় হতো। অভিজাত শ্রেণীর বিয়েতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা

---

১২২. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ, ৫৪৩-৪৪; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, **كان فِيْ دَار الْمُقْتَدِر أحَد عَشَرَ ألف غُلَام خِصْيَان غَيْرُ الصَّقَالَبه وَالرُّوْم** দ্র. wmqvi‡ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫৫

১২৩. hnvj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২

১২৪. Bgvg Beb gvRvn nv'xQ PPvq Zvi Ae'vb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান বলেন,

وَلَمْ يَنْظُرْ الْخُلَفَاءَ العَبّاسِيُوْنَ إلَى الرَّقِيْق نَظْرَةَ إزْدَرَاءِ، لِأنَّ كَثِيْرِيْنَ مِنْهُم كَانَتْ أمَّهَاتُهُمْ مِنَ الرَّقِيْق، وَقَدْ أوْلع الخُلَفَاء وَكِبَار رِجَال الدَّوْلَة بِإتِّخَاذِ الإمَاءِ مِنْ غَيْر العَرَب حَتَّى أنَّهُمْ كَانُوْا يُفَضِّلُوْنَهُنَّ أحْيَانًا عَلَى العَرَبِيَاتِ الحَرَائِر

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৭; hnvj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১

১২৫. Avj-Bmjvg Iqvj-nv'viwZj-ÔMiweq¨vn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮

১২৬. kvLmxq¨vZ Av'vexq¨vn wgbvj-gvkwiK Iqvj-gvMwie, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১; Avj-Av've Iqvb-bmL, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩, *History of the Arabs*, P-338.

১২৭. Avj-AvMvbx, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৩০; Avie RwZi BwZnvm, প্রাগুক্ত, ২৬২

১২৮. gKwÏgvZ Beb Lvj'b, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬২; *History of the Arabs*, P.337.

১২৯. kvLmxq¨vZ Av'vexq¨vn, পৃ. ৭১-৭২; gKwÏgvZ Beb Lvj'j, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬

১৩০. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৩

হতো। সাধারণ শ্রেণীর বিয়ের অনুষ্ঠানেও অনেক অপব্যয় করা হতো। মানুষ দেখানোর উদ্দেশ্যে জাঁকজমক পূর্ণ করা হতো। অনেক উপঢৌকন পাওয়া যেতো। [১৩১]

মিটিং বা সভা সমাবেশ হত ভাবগাম্ভীর্য ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে। ৩০৫ হিজরী সনে 'আব্বাসীদের সাথে সন্ধি চুক্তির জন্য রোম সম্রাটের দূত বাগদাদে আগমন উপলক্ষ্যে খলীফা মুকতাদির বিল্লাহ বিশাল শোভাযাত্রা ও অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। অস্ত্রে সজ্জিত ১৬০ হাজার সেনা বাবুস্-সিয়াসিয়া থেকে সিংহাসন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের পেছনে থাকে ৭ হাজার খাদিম ও ৭ শত হাজিব। সিংহাসনের দেয়ালে রেশমের ৩৮ হাজার পর্দা ঝুলানো ছিল, ২২ হাজার কার্পেট বিছানো ছিল। প্রাসাদের সম্মুখের দিক ৭ শত হিংস্র প্রাণী আবদ্ধ ছিল।[১৩২]

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। 'আব্বাসীয় শাসনামলে গোসল করা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, শুধু প্রয়োজনবোধেই নয়, বরং তা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। বাগদাদ নগরীতেই অসংখ্যা স্নানাগার বিদ্যমান ছিল। আল খত্বীবের বর্ণনানুযায়ী আল মুকতাদির বিল্লাহর শাসনামলে বাগদাদে ২৭০০০ টি হাম্মামখানা ছিল। এই সকল স্নানাগারে গরম ও শীতল উভয় প্রকারের পানিই সরবরাহ করা হতো। গোসলখানাগুলো মধ্যবর্তী কামরায় ছিল, যার চারপার্শ্বে দেয়াল দ্বারা বিভক্ত ছিল। মধ্যবর্তী কামরার উপরিভাগে গম্বুজ আকৃতিতে ছাদ ছিলো, যার ফলে গম্বুজের নিচে বড় বড় ছিদ্র ছিল যা দিয়ে বাইরের আলো গোসলখানাগুলোতে আসতো। আর গোসল খানার চার পার্শ্বের কামরাগুলো সাধারণত আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবহার হতো।[১৩৩]

খলীফাদের রাজপ্রাসাদ ছিল বিস্তৃত, প্রাসাদের উপরে ছিল গম্বুজ। সামনে ছিল ফুলের বাগান। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে প্রাসাদের পাশ দিয়ে তৈরী করা হতো পুকুর ও লেক। মনে হতো যেন, এটি একটি বড় শহর।[১৩৪] খলীফা আল-কাহিরের 'বুসতানু আন্-নারিনজ' বা 'লেবু বাগানে' নামে একটি সুন্দর ও মনোরম বাগান ছিল। আল মাস'উদী বলেন-"খলীফা আল-কাহিরের একটি বাগান ছিল যাতে সুগন্ধিযুক্ত ফুল ও লেবুর চারা গাছ ছিল। চারাগুলো ছিল ভারতীয়, যা বসরা এবং ওমান হতে আমদানী করা হয়েছিল। গাছগুলো এরূপ ঘন ছিল যে ডালপালাগুলো পরস্পর প্রবিষ্ট করে রেখেছিল। ফলগুলো লাল হলুদ তারার মত চমকাচ্ছিল। এর মাঝে ছিল বিভিন্ন প্রকারের 'আরূস, সুগন্ধ গুল্ম, গোলাপ ইত্যাদি। সেই সাথে বাগান প্রাঙ্গনে ছিল বিভিন্ন দেশ, শহর হতে আমদানী করা ঘুঘু, দুবাসী, শাহারীর নামে বিভিন্ন জাতের কবুতর তোতা ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর পাখি।[১৩৫]

---

১৩১. সালজুক সুলতান মালিক শাহের কন্যার বিবাহ 'আব্বাসী খলীফা আল-মুকতাদীর (৪৬৭-৪৮৭ হি./ ১০৭৫-১০৯৪ খ্রি.) এর সাথে হয়েছিল সে অনুষ্ঠানের উপঢৌকনের পরিমাণ এত ছিল যে, ৬টি খচ্চরের পিঠে রূপার ১২টি সিন্দুকের মধ্যে করে নিয়ে যেতে হয়েছিলো। এত পরিমাণ মাণিক্য ও অলংকার ছিল যার মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না।

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬১০-১১

১৩২. Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯৭; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০২; AvZ-ZvixLj Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৯; gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৬

১৩৩. Avie RwZi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৩

১৩৪. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩

১৩৫. মূল আরবী:

مِنَ أحْسَنَ البَسَاتِيْنِ الَّتِيْ كَانَتْ تُلْحِقُ بِقُصُوْرِ الخُلَفَاءِ بُسْتَانُ القَاهِرِالمَعْرُوْفُ بِبُسْتَانِ النَارَنْجِ الذِيْ وَصَفَهُ المَسْعُوْدِيُ فَقَالَ (وَكَانَ لِلْقَاهِرِ-بُسْتَانٌ مِنْ رَيْحَانَ، وَغَرسٌ مِّنَ النَارَنْجِ، قَدْ حُمِلَ مِنَ البَصْرَةِ وَعَمَّانِ مِمَّا حُمِلَ مِنْ أرْضِ الْهِنْدِ، قَدْ إشْتَبَكَتْ أشْجَارَهُ وَلَاحَتْ ثَمَارَهُ كَالنُّجُوْمِ مِنْ احْمَرِ وَأَصْفَرِ، وَبَيْنَ ذَالِكَ أنْوَاعِ العَرُوْسِ وَالرَّيَاحِيْنَ وَالزَّهْرِ، وَقَدْ جَعَلَ مَعَ ذَالِكَ فِيْ الصحن أنْوَاعَ الأطْيَارِ مِنَ القَمَارِيْ وَالدّبَاسِي وَالشّحَارِيْرِ وَالببغاء، مِمَّا قَدْ جَلَبَ إلَيْهِ مِنَ المَمَالِكِ وَالامْصَارِ، وَكَانَ فِيْ غَايَةِ الحَسَنِ

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.৪৪৩

খলীফা মুস্তা‘ঈনের পিতার খাস কামরায় একটি ফরাস/বিছানা ছিল দীনার দ্বারা কারুকার্যমন্ডিত। তাতে সোনা দ্বারা তৈরী পশুর ছবি ছিল। আর তার চোখ জহুরাত দ্বারা তৈরী ছিল।[১৩৬]

ইবন হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হিজরী)-এর সময়ে ‘আব্বাসীয় যুগে গান বাদ্য ও বিনোদনের আসর বসতো, যেখানে কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, গান বিশেষজ্ঞ, ক্রীড়া বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত হতেন।[১৩৭] খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্ সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি অন্যান্য খলীফা ও রাজপুত্রদের থেকে সংগীত বিদ্যায় এগিয়ে ছিলেন এবং তিনি সংগীতের বিভিন্ন সুর উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি প্রায় একশত-এর কাছাকাছি সুর ও কণ্ঠ তৈরী করেছিলেন। তিনি গিটার বাজনায়, কবিতা আবৃতি ও গল্প কাহিনীর বর্ণনায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইসহাক আল-মাওসীলির সংগীত গাইতে পারতেন। এটি ছিল তার প্রিয় সংগীত। [১৩৮] ইব্ন মাস‘উদ বলেন, আল-মুতাওয়াক্কিল ‘আলাল্লাহ (২৩২-২৪৭ হিজরী/৮৪৭-৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম খলীফা যিনি ‘আব্বাসীয় যুগে সর্বপ্রথম তাঁর দরবারে একবার কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের একত্রিত করেন।[১৩৯] খলীফা আল মু‘তামিদ ‘আলাল্লাহ (২৫৭-২৭৯ হিজরী /৮৭০-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ) বিনোদন, গান বাদ্য ও গানের প্রতি আসক্ত ছিলেন।[১৪০] গানের আসরে শুধু খলীফাগণই নন সাথে আমীর ও উযীর ও রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝেও প্রভাব পড়ে। এ যুগে গান বাদ্যের প্রসারের কারণ ছিল গায়িকা দাসীদের বৃদ্ধি পাওয়া। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিকে বাগদাদে সে সব গায়িকা গীতি-শিল্প পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদের অধিকাংশ ছিলেন দাসী। তার অল্প সংখ্যক ছিল স্বাধীনা নারী।[১৪১] ৩২১ হিজরী সনে খলীফা আল-কাহির বিল্লাহ (৩২০-৩২২ হি./৯৩২-৯৩৪ খ্রি.) গায়িকা ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করার ফরমান জারি করে গায়কদের গ্রেফতার করেন, খেলাধুলার উপকরণ ভেঙ্গে ফেলেন। যেমন হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে হাম্বালীরা করেছিলেন। এ ছাড়া এ মর্মে গায়িকা-দাসীদের বিক্রি করতে নির্দেশ দেন যে, তারা সাদাসিধে গান বাদ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো খলীফা আল-কাহির নিজেই মদ্যপান ও গায়িকার গান বাজনাতে আসক্ত ছিলেন।[১৪২] গান ও নৃত্যের পাশাপাশি আরো একটি শিল্প ছিল তা হলো বাদ্যযন্ত্র। এতে শুধু পুরুষরাই ছিলনা বরং মেয়েরাও এতে অংশগ্রহণ করে। সে সময়ে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল ঢোল, তবলা, তাম্বুরা, বাঁশি, বীনা প্রভৃতি। এ সব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারকারীকে যন্ত্রের নামের প্রতি সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।[১৪৩]

‘আব্বাসীয় যুগে খেলাধুলার প্রচলন ছিল। খেলাধুলা শিল্প বলে বিবেচিত হতো।[১৪৪] ঘরোয়া খেলার মধ্যে, দাবা এবং পাশাই প্রধান ছিল। তাছাড়া ধনুর্বিদ্যা, পোলো, বল, অসি সঞ্চালন, বর্শা নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় এবং সর্বোপরি শিকার

---

১৩৬. ZvixL AvZ-Zvgv Ïwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬১০

১৩৭. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৪৩৮; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬

১৩৮. মূল ‘আরবী,

كان الواثق اعلم الخلفاء بالغناء ـ وله اصوات والحان عملها نحو مائة صوت ـ و كان حاذقا بضرب العود و راوية الاشعار والاخبار-وَكَانَ الوَاثِقُ يُقدّر غِنَاء إسْحَاق المُوْصِلِي وَيُعْجبُ بِهِ

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, প্র. ২৭১

১৩৯. মূল ‘আরবী, مَجْلِس المُتَوَكِّل أوَّل خَلفَاء العَصْرِ العَبَّاسِيْ جَمَعَ مَرَّة بَيْنَ الشّعَرَاء وَالأدَبَاء وَالمُلهِيْن দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; giæRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৯

১৪০. giæRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৫; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৪৩৯

১৪১. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১-৩২

১৪২. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী বলেন,

أمَرَ بتَحْرِيْمِ االقِيان وَالخَمْر، وَقبَضَ عَلَى المُغْنِيْن، وَنَفَى المخَانِيْث، وَكَسَّرَ آلَاتِ اللَّهْو، وَأمَرَ ببَيْعِ المُغْنِيَات مِنَ الجَوَارِيْ عَلَى أنّهُنّ سَوَاذِج، وَكَانَ مَعَ ذَالِك لا يصحو مِنَ السُكر، وَلا يَفتر عَنْ سِمَاعِ الغِنَاءِ

দ্র. ZvixLj-Ljvdv, প্রাগুক্ত, প্র. ৩০৬

১৪৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, ৫৯২

144. giæRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১; *History of the Arabs* P. 339.

যাত্রা সুপ্রসিদ্ধ ছিল।[১৪৫] তখন শিকার করা ছিল খলীফা ও শাহজাদাগণের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। পারসিকদের অনুকরণে পোষাপাখি ও কুকুরের সাহায্যে বন্যপাখি শিকার আরবদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।[১৪৬]

ইবন হিব্বান (র.)-এর জীবদ্দশায় 'আব্বাসীয়রা বিশেষ শ্রেণীরা বিশেষ পোষাক পরিধান করতো। তারা মণিমুক্তাখচিত পোষাক পরিধান করতো।[১৪৭] এছাড়া তারা ঢিলেঢালা পায়জামা, কামিজ, দিরা'আহ সিতরাহ বা ছোট আঁটসাঁট জামা, কুফতান বা লম্বা হাতাযুক্ত ঢিলা জুব্বা, চোগা, গাউন, কোবা, টুপি ইত্যাদি, আর সাধারণ শ্রেণীরা সাধারণ পোষাক তথা লুঙ্গি, কামিস, দিরাআহ লম্বা সিতরাহ, বেল্ট, জুতা ও মুজা পরিধান করতো।[১৪৮] খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর আবিস্কৃত অত্যন্ত সুন্দর রঙের যুদ্ধের পোষাককে "আল- মুতাওয়াক্কিলিয়্যাহ বলা হতো।[১৪৯] সুফী সাধক ও দরবেশগণ পশম ও মোটা কাপড়ের পোষাক পরিধান করতো।[১৫০]

'আব্বাসীয় সমাজে পুরুষদের বিশেষ পোষাক হিসেবে মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করা হতো। খলীফার সাথে সাক্ষাতের সময় কালো পাগড়ি পরিধান করতো। কারণ কালো রং 'আব্বাসীদের সরকারী প্রতীক ছিল।[১৫১]

নারীদের পোষাক ছিল ঢিলেঢালা বোরকা, ঘাড়ের কাছে ফাঁড়া কামিস, তার উপর শীতকালে ছোট আঁটসাঁট চাঁদর পরতো। আর ঘরের বাইরে বের হলে লম্বা চাঁদর পরতো, যা তাদের দেহ সম্পূর্ণ আবৃত করতো। পৃথক ছোট আকৃতির কাপড় দিয়ে, মাথা ঢেকে দিয়ে ঘাড়ের উপর বাঁধতো।[১৫২] বিশেষ বা অভিজাত শ্রেণীর নারীরা 'স্বর্ণের চেইন, মুক্তা দ্বারা সজ্জিত ও সুন্দর পাখির জুড়ানো 'বুরুনস" নামক টুপি মাথায় পরতো। অধিক বর্ষা কবলিত অঞ্চলের লোকজন মোম প্রলেপ বিশিষ্ট কাপড়ের কোর্ট বা রেইনকোর্ট ব্যবহার করতো।[১৫৩]

'আব্বাসীয় খলীফাগণ খাবারের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁরা রকমারী খাবার সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় বহুবিধ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহাম্মদ ইব্নুল-হাসান ইব্ন আবদিল-কারীম আল-কাতিব আল-বাগদাদী। তিনি 'আত্-ত্বাবীখ' নামে (৬২৩ হি./১২২৬ খ্রি.) গ্রন্থ রচনা করেন। এতে রচয়িতা স্বীয় যুগ এবং তাঁর পূর্ববর্তী 'আব্বাসী যুগের খাবারের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি স্বীয় যুগে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে খাবারের তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। ধনীকশ্রেণীদের খাবার, দরীদ্রশ্রেণীদের খাবার ও জাতীয় খাবার। ধনীক শ্রেণীর প্রধান খাবারের মধ্যে ছিল মুরগীর গোশ্ত। আর এ কারণেই মুরগীর মূল্য ছিল অনেক বেশী। মুরগির গোশ্ত খাবার গ্রহণকারীর পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করা হতো।[১৫৪] জাতীয় খাবারের তালিকায় ছিল গোশ্ত, রুটি, পনির, মাছ, সিরকা আবার এগুলো ভুনা, ভাজী ইত্যাদি। [১৫৫] সুফী-সাধক, যাহিদ (যারা সামান্য খাবার গ্রহণ করেন) ও দরিদ্র শ্রেণীর খাবার তালিকায় ছিল শুকনা রুটি, লবণ, সামান্য ব্যঞ্জন অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া

---

১৪৫. Avie RwZi BwnZvm-২৬৩; *History of the Arabs*, P. 334; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ, ৬৭

146. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৪

১৪৭. *History of the Arabs* P. 334; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮

১৪৮. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮

১৪৯. giæRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১; ড. হাসান ইব্‌রাহীম হাসান, ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১

১৫০. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৯

১৫১. মূল 'আরবী:

كَانَتْ العَمَامَةُ السَوْدَاء تَلْبسُ فِى الإحْتِفَالَاتِ وَالْمَوَاسِمِ وَعِيْد مُقَابَلَة الخَلِيْفَة، لِأَنّ السّوَادَ كَانَ شِعَارُ العَبّاسِيِيْنَ الرّسْمِي

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০০

১৫২. ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৮; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০০-০১

১৫৩. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫১-৫২; ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০৯

১৫৪. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৬

১৫৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৭

পাখির গোশ্‌ত, মাছ, চিনি, মধু, ফল-ফলাদি ও উপাদেয় খাদ্য। এ যুগের আমীরও ধনীরা বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরীতে অপব্যয় করতেন।[১৫৬]

'আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ খুব জাঁকজমক ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে 'ঈদ উদযাপন করতো। তাঁরা রমাযান মাসকে সাওয়াব অর্জনের মৌসূম মনে করতো। জনগণের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য 'ঈদকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুদান, বেতন, বোনাস ও উপঢৌকন দেয়া হতো।[১৫৭] তাছাড়া মানুষদের ফিতরা, পোশাক ও দস্তরখানা সম্বলিত খাবার প্রদান করতেন। খলীফাগণ রোযার শেষ দশকে 'ঈদ উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। অপরদিকে তারা যিলহাজ্জ মাসের দশ তারীখ 'ঈদুল-আযহা' উদযাপন করতো। কুরবানীর পশু জবাই করে গোশ্‌ত ফকীর ও মিসকীনদের মাঝে বন্টন করা হতো।

খলীফাগণ 'ঈদের নামাযে ইমামতি করতেন এবং খুতবা দিতেন। শহরগুলো রঙ্গীন সাজে সাজানো হতো, রাস্তাগুলো বিভিন্ন রঙ্গের পতাকা ও রেশমী কাপড় দ্বারা সজ্জিত করা হতো, তবলা বাজানো হতো। সমগ্র আকাশ বাতাশ 'আল্লাহ্ আকবার' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ধ্বনিতে মুখরিত হতো। নদীতে চমৎকার সাজে সজ্জিত নৌকা ভিড় জমাতো। নদীর তীরগুলো প্রদিপের আলোয় উদ্ভাসিত হতো। রাজ প্রসাদ আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হতো। জনগণ আব্বাসীয় খিলাফাতের প্রতীক কালো রঙ্গের তায়ালিসাহ্ ব্যবহার করতো। কেউ কেউ পাগড়ীর পরিবর্তে বাঁশ পাতার তৈরী কালো টুপি পরিধান করতো। তারা যুদ্ধ বর্মের পরিবর্তে কুর'আনের আয়াত **فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** - 'সুতরাং এখন তাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।'[১৫৮] সম্বলিত দিরহাম পরিধান করতো।[১৫৯]

'ঈদ উদযাপনের পাশাপাশি পারসিকদের 'ঈদ উৎসব, বছরের শুরুর দিবসে নাওরোয উৎসব ও বছরের শেষ দিবসে মিহরজান উৎসব পালন করা হতো। নাওরোযকে জাতীয় উৎসব হিসেবে সরকারীভাবে পালন করা হতো। হাজ্জের মৌসুমেও উৎসব করা হতো। কারণ তখন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক মানুষের আগমন ঘটতো। তারা বাগদাদে সমবেত হতো এবং তাবু সমূহে অবস্থান করতো। তাদেরকে স্বাগতম জানা হতো। তাদেরকে নির্দিষ্টস্থান থেকে পানি ও খাবার পরিবেশন করা হতো। হাজ্জী সাহেবদের বিশ্রামের জন্য উপকরণ সরবরাহ করা হতো।[১৬০]

ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর জীবনের শেষ দিকে ৩৫২ হিজরী সনে খলীফা মু'ইজ্জুদ্দৌলার শাসনামলে শী'আদের ধর্মীয় উৎসব 'ঈদুল-গাদীর' পালন শুরু হয়। তাছাড়া খ্রিস্টানদের বিভিন্ন উৎসব ও বিভিন্ন যুদ্ধের বিজয় দিবসে উৎসব করা হতো।[১৬১]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা

---

১৫৬. ঐতিহাসিক আল-মাস'উদী সাকারিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ই'আকূব ইব্‌নুল্-লায়ছ আস্-সাফ্‌ফার সম্পর্কে বলেন,"তার জন্য দৈনিক বিশটি করে ছাগল যবাই করে বিশাল ৫টি পিতলের ডেগে রান্না করা হতো। এছাড়া তার জন্য পাথরের ডেগে রুচিসম্মত খাবার প্রস্তুত করা হতো। তাঁর জন্য দৈনিক রাঁজহাস, খাবীসাহ (খেজুর ও ময়দার তৈরি এক প্রকার খাদ্য বা হালুয়া) প্রস্তুত করা হয়। পাঁচটি ডেগে ফালুদার কিছু নিজে ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট গোলামদের, তারপর সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিকটস্থ ব্যক্তিদের খাইয়ে দিতেন।"

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৭

১৫৭. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৭

১৫৮. আল-কুর'আন, ২:১৩৭

১৫৯. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬০-৬১

১৬০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬২

১৬১. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩

উমাইয়া যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়, আর ‘আব্বাসীয় যুগে এর বিকাশ লাভ করে।[১৬২] ‘আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের এক নবযুগের সূচনা হয়।[১৬৩] ‘আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে খলীফা আল মানসূর, হারূনুর্-রশীদ ও আল-মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক, সিরীয়, পারসিক, সংস্কৃতি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি ‘আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।[১৬৪] যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধশালী হয়। খলীফা আল-মানসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আল-ফাজারী পাক ভারতের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ “সিদ্ধান্ত” ‘আরবীতে অনুবাদ করেন।[১৬৫] খলীফা হারূনুর্-রশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফযল ইব্ন নওবকত ও হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ গ্রীক ভাষা হতে জ্যোর্তিবিদ্যা ও গণিত বিষয়ক অনেক মূল্যবান গ্রন্থ ‘আরবীতে অনুবাদ করেন।[১৬৬] খলীফা আল-মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘বায়তুল-হিকমাহ’ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সার্বজনীন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।[১৬৭] সুপণ্ডিত, চিকিৎসক ও দক্ষ অনুবাদক হুনাইন ইব্ন ইসহাক (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.)-কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। ঐতিহাসিকগণ মামুনের রাজত্বকালকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগাস্টন যুগ বলে অভিহিত করেন।[১৬৮] এ ধারা ইব্ন খুযায়মাহ্ (২২৩-৩১১ হিজরী/৮৩৮-৯২৪ খ্রিস্টব্দ)-এর সময়কালেও অব্যাহত থাকে। ফলে এ সময়কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা তথা তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, ইতিহাস, ভূগোল, আরবী সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যাসহ অন্যান্য শাখায় চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। নিম্নে সে সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

‘ইলমুল-হাদীছ

‘আব্বাসীয় খিলাফাতকালকে হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়।[১৬৯] মুহাদ্দিছগণ হাদীছ অনুসন্ধানে মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে, প্রতিটি শহরে ও গ্রামে পৌঁছে বিক্ষিপ্ত হাদীছ সমূহকে একত্রিত করেন।[১৭০] তাঁরা পূর্ণ সনদ সম্পন্ন হাদীছসমূহ সতন্ত্রভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন এবং সনদের বিশুদ্ধতার উপর পূর্ণমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সময় হাদীছের সত্যতা, বস্তুনিষ্ঠতা, সনদের বলিষ্ঠতা যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্তে হাদীছের মূলনীতির উদ্ভব হয় এবং আসমাউর্-রিজাল বিরচিত হয়। প্রখ্যাত সিহাহ্ সিত্তাহও এসময় সংকলিত হয়।[১৭১] আরো উল্লেখ্য যে, এ সময় একদিকে যেমন হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদীছ সম্পর্কিত জরুরী জ্ঞানের অপূর্ব উদ্ভাবন হয়, অপর দিকে মুসলিম জনগণের মধ্যে হাদীছ শিক্ষা ও চর্চার অদম্য উৎসাহ এবং বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে

---

১৬২. Avie RwZi BwZK_v, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১; gmwjg ms¯‹wZi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১৬৩. William Muir, *The Caliphate*, P. 431.

১৬৪. Avj-Bmjvg dx nv'viwZwn Iqv bhwgwnj-B'wiqwZ Iqvm-wmqvwmqwZ Iqvj-Av'weqwZ Iqvj-ÔBjwgqwZ Iqvj-BRwZgvÔBqwZ Iqvj-BKwZmvw'qwZ Iqvj-dwbqwZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০-৩১; Francesco Gabrieli, *The Arabs*, P.107.

১৬৫. 'nvj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-৪৩; S.M Imamuddin, *A Political History of Muslim*, Vol.II , P. 119.

১৬৬. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩; Reuber Levy, *The Sociel Structure of Islam*, P.P.477.

১৬৭. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, evsjv fvlvq KiAvb PPv (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২; Sayyid Fayyaz Mahmud, *A Short History of Islam* (Pakistan: Oxford University Press,1960), P.P 144-145.

১৬৮. রোমান সম্রাট অগাস্টনের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ৩০-১৪) রোমান সম্রাজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। তেমনি খলীফা আল-মামুনের খিলাফাতকালে ‘আরব সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল বলে ইতিহাসে ‘অগাস্টন’ যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

দ্র. Bgvg Beb gvRvn nv'xQ PPvq Zvi Ae'vb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

১৬৯. wgdZvûm-mbvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৭০. Avm-wmnvn Avm-wmËvn cwiwPwZ I chv‡jvPbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৭১. nv'xQ msKj‡bi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে হাদীছ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সিহাহ্ সিত্তার ইমামগণ। তাঁরা হলেন, আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী[১৭২] (মৃত ২৭৫ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী[১৭৩] (মৃত ২৭৯ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন মাজাহ্[১৭৪] (মৃত ২৭৩ হিজরী) আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন্-নাসা'ঈ[১৭৫] (মৃত ৩০৩ হিজরী) ।

---

১৭২. তাঁর প্রকৃত নাম সু'লাইমান। উপনাম আবূ দাউদ। পিতার নাম আশ'আস। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নুল-আশ'আছ ইবন ইসহাক আল-আসাদী আস্-সিজিস্তানী। তিনি ২০২ হি./৮১৭ খ্রি. সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন, **وُلِدْتُ سَنَةَ اِثْنَتَيْنِ وَمِئَتَيْنِ بِبَغْدَاد** -আমি ২০২ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছি। তৎকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি সুলাইমান ইব্ন হারব, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা, আবুল-ওয়ালিদ আত্-ত্বয়ালিসী, মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল, আহমাদ ইব্ন ইউনুস আল-ইয়ারবুঈ', হাসান ইব্ন রবী' আল-বূরানী, ইসহাক ইবন রাহওয়াই, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, কুতাইবা ইবন সা'ঈদ, 'উছমান ইব্ন আবূ শায়বাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসা'ঈ, আবূ 'আওয়ানাহ্, আবূ বকর আন্-নাজ্জাদ, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, আবূ বিশর আদ্-দূলাভী, আবূ 'আলী মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ, 'ঈসা ইব্ন সুলাইমান আল-বাকরী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ই'আকূব, আবূ বকর ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া, 'আবদুর্-রহমান ইব্ন খল্লাদ আর্-রামাহুরমুযী, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর আল-ফিরইয়াবী, মুহাম্মাদ ইবন রাজা আল-বাসরী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল-'আযীয আল-হাশিমী আল-মাক্কী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মিরদাস আস্-সুলামী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আস্-সূলী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর সংকলিত সুনান গ্রন্থ সিহাহ সিত্তার অন্যতম গ্রন্থ। হাফিয মূসা ইব্ন হারূন বলেন, **خُلِقَ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ الدُّنْيَا لِلْحَدِيْثِ، وَفِيْ الآخِرَةِ لِلْجَنَّةِ** -'ইমাম আবূ দাউদ (র.) দুনিয়াতে হাদীছের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন'। হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ্ (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন, **أَبُوْ دَاوُدَ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِيْ عَصْرِهِ بِلاَ مُدَافِعَةٍ** -'ইমাম আবূ দাউদ (র.) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন। তিনি ২৭৫ হিজরীর ১৬ ই শাওয়াল বসরায় ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২০৩-২১; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৩৪; ZevKvZ ©DjvgvØBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.২৯০-২৯২; Iqwdqv Zj-Av©Bqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪-০৫; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১-৯৩; Avj-Kwkd, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬-৫৭; wgi©AvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১; ZevKvZk-kwd©BqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২৯৩-৯৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫-৬৬; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩-১৬; ZevKvZj-gdvmwmixb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭; Avj-wnËvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৮৫; *The Encyclopeadia of Islam*, V-1, P-114; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, *Hadith Literature*, P-102-107; T. P. Hughes, *Dictinary of Islam*, P-7.

১৭৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'ঈসা। পিতার নাম 'ঈসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইব্ন সাওরাহ ইবন মূসা ইব্ন দাহ্হাক আস্-সুলামী আত্-তিরমিযী। তিনি জাহাহুন নদীর বেলাভূমিতে অবস্থিত তিরমীয নামক শহরের 'বুগ' নামক স্থানে ২০৯ হিরজীতে মোতাবেক ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, **وُلِدَ حُدُوْدَ سَنَةَ عَشَرَ وَمِائَتَيْنِ** -'তিনি ২১০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িক বিখ্যাত হাদীছবেত্তাগণের নিকট থেকে হাদীছ অভিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কুতাইবা ইবন সা'ঈদ, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর আস্-সাওয়াক আল-বালখী, মাহমূদ ইব্ন গয়লান, ইসমা'ঈল ইব্ন মূসা আল-ফাযারী, আহমাদ ইব্ন মানী', আবূ মূসা আয্-যুহরী, বিশর ইব্ন মু'আয আল-'আকাদী, হাসান ইব্ন আহমাদ ইব্ন শু'আইব, আবী 'আম্মার আল-হুসাইন, মু'আম্মার 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'আবিয়া, 'আবদুল-জব্বার ইব্ন 'আলা, 'আমর ইব্ন 'আলী, ইমরান ইব্ন মূসা, মুহাম্মাদ ইব্ন আবান, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ত্বলহা, ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ, ইসহাক ইব্ন মূসা, ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আস্-সামারকান্দী, আবূ হামিদ আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন দাউদ আল-মারওয়াযী, আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাসনাওয়াই আল-মুকরী', আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আন্-নাসাফী, আবূ হারিস আসাদ ইব্ন হামদাওয়াই আন্-নাসাফী, হুসাইন ইব্ন ইউসুফ আল-ফারাবরী, হাম্মাদ ইব্ন শাকির আল-ওয়ার্রাক, দাউদ ইব্ন নস্র ইব্ন সুহাইল আল-বাযদাভী, রবী' ইব্ন হায়্যান আল-বাহিলী, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আন্-নাসাফী, আবুল-'আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইব্ন মাহবূব, মাকহুল ইব্ন ফযল আন্-নাসাফী, মাক্কী ইবন নূহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। জামি' তিরমিযী, কিতাবুল-আসমা ওয়াল-কুনা, শামায়িল তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হিজরী) বলেন, **كَانَ أَبُوْ عِيْسَى مِمَّنْ جَمَعَ، وَصَنَّفَ، وَحَفِظَ، وَذَاكَرَ** -'আবূ 'ঈসা ছিলেন হাদীছ মুখস্থকারী, সংগ্রহকারী ও সংকলনকারীগণের মধ্যে অন্যতম।' ইব্নুল-'ইমাদ (মৃত হিজরী) বলেন, **كَانَ مُبَرِّزًا عَلَى الأَقْرَانِ، آيَةً فِي الحِفْظِ وَالإِتْقَان** -'তিনি ছিলেন তাঁর সমকালীন হাদীছবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং মুখস্থকরণ ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে নিদর্শন। তিনি ২৭৯ হিজরীতে ৭০

বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, مَاتَ فِيْ ثَالِثِ عَشَرَ رَجَبَ سَنَةَ تِسْعٍ وَّسَبْعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ -'তিনি ২৭৯ হিজরী সনের রজব মাসের ১৩ তারীখ ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭৭; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৮-৪৯; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৯; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৮; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮-৩৯; Avj-Kwkd, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৭-৪৯; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৮; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭-২৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৪০২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৩-৩৫; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৩-৯৪; ZvixL AvZ-ZivQj ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯; *The Encyclopeadia of Islam*, V-6, P-796-97; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, *Hadith Literature*, P-107-11; T. P. Hughes, *Dictinary of Islam*, P-634.

১৭৪. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ইয়াযীদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মাজাহ্ আর্-রবঈ আল-কাযভীনী। তিনি ২০৯ হিজরীতে 'ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কাযবীনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আত্-তানাফিসী, জুবারাহ্ ইব্নুল-মুগাল্লিস, মুস'আব ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আয্-যুবায়রী, সুওয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ, 'আবদুল্লাহ্ মু'আবিয়াহ্ আল-জুমাহী, মুহাম্মাদ ইব্ন রুমাহ, ইব্রাহীম ইব্নুল-মুনযির আল-হিযামী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর, আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ্, হিশাম ইব্ন 'আম্মার, ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-ইয়ামামী, আবূ মুস'আব আয্-যুহরী, বিশর ইব্ন মু'আয আল-'আকাদী, হুমাইদ ইব্ন মাস'য়াদাহ্, দাইদ ইব্ন রুশাইদ, 'উছমান ইব্ন আবী শায়বাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আল-আবহারী, আবুত্-ত্বয়্যীব আহমাদ রাওহাল-বাগদাদী, আবূ 'আমর 'আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাকীম আল-মাদীনী, আবুল-হাসান 'আলী ইব্ন ইব্রাহীম আল-ক্বাত্তান, সুলাইমান ইব্ন ইয়াযীদ আল-ফামী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ইব্ন 'আসাকির (মৃত ৫৭১ হিজরী) বলেন, لَهُ سُنَنٌ وَتَفْسِيْرٌ وَتَارِيْخٌ وَكَانَ عَارِفًا بِهَذَا الشَّأن -'তাঁর সুনান তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ছিলেন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ। ইয়াফি'ঈ (মৃত ৭৬৮ হিজরী) বলেন, كَانَ إِمَامًا فِيْ الحَدِيْثِ، عَارِفًا بِعُلُوْمِهِ وَجَمِيْعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ -তিনি ছিলেন হাদীছের ইমাম, 'ইলমুল-হাদীছ ও এতদসংক্রান্ত সকল বিষয়ের সুপণ্ডিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, আস্-সুনান, আত্-তারীখ, আত্-তাফসীর প্রভৃতি। তিনি ২৭৩ হিজরী ২০ রামাযান কাযভীনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৫৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২-৪৩; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০; Avj-Kwkd, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩২; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩-৪৪; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-৮৩; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬০৮-০৯; ভevKvZj-gdvmwmixb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮-০৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৬-৩৭; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২; Avj-nv'xQ Iqvj-gnwÏQb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১-৬২; *The Encyclopeadia of Islam*, V-3, P-856; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, *Hadith Literature*, P-115-16; T. P. Hughes, *Dictinary of Islam*, P-189.

১৭৫. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আবদির্-রহমান। পিতার নাম শু'আইব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদুর্-রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব ইব্ন 'আলী ইব্ন সিনান ইব্ন বাহার ইব্ন দীনার আল-খুরাসানী আন্-নাসাঈ। তিনি খুরাসানের অন্তর্গত নাসা নামক শহরে ২১৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই বলেন, مَوْلِدِي سَنَةَ خَمْس عَشَرَةَ مِئَتَيْن -'আমার জন্মসন ২১৫ হিজরী।' প্রাথমিক শিক্ষা নিজ জন্মভূমি নাসাতে শুরু হয় এবং নিজ গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আট বছর বয়সে তিনি পবিত্র আল-কুর'আনুল-কারীম মুখস্থ করেন। তিনি ২৩০ হিজরী সনে পনের বছর বয়সে নিজ দেশ ত্যাগ করে বলখ গমন করেন। তিনি হাদীছ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের আশায় সিরিয়া, হিজাজ, 'ইরাক, নজদ, খুরাসান, বসরা, জাযীরাহ্ সহ প্রভৃতি স্থান সফর করে তথাকার বিশিষ্ট মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ সংগ্রহ করেন। তিনি ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, হিশাম ইব্ন 'আম্মার, মুহাম্মাদ ইব্ন নযর ইব্ন মুসাভীর, সুওয়াইদ ইব্ন নস্র, 'ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগবাহ্, আহমাদ ইব্ন 'আবদাতায্-যাবি', আবূ ত্বহির ইব্নুস্-সারাহ্, ইসহাক ইব্ন শাহীন, আহমাদ ইব্ন মানী', বিশর ইব্ন মু'আয আল-'আকাদী, বিশর ইব্ন হিলাল আস্-সাওয়াফ, তামীম ইব্নুল-মুনতাসির প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বিশর আদ্-দূলাভী, আবূ জা'ফর আত্-ত্বহাভী, আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী, হামযাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কিনানী, আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আন্-নাহ্হাস আন্-নাহ্ভী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্নুশ্-শাদ্দাদ আশ্-শাফিঈ', আবুল-ক্বাসিম সুলাইমান ইব্ন আহমাদ আত্-ত্ববারানী, মুহাম্মাদ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন আহমার আল-আন্দালুসী, হাসান ইব্ন রশীক, মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা আল-মা'মূনী প্রমুখ

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া এ যুগে হাদীছ শাস্ত্রে যারা বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন মাহদী (মৃত ২৭২ হিজরী), বাক্বী ইব্ন মাখলাদ[১৭৬] (মৃত ২৭৬ হি.), ইব্ন আবী 'উযরাহ্ আহমাদ ইব্ন হায্ম (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবূ হাতিম আর্-রাযী[১৭৭] (মৃত ২৭৭ হিজরী), ইব্রাহীম ইব্ন ইসমা'ঈল আত্-তূশী (মৃত ২৮০

হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন কাছীর (মৃত ৭৭৭ হিজরী) বলেন, **الإِمَامُ فِيْ عَصْرِهِ، وَالمُقَدّم عَلَى أَضْرَابِهِ وَأَشْكَالِهِ وَفُضَلَاءِ دَهْرِهِ** - ' ইমাম নাসাঈ' ছিলেন তাঁর যুগের ইমাম, তাঁর ন্যায় হাদীছ শাস্ত্রবীদ এবং তিনি সেযুগের পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হাফিয আল-মিয্যী (মৃত ৭৪২ হিজরী) বলেন, **أَحَدُ الأَئِمَّةِ المُبَرِّزِيْنَ وَالحُفَّاظِ والْمُتْقِنِيْنَ وَالأَعْلَامِ المَشْهُوْرِيْنَ طَافَ البِلَادَ** - নাসাঈ' ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত হাফিয এবং সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি হাদীছ অন্বেষণে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি 'ইলমুল-হাদীছের উপর অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুনানুল-কুবরা ও সুনানুস্-সুগরা তাঁর বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থ। তিনি ৩০৩ হিজরী সনে মক্কায় গমনের পথে ইন্তিকাল করেন। আবূ জা'ফর আত্-ত্বহাভী (৩০৩ হিজরী) বলেন, **إِنَّهُ مَاتَ فِيْ صَفَرَ ثَلَاثَ مِائَةَ بِفِلِسْطِيْنَ** -ইমাম নাসাঈ' ৩০৩ হিজরীর সফর মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৯৪-১০৪; wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-৩৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৮-৭০১; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৮-২১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৫৫-৫৬; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-০৭; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫-১৮; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫৩; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৬-৫৭; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ২০৯-১০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪-৪৫; Avj-nv'xQ Iqvj-gnwÏQb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭-৫৯; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০-৮১; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৬; Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, *Hadith Literature*, P-112-13; T. P. Hughes, *Dictinary of Islam*, P-431.

১৭৬. তাঁর প্রকৃত নাম বাক্বী। উপনাম আবূ 'আবদির্-রহমান। পিতার নাম মাখলাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদির্-রহমান বাক্বী ইব্ন মাখলাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-আন্দালুসী আল-কুরতূবী। তিনি ২০০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল্-লাইছী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন বুকাইর, মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আল-আ'শী, আবূ মুস'আব আয্-যুহরী, সাফওয়ান ইব্ন সালিহ, ইব্রাহীম ইব্নুল-মুনযির আল-হিযামী, হিশাম ইব্ন 'আম্মার, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর, আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ্, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশর আল-হারীরী, শায়বান ইব্ন ফাররূখ, সুওয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ, হারমালাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ কুরাইব, আল-বুন্দার প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আয়্যুব ইব্ন সুলাইমান আল-মুররী, আহমাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-উমাভী, আসলাম ইব্ন 'আবদিল-'আযীয, মুহাম্মাদ ইব্ন ওযীর, মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার আল্-লুবাবাহ্, হাসান ইব্ন সা'দ আল-কিনানী, হিশাম ইব্ন ওয়ালিদ আল-গফিকী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। মুসান্নাফু বাক্বী ইব্ন মাখলাদ তাঁর একটি মূল্যবান হাদীছ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি ১৩৫০ জন সাহাবীর নামের ক্রমাধারানুযায়ী হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন। এ গ্রন্থে হাদীছগুলো ফিক্হী তারতীব অনুসারে সাজানো হয়েয়ে। মুহাদ্দিছগণ মনে করেন যে, এটি প্রথম গ্রন্থ যার হাদীছগুলো ফিক্হী গ্রন্থের আলোকে সাজানো হয়েছে।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৯৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২১-২২; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৯-৩১; gÔRvgj-D'vev, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৫-৮৫; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১-২৩; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-৮২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৭; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১-৪২

১৭৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ হাতিম। পিতার নাম ইদ্রীস। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্নুল-মুনযির ইব্ন দাউদ ইব্ন মিহরান আল-হানযালী আল-গতাফানী আর্-রাযী। তিনি ১৯৫ হিজরী সনে রায় শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ২০৯ হিজরী সনে তিনি হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হন। পর্যায়ক্রমে 'ইরাক, মিসর, বাহরাইন, রামাল্লা, রোম এবং সিরিয়া সহ প্রভৃতি শহরে পরিভ্রমণ করেন। তিনি 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-আ'লা আল-আনসারী, আবূ না'ঈম, 'আফ্ফান, 'উছমান ইব্ন হাছীম আল-মু'আয্যিন, আবূ মুসহির আল-গস্সানী, সা'ঈদ ইব্ন আবী মারইয়াম, যুহাইর ইব্ন 'আব্বাদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ আল-'ইজলী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে 'আবদুর্-রহমান ইব্ন আবী হাতিম, ইউনুস ইব্ন 'আবদিল-আ'লা, আবূ যুর'আহ আর্-রাযী, আবূ যুর'আহ আদ্-দিমাশকী, ইব্রাহীম আল-হারবী, মূসা ইব্ন ইসহাক আল-আনসারী, আবূ বকর ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-বুখারী, আবূ দাউদ, নাসাঈ', মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-কিনানী, যাকারিয়া ইব্ন আহমাদ আল-বালখী, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ আল-'আত্তার, আবুল হাসান 'আলী ইব্ন ইব্রাহীম আল-কাত্তান, আবূ 'আমর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্নুল-হাকিম প্রমুখ হাদীছ

হিজরী), আবূ যুর'আহ আদ্-দিমাশকী[১৭৮] (মৃত ২৮১ হিজরী), হারিছ ইব্ন আবি উসামা[১৭৯] (মৃত ২৮২ হি.) তাঁর মুসনাদে হারিছ ইব্ন আবি উসামা, ইব্রাহীম ইব্নুল-'আসকারী (মৃত ২৮২ হিজরী), আবূ মুহাম্মাদ আল-হারিস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী উসামাহ্ দাহির আত্-তামীমী (মৃত ২৮২ হিজরী), ইব্ন আবী 'আসিম আহমাদ ইব্ন 'আমর আশ্-শায়বানী (মৃত ২৮৭ হিজরী), আহমাদ ইব্ন 'আমর আল-বায্যায (মৃত ২৯২ হিজরী), ইব্রাহীম ইব্ন মা'কাল আন্-নাসাফী (মৃত ২৯০ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন নাস্র আল-মারওয়াযী, আবূ বকর আল-বায্যার[১৮০] (মৃত ২৯২

বর্ণনা করেন। আল-আনসারী, তিনি আল-জারহ্ ওয়াত্-তা'দীল শাস্ত্রের একজন ইমাম ছিলেন। ২৭৭ হিজরী সনে তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৪৭-৬৩; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৭-৬৯; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২৮-২৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৮৪-৮৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮-৯৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮-৪৯; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২১; wgiÕAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯; ৬, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭-১১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮; Avj-AvÕjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৭

১৭৮. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুর্-রহমান। উপনাম আবূ যুর'আহ। পিতার নাম 'আমর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ যুর'আহ 'আবদুর্-রহমান ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন সাফওয়ান ইব্ন 'আমর আন্-নাসরী আদ্-দিমাশকী। তিনি ২০০ হিজরী সনের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ না'ঈম ফযল ইব্ন দুকাইন, হাওয়াহ্ ইব্ন খলীফাহ্, 'আফ্ফান ইব্ন মুসলিম, আবূ মুসহির আল-গস্সানী, আহমাদ ইব্ন খলিদ আল-ওহাবী, সুলাইমান ইব্ন হারব, 'আলী ইব্ন 'আয়্যাশ, আবূ বকর আল-হুমায়দী, আবূ গস্সান আন্-নাহদী, 'আবদুল- গফ্ফার ইব্ন দাউদ, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-ফারাদীসী, সা'ঈদ ইব্ন মানসূর, সুলাইমান ইব্ন দাউদ আল-হাশিমী, আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন, হিশাম ইব্ন 'আম্মার প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ দাউদ, ই'আকূব আল-ফাসাভী, আহমাদ ইব্ন মু'আল্লী আল-কাযী, আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ, আবুল-'আব্বাস আল-আসাম্মী, আবূ ই'আকূব আল-আযরা', আবূ জা'ফর আত-ত্বহাবী, আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্বাবারানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন তার সময়কার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ। তিনি দামিশকের অধিবাসী ছিলেন। দামিশকেই ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১১-৩১৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৮; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৬; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৪-২৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৪-২৫; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২

১৭৯. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হারিছ। উপনাম আবূ মুহাম্মদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ আল-হারিছ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী উসামাহ্ আত্-তামীমী আল-বাগদাদী। তিনি ১৮৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহের সাথে সম্পর্কিত করে তাকে ইব্ন আবি উসামাহ্ বলা হয়ে থাকে। তিনি ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী এবং বনী তামীম গোত্রভূত। তিনি 'আবদুল-ওহাব ইব্ন আবী 'আত্বা, বিশর ইব্ন 'উমার আয্-যাহরানী, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, রওহা ইব্ন 'উবাদা, কাছীর ইব্ন হিশাম, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন বকর আস্-সাহমী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার আল-ওয়াকিদী, সা'ঈদ ইব্ন 'আমির আদ্-দুবা', 'উছমান ইব্ন 'উমার ইব্ন ফারিস, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী বুকাইর আল-কিরমানী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-কুনাসাহ্, আবূ না'ঈম, 'আফ্ফান, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ 'উবায়দ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্বাবারী, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ, আবূ বকর আন্-নাজ্জাদ, 'আবদুস্-সামাদ আত্-ত্বসতী, আবূ বকর আশ্-শাফিঈ', আবূ বকর ইব্ন খল্লাদ আন্-নাসীবী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্নুল-হুসাইন আন্-নাযরী আল-মারওয়াযী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ তার শিষ্যত্ব গ্রহণে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু আবূ হাতিম, ইব্নে হিব্বান, ইব্রাহীম জাবরাতী, দারেকুত্নী প্রমুখ রিজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। তিনি ২৮২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৮-৯০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৯-২০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৫০; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮-৭৯; e¯Ívbj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

১৮০. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম 'আমর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আবদিল-খলিক আল-বাসরী। আল-বায্যার তাঁর উপাধী। আল বাযযার বলা হয়ে থাকে বীজ বিক্রেতাকে, তিনি ছিলেন

হিজরী), ইউসুফ ইব্‌ন ই'আকূব আল-কাযী[১৮১] (মৃত ২৯৭ হিজরী), 'আস-সুনান' (**السنن**), জা'ফর আল-ফিরইয়াবী[১৮২] (মৃত ৩০১ হিজরী), আবূ বকর আল-বারদীজী[১৮৩] (মৃত ৩০১ হিজরী), ইবরাহীম ইব্‌ন ইউসুফ আল-

---

বসরার অধিবাসী। তিনি হুদবাহ্ ইব্‌ন খালিদ, 'আবদুল-আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ, হাসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন রশিদ, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আবিয়া আল-জুমহী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ফায়ায প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে 'আবদুল-বাকী ইব্‌ন ক্বানি', মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-'আব্বাস ইব্‌ন নুজাইহ, আবূ বকর আল-খাতলী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল-হাসান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম মুসনাদুল-কাবীর। শেষ বয়সে তিনি ইস্পাহানে চলে যান এবং সেখানেই 'ইলমুল-হাদীছের দারসে মাশগুল হন। ইমাম নাসাঈ' (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন, তবে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অধিক ভুল করতেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, তিনি সনদ ও মাতানে ভুল করতেন। তিনি ২৯২ হিজরী সনে সিরিয়ার রামাল্লা শহরে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫৩-৫৪; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৬৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৪; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬১-৬২; e¯Ívbj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; Avj-AvÔjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯

১৮১ তাঁর প্রকৃত নাম ইউসফ। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম ই'আকূব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইউসফ ইউসফ ইব্‌ন ই'আকূব ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন দুরহাম আল-আযদী আল-বাসরী আল-বাগদাদী। তিনি ২০৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, সুলাইমান ইব্‌ন হারব, 'আমর ইব্‌ন মারযূক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর আল-'আবদী, মুসাদ্দিদ ইব্‌ন মুসারহাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বকর আল-মুকাদ্দামী, হুদবাহ্ ইব্‌ন খালিদ, শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, 'আলী ইব্‌ন আল-মাদীনী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আমর ইব্‌নুস-সাম্মাক, আবূ সাহল আল-কাত্তান, 'আবদুল-বাকী ইব্‌ন কানী', দা'লাজ ইব্‌ন আহমাদ, আবূ বকর আশ্-শাফিঈ', আবুল-ক্বাসিম আল-ইসমা'ঈলী, আবূ আহমাদ ইব্‌ন 'আদী, 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ক্বায়সান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে বসরা, ওয়াসিত, প্রাচ্য অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'আস-সুনান' গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। তিনি হাদীছের হাফিয, দ্বীনদার, সচ্চরিত্রবান ও অকুতোভয় ছিলেন।

দ্র. wmqviæ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮৫-৮৭; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬০; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০৩-০৪; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬১-৬২; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩১০; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭২; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০

১৮২ তাঁর প্রকৃত নাম জা'ফর। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌নুল-হাসান ইব্‌নুল-মুস্তাফায আল-ফিরইয়াবী আল-কাযী। তিনি ২০৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি ২২৪ হিজরী সনে হাদীছ লিপিবদ্ধ শুরু করি। তিনি খুরাসান, 'ইরাক, হিজায, শাম, মিসর, জাযিরাহ্ ভ্রমণ করে, তথাকার বিখ্যাত 'উলামাদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বকর আল-মুকাদ্দামী, হুদবাহ্ ইব্‌ন খালিদ, কুতাইবাহ্ ইব্‌ন সা'ঈদ, আবূ মুস'আব আয্-যুহরী, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবূ জা'ফর আন্-নুফায়লী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আঈয, হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার, সাফওয়ান ইব্‌ন সালিহ, আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বাহ্, 'আলী ইব্‌ন আল-মাদীনী, 'আবদুল-আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ, 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বাহ্, আবূ কুদামাহ্ আস্-সারাখসী, ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-খত্বমী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর আল-বারমাকী, আহমাদ ইব্‌ন 'ঈসা আত্-তুসতারী, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আন্-নাজ্জাদ, আবূ বকর আশ্-শাফিঈ', আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্ববারানী, আবুত্-ত্বহির আয্-যুহলী, আবূ বকর আল-ইসমা'ঈলী, আবূ 'আলী ইব্‌ন হারূন, আবূ বকর আল-আজুররী, 'আবদুল-বাকী ইব্‌ন কানী', আবুল-ফযল 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর্-রহমান আয্-যুহরী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি বিশিষ্ট হাদীছের হাফিয ও একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি তুর্কী সাম্রাজ্য হতে মিসর ভ্রমণ করেন। তিনি ৯৪ বছর জীবিত ছিলেন এবং ফায়নাওয়ার অঞ্চলের কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জ্ঞানের আঁধার ছিলেন।

দ্র. wmqviæ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৯৬-১০৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৮৬-৮৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৪৫-৪৬; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১২-১৪; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯২-৯৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১

১৮৩ তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম হারূন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন রাওহা আল-বারদীজী আল-বারযা'ঈ। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তিনি আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জী, নাস্‌র ইব্‌ন 'আলী আল-জাহযামী, 'আলী ইব্‌ন ইশকাব, হারূন ইব্‌ন ইসহাক, বাহর ইব্‌ন নস্‌র আল-খাওলানী, রবী'

হানজাভী (মৃত ৩০১ হিজরী), আবুল-'আব্বাস আল-হাসান ইব্ন সুফইয়ান (মৃত ৩০৩ হিজরী), আল-ক্বাসিম আল-মাতরায[১৮৪] (মৃত ৩০৫ হিজরী) 'আল-মুসনাদ' (المسند), আবু ই'আলা আল-মাওসিলী (মৃত ৩০৭ হিজরী) [১৮৫] তাঁর মুসনাদে আবু ই'আলা মওসিলী, আবূ বকর আর-রূইয়ানী[১৮৬] (মৃত ৩০৭ হিজরী) 'আল-মুসনাদ' (المسند), মুহাম্মাদ

ইব্ন সুলাইমান, সুলাইমান ইব্ন সাইফ আল-হাররানী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আওফ আত্-তৃয়ী, ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদিস্-সামাদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আলী ইব্নুস্-সাওয়াফ, আবূ বকর আশ্-শাফি'ঈ, আবূ আহমাদ আল-'আস্সাল, আবূ আহমাদ ইব্ন 'আদী, আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্ববারানী, 'আলী ইব্ন লু'লু' আল-ওয়ার্রাক প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অনেক দেশ সফর করেছেন এবং গ্রন্থ প্রনয়ণ করেছেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২২-২৪; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৮৮; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৬৪; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৬-৪৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫

১৮৪ তাঁর প্রকৃত নাম আল-ক্বাসিম। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম যাকারিয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আল-ক্বাসিম ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-বাগদাদী। তবে তিনি 'আল-মাতরায' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ২২০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে অথবা তারকিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুওয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ আল-জারজারাঈ', ইসহাক ইব্ন মূসা আল-আনসারী, আবূ হাম্মামুল ওয়ালিদ ইব্ন শুজা', আবূ কুরাইব, 'আব্বাদ ইব্ন ই'আকূব আর্-রওয়াজিনী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আল-জা'আবী, 'আবদুল-'আযীয ইব্ন জা'ফর আল-খিরাকী, মুহাম্মাদ ইব্নুল-মুযাফ্ফার, আবূ হাফস আয্-যিয়্যাত প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী ও অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ৩০৫ হিজরী সনের সফর মাসে ৯০ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৭; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৩৯; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১-১২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯; ; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৭,খণ্ড, পৃ. ৩৬০-৬১; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪

১৮৫. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ ই'আলা। পিতার নাম 'আলী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ই'আলা আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্নুল-মুছান্না ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন 'ঈসা ইব্ন হিলাল আত্-তামীমী আল-মাওসিলী। তিনি ২১০ হিজরীর শাওয়াল মাসের তিন তারীখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র পনের বৎসর বয়সে 'ইলমুল-হাদীছ শিক্ষার জন্য ঘর হতে বের হন। তিনি আহমাদ ইব্ন হাতিম আত্-ত্বভীল, আহমাদ ইব্ন জামিল, আহমাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তুসতারী, আহমাদ ইব্রাহীম আল-মাওসিলী, আহমাদ ইব্ন মানী', আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আয়্যুব, ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-হারাভী, ইসহাক ইব্ন ইস্রা'ঈল, ইসহাক ইব্ন মূসা আল-খাতমী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আবদির্-রহমান আন্-নাসাঈ', আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবুল-ফাতহ আল-আযদী, আবূ 'আলী আল-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ আন্-নায়সাপূরী, আত্-ত্ববারানী, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-ইসমা'ঈলী, আবূ আহমাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আদ্দী, আবূ 'আমর ইব্ন হামদান আল-হীরী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-মুকরী' প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি জাযীরার মুহাদ্দিছগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থটি অধ্যায়ানুক্রমিক এবং সাথে সাথে সাহাবীগণের নামের অনুক্রমিকও। আবুল-ই'আলা জাযীরার মুহাদ্দিছগণের অন্যতম ছিলেন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যই তিনি হাদীছ শিক্ষা দিতেন। তাঁর 'ছুলাছিয়াত' শ্রেণীর রিওয়ায়াতের সংকলনও রয়েছে। ইব্ন হান্নান তাঁকে 'ছিকাহ' বা নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন। তিনি আরো বলেন যে, হাফিয ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল-ফযল (তামীমী) প্রায়ই বলতেন, আমি মুসনাদে আদন্নী এবং মুসনদে ইব্ন বনীর মত অনেক মুসনাদই পড়েছি, কিন্তু ঐসব মুসনাদকে মুসনাদু আবুল-ই'আলার তুলনায় নদী নালা বলে মনে হয়েছে। আর সেগুলোর মুকাবালায় মুসনাদে আবুল-ই'আলা মনে হয় যেন অকূল সমুদ্র। তিনি দীর্ঘজীবি ছিলেন। তিনি ৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৭৪-৮০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১২; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৩০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৭-০৯; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১-৫২; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ' Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২১; e¯Ívbj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২-৯৫

১৮৬ তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম হারূন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইবন হারূন আর-রূইয়ানী। তিনি আবুর্-রবী' আয্-যাহরানী, ইসহাক ইব্ন শাহীন, আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইব্নুল-'আলা, মুহাম্মাদ ইব্ন হুমাইদ

ইব্‌ন জারীর আত্-তৃবারী[১৮৭] (মৃত ৩১০ হিজরী), আবূ বিশর আদ্-দূলাভী[১৮৮] (মৃত ৩1০ হিজরী), আবূ ‘আওয়ানা[১৮৯] (মৃত ৩১৬ হিজরী), আবূ বকর ইব্‌ন আবী দাউদ আস্-সিজিস্তানী[১৯০] (মৃত ৩১৬ হিজরী), আবুল-ক্বাসিম আল-

---

আর্-রাযী, ‘আমর ইব্‌ন ‘আলী আল-ফাল্লাস, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাকিম আল-মুকাওভীম, আবূ যুর‘আহ আর্-রাযী, ইব্‌ন ওয়ারাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আল-ইসমা‘ঈলী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আহমাদ আল-কিরমীসীনী, জা‘ফর ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফান্নাকী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি ‘আল-মুসনাদ’ (**المسند**) গ্রন্থকার। আবুল-ই‘আলা আল-খলীলী তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন। তিনি আরো বলেন তাঁর ফিকহ্ বিষয়েও একাধিক গ্রন্থ রয়েছে।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০৭-৫০৮; ; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১৪; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫২-৫৪; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭

১৮৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ জা‘ফর। পিতার নাম জারীর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা‘ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন কাছীর আত্-তৃবারী। তিনি পারস্যের কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী তৃবারিস্তান নামক স্থানে ২২৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, “তিনি ২১৪ সনে তৃবারিস্তানের “আমূল” নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং শাওয়াল মাসের ২৮ তারিখে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাঁর নাম তৃবারী রাখা হয়। এ নামেই তিনি অধিক পরিচিত। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদুল-মালিক ইব্‌ন আবীশ্-শাওয়ারিব, ইসমা‘ঈল ইব্‌ন মূসা আস্-সুদ্দী, ইসহাক ইব্‌ন আবী ইস্‌রা’ঈল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী মা‘শার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামীদ আর্-রাযী, আহমাদ ইব্‌ন মানী‘, আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-‘আলা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল-আ‘লা আস্-সুন‘আনী, মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-মুছান্না, বিশর ইব্‌ন মু‘আয আল-‘আকাদী, মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা, তামীম ইব্‌নুল-মুনতাসির, আহমাদ ইব্‌নুল-মিকদাম আল-‘ইজলী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ শু‘আইব ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল-হাসান আল-হার্‌রানী, আবুল-ক্বাসিম আত্-তৃবারানী, আবূ বকর আশ্-শাফি‘ঈ, আবূ আহমাদ ইব্‌ন ‘আদ্দী, মাখলাদ ইব্‌ন জা‘ফর আল-বাকারহী, আবুল-মুফায্‌যাল মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ আশ্-শায়বানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের অন্যতম। পবিত্র কুরআনের তাফসীর রচনা করেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ছিলেন স্বয়ং মুজতাহিদ, কারো তাকলীদ করতেন না। ইমামুল-আইম্মাহ ইবন খুযায়মাহ বলেন, “পৃথিবীতে মুহাম্মদ ইবন জারীর এর চেয়ে অধিক জ্ঞাণী আমি আর কাউকে দেখিনি।” হাম্বালীগণ তাঁর উপর অত্যাচার করেন। আবূ হামিদ আল-ইসফারাইনী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ইবন জারীর (র.)-এর তাফসীর অর্জন করার জন্য চীন দেশে সফর করে, তবুও এ সফর অস্বাভাবিক হবে না। তিনি হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ্, ‘ইলমুল-কিরা’আত, ‘ইলমুল-মা‘আনী প্রভৃতি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন।” সিরাযী তাঁকে একজন মুজতাহিদ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী (র) বলেন, ‘উম্মাহ-এর ইজমা‘ অনুসারে তাফসীর-ই-তৃবারীর সমকক্ষ কোন তাফসীর সংকলিত হয় নি।’ তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছেঃ আল-আদাবুল-হামীদাহ্ ওয়াল-আখলাকুন্-নাফীসাহ্, ইখতিলাফুল-ফুকাহা, তারীখুর্-রিজাল, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মূলূক, জামি‘উল-বায়ান ফী তাফসীরিল-কুর’আন, তাহযীবুল-আদাব, কিতাবুল- বাসীর ফিল-ফিকহ, আল-জামি‘ ফিল- কিরা’আত প্রভৃতি।

দ্র. Avj-wdnwi¯Í, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; wmqviæ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৮২; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯১-৯২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬০; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯০; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮৪৬-৫০; Kvkdh hbb ÔAvb Avmvwgj KZe Iqvj-dbb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭; nv‘qvZj-ÔAwidxb AvmgvDj gÔAwjdxb Iqv AvQviæj gmwbdxb wgb Kvkwdh-hbb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭; ZvixLj Av‘wej jMwZj-ÔAviweq¨vn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩১-৩২; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১-৩৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১০-১৬; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-১১; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩০-৩১; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫-৯৬; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২-১৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৫-১৭

১৮৮. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বিশর। পিতার আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বিশর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন সা‘ঈদ ইব্‌ন মুসলিম আল-আনসারী আদ্-দূলাভী আর্-রাযী আল-ওয়ার্‌রাক। তিনি ২২৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ‘ইরাক ও শাম সহ বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে, সেখানকার মুহাদ্দিছগণ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না, আহমাদ ইব্‌ন সুরাইজ আর্-রাযী, যীয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর আল-জাও্ওয়ায, হারূন ইব্‌ন সা‘ঈদ আল-আঈলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল-‘উলাইয়া, আবূ ইসহাক আল-জুজানী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদির্-রহমান আল-জু‘ফী, ইয়াযীদ ইব্‌ন ‘আবদুস-সামাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আউফ আল-হিমসী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, ‘আবদুর্-রহমান ইব্‌ন আবী হাতিম, আবূ আহমাদ ইব্‌ন ‘আদী, আবুল-

বাগাভী[১৯১] (মৃত ৩১৭ হিজরী), ইমাম ত্বহাভী[১৯২] (মৃত ৩২১ হিজরী), ইব্ন আবী হাতিম[১৯৩] (মৃত ৩২৭ হিজরী), আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-মাহামিলী[১৯৪] (মৃত ৩৩০ হিজরী), ইব্ন 'উকদা[১৯৫] (মৃত ৩৩২ হিজরী), আবূ বকর আত্-

---

ক্বাসিম আত্-ত্বারানী, আবূ বকর ইব্ন আল-মুকরী', আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মুহান্দিসী, হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কুর্রাহ আর-রু'আইনী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ইতিহাস ও 'উলামা-ই কিরামদের জীবন মৃত্যুর সময় সম্বলিত অনেক উপকারী গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে সমস্ত গ্রন্থের উপর তাঁর পরবর্তী 'উলামা-ই কিরাম নির্ভর করেছেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, - **كَانَ أَبُوْ بِشْرٍ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ، وَكَانَ يُضَعِّف** । ইব্ন ইউনুস (মৃত হিজরী) বলেন, **يَتَكَلَّمُوْنَ فِيْه، وَمَا يَتَبَيَّنَ مِنْ أَمْره إلا خَيْرَ** তাঁকে শাফী'ঈ মতালম্ভী ফকীহ বলা হয়। তিনি ৩১০ হিজরী সনের যিল-ক্ব'দাহ্ মাসে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'আরজ' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৯-১১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৯-৬০; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬-৭৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১-২২; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৩-১৪; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৬০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫২; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭১

১৮৯. তাঁর প্রকৃত নাম ই'আকূব। উপনাম আবূ 'আওয়ানাহ্। পিতার নাম ইসহাক। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আওয়ানাহ্ ই'আকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ আল-ইসফারাঈনী আন্-নায়সপূরী। তিনি ২৩০ হিজরী সনের পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সহীহ গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি শাম, হিজাজ, ইয়ামান, মিসর, আল-জাযীরাহ্, 'ইরাক, পারস্য ও ইস্পাহান সফর করে, তথাকার পণ্ডিতদের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তাছাড়া ইউনুস ইব্ন 'আবদুল-আ'লা, 'আলী ইব্ন হারব, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যুহলী, আহমাদ ইব্ন 'আবদির্-রহমান ইব্ন ওহ্হাব, যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আসাদ আল-মারূযী, সা'দ ইব্ন মাস'উদ আল-মারূযী, সা'দান ইব্ন নস্র, 'ঈসা ইব্ন আহমাদ আল-বালখী, 'আলী ইব্ন ইশকাব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আহমাদ ইব্ন 'আলী আর্-রাযী, আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মানসূর, সুলাইমান ইব্ন আহমাদ আত্-ত্বারানী, আবূ বকর আল-ইসমা'ঈলী, হুসাইনাক ইব্ন 'আলী আত্-তামীমী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম বলেন, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিছদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি হাদীছের হাফিয হওয়ার পাশাপাশি শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তিনি সহীহ মুসনাদ গ্রন্থের সংকলক ছিলেন। তিনি ৩১৬ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড,পৃ. ৪১৭-১৯; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩-৯৪; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৯-৮০; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, ৩য় খণ্ড, ৪৮৭-৮৮; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, পৃ. ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ২৫০-৫১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৪

১৯০. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম আবূ দাউদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী। তিনি ২৩০ হিজরী সনে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। নায়সাপূরে বেড়ে ওঠেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আসলাম আত্-তূসী, 'ঈসা ইব্ন যুগবাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাছাড়া তিনি খুরাসান, শাম, হিজাজ, মিসর, 'ইরাক, ইস্পাহান প্রভৃতি শহরে পরিভ্রমন করে, তথাকার মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি আবূ সা'ঈদ আল-আশাজ্জী থেকে ৩০ হাজার হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ইস্পাহানে তাঁর স্মৃতিতে থাকা ৩০ হাজার হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন শাহীন বলেন, ইব্ন আবী দাউদ আমাদেরকে তাঁর স্মৃতিতে থাকা হাদীছ লিখাতেন। মুহাম্মাদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন শিখ্খীর বলেন, তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ ও হজ্জব্রত পালনকারী। তিনি ৩১৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় তিন লক্ষ বা তার থেকে বেশী মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন।

দ্র. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১-৭২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৪

১৯১. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ক্বাসিম 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-'আযীয ইব্ন মারযুবান ইব্ন সবূর ইব্ন শাহিনশাহ্ আল-বাগাভী। তিনি ২১৪ হিজরী সনের রমাযান মাসের রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, 'আলী ইব্ন আল-মাদানী, খলফ ইব্ন হিশাম ইব্ন আল-বায্যার, হুদবাহ্ ইব্ন খালিদ, শায়বান ইব্ন ফারুখ, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-ওহ্হাব আল-হারিছী, বিশর ইব্ন ওয়ালিদ ইব্ন আল-কিন্দী,'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-'আইশী, হাজিব ইব্ন ওয়ালিদ, দাউদ ইব্ন রশীদ, আবূ বকর ইব্ন শায়বাহ, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন কাওয়ারীরী, হারূন ইব্ন মা'রূফ, আবূ খয়ছামা, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ, আবূ বকর আশ্-শাফী'ঈ, আত্-ত্বারানী, আবূ আহমাদ আল-হাকিম, মুহাম্মাদ ইব্ন মুযাফ্ফার, যাহির ইব্ন আহমাদ আস্-সারখাসী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আত্-ত্বরাযী প্রমুখ

হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইমাম দারেকুত্নী (র.) ও ইমাম বাগাভী তাঁর সম্পর্কে বলেন, **كَانَ صَاحِبَ حَدِيْث، وَكَانَ وَرَّاقًا يُوَرِّق عَلَى جَدِّه وَعَمَّه** । ইব্ন ‘আদী বলেন, **ثِقَةٌ، جَبَلٌ، إمَام، قَلَّ الْمَشَايِخ خَطأً** । খত্বীব বলেন, **كَانَ ثقتًا، ثبتًا، فهمًا، عالِمًا** । আবূ ই‘আলা আল-খলীলী বলেন, **وَغَيْرهمَا، وَكَانَ يَبِيْع أَصْل نَفْسِه كُلَّ وَقْت، وَأَخَذَ يضَعِّفه، ثم قوَّاه** **كَانَ البَغْوِي معمَّر، عنده مِئَة شَيْخ تَفَرَّد بهم فِى زَمَانه، مِنْهم الحكم بن موسى،وَطالُوتُ بنُ عَبَّاد، وَنَعيم بن الهيصم** । ইমাম দারেকুত্নী আরো বলেন, **كَانَ البغوى قل ان يتكلم على الحديث (فإذا تكلم) كَان كلامه كالمسمار فى الساج** । তিনি ৩১৭ হিজরী সনে ‘ঈদুল ফিতরের রাতে ১০৩ বছর ১ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। ‘ঈদুল ফিতরের দিনে তাঁকে কবরস্ত করা হয়।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৪০-৫৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩৭-৪০; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৩-৫৬; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৯০; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৩-৬৮

১৯২. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ জা‘ফর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা‘ফর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন ‘আবদিল-মালিক ইব্ন সালমাহ্ ইব্ন সুলাইম ইব্ন সুলাইমান ইব্ন জুনাব আল-আয্দী আল-হাজরী। তিনি ২৯৩ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণেই তাঁকে মিসরী বলা হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গৃহে সমাপ্ত করার পর মিসরের খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রথিতযশা ‘আলিম, কালজয়ী মুহাদ্দিছ ও ফকিহ্ আবূ ইব্রাহীম আল-মুযানী (র.)-এর কাছে গমন করেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে হাদীছ এবং শাফি‘ঈ ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ইব্রাহীম ইব্ন আবী দাউদ, ইমাম নাসা’ঈ, আবূ ‘উবায়দুল্লাহ্ আল-বাহশাল, আবূ ‘আবদুল্লাহ্ আল-মারওয়াযী, আহমাদ ইব্ন আবূ ‘ইমরান, আবূ ‘ই‘আকূব আল-ওয়ার্রাক আল-মানজানীকী, বাহর ইব্ন নস্র আল-খাওলানী, আবূ বাকরাহ্ আল-মিসরী, আবূ মুহাম্মাদ আল-মিসরী, আবুয্-যিনবা আল-মিসরী, আবূ যুর‘আহ্ আদ্-দিমাশকী, আবূ জা‘ফর আল-মিসরী, আবূ বিশর আল-আহওয়াযী, আবুল-হাসান আল-বাগাভী, আবূ জা‘ফর আল-বাগদাদী, আবূ বাকার আল-বায্যার, আবূ বকর আস্-সুক্কা’ই, আবূ বকর আল-বাগদাদী, আবূ ‘আবদুল্লাহ্ আল-বাগদাদী, আবূ খালিদ আল-কায্যায, আবূ ইয়াযীদ আল-কারাতিসী, আবূ জা‘ফর আল-ওয়াসিতী, আবূ সা‘ঈদ আল-বুখারী, আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী, আবূ জা‘ফর আল-ইয়াশকারী, আবূ ‘ঈসা আল-কূফী, আবূ যাকারিয়্যা আন্-নায়সাপূরী, আবুল-হাসান আল-বাগাভী, আবূ জা‘ফর আত্-তামীমী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আদ্-দামিগানী, আবূ সা‘ঈদ আল-জুরজানী, আবূ ‘আবদুল্লাহ্ আল-শামাখী, আবুল-ক্বাসিম আল-জুযামী আল-আন্দালুসী, আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্বাবারানী, আবূ সুলাইমান আর্-রাবি‘ঈ, আবুল-হুসাইন আল-বাগদাদী, আবুল-ক্বাসিম আল-কুরতুবী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আল্লামা সাম‘আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন, **كان إماما ثقتا ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله** -তিনি ছিলেন একজন ইমাম, বিশ্বস্ত, হাদীছের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত রাভী, ফিকহ্ শাস্ত্রবীদ এবং ‘আলিম। তারপর তাঁর তেমন কোন উত্তরসূরী পাওয়া যায় নি। ইব্নুল-আছীর (মৃত হিজরী) বলেন, তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিজ্ঞ ফকীহ্, ইমাম এবং বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী। হাফিয যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ইমাম ত্বহাভী ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হাফিয এবং অভিনব গ্রন্থরাজির রচয়িতা। ইব্ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, **أبو حعفر الطحاوي الفقيه الحيفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد العزيزة وهو أحد الثقات الابثات والحفظ الجهابذة** - আবূ জা‘ফর আত-ত্বহাভী হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রবীদ, মুল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থরাজির রচয়িতা ছিলেন। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, বিশ্বস্ত এবং হাদীছের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ৩২১ হিজরী সনে যিলকা‘দাহ্ মাসে বৃহস্পতিবার রাতে মিসরে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১৮; Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০৮-১০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫-০৬; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১৮; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২০-২১

১৯৩. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুর্-রহমান। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম আবূ হাতিম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন আবী হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্রীস ইব্ন মুনযার ইব্ন দাউদ ইব্ন মিহরান আত্-তামীমী আল-হানযালী। তিনি তাঁর পিতা, ইব্ন ওয়ারাহ্, আবূ যুর‘য়াহ্, আল-হাসান ইব্ন ‘আরাফাহ্, আহমাদ ইব্ন সিনান আল-ক্বত্তান, আবূ সা‘ঈদ আল-আসাজ্জী, ইউনুস ইব্ন ‘আবদিল-আ‘লা প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাছাড়া তিনি হিজাজ, শাম, মিসর, ‘ইরাক, জিবাল, জাযীরা প্রভৃতি শহরে ভ্রমণ করে তথাকার মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আল-হুসাইন ইব্ন ‘আলী হুসাইনাক আত্-তামীমী, আবুশ্-শায়খ, ‘আলী ইব্ন ‘আবদিল-‘আযীয ইব্ন মাদরাক, আবুল-ক্বাসিম ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আসাদ আল-ফকীহ্, আবূ ‘আলী আহমাদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ আল-ইস্পাহানী, ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ আন্-নাসরাবাযী, ‘আলী ইব্ন

Dhaka University Institutional Repository

তাহ্হান[১৯৬] (মৃত ৩৩৩ হিজরী), আবূ আলী আল-লু‘লুয়ূ[১৯৭] (মৃত ৩৩৩ হিজরী), আবূ ‘আমর আল-মাদানী[১৯৮] (মৃত ৩৩৩ হিজরী), আবূ সা‘ঈদ আশ্-শাশী[১৯৯] (মৃত ৩৩৫ হিজরী), আবূ মুহাম্মাদ আল-কুরতুবী[২০০] (মৃত ৩৪০ হিজরী), আবূ মুহাম্মাদ আল-ফাকিহী[২০১] (মৃত ৩৫৩ হিজরী)।

মুহাম্মাদ আল-ক্বাস্সার প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আবূ ই‘আলা আল-খলীলী বলেন, তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পণ্ডিত ও রিজালবীদ ছিলেন। তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর একটি তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে, যা চার খণ্ডে বিভক্ত। তাছাড়া **الجرح والتعديل** ও **الرد على الجهمية** এবং **مناقب الشافعي** নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মানদাহ্ বলেন, **صنف إبن أبي حاتم (المسند) في ألف جزء، وكتاب (الزهد) وكتاب (الكنى)، و(الفوائد الكبير) و(فوائد الرزيين) وكتاب (تقدمة الجرح والتعديل) وأشياء** তিনি ৩২৭ হিজরী সনের মুহার্‌রাম মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZevKvZk-kwdôBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪-২৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২৯-৩০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৩; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৫; dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭-৮৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৯-৪০; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪-০৫; wgiÔAvZj wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩০-৩১

১৯৪. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হুসাইন। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ইসমা‘ঈল। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ আল-হুসাইন ইব্ন ইসমা‘ঈল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল ইব্ন সা‘ঈদ ইব্ন আবান আদ্-দাবী আল-বাগদাদী আল-মাহামিলী। তিনি একজন সুনান সংকলক। তিনি ২৩৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে সর্বপ্রথম হাদীছ শ্রবণ করেন। তাছাড়া তিনি আবূ হুযাফাতা আহমাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আস্-সাহমী, আবুল-আশ‘আছ আহমাদ ইব্ন মিক্দাম আল-‘ইজলী, ‘আমর ইব্ন ‘আলী আল-ফাল্লাস, যীয়াদ ইব্ন আয়্যুব, আবূ হিশাম আর্-রিফা‘ঈ, ই‘আকূব ইব্ন দাওরাকী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না আল-‘আনাযী, ‘আবদুল-আ‘লা ইব্ন ওয়াসিল, ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন ইউনস আর্-রাক্বী আস্-সার্‌রাজ, আল-হাসান ইব্নুস্-সাব্বাহ্ আল-বায্যার, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী, ইসমা‘ঈল ইব্ন আবীল-হারিছ, ইব্রাহীম ইব্ন হানী আন্-নায়সাপূরী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে দা‘লাজ ইব্ন আহমাদ, আত্-ত্ববারানী, আদ্-দারেকুত্নী, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন জুমা‘ঈ, ইব্ন শাহীন, আবূ মুহাম্মাদ ইব্নুল বায়‘ঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড,পৃ. ২৫৮-৬৩ ; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২৪-২৫; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৪৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭০; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪

১৯৫. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সা‘ঈদ ইব্ন ‘আবদির্-রহমান ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন যীয়াদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আজলান। তিনি ২৪৬ হিজরী সনে কূফাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীছ অন্বেষনের জন্য ২৬০ হিজরী সনের কিছু পর কূফা, বাগদাদ ও মক্কাতে গমন করেন। তিনি আবূ জা‘ফর মুহাম্মাদ ইব্ন ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আল-মুনাদী, আহমাদ ইব্ন ‘আবদুল্-হামীদ আল-হারিছী, আল-হাসান ইব্ন ‘আলী ইব্ন ‘আফ্ফান, আল-হাসান ইব্ন মুকরাম, ‘আলী ইব্ন দাউদ আল-ক্বানতারী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী ত্বলিব, ইব্রাহীম ইব্ন আবী বকর ইব্ন আবী শায়বাহ্, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসমাহ্ আল-কালবী, মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন আল-হুনাইফী, আহমাদ ইব্ন আবী খয়ছমাহ্, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-‘উকাইলী, ই‘আকূব ইব্ন ইউসুফ ইব্ন যীয়াদ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আর্-রাশিদী, আবূ বকর ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আত্-ত্ববারানী, ইব্ন ‘আদী, আবূ বকর আল-জি‘আবী, ইব্নুল-মুযাফ্ফার, আবূ ‘আলী আন্-নায়সাপূরী, আবূ আহমাদ আল-হাকিম, ইব্ন শাহীন, ‘উমার ইব্ন ইব্রাহীম আল-কাত্তানী, আবূ ‘উবায়দুল্লাহ্ আল-মারযূবানী, আবূ ‘উমার ইব্ন মাহদী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড,পৃ. ৩৪০-৪৩ ; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৩৯-৪০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৫৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৯-৮০; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫; wgiÔAvZj wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪

১৯৬. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ‘আমর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ‘আমর ইব্ন জাবির আত-ত্বাহ্হান। তিনি ২৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আওফ, ইব্রাহীম ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্

আল-ক্বাস্সার, সুলাইমান ইব্ন সাইফ আল-হার্রানী, আল-'আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন মাযয়াদ আল-বৈরূতী, বাক্কার ইব্ন কুতাইবাহ্, আল-হারিছ ইব্ন আবী উসামাহ্, আবূ যুর'য়াহ্ আদ-দিমাশকী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ সুলাইমান ইব্ন যাবর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুযাফ্ফার, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'উছমান ইব্ন আবীল হাদীদ। মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-গস্সানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avô jwgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড,পৃ. ৪৬১-৬২ ; wKZve Av j-I qvdx wej -I qvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬; ZevKvZ j-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১; ZvhwKivZ j-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৫-৪৬; Av j-ÔBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২

১৯৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আলী। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আলী মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'আমর আল-বাসরী আল-লু'লুয়ূ। তিনি আবূ দাউদ আস-সিজিস্তানী, ইউসুফ ইব্ন ই'আকূব আল-ক্বালূসী, আল-হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন বাহর, আল-ক্বাসিম ইব্ন নস্র, 'আলী ইব্ন 'আবদিল-হামীদ আল-কাযভীনী। তাঁর থেকে আল-হাসান ইব্ন 'আলী আল-জাবালী, আল-ক্বাযী আবূ 'আমর আল-ক্বাসিম ইব্ন জা'ফর আল-হাশিমী, আবুল-হুসাইন আল-ফাসাভী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন জুমাই' প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avô jwgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড,পৃ. ৩০৭-০৮; wKZve Av j-I qvdx wej -I qvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০; wgi ÔAvZ j-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; Av j-ÔBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩; Avb-bRgh-hwni vn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭

১৯৮. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আমর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আমর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন হাকীম আল-মাদীনী আল-ইস্পাহানী। তিনি শাম, 'ইরাক, রায় সহ প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী ত্বলিব, আবূ 'আমর ইব্ন হাকাম, আবূ হাতিম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Av j-ÔBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫; Avb-bRgh-hwni vn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৭

১৯৯. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হায়ছাম। উপনাম আবূ সা'ঈদ। পিতার নাম কুলাইব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ আল-হায়ছাম ইব্ন কুলাইব ইব্ন সুরাইজ ইব্ন মা'ক্বাল আশ্-শাশী আত্-তুরকী। তিনি 'ঈসা ইব্ন আহমাদ আল-'আসকালানী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী, যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-মারওয়াযী, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আল-মুনাদী, হামদান ইব্ন 'আলী আল-ওয়ার্রাক, আহমাদ ইব্ন মুলা'ইব, মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আল-মাদা'ইনী, আবুল-বাখতারী ইব্ন শাকির, 'আলী ইব্ন সাহল, ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-ক্বস্সার, 'আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ আদ্-দুওয়ারী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী ত্বলিব, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আস্-সাগানী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মানদাহ্, 'আলী ইব্ন আহমাদ আল-খুযা'ঈ, মানসূর ইব্ন নস্র আল-কাগাদী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩৩৫ হিজরী সনে সামারকন্দে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZvhwKivZ j-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৮-৪৯; ZevKvZ j-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২; wmqvi æ Avô jwgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড,পৃ. ৩৫৯-৬০; Av j-ÔBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৬

২০০. তাঁর প্রকৃত নাম ক্বাসিম। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম আসবাগ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ ক্বাসিম ইব্ন আসবাগ আল-কুরতুবী। তিনি বানী উমাইয়ার মাওলা ছিলেন। তিনি বাক্বী ইব্ন মাখলাদ, হুফায়দা ক্বাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাজী, আল-ক্বাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন গসলাউন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসামা'ঈল, আবূ বকর ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া, আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন কুতাইবাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন জাহম, ইব্রাহীম আল-ক্বস্সার প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একজন হাদীছের ইমাম ছিলেন। তিনি ৩৪০ হিজরী সনে জমাদিউল-উলা মাসে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Av j-ÔBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২০

২০১. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইবনুল-'আব্বাস আল-মাক্কী আল-ফাকিহী। তিনি আবূ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুসার্রাহ্ সহ সমসাময়িক অনেকের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আল-হাকিম, 'আবদুর্-রহমান ইব্ন 'উমার ইব্ন আন-নাহ্হাস, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্নুল-হাসান আল-বায্যায, আবুল-ক্বাসিম ইব্ন বুশরান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৩৫৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avô jwgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড,পৃ. ৪৪-৪৫; Av j-ÔBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮০; Avb-bRgh-hwni vn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৮

এ যুগে হাদীছ সংগ্রহের কাজ শেষ হয় এবং সহীহ্, গয়রে সহীহ্সহ সকল হাদীছ সনদসহ চিহ্নিত করে দেয়া হয়। আসমাউর্-রিজাল শাস্ত্রের পূর্ণতা লাভ করে। হাদীছের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের নীতিমালা ও নির্ধারণ করা হয়। 'উলূমুল-হাদীছকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করানো হয়। 'ইলমুল-হাদীছের উপর ন্যূনতম মৌলিক কোন গ্রন্থ রচনা করার প্রয়োজনীয়তাও লোপ পায়। কেননা তখন হাদীছ সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়।

'ইলমুত্-তাফসীর

'আব্বাসীয় খিলাফাতকাল ছিল তাফসীর চর্চার স্বর্ণযুগ। এ সময় মুসলিম সমাজে বাতিল চিন্তাধারা ও মতবাদের উদ্ভব হয়। বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। এর প্রভাব থেকে 'ইলমুত্-তাফসীরকে মুক্ত করণের লক্ষে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজতিহাদের মাধ্যমে তাফসীর চর্চার অনুসৃত ধারা অনুযায়ী এ যুগে যে সকল মনীষী তাফসীর চর্চায় অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হাফিয আবূ 'আবদিল্লাহ্ (মৃত ২৭৩ হিজরী), বাক্বী' ইব্ন মাখলাদ (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন কুতাইবা[২০২] (মৃত ২৭৬ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাসান (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবূ মানসূর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আল-আযহার আল-হারওয়াভী (মৃত ২৮২ হিজরী), হাফিয বাক্বী ইব্ন মাখলাদ আল-কুরতুবী (মৃত ২৮৬ হিজরী), আবূ হানীফা ইব্ন দাউদ আন্-নাহ্ভী (মৃত ২৯০ হিজরী), মা'কাল আন্-নাসাফী আল-হানাফী (মৃত ২৯৫ হিজরী), ইমাম আবূ 'আবদির্-রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন্-নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী), তাফসীরুন্-নাসা'ঈ[২০৩] আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন ইসহাক আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩০৩ হিজরী), আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন যায়দ আল-ওয়াসিতী (মৃত ৩০৬ হিজরী), মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্বারী (মৃত ৩১০ হিজরী) তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থ 'জামিউল-বায়ান 'আত্-তা'ভীলে 'আঈ আল কুর'আন' (**جامع البيان عن تأويل آي القرآن**) এটি তাঁর অনবদ্য রচনা।[২০৪] শায়খ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্নুস্-

---

২০২. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুসলিম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুলাহ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতাইবা আদ্-দিনওয়ারী, তবে তিনি কুতাইবা হিসেবে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ২১৩ হিজরী সনে বাগদাদে মতান্তরে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৬ হিজরী সনে রজব মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি দিনওয়ার শহরের কিছু দিন বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর তাফসীরের ক্ষেত্রে গরাইবু কুর'আনিল-কারীম, মুশকিলুল-কুর'আন, কিতাবু ই'রাবিল-কিরা'আত বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে গরীবুল-হাদীছ, 'উয়ূনুল-আখবার, কিতাবুল-মাসাঈল ওয়াল-জাওয়াবাত, তাবাকাতুশ্-শু'আরা, কিতাবুল-খয়ল, কিতাবুত্-তাকফিয়া, আল-আশরিবা প্রভৃতি। তাফসীরু গরীবিল-কুর'আন এক খণ্ডে বিশাল গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি মিসর, ইস্তাম্বুলে রয়েছে। এটি নতুন সংস্করণে বৈরুতের দারু মাকতাবাতিল-হিলাল থেকে ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি. প্রকাশিত হয়। তিনি এই গ্রন্থের কোথাও কোথাও কুর'আনের আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে অন্য আয়াতের সহায়তা নিয়েছেন। কখনও কখনও সনদ বিহীন হাদীছ ও উলেখ করেছেন।

দ্র. Zvdmxi Mixej-KiAvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭, ৭০, ৭৯; Zvdmxiæj KiAvb DrcwË I µgweKvk, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-৩৬

২০৩. দুই খণ্ডে রচিত এই তাফসীর গ্রন্থে ৭৬৬ টি বর্ণনা স্থান পেয়েছে। মূল তাফসীরে ৭৩৫টি আর বাকিগুলো পরিশিষ্ট। মূল তাফসীরে ৯টি সূরা ব্যতীত সকল সূরার তাফসীরী রিওয়ায়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি এই গ্রন্থে কোন সূরার পরিপূর্ণ তাফসীর না করে বিশেষ বিশেষ আয়াত বা স্থানের তাফসীর করেছেন। এ গ্রন্থে মহানবী (সা.), সাহাবায়ি কিরাম ও তাবি'ঈদের তাফসীর সনদসহ উল্লেখ করা হয়েছে। রিওয়ায়াত নির্ভর মূল তাফসীর গ্রন্থ হওয়ায়, এ গ্রন্থের গুরুত্ব 'উলামা-ই কিরামদের কাছে অনেক বেশী।

দ্র. Zvdmxi bvmvC, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-৫৯; Zvdmxiæj KiAvb DrcwË I µgweKvk, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-৬৮

২০৪. তিনি সুদীর্ঘ চলিশ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রম করে এ তাফসীর গ্রন্থটি সংকলন করেন। মুসলিম জগতে হাদীসের ভিত্তিতে যত প্রমাণ্য তাফসীর রচিত হয়েছে, তন্মেধ্যে এটি মর্যাদা ও মানগত দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট তাফসীর হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। এতে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত হওয়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও খ্যাতনামা গবেষকগণ এ রচয়িতাকে যেমন মুফাস্সিরকুল শিরোমণি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, ।তেমনি এ গ্রন্থকে ইমামুত্-তাফসীর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে রিওয়ায়েত নির্ভর তাফসীরের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যে আয়াতের তাফসীর করেছেন, সে সম্পর্কে আল কুরআনের অন্য কোন আয়াতে ব্যাখ্যা আছে কি-না, থাকলে তিনি সর্ব প্রথম তা উল্লেখ করেছেন। তাফসীর বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কুরআনের পর হাদীছকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রতি আয়াতের তাফসীরে সনদসহ মহানবী (স), সাহাবায়ি কিরাম, তাবি'ঈ ও তাবে তাবি'ঈদের উক্তি পেশ করেছেন। এ তাফসীর গ্রন্থটি ৩০ হাজার পৃষ্ঠায় সীমিত ৩০ খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করার জন্য তিন বৎসর যাবৎ ইস্তিখারার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য কামনা করেছেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। আলামা সুয়ূতী বলেন তাফসীর ইব্ন জারীর ত্বারীর মত

সিরী আন্-নাহভী (মৃত ৩১০ হিজরী), আবূ ‘উবায়দ আল-ক্বাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (মৃত ৩১১ হিজরী), ইমাম ত্বহাভী[২০৫] (মৃত ৩২১ হিজরী), ইব্‌ন বাহার আল-ইস্পাহানী[২০৬] (মৃত ৩২২ হিজরী), আবূ জা‘ফর আল-নাহ্হাস[২০৭] (মৃত ৩৩৮ হিজরী, আবূ মুহাম্মাদ আল-কুরতুবী[২০৮] (মৃত ৩৪০ হিজরী।

আর কোন তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি। ‘আবদুল-হামিদ ইসফারাঈনীর মতে, যদি কোন ব্যক্তি শুধু তাফসীরে ইব্‌ন জারীর অধ্যয়নের জন্য চীন সফর করে তবে এটি তার জন্য বাড়া-বাড়ি-কিছু হবে না

দ্র. Avj-BZKvb dx ‘Djyg j-KiAvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০; gÔRvg j-D‘vev, প্রাগুক্ত, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৪২; RvwgÔDj-evqvb dx ZvÔexwj j-KiÔAvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫-৩৭; gdvmwmi cwiwPwZ I Zvdmxi chv‡jvPbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

২০৫. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ জা‘ফর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা‘ফল আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ্ ইব্‌ন সালামাহ্ ইব্‌ন ‘আবদিল-মালিক ইব্‌ন সালমাহ্ ইব্‌ন সুলাইম ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন জুনাব আল-আয্‌দী আল-হাজরী। তিনি ২৯৩ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণেই তাঁকে মিসরী বলা হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গৃহে সমাপ্ত করার পর মিসরের খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রথিতযশা ‘আলিম, কালজয়ী মুহাদ্দিছ ও ফকিহ্ আবূ ইব্‌রাহীম আল-মুযানী (র.)-এর কাছে গমন করেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে হাদীছ এবং শাফি‘ঈ ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আল্লামা সাম‘আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন, **كان إماما ثقتا ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله** -তিনি ছিলেন একজন ইমাম, বিশ্বস্ত, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত রাভী, ফিকহ্ শাস্ত্রবীদ এবং ‘আলিম। তারপর তাঁর তেমন কোন উত্তরসূরী পাওয়া যায় নি। ইব্‌নুল-আছীর (মৃত হিজরী) বলেন, তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিজ্ঞ ফকীহ্, ইমাম এবং বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী। হাফিয যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ইমাম ত্বহাভী ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হাফিয এবং অভিনব গ্রন্থরাজির রচয়িতা। ইব্‌ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, **أبو جعفر الطحاوي الفقيه الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد العزيزة وهو أحد الثقات الابثات والحفظ الجهابذة** - আবূ জা‘ফর আত-ত্বহাভী ছিলেন, হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রবীদ ও গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থরাজির রচয়িতা। তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত এবং হাদীছের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম। তাফসীর শাস্ত্রে ‘তাফসীরুল-কুর’আন’ (**تفسير القران**) এ গ্রন্থের একটি খণ্ড ইসকান্দারিয়ার জামি‘ আশ্-শায়খ-এ সংরক্ষিত আছে। এ খণ্ডটি সূরা আল-আনফাল থেকে শুরু হয়েছে। ‘আহকামুল কুর’আন’২০৫ (**أحكام القرآن**) নামক দু’টি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। কিন্তু তাঁর রচিত এ গ্রন্থ আজ দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য। মুল্লা ‘আলী ক্বারী (র.)-এর বর্ণনানুসারে তাহাভী (র.)-এর ‘আহকামুল কুর’আন’ গ্রন্থখানা বিশ অংশে বিভক্ত। তাছাড়া ইসমা‘ঈল পাশা আল-বাগদাদী (র.)-এর মতে, ইমাম ত্বহাভী (র.)-এর কুর’আন সম্পর্কিত গ্রন্থের নাম ‘নাওয়াদিরুল-কুর’আন’ (**نوادر القرآن**)। কাযী ‘আয়ায (র.)-এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা এক হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ৩২১ হিজরী সনে যিলকা‘দাহ্ মাসে বৃহস্পতিবার রাতে মিসরে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১৮; Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০৮-১০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫-০৬; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১৮; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২০-২১

২০৬. তাঁর প্রকৃত মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ মুসলিম। পিতার নাম বাহর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুসলিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাহর আল-ইস্পাহানী। তাঁর পরিবারের সকলেই ইস্পাহানের অধিবাসী ছিলো। তিনি ২৫৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মু‘তাযিলী ছিলেন। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্‌র খিলাফতকালে ইব্‌ন বুহাইহির ইস্পাহানে আগমনের পূর্বে অর্থাৎ ৩২১ হিজরী সন পর্যন্ত তিনি ইস্পাহান ও পারস্যের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর তিনি সে দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ‘জামি‘উত্-তা’ভীল’ (**جامع التأويل**) (তাফসীর গ্রন্থ), আন্-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ (**الناسخ والمنسوخ**), কিতাবু ফিন্-নাহু (**كتاب في النحو**), মাজমূউ‘ রাসায়িলিহি (**مجموع رسائله**)। তিনি ৩২২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-wdnwi¯Í, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১; Avj-AvÔjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫০

২০৭. তাঁর প্রকৃত আহমাদ। উপনাম আবূ জা‘ফর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা‘ফর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল-মিসরী আন-নাহ্হাস আন্-নাহ্‌ভী। তিনি একাধারে বিশিষ্ট নাহ্‌ভবিদ ও তাফসীর বিশারদ ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাফসীর, নাহ্‌ভ, লুগাত, আদাব ও ‘উলূমুল-কুর’আন সম্পর্কেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ পঞ্চাশটির কাছাকাছি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে- ‘তাফসীরুল-কুর’আন’ (**تفسير القرآن**), ‘ই‘রাবুল-কুর’আন’ (**إعراب القرآن**), ‘মা‘আনিল-কুর’আন’ (**معاني القرآن**), ‘তাফসীরু আবইয়াতি সিবওয়াইহ’ (**تفسير أبيات سيبويه**), ‘নাসিখুল-

'ইলমুল-ফিক্হ

'আব্বাসীয় যুগে 'ইলমুল-ফিকহের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইতোপূর্বে 'ইলমুল-ফিকহের কোন স্বাতন্ত্র রূপ ছিল না। এ যুগে কুর'আন ও হাদীছের উপর ভিত্তি করে ফিক্হ শাস্ত্র রচনা শুরু হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ফাতাওয়া কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[২০৯] তন্মধ্যে সাতটি কেন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। সেগুলো হলো, মদীনা, মক্কা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর এবং বাগদাদ।

ইব্ন হিব্বান (মৃত ২৭০- ৩৫৪ হিজরী)-এর সময় প্রসিদ্ধ ফকীহদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানী[২১০] (মৃত ২৭৩ হি.), আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাজ্জাজ আল-মার্রুজী[২১১] (মৃত ২৭৫

কুর'আন ওয়া মানসূখুহূ' (ناسخ القرآن ومنسوخه), 'শারহু মু'আল্লাকাতিস্-সাব'ই' (شرح المعلقات السبع) এবং 'আল-কাফী ফীন্-নাহ্ভী' (الكافي في النحو)। তিনি ৩৩৮ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avðjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪০১-০২; IqwdqvZj-AvðBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০০; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৩; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭-৩৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২০১; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪

২০৮. তাঁর প্রকৃত নাম ক্বাসিম। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম আসবাগ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ ক্বাসিম ইব্ন আসবাগ আল-কুরতুবী। তিনি বনী উমাইয়ার মাওলা ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট হাফিয, ইমাম, আন্দালুসের অন্যতম মুহাদ্দিছ ও মুফাস্সির ছিলেন। তিনি 'আরবী ভাষায় ইমাম, বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি ৯৩ বছর জীবিত ছিলেন। ইন্তিকালের তিন বছর পূর্বে তিনি স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি ৩৪০ হিজরী সনে জমাদিউল-উলা মাসে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২০

২০৯. wdKn kv‡¯¿i µgweKvk, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

২১০. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। উপাধি আছরাম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানী আল-ইসকাফী আল-আছরাম আত-ত্বয়ী। তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বালের একজন অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি আবূ না'ঈম, 'আফফান, আল-ক্বা'নাবী, আবুল-ওয়ালিদ আত-ত্বয়ালিসী, হাওয়াহ্ ইব্ন খলীফাহ্, আহমাদ ইব্ন ইসহাক আল-হাযরামী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন বকর আস্-সাহমী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ আল-মিসরী, মুসাদ্দিছ ইব্ন মুসারহাদ, মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল, 'আমর ইব্ন 'আওন, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ জা'ফর আন্-নুফাইলী, ইব্ন আবী শায়বাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসা'ঈ, মূসা ইব্ন হারূন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ, 'আলী ইব্ন আবী ত্বহির আল-কাযভীনী, 'উমার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আল-জাওহারী, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শাকির আয্-যানজানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। 'ইলালুল-হাদীছের উপর তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে।

দ্র. wmqvi æ Avðjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৬২৩-২৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭০-৭২; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২-৭০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-৬০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; Zvhxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৭-৯৯

২১১. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-মার্রুযী। তাঁর পিতা খুওয়ারিযমিয়্যাহ্ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মাতার নাম ছিল মার্রুযিয়াহ্। তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, হারূন ইব্ন মা'রূফ, মুহাম্মাদ ইব্নুল-মিনহাল আদ্-দারীর, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার আল-ক্বাওয়ারীরী, সুরাইজ ইব্ন ইউনস, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর, 'উছমান ইব্ন আবী শায়বাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ বকর আল-খল্লাল, মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্নিল-ওয়ালিদ, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ আল-'আত্তার প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একজন উঁচু স্তরের মুহাদ্দিছ ও হাম্বালী মাযহাবের একজন বিখ্যাত ফকীহ্ ছিলেন।

দ্র. wmqvi æ Avðjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭৩-৭৬; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩১-৩৩; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭-৪৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৪-৬৫

হি.), ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ (মৃত ২৯০ হি.) [২১২]। তাছাড়া তখন যাহিরী মাযহাব নামে একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রতিষ্ঠাতা আবূ সুলাইমান দাউদ আয্-যাহিরী (মৃত ২৯৭ হি.) [২১৩]। একই সময় মাযহাবে ত্ববারী নামে আরো একটি মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-ত্ববারী (মৃত ৩১০ হি.)। তিনি শাফি‘ঈ ফিক্হ চর্চা করতেন। তাই শাফি‘ঈ মাযহাবের সাথে ‘আকীদায় তেমন কোন পার্থক্য ছিলো না।[২১৪] কিন্তু এ মাযহাবদ্বয়ের স্থায়ীত্ব বেশী দিন ছিলো না। সময়ের ব্যবধানে তাদের বিলুপ্তি ঘটে।[২১৫] তবে অধিকাংশ জীবনীকারকগণের মতে, তিনি নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুকরণ করতেন না। নিজস্ব মতামত ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফাতাওয়া প্রদান করতেন। তিনি হাম্বালী মাযহাবের প্রতিবাদে **كتاب الرد على الحرقوسية** ‘কিতাবুর রাদ ‘আলাল

---

২১২. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ ‘আবদির্-রহমান। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদির্-রহমান ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাম্বাল ইব্ন হিলাল আয্-যুহলী আশ্-শায়বানী আল-মারওয়াযী আল-বাগদাদী। তিনি ২১৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ও হাদীছের শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর থেকে ৩০ হাজার হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বালের একজন অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ্, সুওয়াইদ ইব্ন সা‘ঈদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু‘ঈন, মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সাব্বাহ আদ্-দূলাবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর আল-মুকুদ্দামী, মুহাম্মাদ ইব্ন জা‘ফর আল-ওয়ারকানী, আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-মাওসিলী, ইসহাক ইব্ন মূসা আল-খাতমী, মুহাম্মাদ ইব্ন আবান আল-বালখী, ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু‘আয, মানসূর ইব্ন আবী মুযাহিম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম নাসা‘ঈ, আল-বাগাভী, ইব্ন সা‘ঈদ, আবূ বকর ইব্ন যীয়াদ, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ, আবূ বকর আশ্-শাফি‘ঈ, সুলাইমান আত-ত্ববারানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাম্বালী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ২৯০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫১৬-২৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৫-৬৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৭; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭২২; ; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৮; আন্-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬

২১৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম বকর। পিতার নাম দাউদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন দাউদ ইবন আলী আয্-যাহিরী। তিনি তাঁর পিতা, ‘আব্বাস আদ্-দূরী, আবূ কিলাবাতাহ্ আর্-রক্কাশী, আহমাদ ইব্ন আবী খয়ছামাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘ঈসা আল-মাদাইনী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে নিফতাওয়াই, কাযী আবূ ‘উমার মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একজন ফকীহ্, স্বীয় যুগের অন্যতম মেধাবী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ‘আয্-যাহরাহ্’ (**الزهرة**) নামক ফিক্হ গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাগদাদে ফাতাওয়া প্রদান করতেন। তিনি আবুল-‘আব্বাস ইব্ন সুরায়জ-এর সাথে বিতর্ক (**المناظرة**) করতেন। তাঁর চমৎকার একটি কবিতা রয়েছে। তিনি জীবনের প্রথম পর্যায়ে শাফি‘ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইব্ন নাদীম বলেন, **هُوَ أَوَّلُ مَنْ اِسْتَعْمَلَ قَوْلُ الظَّاهِرْ وَأَخَذَ بِالْكِتَبِ وَالسنةِ وَالْغَي مَاسِوَاي ذَلِكَ مِنَ الرَّءِ وَالْقِيَاسِ** -‘তিনি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট সমাধান না পেলে ‘ইজমার উপর নির্ভর করতেন। কিয়াসকে তিনি গ্রহণ করতেন না।’ ইলমুল-ফারাইযের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ২৯৭ হিজরী সনে ৪০ এর উর্দ্ধ বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০৯-১৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৯৮-১০১; kvhvivZh- hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১২; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯; আন্-নুজূমুয্-যাহিরাn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯০; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮-৫০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৫৭-৬০; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৬৩

২১৪. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; ত্ববারী নিজেই বলেন,

أظهرت فقه الشافعي، وأفتيت به ببغداد عشر سنين

-আমি শাফি‘ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলাম। আমি উক্ত মাযহাব অনুযায়ী বাগদাদে দশবছর ফাতওয়া দিয়েছি।

দ্র. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৩

২১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪

হারকূসিয়াহ্' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কারণ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল হারকূসের অধিবাসী ছিলেন।[২১৬] তাছাড়া ইমাম তৃহাভী[২১৭] (মৃত ৩২১ হিজরী) উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া যারা 'ইলমুল-ফিক্হে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন 'ইমরান (মৃত ২৮০ হিজরী), আহমাদ ইব্ন 'উমার আল-খস্সাফ (মৃত ২৬১ হিজরী), বাক্কার ইব্ন কুতাইবা ইব্ন আসাদ (মৃত ২৯০ হিজরী), আবূ হাযিম 'আবদুল-হামীদ ইব্ন 'আবদিল-'আযীয (মৃত ২৯২ হিজরী), আবূ সা'ঈদ আল-ইসত্বাখরী[২১৮] (মৃত ৩২৮ হিজরী), আবূ ই'আকূব আস্-সিজিস্তানী[২১৯] (মৃত ৩৩১ হিজরী), আবুল-ক্বাসিম আল-

---

২১৬. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬

২১৭. হিজরী চতুর্থ শতাব্দিতে ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম তৃহাভী (র.) উনিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত **مختصر الطحاوي** গ্রন্থটি ফিকহ্ বিষয়ে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থটি 'মুখতাসারুল-মুযানী'-এর মুকাবালায় প্রণয়ন করেছেন। তিনি গ্রন্থটিতে এমন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন, যেমনভাবে ইমাম মুযানী তাঁর মুখতাসার গ্রন্থটিকে বিন্যস্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এর আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে **مختصر الكبير** ও **مختصر الصغير** নামক একই জাতীয় দু'টি গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ করেন। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে, **مختصر** নামে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা তিনটি ছিল। আর তা হলো, **مختصر الكبير** ও **مختصر الصغير** এবং **مختصر الوسط**। তবে সর্বশেষ গ্রন্থটি বেশী প্রসিদ্ধ লাভ করে। তিনি **علم الشروط** -এর উপর তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। তারমধ্যে **الشروط الصغير** গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত, তবে **الشروط الأوسط** সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি এবং **الجامع الكبير في الشروط** গ্রন্থটি চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত। যার কিছু অংশ বিভিন্ন পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। **إختلاف الفقهاء** তাঁর একটি অনবদ্য রচনা। কোন কোন 'আলিম এই গ্রন্থটিকে 'ইখতিলাফুর্-রিওয়ায়াত' নামে অভিহিত করেছেন। 'আল্লামা সাম'আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন, **كان إماما ثقتا ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله** -তিনি ছিলেন একজন ইমাম, বিশ্বস্ত, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত রাভী, ফিকহ্ শাস্ত্রবীদ এবং 'আলিম। তারপর তাঁর তেমন কোন উত্তরসূরী পাওয়া যায় নি। ইবনুল-আছীর (মৃত হিজরী) বলেন, তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিজ্ঞ ফকীহ্, ইমাম এবং বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী। হাফিয যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, ইমাম তৃহাভী ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, হাফিয এবং অভিনব গ্রন্থরাজির রচয়িতা। ইব্ন কাছীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন, **أبو جعفر الطحاوي الفقيه الحيفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد العزيزة وهو أحد الثقات الاثبات والحفظ الجهابذة** - আবূ জা'ফর আত-তৃহাভী হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থরাজির রচয়িতা ছিলেন। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত এবং হাদীছের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি ৩২১ হিজরী সনের যিলকা'দাহ্ মাসের বৃহস্পতিবার রাতে মিসরে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১৮; Avj-jeve dx Zvnhxej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮০৮-১০; Avj-we'vqvn I qvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫-০৬; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩১৮; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২০-২১; Bgvg Zvnvfx i. Rxeb I Kg, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-৫১

২১৮. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবূ সা'ঈদ। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-ইসত্বাখরী আশ্-শাফি'ঈ। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'ইরাকের ফকীহ্ ও ইব্ন সুরাইজের বন্ধু ছিলেন। তিনি সা'দান ইব্ন নস্র, হাফস ইব্ন 'আমর আর্-রব্বালী, আহমাদ ইব্ন মানসূর আর্-রামাদী, হাম্বাল ইব্ন ইসহাক প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন মুযাফ্ফার, আদ্-দারেকুত্নী, ইব্ন শাহীন, আবুল-হাসান ইবনুল-জুনদী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের শায়খ ও ফকীহ্ ছিলেন। ফিকহ্ বিষয়ে **الأقضية** তাঁর একটি চমৎকার গ্রন্থ। তিনি ৩২৮ হিজরী সনের জমাদি'উল-আখির মাসে ৮০ বছরের কিছু বেশী বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৫০-৫২; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪-৭৫; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩০-৩১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; Avj-we'vqvn I qvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৮-১৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭

২১৯. তাঁর প্রকৃত নাম ইসহাক। উপনাম আবূ ই'আকূব। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ই'আকূব ইসহাক ইব্ন আহমাদ আস্-সাজাযী আস্-সিজিস্তানী। তিনি ইসমা'ঈলীয়াহ্ সম্প্রদায়ের 'উলামাদের একজন ছিলেন। তিনি ইয়ামানের অধিকাসী

খিরাখী[২২০] (মৃত ৩৩৪ হিজরী), আবুল-হাসান আল-কারখী[২২১] (মৃত ৩৪০ হিজরী), আবূ বকর আন্-নায়সাপূরী[২২২] (মৃত ৩৪২ হিজরী), আবূ 'আলী আল-বাগদাদী[২২৩] (মৃত ৩৪৫ হিজরী), আবূ 'আলী আত্-ত্বাবারী[২২৪] (মৃত ৩৫০ হিজরী) প্রমুখ।

হলেও সিজিস্তানী হিসেবে বেশী পরিচিত ছিলেন। তাঁকে তুর্কিস্তানে হত্যা করা হয়। তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে **الينابيع** অন্যতম। তিনি ৩৩১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-Avÿjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩

২২০. তাঁর প্রকৃত নাম 'উমার। উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম আল-হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ক্বাসিম 'উমার ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ আল-বাগদাদী আল-খিরাকী আল-হাম্বালী। তিনি ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বালের মতাদর্শের ওপর লিখিত গ্রন্থের একজন অন্যতম লেখক ছিলেন। আল-কাযী আবূ ই'আলা বলেন, তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা। যদিও তা অপ্রচারিত। তিনি যখন সাহাবীর ব্যাপারে কটূক্তি করেছিলেন, তখন তাকে বাগদাদ ত্যাগ করতে হয়েছিলো। আর তখন তার গৃহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো, যে গৃহের মধ্যে তার লিখিত গ্রন্থাদি ছিলো। তিনি ৩৩০ হিজরী সনে ক্রমান্বয়ে মিসর ও বাগদাদে কাযী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৩৩৪ হিজরী সনে দামিশকে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৯; Avj-we'vqvn I qvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২

২২১. তাঁর প্রকৃত নাম 'উবায়দুল্লাহ্। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম আল-হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন দাল্লাল আল-বাগদাদী আল-কারখী। তিনি ২৬০ হিজরীতে বাগদাদের উপশহর কারখে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইসমা'ঈল ইব্ন ইসহাক আল-কাযী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-হাযরামী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ 'উমার ইব্ন হায়্যুওয়াই, আবূ হাফস ইব্ন শাহীন, কাযী 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-আকফানী, 'আল্লামাহ্ আবূ বকর আহমাদ ইব্ন 'আলী আর্-রাযী আল-হানাফী, আবুল-ক্বাসিম 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আত্-তানূখী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি একজন মুহাদ্দিছ এবং 'মুজতাহিদ ফিল-মাসাইল' স্তরের ফকীহ ছিলেন। তিনি একজন শায়খ, ইমাম, খোদাভীরু, 'আবিদ, যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ দরবেশ, 'ইরাকের একজন বিশিষ্ট মুফতী, হানাফী শায়খ ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাবের নের্তৃত্বের শীর্ষে সমাসীন ছিলেন। তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর 'জামি' আছ্-ছগীর ও জামি' আল-কাবীর' এর ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম আবূ খাযিম আল-কাযী (মৃত ২৯২ হিজরী)-এর পরে হানাফী মাযহাবের নের্তৃত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। আয্-যাহাবী তাঁর প্রশংসায় বলেন, "তিনি ছিলেন 'আবিদ 'আলিমদের অন্তর্গত, অত্যন্ত মুত্তাকী, পরহিযগার। তিনি তাহাজ্জুদ গোজারী, অযীফা পালনকারী, নিয়মিত কুর'আন তিলাওয়াতকারী, দারিদ্রতা ও অভাবগ্রস্ত অবস্থায় ধৈর্য ধারণকারী এবং পূর্ণাঙ্গ দরবেশ ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় রোযা ও নামাযে অতিবাহিত করতেন। তিনি ৩৪০ হিজরী সনের শা'বান মাসে বাগদাদেই ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪২৬-২৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮৫; Avj-we'vqvn I qvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২০৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১; আন্-নুজূমুয্-যাহিরাn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৯

২২২. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ইসহাক। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন আয়্যূব ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদির-রহমান ইব্ন নূহ আন্-নায়সাপূরী। তিনি ২৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি আল-ফযল ইব্ন মুহাম্মাদ আশ্-শা'রানী, ইসমা'ঈল ইব্ন কুতাইবা, ই'আকূব ইব্ন ইউসুফ আল-কাযভীনী, মুহাম্মাদ ইব্ন আয়্যূব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ 'আলী আল-হাফিয, আবূ বকর আল-ইসমা'ঈলী, আবূ আহমাদ আল-হাকিম, আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম, মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-জুরজানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের শায়খ ছিলেন। তিনি হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ৫০ বছরের বেশী সময় ধরে ফাতাওয়া প্রদানে নিয়োজিত ছিলেন। ফিকহ ও হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে। তিনি ৩৪২ হিজরী সনের শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯-১১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৫-২৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩

২২৩. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবূ 'আলী। পিতার নাম হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আলী আল-হাসান ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন আবী হুরায়রা আল-বাগদাদী। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের শায়খ ছিলেন। তিনি ইব্ন সুরাইজ, আবূ ইসহাক আল-মারওয়াযীর কাছ থেকে ফিকহ্ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি 'মুখতাসারুল-মুযানী' গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি আবূ

Dhaka University Institutional Repository

‘ইলমুল-কালাম

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর জীবদ্দশায় ‘ইলমুল-কালাম[২২৫] শাস্ত্রের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়।[২২৬] ‘আব্বাসী যুগের (১৩২-৬৫৬ হি./৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মীয় দল ও উপদলের উদ্ভব হয়, তবে তখন মু‘তাযিলাগণই আগ্রগামী ছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ‘ফিকহুল-আকবর’ গ্রন্থটি এ সময়ে রচিত হয়।[২২৭] আবুল-হুযাইল আল-আল্লাফ (মৃত ২৩৫ হি.) ছিলেন এ যুগের একজন বিশিষ্ট তার্কীক। তিনি ছিলেন তখনকার মু‘তাযিলা মতবালম্বীদের প্রধান। তিনি তার অনুসারীদের নিকট হুযাইলা হিসেবে বেশী পরিচিত ছিলেন। আহ্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-মুরতাদী (মৃত ৩২৫ হিজরী) বলেন, ‘আমি যাহিয ও আবূ হুযাইল থেকে অধিক তার্কীক আর

‘আলী আত্-তৃবারী, আদ্-দারেকুত্নী ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছদের থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি ৩৪৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi‡ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৩০; IqwdqvZj-AvÕBqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫; ZevKvZk-kwdÕBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬-৫৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪০; Avj-ÕBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৩

২২৪. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবূ ‘আলী। পিতার নাম আল-ক্বাসিম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আলী আল-হাসান ইব্নুল-ক্বাসিম আত্-তৃবারী। তিনি শাফি‘ঈ মাযহাবের শায়খ ছিলেন। তিনি আবূ হুরায়রা থেকে ফিকহ্ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন এবং সেখানেই জ্ঞানার্জন করেন। তিনি **المحرر** গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি **الافصاح** নামক ফিক্হ গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া তিনি **العدة** নামক গ্রন্থ রচনা করেন, যা দশ খণ্ডে বিভক্ত। তাছাড়া তিনি ’উসূলুল-ফিকহ্ এর উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৩৫০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi‡ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৫০; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩৫-৩৬; IqwdqvZj-AvÕBqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬; ZevKvZk-kwdÕBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮০-৮১; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬১; Avj-ÕBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬-৭৭

২২৫. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান বলেন, علم الكلام هُ البَحْثُ فِيْ أَمُوْرِ العَقِيْدَةِ الإِسْلَامِيَّةِ مِثْل تَوْحِيْدِ الله، والكَلَامُ فِيْ ذَاتِهِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، ثُمَّ الكَلَام فِيْ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُل، وَيَتَنَاوَلُ كَثِيْرٌ مِنْ كُتُبِ عِلْمِ الكلام مَسائل عَصْمَة الرسل وَالإمامة - ‘ইলমুল-কালাম এমন এক শাস্ত্র যাতে আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদ, তার পবিত্র স্বত্তার গুণাবলী, কার্যাবলী অতপর নবী ও রসূলগণের প্রসঙ্গ ইত্যাদি ইসলামী ‘আকীদা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কালাম শাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থে রসূল গণের নিষ্পাপ হওয়া, ইমামাতের মাস’আলা সমূহের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত করে।

‘. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩২

২২৬. ফিকহ্ শাস্ত্রের পর ‘ইলমুল-কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। কুর’আনুল-কারীমে কতিপয় আয়াতে আল্লাহ তা‘আলার যাত (সত্ত্বা) ও সিফাত (গুণাবলী) সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, যেগুলো তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যের সম্ভাবনা রাখে। এ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর তাই এর সমাধানে কালাম শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। যেমন, নবী কারীম (স.), সাহাবী ও তাবে‘ঈগণ সাদৃশ্যতা থেকে আলাহ তা‘আলাকে পবিত্র বলে স্ব-পক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করেন। তবে একদল আলাহর সত্ত্বাকে- মানুষের হাত-পায়ের চেহারার মত রয়েছে বলে ধারণা করেন। তাদের প্রতিবাদ করেন আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীগণ। তারা সাহাবীগণের উক্তিগুলোর পাশাপাশি এ ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করার জন্য যুক্তিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করেন। এ সময়ে গ্রন্থাবলী গ্রীক ভাষার অনূদিত হলেও মুসলমানগণ সেগুলো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। মু‘তাযিলা, কাদারিয়া, জাহামিয়্যাহ সম্প্রদায় এগুলোকে নিজেদের প্রমাণ আরো সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। আবুল-হাসান আল-আশ‘আরীর অভ্যুদয় হলে তিনি আহলুস্-সুন্নাহ ও মু‘তাযিলার মাঝামাঝি মত পোষণ করেন।

দ্র. ZvixL Av‘wej-jMwZj-ÕAviweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৬-১৭

২২৭. hnvj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০; উলেখ্য যে, ইমাম বাযদূবী (র) (মৃত ৩৯০ হি./১০০০ খ্রি.) বলেন, ‘ফিকহুল-আকবর’ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র) আল্লাহ তা‘আলার সিফাত, তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত থাকা, কাজের সংকল্প করার পর বান্দাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদান, মাখলূকের সকল কর্মের সৃষ্টিকারী আল্লাহ, বান্দার কল্যাণ দান আল্লাহ পাকের উপর ওয়াজিব নয় ইত্যাদি বিষয়গুলো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণ করেন।

দ্র. dvLi æj Bmjvg evh‘ex, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮

কাউকে দেখিনি।' তিনি একটি মজলিসে অংশগ্রহণ করে তিনশত পংক্তির কবিতা আবৃত্তি করেন। যা তাঁকে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে।[২২৮] বাগদাদে বিশিষ্ট কালাম শাস্ত্রবীদ আবূ 'আলী মুহাম্মদ আল-জুব্বাঈ[২২৯] (মৃত ৩০৩ হি.) মু'তাযিলা মতালম্বীদের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি এ মতবাদ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৩০] এ যুগেই কালাম শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, ইমাম আবূ মূসা আল-আশ'আরী[২৩১] (মৃত ৩৩০ হিজরী), আবুল-ক্বাসিম আত্-তানূখী[২৩২] (মৃত ৩৪২ হিজরী) প্রমুখ।

'আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য

---

২২৮. মূল 'আরবী,

وَقَدْ إِشْتَهَرَ بِالْجَدْلِ، وَأَصْبَحَ عَلَى رَأسِ الْمُعْتَزِلَةِ فِيْ أَيَّامِهِ، وَعَرَّفَ إِتِّبَاعِهِ بِالْهُزَيْلَةِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنَ يَحْيَ بن الْمُرْتَضِي الْمُتَوَفِي سَنَة ٣٢٥ ه، مَا رَأَيْتُ أَفْصَحُ مِنْ أَبِيْ الْهُزَيْلِ وَالْجَاحظ.. شَهِدْتُهُ فِيْ مَجْلِسِ. وَقَدْ أُسْتُشْهِدَ فِيْ كَلَامِهِ بِثَلَاثِمَائَةِ بَيْتٍ.

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৮

২২৯. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আলী। পিতার নাম 'আবদুল-ওহ্হাব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আলী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল-ওহ্হাব আল-বাসরী আল-জুব্বাঈ আল-মু'তাযিলী। তিনি শায়খুল-মু'তাযিলা এবং শায়খুল-মু'তাযিলী আবূ হাশিমের পিতা। তিনি বসরার মু'তাযিলা নেতা আবূ ইউসুফ ই'আকূব ইব্ন 'আবদুল্লাহ আস-সাহ্হাম আল-বসরীর কাছে কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তবে জুব্বায়ী (**جبي**) শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সাম'আনী-এর মতে, জুব্বায়ী বসরায় একটি জনপদের নাম। ই'আকূত আল-হামাভীর মতে, এটি বাগদাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি নহরের নাম।

দ্র. wmqviæ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৮৩-৮৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪; আন্-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৬৯; wKZve Avj-Iqvdx wej IqvdvqvZ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৯৮; Kvkdh-hbb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬; ZvixL Av'wej-jMwZj-Aviweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৭

২৩০ IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮

২৩১. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবূ 'আলী। পিতার নাম আল-ক্বাসিম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আলী আল-হাসান ইব্নুল-ক্বাসিম আত্-ত্বাবারী। তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের শায়খ ছিলেন। তিনি আবূ হুরায়রা থেকে ফিকহ্ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বসরার অধিবাসী হলেও আমৃত্যু বাগদাদে বসবাস করেন। কাযী 'আয়ায বলেন, তিনি মালিকী মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তিনি বসরার কালাম বিশেষজ্ঞ, অনেক গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি প্রথমে আবূ আলী 'আল-জুব্বাঈ-এর কাছে'ইলম অর্জন করেন। তিনি যাকারিয়া আস্-সাজী হতে হাদীছ, আবূ আলী আল-জুবাঈ হতে 'ইলমুল-কালাম, 'ইলমুল-জাদল, ইলমুন্-নযর বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতপর মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতামত খণ্ডন করে প্রতিবাদ করেন। ইবন হাযম বলেন, 'আশ'আরীর ৫৫টি নিজস্ব রচিত গ্রন্থ রয়েছে।' তিনি ৩২৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন- তিনি ৩৩০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কারো মতে, তিনি ৩৩০ হিজরীর পর ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৫২; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪; Avj-RvIqwniæj-gw'qvn dx ZevKwZj-nvbwdqvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৪-৪৫; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪-৮৫; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৭-৪৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩

২৩২. তাঁর প্রকৃত নাম 'আলী। উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ক্বাসিম 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবীল-ফাহ্ম আত্-তানূখী আল-হানাফী। তিনি ২৭৮ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আহমাদ ইব্ন খুলাইদ আল-হালাবী, আল-হাসান ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাবীব, 'উমার ইবন আবী গয়লান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি একজন মু'তাযিলী, বিতার্কিক, জ্যোতির্বিদ, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর থেকে তাঁর ছেলে আল-মুহাস্সিসন, আবূ হাফস আল-আজুর্রী, আবুল-ক্বাসিম ইব্নুছ্-ছাল্লাজ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি অধিক মেধাবীদের মধ্যে একজন। তিনি দিবা-রাতে ৬০০ লাইন কবিতা মুখস্থ করতেন। তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে। তিনি ৩৪২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৫২; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪; Avj-RvIqwniæj-gw'qvn dx ZevKwZj-nvbwdqvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৪-৪৫; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৪-৮৫; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৭-৪৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩

‘আব্বাসীয় যুগে ‘আরবী ব্যাকরণ তথা ‘ইলমুন্-নাহ্ভ ও ‘ইলমুস্-সারফের বিকাশ সাধিত হয়। কূফা ও বসরায় ‘ইলমুন্-নাহ্ভ চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে।[২৩৩] এ সময় এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। ‘ইলমুন্-নাহ্ভ চর্চার উৎকর্ষ সাধনে যারা অসাধারণ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূ ইসহাক আয্-যুজাযী আন্-নাহ্ভী[২৩৪] (মৃত ৩১১ হি.), মাবরামান আন্-নাহ্ভী[২৩৫] (মৃত ৩২৭ হিজরী), আবূ বকর ইবন মারওয়ান আদ্-দীনাওয়ারী[২৩৬] (মৃত ৩৩৩ হিজরী), আবূ জা‘ফর আন্-নাহ্হাস (মৃত ৩৩৮ হিজরী), আবুল-ক্বাসিম আয্-যাজ্জাজী[২৩৭] (মৃত ৩৪০ হিজরী), ইবন দারাসতাওয়াই আন্-নাহ্ভী[২৩৮] (মৃত ৩৪৭ হিজরী) প্রমুখ।

---

২৩৩. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬; ZvixL Av‘wej-jMwZj-Aviweq¨vn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯

২৩৪.তাঁর প্রকৃত নাম ইব্রাহীম। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সার্রী আয্-যাজ্জাজ আল-বাগদাদী। তিনি একজন নাহ্ভ শাস্ত্রবিদ ও ভাষাবিদ। তিনি বাগদাদে ২৪১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফাতাওয়া যাচাই-বাছাই করে চুড়ান্ত রূপ দেন এবং নাহ্ভ দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আল-মুবর্রাদ-এর শিষ্য ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে ৩১১ হিজরীতে জমাদিউল-আখির মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। খলীফা আল-মু‘তাযিদের মন্ত্রী ‘উবাইদুলাহ এবং তাঁর পুত্র তাঁর কাছে ‘ইলম অর্জন করেন। অতপর আল-মুবার্রাদ আয-যাজ্জাজের হাতে তুলে দেন। তিনি সনদ সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনামূলক তাফসীর গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর তাফসীর গ্রন্থটির নাম ‘মা‘আনিল কুর’আন’ (**معاني القرآن**)। যে গ্রন্থের অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইমাম কুরতুবীসহ অনেক মনীষী তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রে অনেক অবদান রেখেছেন। এ ছাড়াও তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে, ‘আল-ইশতিক্বাক’, Ôখালকুল ইনসান’, ‘আল-আমালী’, ‘ফা‘আলতু ওয়া আফ‘আলতুÕ, আল-মুসালাসু’, ‘ই‘রাবুল-কুর’আনÕ, ‘মুখতাসারু ই‘রাবলি-কুর’আন ওয়া মা‘আনীহি’ ও ‘মা‘আনিল-কুর’আন ওয়া ‘ইরাবুহু।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬০; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২২৩-২৭; Zvnhxej-AvmgvD Iqvj-jMvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০-৭১; IqwdqvZj-AvÕBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬১; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; wgiÕAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ, ১৯৮; আন্-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn্, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭-৮; Avj-AvÕjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০; gÕRvgj-D‘vev, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭

২৩৫. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ‘আলী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আলী আল-‘আসকারী। তিনি বিশিষ্ট নাহ্ভবীদ আল-মুবার্রাদ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে আহওয়াজ গমন করেছিলেন। তিনি একজন নাহু শাস্ত্রবীদ। তিনি ‘শারহু সিবওয়াইহ’ গ্রন্থ প্রণেতা। যদিও তিনি এ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন নি। তিনি ৩২৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪২

২৩৬. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম মারওয়ান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মারওয়ান আদ্-দিনওয়ারী আল-মালিকী। তিনি মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি কাযী এবং হাদীছের একজন প্রসিদ্ধ রাভী ছিলেন। তিনি আবূ বকর ইব্ন আবীদ্-দুনইয়া, আবূ ক্বিলাবাহ আর্-রক্কাশী, আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন কুতাইবা, মুহাম্মাদ ইব্ন ইউনুস আল-কুদাইমী, আল-‘আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ আদ্-দুওয়ারী, ইব্রাহীম ইব্ন দাইযীল, ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন মারযূক আল-বুযূরী, ‘আবদুল্লাহ্ আল-হুলওয়ানী, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল-‘আযীয আদ্-দীনাওয়ারী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আল-কাযী আবূ বকর আল-আবহারী, ইব্রাহীম ইব্ন ‘আলী আত্-তাম্মার আল-মিসরী, আল-হাসান ইব্ন ইসমা‘ঈল আদ্-দর্রাব প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। প্রথমে তিনি মিসরের আল-কুলযুম (সাগর) এলাকায় পরে আসওয়ানে বহু বছর কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কায়রোতে ৩৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। হাজী খলীফার মতে, তিনি ৩১০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আস্-সুয়ূতী বলেন, তিনি ২৯৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো ‘আল-মাজালিসাতু ওয়া জাওয়াহিরিল-‘ইলম’ (**المجالسة وجواهر العلم**) ‘আর্-রদ্দু ‘আলাশ্-শাফি‘ঈ’ (**الرد على الشافعي**) ‘মানাকিবু মালিক’ (**مناقب مالك**) প্রভৃতি।

দ্র. wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪২৭-২৮; Avj-AvÕjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭০-৭১

২৩৭. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুর্-রহমান। উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম ইসহাক। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ক্বাসিম ‘আবদুর্-রহমান ইবন ইসহাক আয্-যাজ্জাজী আল-বাগদাদী আন্-নাহ্ভী। তিনি আয্-যুজাজ-এর নিকট জ্ঞানার্জন করার কারণে, তাঁকে আয্-যুজাজী বলা হয়। তিনি নাহাওয়ান্দবাসী এবং বিশিষ্ট নাহ্ভবিদ ও একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি ইব্ন দুরাইদ, নিফত্বাওয়াই, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্নুস্-সারী আস্-সাররাজ, আবুল-হাসান আল-আখফাশ প্রমুখ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর থেকে আহমাদ ইব্ন ‘আলী আল-হাব্বাল, ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন ‘উমার ইব্ন নস্র, আল-‘আফীফ ইব্ন আবী নস্র, আহমাদ ইব্ন

‘আরবরা সবসময়ই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। জাহিলী যুগেও কা‘বা গৃহের ‘উকাজ মেলায় প্রতিবছর সাহিত্য প্রতিযোগীতার আসর বসতো। যাদের কবিতা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতো, তাদের কবিতা কা‘বা গৃহের দেয়ালে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখা হতো।[২৩৯] তবে জাহিলী যুগের সাহিত্য চর্চার প্রকৃতি ও ধারা ছিল সম্পূর্ণ অনৈসলামিক। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগ থেকে এর প্রকৃতি ও ধারার পরিবর্তন সাধিত হয়। ‘আব্বাসীয় যুগে ‘আরবী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন, আবূ সা‘ঈদ আস্-সুক্কারী[২৪০] (মৃত ২৭৫ হিজরী), ইব্ন কুতাইবাহ্ আদ্-দিনাওয়ারী[২৪১] (মৃত ২৭৬ হিজরী), আবূ বকর ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আবীদ্-দুনইয়া[২৪২] (মৃত ২৮১

মুহাম্মাদ ইব্ন শার্‌রাম আন-নাহ্‌ভী প্রমুখ জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর গ্রন্থ ‘আল-জুসা‘ল’ হতে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয়েছেন। কথিত আছে, তিনি বেশ কিছুকাল মাতফায় পরশী হিসেবে অবস্থান করে, সে সময় এ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তিনি এর একটি অধ্যায় সমাপ্ত করলে এক সপ্তাহ ধরে তাওয়াফ করতেন এবং মাগফিরাতের জন্য দু‘আ করতেন। তিনি পর্যায়ক্রমে বাগদাদ, দামিশক, তাবারীয়্যাহ হতে কর্ম জীবনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দামিশক ও তাবারিয়্যাতে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী, কিতাবুল জুমাল ফিন-নাহ্‌ভ, আয্-যাহির এবং আল-আসামী ফিল্-লুগাহ। তিনি ৩৪০ হিজরী সনে রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৫-৭৬; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৪৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৯-২০

২৩৮. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম জা‘ফর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা‘ফর ইব্ন দারাসতাওয়াই ইব্ন মারযবান আল-ফারিসী আন্-নাহ্‌ভী। তিনি ২৫৮ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট নাহ্‌ভবিদ ছিলেন। বাল্যকালে বাগদাদে আগমন করেন পিতার তত্ত্বাবধানে ‘আব্বাস আদ্-দুয়ারী ও সমস্তরের মুহাদ্দিছ হতে হাদীছ বর্ণনা করেন। অতপর ‘আরবী ভাষায় জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। তিনি এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ই‘আকূব আল-ফাসাভী, ‘আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ আদ্-দুওয়ারী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী তৃলিব, আবী মুহাম্মাদ ইব্ন কুতাইবা, ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ কুরবাযান, মুহাম্মাদ ইব্ন হুসাইন আল-হুনাইনী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আদ্-দারেকুত্নী, ইব্ন শাহীন, ইব্ন মানদাহ্, ইব্ন রিযকাওয়াই, ইব্ন ফযল আল-কাত্তান, আবূ ‘আলী ইব্ন শাযান প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ই‘আকূত আল-ফাসাভী হতে তাঁর ‘তারীখ’ ও ‘মাশীখা’ গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে, যেমন নাহু শাস্ত্রের ওপর **الإرشاد، كتاب الجرمي، كتاب الهجاء، شرح الفصيح** তাছাড়া **غريب الحديث، ل أدب الكتب، الممدود، المعلي في القراءات** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ৮৯ বছর বয়সে ৩৪৭ হিজরী সনের সফর মাসে ইন্তিকাল করেন

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫৩১-৩২; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১১৫; IqwdqvZj-AvÔBqvb,প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪-৪৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৭; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৩৫-৩৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৮

২৩৯. Aviex mvwn‡Z¨i BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

২৪০. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবূ সা‘ঈদ। পিতার নাম আল-হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা‘ঈদ আল-হাসান ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আবদির্-রহমান ইব্নিল-‘আলা ইব্ন আবী সুফরাহ্ ইব্নুল-আমীরুল মুহাল্লাব ইব্ন আবী সুফরাহ্ আল-আযদী আল-মুহাল্লাবী আস্-সুক্কারী আন-নাহ্‌ভী। তিনি ২১২ হিজরী সনে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু‘ঈন সহ প্রমুখের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আবূ হাতিম আস্-সিজিস্তানী, আর্-রীয়াশী, ‘উমার ইব্ন শাব্বাহ্ থেকে আরবী সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-হাকীমী, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল-মালিক আত্-তারীখী, আবূ সাহল ইব্ন যীয়াদ প্রমুখ হাদীসের জ্ঞানার্জন করেন। আল-খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন, **كَانَ ثِقَةً دَيِّنًا صَادِقًا، يَقْرَئُ الْقُرْآنَ، وَإِنْتَشَرَ عَنْهُ شَيْئٌ كَثِيْرٌمِّنْ كُتُبِ الأَدَبِ** । তিনি ‘আরবী সাহিত্য, অভিধান ও নাহ্‌ভ শাস্ত্রে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বসরায় যে সকল সাহিত্যিক ‘আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ অবদান রেখেছেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ২৭৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১২৬-২৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৮; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬১৬; ZvixL evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬-৯৭; gÕRvgj-D‘vev, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৮; ZvevKvZb-bvnfxb Iqvj-jMvfxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০; ZvixLj-Av‘wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৭৮

২৪১. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম কুতাইবা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতাইবা আদ্-দিনাওয়ারী। তিনি ২১৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, আবূ হাতিম

হিজরী), আবূল-'আব্বাস আল-মুবাররাদ[২৪৩] (মৃত ২৮৬ হিজরী), ইব্নুল-বিসামী আল-বাগদাদী[২৪৪] (মৃত ৩০২ হিজরী), ইবন দুরায়দ[২৪৫] (মৃত ৩২১ হিজরী), আবূ বকর আল-খারাইতী[২৪৬] (মৃত ৩২৭ হিজরী), ইব্ন 'আবদু

আস্-সিজিস্তানী প্রমুখের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফকীহ্, সাহিত্যিক, অভিধানবেত্তা ও নাহ্ভ শাস্ত্রবীদ। তাঁর সাহিত্যের উপর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো, 'কিতাবুশ্-শির ওয়াশ্-শু'আরা'।

দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৭৬-৭৭; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৭০-৭১; kvhvivZh-hvnve, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯; Avj-ÔBevi, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮-৮৯

২৪২. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর 'আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন সুফইয়ান ইব্ন ক্বায়স ইব্ন 'আবিদ্-দুনইয়া আল-কারশী। তিনি ২০৮ হিজরী সনে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। 'আরবী সাহিত্যের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১০০ এর উর্ধ্বে। তন্মধ্যে 'আল-ফারায, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি খলীফা মুকতাফী বিল্লাহ্র গৃহ শিক্ষক ছিলেন। তিনি ২৮১ হিজরী সনে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৭-৪০৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৭-৫৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৭-৭৮; dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮-২৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-৯৯; ZvixL evM'v', প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৮৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪; Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৯৭

২৪৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-'আব্বাস। পিতার নাম ইয়াযীদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-'আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদুল-আকবার আল-আযদী আস্-সামাল। তিনি ২১০ হিজরীতে আযদ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল-জারমী, আল-মাসিনী, আবু হাতিম সিজিস্তানী প্রমুখ মনীষীর নিকট শিক্ষার্জন করেন। তিনি স্বীয় যুগে আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং নাহ্ভ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, আল-কামিল, কিতাবুল-মুকতাযিব, কিতাবুত্-তা'আযী ওয়াল-মুরাছী, কালামুল-'আরব প্রভৃতি।

দ্র. Avj-RwgÔE dx ZvixwLj-Av'wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬-৪৭; ZvixLj-Av'wej-jMwZj-ÔAviwweq¨vn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬-১৭

২৪৪ তাঁর প্রকৃত নাম 'আলী। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূল-হাসান 'আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন নাস্র ইব্ন মানসূর। তিনি ইব্ন বিসাম নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তিনি ইব্ন বিসাম আন্দালুসী (মৃ. ৫৪২ হি.) নন। আল-বিসামীর মাতা বিনতে হামদূন আন্-নাদীম। ইবন বিসাম নিন্দা কাব্যের বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যের ভাষার আক্রমণ থেকে কোন আমীর-উযীর, ছোট-বড় কেউই রিহায় পায়নি। তিনি তাঁর পিতা-ভ্রাতা, তাঁর পরিবারের সবাইকে ব্যঙ্গ করেছেন। একদা তিনি তাঁর পিতাকে ব্যঙ্গ করে বলেন,

أترى إنى أموت وتبقى * هبك عمرت عمر عشر نسرا
لا شقن حيب مالك شقا * فلئن عشت بعد معتد يوما

তাঁর বিখ্যাত কোন কাব্য গ্রন্থ নেই। তবে মুনাকাযাতুশ শু'আরা (**مناقضات الشعراء**), আল-আহওয়ায ও উমার ইবন আবী রাবী'আহ-এর জীবনী সম্পর্কে রচনাবলী রয়েছে। যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি।

দ্র. Avj-wdnwi¯Í, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০; dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; ZvixL Av'wej-jMwZj-ÔAviwweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১

২৪৫. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম হাসান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাসান ইব্ন দুরায়দ আল-আযদী। তিনি ২২৩ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি বড় হন। আস্-সিজিস্তানী, আর্-রিয়াশী ও মাঈর ভাতিজার নিকট থেকে 'আরবী ব্যাকরণ এবং 'আরবদের নিকট 'আরবী ভাষা ও কবিতা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট অভিধানবেত্তা ছিলেন। সাহিত্য ও নসবনাসা বিষয়েও তাঁর সমান পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি হচ্ছে, কিতাবুল-মাক্বছুর ওয়াল-মামদূদ, আল-জামহারাহ ফীল-লুগাহ, কিতাবুল-ইশতিক্বাক, ছিফাতুস্-সারজ ওয়াল-লিজাম, কিতাবুল-মালাহিন, কিতাবুল-মুজতাবা, কিতাবুস্-সিহাব ওয়াল-গয়াছ, আখবারুর্-রুওয়াত প্রভৃতি। তিনি ৩২১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. 'উমার ফারুক, ZvixL Av'wej-jMwZj-ÔAviwweq¨vn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯-২০; আহমাদ হাসান আয্- যাইয়াত, ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪-৭৫

রাব্বিহী[২৪৭] (মৃত ৩২৮ হিজরী), আবূ বকর আস্-সূলী[২৪৮] (মৃত ৩৩৫ হিজরী), আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী[২৪৯] (মৃত ৩৫৬ হিজরী) অন্যতম।

ইব্ন হিব্বান (র.)-এর জীবদ্দশায় 'আরবী কাব্যের উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তারা হলেন, কুদামা ইব্ন জা'ফর[২৫০] (মৃত ৩৩৭ হিজরী), কাশাযিম[২৫১] (মৃত ৩৫০ হিজরী)

---

২৪৬. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম জা'ফর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সাহল ইব্ন শাকির আস্-সামির্‌রী আল-খরা'ইতী। তিনি আল-হাসান ইব্ন 'আরাফাহ্, 'আলী ইব্ন হারব, 'উমার ইব্ন শাব্বাহ্, সা'দান ইব্ন নস্‌র, সা'দান ইব্ন ইয়াযীদ, হুমাইদ ইব্নুর্-রবী'ঈ, আহমাদ ইব্ন মানসূর আর্-রামাদী, আহমাদ ইব্ন বুদাইল, শু'আইব ইব্ন আয়্যূব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ সুলাইমান ইব্ন যাবর, মুহাম্মাদ আহমাদ ইব্ন মূসা আস্-সিমসার, কাযী ইউসুফ আল-মায়ানজী'উ, 'আবদুল-ওয়াহ্হাব আল-কিলাবী প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি **مكارم الأخلاق، مساوئ الأخلاق، اعتلال القلوب** নামক গ্রন্থবলী রচনা করেছেন। তিনি ৩২৭ হিজরী সনে রবী'উল-আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi“ Avˆjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৬৭-৬৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১২-৩৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৮১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১; Avj-ˆBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮

২৪৭. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'উমার। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'উমার আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি রব্বিহি ইব্ন হাবীব ইব্ন হুদাইর আল-মারওয়ানী আল-আনদালুসী আল-কুরতুবী। তিনি বাক্বী ইব্ন মাখলাদ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি **العقد** নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর রচিত কাব্য উচ্চ স্থরের ছিল। তিনি ৩২৮ হিজরী সনে ৮২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi“ Avˆjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮৩; IqwdqvZj-AvˆBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০-১১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১২০-২১; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬-০৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬; Avj-ˆBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯

২৪৮. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ইয়াহ্ইয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্নিল-'আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সূল আস্-সূলী আল-বাগদাদী। তিনি আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইউনুস আল-কুদাইমী, আবুল-'আয়না প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ছা'লাব, আল-মুবার্‌রাদ থেকে সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর থেকে হায়্যওয়াই, আবূ বকর আশ্-শাযান, আদ্-দারেকুত্নী, আবুল-হাসান ইব্নুল-জুনদী, 'আলী ইব্নুল-ক্বাসিম, আবূ আহমাদ আল-ফারাযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একাধারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি অনেক কবিতা সংকলন করেন। তাঁর পিতামহ সূল জুরজানের রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় যুগে দাবা খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি ৩৩৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi“ Avˆjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০১-০২; IqwdqvZj-AvˆBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৯২; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩; Avj-ˆBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০

২৪৯. তাঁর প্রকৃত নাম 'আলী। উপনাম আবুল-ফারাজ। পিতার নাম আল-হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফারাজ 'আলী ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কুরাশী আল-উমাভী আল-ইস্পাহানী। তিনি **كتاب الأغاني** গ্রন্থের লেখক। যে গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খলীফা হিশাম ইব্ন 'আবদিল-মালিকের বংশদ্ভূত। তিনি মুতায়্যিন, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর আল-ক্বাত্তাত, 'আলী ইব্নুল-'আব্বাস আল-বাজালী, আবুল-হুসাইন ইব্ন আবীল-আহওয়াস, আবূ বকর ইব্ন দুরাইদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আদ্-দারেকুত্নী, ইব্‌রাহীম ইব্ন আহমাদ আত্-ত্বারী, আবুল-ফাতহ ইব্ন আবীল-ফাওয়ারিস প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একাধারে একজন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যক, ঐতিহাসিক, পণ্ডিত ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি শী'য়া মতাদর্শী ছিলেন। তিনি ৩৫৬ হিজরী সনের যিলহাজ্জ মাসে ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi“ Avˆjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২০১-০৩; IqwdqvZj-AvˆBqvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭-০৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৮৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০৭-০৮; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২; Avj-ˆBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮

২৫০. তাঁর প্রকৃত নাম কুদামাহ। উপনাম আবুল ফারজ। পিতার নাম জা'ফর। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল ফারজ কুদামাহ ইব্ন জা'ফর ইব্ন কুদামাহ্ আল-বাগদাদী। তাঁর পিতা ছিলেন একজন খ্রিস্টান। যিনি খলীফা আল-মুস্তাকফী বিল্লাহ্‌র শাসনামলে ইসলাম

ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর জীবনকালে ‘ইলমুল্‌-লুগাতের বিশেষজ্ঞ কাযী ইউসুফ ইবন ই‘আকূব (মৃত ২৯৭ হিজরী) ছিলেন অন্যতম। ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তীদের জন্য অভিধান বিষয়ক জ্ঞানের উৎকর্ষতার পথ সুগম করেছেন।[২৫২] এ সময়ে ‘ইলমুল্‌-লুগাত চর্চার আরো যারা খ্যাতি অর্জন করেন তারা হলেন, ইব্‌ন দুরাইদ আল-বাসরী[২৫৩] (মৃত ৩২১ হিজরী), ‘আবদুর্‌-রহমান আল-হামাযানী[২৫৪] (মৃত ৩২৭ হিজরী), আবূ বকর আল-আম্বারী[২৫৫]

ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ‘আব্বাসীয় খিলাফাতের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি একাধারে কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ‘কিতাবুন্‌-নাকদিশ্‌-শী‘আহ্‌, কিতাবুন্‌-নাকদিন-নাস্‌র উল্লেখযোগ্য। তিনি ৩৩৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৩; Avj-we`vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৯৮

২৫১. তাঁর প্রকৃত তাঁর প্রকৃত নাম মাহমূদ। উপনাম আবুল-ফাতহ। পিতার নাম হুসাইন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফাতহ্‌ মাহমূদ ইবনুল-হুসাইন ইবন শায়িক। হিন্দী বংশোদ্ভূত ‘আস-সিন্দী’ নামে সুপরিচিত। তিনি রামাল্লায় অবস্থান করেন বলে রামাল্লী বলা হয়। তাঁর ‘আরবী বর্ণমালার ক্রমধারায় রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। ১৩১৩ হিজরী সনে এটি বৈরূত হতে মুদ্রিত হয়। তাঁর রচিত অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ ‘কিতাবু আদাবিন্‌-নাদীম’। এটি ১২৯৮ সনে মিসরে মুদ্রিত হয়।

দ্র. ZvixL Av`we j-jMwZj-Avivweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২১

২৫২. জুরজী যায়দান, ZvixL Av`we j-jMwZj-‘Avivweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪; Avj-we`vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬১-৬২

২৫৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম আল-হাসান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌নুল-হাসান ইব্‌ন দুরায়দ ইব্‌ন আতাহিয়্যাহ আল-আযদী আল-বাসরী। তিনি ২২৩ হিজরী সনে বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবূ হাতিম আস্‌-সিজিস্তানী, আবুল-ফযল আর্‌-রিয়াশী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ সা‘ঈদ আস্‌-সায়রাফী, আবূ বকর ইব্‌ন শাযান, আবূ ‘উবায়দুল্লাহ্‌ আল-মারযুবানী, ইসমা‘ঈল ইব্‌ন মীকাল প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন মুহাদ্দিছ, ভাষাবিদ, অভিধানবিদ। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তিনি বাসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লুগাত, আনসাব, ‘আরবী কাব্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। যানজীদের অভ্যুদয়ের সময় ওমানে গিয়ে বার বছর অবস্থান করেন এবং পবরর্তীতে বসরায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতপর পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি আর্‌-রাইয়্যাশী, আবূ হাতিম আস্‌-সিজিস্তানী, ইবন আখী আল-আসমা‘ঈ হতে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ ‘আল-মাকসূরাহ’, ‘আল-জামহারাহ ফিল্‌-লুগাহ’, ‘কিতাবুল-মালাহিন’, ‘কিতাবুল-মুজতাবা’, ‘কিতাবুস্‌-সাহাল ওয়াল-গইছ ওয়া আখবারুর্‌-রুওয়াদ’ ইত্যাদি। আহমদ ইবন ইউসুফ আল-আযরাক বলেন, আমি ইব্‌ন দুরাইদ হতে শ্রেষ্ঠ হাফিয আর কাউকে দেখিনি। আমি তাকে দেখেছি যে, তাঁর সামনে কোন ‘দিওয়ান’ পাঠ করে শুনালে তিনি আগে আগে পঠনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হতেন। ’দারেকুত্‌নী বলেন, ‘তাঁর সম্পর্কে সনদ বিশারদগণ সমালোচনা করেছেন।’ তিনি ৩২১ হিজরী সনের শা‘বান মাসে ৯৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ AvÕjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৬-৯৭; IqvdqvZj-AvÕBqvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩-২৪; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩২৯-৩০; Avj-we`vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭৬; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৬-০৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪

২৫৪. তাঁর প্রকৃত নাম ‘ঈসা । উপনাম ‘আবদুর্‌-রহমান। পিতার নাম হাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, ‘আবদুর্‌-রমহান ‘ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ আল-হামাযানী। তিনি ভাষা ও নাহু বিষয়ের ইমাম ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে ‘কিতাবুল আলফায আল-ফিতরিয়্যাহ’ গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে এটি বৈরূত এবং অন্যান্য স্থান হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

দ্র. ZvixL Av`we j-jMwZj-ÔAvivweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮

২৫৫. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম আল-ক্বাসিম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবুল-ক্বাসিম ইব্‌ন বাশ্‌শার ইব্‌ন আম্বারী আল-মুকরী’ আন-নাহ্‌ভী। তিনি ২৭২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউনুস আল-কুদায়মী, ইসমা‘ঈল আল-কাযী, আহমাদ ইব্‌নুল-হাছীম আল-বায্‌যায, আবুল-‘আব্বাস ছা‘লাব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ ‘উমার ইব্‌ন হায়্যওয়াই, আহমাদ ইব্‌ন নস্‌র আশ্‌-শাযা‘ঈ, ‘আবদুল-ওয়াহিদ ইব্‌ন আবী হাশিম, আবুল-হাসান আদ্‌-দারেকুত্‌নী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বিশিষ্ট নাহুবিদ, অভিধানবেত্তা ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পণ্ডিত ছিলেন। অনেক গ্রন্থ প্রণেতা। শৈশবে তিনি আল-কুফাইসী ইসমা‘ঈল আল-কাযী হতে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি তাঁর পিতা ও সা‘লাদ এবং একদল ‘আলিমের নিকট হতে জ্ঞানার্জন করেছেন। তিনি ৫৭ বছর বয়সে ৩২৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

(মৃত ৩২৮ হিজরী), আল-মুতার্‌রিয আল-বাওয়ারদী[২৫৬] (মৃত ৩৪৫ হিজরী), 'আরবী অভিধান রচনার মাধ্যমে 'আরবী ভাষাকে মানুষের কাছে সহজোতর করে তোলা হয়।

ইতিহাস

ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর সময়কালে ইতিহাস শাস্ত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইতিহাসের উপর লিখিত গ্রন্থাদি বিস্তার লাভ করে। সে সময়ের ঐতিহাসিকগণ রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর জীবন চরিত, সাহাবা-ই-কিরাম, তাবি'ঈ, তাবি-তাবি'ঈ ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ, মুফাস্‌সির, ফকীহ্, আদিব ও ঐতিহাসকগণের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।[২৫৭]

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ছিলেন, আবূ জা'ফর আল-বালাযূরী[২৫৮] (মৃত ২৭৯ হিজরী), ইব্‌ন কুতাইবা (মৃত ২৭৬ হিজরী) ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্-ত্ববারী (মৃত ৩১০ হিজরী)। তাঁর রচিত 'তারীখুর্-রুসুল ওয়াল মুলূক' (**تاريخ الرسل والملوك**) নামক গ্রন্থটি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক অন্যতম ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৫৯] এ সময়ের আরো ইতিহাসবিদ হলেন সা'ঈদ ইব্‌নুল-

---

দ্র. wmqviæ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-৭৭; IqwdqvZj-Av©Bqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪২; Avj-©Bevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-২৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫২; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯

২৫৬. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ 'আমর। পিতার নাম 'আব্‌দুল ওয়াহিদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আমর মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আবূ হাশিম আল-বাওয়ারদী। তিনি ছিলেন যাহিদ বা দুনিয়ার মোহমুক্ত একজন আলিম এবং ছা'লাবের গোলাম। তিনি ছা'লাব হতে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি অনেক হাদীছ বর্ণনাকারী। তবে তাঁর অধিকাংশ উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে স্বীয় যুগের সাহিত্যিকগণ তাঁর ভুলের সমালোচনা করেন। ইব্‌ন খাল্লিকান উল্লেখ করেন যে, তিনি মুখস্থ স্মৃতি হতে ৩০,০০০ পৃষ্ঠা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। ইব্‌নুন্-নাদীম বর্ণনা করেন যে, তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে দু'টি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। (১) কিতাবুল-আশরাত্ব বার্লিন গ্রন্থাগারে এর হস্তলিপি কপি রয়েছে। (২) কিতাবু আখবারিল-আদাব; ইসফুরিয়াল লাইব্রেরীতে এটি মওজুত রয়েছে।

দ্র. ZvixLj-Av'wej- jMwZj-©Aviweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৫

২৫৭. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬

২৫৮. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জাবির আল-বাগদাদী আল-বালাযুরী। তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য দামিশক, বাগদাদসহ বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তিনি হাওয়াহ্ ইব্‌ন খলীফাহ্, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ আল-'ইজলী, 'আফফান, আবূ 'উবায়দ, 'আলী ইব্‌নুল-মাদীনী, খলাফ ইব্‌ন হিশাম, শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নুল-মুনাজ্জিম, আহমাদ ইব্‌ন 'আম্মার, জা'ফর ইব্‌ন কুদামাহ্, ই'আকূব ইব্‌ন না'ঈম কারকারাহ্ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক ছিলেন। তাঁর রচিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল, 'ফুতুহুল-বুলদান' ও 'আনসাবুল-আশরাফ'। যা ইতিহাস জগতের অমূল্য সম্পদ। বালাযুর বা কাজু বাদামের রস পান করে তাঁর মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে এবং এতেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬২-৬৩; dvIqvZj-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৫৫-৫৭; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫-৫৭; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯১-৯২; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৪৬-৪৭

২৫৯. এতে তিনি পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণের চেয়ে অধিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া তিনি এতে এমন কতিপয় ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন যা ইতোপূর্বে কেউ উল্লেখ করেননি। তিনি সূচনা হতে ৩০২ হিজরী সাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেন। অতপর আবীব ইব্‌ন সা'দ আল-কুরতুবী (মৃত ৩৬৬ হি.) সিলাতু তারীখিত নামক গ্রন্থে ২৯১ হিজরী সন হতে 'আব্বাসী খলীফা মুকতাদিরের শাসনামলের শেষ (মৃত ৩২০ হি.) পর্যন্ত আলোচনা করেছেন।

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬

বিতরীক[২৬০] (মৃত ৩১৭ হিজরী), আবূ যায়দ আল-বালখী[২৬১] (মৃত ৩২২ হিজরী), আবূ বকর আস্-সূলী[২৬২] (মৃত ৩৩৫ হিজরী), আল-মাস'উদী[২৬৩] (মৃত ৩৪৬ হিজরী) প্রমুখ।

---

২৬০. তিনি উতীখা Eutychius নামে সুপরিচিত এবং মিসরের অধিবাসী, আল-ফুসতাত নগরে ২৬৩হি./৮৭৭ খ্রি. সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন চিকিৎসাবিদ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার বিতরীরিকায় স্থায়ী হন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার অন্যতম সম্ভ্রান্ত খ্রিষ্টান ধর্ম যাজক ছিলেন। তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থাবলী রেখে গেছেন তম্মধ্যে ইতিহাস বিষয়ে 'নাজমুল-জাওহার' (**نظم الجوهر**) অন্যতম। এই গ্রন্থটি তাঁর ভ্রাতা 'ঈসা-এর জন্য রচনা করেছেন। এতে হযরত আদম (আ.) হতে হিজরতের বছর পর্যন্ত আবার হিজরতের বছর হতে 'আব্বাসীয় শাসনের ৩২১ হিজরী সন পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থটি ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে অক্সাফোর্ড লাইব্রেরী হতে ল্যাটিন ভাষায় দু'খণ্ডে ১১০০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর অন্যতম গ্রন্থের নাম 'কিতাবুত্-তারীখ আল-মাজমূ 'আলাত তাহকীক ওয়াত তাসদীক' যা বৈরূত থেকে ১৯০৯ সনে প্রকাশিত হয়। ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনতাকী (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬) এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট সংযোজন করে 'সিলাতু কিতাবি-উতীখা' নামে প্রকাশ করেন। এ ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে, 'আল-জাদলু বাইনাল মুখালিফ ওয়ান্-নাসরানী' 'ইলমুন ওয়া 'আমালুন'। শেষোক্ত গ্রন্থটি চিকিৎসা বিষয়ক।

দ্র. ইব্ন জিলজিল, আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন হাইয়ান আল-আন্দালুসী, ZevKvZj AwZeŸv Iqvj-ûKvgvÕ, তাহকীকঃ ফুয়াদ সায়্যিদ (বৈরূতঃ মু'আসসাসাতুর-রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬; ZvixL Av'wej-jMwZj-ÔAviwweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৮-৫০৯; Avj-AvÕjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২; মোঃ হাছিনুর রহমান, Avngv' Beb Avjx Avj-Rvmmvm I gnv¤§' Bebj-ÔAvivex (i)-Gi AvnKvgj-KiAvb: GKwU ZjbvgjK chv‡jvPbv (রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস জুন ২০১২), পৃ. ৭২

২৬১. তাঁর নাম আহমদ ইব্ন সাহ্ল। তিনি বালখে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'ইরাকে লালিত-পালিত হন। তিনি দার্শনিক আল-কিন্দীর সাক্ষাত লাভ করে, তাঁর নিকট জ্ঞান অর্জন করেন। অতপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথাকার আমীরগণের সেবায় নিয়োজিত হন। তিনি প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞ ছিলেন। এ কারণে তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে সমালোচনা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দার্শনিকগণের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ফলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁর উপর ক্রধান্বিত হয়ে যে সব অনুদান তাঁকে দিতেন, তা বন্ধ করে দিয়ে ধর্ম ত্যাগের অভিযোগ আরোপ করেন। ইব্নুন্-নাদীম বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থাবলীর নাম উল্লেখ করেন যা বিলুপ্ত হয়েছে। তবে ভূগোল বিষয়ে তাঁর 'কিতাবু সুয়ারিল-আক্বালীম' (**كِتَابُ صُوَرِ الأقَالِيم**) নামক গ্রন্থ রয়েছে।

দ্র. ZvixL Av'wej-jMwZj-ÔAviwweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৮

২৬২. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ইয়াহ্ইয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্নিল-'আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সূল আস্-সূলী আল-বাগদাদী। তিনি আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইউনুস আল-কুদাইমী, আবুল-'আয়না প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ছা'লাব, আল-মুবার্রাদ থেকে সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর থেকে হায়্যওয়াই, আবূ বকর আশ্-শাযান, আদ্-দারেকুত্নী, আবুল-হাসান ইব্নুল-জুনদী, 'আলী ইব্নুল-ক্বাসিম, আবূ আহমাদ আল-ফারাযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি একাধারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি অনেক কবিতা সংকলন করেছেন। তাঁর পিতামহ সূল জুরজানের রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় যুগে দাবা খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে গ্রন্থ হলো, 'কিতাবুল-আওরাক' তিনি এ গ্রন্থে 'আব্বাসী খিলাফাতের ৩৩২ হিজরী পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। 'কিতাবু আখবারুর-শু'আরা' ও 'কিতাবু মাশ'য়ারিল-খুলাফা ওয়া আখরাহিম' তাঁর অনবদ্য রচনা। তিনি ৩৩৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০১-০২; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬-৫৭; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৯২; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭

২৬৩. তাঁর নাম আবুল-হাসান আলী আল-মাস'উদী। তিনি বিখ্যাত সাহাবী 'আবদুলাহ ইব্ন মাস'উদ (র) এর বংশের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ 'মুরূজুয্-যাহাব ওয়া মা'আদিনুল-জাওহার' এ যুগের ঐতিহাসিক অন্যতম গ্রন্থ। বিশেষকরে সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি এ গ্রন্থে "খলীফা" পদ সূচনা হতে তার যুগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তার অন্যতম গ্রন্থ 'কিতাবুত্-তানবীহ ওয়াল-আতরাফ' কারামাতীদের ইতিহাস, বিশেষকরে 'আব্বাসীগণের সাথে তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ গ্রন্থ।

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড,পৃ. ৪০৮; Avngv' Beb Avjx Avj-Rvmmvm I gnv¤§' Bebj-ÔAvivex (i)-Gi AvnKvgj KiAvb: GKwU ZjbvgjK chv‡jvPbv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

‘ইলমুত্-তাসাউফ

ইব্ন হিব্বান (র.)-এর যুগে ‘ইলমুত্-তাসাউফ’[২৬৪] চর্চায় অনেক মনীষী নিজের জীবন উৎস্বর্গ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আল-জুনায়দ আল-বাগদাদী[২৬৫] (মৃত ২৯৮ হিজরী), আবূ উছমান আল-হীরী সা‘ঈদ ইব্ন ইসমা‘ঈল[২৬৬] (মৃত ২৯৮ হিজরী), আবূ ‘আবদুল্লাহ ইব্নুল-জাল্লা[২৬৭] (মৃত ৩০৬ হিজরী), আবূ ই‘আকূব আন্-

---

২৬৪ ড. ইব্রাহীম মাদকূর বলেন, .(التصوف) طريقة سلوكية قوامها القشف والتحلي بالفضائل لتزكو الفس وتسمو الروح

‘আত-তাসাউফ’ (التصوف) হচ্ছে আচরণ বিষয়ক পদ্ধতি যা সংযমীর সাথে দণ্ডায়মান, গুণের সাথে সজ্জিত, যাতে অন্তর পবিত্র হয় এবং আত্মা উন্নত হয়।

দ্র. Avj-gÔRvgj-IqvmxZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮

২৬৫ .তাঁর প্রকৃত নাম আল-জুনাইদ। উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ক্বাসিম আল-জুনায়দ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্নুল-জুনাইদ আন্-নাহাওয়ান্দী আল-বাগদাদী আল-কাওয়ারীরী। তিনি ২২০ হিজরী সনের কাছাকাছি সময় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে শায়খুস্-সূফিয়্যাহ বলা হয়। তিনি আস্-সারিয়্যি আস্-সাকাতী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে জা‘ফর আল-খুলদী, আবূ মুহাম্মাদ আল-জারীরী, আবূ বকর আশ্-শিবলী, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আলী ইব্ন হুবাইশ, ‘আবদুল-ওয়াহিদ ইব্ন ‘আলওয়ান প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ছিলেন যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ, তাপস, মোহমুক্ত, কুতুব বা বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী এবং যুগের শায়খ। তিনি ২৯৮ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। কারো মতে, ২৯৭/২৯৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি আস্-সিররী আস্-সাকতী, হারিস আল-মুহাসিবীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি আবূ সাওর-এর নিকট ফিকহ্ শিক্ষা করেন। তাঁর মাকামাত (المقامات) কারামত (الكرامات) রয়েছে। সততা ও পারস্পারিক লেন-দেনের সম্পর্কে তাঁর কল্যাণকর বাণী রয়েছে।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৯; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৬৭-৬৯; wnjqvZj AvIwjqv Iqv ZvevKvZj Avm-wdqvÔ, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫-৬৫; ZevKvZj-nvbvevjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৩-৪৬; wmdvZm-mvdIqvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬-২৪; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩-৭৫; ZevKvZj AvIwjqv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-৬৭; ZevKvZk-kwdÔCqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-৭০; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১১৮-১৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭-৮৯; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬-১৮; ZvixL ‘Iqwjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৫; wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬; ZevKvZm-mwdq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫-১৬৩; ZevKvZj-AvIwjqv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-৩০

২৬৬ তাঁর প্রকৃত নাম সা‘ঈদ। উপনাম আবূ ‘উছমান। পিতার নাম ইসমা‘ঈল। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘উছমান সা‘ঈদ ইব্ন ইসমা‘ঈল ইব্ন সা‘ঈদ ইব্ন মানসূর আন্-নায়শাপূরী আল-হীরী আস্-সূফী। তিনি ২৩০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাতিল আর্-রাযী, মূসা ইব্ন নস্র, হুমায়দ ইব্ন রবী‘, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-আহমাসী প্রমুখ থেকে শিক্ষা হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ ‘আমর আহমাদ ইব্ন নস্র, আবূ ‘আমর ইব্ন মাত্বার, ইসমা‘ঈল ইব্ন নুজায়দ প্রমুখ হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি নায়শাপুরের শায়খ, ওয়ায়েয বা বক্তা, বিশিষ্ট যাহিদ বা তাপস ও মোহমুক্ত এবং বিশিষ্ট সূফী সাধক ছিলেন। তিনি ৬৮ বছর বয়সে ২৯৮ হিজরীর রবিউ‘ল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেন। তিনি আল-আরিফ আবূ হাফস আন্-নাইশাপূরীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি ‘ইরাকে হুমায়দ ইব্নুর্-রবী হতে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি অতিশয় মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন এবং মাকবূল দু‘আর অধিকারী ছিলেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৫; wnjqvZj-AvIwjqv Iqv ZevKvZj-Avm-wdqvÔ, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪-৫৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১১৯-২১; wmdvZm-mvdIqvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩-৪৪; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯-৭০; ZevKvZj AvIwjqv, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-৪৩; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১২৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬; ZevKvZm-mwdq¨vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-৭৫; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭৭০-৭১

২৬৭ তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ইয়াহ্ইয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ আহমাদ ইবন ইয়াহ্ইয়া আশ্-শাহিদ। তাঁকে শায়খুস্-সূফিয়্যাহ বলা হয়। আবূ বকর আদ্-দুক্কী, মুহাম্মাদ ইব্ন সুলাইমান আল্-লাব্বাদ, মুহাম্মাদ ইব্নুল-হাসান আল-ইয়াকতীনী প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন। তিনি যুন-নূন আল-মিসরী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি সিরিয়াবাসীদের আদর্শ ছিলেন। তিনি রজব মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৫১-৫২; wnjqvZj-AvIwjqv Iqv ZevKvZj-Avm-wdqv, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪-১৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮১-৮২; ZevKvZj-AvIwjqv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮৩; wKZve Avj-

নাহারজুরী[২৬৮] (মৃত ৩৩০ হিজরী), আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-ফারগানী আস্-সূফী[২৬৯] (মৃত ৩৩১ হিজরী), আবূ বকর আশ্-শিবলী আস্-সূফী[২৭০] (মৃত ৩৩৫ হিজরী) প্রমুখ।

দর্শন শাস্ত্র

'আব্বাসীয় শাসনামলে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় দর্শন চর্চাও উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়।[২৭১] যুক্তির মাধ্যমে সত্যে ও তত্ত্বে উপনীত হওয়ায় পন্থাকেই দর্শন বলা হয়। ইসলামের দর্শনের মূল ভিত্তি কুর'আন ও হাদীছ হলেও পরবর্তীতে পারস্য ও গ্রীক চিন্তাধারায় প্রাচ্যের প্রভাব মুসলমানদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।[২৭২]

Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৮-০৯; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭

২৬৮ তাঁর প্রকৃত নাম ইসহাক। উপনাম আবূ ই'আকূব। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ই'আকূব ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ আস্-সূফী আন্-নাহরাজূরী। তিনি জুনায়দ আল-বাগদাদী, 'আমর ইব্‌ন 'উছমান আল-মাক্কী প্রমুখের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের প্রতিবেশী হিসেবেও বসবাস করেছেন। সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। তিনি বিশিষ্ট 'আরিফ বা আল্লাহর মা'রিফাত সম্পর্কে অবহিত অলীগণের অন্যতম ছিলেন। আবূ 'উছমান আল-মাগরিবী বলেন, আমি আমার শায়খদের মধ্যে তাঁর মত নূরের ঝলক আর কারো মধ্যে দেখিনি। তিনি ৩৩০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi Av'jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৩২-৩৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৬৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৭; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৪৪

২৬৯ তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম ইসমা'ঈল। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-ফারগানী আস্-সূফী। তিনি প্রসিদ্ধ সূফী আবূ বরক আদ্-দুক্কীর শায়খ ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট 'আবীদ ও মুজতাহিদ ছিলেন। আদ্-দুক্কী বলেন, আমি তাঁর মত এমন কাউক দেখিনি, যে নিজেকে ধনী হিসেবে প্রকাশ করে। তিনি দু'টি সাদা জামা পরিধান করতেন, চাঁদর, পাজামা ও পরিস্কার স্যান্ডেলও তার সাথে পরিধান করতেন। তাছাড়া তিনি পাগড়ি পরিধান করতেন এবং তাঁর হাতে নকশাখচিত চাবি থাকতো। তবে তাঁর কোন বাড়ী-ঘর ছিলো না। তিনি মসজিদে অবস্থান করতেন। অথচ তাঁকে দেখলে মনে হতো, তিনি অনেক বড় ব্যবসায়ী। আবার কখনো কখনো তিনি ক্ষুধার্ত থাকতেন। তিনি ৩৩১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi Av'jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৫-৭৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২২-২৩

২৭০ তাঁর প্রকৃত নাম নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, কেউ কেউ বলেন, জা'ফর, কেউ বলেন, দুলাফ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম জাহ্‌দার, কেউ বলেন, ইউনুস, আবার কেউ বলেন দুলাফ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর দুলাফ ইব্‌ন জাহদার অথবা জা'ফর ইব্‌ন ইউনুস অথবা জা'ফর ইব্‌ন দুলাফ আশ-শিবলী আল-বাগদাদী। শিবলা মূলত শাবীলাহ্ থেকে আসছে। শাবীলাহ্ হলো 'ইরাকের একটি গ্রামের নাম। তিনি সামাররাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন 'আবিদ ও জাহিদ ছিলেন। তাঁর পিতা 'আব্বাসীয় খিলাফাতের একজন হাজিব ছিলেন। তিনি প্রথমে আবূ আহমাদ আল-মূফিকের হাজিব ছিলেন। পরবর্তীতে যখন আবূ আহমাদ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন তখন তিনি উক্ত পদে সমাসীন হন। তিনি 'আল-আহওয়াল ও আত-তাসাওউফ' (الأحوال والتصوف) গ্রন্থ প্রণেতা। প্রথমে তিনি ফিকহ্ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং মালিকী মাযহাবের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতপর জ্ঞানার্জনের জন্য সুলূকের পথে গমন করেন। তিনি জুনায়দ বাগদাদীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি ৩৩৪ হিজরী সনে প্রায় ৮০ রছর বয়সে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi Av'jvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৭-৬৯; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৭৪; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৯-৯০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২-৩৩; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৭৫

২৭১. W. Monotgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology,* P-41; *History of the Arabs,* P-370.

২৭২. Sayyed Abdul Hai, *Muslim Philosphy,* P.192; *A Short History of Islam,* P.P 124-125.

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে যে সকল মুসলিম মনীষীর অক্লান্ত সাধনায় দর্শন শাস্ত্রেও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দী[২৭৩] (মৃত ২৬২/৬৩ হিজরী), ইখ্‌ওয়ানুস্‌-সাফা[২৭৪] (মৃত ৩৩৪ হিজরী), আল-ফারাবী[২৭৫] (মৃত ৩৩৯ হিজরী) প্রমুখ।

---

২৭৩. তাঁর নাম আবূ ইউসুফ ই'আকূব ইব্‌ন ইসহাক আল-কিন্দি। তিনি ৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। বাগদাদে অধ্যয়নের সময় তিনি গ্রীক, পারসিক ও অন্যান্য শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। শিক্ষা গ্রহণের পর আল-মামুনের অনুবাদ কার্যক্রমে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ট দার্শনিক। তিনি এরিষ্টটল ও অন্যান্য গ্রীক দার্শনিকদের গ্রন্থ 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করে দর্শন শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে 'আরবদের দার্শনিক বলা হয়। তিনি দর্শনকে বিজ্ঞান সমূহের বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা সমূহের প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করেন। তিনি প্রথম মুসলিম দার্শনিক যিনি নব্য প্ল্যাটোবাদি ধারার সাথে প্লাটো ও এ্যারিস্টটলের মতবাদের সমন্নয় সাধনের চেষ্টা করেন। এছাড়া তিনি একাধারে গণিতবিদ, ভৌগলিক, ইতিহাসবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বিদ্যা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ৩৬১টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. Dr. M. Ahmed, *An Introduction to Islamic culture and Philosophy,* Part-II , PP-50- 53; *History of the Arabs,* P-370; CF.Manzoor Ahmad Hanifi, S*hort History of the Arabic Lliterature,* PP-71-72; *Islamic philosophy and theology,* PP-45-47; *Arabic Literature,* PP-65-66; Sayyed Abdul Hai, *Muslim philosphy,* P.192; *A Short History of Islam,* P.P 124-25.

২৭৪. হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাসরার ইখওয়ানুস্‌-সাফা নামে পীথাগোরীয় মতবাদের অনুসারী একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এই সম্প্রদায় বাগদাদে একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করে। তারা শুধুমাত্র অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই নয় বরং তৎকালীন রাজনৈতিক শক্তিকে অপসারিত করার জন্য শী'আ মতবাদের ছায়াতলে একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে। তৎকালিন যুগে একজন সংস্কৃতিমনা মানুষের অংক, জ্যেতির্বিদ্যা, ভূগোল, সংগীত এবং দর্শন শাস্ত্রে যে জ্ঞান থাকা সম্ভব, তার পরিচয় তাদের থেকে প্রাপ্ত ৫২ টি পত্র বিশিষ্ট একটি গ্রন্থে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের ভাষা প্রমাণ করে যে, 'আরবী ভাষা তখন সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক চিন্তার বাহন হবার উপযোগী ছিল। আল-গাযালীও এই ইখওয়ানের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং সিরিয়ার অ্যাসাসিন নেতা রশীদুদ্দীন সিনান ইব্‌ন সুলাইমান এ মতবাদ বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। সিরিয়ার বিখ্যাত কবি দার্শনিক আবুল-'আলা আল-মাআর্‌রী বাগদাদে ইখওয়ানের শুক্রবারের সভায় যোগদান করেছিলেন। এছাড়া বহু মুসলিম চিন্তাবিদও এ সম্প্রদায়ের অনুসারী হয়েছিল।

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

২৭৫ তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ নাস্‌র। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ নস্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুরখান ইব্‌ন আওয়ালাগ আত্‌-তুর্কী আল-ফারাবী আল-মানতিকী। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি 'আল-আহওয়াল ও আত্‌-তাসাওউফ' (**الأحول والتصوف**) গ্রন্থ প্রণেতা। প্রথমে তিনি ফিকহ্‌ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং মালিকী মাযহাবের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতপর জ্ঞানার্জনের জন্য সুলূকের পথে গমন করেন। তিনি জুনায়দ আল-বাগদাদীর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহর প্রদক্ষীণ করেন। তিনি আবূ বিশর ইব্‌ন ইউনুস আল-হাকীম এর নিকট থেকে মানতিক, হার্‌রানে ইউহান্না ইব্‌ন খয়লান আল-হাকীম হতে জ্ঞানার্জন করেন। অতপর বাগদাদে প্রত্যবর্তন করেন। সেখানে দর্শন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি দর্শন বিষয়ে এরিস্টটলের সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং এগুলোর মর্ম উদঘাটনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দান করেন। তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম দার্শনিক বলা হয়। তিনি হলবের শাসক সাইফুদ্দৌলার রাজপ্রাসাদে মিলিত হন। তিনি তাকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনিক ৪ দিরহাম করে ভাতা প্রদান করেন। তিনি দামিশক শহর বিজয়ের মুহূর্তে সাইফুদ্দৌলার সাথে ছিলেন। এরিস্টটলের অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার কারণে তিনি ব্যাপক প্রসিদ্ধ লাভ করেন। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তার সংখ্যা ৭০টি ছিলো। এরিস্টটল হতে পৃথক করার জন্য তাকে আল-মুআল্লিমুছ্‌-ছানী উপাধি দেয়া হয়। আত্মা ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তার অনেক রিসালাহ্‌ রয়েছে। তন্মধ্যে 'আকল, নাফস, আল-খলা, আল-মাকান, আল-মাকাইস, অন্যতম। তেমনিভাবে তিনি এরিস্টটল ও প্লেটোর মতবাদের মধ্যে সমন্বয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন যেমন: 'কিতাবুল-জাম'ই বায়না রাইল হাকীমায়ন আফলাতূন আল-ইলাহী ওয়া আরাস্তাতালীস' আগরাদু আফলাতূন ওয়া আরাস্তু, 'কিতাবুত্‌-তাওয়াস্‌সুত বায়না আরাস্তাতালীস ওয়া জালীনুস, তার রচিত রিসালাতু আরাই আহলিল-মাদীনাহ আল-ফাযিলাহ। তিনি এটিকে ৩৪ টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেন। এ গ্রন্থে আফলাতুনের মতবাদে আল-ফারাবীর প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে। এছাড়া আল-ফারাবী আখলাক, মানতিক, অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মানতিক বিষয়ে তার ১২ টি গ্রন্থ রয়েছে। যা ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত রয়েছে। কতিপয় গ্রন্থ ল্যাটিন অথবা হিব্রু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। রাজনীতি ও সাহিত্যে ৮ টি গ্রন্থের মধ্যে কিতাবু আরাই আহলিল-মদীনাতিল-ফাযিলাহ কিতাবু ইহসায়িল-উলূম' গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন,মিউজিক সম্পর্কে নয়টি গ্রন্থ রয়েছে। যা ইউরোপে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে ল্যাটিন বা হিব্রু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় নয়টি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ৩৩৯ হিজরী সনে ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

'আব্বাসীয় খলীফাগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপারে 'ইরাক ও হিন্দুস্তানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। খলীফা আল-ওয়াছিক বিল্লাহ্‌র সময়কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আবূ বকর আর্-রাযী[২৭৬] (মৃত ৩১১ হিজরী) অন্যতম। তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক অনেক রচনা পাওয়া যায়। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধশালী করে তোলেন। তাঁর অমূল্য রচনাবলীর মধ্যে 'কিতাবুল-হাভী'[২৭৭] 'কিতাবুত্-ত্বিব আল-মানসূরী'[২৭৮]। তাঁরা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা, গ্রীকদের লিখিত গ্রন্থ ও গবেষণা গ্রন্থের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা দিতেন।[২৭৯] হুনাইন ইব্‌ন ইসহাককে খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ্ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার অনুরোধ করলে, তিনি এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি খাদ্য, পুষ্টি, বিভিন্ন

দ্র. wmqvi‡ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪১৬-১৮; Iqwdqv Zj-Av©Bqvb, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩-৫৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৯-১৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২০৭; ZvixL Av'wej-jMwZj-ÔAviweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫২৩-২৪

২৭৬. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম যাকারিয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন যাকারিয়া আবূ বকর আর্-রাযী আত্-ত্ববীব। তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। ইউরোপীয়দের নিকট রাযী নামে সুপরিচিত ছিলেন। চিকিৎসক ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিত ও দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। দর্শন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। শৈশবে বীন বাঁজিয়ে গান গাইতেন। চলিশ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষাজীবনে মনোনিবেশ করেন। বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর সম্পর্কে ড. হাসান ইব্‌রাহীম হাসান মন্তব্য করে বলেন, তিনি মানসূর ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন নূহ আস্-সামানীর সাথে মিলিত হয়ে, তাঁর জন্য 'কিতাবুল-মানসূর ফিত-ত্বিব' রচনা করেন। তিনি জালীনূসের চিকিৎসা বিদ্যাকে উজ্জীবিত করেন। পরবর্তীতে তাঁর চিকিৎসাবিদ্যাকে ইব্‌ন সিনা পূর্ণতা দান করেন। রাযী যখন তাঁর অধিবেশনে বসতেন, তখন তাঁর পেছনে দলে দলে ছাত্ররা বসতো। কোন ব্যক্তি ঐ মজলিসে আসার পর যার সাথে প্রথম সাক্ষাত হতো, তাকে রোগের বর্ণনা দিলে সে সামর্থ হলে সমাধান দিতো। নচেৎ রাযী তার সাথে কথা বলতেন। রায় ও অনারব অনেক দেশে তাঁর সুদৃঢ় অবস্থান ছিল। তিনি জ্ঞান-শিক্ষার দ্বারা রাজা, আমীরগণের সেবা করেছেন। কারো কারো জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়; ৩১১ হি./৩২০ হি./৩২৫ হি./৩৬০ হিজরী সনে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৩১১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪-৫৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০; Iqwdqv Zj-Av©Bqvb, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৬১; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯; Avj-wdnwi¯Í, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫

২৭৭. এটি ৩০ খণ্ডে রচিত বিশাল গ্রন্থ। চিকিৎসকগণের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। ইব্‌নুন্-নাদীম এ গ্রন্থের ১২টি অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করেন। আর্-রাযী এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী চিকিৎসক ও তাঁর যুগের সব চিৎিসকের মতামত, পরামর্শ এবং তাদের গ্রন্থাবলীতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা পদ্ধতি একত্রিত করেছেন। কে কি বলেছেন তাঁর নামসহ উল্লেখ করেন। এ গ্রন্থের একটি হস্তলিপি ব্রিটিশ যাদুঘরে, অন্য কপিগুলো মূনীখ, অক্সফোর্ড ও ইসকুরিয়াল গ্রন্থাগারে মওজুদ রয়েছে। ফারাগুত এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এটি দু'বার মুদ্রিত হয়। একাধিক ব্যক্তি এটি সংক্ষিপ্ত করেন।

দ্র. জুরজী যায়দান, ZvixL Av'wej-jMwZj-Aviweq¨vn, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৭; gmwjg 'k‡bi fwgKv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫-০৬

২৭৮. এ গ্রন্থের কপি প্যারিসের আল-মাকতাবাতুল-আহলিয়্যাহ, অক্সফোর্ড, ইসকুরিয়াল লাইব্রেরীতে মওজুদ আছে। আল-কারীসূনী এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন এবং পরে মুদ্রিত হয়।

দ্র. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৬

২৭৯. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

রোগের লক্ষণ ও রোগের ঔষধসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৮০] তাছাড়া ইসহাক ইব্‌ন সুলাইমান আল-ইসরাঈলী[২৮১] (মৃত ৩২০ হিজরী), সিনান ইব্‌ন ছাবিত[২৮২] (মৃত ৩৩১ হিজরী) প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

খলীফা মুতাওয়াক্‌কিল 'আলাল্লাহ্ চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন। তিনি গ্রীক ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি 'আরবীতে অনুবাদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যা পরবর্তীতে সাবিত ইব্‌ন কুর্‌রার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এছাড়া চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, ইব্‌ন বাকতাইশু। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের জন্য চক্ষু, দন্ত, চর্ম, পরিপাকতন্ত্র বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধান নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি শিশু রোগ, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রীক ও সিরিয়া ভাষায় রচিত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাদি 'আরবী ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে তার পিতা হুনাইন ইব্‌ন ইসহাক থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।[২৮৩] ইব্‌ন নাদীম বলেন, 'তিনি বিশুদ্ধ 'আরবী ভাষী হিসাবে তাঁর পিতাকে হার মানিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও খলীফাগণের সান্নিধ্যে থাকতেন। চিকিৎসা বিষয়ক তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে গ্রীক ভাষায় রচিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে 'আরবী ভাষায় অনূদিত হয়নি এমন গ্রন্থ হলো, 'কিতাবুল আওদিয়াতিল-মুফরাদাতি 'আলাল-হুরুফি', 'কিতাবু তারীখিল-আত্বিব্বা'।[২৮৪]

এ সময়ে 'আব্বাসীয় খলীফাগণ চিকিৎসকদের উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া হজ্জের সময় সকল চিকিৎসকগণকে একত্রিত করার জন্য সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতেন, যেখানে চিকিৎসকগণ তাঁদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান, একে অপরের সাথে আদান-প্রদান করতেন। উক্ত সেমিনারে উদ্ভিদের বিভিন্ন ঔষধী গুণাগুন নিয়েও আলোচনা করা হতো।[২৮৫]

ভূগোল শাস্ত্র

---

২৮০. giRh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭

২৮১. খলীফা গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কিতাবুল-হুমইয়াত'(**كتاب الحميات**), কিতাবুল-উগযিয়া'(**كتاب الأغذية**), (কিতাবুল-বাওল' **(كتاب البول**), 'কিতাবুল-ইসতিকসাত'(**كتاب الاستقسات**) ইত্যাদি।

দ্র. ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৬

২৮২. খলীফা আল-মুতাওয়াক্‌কিলের পৃষ্টপোষকতায় সিনান ইব্‌ন ছাবিত বাগদাদে চিকিৎসকগণের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ ও এ পেশায় তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে ৬৮ জন চিকিৎসকের জন্য চিকিৎসা পেশা গ্রহণের অনুমতি দেন। সে সময় কোন এক চিকিৎসকের উদাসীনতার কারণে জনৈক রোগী মৃত্যুবরণ করার পর এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উক্ত ৬৮ জন চিকিৎসকের তদারকি করার জন্য একটি পরিদর্শক দল গঠন করেন, যাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের নির্দেশ দেন। এমনকি তিনি প্রত্যেক চিকিৎসককে রোগীর ব্যবস্থা পত্রের ফটোকপি সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন। যাতে প্রধান চিকিৎসকের সামনে সেটি উপস্থাপন করলে তিনি নিরীক্ষণ করে চিকিৎসা যথাযথ হলে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। উদাসীনতার কারণে রোগী মারা গেলে চিকিৎসকের উপর শাস্তি অবধারিত হতো। মধ্য যুগে চিকিৎসা পেশা গ্রহণকারীদের হাকীম বলা হতো। কারণ চিকিৎসায় হিকমাত দর্শনের অংশ ছিল। বিশেষ বিভাগ অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ উপাধিও দেয়া হতো।

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫

২৮৩. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-৪০৬

২৮৪. মূল 'আরবী,

كَانَ كما يقول ابن نديم : فصيحًا بالعربيةِ يزيد على أبيه في ذالك، وإتصل بخلافاء وكبار رجال الدولة، ....وله كثيرٌ من الكتب في الطبِّ غير ما نقله يا عربيةِ منها كتاب الأدوية المفردة علي الحروفِ وكتاب تاريخ الأطِبَّاءِ.

দ্র.Avj-wdnwi¯Í, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬

২৮৫. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫-০৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূগোল শাস্ত্রে এ যুগে ভৌগলিকগণ অনন্য অবদান রাখেন।[২৮৬] ক্বিবলা নির্ধারণ, হজ্জ যাত্রা, নৌবাণিজ্যসহ প্রভৃতি প্রয়োজনেই মুসলমানগণ ভূগোল চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।[২৮৭] এ যুগেই সর্বপ্রথম দিকদর্শন ও দূরবীন যন্ত্রেরও আবিস্কার হয়।[২৮৮] পারস্য বংশদ্ভুত ইব্‌ন খারদিযবাহ্ (মৃত ২৯৭ হিজরী) 'কিতাবুল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক' শিরোনামে ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ভৌগলিক দিক নির্দেশনায় তাঁর এ গ্রন্থটি 'আরবী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উচ্চস্থান দখল করে আছে। এটি একটি প্রামানিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ (Data base) যা ভ্রমণকারীদের জন্য সমুদ্র পথে দিকনির্দেশনা প্রদানের সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এ গ্রন্থের আলোকে মানুষ দিজলা নদী, চীন ও ভারতে ভ্রমণকারীদের দিক নির্দেশনায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া আর্মেনীয়া,'ইরান, ভারত, মিসর এবং পশ্চিমা বিশ্বের অনেক স্থানে ভ্রমণে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।[২৮৯]

৩১০ হিজরী/৯২২ খ্রিষ্টাব্দের পর আবূ 'আলী আহমাদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন রুস্তা ইস্পাহানে 'আল- আ'লাকুন্নাফীসাহ্' (الأعلاق النفيسة) শিরোনামে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন।[২৯০] আবূ যায়দ আল-বালখী (মৃত ৩১২ হি./৯৩৪ খ্রি.) ভূগোল শাস্ত্রেও বিশেষ অবদান রাখেন।[২৯১] তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবু-সুওয়ারিল-আক্বালীম' একটি ভূগোল বিষয়ক প্রাচীন 'আরবী গ্রন্থ। এটিকে ব্যাখ্যা ও মানচিত্র দ্বারা সমৃদ্ধ গ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়।[২৯২] এ সময়ে ভূগোল বিষয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন আবূ সা'ঈদ আল-ইসত্বাখরী[২৯৩] (মৃত ৩২৮ হিজরী), ইব্‌নুল-হায়িক[২৯৪] (মৃত ৩৩৪ হিজরী),

---

২৮৬. John P- MacGragor, *Muslim Institutions*, P-196; Dr. F. R. J. Verhoeven, *Islam*, P-41; *A survey of Muslim institutions and culture*, P-187.

২৮৭. *History of the Arabs*, P-383; Dr. F. R. J. Verhoeven, *Islam*, P-41; *A Survey of Muslims Institutions & culture*, P-187.

২৮৮. Scohpy, C. Gepgrophy of The Muslim of the Middle Ages, Vol. X1V, P. 262; ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, Bmj v‡gi BwZnvm, পৃ. ৫২৫; gmwjg mf¨Zvi ¯YhM, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

২৮৯. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১১-১২

২৯০. ZvixLj-Av'vexj-ÔAviweq¨vn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯

২৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২

২৯২. আহমাদ ইব্‌ন আলী আল-জাস্‌সাস ও মুহাম্মদ ইব্‌নুল-'আরাবী (র)-এর আহকামুল কুরআন: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

২৯৩. তাঁর প্রকৃত নাম আল-হাসান। উপনাম আবূ সা'ঈদ। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-ইসত্বাখরী আশ্-শাফি'ঈ। তিনি ২৪৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিতাবুল-আক্বালীম নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি তিনি মানচিত্র দ্বারা সুসজ্জিত করেন। এগ্রন্থে তিনি সেই সমস্ত দেশের ও সাম্রাজ্যের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, যে সমস্ত দেশে তিনি নিজে পরিদর্শন করেছেন এবং বিখ্যাত দার্শনিক আল-কিন্দী এর শিষ্য আবূ যাযদ আল-বালখী (মৃত ৩২২ হিজরী)এর রচিত গ্রন্থ কিতাবুস্-সুওয়ারি-মুলূক হতে অনেক উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এতে তিনি বুযরাজ ইব্‌ন শাহরিয়ার-এর 'আরবী ভাষায় 'আজাইবুল-হিন্দ' নামক গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন এবং নিজের পরিদর্শন এবং অন্যান্য পর্যটকগণের বর্ণীত বিষয় হতে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তিনি ৩২৮ হিজরী সনের জমাদিউল-আখির মাসে ৮০ বছরের কিছু বেশী বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১২; wmqvi æ AvÕjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৫০-৫২; Iqwdqv Zj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪-৭৫; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩০-৩১; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১১৮-১৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৬-৪৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯; আন্-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭

২৯৪. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম ই'আকূব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান আহমাদ ইব্‌ন ই'আকূব ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন দাউদ আল-হামাদানী। তিনি ইয়ামানের হামাদান গোত্রের ছিলেন। তিনি ইব্‌নুল-হায়িক নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক ও ভূগোল সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রেখে গেছেন। তন্মধ্যে 'কিতাবু সিফাতি জাযীরাতিল-'আরাব', 'কিতাবুল-ইকলীল' অন্যতম। তিনি ৩৩৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZvixL Av'wej-jMwZj-ÔAviweq¨vn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৩; ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৯

কুদামা ইব্‌ন জা'ফর (মৃত ৩৩৭ হিজরী), রুব্বান বুযরগ ইব্‌ন শাহরিয়ার[২৯৫] (মৃত ৩৪২ হিজরী), আবুল-হাসান 'আলী আল-মাস'উদী[২৯৬] (মৃত ৩৪৫ হিজরী) প্রমুখ। এ সকল ভৌগলিক বিবরণ থেকে তৎকালিন মুসলিম বিশ্ব ও সমসাময়িক পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়।

গণিত শাস্ত্র

'আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার ন্যায় গণিত শাস্ত্রে মুসলমানগণ অবদান রাখেন। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম গণিতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ বিদ্যা তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের বহু সমস্যা-সমাধানে সহায়তা করে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, রাজস্ব ও কর আদায়, উত্তরাধিকারী বন্টন, ক্ষতিপূরণের হিসাব ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে সাবিত ইব্‌ন কুররা আল-হার্‌রান[২৯৭] (মৃত ২৮৮ হিজরী), জাবির আল-বাত্তানী[২৯৮] (৮৫৮-৯২৯ খ্রিস্টাব্দ)। এযুগে গণিত বিষয়ে যারা প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, তন্মধ্যে আবুল-'আব্বাস আল-ফযল ইব্‌ন হাতিম আন্‌-নাইরীযী[২৯৯] (মৃত ৩১০ হিজরী), আহমাদ ইব্‌ন হুসায়ন আল-আহওয়াযী আল-কাতিব[৩০০] (মৃত ৩৩০ হিজরী), আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সিনান[৩০১] (মৃত হিজরী), আবুল-হাসান আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-উকলীদাসী[৩০২] (মৃত ৩৪১ হিজরী) প্রমুখ।

---

২৯৫. তিনি 'কিতাবু 'আজাইবিল হিন্দ ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

দ্রঃ ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫১

২৯৬. আবুল-হাসান 'আলী আল-মাস'উদী অধিক ভ্রমণকারী বিশিষ্ট মুসলিম পর্যটক। তিনি বিশ্বের প্রায় সকল প্রান্ত পরিদর্শন করেছেন। তিনি পারস্য, ভারত, সরন্দীপ, পরিদর্শন করেন এবং চীন গমন দ্র অভিমুখে যাত্রী বণিকদের সাহচার্য লাভ করেছেন। তেমনিভাবে যানযিবার, সুদান, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল প্যালেস্টাইন, শাম, এশিয়া মাইনর, কাযভীন, গমন ও বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ২৩০ হিজরী সনে আল-ইকশীদের শাসনামলে মিসর ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন জাতির শ্রেণী-বিভেদ,রাজপ্রাসাদ, দালান-কোঠা ইত্যাদির বর্ণনার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি ৩৪৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. gi|Rh-hvnve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প্র. ২১২-২১৩; ZvixLj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১২

২৯৭. সাবিত ইব্‌ন কুররা ছিলেন বাহরানের কর্ণধর। তার খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহর সাথে সু-সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর আস্থা অর্জন করেছিলেন। তাঁর কারণে সাবিয়ার মানমর্যাদার বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি খলীফার নিকট অতী মর্যাদাশীল একজন ব্যক্তি ছিলেন।

দ্র. gmwjg mf¨Zvi ¯YhM, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; ms¯wZ PPvq I MšvMvi msMV‡b gmwjg, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১; gmwjg gbxlv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭; *History of the Arabs*, P-379; *A Survey of Muslims Institutions and culture*, P- 20; Dr. F. R. J. Verhoeven, *Islam*, P-42.

২৯৮. মুহাম্মাদ ইবন জাবির আল-বাত্তানী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। তিনি সর্ব প্রথম ত্রিকোণমিতির আনুপাতিকের উপর গবেষণা করে নিখুঁত ভাবে গতির তির্যক নির্ধারণ করেন।

দ্র. gmwjg ms¯wZi BwZnvm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; gmwjg gbxlv, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

২৯৯. তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্য হতে 'রিসালাতু ফী সিমতিল-ক্বিবলাহ' 'রিসালাতু ফিল-মাসাদিরিল-মাশহুরাহ' শারহু কতাবিল-উকলীদাস' রিসালাতু ফী আহদাছিল-জাওয়্যি', কিতাবু ফী মা'রিফাতিল-আলাত ইউ'রাফু বিহা আব'আদুল-আশইয়া আশ্‌-শাখিসা ফিল-হাওয়া ওয়াল্লাতী 'আলা-বাসীতিল-আরদি ওয়া আগওয়ারিল-আরদিয়্যাতি ওয়াল-আবার ওয়া উরূদিল-আনহার', 'আনিল আস্তারলাবাল-কারাভী', শারহুল-কুতুবিল-আশারাতি লি উকলীদাস', আল-ফস্‌ল ফী তাখতীতিস-সালাত আয্‌-যামানিয়্যা ফী কুল্লি-কুব্বাতিন আওফী কুব্বাতিন ইয়ুসতা'মালু লাহা'। ইবন জাবির আল-বাত্তানী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। তিনি সর্ব প্রথম ত্রিকোণমিতির আনুপাতিকের উপর গবেষণা করে নিখুঁত ভাবে গ্রন্থের তির্যক নির্ধারণ করেন।

দ্র. ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২

৩০০. তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'শারহুল-মাকালাতি মিন কিতাবি-উকলীদাস'।

দ্র. ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮২

৩০১. তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যেঃ ফী মাসাহাতি কাত'ইল- মাখরূত আল-মুকাফী' মাকালাতুন ফী তুরূকিত্‌-তাহলীল ওয়াত্‌-তারকীব ফিল-মাসা'ইলিল-হিনদিয়্যাহ', মাকালাতু ফী রাসমিল-কুতূইছ্‌-ছালাছাহ', রিসালাতুন ফী ওয়াসফিল-মা'আনিল আল্লাতী ইস্তাখরাজাহা ফিল-হানদাসা ওয়া ইলমিন্‌-নুজূম' রিসালাতুন ফিল-আস্তারলাব',ফী হারাকাতিশ্‌-শামস', কিতাবুন ফিদ্দাওয়াইরির-মুতামাস্‌সাহ', ফী আলাতিল-আযলাল', আর্‌-রিসালাহ ফী উসূলির্‌-রাসাদ। গ্রন্থের নাম 'শারহূল মাকালাতি মিন কিতাবি-উকলীদাস'।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে আমরা বলতে পারি ‘আব্বাসীয় তথা ইব্ন হিব্বান (র.)-এর জীবদ্দশায় সমগ্র মুসলিম ভুখণ্ডে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং জ্ঞানানুশীলন সমগ্র বিশ্বে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। খলীফাগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় তাফসীর , হাদীছ, ফিকহ, উসূল, নাহভ, লুগাত, চিকিৎসা, ইতিহাস, দর্শন, ভুগোল প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা হয়। তাদের শাসনামলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো। বিশ্ব বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, এবং বৈজ্ঞানিকগণ তাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এক কথায় সে সময়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। এমন একটি উন্নত পরিবেশ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতির ভরা বসন্ত কালে ইব্ন হিব্বান (র.) লালিত হন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্ব অর্জন করে মর্যাদার শীর্ষ আসনে সমাসীন হন।

দ্র. ZvixLj-Av‘wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮০

৩০২. তিনি কিতাবুল-ফুসূল ফিল-হিসাব আল-হিন্দী নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

দ্র. ZvixLj-Av‘wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩

cÂg Aa¨vq

Beb wneŸvb (i.)-Gi Rxeb cwiµgv

Rb¥, bvg I esk cwiPq

wk¶v Rxeb

Kg Rxeb

wk¶Ke›‘

QvÎe›‘

iPbvejx

BwšÍKvj

Zvi m¤ú‡K gbxlxM‡Yi AwfgZ

পঞ্চম অধ্যায়

ইব্ন হিব্বান (র.)-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিক্রমা

তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান[১] ইব্ন আহমাদ ইব্ন হিব্বান[২] ইব্ন মু'আয ইব্ন মা'বাদ[৩] ইব্ন ইব্ন সাঈদ[৪] ইব্ন হাদইয়াহ্ ইব্ন মুর্রাহ্ ইব্ন সা'দ[৫] ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুর্রাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্ ইব্ন দারিম ইব্ন হানযালাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম আত্-তামীমী[৬] আদ্-দারিমী[৭] আল-বুস্তী[৮] আশ্-শাফি'ঈ।[৯]

---

১. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯২-৯৩; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xm, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৩; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২০-২১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn্, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ.২৮১

২. Avj-Kwgj wdZ-ZvixL, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ১৭৬৫; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪২; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪

৩. অvj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮১; Avj-ÔAvjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮; gÔRvgj-gÔAwjødxb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭

৪. nv'qvZj ÔAwidxb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪; gÔRvgj-ej'vb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩; মাজদী ইব্ন মানসূর ইব্ন সাঈদ আশ্-শিওয়ারা (র.) বলেন, محمد بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبد بن سعيد بن سهيد

দ্র. আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী, gvkvnxi æ ÔDjvgÔBj-Avgmvi (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩; محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي السجستانى

দ্র. ইব্ন হিব্বান, wKZvej-gvRi/nxbv wgbvj-gnwÏQxb: তাহকীকঃ মাহদী 'আবদুল-মজীদ আস্-সালাফী (রিয়াদঃ দারুস্-সামী'ঈ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪; আল-ইয়াফী' বলেন, أَبُوْ حَاتِمْ محمد بن حبان التميمي البستي

দ্র. wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮

৫. ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫; আস্-সিফাদী (র.) বলেন, محمد بن حبان أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبد بن سهيد بن هُدبة بن مُرة، أبو حاتم التميمي البُستي

দ্র. wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬

৬. AvZ-Zvgxgx (اَلتَّمِيْمِىْ) শব্দের তা (التاء) বর্ণে ফাতহা ও উভয় মীম (مِيم) বর্ণে কাসরা এবং মাঝের ইয়া (الياء) বর্ণকে সকূন দিয়ে আত্-তামীমী পড়া হয়। সমরকন্দের প্রসিদ্ধ গোত্র বানূ তামীমের প্রতি সম্বন্ধিত করে তাঁকে আত্-তামীমী বলা হয়। এ গোত্রের দিকে নিসবত করে বহুসংখ্যক সাহাবী, তাবি'ঈ ও 'আলিমকে আত্-তামীমী বলা হয়।

দ্র. Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ২২২; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৮

৭. Av'-'wigx الدارمى : এর দাল (دال) বর্ণে ফাতহা, আলিফে (ألف) বর্ণে সকূন এবং রা (راء) বর্ণে কাসরা যোগে দারিমী (الدارمى) পড়তে হবে। তাঁর এক ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ দারিম ইব্ন মালিক ইব্ন হানযালাহ ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম-এর দিকে নিসবত করে তাঁকে দারিমী বলা হয়।

দ্র. Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪; wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৩

৮. Avj-emZx (اَلْبُسْتِيْ) শহরের প্রতি সম্পৃক্ত করে ইব্ন হিব্বানকে বুস্তী বলা হয়। ই'আকূত আল-হামাভী (র) বলেন, بُسْت بِالضَّمِّ: "বুস্তী" বা বর্ণে পেশ যোগে- مَدِيْنَةٌ بَيْنَ سِجِسْتَانَ وَغَزْنِيْنَ وَهِرَاةَ. وَهِيَ بَلْدَةٌ مِنْ بِلَادِ كَابُل. وَهِىَ بَلْدَةٌ حَسَنَةٌ كَثِيْرَة الْخَضْر وَالأَنْهَار। এটি সিজিস্তানের গজনী ও হিরাতের মধ্যবর্তী একটি শহর। বুসত শহর কাবুল প্রদেশের একটি অঞ্চল। ইতিহাস এবং বিভিন্ন বিজয় অভিযান এটিই কামনা করে। এটি উত্তপ্ত ও উষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ শহরটি অধিক নদী ও বাগান সমৃদ্ধ এতদসত্বেও এ শহরের ধ্বংসযজ্ঞ সর্বজন বিদিত।" দ্র. gÔRvgj-ej'vb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯২; Avi-wimvjvZ Avj-gmZvZwidvn্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; কোন কোন বিজ্ঞজনকে বুসত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলেন, এটি আধুনিক আফগানিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। যেটির অবস্থান হলো হিলমান্দ শহরের বাম তীরে, আর দক্ষীণে সরাসরি হালমান্দ নদীর

কারও কারও মতে তাঁর নসব নামা হলো, ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন হুদবাহ্‌ ইব্‌ন মুররাহ্‌ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হানযালাহ্‌ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন মুররাহ্‌ ইব্‌ন 'আদ্দী ইব্‌ন আদনান আবূ হাতিম আত্‌-তামীমী আল-বুস্‌তী আল-কাযী শায়খু খুরসান।[১০]

জন্ম ও জন্মস্থান

তিনি ২৭০ হিজরী সন মুতাবিক ৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বুস্‌ত শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১১] যেখানে সুদীর্ঘকাল ধরে অগনিত 'আলিম ও মুহাদ্দিছ জন্মগ্রহণ করেছেন। যেখানে দশজন সুবিখ্যাত মহাপুরুষ ও আলিম-ই দ্বীন জীবনাতিপাত করেছেন।[১২]

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

সাথে মিলিত হয়েছে। এই শহরের অবস্থান অত্যন্ত মনোরম; যেহেতু শহরটি উল্লিখিত দুই নদীর মাঝখানে অবস্থিত; যেখানে পশ্চিম দিক থেকে আগত রাস্তাগুলো মিলিত হয়েছে। হিলমান্দ নদীর গতিপথ বিলুচিস্তান ও ভারতের দিকে চলে গেছে। সুতরাং বুসত পৃথিবীর এমন এক স্থানে পতিত হয়েছে যা যান চলাচলের উপযুক্ত। এ শহরের পাশ ঘেষে গড়ে উঠা ইমারাত গুলোর অস্তিত্ব এই শহরের অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহণ করে। এই স্থানটি প্রাচীন 'ইরানীর সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। 'আরবরা কখনো কখনো বুসত শহরকে সিজিস্তানের প্রদেশ হিসেবে গণ্য করতো। দ্র. 'vÔBivZj gvÔAwidj Bmjvwgqv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২৫; আস্‌-সাম'আনী (র) বলেন,

اَلبُسْتِيْ: هذِهِ النِّسْبَةُ إِلى بُسْت بِضَمِّ البَاءِ اَلمُعْجَمَةُ المُوَحَّدَة وَسُكُوْنُ السِّيْن اَلمُهْمَلَةُ وَالتَّاءِ اَلمَنْقُوْطَةِ بنقطتين في آخرها، وَهِيَ بَلْدَةٌ مِنْ بِلاَدِ كَابُل بَيْنَ هِرَاةِ وَغَزَنة، وَهِىَ بَلَدَةٌ حَسَنَةٌ كَثِيْرَةُ الخَضْر وَالأَنْهَار وَالبُسْتَانِيْ

"বুস্‌তী শব্দের 'বা' বর্ণে জুম্মাহ্‌, সীন বর্ণে সুকূন ও শেষ বর্ণ 'তা' দিয়ে পড়া হয়। এটি কাবূলের নিকটবর্তী হিরাত ও গযনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি শহর। শহরটি নদী ও বাগানে ঘেরা, যার অধিকাংশ স্থানই সবুজ।"

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯; ইব্‌নুল-আছীর বলেন,

بِضَمِّ البَاء وَسُكُوْن السئن المُهْمَلَة والتَاء المثناة مِنْ فوْقِهَا، وَهِى مَدِيْنَةٌ مِنْ بِلَادِ كَابِل بَيْنَ هِرَاة وَغزنة، وَهِى حَسَنَة كَثِيْرَة الخَضْر والأَنْهَار

"'বা' বর্ণে জুম্মাহ্‌, সিন বর্ণে সুকূন ও শেষ বর্ণে তা দিয়ে। এটি এমন শহর যা কাবুলের নিকটবর্তী হিরাত ও গযনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থীত। শহরটি নদী ও সবুজ বাগানে ঘেরা।"

দ্র. Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১

৯. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৫

১০. gvkvnxiæ ÔDjvgvÔBj-Avgmvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮১; wgiÔAvZj wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮; ই'আকূত আল-হামাভী (র) বলেন,

وأبوحاتم محمد بن حبان بن معاذ بن مَعبد بن سعيد بن شهيد التميمي كذا نسبه أبو عبد الله محمد. أحمد بن محمد البخاري المعروف بغنجار ووافقه غيره إلى مَعبد ثم قال ابن هُدبة بن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بنمالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مُر بن أد بن طابخة بن الياس بن مُضرَ

দ্র. gÔRvgj-ej'vb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩

১১. gÔRvgj- gÔAwjødxb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; wKZvej-gvRi/nxbv wgbvj-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬; মাজদী ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন সাঈদ আশ্‌-শিওয়ারা বলেন, وَلِدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِبُسْتِ عَام ২৭০ هـ/৮৮৪ م

দ্র. gvkvnxiæ ÔDjvgvÔBj-Avgmvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (র) বলেন, وُلِدَ سَنَةَ بِضْعٍ وَسَبْعِيْنَ وَمِئَتَيْنِ 'তিনি ২৭০ হিজরী সন থেকে ২৭৫ হিজরী সনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।'

দ্র. wmqviæ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৩

১২. আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান, ZvixLm-mvnvevZv Avjøwhbv iæBqv ÔAvbûgj-AvLevi, তাহকীকঃ বুরান আদ্‌-দান্নাভী (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৫

ইব্ন হিব্বান (র) জ্ঞান অন্বেষনের জন্য উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে, তিনি জ্ঞান সমুদ্রের বিভিন্ন শাখায় বিচরণে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে পড়েন। তিনি স্বদেশের বিভিন্ন শায়খ ও হাফিযের দারসে আসা-যাওয়া করতে থাকেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।[১৩] পবিত্র হাদীছে নববীর প্রতি ভালবাসাই তাকে এ বিষয়ে অধ্যয়ন, মুখস্থকরণ ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৭ হি.) ও ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.) বলেন,[১৪] **الْعِلْمَ عَلَى رَأْسِ سَنَةَ الثلاثمِائَةِ، وَأَدْرَكَ أَبَا خَلِيفَةْ، وَابَا عَبْدِ الرحمن النسائِيْ.** - 'তিনি হিজরী তৃতীয় শতকের শেষের দিকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আবূ খলীফাহ্ ও আবূ 'আবদির্-রহমান আন্-নাসা'ঈ (র)-এর যুগ পেয়েছেন।'

তিনি স্বদেশের শায়খগণ থেকে জ্ঞানার্জন করেই ক্ষান্ত হননি বরং এজন্য তার অধীর আগ্রহ তাকে হাদীছ অন্বেষণে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে মনযোগী করে তোলে। ফলে তিনি হিজরী তিনশত সনের সূচনাতে হাদীছ অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ শুরু করেন। তিনি অনেক দেশ প্রদক্ষিণ করেন এবং তথাকার 'আলিমগণের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাদের থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। এভাবে তিনি সুন্নাহ্ অভিজ্ঞানে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের একজন বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত হন এবং এ বিষয়ে গ্রন্থাবলী রচনা করেন।[১৫] এটির দ্বারা বুঝা যায়, তিনি একটু দেরি করে অর্থাৎ ২৫ বৎসর বয়সে প্রথম জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ করেন। হাদীছ অন্বেষণে ট্রান্সঅক্সানিয়া **(مَاوَرَاءِ النَّهَار)** থেকে মিসর পর্যন্ত বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে নায়শাপূরে আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ্ আশ্-শাফি'ঈ (র)-এর প্রভাব তাঁর উপর সর্বাধিক ছিল। তিনি তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে হাদীছের সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা যায় এবং কিভাবে তা হতে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তার ভ্রমণ ৩০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।[১৬]

জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি খুরাসান, 'ইরাক, হিজায, শাম, মিসর ও জাযীরাহ্সহ বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন।[১৭] সিজিস্তানে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি কতিপয় হাম্বলী মতাবলম্বী কর্তৃক বিরোধিতার সম্মুখীন হন। কারণ তিনি শিক্ষা দিতেন যে, আল্লাহ্ অসীম এবং তিনি তাদের নরত্বারোপমূলক বিশ্বাস (আল-হাদ্দ লিল্লাহ্) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১৮] এমনকি হাম্বালীগণ তাঁকে যিন্দীক (ধর্মদ্রোহী) বলে অভিযুক্ত করেন। কারণ তিনি নবুওয়াতকে জ্ঞান ও কর্মের সমাহার বলে

---

১৩. মূল আরবী:

مَا أَنَّ بَلَغَ إِمَامُنَا حَدَّ الضَّحِ وَالإِدْرَاكِ حَتَّى أَنْكَبَ عَلَى الْعُلُوْمِ يَغْتَرِفُ مِنْ بَحْرِهَا فَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ حَلَقَاتِ الشُّيُوْخِ وَالْحُفَّاظِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ

দ্র. ইব্ন হিব্বান, Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, তারতীবে ইব্ন বালবান, তাহকীক: শু'আইব আরনা'উত (বৈরুত: মুয়াস্সাসতুর-রিসালাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮

১৪. gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৭

১৫. মূল 'আরবী,

فَطَافَ بِالْبَلَاد، وَالْتَقَى بِالْعُلَمَاءِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُمْ وَنَقَلَ عَنْهُمْ مِمَّا جَعَلَهُ يَتَصَدَّرُ بِحَقّ مَرْكَز الصَّدَارَةِ فِى عُلُوْمِ السُّنَّةِ، وَأَنْ يُّصَنِّفَ فِيْهَا التَّصَنِيْف

দ্র. Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র.) বলেন, وَطَلَبَ العِلْمَ عَلَى رَأْسِ الثَّلَاثْمِائَةِ -তিনি (হিজরী) তিনশত সনের সূচনাতে জ্ঞান অন্বেষণ করেন। দ্র. gxhvbj-BÔwZ'vj, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯

১৬. gÔRvgj-ej'vb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩

১৭. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৫; 'উমার রিযা কাহ্হালাহ্ বলেন,

وَسِمِعُ خَلاَئِقَ بِخُرَسَان وَالعِرَاق وَالْحِجَاز وَالشَّامِ وَمِصْر وَالْجَزِيْرَةِ وَغَيْرُهَا.

দ্র. gÔRvgj-gÔAwjødxb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন,

وَكَتَبَ بِالشَّام وَالْحِجَاز وَمِصْر وَالعِرَاق وَالْجَزِيْرَةِ وَخُرَاسَان، وَوَلى قُضَاءَ سَمَرْقَنْد مُدَّةً.

দ্র. gxhvbj-BÔwZ'vj, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯

১৮. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৭

ব্যাখ্যা করেছেন।[১৯] তাই তিনি সামারকান্দ চলে যান, সেখানে তিনি তাঁর হাদীছ ও ফিক্হ বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা দ্বারা কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির সহানুভূতি লাভ করেন। অতপর ৩২০ হি./৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সামারকান্দের কাযী নিযুক্ত হন।[২০] সেখানে 'আমীর 'আবুল-মুজাফ্ফার জ্ঞান পিপাসু ছাত্রদের জন্য একটি সুফ্ফা স্থাপন করেন।[২১] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) ও ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র) বলেন,[২২] **وَقَدْ سَكَنَ قَبْلَ الأَرْبَعِيْنَ بِسَنَوَاتٍ بِنَيْسَابُوْرِ، وَبَنَى الخَانْقَاهَ، وَحَدَّثَ بِمُصَنَّفَاتِهِ ثُمَّ رَدَّ إِلَى وَطَنِهِ.** -'চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে তিনি কয়েক বছর নায়শাপূরে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি একটি খানকাহ্ নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি তার প্রণীত গ্রন্থগুলোর পাঠদান করেন। তারপর তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন।'

ইব্ন হিব্বান (র) ৩৩৪ হি./৯৪৫ খ্রি. নায়শাপূরে অবস্থানের পর সামারকান্দে হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষকরূপে বসবাস শুরু করেন।[২৩] সামারকান্দে অবস্থানকালে তাঁর অনেক শত্রু দেখা দেয়। তাঁদের মধ্যে একজন আস্-সুলায়মানী (৩১১ হি/৯২৩ খ্রি.)-(৪০৪ হি./১০১৪ খ্রি.) বলেন যে, ইব্ন হিব্বান তাঁর নিয়োগের জন্য আবুত্-তায়্যিব আল-মুস'আবীর কাছে ঋণী, যার জন্য তিনি কারামাতীদের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং এতে প্রমাণ করেন যে, সামারকান্দের লোকেরা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।[২৪] তাঁর ছাত্র আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম ইবনুল-বায়্যি' (৩৩১ হি./৯৩৩ খ্রি.)-(৪০৫ হি./১০১৪ খ্রি.) বলেন, তিনি ৩৩৪ হি./৯৪৫-৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নায়শাপূরে প্রথমবারের মত ইব্ন হিব্বান (র)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। তারপর ইব্ন হিব্বান বিচারক হিসাবে নাসাতে গমন করেন। ৩৩৭ হি./৯৪৮ খ্রি. সনে তিনি নায়সাপূরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিন বছর পর তিনি স্থায়ীভাবে নায়শাপূর ত্যাগ করেন এবং সিজিস্তানে ফিরে যান। আস্-সুলায়মানীর মতে "তিনি ইব্ন বাবুকে তাঁর কারামাতীর উপর রচিত গ্রন্থটি উপহার দেন এবং তাঁকে প্রশাসনে একটি পদ প্রদান করা হয়।"[২৫] এ প্রসঙ্গে তার ছাত্র আল-হাকিম বর্ণনা করেন,[২৬]

---

১৯. wj mvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৮; ইব্ন কাছীর (র) বলেন,

رحل إلى البلدان وسمع الكثير من المشايخ، ثم ولي قضاء بلده ومات بها في هذه السنة وقد حاول بعضهم الكلام فيه من جهة معتقده ونسبه إلى القول بأن النبوة مكتسبة، وهي نزعة فلسفية والله أعلم بصحة عزوها إليه ونقلها عنه.

-'তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য বহুশহর পরিভ্রমণ করেন এবং বহুসংখ্যক শায়খের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। অতপর তিনি নিজ শহরে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। সে বছরেই তিনি সেখানে ইন্তিকাল করেন। অনেকে তাঁর "নুবুওয়্যাত কাস্বী" এই 'আকীদাহ্ ও মতের কারণে তাঁর সমালোচনা করেছেন। মূলতঃ বিষয় হলো, এটি একটি দর্শন ভিত্তিক মতপার্থক্য। আর এই কথার নিস্বত তাঁর দিকে করা এবং তাঁর থেকে এই মত বর্ণনার সত্যতার বিষয়ে আল্লহ্ই ভাল জানেন।'

দ্র. Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮১

২০. wj mvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন,.وَوَلى قُضَاءَ سَمَرْقَنْد مُدَّةً -'তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত সামারকান্দের বিচারপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন।' দ্র. gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯; আবু মুহাম্মদ ইব্ন আস'আদ ইব্ন 'আলী 'আলী ইব্ন সুলাইমান আল-ইয়াফী' আল-ইয়ামানী আল-মাক্কী বলেন,وَلِي قَضاء سَمَرْقَند ثُمَّ قَضاء نَسَا -তিনি (প্রথমে) সামারকান্দে বিচারপতি নিযুক্ত হন, পরে নাসারও বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দ্র. wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮

২১. wj mvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯

২২. gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯; wj mvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯

২৩. msw¶ß Bmjvgx wek‡Kvl (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১

২৪. gÔRvgj-ej'vb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩

২৫. ZvixLm-mvnevZv Avjøwhbv iæBqv ÔAvbûgj-AvLevi, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬; gÔRvgj-ej'vb, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩; আবু আল-ইয়াফী' আল-মাক্কী বলেন,غَابَ دَهْرًا عَنْ وَطَنِهِ ثُمَّ رَدَّ إِلَى بُسْتِ -তিনি দীর্ঘকাল স্বদেশে অনুপস্থিত ছিলেন, অতপর আবার বুসতে ফিরে আসেন। দ্র. wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮

২৬. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjvÔ, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪; Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯

كَانَ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ فِيْ الْفِقْهِ، وَاللُّغَةِ، وَالْحَدِيْثِ، وَالْوَاعَظِ، وَمِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ. قَدِمَ نَيْسَابُوْرَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَثَلَاثِ مِئَةٍ، فَسَارَ إِلَى قَضَاءِ نِسَا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فِيْ سَنَةِ سَبْعٍ، فَأَقَامَ عِنْدَنَا بِنَيْسَابُوْرَ، وَبَنَى الْخَانِقَاهَ، وَقُرِئَ عَلَيْهِ جُمْلَةٌ مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ نَيْسَابُوْرَ إِلَى وَطَنِهِ سِجِسْتَانَ عَامَ أَرْبَعِيْنَ، وَكَانَتِ الرِّحْلَةُ إِلَيْهِ لِسِمَاعِ حَدِيْثِهِ.

-ইব্‌ন হিব্বান ছিলেন ফিক্‌হ, অভিধান, হাদীছ, ওয়াজ বিষয়ে জ্ঞান ভাণ্ডার এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তিনি ৩৩৪ হিজরী সনে নায়শাপূরে আগমন করেন। তারপর নাসা শহরের কাযী পদে দায়িত্ব পালন করার পর ৩৩৭ হিজরী সনে আমাদের নিকট আসেন এবং খানকাহ্ নির্মাণ করেন। তাঁর কাছে তাঁরই রচিত কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করা হয়। অতপর নায়শাপূর হতে বের হয়ে স্বদেশ সিজিস্তানে ৩৪০ হিজরী সনে প্রত্যাবর্তন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে তাঁর নিকট হাদীছ শ্রবনের উদ্দেশ্যে হাদীছ পিপাসুরা ভ্রমণ করতো।'

শিক্ষকবৃন্দ

ইব্‌ন হিব্বান (র) একজন উঁচুমানের হাদীছের হাফিয, লেখক ও মুজতাহিদ ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি বহু শহর পরিভ্রমণ করেন এবং বহু সংখ্যক উস্তাদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন।[২৭] তিনি তাঁর 'আত্-তাক্বাসীম ওয়াল আনওয়া' গ্রন্থে বলেন,[২৮] **قَدْ كَتَبْنَا عَنْ اَكْثَرَ مِنْ اَلْفَى شَيْخٌ**-'আমি দু'হাজারের অধিক শায়খ থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি।' কতিপয় জীবনীকারক তাঁর বহুসংখ্যক শিক্ষকবৃন্দের নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম নাসা'ঈ (র) তাঁর উস্তাদগণের অন্যতম ছিলেন। নিম্নে তিনি যে সকল অঞ্চলের শিক্ষকবৃন্দ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও হাদীছ শ্রবণ করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো,

১. আহমাদ ইব্‌ন শু'আইব আন্-নাসা'ঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী)[২৯]

---

২৭. মূল 'আরবী, وَاَحَدُ الحفَّاظ المُصنِّفِيْن المُجْتَهِدِيْن، رَحَلَ إِلَى البُلْدَان وَسَمِع الكَثِيْر مِنَ المَشَائِخ.
দ্র. Av j -we'vqvn I qvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ২৮১

২৮. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২১; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯

২৯. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আবদির্-রহমান। পিতার নাম শু'আয়ব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন বাহ্‌র ইব্‌ন দীনার আল-খুরাসানী আন্-নাসা'ঈ। তিনি ২১৫ হিজরী মোতাবেক ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে খুরাসানের নাসা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ জন্মভূমি নাসাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর, ২৩০ হিজরীতে মাত্র ১৫ বছর বয়সে নিজ দেশ ত্যাগ করে বলখে গমন করেন। সেখানে তিনি কুতাইবা ইব্‌ন সা'ঈদ বালখী (মৃত ২৪০ হিজরী) (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য নায়সাপূর, 'ইরাক, সিরিয়া, মিসর, হিজাজ, জাযিরাহ ভ্রমন করেন। তিনি কুতাইবা ইব্‌ন সা'ঈদ, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার,'ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ যুগবাহ, আহমাদ ইব্‌ন 'আবদাতুদ্-দবিয়্যী, আবূ ত্বহির ইব্‌ন সারাহ, আহমাদ ইব্‌ন মানী', ইসহাক ইব্‌ন শাহিন, বিশর ইব্‌ন মু'আয আল-'আকাদী, বিশর ইব্‌ন হিলাল সাওওয়াফ, তামিম ইব্‌ন মুনতাসির, হারিস ইব্‌ন মিসকিন, হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ, আল-বাঝ্ঝায, যীয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব, ইউসুফ ইব্‌ন ওয়াদিহ আল-মু'আদ্দাব প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ বিশর আদ্-দূলাভী, আবূ জাফর আত্-ত্বহাভী, ইব্‌ন হিব্বান, আবূ 'আলা আন্-নায়সাপূরী, হামযাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কিনানী, আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আন্-নাহ্‌হাস আন্-নাহ্‌ভী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাদ্দাদ আশ্-শাফি'ঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসা'ঈ (র.) 'ইলমুল-হাদীছ, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পর গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, المُجْتَبَى مِنَ السُّنَن যা সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া তাফসীরুন্-নাসাঈ, কিতাবু খাসাইসু ফী ফাযলি 'আলী ইব্‌ন আবী ত্বলিব (রা.), কিতাবুয্-যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন উল্লেখযোগ্য। আবূ সা'ঈদ ইব্‌ন ইউনুস বলেন, كَانَ أَبُوْ عَبْدُ الرَّحْمَن النَّسَائى إِمَمًا حَافِظًا ثَبْتًا -আবূ 'আবদির্-রহমান আন্-নাসা'ঈ ছিলেন হাদীছের ইমাম, হাফিয ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী। ইব্‌ন কাছীর (র.) (মৃত ৭৭৭ হিজরী) বলেন, الإِمَامُ فِى عَصْرِهِ، وَالمُقَدّم عَلَى أَضْرَابِه وَأَشْكَالِه وَفُضَلَاء دَهْره -তিনি ছিলেন তাঁর যুগের ইমাম, স্বীয় যুগের শ্রেষ্ট হাদীছ শাস্ত্রবীদ এবং শ্রেষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। হাফি আল-মিয্‌যী (মৃত ৭৪২ হিজরী) বলেন, أَحَدُ الأَئِمَةِ المُبَرّزِيْنَ وَالحُفَّاظِ المُتْقِنِيْنَ وَالأَعْلَام المَشْهُوْرِيْنَ - ইমাম নাসা'ঈ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত হাফিয এবং সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। ইমাম দারেকুত্‌নী (মৃত. ৩৮৫ হিজরী) বলেন, أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَن مُقَدّمًا عَلَى كُلّ مَنْ يُذْكَر بِهَذَ العِلم مِنْ أَهْل عَصْره -

২. আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুছান্না ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'ঈসা আত-তামীমী আল-মূসিলী (মৃত ৩০৭ হিজরী) [৩০]

৩. আহমাদ ইব্ন 'উমায়র ইব্ন জাওসা' (মৃত ৩২০ হিজরী) [৩১]

আবূ 'আবদির্-রহমান তাঁর সম-সাময়িক হাদীছশাস্ত্রবীদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ৩০২ হিজরী সনের যিল-কা'দা মাসে মিসর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং ৩০৩ হিজরী সনের সফর মাসে ১৩ তারীখ সোমবার দিনের বেলায় ফিলিস্তিনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-২৬; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৭৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৮-৭০১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৪-৪৫; Zvhnxe Zvnhxej Kvgvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮ ; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯-১০; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৮-২১; ZvKixeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৩০. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ ই'আলা। পিতার নাম 'আলী। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুছান্না ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'ঈসা ইব্ন হিলাল আত্-তামীমী আল-মূসিলী। তিনি ২১০ হিজরী শাওয়াল মাসের তিন তারীখ মূসিলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম নাসা'ঈ (র.) থেকে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। তিনি ১৫ বছর বয়সে মিসর, কূফা, সহ বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমন করে বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি ২২৫ হিজরী সনে বাগদাদে আহমাদ ইব্ন হাতিম আত্-ত্বভীলের কাছে গমন করেন। তাছাড়া তিনি আহমাদ ইব্ন জামীল, আহমাদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তুসতারী, আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-মূসিলী, আহমাদ ইব্ন মানী', আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আয়্যুব, ইব্রাহীম ইব্ন হাজ্জাজ আস্-সামী, বিশর ইব্ন ওয়ালীদ আল-কিন্দী, বিশর ইব্ন হিলাল, মুস'আব ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে 'আবদুর্-রহমান আন্-নাসা'ঈ, আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবুল-ফাতহ্ আল-আযদী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-মুকরী', আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী, আবূ 'আমর ইব্ন হামদান, নস্র ইব্ন আহমাদ আল-মারজী, মুহাম্মাদ ইব্ন নযর আন্-নাখ্খাস প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আস্-সুলামী (র.) বলেন, سَأَلْتُ الدَّارَقُطْنِى عَنْ أَبِى يَعْلَى، فَقَالَ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ -আমি ইমাম দারেকুতনী (র.)-এর কাছে আবূ ই'আলা সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি বলেন আবূ ই'আলা একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী। ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁর দ্বীনদারিতা ও বিশ্বস্ততার কথা এভাবে বলেছেন, নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর মধ্যে তিনজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। হাকিম (র.) তাঁকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী কলেছেন। ইব্ন 'আদ্দী (র.) বলেন, مَا سَمِعْتُ (مُسْنَدًا) عَلَى الْوَجْهِ إِلَّا (مُسْنَدَ) أَبِى يَعْلَى، لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ -আমি আবূ ই'আলা ছাড়া মুসনাদ হাদীছ শ্রবণ করিনি। কেননা তিনি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হাদীছ বর্ণনা করতেন। হাফিয 'আবদুল গণী আল-'আযদী (র.) বলেন, أَبُوْ يَعْلَى أَحَدُ الثِّقَاتِ الأَثْبَت، كَانَ عَلَى رَأى أَبِىْ حَنِيْفَةَ - আবূ ই'আলা একজন নির্ভরযোগ্য রাভীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি হানাফী মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইব্ন মানদাহ (র.) বলেন, أَبُوْ يَعْلَى، أَحَدُ الثِّقَات -আবূ ই'আলা হলেন একজন নির্ভরযোগ্য রাভী। আবূ সা'আদ আস্-সাম'আনী (র.) বলেন, مُسْنَد أَبِىْ يَعْلَى كَالْبَحْر يَكُوْن مجْتَمع الأَنْهَار -তিনি ৩০৭ হিজরী সনে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৭৪-৮২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৭-০৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১-৫২; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২১; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬-৮৭; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮-৪৩০; Avi-wimvjvZ Avj-gmZvZwidvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৩১. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম 'উমায়র। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্ন 'উমায়র ইব্ন ইউসুফ ইব্ন মূসা ইব্ন জাওসা। তিনি ২৩০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসর, সিরিয়া, দামিশক সহ বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমন করে বিখ্যাত পণ্ডিতদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি 'আমর ইব্ন 'উছমান আল-হিমসী, মুহাম্মাদ ইব্ন হাশিম আল-বা'লাবাক্কী, মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াযর, কাছীর ইব্ন 'উবায়দ, 'ইমরান ইব্ন বাক্কার, ইউনুস ইব্ন 'আবদিল-আ'লা, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন আল-ইসকান্দারানী, মু'আবিয়া ইব্ন 'আমর আল-হিমসীর কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে ইব্ন হিব্বান, হামযা আল-কিনানী, আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্বাবারানী, আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী, আবূ বকর ইব্ন আস্-সুন্নী, আবূ আহমাদ ইব্ন 'আদী, আবূ আহমাদ আল-হাকিম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। আত্-ত্বাবারানী (র.) বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। আবূ 'আবদির-রহমান আস্-সুলামী (র.) বলেন, سَأَلْتُ الدَّارَقُطْنِى عَنْ أَبِى جَوْصَا، فَقَال: تَفَرَّدَ بِأَحَادِيْث، وَلَمْ يَكُنْ بِالقَوِى -আমি ইমাম দারেকুত্নীকে আবী জাওসার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন: তিনি হাদীছ বর্ণনাকারীদের অন্যতম ছিলেন। তবে তিনি শক্তিশালী রাভীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। হাকিম (র.) বলেন, أَبْنُ جَوْصَا خَيْرٌ مِنَ الدَّيْنُوْرِى بِكَثِيْر -ইব্ন জাওসা (র.) দায়নূরী থেকে অধিক হাদীছ মুখস্থকারী। মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-কারাজী (র.) বলেন, إِبْنُ جَوْصَا بِالشَّام كَإِبن عُقْدَة بِالكُوْفَة -ইব্ন জাওসা হলেন কূফার মুহাদ্দিছ ইব্ন 'উকদাহ্ এর ন্যায় সিরিয়ার (বড়) মুহাদ্দিছ। আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী (র.) বলেন, كَانَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَان الحَدِيْث । ইব্ন 'আসাকির (র.) বলেন, كَانَ حَافِظُ الشَّام فِى وَقْتِهِ، كَانَ إِمَمًا حَافِظًا مُتْقِنًا رحلًا

৪. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল-কারীম আল-ওয়্যান (মৃত হিজরী) [৩২]

৫. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-ফযল আস্-সিজিস্তানী (মৃত ৩১৪ হিজরী) [৩৩]

৬. আহমাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন 'আবদুল জব্বার আস্-সূফী (মৃত ৩০৬ হিজরী) [৩৪]

৭. আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যুহায়র আত্-তুসতারী (মৃত ৩১০ হিজরী) [৩৫]

-কেউ কেউ বলেন, তিনি অনেক সম্পদশালী ছিলেন, তাই তিনি বুগলাতে গমন করেছিলেন। তিনি ৩২০ হিজরী সনের জমাদিউল-'উলা মাসে নব্বই বছর বয়সে দামিশকে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৫-২১; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৪-৫০৬; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩০৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৯৫-৯৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৫০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৯৯-১০০; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৫৬৬-৬৭

৩২. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম, আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল-কারীম আল-ওয়্যান আল-জুরযানী। তিনি আহমাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন 'ইমরান থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আল-ইসমা'ঈলী। তিনি বলেন, صَدُوْق ضَعُفَ فِى عمْره، كَتَبْتُ عَنْه فِى صَحَّتِه، ثُمَّ كُنْتُ أُمُرُّ بِهِ يُقْرَأ عَلَيْه وَنَائِمٌ أو شِبْه نَائِم -তিনি একজন সত্যবাদী রাভী ছিলেন, বয়সের কারণে দুর্বল ছিলেন। আমি তার থেকে সহীহ হাদীছ বর্ণনা করেছি। একবার আমি তার সাথে ছিলাম, তখন তার সামনে হাদীছ পাঠ করা হচ্ছিলো, তিনি ঘুমিয়ে গেছিলেন অথবা ঘুম ঘুমভাব ছিলো।

দ্র. wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৪

৩৩. তাঁর প্রকৃত নাম 'আহমাদ। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-ফযল আস্-সিজিস্তানী। তিনি নাস্‌র ইব্‌ন 'আলী, মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-মুছান্না, মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-মুকরী', 'আবদুল্লাহ্ আদ্-দারিমী, ইমাম বুখারী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, জুমাহুল মু'আয্যিন, আবূ বকর আর্-রবা'ঈ, আবূ বকর ইব্‌নুল-মুকরী', আবূ আহমাদ আল-হাকিম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি ৩১৪ হিজরী সনের জমাদিউল-আওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৪২৬-২৭; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৯

৩৪. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আবদিল্লাহ্। পিতার নাম হাসান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন 'আবদুল-জব্বার ইব্‌ন রশীদ আল-বাগদাদী। তিনি ২১০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বড় সূফী বলা হতো। আর আহমাদ ইব্‌ন হুসায়নকে ছোট সূফী বলা হতো। তিনি ২২৭ হিজরী সনে 'আলী ইব্‌ন জা'দ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন, হায়ছাম ইব্‌ন খারিজা, আবূ নস্‌র আত্-তাম্মাম, আহমাদ ইব্‌ন জিনাব, সুওয়াইদ ইব্‌ন সা'ঈদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবূ শায়খ ইব্‌ন হায়্যান, আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবূ বকর আল-ইসমা'ঈলী আবূ আহমাদ ইব্‌ন 'আদী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আয্-যাবীবী, আবূ হাফস ইব্‌ন যায়্যাত, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুজাফ্‌ফার,'আলী ইব্‌ন 'উমার আল-হারবী আস্-সুক্কারী প্রমুখ। আবূ বকর আল-খত্বীব সহ অন্যরা তাঁকে নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন। ইমাম দারেকুত্‌নী (র.) তাঁকে ছিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাভী বলে অভিহিত করেছেন। ইব্‌ন মানদাহ্ (র.) বলেন, كَتَبَ عَنْه عَلِى إغْمَاض । তিনি ৩০৬ হিজরী সনের রজব মাসে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৫২; gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯; wKZve Avj-IqvdxwejIqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৯; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩১

৩৫. তাঁর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যুহায়র আত্-তুসতারী। তিনি আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্‌ন আ'লা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব আন্-নাশা'ঈ, হুসায়ন ইব্‌ন আবূ যায়দ আদ্-দাব্বাগ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আম্মার আর্-রাযী, 'আমর ইব্‌ন 'ঈসা আদ্-দুবা'ঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন 'আকীল প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবূ ইসহাক ইব্‌ন হামযাহ্, সুলাইমান ইব্‌ন আহমাদ আত্-ত্বারানী, আবূ 'আমর ইব্‌ন হামদান, আবূ বকর আল-মুকরী' প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন

Dhaka University Institutional Repository

৮. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মূসা আল-জাওয়ালীকী (মৃত ৩০৬ হিজরী) [৩৬]

৯. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদির্-রহমান ইব্ন শীরাওয়াই ইব্ন আসাদ আল-কুরাশী আল-মুত্তালিবী আন্-নায়সাপূরী (মৃত ৩০৫ হিজরী) [৩৭]

১০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-'আযীয আল-বাগাভী (মৃত ৩১৭ হিজরী) [৩৮]

মানদাহ্ (র.) বলেন, مَا رَأَيْتُ فِى الدُّنْيَا أَحْفَظَ مِنْ أَبِى جَعْفَر بن زُهَيْر التُّسْتَرِي -আমি দুনিয়াতে আবূ জাফর ইব্ন যুহায়র আত্-তুসতারী অপেক্ষা অধিক হাদীছ মুখস্থকারী কাউকে দেখিনি। তিনি ৩১০ হিজরী সনে ৮০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। আস্-সাম'আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন, كَانَ مُكْثِرًا مَعْرُوْفًا مَشْهُوْرًابِالطَّلَبِ - তিনি অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'ইমরান থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আল-ইসমা'ঈলী।

দ্র. wmqviæ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৪; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৮-৫৯; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৫-৭৬; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৪

৩৬. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মূসা ইব্ন যীয়াদ আল-আহওয়াজী আল-জাওয়ালীকী মা'দান। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য মিশর, হিজাজ,সিরিয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। তিনি শুধুমাত্র বসরাতেই ১৮ বার পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্কার ইব্ন রয়্যান, শায়বান ইব্ন ফারুখ, ত্বলূত ইব্ন 'আব্বাদ, হিশাম ইব্ন 'আম্মার আস্-সুলামী, সাহল ইব্ন 'উছমান, আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাতা, 'উছমান ইব্ন আবী শায়বাতা, মাসরুক ইব্ন মারযুবান, ইয়াকূব আদ্-দাওরাকী, আহমাদ ইব্ন 'আবদুর্-রহমান বাহশাল প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, ইব্ন কানি', আত্-ত্বারানী, হামযাহ আল-কিনানী, আবূ বকর আল-ইসমা'ঈলী, আবূ বকর ইব্ন আল-মুকরী', আবূ 'আমর ইব্ন হামদান, ইসমা'ঈল ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মীকাল প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীছের হাফিয, নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী (র.) বলেন, كَانَ يَحْفَظُ مِئَةَ أَلفِ حَدِيْث، مَا رَأَيْتُ فِى الْمَشَايِخِ أَحْفَظَ مِنْه -তিনি এক লক্ষ হাদীছ মুখস্থ করেছিলেন। আমি তাঁর মত অধিক হাদীছ মুখস্থকারী কাউকে দেখিনি। তিনি ৩০৬ হিজরী সনে প্রায় ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৬৮-৭২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৮৮-৮৯; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭-০৮; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৮৪; খত্বীব আল-বাগদাদী, Zvix‡L evM'v' (বৈরূত: দারু আল-গুরাবুল-ইসলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./ ২০০১ খ্রি.), ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩

৩৭. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদির্-রহমান ইব্ন শীরাওয়াই ইব্ন আসাদ আল-কুরাশী আল-মুত্তালিবী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ২১০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য হিজাজ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। তিনি একাধারে হাদীছ বিশারদ ও ফকীহ্ ছিলেন। তিনি ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, 'আমর ইব্ন যুরারাহ, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মু'আবিয়াতা আল-জুমাহী, আহমাদ ইব্ন মানী', আবূ কুরাইব, হান্নাদ ইব্ন সারী, ইব্ন আবী 'উমার আল-'আদানী, খালিদ ইব্ন ইউসুফ আস্-সামতী, আবূ সা'ঈদ আল-আসাজ্জী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, ইমাম খুযায়মাহ্, আবূ 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন আল-আখরাম, হাফিয আবূ 'আলী, আবূ বকর ইব্ন 'আলী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ, আবূ হামিদ ইব্ন শারকী, আবূ 'আমর ইব্ন হামদান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছের হাফিয, নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। হাকিম (র.) বলেন, إِبْن شِيْرويْه الفَقِيْه أَحَدُ كِبَرَاء نَيْسَابُوْر-ইব্ন শীরাওয়াই নায়সাপূরের বড় ফকীহদের মধ্যে একজন। তিনি একজন হাদীসের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ৩০৫ হিজরী সনে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqviæ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৬৬-৬৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৫-০৭; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৪৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮

৩৮. তাঁর প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ্। উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ক্বাসিম 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-'আযীয ইব্ন মারযুবান ইব্ন সবূর ইব্ন শাহিনশাহ্ আল-বাগাভী। তিনি ২১৪ হিজরী সনের রমাযান মাসে রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, 'আলী ইব্ন আল-মাদানী, খল্ফ ইব্ন হিশাম ইব্ন আল-বাযযার, হুদবাহ্ ইব্ন খালিদ, শায়বান ইব্ন ফারুখ, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-ওহাব আল-হারিছী, বিশর ইব্ন ওয়ালিদ ইব্ন আল-

১১. ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম ইব্ন হাবীব আল-ফিরইয়াবী আল-মাকদিসী (মৃত ৩০৫ হিজরী) [৩৯]

১২. ‘আলী ইব্ন সা‘ঈদ আল-‘আসকারী (মৃত ৩০৫ হিজরী) [৪০]

১৩. ইব্রাহীম ইব্ন খুরাইম ইব্ন কুমাইর ইব্ন খক্বান আল-মারওয়াযী (মৃত ৩১৮ হিজরী) [৪১]

কিন্দী,‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-‘আইশী, হাজিব ইব্ন ওয়ালিদ, দাউদ ইব্ন রশীদ, আবূ বকর ইব্ন শায়বাহ, ‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন কাওয়ারীরী, হারূন ইব্ন মা‘রূফ, আবূ খয়ছামা, ‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু‘আয প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ ‘আলী আন্-নায়সাপূরী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা‘ঈদ, আবূ বকর আশ্-শাফি‘ঈ, আত্-তাবারানী, আবূ আহমাদ আল-হাকিম, মুহাম্মাদ ইব্ন মুযাফ্ফার, যাহির ইব্ন আহমাদ আস্-সারখাসী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আত্-ত্বরাযী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীসের হাফিয, নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তাছাড়া তিনি তাজবীদ বিশেষজ্ঞ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। ইমাম দারেকুত্নী (র.), ইমাম বাগাভী সম্পর্কে বলেন, ثِقَةٌ، جَبَلٌ، إمَام، قَلَّ المَشَايِخ خَطأً - ইব্ন ‘আদী বলেন, كَانَ صَاحِبَ حَدِيْث، وَكَانَ وَرَّاقًا يُوَرِّق عَلَى جَدِّه وَعَمَّه وَغَيْرهمَا، وَكَانَ يَبِيْع أصْل نَفْسِه كُلَّ وَقْت، وَأخَذَ يضَعِّفَه، ثم قَوَّاه খত্বীব বলেন, كَانَ البَغْوِي معمَّر، عنده مِئة شَيْخ تَفَرَّد بِهم فِى - আবূ ই‘আলা আল-খলীলী বলেন, كَانَ ثقتًا، ثبتًا، فَهمًا، عالِمًا زَمَانه، مِنْهم الحكم بن موسى،وَطالُوتُ بنُ عَبَّاد، وَنَعيم بن الهيصم ইমাম দারেকুত্নী আরো বলেন, كَانَ البغوى قل ان يتكلم على الحديث (فإذا تكلم) كَان كلامه كالمسمار فى الساج । তিনি ৩১৭ হিজরী সনে ‘ঈদুল-ফিতরের রাতে ১০৩ বছর ১ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। ‘ঈদুল-ফিতরের দিনে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৪০-৫৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩৭-৪০; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৩-৫৬; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৬; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৬; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৮৫-৯০; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৩-৬৮

৩৯. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আবদুল্লাহ্। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম ইব্ন হাবীব আল-ফিরইয়াবী আল-মাকদিসী। তিনি অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী রাভীদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি হাদীছ শ্রবণ করার জন্য হিজাজ, শাম সহ বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন মায়মূন আল-খয়্যাত, মুসায়্যিব ইব্ন ওয়াদিহ, হুসাইন ইব্ন হাসান আল-মারূযী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাল্লা আল-হিমসী, মুহাম্মাদ ইব্ন রুমাহ, হারমালাহ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মিশরের হাদীছ অন্বেষণকারী একটি দল, হিশাম ইব্ন ‘আম্মার,‘আবদুর-রহমান ইব্ন ইব্রাহীম আদ্-দুহায়মী,‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাকওয়ান প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবুল-ক্বাসিম সুলায়মান আত-্তাবারানী, হাসান ইব্ন রশীক, আবূ আহমাদ ইব্ন ‘আদী, আবূ বকর ইব্ন আল-মুবরী’ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র.) বলেন, مَات سَنَة نيِّف عَشَرَة وَثَلَاث مِئَة আস-সাম‘আনী বলেন, ثُوَفى بَعْد سَنَة عَشَر وَثَلَاث مِئَة -তিনি ৩১০ হিজরী সনের পর ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৬; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪১; jeÿj-jeve dx Zvnixwij-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ২৭১; ই‘আকূত আল-হামাভী, gÔRvgj ej‘vb (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১ম সংস্করণ ১৩৯৭ হি./ ১৯৭৭ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬-৭২

৪০. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আলী। উপনাম আবুল-হাসান। পিতার নাম সা‘ঈদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান ‘আলী ইব্ন সা‘ঈদ ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ আল-‘আসকারী। তিনি হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি ‘আমর ইব্ন ‘আলী আস্-সায়রাফী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না, ই‘য়াকূব আদ্-দাওরাকী, যুবায়র ইব্ন বাক্কার, আবূ হাফস আল-ফাল্লাস প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ ‘আমর ইব্ন হামদান, আবূ বকর ইব্ন মাতার, আবুশ্-শায়খ, আবূ বকর আল-কব্বাব প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি السَّرَائِر নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৩০৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৩১৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৩; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৯; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৫-৬৬; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২-৫৩; jeÿj-jeve dx Zvnixwij-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ২৭১

৪১. তাঁর প্রকৃত নাম ‘ইব্রাহীম। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম খুরাইম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক ‘ইব্রাহীম ইব্ন খুরাইম ইব্ন কুমাইর ইব্ন খক্বান আশ্-শাশী আল-মারওয়াযী। তিনি ‘আবদ ইব্ন হুমাইদ প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্মুওয়াই আস্-সারাখসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য রাভীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি ৩১৮ হিজরীর শা‘বান মাসে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

১৪. 'ইমরান ইব্ন মূসা ইব্ন মাজাশি'ই (মৃত ৩০৫ হিজরী)[৪২]

১৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুসতী (মৃত ৩০৭ হিজরী) [৪৩]

১৬. 'উমার ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন সিনান আত্-তৃয়ী' আল-মানবিজী (মৃত হিজরী) [৪৪]

১৭. 'উমার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-হামদানী (মৃত ৩১১ হিজরী) [৪৫]

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৮৭

৪২. তাঁর প্রকৃত নাম 'ইমরান। উপনাম আবূ ইসহাক। পিতার নাম মূসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ইসহাক 'ইমরান ইব্ন মূসা ইব্ন মুজাশি'ই আল-জুরজানী আস্-সাখতীয়ানী। তিনি হাদীছের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ২১০ হিজরী সনের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুদবাহ ইব্ন খলিদ, শায়বান ইব্ন ফার্রুখ, ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির আল-হিযামী, ইব্ন আবী শায়বাহ, সুওয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ, আবুর্-রবী' আয্-যাহরানী, আবূ কামিল আল-জাহদারী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, ইব্রাহীম ইব্ন ইউসুফ আল-হিসিনজানী, আবূ 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন আখরাম, আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী, আবূ 'আমর ইব্ন নুজাইদ, আবূ 'আমর ইব্ন হামদান, আবূ বকর ইসমা'ঈলী, আবূ আহমাদ গিতরীফী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। হাকিম (মৃত হিজরী) বলেন, هُوَ مُحَدِّثٌ ثِبْتٌ مَقْبُوْلٌ، كَثِيْرُ التَّصْنِيْفِ والرِّحْلَة -তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, গ্রহণযোগ্য রাভী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং হাদীছ অন্বেষণে অধিক ভ্রমণকারী। হামযা আস্-সাহমী বলেন, أَبُوْ إِسْحَاق بن عِمْرَان بن مُوْسَى جُرْجَانِى صَدُوْق، مُحَدِّثُ البَلَد فِى زَمَانِه -আবূ ইসহাক ইব্ন 'ইমরান ইব্ন মূসা জুরজানী একজন সত্যবাদী রাভী ও স্বীয় যুগের একজন খ্যাতনাম মুহাদ্দিছ ছিলেন। 'আবদুল-হাদী আদ্-দিমাশকী (মৃত ৭৪৪ হিজরী) বলেন, كَانَ ثِقَةً، ثَبْتًا، صَاحِبَ تَصَانِيْف - তিনি একজন নির্ভরযোগ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তিনি ৩০৫ হিজরী সনের রজব মাসে ১০০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩৬-৩৭; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬২-৬৩; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮-৪৯; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৩; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮০৬; jeŸj-jeve dx Zvnixwij-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ১৩

৪৩. তাঁর প্রকৃত নাম ইসহাক। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম ইব্রাহীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ ইসহাক ইব্ন ইব্ন ইসমা'ঈল আল-কাযী আল-বুসতী। তিনি কুতাইবা ইব্ন সা'ঈদ, ইসহাক, হিশাম ইব্ন 'আম্মার, হিশাম ইব্ন খলিদ আল-আযরাক, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'ইমরান, মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ আল-বায্যার প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন হায়য়ান, মুহাম্মাদ ইব্ন সালিহ ইব্ন হানী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-হাশিমী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৪০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০১-০২; Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬; gÔRvgj ej'vb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯

৪৪. তাঁর প্রকৃত নাম 'উমার। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম সা'ঈদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর 'উমার ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন সিনান আত্-তৃঈ' আল-মানবিজী। তিনি হাদীছের হাফিয ছিলেন। তিনি ওয়ালিদ ইব্ন 'উতবাহ, আবূ মুস'আব আয্-যুহরী, হিশাম ইব্ন 'আম্মার, হিশাম ইব্ন খলিদ, আহমাদ ইব্ন আবূ শু'আইব আল-হার্রানী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইসহাক আল-আদরামী, মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামাহ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন 'আবদুল-কারীম আত্-তুরসূসী, আবুল-ক্বাসিম 'আবদান ইব্ন হুমায়দ ইব্ন রশীদ আত্-ত'ই আল-মানবিজী, আত্-ত্বারানী, 'আবদান ইব্ন হামীদ আল-মানবিজী, আবূ আহমাদ ইব্ন 'আদী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল-মালাক আল-মানবিজী, আবুল-আসাদ মুহাম্মাদ ইব্ন ইলইয়াস আল-বালিসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হি.) বলেন, كَانَ قَدْ صَامَ النَّهَارَ وَقَامَ اللَّيْلَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً -তিনি ৮০ বছর পর্যন্ত দিনের বেলায় রোযা রেখেছেন এবং রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেছেন। তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে জানা যায়নি।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৯০-৯১; gÔRvgj-ej'vb, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৮৭; jeŸj-jeve dx Zvnixwij-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭২

৪৫. তাঁর প্রকৃত নাম 'উমার। উপনাম আবূ হাফস। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ হাফস 'উমার ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন বুজাইর আল-হামদানী আস্-সামারকান্দী। তিনি হাদীছের হাফিয, বিশ্বস্ত রাভী ও মুসনাদ সংকলক ছিলেন। তাকে مُحَدِّثٌ مَا

Dhaka University Institutional Repository

১৮. জা'ফর ইব্ন আহমাদ ইব্ন সিনান আল-কাত্তান (মৃত ৩০৭ হিজরী) [৪৬]

১৯. জা'ফর ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'আসিম আল-বায্যায আদ্-দিমাশকী (মৃত ৩০৭ হিজরী) [৪৭]

২০. ফযল ইব্ন হুবাব আল-জামহী (মৃত ৩০৫ হিজরী) [৪৮]

وَرَاء النَّهَار বলা হয়। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ ও তাফসীর কারক ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। এই পণ্ডিত ২২৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতাও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তান 'উমারকে নিয়ে পণ্ডিতদের কাছে গমন করতেন। তিনি ('উমার) 'ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগবাহ, বিশর ইব্ন মু'আয আল-'আকাদী, 'আমর ইব্ন 'আলী আল-ফাল্লাস, মুহাম্মাদ ইব্ন মু'আবিয়া খালিদ্-দারিমী, আহমাদ ইব্ন 'আবদাদ্-দাবী, আবুল-আশ'আস আহমাদ ইব্ন মিক্বদাম প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সাবির, মুহাম্মাদ ইব্ন বাকার আদ্-দাহকান, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'ইমরান আশ্-শাশী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-মু'আদ্দাব, মুহাম্মার ইব্ন জিব্রীল আল-কারমীনী, 'ঈসা ইব্ন মূসা আল-কিসা'ই প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আবূ সা'দ আল-ইদ্রীসী বলেন, كَانَ فَاضِلًا، خَيِّرًا، ثَبْتًا فِى الحَدِيْث، لَهُ العِنَايَةُ التَّامةُ، فِى طَلَبِ الأثَار وَالرِّحْلَة। তিনি ৩১১ হিজরী সনে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪০২-০৪; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪০-৪১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৯-২০; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৯; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩

৪৬. তাঁর প্রকৃত নাম জা'ফর। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম আহমাদ। তিনি তাঁর পিতা হাফিয আবূ জা'ফর আল-কাত্তান, তামীম ইব্ন মুন্তাসার, আবূ কুরাইব, হান্নাদ ইব্ন সার্রী, সুলায়মান ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ আল-গয়লানী, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার বুনদার প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ বকর ইব্ন মুকরী', ইব্ন 'আদী, আবূ 'আমর ইব্ন হামদান, কাযী ইউসুফ আল-মায়ানাজী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীছের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, مَاتَ سَنَة سَبْع وَّثَلَاثُمِئَة -তিনি ৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩০৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫২; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬-৮৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

৪৭. তাঁর প্রকৃত নাম জা'ফর। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম আহমাদ। তবে তিনি রও্ওয়াস নামে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ জা'ফর ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'আসিম আল-বয্যায আদ্-দিমাশকী। তিনি বাগদাদে হিশাম ইব্ন 'আম্মার, আহমাদ ইব্ন আবী হাওয়ারী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসাফফ আল-হিমসী, আহমাদ ইব্ন যায়দ আর্-রমলী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ আদ্-দুওয়ারী, 'আবদুস্-সামাদ ইব্ন 'আলী আত্-তুসতী, জা'ফর আল-খুলদী, আবূ 'আলী ইব্ন সাওয়াফ, আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন মাসী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZvixL gv'xbvZm-mvjvg, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৮-০৯; ইব্ন 'আসাকির, ZvixL gv'xbvZ 'wgkK (বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.), ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০২-০৩

৪৮. তাঁর প্রকৃত নাম ফযল। উপনাম আবূ হাফস। পিতার নাম আবূ খলীফা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ খলীফা ফযল ইব্ন হুবাব 'আমর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শু'আইব আল-জুমাহী আল-বসরী আল-আ'মা। তিনি ২০৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২২০ হিজরী সনে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি আল-কা'নাবী, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, সুলাইমান ইব্ন হারব, মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর, আবুল-ওয়ালীদ আত্-ত্বয়ালিসী, আল-ওয়ালীদ ইব্ন হিশাম আল-ক্বহযামী, 'আমর ইব্ন মারযূক, হাফস ইব্ন 'উমার আল-হাওদী, মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ, 'আলী ইব্ন আল-মাদীনী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল-ওহাব আল-হাজাবী, মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম আল-জুমহী, 'আবদুর্-রহমান ইব্ন মুবারাক আল-'আইশী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ 'আওয়ানা, আবূ বকর আস্-সূলী, আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী, আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্বারানী, আবূ আহমাদ ইব্ন 'আদী, আবূ বকর আল-ইসমা'ঈলী, আবূ বকর আল-জি'আবী, আহমাদ ইব্ন হুসাইন আল-'উকবারী, আবূ আহমাদ আল-গিতরীফী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুয়াহার, আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদির্-রহমান ইব্ন খল্লাদ আর্-রমাহুরমুযী, আবূ ইসহাক ইব্ন আল-ইস্পাহানী, 'উমার ইব্ন জা'ফর আল-বসরী, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আস্-সুন্নী, ইব্রাহীম ইব্ন আহমাদ আল-মীমাযী, মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ আল-ইস্তাখরী, সাহল ইব্ন আহমাদ আদ্-দীবাজী, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্বাস আল-বাসরী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) তাঁর তাযকিরাতুল-হুফ্ফায গ্রন্থে বলেন, كَانَ مُحَدِّثًا صَادِقًا مُكْثِرًا عَنْ طَبَقَة الوَقْت।

২১. মুফায্যাল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুফায্যাল ইব্ন সা'ঈদ আল-জানাদী (মৃত ৩০৮ হিজরী) [৪৯]

২২. মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবী 'আউন আন্-নাসা'ঈ আর্-রয়্যানী (মৃত ৩১৩ হিজরী) [৫০]

২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুনাইদ আর্-রাযী (মৃত ৩৪৭ হিজরী) [৫১]

'আবদুল-হাদী আদ্-দিমাশকী আস্-সালিহী (মৃত ৭৪৪ হিজরী) বলেন, كَانَ مِنَ الْمُعَمَّرِيْنَ الْمُكْثِرِيْنَ الصَّادِقِيْنَ الْعَارِفِيْن । হাফিয আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) তাঁর আল-'ইবার গ্রন্থে বলেন, كَانَ مُحَدِّثًا مُتْقِنًا أَخْبَارِيًا عَالِمًا । মুসলিম ইব্ন ক্বাসিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ও অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী রাভী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবুল-হাসান 'আলী ইব্ন ইউসুফ আল-কিফতী (মৃত ৬২৪ হিজরী) বলেন, كَانَ مِنْ عِلْمِ الشِّعْرِ وَاللُّغَةِ بِمَكَانٍ عَالٍ -তিনি কবিতা ও অভিধান শাস্ত্রে উচ্চ স্তরে আসীন ছিলেন। তিনি ৩০৫ হিজরী সনে জমাদিউল-আখির মাসে ১০০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৭-১০; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv'xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬-৮৭; ZvhwKivZzj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭০-৭১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১০৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯; wgiÔAvZzj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪; kvhvivZzh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭; gyhvbzj-BÕwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫; wjmvbzj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬-৩৮; Avb-bRzgy-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৬; 'Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫; ZevKvZzj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬; আবুল হাসান 'আলী ইব্ন ইউসুফ আল-কিফতী, Bbevûi-iæIqvZ ÔAvjv Avbevûb-bnvZ (বৈরূতঃ মু'য়াস্সাসাতু আল-কুতুবিস্-সাকাফিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫

৪৯. তাঁর প্রকৃত নাম মুফায্যাল। উপনাম আবূ সা'ঈদ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ সা'ঈদ মুফায্যাল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুফায্যল ইব্ন সা'ঈদ ইমাম 'আমির ইব্ন শারাহীল আশ্-শা'বী আল-কূফী আল-জানাদী। তিনি মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মক্কার ফযীলাত সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি সামিত ইব্ন মু'আয আল-জানাদী, মুহাম্মাদ ইব্ন আবী 'উমার আল-'আদানী, ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ আশ্-শাফী'ঈ, আবূ হুমাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ, সালামাহ ইব্ন শাবীব প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ বকর ইব্ন মুজাহিদ, 'আবদুল-ওয়াহিদ ইব্ন আবী হাশিম, আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্বাবারানী, আবূ বকর ইব্ন আল-মুকরী', আবূ জা'ফর আল-'উকাইলী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আল-'উকাইলী বলেন, قَدِمْتُ مَكَّةَ وَلِأَبِي سَعِيْدِ الْجَنَدِي حَلْقَةٌ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام -আমি ও আবূ সা'ঈদ আল-জানাদী মক্কাতে এসে মাসজিদে হারামে (মাথা) মুণ্ডন করলাম। আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। আবুল-ক্বাসিম আল-মানদাহ্ বলেন, তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৫৭-৫৮; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১৬; wgiÔAvZzj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭; kvhvivZzh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০; gÔRvgzj ejv'vb প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৫৪; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩২০-২১

৫০. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ জা'ফর। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবী 'আউন আন্-নাসা'ঈ আর্-রয়্যানী। তিনি 'আলী ইব্ন হুজর, আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আদ্-দাওরাকী, ইব্রাহীম ইব্ন সা'ঈদ আল-জাওহারী, হুমায়র ইব্ন যানজাভীয়া প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন তিনি আবূ মুস'আব থেকেও হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ গ্রন্থে ইব্ন যানজাভী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মানসূর আল-কাযী, 'আবদুল-বাক্বী ইব্ন কানি', 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'আদ, আবুল-ফযল মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম, সুলাইমান আত্-ত্বাবারানী, আবূ আহমাদ ইব্ন 'আদী, আবূ বকর আল-ইসমা'ঈলী, আবূ আহমাদ ইব্ন গিতরীফ, মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ সাম'আন প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ৩১৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩-৩৫; Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৪

৫১. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-হুসাইন। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুনাইদ আর্-রাযী। তিনি দামিশকে বসবাস করতেন। তিনি খুরাসান, 'ইরাক ও শাম সহ বিভিন্ন শহর প্রদক্ষিণ করে, সেখানকার মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আয়ূব ইব্ন দুরাইস, মুহাম্মাদ ইব্ন হাফ্স আল-মিহিরকানী, 'আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন জুনাইদ, 'আবদুল-ওহ্হাব ইব্ন মুসলিম ইব্ন ওয়ারিহ, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর আল-কাত্তাত আল-কূফী, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ফিরইয়াবী, হাসান ইব্ন সুফইয়ান প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবুল-হাসান ইব্ন জাহদাম, 'আবদুর্-রহমান ইব্ন 'উমার ইব্ন নস্র,

২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আবদুস্-সালাম আল-বৈরূতী (মৃত ৩২১ হিজরী) [৫২]

২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুর-রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আস্-সারাখসী আদ্-দাগুলী (মৃত ৩২৫ হিজরী) [৫৩]

২৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদির্-রহমান আস্-সামী আল-হারাভী (মৃত ৩০১ হিজরী) [৫৪]

‘উকাইল ইব্ন ‘উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আবদান প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ‘আবদুল ‘আযীয আল-কাত্তানী তাঁর الْوَفَيَاتْ গ্রন্থে বলেন, كَانَ ثِقَةً نَبِيْلًا مُصَنِّفًا। তিনি ৩৪৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ZvhwKiVZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৯৭-৯৮; Avj-Bnmvb dx ZvKix‡e mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৪

৫২. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ‘আবদির্-রহমান। কুনিয়াত মাকহুল। পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদির্-রহমান মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আবদুস্-সালাম ইব্ন আবী আয়্যূব আল-বৈরূতী। তিনি আবূ ‘উমায়র ‘ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ আন্-নাহ্হাস, আহমাদ ইব্ন সুলাইমান রুহাভী, আহমাদ ইব্ন হারব আত্-ত্ব’ই, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল ইব্ন ‘উলাইয়া, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদিল্লাহ ইব্ন ‘আবদিল-হাকাম, সুলাইমান ইব্ন সাইফ আল-হাররানী, মুহাম্মাদ ইব্ন হাশিম আল-বা‘লাবাক্কী, হাজিব ইব্ন সুলাইমান আল-মানবাজী, ‘আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবীল-মাদা’ই প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ সুলাইমান ইব্ন যুবায়র, আবূ বকর আর্-রবা‘ঈ, আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন যাকওয়ান, ‘আবদুল-ওহাব আল-কিলাবী, ‘আলী ইব্ন হুসাইন আল-’আযানী, আবূ বকর ইব্ন আল-মুকরী’, আবূ আহমাদ আল-হাকিম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হাদীছের ইমামদের মধ্যে একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, كَانَ مِنَ الثِّقَاتِ الْعَالِمِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ -তিনি হাদীছ শাস্ত্রের জগতে একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ৩২১ হিজরী সনের জমাদিউল-আখির মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪; ZvhwKiVZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১৪-১৫; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২২; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১০

৫৩. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম ‘আবদুর-রহমান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুর-রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ আস্-সারাখসী আদ্-দাগুলী। হাকিম বলেন, তিনি স্বীয় যুগে খুরাসানের একজন ভাষাবীদ, ফকীহ্, রাভী ছিলেন। ‘তিনি দু’বছর নায়সাপুরে অবস্থান করেন, এ সময়ে তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যুহাইলী, ‘আবদুর-রহমান ইব্ন বিশর এবং তাদের সমসাময়িক মুহাদ্দিছগণ থেকে উপকৃত হন। তাছাড়া তিনি ‘ইরাকে ও হিজাজে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-আহমাসী ও তার সমসাময়িক থেকে। তিনি যা‘আফরানী, সা‘দান ইব্ন নস্র, আহমাদ ইব্ন মিকদাম, ‘ইজলী, আহমাদ ইব্ন সায়্যার, আহমাদ ইব্ন যুহাইর, মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ, মুহাম্মাদ ইব্ন মুশকান, আহমাদ ইব্ন হাফ্স ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদিল-করীম ‘আবদী, মুহাম্মাদ ইব্ন জাহাম, আবূ কিলাবাহ্, ‘আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আবূ ‘ঈসা প্রমুখ। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ আহমাদ ইব্ন আদী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ফারাবিসী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ‘আমর বুসতী, আবূ ‘আবদিল্লাহ ইব্ন আবূ যূহল, আবূ বকর জাওযাকী, জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হারস, হাফিয আবূ ‘আলী আন্-নাইসাপূরী প্রমুখ। তাঁর রচিত গ্রন্থ ‘আল-আদাব’, ফাযাইলুস্-সাহাবাহ্। তিনি ৩২৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৬০; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০-১১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৬; ZvhwKiVZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮২৩-২৪; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৪-৪৫

৫৪. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ্। পিতার নাম ‘আবদুর রহমান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদির্-রহমান আস্-সামী আল-হারাভী। তিনি আহমাদ ইব্ন ইউনুস আল-ইয়ারবূ‘ঈ, ইসমা‘ঈল ইব্ন আবী উয়াইস, আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ আশ্-শাফি‘ঈ, মুহাম্মাদ ইব্ন মু‘আবিয়া আন্-নায়সাপূরী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাতিল আল-মারওয়াযী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আল-‘আব্বাস ইব্ন ফযল আন্-নাযরাভী, বিশর ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মুযানী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩০১ হিজরী সনের যিলক্ব‘দাহ্ মাসে ইন্তিকাল করেন। তবে কেউ কেউ বলেন, ৩০২ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তবে প্রথমটি অধিক বিশুদ্ধ।

দ্র. wmqvi‡ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭; ZvhwKiVZj-ûddvh, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৭-৯৪; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৭

২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন সা‘ঈদ আদ্-দূলাভী (মৃত ৩১০ হিজরী) [৫৫]

২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুনযার আন-নায়সাপূরী (মৃত ৩১৮ হিজরী) [৫৬]

২৯. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আস্-সারাজ (মৃত ৩১৩ হিজরী) [৫৭]

---

৫৫. তাঁর প্রকৃত নাম ‘মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বিশর। পিতার আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বিশর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন সা‘ঈদ ইব্ন মুসলিম আল-আনসারী আদ্-দুলাবী আর্-রাযী আল-ওয়ার্রাক। তিনি ২২৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ‘ইরাক ও শাম সহ বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে, সেখানকার মুহাদ্দিছগণ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না, আহমাদ ইব্ন সুরাইজ আর্-রাযী, যিয়াদ ইব্ন আয়্যুব, মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর আল-জাওওয়ায, হারূন ইব্ন সা‘ঈদ আল-আ‘ঈলী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-‘উলাইয়া, আবূ ইসহাক আল-জুজানী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুর্-রহমান আল-জু‘ফী, ইয়াযীদ ইব্ন ‘আবদুস্-সামাদ, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আউফ আল-হিমসী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন আবী হাতিম, আবূ আহমাদ ইব্ন ‘আদী, আবুল-ক্বাসিম আত্-ত্ববারানী, আবূ বকর ইব্ন আল-মুকরী’, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মুহান্দিসী, হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কুর্রাহ আর-রু‘আইনী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ইতিহাস ও উলামা কিরামদের জীবন মৃত্যুর সময় সম্বলিত অনেক উপকারী গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে সমস্ত গ্রন্থের উপর তাঁর পরবর্তী ‘উলামা-ই কিরাম নির্ভর করেছেন। ইমাম দারেকুত্নী বলেন, يَتَكَلَّمُوْنَ فِيْه، وَمَا يَتَبَيَّن مِنْ أَمْره إلا خَيْرَ । ইব্ন ইউনুস বলেন, كَانَ أَبُوْ بِشْر مِنْ أَهْل الصَّنْعَة، وَكَانَ يُضَعِّف । তাঁকে শাফি‘ঈ মতালম্বী ফকীহ বলা হয়। তিনি ৩১০ হিজরী সনের যিলক্ব‘দাহ্ মাসে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘আরজ’ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAv jwgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩০৯-১১; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৯-৬০; ZvevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৬-৭৭; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২১-২২; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৩-১৪; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৬০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৫২-৫৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩১; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫২; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৭০-৭১

৫৬. তাঁর প্রকৃত নাম ‘মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার ইব্রাহীম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুনযার আন্-নায়সাপূরী। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ ও ফকীহ ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, الإِشْرَاف فِى إِخْتِلَافِ العُلَمَاء، أَلإِجْمَاع، المَبْسُوْط ইত্যাদি। তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র.)-এর মৃত্যুকালিন সময় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রবী‘ ইব্ন সুলাইমান, মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আবদাল-হাকাম, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আস্-সাঈগ, মুহাম্মাদ ইব্ন মায়মূন, ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল-‘আযীয প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ বকর ইব্ন আল-মুকরী’, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ‘আম্মার আদ্-দিমইয়াতী, আলী ইব্ন শা‘বানের দুই সন্তান হাসান ও প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁকে শফি‘ঈ মতালম্ভী ফকীহ বলা হয়। আবুল-হুসাইন ইব্ন কাত্তান (র.) বলেন, তিনি একজন ফকীহ্, মুহাদ্দিছ ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ‘আবদুল- ওহাব আস্-সুবকী (মৃত ৭৭১ হিজরী) كَانَ إِمَامًا، مُجْتَهِدًا، حَافِظًا، وَرعًا - তিনি একজন ইমাম, মুজতাহিদ, হাফিয ও ছিলেন। আয্-যাহাবী বলেন, كَانَ عَلَى نِهَايَة مِنْ مَعْرِفَة الحَدِيْث، وَالإِخْتِلَاف، وَكَانَ مُجْتَهِدًا، لا يُقَلِّد أَحَدًا । তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, আবূ ইসহাক আস্-সিরাজী (মৃত হিজরী) তাঁর طَبَقَاتُ الفُقَهَاء নামক গ্রন্থে বলেন, مَاتَ بِمَكَّة سَنَة تِسْع او عَشَر وَثَلَاث مائة - তিনি ৩০৯ অথবা ৩১০ হিজরী সনে মক্কাতে ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু ইমাম আয্-যাহাবী বলেন আবূ ইসহাক আস্-সিরাজী ভুল বশত এই সনের কথা বলেছেন যা সঠিক নয়, কারণ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ‘আম্মার তাঁর সাথে ৩১৬ হিজরী সনে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন, مَاتَ بِمَكَّة سَنَة ثَمَانِي عَشَرة وَثَلاثمائة - তিনি ৩১৮ হিজরী সনে মক্কাতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAv jwgb-bev jv, প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৪৯০-৯২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮২-৮৩; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৩-৯৪; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০২-০৩; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮২-৮৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯-৯০; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭; শারফুদ্দীন আন-নবভী, Zvnhxe AvmgvDj-jMvn (বৈরূত:দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬-৯৭

৫৭. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম ইসহাক। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আস্-সার্রাজ আস্-সাকাফী আল-খুরাসানী আন্-নায়সাপূরী। তিনি ‘মুসনাদুল কাবীর’ গ্রন্থের লেখক। তিনি ২১৬ হিজরী সনে নায়সাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন বাগদাদে অবস্থানের পর নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তামীমীকে দেখেছেন, তবে তাঁর থেকে কোন হাদীছ শ্রবণ করেন নি। তিনি ইসহাক, কুতাইবা ইব্ন সা‘ঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্কার আর্-রয়্যান, বিশর ইব্ন ওয়ালিদ আল-কিন্দী, দাউদ ইব্ন রুশায়দ, মুহাম্মাদ ইব্ন হামীদ আর্-রাযী,

৩০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ (মৃত ৩১১ হিজরী)[৫৮]

মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ আল-জারজারা'ঈ, 'আমর ইব্ন যুরারাহ, আবূ কুরাইব, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবান আল-বালখী, আহমাদ ইব্ন মিক্বদাম, মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি', মুজাহিদ ইব্ন মূসা, আহমাদ ইব্ন মানী', 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আবান, আহমাদ ইব্ন সা'ঈদ আদ্-দারিমী, 'আব্বাদ ইব্ন ওয়ালিদ, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জার্‌রাহ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আত্-তিরমিযী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ বকর ইব্ন আবিদ্-দুনইয়া, 'উছমান ইব্ন আবীস্-সামাক, হাফিয আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী, আবূ আহমাদ ইব্ন 'আদী, ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-ইস্পাহানী, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ফামী, আবুল-'আব্বাস ইব্ন আল-'উকদাহ, আবূ 'আমর ইব্ন হামদান আল-হীরী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। খত্বীব বলেন, كَانَ مِنَ الثِّقَةِ الإِثْبَات، عُنِى بِالْحَدِيْثِ، وَصنَّف كُتُبًا كَثِيْرَةً - তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী ছিলেন। তিনি অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি ১২০০ বার কুর'আন খতম ও ১২০০ বার রসূল (স.)-এর শানে কুরবানী করেছি। 'আবদুর্-রহমান ইব্ন আবী হাতিম বলেন, أَبُوْ العَبَّاس السَّرَّاج صَدُوْقٌ ثِقَةٌ - আবুল-'আব্বাস আস্-সার্‌রাজ হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। আবূ ইসহাক আল-মুযাক্কী বলেন, كَانَ السَّرَّاج مُجَابَ الدَّعْوَة- মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আদ্-দাক্কাক বলেন, , السَّرَّاجُ رَأَيْتُ السَّرَّاجَ يُضَحِى كُلّ أَسْبُوْع او أَسْبُوْعَيْن أُضْحِيَة عَنِ النَّبِي صَلّي الله عَلَيْه وَسَلّم ثُمَّ يَجْمَع أَصْحَابَ الحَدِيْث - আবূ সাহল আস্-সু'লূকী বলেন,السَّرَّاجُ كَالسَّرّاج - তিনি ৩১৩ হিজরী সনের রবী'উল-আওয়াল মাসে ৯৬/৯৭/৯৯ বছর বয়সে নায়সাপূরে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৮-৯৮; ZvhwKivZzj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩১-৩৫; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৭-৫০; Zvix‡L evM‘v‘, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬-৬২; ZevKvZzj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৫; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৫২-৫৩; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২; wgiÔAvZzj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬৭; kvhvivZzh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; Avb-bRzgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯

৫৮. তাঁর নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবূ বকর, ইমামুল 'আয়িম্মাহ উপাধীতে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম ইব্ন ইসহাক, বংশ পরিক্রমা হল, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ ইব্নুল-মুগীরাহ ইব্ন সালিহ ইব্ন বকর আস্-সুলামী আন্-নায়শাপূরী আশ্-শাফি'ঈ। তিনি ২২৩ হিজরীর সফর মাস মোতাবিক ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নায়শাপূরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হাদীছ শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম কুতাইবাহ্ ইব্ন সা'দ (মৃত ২৪০ হি.)-এর নিকট গমন করার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর পিতা তাকে বলেন, 'প্রথমে তুমি কুর'আন মুখস্থ করো, তারপর তোমাকে অনুমতি দিব'। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) বলেন, 'আমি তখন কুর'আন মুখস্থ করলাম (এরপর অনুমতি প্রার্থনা করলে) আমার পিতা আমাকে বললেন, "আরও কিছু দিন অপেক্ষা করো, যতদিন না তুমি নামাযে পূর্ণ কুর'আন তিলাওয়াত করতে পারো"। তিনি মাহমূদ ইব্ন গয়লান, 'উতবাহ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আল-মারুযী, 'আলী ইব্ন হুজর, আহমাদ ইব্ন মানী', বিশর ইব্ন মু'আয, আবূ কুরাইব, 'আবদুল-জব্বার ইব্ন 'আলা', আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম আদ্-দাওরাকী, ইসহাক ইব্ন শাহিন, 'আমর ইব্ন 'আলী, যিয়াদ ইব্ন আয়ূব, মুহাম্মাদ ইব্ন মিহরান আল-জাম্মাল, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশার, আবূ সা'ঈদ আল-আসাজ্জী, ইউসুফ ইব্ন ওয়াদীহ আল-হাশিমী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না, হুসাইন ইব্ন হুরাইছ, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল আ'লা আস্-সুন'আনী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আহমাদ ইব্ন 'আব্দাতাদ্-দাবী, নসর ইব্ন 'আলী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী, ইউনুস ইব্ন 'আবদিল-আ'লা, আহমাদ ইব্ন 'আবদির্-রহমান আল-ওহাবী, ইউসুফ ইব্ন মূসা, হারূন ইব্ন ইসহাক আল-হামদানী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবান আল-বালখী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আবদুল- হাকাম, আহমাদ ইব্ন মুবারাক আল-মুসতামলী, ইব্রাহীম ইব্ন আবী ত্বালিব, আবুল-'আব্বাস আদ্-দাগুলী, আবূ 'আলী আল-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ আন্-নায়সাপূরী, আবূ আহমাদ ইব্ন 'আদী, আবূ 'আমর ইব্ন হামদান, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন মিহরান আল-মুকরী', আবূ বকর ইব্ন ইসহাক আস্-সিবগী, আবূ সাহল আস্-সু'উলূকী, হুসাইন ইব্ন 'আলী আত্-তামীমী হুসায়নাক, বিশর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াসীন, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন জা'ফর আশ্-শায়বানী, আবুল-হুসাইন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাহীরী, আবূ আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কারাবীসী আল-হাকিম, আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আস্-সুনদূকী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি মাযহাবগত দিক থেকে শাফি'ঈ (র)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, আর 'আকীদাহগত দিক থেকে মু'তাযিলী 'আকীদাহ সম্পন্ন ছিলেন। তিনি ৩১১ হিজরীর জিলকা'দাহ মাসের দুই তারীখ শনিবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর অনুজ প্রতিম আবূ নাসির তার জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। নামায শেষে তাঁকে বাড়ীর কোন একটি কক্ষে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে সে জায়গাটি কবরস্থানে পরিণত হয়। ইব্ন আবী হাতিম আর্-রাযী (মৃত ৩২৭ হি.) বলেন, وَهُوَ ثِقَةٌ صَدُوْقٌ '-তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন।

৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন খুরাইম ইব্ন মুহাম্মাদ আল-‘উকাইলী আদ্-দিমাশকী (মৃত ৩১৬ হিজরী) [৫৯]

৩২. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসায়্যিব ইব্ন ইসহাক আল-ফারগানী (মৃত ৩১৫ হিজরী) [৬০]

ইব্ন হিব্বান (মৃত ৩৫৪ হি.) বলেন, لَمْ اَرَ مِثْلَ اِبْنُ خَزَيْمَةَ فِيْ حِفْظِ الإِسْنَادِ وَالْمتن -‘আমি ইব্ন খুযায়মাহ্‌র মত হাদীসের সনদ ও মতন সমূহের মুখস্থকারী অন্য কাউকে দেখিনি।’ ইমাম দারেকুত্‌নী বলেন كَـانَ اِمَامًـا ثَبْتًـا مَعْدُوْمَ النَّظِيْر -‘ইব্ন খুযায়মাহ্ হাদীছের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ইমাম ছিলেন, তিনি নির্ভযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করতেন। তার কোন তুলনা হয় না। খায়রুদ্দীন আয্-যিরিকলী বলেন, مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق بن خُزَيْمَةَ السُّلَمِيّ أَبُوْ بكر: إِمَامُ نَيْسَابُوْ فِيْ عَصْرِهِ، وَكَانَ فَقِيْهًا مُجْتَهداً عَالِمًا بِالْحَدِيْثُ -‘মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্ আস্-সুলামী আবূ বকর ছিলেন স্বীয় যুগের নায়সাপূরের ইমাম, ফকীহ্, মুজতাহিদ ও হাদীছের পণ্ডিত ছিলেন।’ আবূ ‘আলী আন্-নায়সাপূরী বলেন, كَـانَ اِبْنُ خَزَيْمَـةَ يَحْفَظ الْفِقْهِيَّاتِ مِنْ حَدِيْثِهِ كَمَايَحْفَظ الْقَارِئ اَلسُّوْرَةُ -‘ইব্ন খুযায়মাহ্ এমনভাবে ফিক্‌হ সংক্রান্ত হাদীছ মুখস্থ করতেন, যেমনভাবে ক্বারী কোন সূরাহ মুখস্থ করে থাকেন।’

দ্র. wmqvi‌æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৮২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২০-৩১; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১-৪৬; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৩-৩১৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৩৩-৩৬; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৯; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫; ইউসুফ ইব্ন ইব্রাহীম আস-সাহমী, Zvix‡L RiRvbx (হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল মা‘আরিফুল ‘উছমানিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯ হি./ ১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৪১৩; আহমাদ ইব্ন ‘উছমান আয-যাহাবী, Avj-gÔCb dx ZevKwZj-gnwÏQxb (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১১০

৫৯. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবূ বকর। পিতার নাম খুরাইম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন খুরাইম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল-মালিক ইব্ন মারওয়ান আল-‘উকাইলী আদ্-দিমাশকী। তিনি হিশাম ইব্ন ‘আম্মার, ‘আবদুর্-রহমান ইবন দাহীম, আহমাদ ইব্ন আবী হাওয়ারী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যিমানী, হিশাম ইব্ন খালিদ আল-আযরাক, মাহমূদ ইবন খলিদ, মু'আওয়াল ইব্ন ইউহাব প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, হামীদ ইব্ন হাসান আল-ওয়ার্‌রাক, আহমাদ ইব্ন ‘উতবাহ, আবূ আহমাদ ইব্ন ‘আদী, আবূ সুলাইমান ইব্ন যুবার, আবূ ‘আলী আন্-নায়সাপূরী, মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা আস্-সিমসার, কাযী মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ আল-আবহারী, ফযল ইব্ন জা‘ফর ইব্ন আল-মু’যিন, ‘আলী ইব্ন হুসাইন আল-ইনতৃকী, আবূ বকর ইব্ন আল-মুকরী’, আবূ আহমাদ ইব্ন আল-হাকিম, ‘আবদুল-ওহাব আল-কিলাবী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৩১৬ হিজরী সনে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‌æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪২৮-২৯; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭২; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৯; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২১০-১১

৬০. তাঁর নাম মুহাম্মাদ, উপনাম আবূ ‘আবদিল্লাহ। তাঁর পিতার নাম ইবন মুসায়্যিব তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসায়্যিব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইসমা‘ঈল ইব্ন ইদ্‌রীস আন্-নায়সাপূরী আল-আরগীয়ানী। তিনি ২২৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য খুরাসান, ‘ইরাক, হিজায, শাম, মিসর ও জাযীরাহ সহ বিভিন্ন শহর প্রদক্ষিণ করেন। তিনি ইসহাক ইব্ন শাহীন, ‘আবদুল-জব্বার ইব্ন ‘আলা, মুহাম্মাদ ইব্ন হাশিম আল-বা‘আলাবাক্কী, হায়ছাম ইব্ন মারওয়ান আল-‘আনসী, আবূ সা‘ঈদ আল-আসাজ্জী, ইব্রাহীম ইব্ন সা‘ঈদ আল-জাওহারী, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্‌শার, যায়দ ইব্ন আখরাম, মুহাম্মাদ ইব্ন রাফী‘, মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না আয্-যামীন, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আয্-যুহরী, ইউনুস ইব্ন ‘আবদিল-আ‘লা, আহমাদ ইব্ন ‘আবদির্-রহমান আল-ওহাবী, হুসাইন ইব্ন সায়্যার আল-হার্‌রানী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইবন হিব্বান, ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্, আবূ হামিদ ইব্ন শারকী, মুহাম্মাদ ইব্ন ই‘আকূব ইব্ন আখরাম, হাফিয আবূ ‘আলী আন্-নায়সাপূরী, আবূ আহমাদ আল-হাকিম, আবূ ‘আমর ইব্ন হামদান, হুসাইনাক ইব্ন ‘আলী আত্-তামীমী, যাহির ইব্ন আহমাদ আস্-সারাখসী, আবুল-হুসাইন আল-হিজ্জাজী, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বালূভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আবূ ‘আবদিল্লাহ আল-হাকিম বলেন, كَانَ مِنَ الجَوَّلِيْنَ فِي طَلَبِ الْحَدِيْث عَلَي الصِّدْق وَالوَرَع، وَكَانَ مِنَ العُبَّاد الْمُجْتَهِدِيْنَ। তিনি ৩১৫ হিজরীর জমাদিউল-আওয়াল মাসের মধ্যবর্তী সময় শনিবার ৯২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ‘আবদুল-হাদী আদ্-দিমাশকী বলেন, تُوُفِي مُحَمَّد بن الْمُسَيَّب فِي جَمَادِى الأوْلَى سَنَة خَمس عَشَرَة وَثَلَاث مِئة، وَلَه إِثْنَتَان وَتِسْعُوْن سَنَة -মুহাম্মাদ ইব্ন মুসায়্যিব ৩১৫ হিজরী সনের জমাদিউল-উলা মাসে ৯২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‌æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৪২২-২৬; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৯-৯১; ZevKvZ ÔDjvgvÕBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০০-০২; ZvnhxeZ-Zvnhxe, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫-৫৮; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত,

৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন কুতাইবা (মৃত ৩১০ হিজরী) [৬১]

৩৪. হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান ইব্‌ন ‘আমির আশ্‌-শায়বানী আল-খুরাসানী আন্‌-নাসাভী (মৃত ৩০৩ হিজরী) [৬২]

৩৫. হায়ছাম ইব্‌ন খল্‌ফ আদ্‌-দুওয়ারী (মৃত ৩০৭ হিজরী) [৬৩]

১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৫; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৭; Zvix‡L RiRvbx, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

৬১. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম হাসান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন কুতাইবা ইব্‌ন যীয়াদাতুল-লাখমী আল-‘আসকালানী। তিনি ফিলিস্তিনের মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাছাড়া তিনি হাদীছের ইমাম ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি সাফওয়ান ইব্‌ন সালিহ, হিশাম ইব্‌ন ‘আম্মার, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হিশাম আল-গস্‌সানী, ইয়াযীদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাওহাব আর্‌-রমলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমাহ, ‘ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ, হারমালাহ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আয্‌-যিম্মানী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবূ আহমাদ ইব্‌ন ‘আদী, আবূ ‘আলী আন্‌-নায়সাপূরী, আবূ হাশিম আল-মু’আদ্দাব, কাযী ইউসুফ ইব্‌ন ক্বাসিম আল-মিয়ানাজী, আবূ বকর ইব্‌ন আল-মুকরী’ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম দারেকুত্‌নী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। ইব্‌ন ‘ইমাদ আদ্‌-দিমাশকী (মৃত ১০৮৯ হিজরী) বলেন, كَانَ حَافِظًا ثِقَةً ثَبْتًا - তিনি একজন হাদীছের হাফিয, নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী ছিলেন। তিনি ৩১০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ Ô Avjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৯২-৯৩; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৪-৬৫; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮১; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৫২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬০; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪

৬২. তাঁর প্রকৃত নাম হাসান। উপনাম আবুল-‘আব্বাস। পিতার নাম সুফইয়ান। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-‘আব্বাস হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান ইব্‌ন ‘আমির ইব্‌ন ‘আবদিল-‘আযীয ইব্‌ন নু‘মান ইব্‌ন ‘আত্বা আশ্‌-শায়বানী আল-খুরাসানী আন্‌-নাসাভী। তিনি ২৮০ হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম নাসা’ঈ (র.) থেকে বয়সে বড় ছিলেন। কিন্তু মৃত্যু হয়েছে একই সনে। তিনি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হান্‌যালী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু‘ঈন, শায়বান ইব্‌ন ফারুখ, কুতাইবাহ, ‘আবদুর্‌-রহমান ইব্‌ন সালাম আজ্‌-জামহী, সাহল ইব্‌ন ‘উছমান, হিব্বান ইব্‌ন মূসা, সাহল ইব্‌ন উছমান আল-আসকারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর আল-মুক্বাদ্দামী, ইয়াযীদ ইব্‌ন সালিহ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মানসূর আল-কাযী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ই‘আকূব ইব্‌ন আখরাম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান আন্‌-নাক্কাশ আল-মুকরী’, আবূ ‘আমর ইব্‌ন হামদান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হাশিমী, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন্‌-নাসাভী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। হাকিম (র.) বলেন, كَانَ الحَسَن بن سُفْيَان، مُحَدِّث خُرَسَان فِى عَصْرِهِ، مُقَدَّمًا فِى الثَّبَت، وَالكَثْرَة، وَالفَهْم، وَالفِقه، কَانَ الحَسَنُ مِمَّنْ رَحَلَ، وَصَنَّفَ، وَحَدَّثَ، عَلَى تَيَقُّظٍ مَعَ صِحَّةِ الدِّيَانَة، وَالصَّلابَة فِى وَالأَدَب السُّنَّة। আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান বলেন, উপরোক্ত। আহমাদ ইব্‌ন ‘আলী আর-রাযী বলেন, لَيْسَ للحَسَن فِى الدُّنْيَا نَظِيْر - দুনিয়াতে হাসান ইব্‌ন সুফইয়ানের সাথে তুলনা করার মাত কেউ নেই। আবুল ওয়ালীদ আন্‌-নায়সাপূরী বলেন, كَانَ الحَسَن بن سُفْيَان أَدِيْبًا فَقِيْهًا । তিনি ৩০৩ হিজরী সনে রমাযান মাসে নাসা শহর থেকে তিন ফারসাখ দূরে বালূয গ্রামে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi‡ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৫৭-৬২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৩-০৫; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৪-২৬; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৪; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.২৪০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫; kvhivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২২-২৩; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২

৬৩. তাঁর প্রকৃত নাম হায়ছাম। উপনাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতার নাম খলফ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ মুহাম্মাদ হায়ছাম ইব্‌ন খলফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদির্‌-রহমান ইব্‌ন মুজাহিদ আদ্‌-দুওয়ারী আল-বাগদাদী। তিনি ‘আবদুল-আ‘লা ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন আন্‌-নারসী, ‘উবায়দুল্লাহ্‌ আল-কাওয়ারীরী, ‘উছমান ইব্‌ন আবী শায়বাহ, ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-খাতমী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবূ বকর আশ্‌-শাফী‘ঈ, ‘আবদুল-‘আযীয ইব্‌ন জা‘ফর আল-খীরাকী, আবূ বকর আল-ইসমা‘লী, আবূ বকর ইব্‌ন আল-মুকরী’, ইব্‌ন লু’লু’ আল-ওয়ার্‌রাক প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন, كَانَ مِنْ أَوْعِيَة العِلم، وَمِنْ أَهْلِ التَّحَرِّي وَالضّبْط । আল-ইসমা‘ঈলী বলেন, كَانَ أَحَدُ الإِثْبَات - তিনি নির্ভরযোগ্য রাভীদের মধ্যে অন্যতম। আহমাদ ইব্‌ন কামিল বলেন, كَانَ لَمْ يُغَيِّر شَيْبَه وَكَثِيْر الحَدِيْث جِدًا ضَابِطًا لِكِتَابِه - তিনি

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. হুসাইন ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-মালিকী আল-কাত্ত্বান আল-জাস্‌সাস (মৃত ৩১০ হিজরী) [৬৪]

৩৭. হুসাইন ইব্‌ন ইদ্‌রীস ইব্‌ন মুবারাক ইব্‌ন হায়ছাম আল-হারাভী (মৃত ৩০১ হিজরী) [৬৫]

৩৮. হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী মা‘শার আস্‌-সুলামী আল-জাযারী আল-হার্‌রানী (মৃত ৩১৮ হিজরী) [৬৬]

---

৩০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। ইব্‌ন মানদাহ্ বলেন, مَاتَ فِي صَفَر سَنَةَ سَبْعٍ وَّثَلَاث مِئَة - তিনি ৩০৭ হিজরী সনের সফর মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৬২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৫-৬৬; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২; Avj-we‘vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৮১৪; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৩ খণ্ড, পৃ. ১৯৩; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৮; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭

৬৪. তাঁর প্রকৃত নাম হুসাইন। উপনাম আবূ ‘আলী। পিতার নাম ‘আবদুল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ আলী হুসাইন ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আযরাক আর্‌-রক্কী আল-মালিকী আল-কাত্ত্বান আল-জাস্‌সাস। তিনি হিশাম ইব্‌ন ‘আম্মার, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হিশাম আল-গস্‌সানী, ওয়ালীদ ইব্‌ন ‘উতবাহ, ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-খতমী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, জা‘ফর আল-খুলদী, হাফিয ‘আলী আন্‌-নায়সাপূরী, আবূ বকর ইব্‌ন সুন্নী, আবূ আহমাদ ইব্‌ন ‘আদী, আবুল-ফাতহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন আল-আযদী, আবূ বকর ইব্‌ন আল-মুকরী’ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম দারেকুত্‌নী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি ৩১০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৭; Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫

৬৫. তাঁর প্রকৃত নাম হুসাইন। উপনাম আবূ ‘আলী। পিতার নাম ইদ্‌রীস। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, হুসাইন ইব্‌ন ইদ্‌রীস ইব্‌ন মুবারাক ইব্‌ন হায়ছাম আল-আনসারী আল-হারাভী। তিনি হাদীছের জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমন করেছেন। তিনি হাদীছের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন। তিনি সা‘ঈদ ইব্‌ন মানসূর, খালিদ ইব্‌ন হায়্যাজ, দাউদ ইব্‌ন রুশাইদ, হিশাম ইব্‌ন ‘আম্মার, সুওয়াইদ ইব্‌ন সা‘ঈদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ ইব্‌ন ‘আম্মার, ‘উছমান ইব্‌ন আবী শাইবাহ্ প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বিশর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মুযানী, মানসূর ইব্‌ন ‘আব্বাস, আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবূ বকর আন্‌-নাক্কাশ আল-মুফাস্‌সির, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ আল-খামীরুউয়্যাহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। তারীখে আল-বুখারীল-কাবীর তাঁর রচিত গ্রন্থ। তাছাড়া আরো গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ইমাম দারেকুত্‌নী তাঁকে ছিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাভীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইব্‌ন মা‘কূলা বলেন, كَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُكَثِّرِيْنَ - তিনি অধিক হাদীছ মুখস্থকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আবুল-ওয়ালিদ আল-বাজী (র.) বলেছেন, তাঁর হাদীছের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। তিনি ৩০১ হিজরী সনে ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১১৩-১৪; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯৫-৯৬; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৫-১৬; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪১; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.২০৪; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭-৪৮

৬৬. তাঁর প্রকৃত নাম হুসাইন। উপনাম আবূ মা‘শার। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী মা‘শার মাওদূদ আস্‌-সুলামী আল-জাযারী আল-হার্‌রানী। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি ২২০ হিজরী সনের পর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ২৩৬ হিজরী সনে হাদীছের জ্ঞানার্জন শুরু করেন। তিনি জাযিরা, শাম, হিজাজ ও ‘ইরাকে পরিভ্রমণ করেন। তিনি একজন হাদীছ বিশারাদ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি মাখলাদ ইব্‌ন মালিক আস্‌-সালামসীনী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারিস আর্‌-রফিকী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওহাব ইব্‌ন আবী কারীমাহ, ইসমা‘ঈল ইব্‌ন মূসা আল-ফাযারী, ‘আবদুল-জব্বার ইব্‌ন ‘আলা, মুসায়্যিব ইব্‌ন ওয়াদীহ, আহমাদ ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবী মায়মুনাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা‘ঈদ ইব্‌ন হাম্মাদ আল-আনসারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার, ‘আবদুল-ওহ্‌হাব ইব্‌ন দহ্‌হাক প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবূ আহমাদ ইব্‌ন ‘আদী, আবুল-হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুজাফ্‌ফার, ‘উমার ইব্‌ন ‘আলী আল-কাত্তান, আবূ আহমাদ আল-হাকিম, আবূ বকর ইব্‌ন আল-মুকরী’, আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আস্‌-সুন্নী, আবুল-হাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন আল-উবার্‌রী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফর আল-বাগদাদী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে আত্‌-ত্বাকাত ও তারীখুল-জাজিরা উল্লেখযোগ্য। ইব্‌ন ‘আদী (র.) বলেন, كَانَ عَارِفًا بِالرِّجَال وَبِالْحَدِيْث - তিনি রিজাল ও হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। আবূ আহমাদ আল-হাকিম (র.) বলেন, كَانَ مِنْ أَثْبَت من أدْرَكْنَاه، وَأَحْسَنَهم حِفْظًا،يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيْث، وَالْفِقْه،وَالْكَلام

৩৯. হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুস‘আব আস্‌-সিনজী (মৃত ৩১৫ হিজরী) [৬৭]

ছাত্রবৃন্দ

ইব্‌ন হিব্বান (র) একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাই তার নিকট থেকে হাদীছ শাস্ত্রে জ্ঞান অন্বেষণে বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী তাঁর দারসে আগমন করে হাদীছ বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,

১. ‘আলী ইব্‌ন ‘ইমরান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মাহদী আদ্‌-দারেকুত্‌নী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) [৬৮]

। আবুল-ক্বাসিম আল-‘আসাকির (র.) বলেন, كَانَ أَبُوْ عَرُوْبَةَ غَالِيًا فِى التَّشَيُّعِ، شَدِيْدُ المَيْلِ عَلَى بَنِى أُمَيَّةَ । তিনি ৩১৮ হিজরী সনে প্রায় ১০০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫১০-১২; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪-৭৫; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২-৮৩; ‘Iqvjj-Bmjvg, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯; wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৮

৬৭. তাঁর প্রকৃত নাম হুসাইন। উপনাম আবূ ‘আলী। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুস‘আব ইব্‌ন রুযাইক আল-মারওয়াযী আস্‌-সিনজী। তিনি ‘আলী ইব্‌ন খাশরাম, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাকীম আল-মুকাওভিম, আবূ সা‘ঈদ আল-আশাজ্জী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়ালীদ আল-বুসরী, ইউনুস ইব্‌ন ‘আবদুল-আ‘লা, রবী‘, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ আল-কুহযায প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, যাহির ইব্‌ন আহমাদ আস্‌-সারাখসী, আবূ হামিদ আহমাদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ আন্‌-না‘ঈম প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সাম‘আনী বলেন, أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرِيْقِى العِرَاق وَالخُرَسَان । তিনি ৩১৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৩১৬ হিজরী সনে রজব মাসে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪১৩-১৫; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০১-০২; ZevKvZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৯; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬; আল-আনসাব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫-৬৬

৬৮. তাঁর প্রকৃত নাম ‘আলী। তাঁর কুনিয়াত আবুল-হাসান, উপাধী শায়খুল-ইসলাম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-হাসান ‘আলী ইব্‌ন ‘ইমরান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মাহদী ইব্‌ন মাস‘উদ ইব্‌ন ইব্‌ন নু‘মান ইব্‌ন দীনার ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ আল-বাগদাদী আদ্‌-দারেকুত্‌নী। তিনি ৩০৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য কূফা, বসরা, বাগদাদ, ওয়াসিত সহ বিভিন্ন শহর প্রদক্ষিণ করেন। তিনি কিশোর বয়সে আবুল-ক্বাসিম আল-বাগাভী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তৎপরবর্তী তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আস-সা‘য়িদ, আবূ বকর ইব্‌ন আবী দাউদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাইরুয আল-আনমাতী, আবূ হামিদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারূন আল-হাদরামী, ‘আলী ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবাশ্‌শার আল-ওয়াসিতী, আবূ ‘আলী মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান আল-মালিকী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ক্বাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া আল-মাহারিবী, আবূ ‘আমর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন ই‘আকূব আল-কাযী, আবূ বকর ইব্‌ন যীয়াদ আন্‌-নায়সাপূরী, ইউসুফ ইব্‌ন ই‘আকূব আন্‌-নায়সাপূরী, জা‘ফর ইব্‌ন আবী বকর, হুসাইন ইব্‌ন ইসমা‘ঈল আল-মাহামিলী, হুসাইন ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ‘আয়্যাস, আবূ জা‘ফর ইব্‌ন আল-বাখতারী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, হাফিয আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-হাকিম, হাফিয ‘আবদুল-গণী, তাম্মাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আর্‌-রাযী, আবূ নস্‌র ইব্‌ন আল-জানাদী, আবূ ‘আবদির্‌-রহমান আস্‌-সুলামী, আবূ মাস‘উদ আদ্‌-দিমাশকী, আবূ না‘ঈম আল-ইস্পাহানী, আবুল-হাসান আল-‘আতীকী, আবুল-হাসান ইব্‌ন সাম্মার আদ্‌-দিমাশকী, আবুল-হুসাইন ইব্‌ন আল-মুহতাদী বিল্লাহ্‌, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, হামযা ইব্‌ন ইউসুফ আস্‌-সাহমী প্রমুখ। তিনি একজন হাদীছের হাফিয ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। হাকিম বলেন, তিনি হাদীছ মুখস্তকরণ, হাদীছের মর্মার্থ উপলব্ধি ও পরহেযগারীতার ক্ষেত্রে অনন্য। ‘আল্লামা সাম‘আনী বলেন كَان أَحَدُ الحفَّاظ المُتْقِنِيْن المُكْثِرِيْن । আবূ বকর আল-খত্বীব বলেন, كَانَ الدَّارَقُطْنِي فَرِيْدَ عَصْرِهِ، وَقَرِيْع دَهْرِه، وَكَانَ يُضْرب بِهِ المَثَل فِى الحِفْظ وَنَسِيْجَ وَحْدِهِ، وَإِمَام وَقْتِه । কাযী আবূ ত্বয়্যেব আত্‌-তাবারী বলেন, كَان الدَّارَقُطْنِي أَمِيْر المُؤْمِنِيْن فِي الحَدِيْث -আদ্‌-দারাকুতনী হাদীছ শাস্ত্রে আমীরুল মু’মিনীন ছিলেন। হাফিয ‘আব্দুল গণী ইব্‌ন সা‘ঈদ (মৃত ৪০৯ হিজরী) বলেন, أَحْسَنُ النَّاس كَلَامًا عَلَى حَدِيْث رَسُوْل الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلم ثَلَاثَة: عَلِى بن المَدِيْنِى فِى وَقْتِه، وَمُوْسَى بن هَارُوْن فِى وَقْتِه، وَعَلى بن عُمر الدَارَقُطْنِى فِى وَقْتِه -রসূলুল্লাহ্‌ (স.)-এর হাদীছের আলোচনায় তিন জনের (রাভী) বক্তব্য সবচেয়ে সুন্দর, ‘আলী ইব্‌ন মাদীনী স্বীয় যুগে, মূসা ইব্‌ন হারূন স্বীয় যুগে এবং ‘আলী ইব্‌ন ‘উমার আদ্‌-দারেকুত্‌নী স্বীয় যুগে। তিনি ৩৮৫ হিজরী সনের যিল-ক্বাদ মাসে ইন্তিকাল করেন।

২. 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বুসতী (মৃত ৪০১ হিজরী) [৬৯]

৩. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হামদুভীয়াহ হাকাম (মৃত ৪০৫ হিজরী) [৭০]

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৪৪৯-৬০; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯১-৯৫; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬২-৬৬; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৬১; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭-৯৯; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮-৭৯; gÔRvgj-ej'vb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২২; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩-৯৫; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫-৪৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫২-৫৩; Avi-wimvjvZ Avj-gmZvZwidvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৩; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭; MBqvZb-wbnvqvn dx ZevKwZj-Kiiv, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৪

৬৯. তাঁর প্রকৃত নাম 'আলী। তাঁর উপনাম আবুল-ফাত্হ। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ফাত্হ 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-হুসাইন ইব্ন ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল-'আযীয আল-বুসতী। তিনি কবি হিসেবে বেশী প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তিনি অনেক রাভী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান। তাঁর আল-হুসাইন ইব্ন 'আলী আল-বারদা'ঈ, শায়খুল-ইসলাম আবূ 'উছমান আস্-সাবূনী প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ৪০১ হিজরী সনে বুখারাতে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৪০০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৪৭-৪৮; Avj-gbZvhvg, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭৮; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬-৭৮; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২৪-২৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯; ; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫৩৫-৩৬; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০

৭০. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। তাঁর কুনিয়াত আবূ 'আবদিল্লাহ্। উপাধী শায়খুল-মুহাদ্দিছীন। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হামদুভীয়াহ আল-হাকিম আন্-নায়সাপূরী। তাঁকে ইব্ন-বায়'ও বলা হতো। তিনি ৩২১ হিজরী সনের রবী'উল-আওয়াল মাসের ৩ তারীখ রবিরাব নায়সাপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা পিতা ও খালুর কাছে সমাপ্ত করেন এবং ৩৩০ হিজরীতে প্রথম হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ৩৩৪ হিজরী সনে মাত্র ১৩ বছর বয়সে আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বানের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি হাদীছ শ্রবণের জন্য 'ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি শহরে প্রদক্ষিণ করেন। তিনি প্রায় এক হাজার বা তার থেকে কিছু কম বা বেশী শায়খ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তিনি শুধুমাত্র নায়সাপূরেই প্রায় এক হাজার শায়খের সাথে সাক্ষাত করেছেন। তিনি ২০ বছর বয়সে 'ইরাক গমন করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-মুযাক্কিরি, মুহাম্মাদ ইব্ন ই'আকূব আল-আসাম্ম, মুহাম্মাদ ইব্ন ই'আকূব আশ্-শায়বানী ইব্নুল-আখরাম, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন সা'ঈদ আর্-রাযী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ আস্-সাফ্ফার, ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মাদ আর্-রাযী, মুহাম্মাদ ইব্ন ক্বাসিম আল-'আতাকী, হাসান ইব্ন ই'আকূব আল-বুখারী, আবূ সাহল ইব্ন যীয়াদ, হুসাইন ইব্ন হাসান আত-তূসী, 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'উকবাহ আশ্-শায়বানী, মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম ইব্ন খুযায়মাহ্ আল-কাশী, কাযী আবূ বকর আল-হীরী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তাঁর শিক্ষকদের মধ্য থেকে ইমাম দারেকুত্নী, তাছাড়া আবুল-ফাত্হ ইব্ন আবিল-ফাওয়ারিস, আবুল-'আলা আল-ওয়াসিতী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ই'আকূব, আবূ যার আল-হারাভী, আবূ ই'আলা আল-খলীলী, আবূ বকর আল-বায়হাকী, আবুল-ক্বাসিম আল-কুশায়রী, আবূ সালিহ আল-মু'আয্যিন, মু'আম্মাল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-ওয়াহিদ, আবূ বকর আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন খল্ফ আল-শীরাযী প্রমুখ। তিনি হাদীছের হাফিয ও ঐতিহাসিক ছিলেন। ইব্ন খাল্লিকান (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন, سَمِعَه مِنْ جَمَاعَة لَا يُحْصُوْن كَثْرَة فَإنَّ معْجم شُيُوْخِه يُقَرّب أَلْفَي رجل حَتَّى روي عَمن عَاش بَعْده لِسَعَة رِوَايَتِه وَكَثْرة شُيُوْخِه، وَصَنَّف فِي عُلُومه مَايُبَلّغ أَلفًا وَخَمْسِمِئَة جُزْء । তিনি সামানিয়া শাসনামলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। আর এ কারনেই তাঁকে হাকিম বলা হয়। তাছাড়া তাঁকে জুরজানে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব দিলে তিনি তা নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ইব্ন ত্বহির বলেন, رَأَيْتُ أنَا حَدِيْث الطَّيْر جَمْعَ الحَاكِم بِخَطِّه فِيْ جُزْء ضَخْم، فَكَتَبْتُه للتَعَجُّب । ইব্ন খাল্লিকান (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন, كَانَ عَالِمًا عَارِفًا وَاسِع العِلم، تَفَقَّه عَلَى أَبى سَهل مُحَمد بن سُلَيْمَان الصُعْلُوْكِي الفَقِيْه الشَّافِعِي । তিনি ৪০৫ হিজরী সনের সফর মাসের তিন তারীখ মঙ্গলবার নায়সাপূরে ইন্তিকাল করেন। খলীল আস্-সিফাদী (মৃত ৭৬৪ হিজরী) বলেন, تُوَفِّي ثَامن صَفَر سَنَة خَمْس وَأَرْبَعمِئَة -তিনি চারশত পাঁচ হিজরী সনের সফর মাসের আট তারীখ ইন্তিকার করেন। আল-খলীল তাঁর أَلإِرْشَاد গ্রন্থে বলেন, تُوَفِّي سَنَة ثَلَاث وَأَرْبَعمِئَة -তিনি চারশত তিন হিজরী সনে ইন্তিকার করেছেন।

দ্র. wmqvi æ Avÿjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৬২-৭৭; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯-৪৫; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৫-৭১; Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫৬০-৬২; IqwdqvZj-AvÔBqvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮০-৮১; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-৫৭; gxhvbj-BÔwZ'vj,

৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী ই‘য়াকূব ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মানদাহ (মৃত ৩৯৫ হিজরী) [৭১]

৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-গুনজার (মৃত ৪২২ হিজরী) [৭২]

প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৬; wKZve Av j - I qv dx we j - I qv dBqv Z, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯-৬০; Av j -gbZv hv g, প্রাগুক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১০৯-১০; ZevKv Z j -ûddv h, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১০-১১; kv hv iv Zh-hv nv e, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৩-৩৫; Av i -wimv j v Z Av j -gmZv Zw i dv n, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; Av b-bRgh-hw n i v n, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৮; Av j -ÔBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০-১১; MBqv Zb-wbnv qv n dx ZevKw Z j -K i i v, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩: ইসমা‘ঈল পাশা আল-বাগদাদী, nv ‘qv Z j -ÔAw i dx b (বৈরূত: দারু ইয়াহ্‌ইয়াউত-তুরাসিল-‘আরাবী, তা.বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০; Kv kdh-hbb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭২

৭১. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। তাঁর কুনিয়াত আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌। উপাধী মুহাদ্দিছুল-ইসলাম। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী ই‘আকূব ইসহাক ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মানদাহ। তিনি ৩১০ অথবা ৩১১ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা, পিতার চাচা ‘আবদুর্‌-রহমান ইবন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মানদাহ-এর কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাছাড়া তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ক্বাসিম ইব্‌ন কূফী আল-কার্‌রানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আমর ইব্‌ন হাফস, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ই‘আকূব ইব্‌ন ইসহাক আল-কিরমানী, আবূ ‘আলী আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন নযর, তিনি আবূ হুরায়রার ছেলে ছিলেন, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-মুকরী’, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হামযাহ ইব্‌ন ‘উমারাহ, আবূ ‘আমর ইব্‌ন হাকিম, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল্‌-লুনবানী, আবূ সা‘ঈদ ইব্‌ন আ‘রাবী, জা‘ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌ন মূসা আল-‘উলূভী, আহমাদ ইব্‌ন যাকারিয়া আল-মাকদাসী, আবূ হামিদ ইব্‌ন বিলাল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন আল-কাত্তান, আবূ ‘আলী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল-মীদানী, হাজিব ইব্‌ন আহমাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ‘আলী ইব্‌ন ‘উমার প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি ১৯ বছর বয়সে প্রথমবারেরমত বসরায় গমন করেন। সেখানে তিনি প্রায় ৫০০ শতটি হাদীছ শ্রবণ করেন। তাছাড়া তিনি বাগদাদ, মিসর, মারভ সহ হাদীছের প্রাণ কেন্দ্র সমূহে ভ্রমন করে, সেখানকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তিনি কতটি শহরে সফর করেছেন এবং কতগুলো হাদীছ মুখস্থ করেছেন, এটি জানা না গেলেও তিনি ১৭৫০ জন শায়খ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন, এটাও আমরা জেনেছি। ইব্‌ন মানদাহ নিজেই বলেন, كَتَبْت عَنْ ألف شَيْخ، لَمْ أرَ فِيْهِم أتْقَن مِن القَاضِي أبى أحْمَد عَسَّال -আমি এক হাজার শিক্ষক থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছি, কিন্তু তাদের মধ্যে কাযী আবূ আহমাদ ‘আস্‌সাল অপেক্ষা অধিক খোদাভীতি সম্পন্ন কাউকে দেখিনি। তবে তিনি যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিছদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন, তাদের মধ্যে, আহমাদ আল-‘আস্‌সাল, আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান, আবূ ‘আলী আন্‌-নায়সাপূরী, আবূ ইসহাক ইব্‌ন হামযাহ, আত্‌-ত্ববারানী প্রমুখ। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবূ বকর আল-মুকরী’, আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ আল-হাকিম, আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ গুনজার, আবূ সা‘দ আল-ইদ্‌রীসী, তাম্মাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আর্‌-রাযী, হামযাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আস্‌-সাহমী, আবূ না‘ঈম আল-ইস্পাহানী, আহমাদ ইব্‌ন মাহমূদ আস্‌-সাকাফী, আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ‘উকবাহ, ‘আবদুল-ওয়াহিদ ইব্‌ন আহমাদ আল-মা‘দানী প্রমুখ। তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো, كِتَاب الإيْمَان، كِتَاب التَّوْحِيْد، كِتَاب الصِّفَات، كِتَاب التَّارِيْخ، كِتَاب المَعرفة الصَحَابَة، كِتَاب الكُنَى ইত্যাদি। জা‘ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মুস্তাগফিরী বলেন, مَا رَأيْت أحَدًا أحْفَظ مِنْ أبِي عَبْدِ الله بن مَنْدَة -আমি আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মানদাহ অপেক্ষা অধিক (হাদীছ) মুখস্থকারী কাউকে দেখিনি। আবূ ইসমা‘ঈল আল-আনসারী বলেন, كَانَ أبُوْ عَبْدِ الله بن مَنْدَة سَيِّد أهْل زَمَانِه - আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মানদাহ স্বীয় যুগের (হাদীছ শাস্ত্রের) সর্দার বা নেতা ছিলেন। হাকিম বলেন, بَنُوْ مَنْدَة أعلام الحُفَّاظ فِى الدُّنْيَا -বনী মানদাহ দুনিয়ার মধ্যে সবথেকে বড় (হাদীছের) হাফিয। ইসমা‘ঈল আত্‌-তামীমী বলেন, كَانَ جَبَلًا مِنَ الجِبَال -তিনি ছিলেন (হাদীছের) পাহাড়ের পাহাড়। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, أبُوْ عَبْد الله بن يَحْيى بن مَنْدَه العَبْدِي الحَافِظ المَشْهُوْر -আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন মানদাহ্‌ ছিলেন হাদীছের একজন প্রসিদ্ধ হাফিয। তিনি ৩৯৫ হিজরী সনে যিল-ক্বাদ মাসে ইন্তিকাল করেন। তাগরী বারদী (মৃত ৮৭৪ হিজরী) বলেন, تُوُفِي فِي سَلَخ ذِي القَعْدَة -তিনি যিলক্বাদ মাসে সালখে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔ j wgb-bev j v, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ২৮-৪২; w j mv b j -gx hv b, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৫৫-৫৭; gx hv b j -BÔwZ ‘v j, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৭; wKZve Av j - I qv dx we j - I qv dBqv Z, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪; ZevKv Z j -ûddv h, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০; kv hv iv Zh-hv nv e, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৪-০৫ ; Av b-bRgh-hw n i v n, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৪; Av j -ÔBev i, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭

৭২. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। তাঁর কুনিয়াত আবূ ‘আবদিল্লাহ্‌। উপাধী মুহাদ্দিছে বুখারী। লকব হলো গুনজার। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন কামিল আল-বুখারী। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি ৩৩৭ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে গুনজার এইজন্য বলা হয় سُمِّي غُنْجَارًا لِتَتَبُّعِهِ وَجَمْعِهِ فِي حَال شَبَابِهِ। তিনি খলফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-খয়্যাম, সাহল ইব্‌ন ‘উছমান আস্‌-সুলামী, আবূ ‘উবায়দ আহমাদ ইব্‌ন ‘উরওয়া আল-কারমীনী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আসলাম, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হারূন আল-মালাহিমী, আল-হাসান ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন ই‘আকূব প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন হুন্নাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আন্‌-নাসা’ঈ ও

৬. মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হারূন আয্-যানী (মৃত হিজরী)

৭. মানসূর ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন খলিদ আয্-যুহলী আল-হারাভী (মৃত ৪০১/০২ হিজরী) [৭৩]

৮. মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন সুলাইমান আন্-নূকাতী (মৃত ৩৮৩ হিজরী) [৭৪]

৯. আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব ইব্ন আয়্যুব আন্-নায়সাপুরী (মৃত ৪০৬ হিজরী) [৭৫]

একদল মুহাদ্দিছ। তিনি تَارِيْخ بُخَارِي গ্রন্থের লেখক। ‘আল্লামা সাম‘আনী বলেন, كَانَ مُكْثِرًا فِى الحَدِيْث وَكَانَ يُوْرِقُ وكَانَت لَه مَعْرِفَة بِالحَدِيْث -তিনি অধিক হাদীছ মুখস্থকারী ছিলেন, জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় এবং হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৪২২ হিজরী সনে যিল-ক্বাদ মাসে ইন্তিকাল করেন। ই‘আকূত আল-হামাভী বলেন, مَاتَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ الثَّانِي وَالعِشْرِيْنَ مِنْ شَهْر شَعْبَانَ سَنَة إِثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ أَرْبَعمِائَة -তিনি ৪২২ হিজরী সনের শা‘বান মাসের ২১ তারীখ জুমু‘আর দিন ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৩০৪; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৫২-৫৩; gÔRvgj-D‘vevÔC, প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ২১৩-১৪; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬-৭৭; jeŸj-jeve dx Zvnixwij-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ৩৯০; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫; ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩; nv‘qvZj-ÔAwidxb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১-৬২; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১

৭৩. তাঁর প্রকৃত নাম মানসূর। তাঁর কুনিয়াত আবূ ‘আলী। উপাধী ‘আলিমুর-রহ্হাল। পিতার নাম আবদুল্লাহ্। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘আলী মানসূর ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন খালিদ ইব্ন হাম্মাদ আয্-যুহলী আল-খলিদী আল-হারাভী। তিনি হাদীছের জ্ঞান লাভের জন্য ‘ইরাক, হিজাজ সহ অনেক শহর প্রদক্ষিণ করেন। তিনি আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান, আবূ সা‘ঈদ ইব্ন আ‘রাবী, আবূ নস্‌র মুহাম্মাদ ইব্ন হামদুভিয়া আল-মারওয়াযী, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহওয়াস আদ্-দুবূসী, হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ‘উছমান আল-ফাসাভী, আবূ জা‘ফর ইব্ন বাখতারী, আবূ হামিদ ইব্ন বিলাল, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমার আশ্-শাওয়াব, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ই‘আকূব আল-কিরমানী, ইসমা‘ঈল আস্-সাফ্ফার, আবুল-‘আব্বাস আল-আসাম্ম, ‘আবদুল-মু’মিন ইব্ন খল্ফ আন্-নাসাফী, ইব্ন সাম্মাক প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবূ ই‘আলা ইব্ন আস্-সাবূনী, আবূ হাযিম আল-‘আবদুনী, আবূ সা‘ঈদ ‘আবদুর্-রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মু’আদ্দিব, নাজীব ইব্ন মায়মূন আল-ওয়াসিতী প্রমুখ। আবুল-ক্বাসিম ইব্ন সাল্লাজ বলেন, أَبُوْ عَلِي الخَالِدِي قَدِم عَلَيْنَا مِنْ هِرَاة حَاجا فَكَتَبْنَا عَنْه أَحَادِيْث غَرَائِب -আবূ ‘আলী আল-খলিদী আমাদের কাছে হজ্জ সম্পন্ন করে, হিরাত থেকে আগমন করেন। তারপর আমরা তাঁর কাছ থেকে অল্প সংখ্যক হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি। আবূ সা‘দ আল-ইদ্‌রীসী বলেন, তিনি মিথ্যারদায়ে অভিযুক্ত, তাই তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় না। তিনি ৪০২ হিজরী সনে মুহার্‌রাম মাসে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ৪০১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫; gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫১৯-২০; Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬; jeŸj-jeve dx Zvnixwij-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ৪১৩; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৫; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯-২০০; Avj-gMbx dx‘-‘ÔAvdvÔC, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯-২০০

৭৪. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ। তাঁর কুনিয়াত আবূ ‘উমার। পিতার নাম আহমাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবূ ‘উমার মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন সুলাইমান ইব্ন আয়্যুব ইব্ন গয়ছাহ আন্-নূকাতী। তিনি অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি আবূ ‘আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-কুরাশী, হাকিম আবূ ‘আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ ইব্ন বায়‘, আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী, আবূ ই‘আলা আন্-নাসাফী, আবূ ‘আলী হামিদ ইব্ন মুহাম্মাদ আর্-রাক্কা’ই, আবূ সুলাইমান আল-খত্তাবী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁর দুই সন্তান ‘উমার ও ‘উছমান। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, كِتَاب مِحْنَة بِالحَدِيْث كِتَاب أَدَابِ المُسَافِرِيْن، كِتَابُ العِتَاب وَالإِعْتَاب، كِتَاب فَضْلِ الرَّيَاحِيْن، كِتَابُ العِلْم، كِتَابُ الشَّيْبِ، كِتَاب مُعَاشَرَة الأَهْلِيْن الظِّرَاف فِى أَخْبَار العُشَّاق، كِتَاب ইত্যাদি। তিনি ৩৮৩ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. gÔRvgj D‘vevÔC, প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৩০৫-০৮; Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭

৭৫. তাঁর প্রকৃত আল-হাসান। তাঁর উপনাম আবুল-ক্বাসিম। পিতার নাম মুহাম্মাদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো, আবুল-ক্বাসিম আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব ইব্ন আয়্যুব আন্-নায়সাপুরী। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ ও মুফাস্‌সির ছিলেন। তিনি ‘উকালাইল মাজানীন’ গ্রন্থের লেখক ছিলেন। তিনি আবুল-‘আব্বাস আল-আসাম্ম, মুহাম্মাদ ইব্ন সালিহ ইব্ন হানী, আবুল-হাসান আল-কারিযী, আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকে আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ‘আবদুল-ওয়াহিদ আল-হীরী আল-ওয়াইয, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল-ফারগানী, আল-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ আস্-সাক্কাকী প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাফসীর, নাহু, সাহিত্য, জীবনী ও আদবের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ৪০৬ হিজরী সনের যিল-হাজ্জ মাসে

ইমাম হিব্বান (র)-এর উল্লিখিত শিষ্য ব্যতীত জা'ফর ইব্ন শু'আইব ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আস্-সামারকান্দী, আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সাহ্ল, আল-হাসান ইব্ন মানসূর আল-'আসফীজাবী, 'আবদুর্-রহমান ইব্ন রিয্ক আস্-সিজিস্তানী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন খাশতাম আশ্-শুরূতী ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ আশ্-শাফি'ঈ (র.)-এর নাম পাওয়া গেলেও তাঁদের জীবনী সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায়নি।

রচনাবলী

ইব্ন হিব্বান (র)-এর বহুমুখী অবদান রয়েছে। তিনি শিক্ষাদান করে বহুসংখ্যক ছাত্র তৈরী করেছেন। বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে বিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন। সবচেয়ে বড় অবদান হলো তিনি একজন সৃজনশীল লেখক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক গ্রন্থাবলী রচনা করেছের, যা তাঁর অবদানকে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে। তিনি নায়শাপূরে তাঁর বাড়ী ও গ্রন্থাগার পণ্ডিতদের জন্য উপহারস্বরূপ রেখে গিয়েছেন, যাতে তাঁরা তাঁর গ্রন্থগুলোর কপি বা অনুলিপি করতে পারেন। কিন্তু উহার অধিকাংশ তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী গোলযোগময় দিনগুলোতে নষ্ট হয়ে যায়। উহার অল্পসংখ্যক গ্রন্থ আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে; ঐ গ্রন্থগুলোর মধ্যে "আল-মুসনাদুস্-সহীহ 'আলাত্-তাকাসীম ওয়াল আনওয়া'" অন্যতম। 'উমার রিযা কাহ্হালাহ্ তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে বলেন,[৭৬]

مِنْ تَصَانِيْفِهِ اَلْكَثِيْرَةْ : اَلثِّقات، مَعْرِفَةِ الْقبلة، الطَّبَقات الإصبَهَانِيَة، اَلْمُسْنَدُ الصَّحِيْح فِيْ الْحَدِيْثِ، وَرَوْضَةُ الْعقلاء، وَنَزْهَةُ الفضلاء، الثقات في أسماء رجال الحديث، كِتٰب الصَّحِيْحُ المسمى بالتقاسيم والأنواع، طبقات الأتقياء، ومشاهير علماء الأمصار.

-'তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আছ্-ছিকাত, মা'রিফাতিল-ক্বিবলাহ্, আত্-ত্বাকাতুল-ইস্পাহানিয়্যাহ্, আল-মুসনাদুস্-সহীহ ফিল-হাদীছ, রওযাতুল-'উক্বালা'ই, নুযহাতুল-ফুযালা'ই, আছ্-ছিকাত ফী আসমা'ইর্-রিজালিল-হাদীছ, কিতাবুস্-সহীহুল-মুসাম্মা বিত্-তাক্বাসীম ওয়াল-আন-ওয়া'ই, ত্বাকাতুল-আতকিয়া', মাশাহীরু 'উলামাই'ল-আমসার।'

ইব্ন হিব্বান (র) যে সকল গ্রন্থ রচনা করে অবদান রেখেছেন তার পরিপূর্ণ তালিকা পেশ করা সম্ভব নয়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমরা যেগুলোর সন্ধান পেয়েছি তা নিম্নে পেশ করলাম।

আল-মুসনাদুস্-সহীহ 'আলাত্-তাক্বাসীমি ওয়াল-আনওয়া'ই : **(اَلْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ عَلَى التَّقَاسِيْم وَالأَنْوَاع)** : **(صَحِيْح بنُ حِبَّان)** : গ্রন্থটি 'সহীহ ইব্ন হিব্বান' নামে সকলের নিকট পরিচিত। এটি তার সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে উপকারী গ্রন্থ। আর ইব্ন হিব্বান (র.) এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি এই গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীসই সংকলন করেছেন। এ গ্রন্থটি তাঁর পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা এতে হাদীসগুলো বেশী সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে। এমনকি এটি উনবিংশ শতাব্দীতেও পাঠ করা হতো।[৭৭] দুঃখের বিষয় হলো, এ গ্রন্থটি বিক্ষিপ্ত খণ্ডাকারে কতিপয় পাণ্ডুলিপি আকারে বিভক্ত। তৃতীয় খণ্ডটি মাকতাবায়ে সাইফুল্লাহ্ গ্রন্থাগারে (৫২৪), প্রথম খণ্ডের একটি অংশ দারুল-কুতুবিল-মিসরিয়্যাহ্ (২১৭) বার্লিনের একটি ছোট্ট খণ্ডাকারে (১২৬৮) পাওয়া গেছে। প্রথম খণ্ডটি সারী মদীনা গ্রন্থাগারে (২৮৯), দ্বিতীয়

ইন্তিকাল করেছেন। 'আবদুল-গাফির বলেন, إِمَام عَصْره فِي مَعَانِي الْقِرَاءات وَعُلُوْمِها -তিনি স্বীয় যুগের 'ইলমুল-ক্বিরা'আত ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ইমাম ছিলেন।

দ্র. wmqviæ Avôjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ২৩৭-৩৮; wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫০; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪১; Avj-ÔBevi, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২

৭৬. gÔRvgj-gÔAwjødxb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭

৭৭. কুরানী, Avj-Avbvg (হায়দারাবাদ : ১৩২৮ হি.), পৃ. ৩৫; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৬

খণ্ডটি আহ্মাদ আছ্-ছালিছ (৩৪৭), তৃতীয় খণ্ডটি (৩৪৭), কাত'আতু মিনাল আযহার (৪৩১৮২ হাদীছ) কাত'আতু মিনায্-যাহিরিয়্যাহ্ (১১১)। [৭৮]

কিতাবুছ্-ছিকাত (كِتَابُ الثِّقَاتِ)

গ্রন্থটি হাদীছ বর্ণনাকারীগণের বিশ্বস্ততার উপর একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে সহীহ হাদীস থেকে দুর্বল হাদীছকে পৃথক করার জন্য ও মুহাদ্দিছদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের সম্পর্কে জ্ঞান পিপাসুদের জানানোর জন্য তিনি অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, ফকীহদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে রসূল (স.), তারপর খুলাফায়ি রশিদা, সাহাবা-ই কিরাম, তাবি'ঈ, তাবি'ঈ-তাবি'ঈন এভাবে তার সমসাময়িক পর্যন্ত বীজ্ঞ 'উলামাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, فَكُلُّ مَنْ أَذْكَرُهُ فِى هَذَا الْكِتَابِ الْأَوَّلِ فَهُو صُدُوْقٌ، يَجُوْزُ الْاِحْتِجَاجُ بِخَبْرِهِ -আমি এই গ্রন্থের প্রথমে ঐ সকল বিশ্বস্ত রাভীদের (নাম) উল্লেখ করেছি, যাদের বর্ণীত হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়িয। তবে এই গ্রন্থে তিনি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের থেকে পাঁচটি কারণে مُنْكَرْ হাদীস বর্ণীত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, [৭৯] وَإِنَّمَا أَذْكُرُ فِى هَذَا الْكِتَابِ الشَّيْخِ بَعْدَ الشَّيْخِ وَقَدْ ضَعفَهُ بَعْضَ أَئِمَتِنَا وَوَثْقَهُ بَعْضَهُمْ -আমি এই গ্রন্থে এমন কতিপয় রাভীর নাম উল্লেখ করেছি, যাদেরকে আমাদের ইমামরা দুর্বল রাভী বলেছেন। আবার কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য রাভী বলেছেন। এটি এইজন্য যে, যেহেতু তার عَدَالَة বা ন্যায়পরাণতা ও ثِقَة বা নির্ভরযোগ্যতা দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। আর তিনি عَادِل বা ন্যায়পরায়ণ ও ثِقَة বা নির্ভরযোগ্য রাভীর জন্য যে শর্তারোপ করেছেন তা হলো, عَدَالَة বা ন্যায়পরায়ণতা হলো যে রাভীর ব্যাপারে عَدَالَة বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীতে কোন جَرَح বা দোষ জানা যায়নি। সুতরাং যে রাভীর দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানা যায়না, তিনিই ন্যায়পরায়ণ রাভী। নয় খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থটি ভারতের দক্ষিণ হায়দারাবাদে 'দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-'উছমানিয়াহ্' পরিষদ কর্তৃক ছাপা হয়েছে। তিনি এ গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি যখন সুনান তথা হাদীছ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করাকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি এবং হাদীছ মুখস্থকরণ অধিকাংশ মুসলমানের উপর ওয়াজিব তথা কর্তব্য হিসেবে দেখলাম, আর সহীহ হাদীছ থেকে দুর্বল হাদীছ চেনার, মুহাদ্দিছদের মধ্য থেকে যারা দুর্বল তাদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ব্যতীত সহীহ হাদীছ থেকে দলীল উপস্থাপন করার বিশুদ্ধতা ও তারা যে অবস্থায় ছিলেন তা কেমন সে সম্পর্কে জানার কোন পদ্ধতি না পেয়ে, অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, সম্মানিত ফুকাহা ও পূর্ববর্তীদের থেকে যারা তাদের অনুসরণ করেছেন তাদের নাম লিখতে ইচ্ছা করলাম। যাতে ফকীহদের নিকট এর সংরক্ষণ সহজ হয় এবং হাফিযদের নিকট এর মুখস্থকরণ কঠিন না হয়।[৮০]

মাশাহীরু 'উলামা'ল-আমসার (مَشَاهِيْرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ)

ইব্ন হিব্বান (র.) কতৃক রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি একটি। এটি তাঁর তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। যদিও এটি সদম্ভে পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়নি। এই গ্রন্থে তিনি শহর কেন্দ্রিক প্রসিদ্ধ 'উলামদের নাম উল্লেখ করেছেন। যারা দুর্বল ও পরিত্যজ্য রাভী নয় এবং যারা عَدَالَة বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীতে কোন جَرَح বা দোষে দোষী নয়। যেমন তিনি মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, মিসর,বাগদাদ, ওয়াসত, খুরাসান, ইয়ামেন শাম সহ আরো অন্যান্য অঞ্চলের প্রসিদ্ধ

---

৭৮. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, "মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বানঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান" BmjwgK ÷wWR wimvm Rvbvj (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জুন, ২০১৩/২০১৪ খ্রি.), ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৫

৭৯. মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান আহমাদ আবি হাতিম আত-তামীমী আল-বুসতী, wKZveQ-wQKvZ (দক্ষিণ হায়দারাবাদঃ দা'ইরাতুল কুতুবিল 'উছমানিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./ ১৯৭৩ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১১-১২

৮০. মূল 'আরবী:

فلما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين وأن حفظها يجب على أكثر المسلمين وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح ولا صحة إخراج الدليل من الصريح إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين كيفية ما كانوا عليه من الحالات أردت أن أملي أسامي أكثر المحدثين ومن الفقهاء من أهل الفضل والصالحين ومن سلك سبيله من الماضين بحذف الاسانيد والاكثار ولزم سلوك الاختصار ليسهل على الفقهاء حفظها ولا يصعب على الحافظ

দ্র. wKZveQ-wQKvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবি-তাবি'ঈ এবং 'আলিমদের নাম ও তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেই তার গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, **إِنِّى لَمَّا رَأَيْتُ السُّنن مَلْجًا الْمُسْلِمِيْنَ فِى الأَحْوَال، وَمَقصد الصَّالِحِيْنَ فِى الأَعْمَال،**- অতপর যখন আমি সুন্নাহ/ হাদীসকে বর্তমানে মুসলমানদের আশ্রয়স্থল এবং 'আমালে নেক্কার লোকদের গন্তব্য/ লক্ষ্য হিসেবে দেখলাম। যদিও তাতে গুরুত্বপূর্ণ ফযীলাত রয়েছে কিন্তু তাকে অনেক মিথ্যাবাদী দূষিত করেছে এবং নির্ভরযোগ্য রাভীদের বাস্তব অবস্থা ও জীবনীতিহাস জানার মাধ্যম ছাড়া সহীহ হাদীস থেকে দুর্বল হাদীস পৃথকের পাশাপাশি সরীহ দলীলের সারমর্ম বুঝা কঠিন হয়েছে। শহরের প্রসিদ্ধ 'আলিম ও বিভিন্ন অঞ্চলের ফকীহগণের জীবনী সম্বলিত একটি সুক্ষ্ম গ্রন্থ গ্রহণকারীর জন্য লেখার ইচ্ছা করেছি। যারা দুর্বল ও হাদীস বর্ণনায় পরিত্যাজ্য নয়। শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন দেশের শহরের সুবিন্যাস্থ বিস্তারিত বিবরণেল ইচ্ছা করেছি। কেননা এতে উপকারের আশা করা হয়েছে। নিশ্চয় সেগুলো ছয়টি এলাকা যেগুলোকে ইসলামের বসতি অন্তর্ভূক্ত করে। তাদের ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও ত্রুটিবিচ্যুতি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি **التَّقْرِيْب** (তাকরীব) নামক গ্রন্থে উল্লিখিত ইব্ন হাজার (র.)-এর উক্তির উপর নির্ভর করেছেন। দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে তিনি বিবরণকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। গ্রন্থটিতে ১৬০২ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।[৮১]

কিতাবুল-মাজরূহীনা মিনাল-মুহাদ্দিছীন (كِتَابُ الْمَجْرُوْحِيْنَ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ)

এটি রাভীদের ন্যায়পরায়নতা ও রাভীদের ত্রুটি সম্পর্কিত বর্ণনার একটি গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থে দুর্বল রাভীদের চেনার ও তাদের হাদীস বর্জনের ক্ষেত্রে তার যে ২০ বিশটি মূলনীতি আছে, তা তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি রাভীর নাম ও তার উপর বর্তিত বিধান বা হুকুম উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি আরোপিত বিধানের কারণও উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম নাসাঈ' (র.) যিনি ইমাম ইব্ন হিব্বান (র.)-এর শিক্ষক। তার সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ তাদের গ্রন্থে দুর্বল রাভীর নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছেন এবং সংক্ষিপ্ত মতামত পেশ করেছেন। যেমন, তিনি কোথাও বলেছেন **فُلَانٌ ضَعِيْفٌ** বা অমুক রাভী দুর্বল, **مُنْكَرُ الْحَدِيْث** বা রাভী অপরিচিত, **ضعفه فلان** বা অমুক তাকে দুর্বল বলেছেন, **تركه فلان** বা অমুক তাকে বর্জন করেছে। তারপর তিনি রাভীদের ব্যাপারে ইমামদের মতামত উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি হাদীছ বর্ণনার সঙ্গে হাদীছের অনুবাদকরণ নিষিদ্ধ করেছেন। যা অন্যান্য মুহাদ্দিছরা অপছন্দ করেছেন। তিনি তার গ্রন্থে রাভীদের যে শর্তারোপ করেছেন, সে ব্যাপারে তিনি নিজে বলেন, **إِنِّى ذَاكِرٌ ضُعَفَاء الْمُحَدِّثِيْنَ وأَضْدَاد الْعُدُوْل مِنَ الْمَاضِيْنَ مِمَّنْ أَطْلَقَ أَئِمَّتُنَا عَلَيْهِم الْقَدْح، وَصَح عِنْدَنَا فِيْهِمْ الْقَدْح، لِيَرْقَضَ سُلُوْكَ الأَعوجَاج بِالْقَوْل بِأَخْبَارِهِمْ عِنْد الإِحْتِجَاج،** - নিশ্চয় আমি সে সকল পূর্ববর্তী দুর্বল মুহাদ্দিস/রাভী ও ন্যায়পরায়ণ রাভীদের বিপরীত, যারা তাদের নাম উল্লেখ ও তাদের ত্রুটি সমূহ আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। আমাদের নিকট তাদের ত্রুটিসমূহের বর্ণনা সঠিক মনে হচ্ছে। কারণ তাদের বর্ণীত হাদীছের মাধ্যমে দলীল পেশ করার মাধ্যমে কথার তির্যকতার পথ পরিহার করা যায়। গ্রন্থটি দুইবার মুদ্রিত হয়েছে। একবার ভারতে, অন্যবার হালবে। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।[৮২]

রওযাতুল-'উকালা' ওয়া নুযহাতুল-ফুযালা (رَوْضَةُ الْعُقَلَاءِ وَنُزْهَةُ الْفُضَلَاءِ)

শিষ্টাচার, সভ্যতা, সংস্কৃতি, উত্তম চরিত্র, প্রশংসিত আচার ব্যবহার সম্বন্ধিত এ গ্রন্থটি একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মাতবা'আতুস্-সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়াহ, মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন 'আবদুল-হামিদ মুহাম্মদ 'আবদুর্-রাজ্জাক হামজা ও মুহাম্মদ হামিদ আল-ফাক্কী (র.)-এর তাহকীক সহ প্রকাশিত। ইহা একটি প্রশিক্ষণমূলক গ্রন্থ যা দ্বারা তার লেখক উপদেশ ও প্রশিক্ষণের ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

তিনি বলেন,

৮১. gvkvnxiæ ÔDjvgvÕBj-Avgmvi, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; gÔRvgj-gÕAwjødxb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭

৮২. wKZvej-gvRiƒnxbv wgbv-gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬

لما رَأَيْتُ الرّعَاع مِنَ الْعِلْمِ يُغْتَرُوْنَ بِأفعَالِهِمْ، الهمج مِنَ النَّاس يَقْتَدُوْنَ بِأمْثَالِهِمْ، دعانى ذَالِك إلى تَصْنِيْفِ كِتَاب خَفِيْف، يَشْتَمِلُ مُتَضَمّنَهُ عَلى مَعْنى لَطِيْف، مِمَّا يَحْتَاج إلَيْهِ الْعُقَلاءِ فِى أيَّمِهم مِنْ مَعْرِفَةِ الأحْوَال فِى أوْقَاتِهِم لِيَكُوْنَ كَتَذْكِرَةِ لِذوه الحَجى عنْد حَضْرَتِهم

-অতপর আমি যখন দেখলাম সাধারণ ‘আলিমকে যারা তাদের কর্মে আশ্চার্যিত হয়, নিম্ন শ্রেণীর লোককে যারা তাদের অনুরূপ লোকদের অনুসরণ করে। ইহা আমাকে একটি সহজ গ্রন্থ রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করল। যার বিষয়বস্তু একটি সুক্ষ্ম অর্থকে অন্তর্ভূক্ত করে। যা প্রতি তৎকালীন যুগের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রয়োজন ছিল, তাদের সময়কার অবস্থা জানার জন্য। যেন তাদের উপস্থিতিতে বুদ্ধিমানদের জন্য স্বরণের বিষয় এবং তাদের অনুপস্থিতিতে নিষেধকারীদের জন্য সাহায্যকারী হয়।[৮৩] তিনি এই গ্রন্থটিতে ৪৭ টি বাব অন্তর্ভূক্ত করেছে। আর এই গ্রন্থটি কুর’আনূল-কারীমের আয়াত, সহীহ হাদীস ও সুমিষ্ট কবিতার মাধ্যমে সৌন্দর্য্য মন্ডিত করেছেন। যা গ্রন্থটিকে পাঠকদের নিকট প্রিয় করেছে। এটি ১৩২৮ হিজরী সনে কায়রো থেকে মুদ্রিত হয়।

তারীখুস্-সাহাবাতা আল্লাযিনা রুইয়া ‘আনহুমুল-আখবার (تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار)

এটি ইব্ন হিব্বান (র.)-এর রচিত একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি সেই সমস্ত সাহাবীদের নাম একত্রিত করেছেন, যাদের থেকে হাদীছ বর্ণীত হয়েছে। আর তাঁদের নামের ক্রমধারা নামের প্রথম অক্ষর অথবা কুনিয়াত দিয়ে ঠিক করেছেন। তিনি এখানে এক হাজার নয়শত আট জন পুরুষ ও নারী সাহাবীদের নামের বর্ণনা দিয়েছেন।[৮৪]

কিতাবুল ‘আজমাত (كِتَابُ الْعَظْمَةْ)

আরিফ হিকামাত গ্রন্থাগারে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

মুখতাছার ফিল-হুদূদ (مُخْتَصَرٌ فِيْ الْحُدُوْد)

১৭০ ক্যাটালগে বাতাফিয়া গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আকার রক্ষিত আছে।

আসমাউস্-সাহাবাহ্ (أَسْمَاءِ الصحَابَةْ)

৩৯০ নাম্বারে আরিফ হিকমাত লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে।

তাফসীরুল-কুর’আন (تَفْسِيْرُ الْقُرْآن)

১৯১০ নাম্বার ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মদীনার আল-মাহমূদা গ্রন্থাগারে ১৫ নং ক্যাটালগে পাণ্ডুলিপি আকারে সংক্ষিরত আছে।

হাদীছুল-আফরার (حَدِيْثُ الأفْرَار)

৫৩/১ নাম্বার ক্যাটালগে আল-মাকতাবাতুয্-যাহিরিয়্যাতে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে।

শু‘আবিল-ঈমান (شُعَبُ الإيْمَان)

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম ইব্ন হিব্বান গ্রন্থ রচনা করেন বলে ধারানা কাা হয়। অতঃপর তার অনুকরণে আল হালীমিও আল-বায়হাকী (র) শু‘আবুল ঈমান বিষয়ে রচনা করেন।

কিতাবুস্-সাহাবাহ্ (كِتَابُ الصحَابَةْ)

এ গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত।

৮৩. i l hvZj-ÔDKvjvÕ Iqv bhnvZj-dhvjvÕ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৮৪. ZvixLm-mvnvevZv Avjøvwhbv iæBqv ÔAvbûgj-AvLevi, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

কিতাবুত্-তাবি‘ঈন (كِتَابُ التَّأبِعِيْنِ)

এ গ্রন্থটি ১৫ খণ্ডে বিভক্ত।

কিতাবু আতবাইত্-তাবি‘ঈন (كِتَابُ أَتْبَاعِ التَّابِعِيْنِ)

এ গ্রন্থটি ১৫ খণ্ডে বিভক্ত।

কিতাবু তাবইল-আতবাই (كِتَابُ تَبْعِ الأَتْبَاعِ)

এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত।

কিতাবুত্-তাব‘ঈত্-তাব‘ঈ (كِتَابُ تَبْعِ التَّبْعِ)

এ গ্রন্থটি ১৭ খণ্ডে বিভক্ত।

কিতাবুল-ফাসলি বাইনান্-নাকালাহ্ (كِتَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ النَّقْلَةِ)

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত।

কিতাবু ‘ইলালু আওহামিত্-তাওয়ারীখ (كِتَابُ عِلَلُ أَوْهَامِ التَّوَارِيْخِ)

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত।

কিতাবু মা ইনফারাদা বিহী আহলুল-মাদীনা মিনাস্-সুনান (كِتَابُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنَ السُّنَنْ)

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত।

কিতাবু মা ইনফাদা বিহী আহলুল-মাক্কাহ্ মিনাস্-সুনান (كِتَابُ مَا اِنْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ مِنَ السُّنَنْ)

এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত।

কিতাবু গারাইবুল-আখবার (كِتَابُ غَرَائِبُ الأَخْبَارِ)

এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত।

কিতাবু মা আগরাবুল-কূফীয়ূন ‘আনিল-বাসরীয়্যিন (كِتَابُ مَا أَغْرَبُ الْكُوْفِيُّوْن عَنِ الْبَصْرِيِّيْنِ)

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত।

কিতাবু মা আগরাবাল বাসরিয়্যূন ‘আনিল-কূফীয়ীন (كِتَابُ مَا أَغْرَبُ الْبَصْرِيُّوْنَ عَنِ الْكُوْفِيِّيْنِ)

এ গ্রন্থটি ৮ খণ্ডে বিভক্ত।

ফাসলি ওয়াল-ওয়াসলি (الفَصْلُ وَالوَصْلُ)

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত।

আদাবির্-রাহালাহ্ (مَوْقُوْفُ مَارَفَعَ)

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত।

আদাবুর্-রিহালাহ্ (أَدَبِ الرِّحَالَةُ)

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত।

‘ইলালি মানাকিবু আবী হানীফাহ্ ওয়া মাছালিবিহী (عِلَلُ مَنَاقِبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَثَالِبِهِ)

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত।

‘ইলালি মা ইসতানাদা ইলায়হি আবূ হানীফাহ্ (عِلَلِ مَا اِسْتَنَدَ إِلَيْهِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ)

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত।

মা খলাফাছ্-ছাওরী ফীহি শু‘বাতা’ (مَا خَالَفَ الثَّوْرِيْ فِيْهِ شُعْبَةَ)

এ গ্রন্থটি ৩ খণ্ডে বিভক্ত।

‘ইলালি হাদীছিয্-যুহরী (عِلَلِ حَدِيْثِ الزُّهْرِىّ)

এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত।

মানাকিবু মালিক ইব্ন আনাস (مَنَاقِبُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ)

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত।

‘ইলালুল হাদীছ মালিক (عِلَلُ الْحَدِيْثُ مَالِكٌ)

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত।

মানাকিবুশ্-শাফি‘ঈ (مَنَاقِبُ الشافِعِي)

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত।

আল-মু‘জামু ‘আলাল-মুদুন (مُعْجَمُ عَلَى الْمُدُنْ)

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে সন্নিবিশিত।

আল-মুকিল্লীন মিনাল-হিজাযীয়্যিন (اَلْمُقِلِّيْن مِنَ الْحَجَازِيِّيْن)

এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত।

আল-মুকিল্লীন মিনাল-ইরাকিয়্যীন (اَلْمُقِلِّيْن مِنَ الْعِرَاقِيِّيْن)

এ গ্রন্থটি ২০ খণ্ডে বিভক্ত।

আল-জাম্‘ঈ বাইনাল-আখবারিল-মুতাযাদ্দাহ্ (اَلْجَمْعُ بَيْنَ الأَخْبَار الْمُتَضَّادَةْ)

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত।

ওয়াস্ফিল-মু‘আদ্দিল ওয়াল-মু‘আদ্দাল (وَصْفِ الْمُعَلِّلْ وَالْمُعَلّلْ)

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত।

মা ‘ইনদা শু‘বাতা ‘আন কাতাদাহ্ ওয়া লাইসা ‘ইনদা সা‘ঈদ ‘আন কাতাদাহ্ (مَا عِنْدَ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةْ وَلَيْسَ عِنْدَ سَعِيْدِ عَنْ قَتَادَةْ)

এ গ্রন্থটি দু’ খণ্ডে বিভক্ত।

আসামী মাইয়্যু‘রাফু বিল-কুনা (أَسَامِيْ مِنْ يُّعْرَفُ بِالْكُنٰى)

এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত।

কুনা মাইয়্যু‘রাফু বিল-’আসামী (كُنٰى مَنْ يُّعْرَفُ بِالأَسَامِيْ)

এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত।

আত্-তামীয বাইনা হাদীছিন্-নাদরি আল-হাদানী ওয়ান্-নাযরিল-খায্যাজ (اَلتَّمِيِّزُ بَيْنَ حَدِيْثِ النَّضْرِ الْحَدَانِىْ، وَالنضْرِ الْخَزاز)

এ গ্রন্থটি দু' খণ্ডে বিভক্ত।

আল-ফাসলু বাইনা হাদীছি আশ'আছ ইব্ন মালিক ওয়া আশ'আছ ইব্ন সিওওয়ার (اَلْفَصْلُ بَيْنَ حَدِيْثِ أَشْعَثْ بن مَالِكْ، وَأَشْعَثْ بن سِوار)

এ গ্রন্থটি দু' খণ্ডে বিভক্ত।

আল-ফাসলু বায়না হাদীছি মানসূর ইবনুল-মু'তামির ওয়া মানসূর ইব্ন যাজান (اَلْفَصْل بَيْنَ حَدِيثِ مَنْصُوْرْ بْنُ الْمعْتَمِرُ، وَمَنْصُوْر بن زَاذَان)

এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত।

আল-ফাসলু বায়না মাহ্কূল আশ্-শামী ওয়া মাকহুল আল-আযদী (اَلْفَصْل بَيْنَ مَحْكُوْل الشَّامِيْ وَمَحْكُوْل الأَزْدِىْ)

এ গ্রন্থটি এক খণ্ড বিশিষ্ট।

মা আসনাদা জুনাদাহ্ 'আন 'উবাদাহ্ (مَا أَسْنَدَ جُنَادَةْ عَنْ عُبَادَةْ)

এ গ্রন্থটি এক খণ্ড বিশিষ্ট।

আল-ফাসলু বায়না হাদীছি ছাওর ইব্ন ইয়াযীদ, ওয়া ছাওর ইব্ন যায়দ (اَلْفَصْل بَيْنَ حَدِيْثِ ثَوْر بْن يَزِيْد، وَثَوْر بن زَيْد)

এ গ্রন্থটি এক খণ্ড বিশিষ্ট।

মা জা'আলা 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'ওমার, 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (مَا جَعَلَ عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ)

এ গ্রন্থটি দু' খণ্ডে বিভক্ত।

মা জা'আলা শায়বানু সুফয়ান, আও সুফইয়ান শায়বান (مَا جَعَلَ شَيْبَانُ سُفْيَان، أَوْ سُفْيَان شَيْبَان)

এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত।

আল-আবওয়াবুল-মুতাফাররিকাহ্ (الْأَبْوَابُ الْمُتَفَرِّقَةْ)

এ গ্রন্থটি ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত।

আল-ফাসলু বায়না হাদ্দাছানা ওয়া আখবারানা (اَلْفَصْل بَيْنَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا)

এ গ্রন্থটি এক খণ্ড বিশিষ্ট।

আত্-তারীখ (اَلتَّارِيْخْ)

এটি বিশাল একটি গ্রন্থ। এজন্য পরবর্তীতে ইব্ন হিব্বান (র) এটিকে 'আছ্-ছিকাত' ও 'আদ্-দু'আফা'' নামে দু'টি গ্রন্থ সংকলনে মনোনিবেশ করেন। সহজভাবে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থ দু'টি রচনা করেন।

ওয়াসফিল-'উলূমি ওয়া আনওয়া'ইহা (وَصْفِ الْعُلُوْمِ وَأَنْوَاعِهَا)

এ গ্রন্থটি ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত।

সিফাতুস্-সালাহ্ (صِفَةُ الصلَاةْ)

এ গ্রন্থটির নাম তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

মুহাজ্জাতিল-মুবতাদি'ইন (مَحَجَّةِ الْمُبْدَئِيْن)

'রাওযাতুল 'উকাল' গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় এর নাম উল্লিখিত হয়েছে।

আল-'আলিম ওয়াল-মুতা'আল্লিম (الْأَعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمْ)

'রাওযাতুল 'উকালা গ্রন্থে ২৭ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

হিফযুল্-লিসান (حِفْظُ اللِّسَانْ)

'রাওযাতুল 'উকালা গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মুরা'আতুল-'আশারাহ্ (مُرَاعَاةُ الْعَشَرَةْ)

'রাওযাতুল 'উকালা গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

আছ্-ছিকাতু বিল্লাহ্ (ثِقَةٌ بِالله)

'রাওযাতুল 'উকালা গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

কিতাবুত্-তাওয়াক্কুল (كِتَابُ التَّوَكُّلْ)

'রাওযাতুল 'উকালা গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মুরা'আতুল-ইখওয়ান (مُرَاعَاتُ الْإِخْوَانْ)

'রাওযাতুল 'উকালা গ্রন্থের ১৫৯ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-ফাসলু বায়নাল-গনী ওয়াল-ফিক্র (اَلْفَصْلُ بَيْنَ الْغَنِىْ وَالْفِقْرْ)

'রাওযাতুল 'উকালা গ্রন্থের ২০০ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

আস্-সাখা' ওয়াল-বায্লি (السَّخَاءُ وَالْبُخْلُ)

'রাওযাতুল 'উকালা গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠার এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৫]

ইন্তিকাল

ইব্ন হিব্বান (র) ৮০ বছর বয়সে[৮৬] ২২ শাওয়্যাল ৩৫৪ হিজরী[৮৭] মুতাবিক ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর জুমু'আর রাতে ইন্তিকাল করেন।[৮৮] জুমু'আর নামাযের পর তার বাড়ীর নিকটে বুস্ত শহরে বাড়ীর পার্শ্বে হাদীস বিতরণের উদ্দেশ্যে যে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে তাকে সমাহিত করা হয়।[৮৯] আল-হাকিম বলেন,

---

৮৫. ilhvZj-ÔDKvjvÕIqv bhnvZj-dhvjvÕ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৯; Avj-Bnmvb wеZviZxwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১-১৫; সিদ্দীক ইব্ন হাসান ইব্ন 'আলী আল-বুখারী আল-কুনুজী, AvZ-ZvR Avj-gKv¤§vj (রিয়াদ : মাতকামাতু দারুস সালাম, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩০১-৩০২; Avj- AvÕjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮; gÔRvgj-ej'vb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৫-৪৯৭; ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৬-২০৭; ZvixLm-mvnvevZv-Avjøwhbv iæBqv ÔAvbûgj-AvLevi, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১৫

৮৬. ZevKvZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬; Avj-ÔAvjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮

৮৭. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র.) বলেন, مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعُ وَّخَمْسِيْنَ وَثَلَاثِمِائَةٍ -তিনি ৩৫৪ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। দ্র. gxhvbj-BÔwZ'vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯; gÔRvgj-gÔAwjødxb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; Avj-ÔAvjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন,

مَاتَ أَبُوْ حَاتِمِ بْنِ حِبَّان فِيْ شَوَّال سَنَةَ ارْبَعٌ وَّخَمْسِيْنَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ

وأبو حاتم كبيرفي العلو وكان يحسد لفضله ثم أرخ وفاته في ليلة الجمعة ثامن شوال سنة أربع وخمسين وهفن بقرب داره التي جعلها مدرسة لأصحاب الحديث.

-'আবূ হাতিম জ্ঞানের ক্ষেত্রে সুমহান ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তার সাথে হিংসা করা হতো। তিনি ৩৫৪ হিজরীর ৮ শাওয়াল জুমু'আর রাতে ইন্তিকাল করেন। বাড়ীর পার্শ্বে হাদীস বিতরণের উদ্দেশ্যে যে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানেই তাকে দাফন করা হয়।'

ইব্ন হিব্বান সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

ইব্ন হিব্বান (র)-এর জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য, লিখনী ও গ্রন্থাবলী সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। যা আমরা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম আন্-নায়শাপূরী (র) (মৃত ৪০৫ হি.) বলেন,[৯০]

أَبُوْ حَاتِمْ اَلْبُسْتِيْ اَلْقَاضِيْ كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ اَلْعِلْمِ فِيْ اللُّغَةِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ وَالْوَعْظِ، وَمِنْ عُقَلاَءِ الرِّجَال، صَنَّفَ فَخَرَجَ لَهُ مِنَ التَّصَنِيْفِ فِيْ الْحَدِيْثِ مَالَمْ يُسْبَق إِلَيْهِ.

-'আবূ হাতিম আল-বুসতী অল-কাযী ছিলেন অভিধান, ফিক্হ, হাদীছ, ওয়াইজ বিষয়ে জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ, বুদ্ধিমানদের অন্যতম। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। হাদীছের উপর এমন গ্রন্থ লিখেন যার নযীর ইতোপূর্বে নেই।'

২.আল-খতীব আল-বাগদাদী (র) (মৃত ৪৬৩ হি.) বলেন,[৯১] **كَانَ اِبْنُ حِبَّان ثِقَةً نَبِيْلاً فَهْمًا.**-'ইব্ন হিব্বান ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাবী ও বিজ্ঞ পণ্ডিত।'

৩. আস্-সাম'আনী (র) (মৃত ৫৬২ হি.) বলেন,[৯২] **كَانَ أَبُوْ حَاتِمْ إِمَامُ عَصْرِهِ، صَنَّفَ تَصَانِيْفُ لَمْ يُسْبَقُ إِلى مِثْلُهَا**
-'আবূ হাতিম স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। তিনি এমন কিছুসংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার নযীর ইতোপূর্বে কেউ উপস্থাপন করেননি।'

৪. ইব্নুল-আছীর (র) (মৃত ৬৩০ হি.) বলেন,[৯৩] **إِمَامُ عَصْرِهِ، لَهُ تَصَانِيْفُ لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهَا.**-'তিনি স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। তার এমন কতিপয় রচনা রয়েছে, যার অনুরূপ কোন গ্রন্থ ইতোপূর্বে কেউ লিপিবদ্ধ করেননি।'

-আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান (র.) ৩৫৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২২

৮৮. gÔRvgj gAwjødxb, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭; Avj-ÔAvjvg, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮; কার্ল ব্রোক্যালম্যান বলেন,

تُوَفَّى بِهَا وَهُوَ اِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، يَوْم ٢٢ من شَوَال سَنَة ٣٤٥هـ/ ٢١ من أكتوبر ٩٦٥م.

-তিনি সেখানে ৩৪৫ হিজরীর ২২ শাওয়াল/৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর ৮০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন।

দ্র. ZvixLj-Av'wej-ÔAvivex, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৫

৮৯. আস্-সাম'আনী (র) বলেন,

مَاتَ فِى شَوَّال سَنَة أَرْبَع وَخَمْسِيْنَ وَثَلاَثمِائَةٍ، وَدُفِنَ بِبُسْتِ فِيْ الصُّفَّةِ الَّتِيْ اِبْتَنَاهُ بِقُرْبِ دَارِهِ التى هِى اليَوْمُ مَدْرَسَةٌ لِأَصْحَابِهِ

-তিনি ৩৫৪ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বাড়ীর নিকটে বুস্ত শহরে হাদীছ বিতরণের উদ্দেশ্যে যে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে তাকে সমাহিত করা হয়।

দ্র. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০

৯০. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯; wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯

৯১. wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪; ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; ZevKvZj-ûddvh, পৃ. ৩৭৬

৯২. Avj-Avbmve, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯

৫. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হি.) বলেন,[৯৪]

مُحَمَدُ بْنُ حِبان، أَبُوْ حَاتِمْ اَلبُسْتِيْ اَلْحَافِظْ، صَاحِبُ الأَنْوَاعِ، وَمُؤَلِّفُ كِتَابِيْ الْجَرْحِ وَالتعْدِيْلِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. كَانَ مِنْ أَئِمةِ زَمَانِهِ، وَطَلَبَ الْعِلْمَ عَلَى رَأْسِ الثَلاَثِمائَةِ، وَأَدْرَكَ أَبَا خَلِيْفَةْ، وَابَا عَبْدِ الرحمن النسائِيْ.

-‘মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান আবূ হাতিম আল-বুস্‌তী আল-হাফিয, আল-আনওয়া‘র রচনাকারী, কিতাবুল জার্‌হ ওয়াত্-তা‘দীল ও অন্যান্য গ্রন্থের লিখক। তিনি ছিলেন স্বীয় যুগের ইমাম। তিনি হিজরী তৃতীয় শতকের শেষের দিকে জ্ঞান অর্জন করেন। আবূ খলীফাহ্ ও আবূ ‘আবদির্-রহমান আন্-নাসা’ঈ (র)-এর যুগ পেয়েছেন।’

৬. আল-ইয়াফি‘ঈ (র) (মৃত ৭৬৮ হি.) বলেন,[৯৫]

اَلْعَلاَّمَة الْبَحْر اَلْحَافِظْ صَاحِبُ التَّصَانِيْف أَبُوْ حَاتِمْ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّان التَّمِيْمِىْ اَلْبُسْتِىْ، وَكَانَ مِنْ اَوْعِيَةِ الْعِلْمِ الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ واللُّغَةِ وَالْوَعْظِ وَغَيْر ذلِكَ حَتَّى الطِّبَّ وَالنُّجُوْمِ وَالْكَلاَمِ.

-‘তিনি জ্ঞানের সাগর ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তাঁর নাম আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান আত্-তামীমী আল-বুস্‌তী। তিনি হাদীছ, ফিক্‌হ, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন।’

৭. আবূ সা‘ঈদ আল-ইদ্‌রীসী বলেন,[৯৬] **كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الدِّيْنِ، وَحُفَّاظِ الآثَارِ، عَالِمًا بِالطِّبِّ، وَبِالنجُوْمِ، وَفُنُوْنِ الْعِلْمِ.** -‘দ্বীনের ব্যাপারে বিশিষ্ট ফিক্‌হবিদদের অন্যতম, হাদীছের হাফিয, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।’

৮. হাফিয ইব্ন হাজার ‘আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.) বলেন,[৯৭]

كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ زَمَانِهِ، وَطَلَبَ الْحَدِيْث عَلَى رَأسِ سنة ثلاث مِئَة، وَقالَ أَيْضًا : كَانَ عَارِفًا بِالطِّبِّ وَالنجُوْمِ وَالْكَلاَمِ وَالْفِقْهِ، رَأسًا فِيْ مَعْرِفَةِ الْحَدِيْثِ.

-‘তিনি স্বীয় যুগের ইমামগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি তিনশত হিজরীর সূচনাতে হাদীছ সংকলন করেন। তিনি আরও বলেন, তিনি ছিলেন চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কালাম, ফিক্‌হ বিষয়ে বিজ্ঞ এবং হাদীছের বিষয়ে শায়খ বা নেতা।’

৯. ইব্ন তাগরী বিরদী (র) (মৃত ৮৭৪ হি.) বলেন,[৯৮]

اَلْحَافِظْ الْعَلاَّمَةْ أَبُوْحَاتِمْ التَّمِيْمِىْ صَاحِبُ التَّصَانِيْف اَلْمَشْهُوْرَة، كَانَ عَالِمًا بِالْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ وَالطِبِّ وَأَلنُّجُوْمِ وَفُنُوْنِ مِنَ الْعُلُوْمِ، وَأَلَّفَ ((الْمُسْنَدُ الصَّحِيْح)) و ((اَلتَّارِيْخُ)) وَ ((الضعَفَاءِ)).

-‘আবূ হাতিম আত্-তামীমী ছিলেন বহুগ্রন্থ প্রণেতা, প্রসিদ্ধ লেখক, হাদীছের হাফিয এবং চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পণ্ডিত। তিনি ‘আল-মুসনাদুস্-সহীহ’, ‘আত্-তারীখ’ ও ‘আদ্-দু‘আফা’ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।’

১০. ইবনুল-‘ইমাদ আল-হাম্বালী (র) (মৃত ১০৮৯ হি.) বলেন,

اَلْعَالِمُ الْحِبْرُ وَالْعَلاَّمَةُ اَلْبَحْرُ أَبُوْ حَاتِمْ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّان صَاحِبُ الصَّحِيْح كَانَ حَافِظًا ثَبْتًا إِمَامًا حُجَّة أَحَدُ أَوْعِيَة الْعِلْمُ صَاحِبُ التَّصَانِيْف.

---

৯৩. Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১

৯৪. gxhvbj-BÔwZ‘vj, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮-৯৯

৯৫. wgiÔAvZj-wRbvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৮

৯৬. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩২; wmqvi æ ÔAvjwgb-bevjvÕ, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪

৯৭. wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৬-৪৭

৯৮. Avb-bRgh-hvwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯২

Dhaka University Institutional Repository

-'আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান ছিলেন একাধারে জ্ঞানের সাগর, সহীহ গ্রন্থের লেখক, হাদীছের হাফিয, ইমাম, হুজ্জাহ্, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞ ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা।'

১১. খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী (র) বলেন,[৯৯] **اِبْنُ حِبان مُؤَرِّخٌ، عَلامةُ، جَغْرَافِي، مُحَدِّثٌ.** -'ইব্ন হিব্বান ঐতিহাসিক, জ্ঞানী, ভূগোলবিদ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন।'

১২. 'উমার রিযা কাহ্হালাহ্ বলেন,[১০০] **مَحَمَّد بن حِبَّان مُحَدِّثٌ، حَافِظٌ، مُؤُرِّخٌ فَقِيْهُ، لُغَوِىٌّ، وَاعِظٌ، مَشَارِكُ فِيْ الطِّبْ وَالنُّجُوْمِ وَغَيْرَهَا.** -'মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ, হাফিয, ঐতিহাসিক, ফকীহ্, অভিধানবিদ, ওয়াইজ বিষয়ে জ্ঞান-ভাণ্ডার স্বরূপ, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ে বিজ্ঞ।'

---

৯৯. Avj-ÔAvjvg, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৮

১০০. gÔRvgj-gÕAvwjødxb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭

Qô Aa¨vq

mnxn Beb wneŸv‡b nv‘xQ msKj‡bi kZvejx I msKjb c×wZ

c_g Ab‡”Q‘: nv‘xQ msKj‡bi kZvejx

wØZxq Ab‡”Q‘: nv‘xQ msKj‡bi c×wZ

ষষ্ঠ অধ্যায়
হাদীছ সংকলনের শর্তাবলী
প্রথম অনুচ্ছেদ

সহীহ ইব্ন হিব্বানে হাদীছ সংকলনের শর্তাবলী

ইমাম ইব্ন হিব্বান (র.) তার সংকলিত গ্রন্থে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশকিছু শর্তারোপ করেছেন। তার মধ্যে কিছু শর্ত রয়েছে যা রাভীর (বর্ণনাকারী) সাথে সম্পৃক্ত। হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাভীর (বর্ণনাকারী) মধ্যে যে পাঁচটি গুণের শর্তারোপ করেছেন তা নিম্নরূপ।

১. রাভীকে দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ العدالة বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

২.হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে রাভীকে الصِدق বা সত্যবাদীতায় প্রসিদ্ধ লাভ করতে হবে।

৩. হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণীত হাদীছের ব্যাপারে العقلবা পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি থাকতে হবে।

৪. হাদীছের সকল সম্ভব্য অর্থের বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান থাকতে হবে।

৫. রাভীর হাদীছটি التدليس বা (সনদের দোষ-ত্রুটি) মুক্ত হওয়া।

কোন রাভীর (বর্ণনাকারী) মধ্যে উপরোল্লিখিত পাঁচটি গুণের সমাহার ঘটলে তিনি সে রাভীর (বর্ণনাকারী) বর্ণীত হাদীছ صحِيح বা বিশুদ্ধ হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কোন রাভীর (বর্ণনাকারী) মধ্যে পাঁচটির কোন একটির ঘাটতি দেখা দিলে তিনি তার হাদীছ গ্রহণ করেন নি।[১]

ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, এখানে العقل বা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তথা পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি বলতে বুঝিয়েছি, শব্দ সম্পর্কে এতটুকু উপলব্ধি যাতে হাদীছের সঠিক তাৎপর্য ঠিক থাকে। হাদীছের যে পরিভাষা গুলো আছে সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা যাতে কোন موقُوف বা মাওকূপ হাদীছকে مرسل বা মুরসাল ও مرسل বা মুরসাল হাদীছকে مرفُوع বা মারফূ' বলা না হয় এবং কারো নামকে বিকৃত করা না হয়।

তিনি العلم বা হাদীছের সকল সম্ভব্য অর্থের বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা এমন পরিপূর্ণ জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন যে জ্ঞানের দ্বারা রাভী (বর্ণনাকারী) যদি কোন লিখিত হাদীছ বর্ণনা করেন অথবা মুখস্ত হাদীছ বর্ণনা করেন অথবা কোন হাদীছ সংক্ষেপ করেন, তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে অর্থে উক্ত হাদীছ ব্যবহার করেছেন, তা ছেড়ে অন্য অর্থের দিকে ধাবিত না হয়।

তিনি এখানে التدليس বা (সনদের দোষ-ত্রুটি) থেকে মুক্ত হওয়া দ্বারা এমন রাভী (বর্ণনাকারী) বর্ণনা করবে যার মধ্যে উপরোক্ত পাঁচটি গুণ থাকবে এবং তিনি তাঁর সমমর্যাদার বা সমপর্যায়ের রাভী (বর্ণনাকারী) থেকে এমনভাবে বর্ণনা করবেন যাতে সনদের ধারাবাহিকতা রসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত পৌছায়।[২]

তিনি العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা রাভীর (বর্ণনাকারী) অধিকাংশ কাজে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা যদি العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা রাভীর (বর্ণনাকারী) বর্তমান অবস্থা পাপমুক্ত উদ্দেশ্য না নেয়া হতো, তাহলে পৃথিবীতে কোন عادل বা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পাওয়া যেতো না। কেননা

---

১. Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬

২. mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩; ইব্ন হিব্বান, mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও ড. খালিস আয় দামির (বৈরূত: দারু ইব্ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. -১০৮-০৯

কোন মানুষের অবস্থায়ই শয়তানের কূ-মন্ত্রণা হতে নিরাপদ নয়। আর العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা মানুষের প্রকাশ্য অবস্থা যা বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য করতে সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর العدالة বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত হচ্ছে, অধিকাংশ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হওয়া।[৩]

আর ইব্ন হিব্বান (র.) المختلط বা মিশ্রণকারী المدلس বা (সনদের দোষ-ক্রুটি) গোপণকারী ও المبتدع বা বিদ'আতকারীর বর্ণনা সম্পর্কে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে সহীহ হাদীছের শর্তকে পূর্ণতা দিয়েছেন এবং তাদের বর্ণীত হাদীছের হুকুম সম্পর্কে বলেন, যে সব বর্ণচোরা রাভী (বর্ণনাকারী) অন্যের মতামত নিজের নামে চালিয়ে দেয়, যেমন মুরজিয়া, রাফিযী এবং তাদের কিছুলোক; আমরা তাদের বর্ণনা তখনই গ্রহণ করি, যখন তাদের বর্ণনা প্রণীত শর্তানুযায়ী ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাভীর (বর্ণনাকারী) বর্ণনার মত হয়। এমনিভাবে তাদের সকল মতামত ও অনুসৃত বিষয়াবলীর ব্যাপারেও। কিন্তু যদি তারা তাদের জালকৃত বিধানের প্রতি আহ্বানকারী হয়, তাহলে তাদের বর্ণনা গ্রহণ করি না। কেননা স্বীয় মাযহাবের প্রতি আহ্বানকারী এবং উহার রক্ষাকারী ইমাম যদিও ثقة বা নির্ভরযোগ্য হন এবং আমরা তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করি, যা তার প্রতি ও তার মতের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া বৈধতার শামিল হয়। তাই সতর্কতা হচ্ছে, জালকৃত বিধানের প্রতি আহ্বানকারী ইমামদের বর্ণনা পরিহার করা এবং ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাভীদের বর্ণনা দ্বারা স্বীয় শর্তানুযায়ী দলীল গ্রহণ করা।

আর জীবনের শেষভাগে যারা المختلط বা মিশ্রণকারী হয়েছেন ; যথা আল-জারীরী, সু'দী ইব্ন আবী 'আরূবাহ এবং তাদের সমতুল্যদের থেকে বর্ণীত হাদীছ সহীহ ইব্ন হিব্বানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের বর্ণীত হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের শুধুমাত্র সেসব হাদীছের উপর নির্ভর করেছেন, যে হাদীছগুলো পূর্ববর্তী ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাভীগণ তাদের মিশ্রণ করার দোষে দোষী হওয়ার পূর্বে শ্রবণ করেছেন এবং ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাভীগণ যে সব হাদীছের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। তখন অন্য দিক বিবেচনায় উক্ত হাদীছটিকে صحيح বা বিশুদ্ধ ও متقن বা সুদৃঢ় হওয়ার ক্ষেত্রে ইব্ন হিব্বান কোন সন্দেহ করেন নি।

আর مدلس বা (সনদের দোষ-ক্রুটি) গোপণকারী যদিও ثقة বা নির্ভরযোগ্য ও عادل বা ন্যায়পরায়ণ হয়, তাহলে তিনি তাদের বর্ণনা কেবল তখনই গ্রহণ করেছেন, যখন তারা বর্ণীত হাদীছটি শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন আস্-সাওরী, আ'মাশ, আবূ ইসহাক এবং সমপর্যায়ের, সু-দৃঢ় বুজুর্গ ইমামগণ। কেননা তিনি যদি শ্রবণ স্পষ্ট হওয়া ব্যতীত المدلس বা গোপণকারীর হাদীছ গ্রহণ করেন, যদিও সে المدلس বা গোপণকারী ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাভী হন, তাহলে আমাদেরকে সকল مقتوع বা মাকতূ' ও مرسل বা মুরসাল হাদীছও গ্রহণ করতে হয়। কেননা مدلس বা (সনদের দোষ-ক্রুটি) গোপণকারী হয়তঃ সংশ্লিষ্ট হাদীছে تدليسবা (সনদের দোষ-ক্রুটি) গোপণ করেছেন এমন কোনضعيف বা দুর্বল রাভী (বর্ণনাকারী) থেকে যে উহা প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে উল্লেখ করেন নি। তবে مدلس বা গোপণকারী যদি এমন হয় যে, ثقة বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ব্যতীত অন্য কারো থেকে تدليس বা (সনদের দোষ-ক্রুটি) গোপণ করেন নি, তাহলে ইব্ন হিব্বান তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, যদিও শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট না হয়। আর এটি পৃথিবীতে একমাত্র সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা তিনি কেবলমাত্র ثقة বা নির্ভরযোগ্য ও متقن বা সু-দৃঢ় রাভী (বর্ণনাকারী) থেকেই تدليس বা (সনদের দোষ-ক্রুটি) গোপণ করতেন।

তিনি বলতেন, যখন مدلس বা (সনদের দোষ-ক্রুটি) গোপণকারীর বর্ণীত হাদীছ আমার নিকট صحيح বা বিশুদ্ধ বলে মনে হয় এবং তাতে শ্রবণ স্পষ্ট হয় এবং অন্য কোন সনদে হাদীছটি صحيح বা বিশুদ্ধ হয় তাহলে আমি তা বর্ণনা করতে কুণ্ঠাবোধ করি না।[৪]

ইব্ন হিব্বান (র.) ও অন্যান্য হাদীছ বিশারদগণের নিকট সহীহ হাদীছের শর্তাবলীর একটি তুলনামূলক আলোচনা:

---

৩. mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও ড. খালিস আয় দামির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮

৪. mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০-২২; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও ড. খালিস আয় দামির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

হাদীছ বিশারদগণ সহীহ হাদীছের জন্য নিম্নবর্ণীত শর্তারোপ করেছেন:

১. الإتصال বা অবিচ্ছিন্ন (সনদ) হওয়া

২. العدالة বা ন্যায়পরায়ণ (বর্ণনাকারী) হওয়া

৩. الضبط বা স্মরণশক্তি সম্পন্ন (বর্ণনাকারী) হওয়া

৪. عدم الشذوذ বা (শক্তিশালী বর্ণনাকারী) বিপরিত হাদীছ বর্ণনাকারী না হওয়া

৫. عدم العلة বা অস্পষ্ট দোষ-ক্রুটি বিদ্যমান না থাকা

الإتصال বা অবিচ্ছিন্ন (সনদ) হওয়া

হাদীছের সংশ্লিষ্ট সকল রাভী (বর্ণনাকারী) তাদের উর্ধ্বতন রাভীদের (বর্ণনাকারী) সাথে সাক্ষাতপ্রাপ্ত হওয়া। আর এ সাক্ষাতের শর্তটি ঐ হাদীছের মূল রাভী (বর্ণনাকারী) পর্যন্ত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং উক্ত শর্তের দ্বারা مرسل বা মুরসাল হাদীছ ও مُنقطع বা মুনকাতি' হাদীছকে তা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।[৫]

আর ইব্ন হিব্বান (র.) হাদীছটি সহীহ হওয়ার জন্য সনদটি الإتصال বা অবিচ্ছিন্ন হওয়ার শর্ত করার মাধ্যমে তিনি উপরোক্ত পাঁচটি শর্তকে মেনে নিয়েছেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হাদীছটি تدليس বা (সনদের দোষ-ক্রুটি) গোপণ করা থেকে মুক্ত হতে হবে অর্থাৎ হাদীছটি উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত পাওয়া যায় এমন রাভী (বর্ণনাকারী) থেকে বর্ণীত হতে হবে। আর এ শর্তগুলো সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রাভীর (বর্ণনাকারী) মধ্যে বিদ্যমান আছে এমন রাভী (বর্ণনাকারী) থেকে শ্রুত হাদীছটির বর্ণনা পরম্পরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে।[৬]

العدالة বা ন্যায়পরায়ণ (বর্ণনাকারী) হওয়া

'আদালাতের সংজ্ঞাঃ ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র.) বলেন, 'আদালাত এমন একটি যোগ্যতা যা মানুষকে খোদাভীতি ও আত্মমর্যাদাবোধ আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করে[৭] এবং তার শিষ্য ইমাম সাখাভী (র.) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

ড. নূরুদ্দীন 'আত্তার (র.) বলেন, 'আদালাত এমন একটি যোগ্যতা যা ব্যক্তিকে খোদাভীতি, পাপমুক্তি ও মানব সমাজে আত্মমর্যাদা বিনষ্টকারী বস্তু হতে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে।[৮]

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে 'আদালাতের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া যায়:

১. الإسلام বা মুসলিম হতে হবে। কেননা অমুসলিমদের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

" ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো।"[৯]

২. البلوغ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। কেননা উহা দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপালন ও বর্জনীয় বর্জনের উপযুক্ত সময়।

৩. العقل বা জ্ঞানবান হতে হবে। কেননা ইহা সত্যার্জন ও বাণী সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক।[১০]

---

৫. ড. নুর উদ্দীন 'আত্তার, gvbnvRb-bvK' dx ÔDjywgj-nv'xQ (দামিশক: দারুল-ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২৪৭

৬. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬

৭. ইমাম ইব্ন হাজার আসকালানী, bhnvZb-bvhi kviû bKevZj wdKi (বৈরুত: দারু কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২৯

৮. ড. নূরুদ্দীন 'আত্তার, gvbnvRb bvK' dx ÔDjwgj nv'xQ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৯. আল-কুর'আন, ২:২৮২

৪. التقوى বা খোদাভীতি থাকতে হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরক, ফিসক (পাপাচার) বিদ'আত (ধর্মীয় কুসংস্কার) ইত্যাকার কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা।

৫. الإتصاف بالمروة বা যাবতীয় মানবীয় আচার ও শিষ্টাচারের গুণ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট কর্ম এবং নীচ স্বভাব পরিহার করা যা আত্মমর্যাদাবোধ ও মানবীয় আচার আচরণ ও শিষ্টাচার পরিপন্থী। যেমন কিছু কিছু নিকৃষ্ট ও নীচুমানের বৈধ কার্যকলাপ। যথা হাটে-বাজারে পানাহার করা, রাস্তায় পেশাব করা ইত্যাদি।[১১]

এখন প্রশ্ন জাগে, একজন বর্ণনাকারীর মধ্যে العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান তা কিভাবে বুঝা যাবে ? এ প্রসঙ্গে ইমাম ইব্নুস্-সালাহ (র.) বলেন, কখনো কখনো একজন রাভীর (বর্ণনাকারী) العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হয় অন্য عادل বা ন্যায়পরায়ণ রাভীর (বর্ণনাকারী) স্বীকৃতির দ্বারা। আবার কখনো কখনো রাভীর (বর্ণনাকারী) প্রসিদ্ধির দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং যে রাভীর (বর্ণনাকারী) العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা 'উলামাদের কাছে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে, ثقة বা নির্ভরযোগ্যতা ও الضبط বা স্মরণশক্তির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে তার العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা প্রমানের জন্য সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমানের কোন প্রয়োজন নেই।[১২] এটিই জামহুর মুহাদ্দিছদের নিকট العدالة বা ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে তাদের অবস্থান।

العدالة বা ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে একটি সুন্দর আবরণ। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা হলো অধিকাংশ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করা। কেননা যদি العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা পাপমুক্ত হওয়া উদ্দেশ্য না নেয়া হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোন عادل বা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পাওয়া যাবে না। কেননা কোন মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে নিরাপদ নয়। সুতরাং العدالة বা ন্যায়পরায়ণতার বাহ্যিক অবস্থা হলো, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া। আর العدالة বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত হলো অধিকাংশ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হওয়া।[১৩]

তিনি আরো বলেন, আমার গ্রন্থে উল্লিখিত রাভীগণ (বর্ণনাকারী) যদি উপরোক্ত পাঁচটি গুণশুন্য হন, তারপরও তারা عادل বা ন্যায়পরায়ণ এবং তাদের বর্ণীত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা বৈধ হবে। কেননা সে ব্যক্তির ব্যাপারে العدالة বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত কোন দোষ জানা যায়নি। সুতরাং যার কোন দোষ জানা যায়নি সে عادل বা ন্যায়পরায়ণ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষকে অন্য মানুষের অভ্যন্তরীন বিষয় জানার দায়িত্ব দেন নি। বরং প্রকাশ্য বিষয়াবলী প্রত্যক্ষ করে হুকুম দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন।[১৪]

বর্ণনাকারীর العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণের ক্ষেত্রে ইব্ন হিব্বান (র.)-এর অনুসৃত পদ্ধতি

একজন বর্ণনাকারী عادل বা ন্যায়পরায়ণ কিনা তা প্রমানের ব্যাপারে ইব্ন হিব্বান (র.) নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন-

১. যে ব্যক্তি সত্যবাদীতা, দৃঢ়ত ও পরিপূর্ণ জ্ঞানী হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে عادل বা ন্যায়পরায়ণ। এ পরিস্থিতিতে তার মধ্যে অন্যকোন বিষয়ের যাচাই-বাচাইয়ের প্রয়োজন নেই। আর হাদীছ বর্ণনার

---

১০. gvbnvRb bvK' dx ÔDjygj nv'xQ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

১১. শায়খ 'আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী র., অনুবাদ, মুফতী রেজাউল হক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, gKwÏgvZj ïgkKvZ (ঢাকা: আল আকসা লাইব্রেরী, ২য় সংস্করণ) , পৃ. ৬২

১২. ইব্নুস্-সালাহ, ÔDjgj nv'xQ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

১৩. mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও ড. খালিস আয় দামির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮

১৪. ইব্ন হিব্বান, wKZveQ-wQKvZ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩

ক্ষেত্রে রাভীকে তখনই عادل বা ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে, যখন তার বর্ণীত হাদীছের আনুসঙ্গীক বিষয় পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং বর্ণীত হাদীছ সম্পর্কে তার দৃঢ়তা অবগত হওয়া যাবে।

২. যে রাভীর (বর্ণনাকারী) ثقة বা নির্ভরযোগ্যতা ও الجرح দুর্বলতার ব্যাপারে 'উলামাদের মতপার্থক্য রয়েছে, এমন রাভীর (বর্ণনাকারী) মতামত পর্যালোচনা করে ইব্ন হিব্বান (র.) তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

৩. আর যে রাভীর (বর্ণনাকারী) অবস্থা অজানা অর্থাৎ যার العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা ও الجرح বা দুর্বলতার ব্যাপারে জানা যায় নি, সে বর্ণনাকারীকে তিনি عادل বা ন্যায়পরায়ণ বলেন নি। আবার الجرح বা দুর্বল বলেন নি, তবে তিনি তার বর্ণীত হাদীছ গ্রহণ করেছেন। এমন ক্ষেত্রে ঐ বর্ণনাকারীকে عادل বা ন্যায়পরায়ণ বলা যাবে না।

৪. আবার যে রাভী (বর্ণনাকারী) অপরিচিত তাকে অজ্ঞতাবশত عادل বা ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত করেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজে তার ব্যাপারে এ তথ্য জানতে পেরেছেন যে, উক্ত রাভী (বর্ণনাকারী) ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাভী (বর্ণনাকারী) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ثقة বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীও তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাকে العدالة বা ন্যায়পরায়ণ রাভীদের (বর্ণনাকারী) মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেন নি, যতক্ষণ না তিনি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাভীদের (বর্ণনাকারী) সাথে সামঞ্জস্য পেয়েছেন এবং বর্ণীত হাদীছটি দোষ-ত্রুটি মুক্ত পেয়েছেন। অর্থাৎ তার প্রসিদ্ধলাভ ও ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাভীদের (বর্ণনাকারী) সাথে তার সামঞ্জস্যের মাধ্যমে তার العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা সাব্যস্ত হবে।[১৫]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রতিয়মান হয় যে, একজন রাভীর (বর্ণনাকারী) العدالة বা ন্যায়পরায়ণ হতে যে শর্তাবলী রয়েছে ইব্ন হিব্বান (র.) তার অনুসরণ না করে কিছু শর্ত শিথিল করেছেন।

তার এ শিথিলতার ব্যাপারে হাফিয ইব্ন 'আবদুল-হাদী বলেন, "একজন রাভী (বর্ণনাকারী) কখনো عادل বা ন্যায়পরায়ণ হবেন এবং কখনো عادل বা ন্যায়পরায়ণ হবেন না"- ইব্ন হিব্বান (র.)-এর এমন পদ্ধতি কতিপয় হাদীছ বিশারদ গ্রহণ করলেও অধিকাংশই তার এ পদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন।[১৬]

আর ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী বলেন, "একজন রাভী (বর্ণনাকারী) কখনো العدالة বা ন্যায়পরায়ণ হবেন" এ সংক্রান্ত ইব্ন হিব্বান (র.)-এর মতটি একটি আশ্চার্যজনক মত যা জামহুর তথা অধিকাংশ হাদীছ বিশারদদের মতের বিপরীত। তিনি স্বীয় সংকলিত "كتاب الثقات"এর মধ্যে উক্ত রীতি অনুসরণ করেছেন। কেননা তিনি ঐ গ্রন্থে এমন কতিপয় রাভীর (বর্ণনাকারী) হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে আবূ হাতিম সহ অন্যান্যরা অজ্ঞাত বলেছেন।

ইব্ন হিব্বান (র.)-এর মতে শুধুমাত্র রাভী অজ্ঞাত হওয়ার দোষে কোন একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ বর্ণনা থেকে বাদ পড়তে পারে না। তাঁর শিক্ষক ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)ও একই মত পোষণ করেছেন। কিন্তু অন্যান্যদের মতে কারো প্রসিদ্ধির দ্বারা তার ব্যাপারে অজ্ঞতা দূর হয় না।[১৭]

স্মরণশক্তি সম্পন্ন হওয়া

الضبط অর্থ হচ্ছে, বর্ণনাকারী কর্তৃক কোন ثقة বা নির্ভরযোগ্য রাভীর (বর্ণনাকারী) বিপরীতে বর্ণনা না করা, দুর্বল স্বরণশক্তি সম্পন্ন না হওয়া, অধিক ভ্রমকারী ও অমনোযোগী না হওয়া এবং অত্যধিক সন্দেহ প্রবণ না হওয়া।[১৮]

---

১৫. 'আদাব মাহমুদ হিমশ, wilqvZj nv'xQ Avjøvhx mvKvZv ÔAvjvBwng ÔAwqg¤§vZj-Rvin IqvZ-ZvÔ'xj (রিয়াদঃ দারু হাসান, ২য় সংস্করণ ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৪০৭-৪০৮

১৬. হাফিয শামসুদ্দীন ইব্ন 'আবদুল-হাদী আল-হাম্বালী, Avm-mwigj-gbKx dxi-iwÏ ÔAvjvm-meKx (বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যা, তা.বি.), পৃ. ৯৫

১৭. এ. বি. এম. 'আবদুল্লাহ্, আল-ইমাম ইব্ন হিব্বান ওয়া খিদমাতুহু ফী 'ইলমিল-হাদীছ, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ (কুষ্টিয়াঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৭০

الضبط শব্দের অর্থ সংরক্ষণ করা, মুখস্ত করা। যবত এমন একটি গুণ, যার মাধ্যমে রাভী (বর্ণনাকারী) শ্রুত বিষয়কে হুবহু বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করতে পারে।

এখানে الضبط দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে সংরক্ষণ এবং হস্তচ্যুতি-বিস্মৃতি ও বিনাশ-বিনষ্টতা থেকে এমনভাবে রক্ষা যে, যে কোন মুহূর্তে তা যেন যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে।

الضبط দুই প্রকার ১. ضبط الصدر বা স্মৃতিতে সংরক্ষণ ২. ضبط الكتاب বা লিখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ।

ضبط الصدر বা স্মৃতিতে সংরক্ষণ হলো, রাভী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক শ্রুত বিষয়কে এমনভাবে সংরক্ষণ করা, যাতে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় তা উপস্থাপন করা যায়।

আর ضبط الكتاب বা লিখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ হলো যে কিতাব, খাতা বা পাণ্ডুলিপিতে শিক্ষকের শব্দাবলী লিপিবদ্ধ করে নেয়া হয়েছিল, সে কিতাব বা পাণ্ডুলিপি রাভীর (বর্ণনাকারী) কাছে হাদীছ বর্ণনা করা পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা।[১৯]

রাভীর (বর্ণনাকারী) الضبط বা স্মরণশক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে 'আমর ইব্‌ন সালাহ বলেন, রাভীর (বর্ণনাকারী) الضبط বা স্মরণশক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে, যদি তার বর্ণনাসমূহ ثقة বা নির্ভরযোগ্য, مشهور বা প্রসিদ্ধ, الضبط বা স্মরণশক্তি সম্পন্ন ও সুদৃঢ় রাভীর (বর্ণনাকারী) মত হয়।

সুতরাং তার বর্ণীত হাদীছসমূহ হুবহু তাদের মত হয় অথবা অর্থের দিক দিয়ে তদের মত হয় অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মত হয়, তাদের বিপরীত কম হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে দৃঢ় الضبط বা স্মরণশক্তি রয়েছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বিপরীত হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে দৃঢ় الضبط বা স্মরণশক্তির সমস্যা রয়েছে। সুতরাং তার বর্ণীত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা হবে না। এটি জামহূর 'উলামাদের মত।[২০] তবে এ ব্যাপারে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর অবস্থান হলো, তার তৃতীয় ও চতুর্থ শর্তের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তিনি সেগুলোকে الضبط বা স্মরণশক্তির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে العقل বা জ্ঞানবান হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভাষা সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান থাকা, যাতে করে বর্ণীত হাদীছটির অর্থ সঠিক থেকে বিচ্যুত না হয় এবং হাদীছের খুঁটিনাটি বিষয় জানা থাকতে হবে, যাতে করে মাওকূপ হাদীছ মুসনাদ না হয়ে যায়, মুরসাল হাদীছ মারফূ' না হয়ে যায়। অথবা সনদের মধ্যে কোন রাভী বা বর্ণনাকারীর নাম বাদ না পড়ে যায়।

আর বর্ণীত হাদীছের সকল সম্ভব্য অর্থ সম্পর্কে জানার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ পরিমাণ জ্ঞান থাকা যাতে কোন হাদীছ স্মৃতি হতে বর্ণনা করলে অথবা সংক্ষেপে বর্ণনা করলে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে অর্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তা থেকে অন্য অর্থের দিকে বিচ্যুতি না ঘটে।[২১] তিনি আরো বলেন, কোন মানুষকে ভুলের ও সন্দেহের দোষে দোষী করা যাবেনা, যদি সে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল করে কিংবা সন্দেহ করে। আর তখনই তাকে এমন দোষে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে, যখন সে বারবার বিচ্যুত হয় অথবা অধিকাংশ সময় সে ভুল করে অথবা সে অধিকাংশ সময় সংশয়ে ভোগে।[২২]

---

১৮. ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, bhnvZb-bvhwi dx ZvIhxn bLewZj-wdKi dx g¯Ívjwn Avnwj-AvQvi (রিয়াদঃ মাকতাবাতু মুলকি ফাহাদিল-ওয়াতানী, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ৭০-৭১; ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, 'উলূমুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

১৯. শায়খ 'আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী র., অনুবাদ, মুফতী রেজাউল হক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, gKwÏgvZj wgkKvZ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২০. এ. বি. এম. 'আবদুল্লাহ্, আল-ইমাম ইব্‌ন হিব্বান ওয়া খিদমাতুহু ফী 'ইলমিল-হাদীছ, পৃ. ১৭১

২১. mnxn Beb wneŸvb, তাহকীকঃ ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও ড. খালিস আয় দামির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮-০৯

২২. জামালুদ্দীন আবীল-হুজ্জাজ ইউসূফ আল-মুযী, Zvnhxej-Kvgvj dx AvmgvBi-wiRvj (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর্‌-রিসালাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৬

অবশেষে বলা যায়, الضبط বা স্মরণশক্তি সম্পর্কে জামহুর ‘উলামাদের শর্তের সাথে ইব্ন হিব্বান (র.)-এর শর্তের মিল রয়েছে।

শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বিপরীত হাদীছ বর্ণনাকারী না হওয়া

এখানে عدم الشذوذ বা (শক্তিশালী বর্ণনাকারী) বিপরিত হাদীছ বর্ণনাকারী না হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন রাভী (বর্ণনাকারী) তার থেকে অধিক প্রসিদ্ধ কোন রাভীর (বর্ণনাকারী) বিপরীত বর্ণনা করা। এটি জামহুর হাদীছবিশারদদের অভিমত।[২৩] আর ইব্ন হিব্বান স্বীয় গ্রন্থের মধ্যে সহীহ হওয়ার জন্য যে সব শর্তারোপ করেছেন তাতে الشذوذ এর উল্লেখ নেই।

অস্পষ্ট দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা

عدم العلة ইল্লাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সূক্ষ্ম, গোপনীয় দোষ অথচ বাহ্যিকভাবে দোষমুক্ত।[২৪] এটি জামহুর মুহাদ্দিছদের মতে হাদীছ صحيح বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত। কিন্তু ইব্ন হিব্বান (র.) স্বীয় হাদীছ গ্রন্থে العلة না হওয়াকে হাদীছ صحيح বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তারোপ করেন নি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, কোন হাদীছ صحيح বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য হাদীছ বিশারদগণ যে যে শর্তারোপ করেছেন, ইব্ন হিব্বান (র.) তা থেকে অনেক সহজ শর্তারোপ করেছেন। যে প্রসঙ্গে হাফিয ইব্ন হাজার ‘আসকালানী বলেন, অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ মনে করেন, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) ও ইব্ন হিব্বান (র.)-এর সংকলিত হাদীছ গ্রন্থে স্থান পাওয়া হাদীছগুলো দলীল গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে। কেননা সে হাদীছগুলো হয়তো صحيح বা বিশুদ্ধ না হয় حسن বা হাসান। আর এ দু’ধরণের হাদীছ দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত দলীল গ্রহণ করা যায়, যতক্ষণ না সে হাদীছের ব্যাপারে কোন দোষ-ত্রুটি প্রকাশিত হয়। আর صحيح বা বিশুদ্ধ হাদীছের সংজ্ঞায় যে শর্তাবলী উল্লিখিত হয়েছে তা একত্রে পাওয়া গেলে হাদীছটি صحيح বা বিশুদ্ধ হবে, আর না পাওয়া গেলে সহীহ হবে না।[২৫]

ইব্ন হিব্বান (র.) কর্তৃক সংকলিত হাদীছ গ্রন্থে যে শর্তাবলী প্রতিপালন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ‘উলামাদের মতামত নিম্নরূপ- ইমাম জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র.) স্বীয় গ্রন্থ ‘‘ألفية السيوطى فى الحديث’’- তে বলেছেন যে, ইব্ন হিব্বান (র.)-এর শর্তাবলী সহজ এবং তিনি সে সমস্ত শর্তবলী পূর্ণ করেছেন।[২৬] তিনি তার ‘‘ تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى ’’ গ্রন্থে বলেছেন, নিশ্চয় ইব্ন হিব্বান (র.) তার আবশ্যককৃত শর্তসমূহ পূর্ণ করেছেন।[২৭]

ইব্ন হাজার ‘আসকালানী (র.) বলেন, নিশ্চয় তিনি শর্তাবলী পূর্ণ করেছেন।[২৮]

আল-বাকা‘ঈ (র.) তার শায়খ ত্বহির আল-জাযাইরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন হিব্বান (র.) তার আবশ্যককৃত সকল শর্ত পূর্ণ করেছেন। এক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি করেন নি, তবে মানুষ হিসেবে ভুল হতে পারে।

---

২৩. মুহাম্মাদ ‘আবদুর্-রহমান আস্-সাখাভী, dvZûj-gMxQ wekvinx Avjwdqvwn-nv‘xQ (রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারিল-মিনহাজ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫-৬

২৪. ইমাম নবুভী, AvZ-ZvKixe IqvZ-Zvqmxi (বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়াহ্, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫২

২৫. ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী, Avb-bKZ ÔAvjv wKZwe Bewbm-mvjvn (ত্বব‘আতু আল-মাজলিসুল-‘ইলমী, আল-জামি‘আতুল-ইসলামিয়াহ্, মাদীনা মুনুওয়ারাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১

২৬. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, Zv‘ixei-ivfx dx kvivn ZvKixweb-bvefx, তাহকীকঃ ‘আবদুল ওয়াহাব আল্-লত্বীফ (রিয়াদঃ মাকতাবাতু আর্-রিয়াদুল-হাদীছাহ্, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮

২৭. Avb-bKZ ÔAvjv wKZwe Bewbm-mvjvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১

২৮. হাজী খলীফাহ্, Kvkdh-hbb ÔAvb Dmwgj-KZe Iqvj-dbb (মিসরঃ দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭৫

কেননা কোন জ্ঞানীব্যক্তিই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তিনি আরো বলেন, নিশ্চয় তিনি সকল শর্ত পূর্ণ করেছেন। যেমন হাফিয ইব্ন হাজার বলেন, তিনি এমন কিছু ভুল-ত্রুটি করেছেন, যে ভুল-ত্রুটি যে কোন 'আলিমই করতে পারে অথবা তিনি الجرح দোষ প্রমাণে, العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণে, الثقة বা নির্ভরশীলতা প্রমাণে, রাভীর (অন্য) দুর্বলতা ও গোপনীয় দোষ প্রমাণে ও প্রাধান্য প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

উস্তাদ হুসাইন আসাদ ও শায়খ শু'আইব আল-আরনাউত উভয়ই একই মত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে, ইব্ন হিব্বান (র.) হাদীছ গ্রহণে যে শর্তাবলী আবশ্যক করেছেন, তিনি সে শর্তাবলী তার সংকলিত হাদীছ গ্রন্থের সকল হাদীসের ক্ষেত্রে পূর্ণ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি করেন নি। তবে সাধারণভাবে যে কোন 'আলিম ও গ্রন্থকার যেসব ভুল করতে পারেন অথবা ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারেন যেমন الجرح দোষ প্রমাণে, العدالة বা ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণে, الثقة বা নির্ভরশীলতা, দুর্বলতা ও গোপনীয় দোষ প্রমাণে ও প্রাধান্য প্রদানের ক্ষেত্রে হয়তবা তিনি ভুল করতে পারেন অথবা ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন।[২৯]

তবে ড. মাহমুদ আল মীরাহ বলেন, ইব্ন হিব্বান (র.) তার আবশ্যককৃত শর্তাবলী পূর্ণ করেন নি। তিনি আরো বলেন, যদি সহীহ ইব্ন হিব্বান সম্পর্কে ইমামগণ সমালোচনা না করতেন এবং কতিপয় ইমাম তা খণ্ডন করে একথা প্রমাণ করতেন যে, তিনি শর্তাবলী পূর্ণ করেছেন। তাহলে এ ক্ষেত্রে গবেষণা হতে পারে। যেহেতু এমনটি ঘটেনি, তাই বলা যায় যে, তিনি শর্ত পূর্ণ করেন নি। [৩০]

গ্রহণযোগ্য অভিমত

মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ সু'আইলিক বলেন, ইব্ন হিব্বান (র.)-এর গ্রন্থে পরিভ্রমণ করে আমার নিকট এটি প্রতিয়মান হয়েছে যে, কখনো কখনো ইব্ন হিব্বান (র.) স্বীয় আরোপিত শর্তাবলী তাঁর গ্রন্থের ক্ষেত্রে পূর্ণ করতে পারেন নি।[৩১]

---

২৯. এ. বি. এম. 'আবদুল্লাহ্, আল-ইমাম ইব্ন হিব্বান ওয়া খিদমাতুহু ফী 'ইলমিল-হাদীছ, পৃ. ১৭৩-৭৪

৩০. আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-হাকিম আন্-নায়সাপুরী, Avj-g¯Ív`ivK ÔAvjvm-mnxnvqb (বৈরূতঃ দারু কুতুবিল-'ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৪৬৫

৩১. এ. বি. এম. 'আবদুল্লাহ্, Avj-Bgvg Beb wneŸvb Iqv wL`gvZû dx ÔBjwgj-nv`xQ, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

হাদীছ সংকলনের পদ্ধতি

সহীহ ইব্ন হিব্বানে হাদীছ সংকলনের পদ্ধতি

সহীহ ইব্ন হিব্বান সংকলনের ক্ষেত্রে ইব্ন হিব্বান যে পদ্ধতি অনুসরন করেছেন তা নিম্নরূপ,

বিস্ময়কর সজ্জায়ন পদ্ধতি

ইব্ন হিব্বান (র.)-এর المسند الصحيح নামক কিতাবের হাদীছ সংযোজন ও সজ্জায়ন পদ্ধতি অতি চমৎকার, বিস্ময়কর ও অনির্বাচনীয় সুন্দর। তিনি এ গ্রন্থে হাদীছ গুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। তারপর প্রত্যেক ভাগকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। আর প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ কয়েকটি হাদীছ দ্বারা বিন্যস্ত করেছেন। এভাবে বিন্যাস করার দ্বারা ইব্ন হিব্বানের উদ্দেশ্য হলো, পবিত্র কুর'আনুল-কারীমের বিন্যাস পদ্ধতির অনুসরন করা। কারণ পবিত্র কুর'আনুল-কারীম কয়েকটি পারায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি পারা আবার কয়েকটি সূরায় বিভক্ত। আর প্রত্যেকটি সূরা কয়েকটি আয়াতে বিন্যস্ত। যারা কুর'আনের আয়াতসমূহ মুখস্থ করেছে, তারা কুর'আনের আয়াতের অবস্থান মনে রাখতে পারে। কেমন যেন তার চোখের সামনে প্রত্যেটি আয়াত ভাসতে থাকে। অনুরুপভাবে যে হাদীছ মুখস্থ করেছে, সে ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান পিপাসুদের জন্য হাদীছের আদ্যপান্ত মনে রাখা কঠিন হয়ে যায়। আর এই কারণে লেখক বলেছেন, আমরা যা উল্লেখ করেছি তা মানুষ বিস্তারিত অবগত হলে এবং মুখস্থ করতে পারলে, তার জন্য লেখকের উদ্দিষ্ট বিষয় বুঝতে সহজ হবে। আর যদি কারো নিকট এই কিতাবটি থাকার পরও সে তা মুখস্থ না করেন, উহার বিভাগ ও প্রকার গুলোকে অনুধাবন না করেন, অথচ তিনি তা থেকে হাদীছ বের করতে চান, তাহলে ব্যাপারটি তার জন্য কষ্ট কর হয়ে যাবে। আর যদি কেউ হাদীছ গুলোকে ভালভাবে মুখস্থ করেন, তাহলে তার 'ইলম বা জ্ঞান সকল হাদীছকে বেষ্টন করে রাখবে। ফলে কোন হাদীছ তার নাগালের বাইরে থাকবেনা। আর এই কৌশলের একটাই কারণ, যাতে পাঠক সুন্নাহ বা হাদীছ মুখস্থ করতে পারে।[৩২]

সুতরাং صحيح ابن حبان পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ও আর পাঁচটি বিভাগ আবার চারশত পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। প্রত্যেক প্রকারের একটি একটি শিরোনাম রয়েছে।

---

৩২. Avj-Bnmvb dx ZvKix‡e mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২-০৩; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৩

প্রথম বিভাগ: এ বিভাগে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সকল আদেশ সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে আদেশসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দার ব্যাপারে করেছেন।

দ্বিতীয় বিভাগ: এ বিভাগে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সকল নিষেধ সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে নিষেধাজ্ঞাসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ব্যাপারে করেছেন।

তৃতীয় বিভাগ: এ বিভাগে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সকল সংবাদ বা ঘটনাবলী সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে ঘটনাবলী তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের জানাতে চেয়েছেন।

চতুর্থ বিভাগ: এ বিভাগে তিনি বৈধ বিষয়াবলী সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে বিষয়াবলী তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সম্পাদন বৈধ করেছেন।

পঞ্চম বিভাগ: এ বিভাগে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ঐ সকল কর্ম সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যা তিনি এককভাবে করেছেন।[৩৩]

الاوامر বা আদেশ সমুহ

হাদীছের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে প্রথম হলো الاوامر বা আদেশসমূহ। এ বিভাগকে তিনি একশত দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। আবূ হাতিম বলেন, আমি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) থেকে বর্ণীত আদেশসূচক হাদীছগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি, যাতে সংক্ষিপ্ত হাদীছগুলোর অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করতে পারি। অতপর আমি দেখলাম যে, আদেশসুচক হাদীছ সমুহ একশত দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আর ঐ সকল পরিচ্ছেদ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক হাদীছ অন্বেষনকারীর জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক এবং প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য ঐ নির্দের্শনাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানাও অত্যাবশ্যক, যাতে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণীত হাদীছসমুহ তার উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করা হয় এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট যেন না হয়।

الاوامر বা আদেশসূচক হাদীছসমূহের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ হলো: এমন امر বা আদেশসূচক শব্দ যা সকল অবস্থায় সকল সময় সকল উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর তা প্রতিপালন করা ফরয বা আবশ্যক। এমনকি কোন অবস্থাতেই কারো জন্য তা প্রতিপালন থেকে দূরে থাকার সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় প্রকার: এমন وعد বা প্রতিশ্রুতিবাচক শব্দ যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সব বিষয়ের ব্যবহারের আদেশ।

তৃতীয় প্রকার: এমন امر বা আদেশসূচক শব্দ যা দ্বারা কিছু কিছু অবস্থাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য কোন হুকুম প্রতিপালন করতে নির্দেশ দেয়া হয়, তবে সেটি সবসময় নয়।

চতুর্থ প্রকার: এমন امر বা আদেশসূচক শব্দ যার মাধ্যমে কোন কোন অবস্থায় কোন কোন ব্যক্তির উপর তা প্রতিপালন আবশ্যক করা হয়। তবে সকলের উপর তা আবশ্যক হয়না।

পঞ্চম প্রকার: এমন বিষয়ের প্রতি امر বা আদেশ, যে বিষয়টির ফরযিয়াত বা আবশ্যকতা দ্বিতীয় কোন হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আদিষ্ট বিষয়ের কিছু অংশের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য থাকতে পারে, আবার কিছু অংশের সাথে মিলও থাকতে পারে।[৩৪]

এভাবে একে একে একশত দশ প্রকারে বিন্যস্ত।

৩৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভুমিকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯

৩৪. mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫; Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাউত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভুমিকা, পৃ. ৬০

النواهى বা নিষেধসমূহ

হাদীছের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার হলো النواهى বা নিষেধসমূহ। এ বিভাগকে তিনি একশত দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে আবূ হাতিম (র.) বলেন- আমি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) থেকে বর্ণীত নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদীছ গুলো খুঁজেছি এবং সকল পরিচ্ছেদ ও বর্ণনার ধরন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। কারণ বিভিন্ন পরিচ্ছেদের বিভক্তির ক্ষেত্রে ঐ গুলোর স্থান উসূলের ক্ষেত্রে নির্দেশসূচকের স্থানের ন্যায়। সুতরাং আমি দেখতে পেয়েছি যে, নিষেধাজ্ঞাগুলো একশত দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ:النواهى বা নিষেধাজ্ঞা সূচক হাদীছের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ হলো, মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে যা করার জন্য আদেশ করেছেন এবং যা পরিত্যাগ করতে বলেছেন সে গুলোর বিপরীত করার ব্যাপারে ধমক প্রদান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিছু শব্দের মাধ্যমে কিছু বিষয় ও তার ধরণ সম্পর্কে জানান দেয়া, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য ধমক প্রদান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নিষেধাজ্ঞা সূচক শব্দাবলীর মধ্যে এমন কিছু শব্দ রয়েছে, যে গুলোর মাধ্যমে এমন সকল বিষয়ের ব্যাপারে ধমক প্রদান করা হয়েছে যে গুলো সর্বাবস্থায় ও সবসময় পরিত্যাজ্য। এমনকি তাদের মধ্য থেকে কারো জন্য কোন অবস্থাতেই সে সকল বিষয়ের সাথে জড়িত করার সুযোগ নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: এমন সব বিষয়ের ব্যাপারে ধমক, যার থেকে কিছু উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অবস্থাভেদে নিষেধ করা হয়েছে। তবে সর্বাবস্থায় তা পরিত্যাজ্য নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: এমন সব বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে কেবলমাত্র পুরুষদের ধমক প্রদান করা হয়েছে, নারীদেরকে নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: এমন সব বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকতে কেবলমাত্র নারীদের ধমক প্রদান করা হয়েছে, পুরুষদেরকে নয়।[৩৫]

الاخبار বা হাদীছসমূহ

এ বিভাগে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সকল সংবাদ বা ঘটনাবলী সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর প্রিয় বান্দার জানা প্রয়োজন। এ বিভাগকে তিনি ৮০ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে আবূ হাতিম (র.) বলেন, ঐ সকল সংবাদ বা ঘটনাবলী সম্পর্কিত হাদীছ যা তাঁর প্রিয় বান্দার জানা প্রয়োজন। আমি এ বিভাগের সকল পরিচ্ছেদ, সকল প্রকার ও সকল অনুচ্ছেদ নিয়ে চিন্তা করে দেখেছি যে, হাদীছ মুখস্থ করা তার জন্য সহজ নয় যদি সে এ সমস্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে। আর সে সমস্ত বিষয়কে তিনি ৮০ ভাগে বিভক্ত করেছেন। সে বিষয়ে নিম্নে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

প্রথম ভাগ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীছসমূহ, যার মাধ্যমে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণের সূচনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীছসমূহ, যার মাধ্যমে অন্যান্য সকল নবীদের উপর তাঁকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ: এমন সব হাদীছ, যে গুলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্মানিত করেছেন ও এবং তাকেই অন্যান্য সকলের উপর মর্যাদা দান করেছেন তা প্রকাশ করে।

---

৩৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭; Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাউত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভুমিকা, পৃ. ৭৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীছসমূহ যার মাধ্যমে তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের নামসমূহ ও বংশের নাম বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীছসমূহ, যার মাধ্যমে তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের নামের উল্লেখ ছাড়াই তাঁদের সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাদীছসমূহ, যার মাধ্যমে তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীদের উম্মাতের ব্যপারে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।[৩৬]

الاباحات বা বৈধ বিষয়াদী

এ বিভাগে তিনি বৈধ বিষয়াবলী সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সে সমস্ত হাদীছগুলোকে তিনি ৫০ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমি বৈধ বিষয়াদী খুঁজতে লাগলাম যাতে পদ্ধতিভেদে তার প্রকার এবং অবস্থাভেদে তার পরিচ্ছেদ সমূহের পরিপূর্ণরূপে জানা যায় ও জ্ঞান অন্বেষণকারীদের বৈধ বিষয়াবলীর জ্ঞানলাভ সহজ হয় এবং জ্ঞান পিপাসুদের জন্য তা মুখস্থ করা যেন কঠিন না হয়। এসব চিন্তা করতে গিয়ে এটাকে ৫০ ভাগে বিভক্ত করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ: এমন সব বিষয় (কার্যাকলাপের বিবরণ) রয়েছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজে করেছেন, আর সে গুলো অনুরূপ অন্যান্য বিষয়াদীর বৈধতাকে সমর্থন করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এমন বিষয় যা, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কোন কারণ ছাড়া করেছেন, আর মহানবী (সা.)-এর এমন কাজ অনুরূপ কাজের বৈধতাকে সমর্থন করে। যদি ঐ কারণ পাওয়া না যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: এমন সব বিষয়াদী রয়েছে যে ব্যাপারে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি শর্ত সাপেক্ষে বৈধতার অনুমোদন দিয়েছেন।[৩৭]

افعال النبى নবী কারীম (সা.)-এর কর্মসমূহ

এ বিভাগে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যে কর্মগুলো তিনি এককভাবে করেছেন, সে সকল কর্ম সম্পর্কিত হাদীছ একত্রিত করেছেন। এই বিভাগকে তিনি ৫০ ভাগে বিভক্ত করেছেন। আবূ হাতিম (র.) বলেন, আমি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কর্মের বিস্তারিত প্রকার নিয়ে চিন্তা করেছি, গবেষণা করেছি অবস্থাভেদে কর্মের প্রকার নিয়ে, যাতে ফুকাহাদের জন্য সেগুলো মুখস্থ করা সহজ হয় এবং মুখস্থকারীর জন্য সে গুলো স্বরণে রাখা কঠিন না হয়। তারপর আমি সে গুলোকে ৫০ ভাগে বিভক্ত দেখতি পেয়েছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ: এমন কর্ম যা একসময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর ফরয ছিল, পরবর্তীতে আবার তাঁর জন্য নফল হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এমন সব কর্ম যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর ও তাঁর উম্মাতের উপর ফরয করা হয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: এমন সব কর্ম যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজে করেছেন । আর সে অনুপাতে সকল ইমামদের জন্য তাঁর অনুস্বরন মুস্তাহাব।

---

৩৬. mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভুমিকা, পৃ. ৮৮; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮; Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাউত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১

৩৭. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভুমিকা, পৃ. ৯৮; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: এমন সব কর্ম যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজে করেছেন। আর সে অনুপাতে তাঁর উম্মাতের জন্য তাঁর অনুস্বরন করা মুস্তাহাব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: এমন সব কর্ম যে কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তিরস্কার করেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: এমন কর্ম যে কর্ম রসূলুল্লাহ্ (সা.) উম্মাতকে শিক্ষা দেবার জন্য জীবনে একবার করেছেন। আমৃত্য এ কাজ আর কখনো করেন নি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর এমন সব কর্ম যা দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁর উম্মাতকে শিক্ষা দেয়া।[৩৮]

তিনি বলেন, আমি যা উল্লেখ করেছি তাতে হাদীছসমূহকে চারশত ভাগে বিভক্ত করেছি। ইচ্ছা করলে আমি এই প্রকারকে আরো বাড়াতে পারতাম। কিন্তু দু'টি জিনিসকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করার জন্য এই চারশত প্রকারে সংক্ষিপ্ত করেছি। তন্মধ্যে একটি হলো যে হাদীছের ব্যাপারে ইমামগণ পরস্পর মতনৈক্য করেছেন, সে হাদীছের ব্যাপারে পরিস্কার ধারণা দেয়া। অপরটি হলো সাধারণ ভাবে সম্বোধনকৃত হাদীছ, যার মর্মার্থ অবগত হওয়া মানুষের জন্য কষ্টকর এবং অনুসন্ধান করে সে হাদীছের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বের করা কঠিন।[৩৯]

হাদীছ পূনরুল্লেখ না করা

ইব্ন হিব্বান তাঁর সহীহ সংকলনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো হাদীছ পূনরুল্লেখ না করা। তথাপিও প্রয়োজনের তাগিদে কয়েকটি জায়গায় পূনরুল্লেখ করেছেন। যেমনটি তিনি এ গ্রন্থের ভূমিকাতে বলেছেন যে, আমি এই কিতাবের মধ্যে হাদীছের পুনরুল্লেখ দুইটি জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও করিনি। তন্মধ্যে একটির অবস্থা এমন, দু'টি হাদীছ একই রকম, তবে কোন একটি হাদীছে শাব্দিক বৃদ্ধি রয়েছে যা থেকে পরিত্রান পাওয়ার কোন উপায় নেই। দ্বিতীয়টির অবস্থান এমন, ঐ অর্থের প্রমাণ গ্রহণের জন্য যা দ্বিতীয় হাদীছের মধ্যে রয়েছে। এই দুটি অবস্থা ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে আমি এই কিতাবের মধ্যে হাদীছ পূনরুল্লেখ পরিহার করেছি।[৪০]

শিরোনাম নির্ধারণ

ইব্ন হিব্বান (র.) পরিচ্ছেদের অন্তর্ভূক্ত হাদীছ গুলোর ফিকহী সমাধানের উপর ভিত্তি করে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। যেমন সহীহ বুখারী সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন ان فقه البخارى فى تراجمه - বুখারীর ফিকহী দিক তাঁর শিরোনামের মধ্যে রয়েছে। আর 'আল্লামা ইব্ন হিব্বানের কিতাব সম্পর্কে আহমাদ শাকির বলেন, و فى هذه العناوين فقه ابن حبان وعلمه بالسنة على المعنى العام الكامل التام-এই সব শিরোনামের মধ্যে ইব্ন হিব্বানের ফিকহী দিক এবং সুন্নাহ সম্পর্কে তাঁর যে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে।

শিরোনামকে তিনি দু'ভাবে নির্ধারণ করেছেন প্রথমত الترجمة الظاهرة বা প্রকাশ্য শিরোনাম ও الترجمة الاستنباطية অনুসন্ধান মূলক শিরোনাম।

প্রকাশ্য শিরোনাম

---

৩৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভুমিকা, পৃ. ১০৩-০৪

৩৯. mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ভুমিকা, পৃ. ১০৯; mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ 'আলী সূনামায ও খালিস আই দামীর, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬; Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৯

৪০. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩

الترجمة الظاهرة বা প্রকাশ্য শিরোনাম হলো, এমন শিরোনাম যা ঐ পরিচ্ছেদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হাদীছের অভিব্যক্তি কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা ছাড়াই যথাযথভাবে বোঝা যায়।[৪১] সহীহ ইব্ন হিব্বানের মধ্যে এই ধরনের শিরোনাম অধিক। প্রকাশ্য শিরোনামের মধ্যে ইব্ন হিব্বানের নিম্নোক্ত মতামত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

তিনি এমন শব্দের মাধ্যমে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, যে শব্দগুলো সাধারণ সংবাদ বুঝায়। যা কোন সময়ের সাথে অথবা অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং এটি সাধারণভাবে ঐ পরিচ্ছেদের সকল হাদীছকে শিরোনামের বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে।[৪২]

উদাহরণস্বরূপ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইসতিগফারের সময় উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি এভাবে একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر وصف الاستغفار الذي كان يستغفر صلى الله عليه و سلم بالعدد الذي ذكرناه

- নবী কারীম (সা.) যে সময় অধিকহারে ইসতিগফার পাঠ করতেন, সে সময়ের উল্লেখ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন-

عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رُبُمَا أ دُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِى المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ « رَبِّ اغْفِرْ لِى وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ».

-'হযরত ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: কখনো কখনো রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাজলীসে এককভাবে একশতবার ইসতিগফার পাঠ করতেন এবং বলতেন হে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার তাওবা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুল কারী ও পরম দয়ালু।'[৪৩]

অনুরূপভাবে ইব্ন হিব্বান তাঁর গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম এভাবে নির্ধারণ করেছেন,

ذكر سيد الاستغفار الذي يدخل قائله به الجنة إذا كان على يقين منه

-পূর্ণ আস্থার সাথে উত্তম ইসতিগফার পাঠ কারীকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর উল্লেখ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

এ শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন,

شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَيِّدُ الاسْتغفار أَنْ يقُولَ العَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِاالنِعْمَةِ، وأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فاغْفِرْ لي، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ؛ مَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُصبْبَحُ مُوقِناً بِها ثُمّ مَاتَ، كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُمْسِيْ مُوقِنًا بها، كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ "

-'হযরত শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: উত্তম ইসতিগফার হলো, বান্দার এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ্ তা'আলা তুমি আমার প্রতিপালক ! তুমি ছাড়া আমার কোন প্রতিপালক নেই , তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব, আমি আপনার সাথে কৃত ও'আদা ও অঙ্গিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছি। আমি যা করেছি, তার অনিষ্ঠ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি আপনার কাছে আমার গুনাহের কথা স্বীকার করছি। আপনার নি'আমাতের কথা স্বীকার করছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ আমার গুনাহ মাফ করতে পারে না। যদি কেউ এই দু'আ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে

৪১. এ. বি. এম. 'আবদুল্লাহ্, আল-ইমাম ইব্ন হিব্বান ওয়া খিদমাতুহু ফী 'ইলমিল-হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

৪২. নূর উদ্দীন 'আত্তার, Avj-Bgvg wZigwh Iqvj-gqvhvbvZ evqbv RwgÔD Iqv evqbvm-mnxnvBb (দামিশক: মু'আস্‌সাসাতুর্-রিসালাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ২৭৫

৪৩. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৯২৭, পৃ. ২০৬-০৭

ভোর বেলায় পড়ে, তারপর মৃত্যুবরণ করে; তাহলে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যদি কেউ এই দু'আ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সন্ধ্যা বেলায় পড়ে; তবে বেহেশতে প্রবেশ করবে।'[৪৪]

উল্লিখিত উদাহরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসতিগফারের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, কিন্তু প্রথম হাদীছে একটি সময়ের উল্লেখ রয়েছে। উত্তম ইসতিগফারের বিষয়টি শিরোনামে নির্দিষ্ট ছিলনা কিন্তু বর্ণীত হাদীছে উত্তম ইসতিগফার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

ইব্ন হিব্বান (র.) এমন বাক্যের মাধ্যমে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, যে শব্দগুলো এমন সংবাদ প্রদান করে যা ঐ পরিচ্ছেদেও মাস'আলার সাথে খাস বা নির্দিষ্ট। শব্দগুলো অন্য কিছুর সম্ভাবনা ছাড়াই ঐ পরিচ্ছেদের মাস'আলার সমাধান বর্ণনা করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الزجر عن مس الرجل ذكره بيمينه

-পুরুষ মানুষ কর্তৃক তার লজ্জাস্থান ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করার ব্যাপারে ধমক প্রদান সম্পর্কিত আলোচনা।

এই শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِر، قَالَ:نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ

-হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) পুরুষের লজ্জাস্থান ডান হাতে স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন।[৪৫]

এখানে দেখা যায়, এই পরিচ্ছেদের মধ্যে স্থান পাওয়া হাদীছের সাথে শিরোনামের মিল রয়েছে। এটি কেমন যেন পরিচ্ছেদের শিরোনাম ঐ পরিচ্ছেদের স্থান পাওয়া হাদীছের শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে।

পরিচ্ছেদের হাদীছ থেকে শিরোনাম নির্ধারণ

ইব্ন হিব্বান (র.) সহীহ ইব্ন হিব্বানের কিছু কিছু শিরোনাম সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে স্থান পাওয়া হাদীছ থেকে উদ্বৃত হয়েছে। এটির অবস্থা এমন যে, ঐ পরিচ্ছেদে বর্ণীত হাদীছের সম্পূর্ণ অংশ বা আংশিক অংশকে শিরোনাম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه و سلم : (أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان) أراد به بعد إخراج من كان في قلبه قدر قيراط من إيمان

-মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাণী "তোমরা বের করো তাকে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমান ঈমান রয়েছে।" এর আলোচনা। তিনি এই শিরোনাম দ্বারা এটিই বুঝাতে চেয়েছেন, যার অন্তরে সামান্য (শস্যদানা) পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে কোন একসময় জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। এই শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا مُيِّزَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ قَامَتْ الرُّسُلُ فَشَفَعُوا فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ قِيْرَاطٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ بَشَرًا كَثِيْرًا، ثُمَّ يُقَالُ: إِذْهَبُوْا فَمَنْ عَرَفْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ بَشَرًا كَثِيْرًا، ثُمَّ يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا: أَنَا الْآنَ أُخْرِجُ بِنِعْمَتِيْ وبِرَحْمَتِي، فَيُخْرِجُ أَضْعَافَ مَا أَخْرَجُوا وَأَضْعَافَهُمْ، قَدْ امْتَحَشُوْا وَصَارُوْا فَحْمًا، فَيُلْقَوْنَ فِيْ

৪৪. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৯৩৩, পৃ. ২১৩-১৪

৪৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৪৩৩, পৃ. ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

نَهَر أَوْ فِيْ نَهَر مِنْ أَنْهَار الْجَنَّةِ، فَتَسْقُطُ مُحَاشُهُمْ عَلَى حَافَةِ ذَٰلِكَ النَّهْر، فَيَعُوْدُوْنَ بَيْضًا مِثْلَ الثَّعَارِيْر، فَيُكْتَبُ فِي رِقَابِهِمْ: عُتَقَاءُ اللهِ، وَيُسَمَّوْنَ فِيهَا الْجَهَنَّمِيِّينَ

-হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যখন জান্নাতীরা এবং জাহান্নামীরা পৃথক হয়ে যাবে, তখন জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে। আর তখন রসূলগণ স্ব-স্ব উম্মাতের সুপারিশের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন, তারপর তাঁরা স্ব-স্ব উম্মাতের জন্য সুপারিশ করবেন। তখন (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে) বলা হবে, তোমরা যাও ! সুতরাং যার অন্তরে সামান্য (শস্যদানা) পরিমান ঈমান পাও, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। তখন তাঁরা অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন। অতপর আবার বলা হবে, তোমরা যাও! যার অন্তরে সামান্য (সরিষাদানা) পরিমান ঈমান দেখতে পাও, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। অতপর তাঁরা তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি এখন আমার দয়া ও অনুগ্রহে তাদেরকে বের করলাম। অতপর তিনি দ্বিগুণ পরিমাণ বের করবেন। যারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে, তাদেরকে জান্নাতের নদীসমূহের মধ্যে একটি নদীতে ফেলে দেয়া হবে। তার অঙ্গরসমূহ ঐ নদীর তীরে পড়ে যাবে। তারপর তারা ছা'য়ারির ন্যায় শুভ্র হয়ে ফিরে আসবে।[৪৬]

তিনি আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن من سلم المسلمون من لسانه ويده كان من أسلمهم إسلاما

- প্রকৃত মুসলিম সে, যার জিহবা এবং হাতের অনিষ্ঠ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ, সে সম্পর্কিত বর্ণনার উল্লেখ।

এই শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْن عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَسْلَمُ الْمُسْلِمِيْنَ إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

-হযরত আবূ-যুবায়র তিনি জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: প্রকৃত মুসলিম সে, যার জিহবা এবং হাতের অনিষ্ঠ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ।[৪৭]

নাসিখ এবং মানসূখের বর্ণনা সংবলিত শিরোনাম

ইব্বান (র.) কখনো কখনো কিছু কিছু মাস'আলার ক্ষেত্রে হাদীছের মধ্যে নাসিখকে মানসূখ থেকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার জন্য, সে সম্পর্কিত সমাধানমূলক শিরোনাম নির্ধারন করেছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম এভাবে নির্ধারণ করেছেন,

ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها

-শুধুমাত্র উটের গোশত ভক্ষণ ছাড়া আগুন দ্বারা পাকানো খাদ্য ভক্ষণ করার কারণে ওযূ করার নির্দেশ রহিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামে জাবির ইব্ন সামুরাহ (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ নিয়ে এসেছেন,

عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَا رَسُوْلَ الله أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الغَنَمِ ؟ قَالَ (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ) قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : (نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ) قَالَ : أُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الغَنَمِ ؟ قَالَ : (نَعَمْ) قَالَ : أُصَلِّيْ فِيْ مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : (لَا)

---

৪৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৩, পৃ. ৪০৯-১০

৪৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৯৭, পৃ. ৪২৬

-'জাবির ইব্ন সামুরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি বকরীর গোশত খেলে কি ওযূ করবো ? তিনি (সা.) বললেন, মন চাইলে ওযূ করতে পারো, আর মনে না চাইলে ওযূ নাও করতে পারো। আবার জিজ্ঞেস করলো, উটের গোশত খেলে কি আমি ওযূ করবো ? তিনি (সা.) বললেন, হ্যাঁ উটের গোশত খেলে ওযূ করবে। তিনি আবার জানতে চাইলেন, আমি কি বকরীর খোয়াড়ে নামায আদায় করতে পারি ? তিনি (সা.) বললেন হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি উটের খোয়াড়ে নামায আদায় করতে পারবো ? তিনি (সা.) বললেন, না।[৪৮]

তিনি আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا

-এমন খবরের বর্ণনা সংবলিত আলোচনা অর্থাৎ 'উছমান (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ দ্বারা প্রথমে বৈধ থাকলেও পরবর্তীতে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

তারপর উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি উবায় ইব্ন কা'ব (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا

-'উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন: 'পানির পরিবর্তে পানি' এ শিথিলতা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তা থেকে নিষেধ করেছেন।[৪৯]

এই বিধানটি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে (গোসল থেকে) রুখসাত বা ছাড় থাকলেও পরবর্তীতে উপরোক্ত তথা উবায় ইব্ন কা'ব (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা রুখসাত বা ছাড় মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

কোন একটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার জন্য একই বিষয় সংশ্লিষ্ট শিরোনাম বারবার উল্লেখ

ইব্ন হিব্বান (র.) ইসলামের কোন বিধানের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য কোন কোন সময় একই বিধান সংক্রান্ত শিরোনাম বারবার উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন,

ذكر الخبر الدال على أن تارك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا لا يكفر به كفرا يخرجه عن

-এমন খবর যা নামাযের সময় (ওয়াকত) শেষ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিহারকরা, এমন কর্ম সম্পাদনকারী কুফূরীর এমন পর্যায়ে পৌঁছবে না যে, সে ইসলাম থেকে খারিজ বা বের হয়ে যাবে, একথা সাব্যস্ত করার বিষয় আলোচনা।

এই শিরোনামের অধীনে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ : أُخْبِرَ ابْنُ عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأَتِهِ فِيْ السَّفَرِ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، فَقِيْلَ : الصَّلاَةُ، فَسَكَتَ وَأَخَّرَهَا بَعْدَ ذِهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ

-হযরত নাফি' থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.)-কে কোন এক সফরে তাঁর স্ত্রী ব্যাথায় আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দেয়া হলো। অতপর তিনি (তাঁর স্ত্রী) মাগরিবের নামায বিলম্ব করলেন। তখন তাঁকে বলা হলো (মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে) নামায। তিনি চুপ থাকলেন এবং পশ্চিমকাশের লালিমা চলে যাওয়া পর্যন্ত দেরি করলেন, (শুধু তাই নয়) এমন কি রাতের অগ্রভাগের কিছু অংশ চলে যাওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। তারপর তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং মাগরিব ও 'ঈশার নামায (একসাথে) আদায় করলেন। অতপর

৪৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৫৪, পৃ. ৪৩১

৪৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ১১৭৩, পৃ. ৪৪৭

বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সফরে থাকতেন, তখন আমি তাকে এভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি। অথবা কোন বিষয় যখন তাঁকে কঠোর ভাবে পেয়ে বসতো।[৫০]

তিনি উপরোক্ত বিষয়ে আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر خبر ثان يدل على أن تارك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا يكفر باستعماله ذلك كفرا تبين امرأته به عنه

-এমন দ্বিতীয় হাদীছের উল্লেখ যা, এ কথার ওপর দালালাত সাব্যস্ত করে যে, নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগকারী কাফির হবেনা, যেমন স্ত্রীর প্রতি যে শব্দের ব্যবহারের ফলে স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

এ শিরোনামে তিনি হযরত 'আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

'আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সফর অবস্থায় দু'ওয়াক্ত নামায একসাথে আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি যুহরের নামাযকে এত বিলম্ব করতেন যে, 'আসরের নামাযের সময় শুরু হয়ে যেতো। অতপর তিনি উভয় নামায একসাথে আদায় করতেন।[৫১]

তিনি বেশকিছু শিরোনাম এভাবে নির্ধারন করেছেন। 'নামায বর্জনকারী কাফির হয়না' এই শিরোনামটি তিনি আটবার ব্যবহার করেছেন।

এমন মতবাদ (মাযহাব) দিয়ে শিরোনাম নির্ধারন করা, যে দিক কোন এক 'আলিম (ইমাম) মত পোষন করেছেন। তবে ঐ শিরোনামের অধীনে ঐ মতের বিপরীত হাদীছ উল্লেখ করা।

তিনি এ জাতিয় শিরোনাম দ্বারা ঐ মাযহাবকে প্রত্যাখান করতে চেয়েছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القود لا يكون إلا بالسيف أو بالحديد

-ঐ ব্যক্তির কথাকে প্রত্যাখ্যানকারী হাদীছের আলোচনা, যিনি ধারণা করেন, তরবারী ছাড়া কিসাস কার্যকর করা যায়না।

এ ব্যাপারে তিনি 'আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا قَتَلَهَا بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا وَبِهَا رَمَقٌ قَالَ لَهَا : أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ ثُمَّ قَالَ لَهَا ثَانِيَةً فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ. وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

-'হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, এক ইয়াহুদী একটি মেয়েকে তারই চলার পথে পাথর মেরে হত্যা করলো। অতপর ঐ মেয়েটিকে ও পাথরটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে নিয়ে আসা হলো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি অমুক হত্যা করেছে ? সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলো, 'না'। অতপর তিনি তাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলো, 'না'। অতপর তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন সে বললো, 'হ্যাঁ'। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে দুটি পাথরের মাঝে রেখে হত্যা করলেন।'[৫২]

৫০. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৫৫, পৃ. ৩০৬-৭

৫১. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৪৫৬, পৃ. ৩০৯

৫২. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীস নং- ৫৯৯২, পৃ. ৩৩২-৩৩

এই হাদীছ উল্লেখ করার মাধ্যমে ইব্‌ন হিব্বান (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সে বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন, যে বক্তব্যে তিনি বলেছেন যে, তলোয়ার ছাড়া কিসাস পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করা যায়না। আর এটি হলো তার মাযহাবের অনুসারীদের বক্তব্য ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف বা তলোয়ার ছাড়া কিসাস পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করা যায়না।[৫৩]

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ উল্লেখের মাধ্যমে শিরোনাম নির্ধারণ

ইব্‌ন হিব্বান (র.) শিরোনামের মধ্যে আয়াতের অংশ বিশেষ উল্লেখ পূর্বক, উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণের কারণ সম্বলিত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا { لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ }

-ঐ অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণীত হাদীছসমূহের আলোচনা, যে প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা لاَ اكراه فى الدين- "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই"[৫৪] আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন।

তিনি এ বিষয়ে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ) قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ يَكَادُ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَتَحْلِفُ: لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْنَاؤُنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ)، قَالَ : سَعِيدٌ فَمَنْ شَاءَ لَحِقَ بِهِمْ وَمَنْ شَاءَ دَخَلَ فِي الإِسْلاَمِ

-ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আনসারদের এক মহিলার কোন সন্তানই (জন্মের পর) জীবিত থাকতোনা। তাই ঐ মহিলা প্রতিজ্ঞা করলো, যদি তার কোন সন্তান জীবিত থাকে, তাহলে সে ঐ সন্তানকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করবে। অতপর যখন বনূ নাযীর গোত্রকে উৎখাত করা হলো, তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে আনসারদের এক ছেলে সন্তান রয়েছে। তখন আনসারগণ বললেন, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) ! সে তো আমাদের সন্তান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত لاَ اكراه فى الدين অবতীর্ণ করেন। সা'ঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) বলেন, যে চায় তাদের (ইহুদীদের) সাথে মিলিত হতে পারে, আবার ইসলামেও প্রবেশ করতে পারে।[৫৫]

ব্যখ্যামূলক শিরোনাম

ইব্‌ন হিব্বান (র.) কখনো কখনো পরিচ্ছেদের শিরোনামে একটি নস তথা কুর'আন অথবা একটি হাদীছ নিয়ে এসেছেন, তারপর সে নসের ব্যাখ্যাকারক হিসেবে আরো একটি হাদীছকে নিয়ে এসেছেন। আর এ ব্যাখ্যামূলক শিরোনাম তিনি দু'ভাবে এনেছেন।

প্রথমত: একটি আয়াতের ব্যাখ্যা অথবা একটি আয়াতের অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই,

ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا { يا أَيُّها الَّذين آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً }

"হে মুমিনগণ ! তোমরা নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো"[৫৬] এ আয়াতের ব্যাখ্যাকারী হাদীছসমূহের আলোচনা।

---

৫৩. বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, Avj-wn'vqvn kviû we'vqvZj-geZv'x (বৈরুত: দারু আল-মা'রিফাতু আল-মাকতাবাতুল-ইসলামিয়া, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬১

৫৪. আল-কুর'আন, ২: ২৫৬

৫৫. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৪০, পৃ. ৩৫২

৫৬. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫৬

তিনি এই শিরোনামের অধীনে কা'ব ইব্‌ন 'উযরার হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: رَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْف نُسَلِّمْ عَلَيْكَ ؟ قَالَ: قُوْلُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلْ إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

-'কা'ব ইব্‌ন 'উযরা বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নিকট আসলেন, আমরা বললাম, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমরা আপনাকে সালাম দেয়ার নিয়ম জানি, কিন্তু আপনার উপর কিভাবে দরূদ পড়ব ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরা বলো, হে আল্লাহ্ তা'আলা আপনি মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর পরিবার বর্গের উপরও রহমত বর্ষণ করুন, যেমন রহমত বর্ষণ করেছেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর। নিশ্চয়ই আপনি স্ব-প্রশংসিত এবং মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্ তা'আলা আপনি মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর বরকত দান করুন, যেভাবে বরকত দান করেছেন ইব্‌রাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবারের উপর।'[৫৭]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীছে আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরুদ পড়বে, তার জন্য দশটি নেকি লেখা হবে।'[৫৮]

দ্বিতীয়ত: একটি হাদীছের ব্যাখ্যা অথবা একটি হাদীছের অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়,

ذكر البيان بأن قوله ﷺ الإيمان بضع وسبعون بابا أراد به بضع وسبعون شعبة

-রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঈমানের সত্তরটির বেশী পরিচ্ছেদ রয়েছে, সে সম্পর্কিত আলোচনা। ইব্‌ন হিব্বান (র.) এ উক্তির মাধ্যমে সত্তরটির বেশী শাখা রয়েছে বুঝিয়েছেন।

তিনি এর সমর্থনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন। হাদীছটি এমন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ـَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا شَهَادَةُ انْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ".

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ঈমানের সত্তরটির বেশী শাখা রয়েছে, এর সর্বোচ্চটি হলো আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সর্বোনিম্নটি হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ।"[৫৯]

অনুসন্ধানমূলক শিরোনাম

এমন শিরোনাম যার মাধ্যমে শিরোনামের সাথে মূলহাদীছের সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। ইব্‌ন হিব্বান (র.) এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করেছেন।

প্রথমত: শিরোনামটি হাদীছের অর্থের উপর অতিরিক্ত একটি বিধানকে অন্তর্ভূক্ত করবে। যেহেতু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিধানটি ঐ হাদীছে পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ একটি শিরোনাম এমন,

ذكر الزجر عن ان يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده

---

৫৭. Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ৯১২, পৃ. ১৯৩

৫৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ৯০৫, পৃ. ১৮৬-৮৭

৫৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৯১, পৃ. ৪২০

Dhaka University Institutional Repository

-দু'কুল্লাহর কম পানিতে কেউ প্রসাব করার ব্যাপারে ধমক সংক্রান্ত আলোচনা।

তিনি এ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছের উল্লেখ করেছেন,

ن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : لَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْري ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে প্রসাব না করে, যে পানি প্রবাহমান নয়। আর এমন পানিতে সে ওযূ করতে পারে।'[৬০]

দ্বিতীয়ত: বাবের সাথে আবশ্যক সম্পৃক্ততার কারণে উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা শিরোনামের সামঞ্জস্য হবে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه

-ঐ হাদীছের আলোচনা, যে হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের চুল পবিত্র। সুতরাং চুল যখন পানিতে পড়বে, তখন সে পানি অপবিত্র হবেনা। যদি চুল কাপড়ে জড়িয়ে থাকে, তাহলে সে কাপড়ে নামায আদায়ে কোন বাধা নেই।

তিনি এ বিষয়ে 'আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَمَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدْنِ، فَنُحِرَتْ - وَالْحَلَّاقُ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَسَوَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى شِقِّ جَانِبِهِ الأَيْمَنِ عَلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ : (احْلِقْ) فَحَلَقَ، فَقَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ - الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ - ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جَانِبِ شِقِّهِ الأَيْسَرِ عَلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ : (احْلِقْ) فَحَلَقَ فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيْ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

-হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরবানীর দিন পাথর নিক্ষেপ করলেন। অতপর উঠ আনতে বললেন, অতপর কুরবানী করা হলো। আর তখন চুলকর্তনকারী বা নাপিত তাঁর কাছে বসা ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর হাত দিয়ে (মাথার) চুল সমান অর্ধেক করলেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর (মাথার) ডান পার্শ্বের চুল আলাদা করলেন এবং চুল কর্তনকারী বা নাপিতকে বললেন এটুকু মুণ্ডিয়ে ফেলো। তিনি মুণ্ডিয়ে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থিত সাহাবীদের চুল মুণ্ডনের জন্য দুই ভাগে ভাগ করে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর মাথার বাম পার্শ্বের চুল ধরলেন এবং মুণ্ডনকারীকে তা মুণ্ডনের জন্য বললেন। তিনি মুণ্ডিয়ে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ তালহা আনসারী (রা.)-কে ডাকলেন এবং মণ্ডিত সকল চুল তার হাতে দিয়েদিলেন।'[৬১]

আবূ ত্বলহা আনসারী (রা.)-এর হাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চুল মুবারক হস্তান্তর, এটি প্রমাণ করে চুল পবিত্র। অপবিত্র হলে তিনি কখনো তাঁর সাহাবাদের হাতে দিতেন না। আর সাহাবারা বরকত লাভের আশায় তা গ্রহণ করেছিলেন। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য যে বস্তু পবিত্র, তাঁর উম্মাতের জন্যও তা পবিত্র।[৬২]

তৃতীয়ত: হাদীছের সাথে শিরোনামের 'আম-খাস সম্পর্ক হবে। অর্থাৎ হাদীছটি খাস হবে এবং শিরোনামটি হবে 'আম। অতএব হাদীছটির শিরোনামের সাথে তার ব্যাপক অর্থের মাধ্যমে সম্পর্ক রাখবে অথবা হাদীছটি হবে 'আম, আর শিরোনাম হবে খাস। এতে শিরোনামটি হাদীছের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে। যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله

---

৬০. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১২৫৪, পৃ. ৬৫

৬১. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৩৭১, পৃ. ২০৬

৬২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩২৭

Dhaka University Institutional Repository

-ঋতুবতী স্ত্রীর সেবা গ্রহণ করা পুরুষের জন্য বৈধতার আলোচন।

এ শিরোনামের সমর্থনে তিনি হযরত 'আঈশা (রা.)-এর হাদীছ বর্ণনা করেছে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِلْجَارِيَةِ: نَاوِلِينِيْ الْخُمْرَةَ، أَرَادَ أَنْ يَّبْسُطَهَا، فَيُصَلِّيْ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِيْ يَدِهَا

-'রসূলুল্লাহ্ (সা.) ই'তিকাফরত অবস্থায় (মাসজীদ) পরিবারকে বললেন, (ঘর থেকে) চাটাইটি হাতে বাড়িয়ে দাও। তা দ্বারা উহা বিছানো উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতপর তিনি তাতে নামায আদায় করলেন। আমি বললাম, সে তো ঋতুবর্তী অবস্থায় আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ঋতূ তোমার হাতে লেগে নেই।'[৬৩]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিরোনামটি 'আম, আর হাদীছটি খাস। কারণ এতে পুরুষ ঋতুবর্তী নারী হতে চাটাই গ্রহণ করেছেন। এটি নির্দিষ্ট একটি অবস্থা। আরো অনেক অবস্থা থাকতে পারে যা হাদীছে উল্লেখ নেই। তবে এই অবস্থাগুলোকে শিরোনামের ব্যপকতা অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে।[৬৪]

আরো একটি শিরোনাম রয়েছে এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن الفرض على المأموم والمنفرد قراءة فاتحة الكتاب في صلاته

-ঐ হাদীছের আলোচনা, যা মুসল্লী ও একাকী নামায আদায়কারীর উপর সূরা ফাতিহা পাঠকে আবশ্যক করে।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، لِأَنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ مَا دَامَ فِيْ صَلَاتِهِ، وَلَا عَنْ يَّمِيْنِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَّمِيْنِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنَهُ.

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়াবে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা যতক্ষণ সে নামাযে থাকে, ততক্ষণ সে তার রব বা প্রতিপালকের সাথে গোপনে কথা বলতে থাকে। সে তার ডানেও ফেলবে না, কেননা তার ডানে আছে ফিরিশতা। বরং সে তার বাম দিকে থুথু ফেলবে এবং তার পা দিয়ে তা পুতে ফেলবে।'[৬৫]

উপরোক্ত শিরোনামে দেখলাম, শিরোনামটি খাস কিন্তু হাদীছটির হুকূম 'আম। শিরোনামে সূরা ফাতিহাকে গোপন কথা বলা হয়েছে, যা এক প্রকার কথা। এটি হলো খাস। আর বর্ণীত হাদীছটি সকল প্রকার গোপন কথাকে অন্তর্ভূক্ত করেছে, যা 'আম। ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে, মুসল্লীদের উপর সূরা ফাতিহা পাঠ আবশ্যক। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্ণনা করেছেন, যে নামাযী তার নামাযে রবের সাথে গোপন কথা বলে। আর চুপ থেকে, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করা ছাড়া সম্বোধন মূলক কথাবার্তা বলা যায় না।[৬৬]

বিচ্ছিন্ন শিরোনাম

এটি এমন শিরোনাম যেখানে "বাব" শব্দের উল্লেখ করা হয়নি বরং শুধুমাত্র "কিতাবুস্-সালাত" শব্দটি উল্লেখকরণ যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অধিকাংশ হাদীছ গ্রন্থ প্রণেতা এই পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। ইব্ন হিব্বান (র.) ও এমনটি করেছেন। যেমন, كِتَابُ الصَّلٰوةِ এর শুরুতে এমনটি করেছেন যেখানে শিরোনাম ছাড়াই হাদীছ নিয়ে এসেছেন।

---

৬৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৩৫৬, পৃ. ১৯০

৬৪. এ. বি. এম. 'আবদুল্লাহ্, আল-ইমাম হিব্বান ওয়া খিদমাতুহু ফী 'ইলমি-হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

৬৫. Avj-Bnmvb dx ZvKix‡e mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৭৮৩, পৃ. ৮৩

৬৬. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৩-৮৪

আরো উদাহরণ রয়েছে, ইব্‌ন হিব্বান (র.) كِتَابُ الوحيْ এর অধীনে ওহী নাযিল বিষয়ে হযরত 'আঈশা (রা.)-এর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যে হাদীছের জন্য কোন শিরোনাম উল্লেখ করেন নি। অতপর তিনি বলেন,

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه يضاد خبر عائشة الذي تقدم ذكرنا له

-যাদের জ্ঞানের গভীরতা নেই তাদের ধারণা অপনদনে এমন হাদীছের উল্লেখ, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যে হাদীছটি 'আঈশা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হয়েছে। সে হাদীছটিকে 'আঈশা (রা.)-এর হাদীছ শক্তিশালী করেছে।

দ্বিতীয়ত: ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, كِتَابُ النِكاح এর অধীনে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ, যেমন

عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ شَبَابًا، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ الله: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضّ لِلبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ البَائَةَ فَاليَصُمْ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"

-হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আমরা যুবকরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি (রসূলুল্লাহ্) আমাদের বললেন: হে যুবকরা তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করতে সামর্থ্য রাখে, তার বিবাহ করা উচিৎ। কেননা ইহা (বিবাহ) দৃষ্টিকে অবনত রাখে, লজ্জাস্থানকে হিফাযাত করে। আর তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। ইহা তার জন্য রক্ষাকবচ হবে। কিন্তু তিনি এ হাদীছ বর্ণনার পূর্বে কোন শিরোনাম উল্লেখ করেন নি।

তিনি শিরোনামের ক্ষেত্রে باب শব্দের পরিবর্তে অধিকাংশ জায়গায় ذكر শব্দের ব্যবহার করেছেন। তবে কিছু কিছু শিরোনামে باب শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছ বর্ণনার পর হাদীছ সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন বর্ণনাকারীর পরিচয়, হাদীছের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত উল্লেখ করেছেন।

হাদীছ সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তিনি হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন বর্ণনাকারীর পরিচয়, হাদীছের ব্যাপারে সন্দেহ দূর করণে কার্যকর মতামত প্রদান করেছেন।

বর্ণনাকারীর পরিচয় বর্ণনা

ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছ উল্লেখ করার পর কখনো কখনো বর্ণনাকারীর পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেমন,

ক. ইব্‌ন হিব্বান (র.) আবূ নাজ্জাসী সম্পর্কে বলেন, তিনি রাফি'র মনিব যার নাম হল আতা ইব্‌ন আবূ রবাহ।

খ. ইব্‌ন হিব্বান বলেন আবূ 'আমরাহ আল-আনসারী সম্পর্কে বলেন তার নাম ছা'লাবাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন মুহসিন।

বর্ণনাকারীর ব্যাপারে মতামত

ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছ উল্লেখ করার পর কখনো কখনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে নিজস্ব মতামত উল্লেখ করেছেন। যেমন-

أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر الكَرْخِيْ بِبَلَدِ المُوْصِلِ، قَالَ: حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، قَالَ حَدّثَنَا بْنُ إِدْرِيْسِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنء أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَاسَ الجَنَّةَ ؟ قَالَ: تَقْوَى الله وَحُسْنُ الخُلُقِ، قِيْلَ فَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ الأَجْوَفَانِ، الفَمِ وَالفَرَجِ

-'আমাদের নিকট জা'ফর আল-কারখী, যিনি মুসেলের অধিবাসী ছিলেন, তিনি আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন: আমাদের নিকট 'উছমান ইব্‌ন আবী ইদ্‌রীস তার পিতা থেকে, পিতা তার দাদা থেকে, আর তিনি হযরত আবূ

Dhaka University Institutional Repository

হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন কাজ অধিক পরিমাণে জান্নাতী করে ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিস মানুষকে অধিক পরিমাণে জাহান্নামী করে ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, দুটি গহবর এক মুখ ও লজ্জাস্থান।'[৬৭]

আবূ হাতিম (র.) বলেন ইদ্রিসের ছেলে হলেন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদ্রিস ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদুর্-রহমান আয্-যা'আফারী আল-আওদী। যিনি কুফাবাসীদের মধ্যে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

হাদীছের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন

হাদীছের মাতানের মধ্যে বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত শব্দের সংযোজন। পাঠক ধারণা করতে পারে, এটিও হাদীছের অংশ। ইব্ন হিব্বান (র.) পাঠকের ভুল ধারণা অপনোদনে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। যেমন, ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْن محمد الأَزْدِيّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ محمد بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ (أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ) حَكِيْمًا عَلِيْمًا غَفُوْرًا رَحِيْمًا، قَوْلُ محمد بْن عَمْرٍو أدرجه فِيْ الخَبْرِ وَالخَبْرُ إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فقط

-'আমাদের নিকট 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আল আযদী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট 'উবাদাহ ইব্ন সুলায়মান, তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর কুর'আন সাত হরুফে বা অক্ষরে অবতীর্ণ হয়েছে, হাকিমান 'আলিমান গফুরার রহীমান।'[৬৮]

হিব্বান (র.) বলেন মূলত: হাদীছটি أحرف পর্যন্ত কিন্তু শেষের অংশটুকু মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমরের যা তিনি এই হাদীছের মধ্যে সংযোজন করেছেন।

একক বর্ণনাকারীর হাদীছ উল্লেখ

তিনি এমন হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে হাদীছের বর্ণনাকারী একজন। তাই সে বর্ণনাকারী একক অথবা একটি শহরের অধিবাসীরা বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيْ بْن المُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْن محمد بْن عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا حَرَمِيْ بْن عِمَارَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْن محمد، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ للهِ ﷺ : ثُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فإِذَا فَعَلُوا ذلكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

-'ইব্ন হিব্বান বলেন, আমাদের নিকট আহমাদ ইব্ন 'আলী মুছান্না, তিনি ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আর'আরাহ্ থেকে, তিনি শু'বাহ্ থেকে, তিনি ওয়াকিদ ইব্ন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইব্ন 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: আমি মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না সে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার রসূল, নামায আদায় করবে এবং যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা এ বিষয়গুলো পালন করবে, তখন তাদের রক্ত এবং ধন-সম্পদ আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে ইসলামের অধিকার আদায়ের ব্যাপার হলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার।'[৬৯]

৬৭. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং- ৪৭৬, পৃ. ২২৪

৬৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ৭৪৩, পৃ. ১৮-১৯

৬৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২১৯, পৃ. ৪৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা প্রসূত বর্ণনা

যে সমস্ত হাদীছের সনদের মধ্যে বর্ণনাকারী নিয়ে ধারণার বশবর্তী হয়েছেন, সে সমস্ত বর্ণনাকারীর হাদীছ নিয়ে ইমাম ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাঁর সংকলিত হাদীছ গ্রন্থে একটি আলোচনার অবতরণা করেছেন। যেমন- ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণীত একটি হাদীছ ইব্‌ন হিব্বান (র.) এ ভাবে উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، وَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ)

-‘ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করবে, অথচ সে জানেনা তিন রাকা‘আত আদায় করেছে না চার রাকা‘আত আদায করেছে, তাহলে সে যেন এক রাকা‘আত (অতিরিক্ত) পড়ে নেয় এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু’টি সিজদাহ্ করে নেয়। এমনটি যদি চতুর্থ রাকা‘আতে হয়, তাহলে সিজদাহ্ দু’টি হল শয়তানের জন্য ধ্বংসস্বরূপ। আর যদি পঞ্চম রাকা‘আতে হয়, তাহলে ঐ দুটি সিজদাহ্ তার শেষ রাকা‘আতের জোড়স্বরূপ হলো।’[৭০]

আবূ হাতিম বলেন, এই সনদের মধ্যে দারাওয়ার্দী ধারণা প্রসূত বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন: ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, অথচ ইহা আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণীত। ইসহাক নিজ স্মরণ থেকে অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত: ইহাও তার ধারণা প্রসূত বর্ণনা হতে পারে।[৭১]

নামের মধ্যে পার্থক্যকরণ

ইব্‌ন হিব্বান (র.) সাদৃশ্যপূর্ণ নামগুলোর পার্থক্য তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوْفِيْ بِبَغْدَادِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الرُّوْمِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضَرُ بْنُ محمد قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمّارٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : (تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ)

-‘ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আমার নিকট আহমাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন ‘আবদুল-জব্বার আস্-সুফী বাগদাদে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন আর্-রুমী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট নযর ইব্‌ন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইকরামাহ ইব্‌ন ‘আম্মার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ ঝুমাইল, তিনি মালিক ইব্‌ন মারছাদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, পিতা আবূ যার থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলাও একটি সাদকাহ।’[৭২]

ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আবূ ঝুমাইল হলেন, সাম্মাক ইব্‌ন ওয়ালীদ আল হানাফী ইয়ামানী, যিনি নির্ভর্যোগ্য রাভী। আর নযর ইব্‌ন মুহাম্মাদ হচ্ছেন, আল-জুরশী আল-ইয়ামানী এবং নযর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কুরশী মারূঝী, যিনি ব্যক্তিগত অভিমত পোষণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। তারা উভয়ই সমসাময়িক ছিলেন।[৭৩]

হাদীছের বিপরীত বিধান বর্ণনা

ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থে কিছু হাদীছের পর এমন আলোচনা করেছেন যা ঐ হাদীছের হুকুমের বিপরীত, যা কখনো তার নিকট হতে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন নিম্নের হাদীছে আছে,

---

৭০. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং- ২৬৬৮, পৃ. ৩৯০

৭১. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯০

৭২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ৪৭৪, পৃ. ২২১

৭৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২

أخْبَرَنا محمد بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا محمد بْنُ رَمحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيْ، عَنْ الأعْرَجِ، عَنْ أبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (لا يمنعنَّ أحدُكم جارَه أنْ يَغرزَ خشبة على جِداره)

-'ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন কুতাইবা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্‌ন রমাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট লাইছ ইব্‌ন সা'আদ, তিনি মালিক ইব্‌ন আনাস থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালের উপর লাকড়ি রাখতে বাধা না দেয়।'[৭৪]

ইব্‌ন রমাহ বলেন, আমি লাঈসকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন এই হাদীছটি, আমাদের নিকট থাকা মালিকের প্রথম ও শেষ হাদীছ।

আবূ হাতিম (র.) বলেন, লাঈসের কথা 'এটি আমাদের নিকট থাকা মালিকের প্রথম ও শেষ হাদীছ' এটির বিপরীত দলীল যা ক্বারূদ লাঈস হতে, তিনি মালিক হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি 'উরওয়া হতে, তিনি 'আঈশা (রা.) হতে মামালিকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটি একটি ভ্রান্ত হাদীছ যার কোন ভিত্তি নেই।[৭৫]

'আক্বীদাহ্ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত আলোচনা

তিনি তার গ্রন্থে 'আক্বীদাহ্ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত আলোচনাকে স্থান দিয়েছেন যার মাধ্যমে তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: (قَدْ رَأىَ محمد ﷺ رَبَّهُ)

-'ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন।'[৭৬]

ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেছেন, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্যের অর্থ হল রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর প্রতিপালককে তাঁর অন্তর দিয়ে দেখেছেন। এমন জায়গায় দেখেছেন যেখানে কোন মানুষের আরোহন সম্ভব নয়।[৭৭]

ফিক্‌হ সংক্রান্ত আলোচনা

ইব্‌ন হিব্বান (র.) তার সংকলিত হাদীছ গ্রন্থে ফিক্‌হী মাস'আলার সমাধান দিয়েছেন। যা থেকে তাঁর ফিক্‌হী মতামত স্পষ্ট হয়েছে। যেমন ইব্‌ন ওমর (রা.)-এর হাদীছ,

أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَان، قَالَ : حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بِإسْنَادِهِ نَحْوُه إلا أنَّهُ قَالَ : (وَ مِنْ طَاعَتِى أنْ تُطِيعُوا أئِمَّتَكُمْ)

-'ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আল-হাসান ইব্‌ন সুফইয়ান, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাওছারাহ্ তাঁর নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের ইমামদের অনুসরণ করো, তাহলে আমার অনুসরণ হয়ে যাবে।'[৭৮]

হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এটি আমার নিকট এক প্রকার ইজমা'র মত। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চারজন সাহাবীর এটির বৈধ্যতার বিষয়ে ফাতওয়া দিয়েছেন। তাঁরা হলেন ১. জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ৩. উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা.) ৪. ক্বায়স ইব্‌ন ফিহর। আর সাহাবীদের ঐক্যমত

---

৭৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ৫১৫, পৃ. ২৭০

৭৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭১

৭৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৫৭, পৃ. ২৫৪

৭৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪

৭৮. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং- ২১১০, পৃ. ৪৭১

আমাদেরও ঐক্যমত। যারা ওহী অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা ওহী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে পবিত্র। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দিয়ে সমালোচকদের হাত থেকে তাঁর দ্বীনকে রক্ষা করেছেন। এই চারজন সাহাবী মতের বিপরীত কোন কিছু অন্য কোন সাহাবী মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেন নি। মনে হয় যেন সাহাবীগণ এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ইমাম যখন বসে সালাত আদায় করবেন, তখন মুক্তাদিগণ বসেই সালাত আদায় করবে। এই মতের অনুকূলে তাবে'ঈদের মধ্যে যারা ফাতওয়া দিয়েছেন তারা হলেন, জাবির ইব্ন যায়দ ও আবূ শা'ছা । এমনকি যে কোন সনদের মাধ্যমে অন্য কোন তাবি'ঈর বিপরীত মত ব্যক্ত করেন নি। তাহলে মনে হয় যেন, তাবে'ঈগণ এই পদ্ধতির বৈধতার উপর ঐক্যমত হয়েছেন। আর এই উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে এই পদ্ধতিকে ভুল বলেছে, তিনি হলেন মুগীরা ইব্ন মিকসাম আন্-নাখ'ঈ। তার নিকট হতে ইহা গ্রহণ করেছেন হাম্মাদ ইব্ন আবূ সালামাহ। অতপর হাম্মাদ হতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) গ্রহণ করেছেন এবং তার পর তার সঙ্গীরা তাকে অনুসরণ করেছেন।[৭৯]

মূলনীতি সংক্রান্ত আলোচনা

ইব্ন হিব্বানের হাদীছ গ্রন্থে মূলনীতি সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন তিনি 'আঈশা (রা.)-এর হাদীছ যেখানে বর্ণীত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন অসুস্থ ছিলেন তখন হযরত আবূ বকর (রা.) নামাযের ইমামাতি করেছেন। যারা হাদীছ শাস্ত্রের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানেনা, হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে জ্ঞান রাখেনা, তারা এ হাদীছকে পূর্বে উল্লিখিত হাদীছের বিপরীত মনে করবে। কিন্তু বিষয়টি এমন নয় বরং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই, এক হাদীছ অন্য হাদীছকে মিথ্যা সব্যস্ত করেনা এবং এর কোন অংশ দ্বারা কুর'আনও রহিত হয়না বরং কুর'আনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যকে হাদীছ ব্যাখ্যা করে ও স্পষ্ট করে।

এটি ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মত যা তিনি তার গ্রন্থ "الرسالة" তে বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, কুর'আন রহিত করণ বা আয়াত অবতীর্ণ বিলম্ব হওয়া, তা কুর'আন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে সম্ভব না।

শাব্দিক ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা

ইব্বান (র.) তার কিতাবে কিছু দূর্বোধ্য শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষন করেছেন। এই বিশ্লেষণ দুইভাবে করেছেন।

প্রথমত: তিনি অপরিচিত বা দূর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث এ হাদীছের মধ্যে الخبث শব্দটি বহুবচন যা শয়তান জাতির পুরুষ শ্রেণী উদ্দেশ্য। আর الخبائث বহুবচন যা দ্বারা নারী শ্রেণী উদ্দেশ্য। যেমন বলা হয়ে থাকে, خبيث، و خبيثات، و خبث، و خبيثة، و خبيثات و خبائث

দ্বিতীয়ত: ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁর বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন রাভীর পরিচিতি আরো স্পষ্ট করার জন্য নামের শেষে তার শহরের নাম যুক্ত করেছেন। যেমন (من حمل علينا السلاح فليس منا- যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। এই হাদীছ উল্লেখের পর, তিনি বলেছেন যে, এই হাদীছের সনদে ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ 'আল-কাওরুসী'।

ইঙ্গিতসূচক আলোচনা

ইব্ন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থে ইঙ্গিত সূচক আলোচনা করেছেন। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত হাদীছ,

عَنْ ابيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الإِيْمَانِ

৭৯. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭১-৭৩

-‘হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ঈমানের ষাটটি শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং লজ্জা ঈমানের অন্যতম শাখা।’[৮০]

এখানে তিনি الحياء বা লজ্জা শব্দটি এমন একটি শব্দ, যা মানুষ এবং আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে পর্দা বা প্রতিবন্দক। কেমন যেন মনে হয়, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিষিদ্ধ কাজ গুলো ছেড়ে দেয়াকে ঈমানের অঙ্গ বলেছেন।

বিভিন্ন ধরনের হাদীছ আনার কষ্ট

ইব্ন হিব্বান (র.)-এর নিকট একটি বিশেষ মূলনীতি হলো, কোন হাদীছ উল্লেখের সময়, একই বিষয়ে বিপরীত বিধান দানকারী হাদীছও উল্লেখ করে পারস্পরিক সন্দেহ দূর করা। তবে বিষয়টি নতুন নয়। তাছাড়া বিপরীতধর্মী হাদীছ উল্লেখকারী রাভীদের মধ্যে তিনি একজন। তার লিখিত একটি গ্রন্থ ও আছে যার নাম الجمع بين الأخبار، ونفى التضاد عن الأثار তবে এ কথা সত্য যে, বিপরীতমুখী হাদীছ উল্লেখের ক্ষেত্রে ইব্ন হিব্বানের প্রচেষ্টা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। এমনকি পাঠ্য সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার উপযুক্ত। উহা হল তিনি মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদানের পাশাপাশি উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের পদ্বতি বর্ণনা করেছেন। তার উদাহরণ নিম্নরুপ,

প্রথমত: ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, ঐ হাদীছের আলোচনা, যারা হাদীছের শৈল্পিক রুপ স্বীকার করেনা তারা বলেন, এই হাদীছটি ‘আঈশা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত, যার আলোচনা গত হয়েছে। অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণের হাদীছ আমাদের নিকট হুদবাহ ইব্ন খালিদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইয়াযীদ ইব্ন ‘আত্তার বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ কাছির বর্ণনা বর্ণনা করেছেন,

سَألتُ أَبَا سَلَمَةَ : أيُّ القُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّل ؟ قَالَ : { يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ } قُلتُ : إِنِّي نُبِّئتُ أَنْ أَوَّلَ سُوْرَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ القُرْآنِ : { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ : سَأَلتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : أيُّ القُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّل ؟ قَالَ : { يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ } فَقُلتُ لَهُ : إِنِّي نَبِئتُ أَنْ أَوَّلَ سُوْرَةٍ نُزِلَتْ مِنْ القُرْآنِ : { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } قَالَ جَابِرٌ : لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ : جَاوَرْتُ فِيْ حِرَاءٍ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ نَزَلتُ، فَاسْتَبْطَنْتُ الوَادِيْ، فَنُوْدِيْتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِيْ وَخَلفِيْ وَعَنْ يَّمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَنُوْدِيْتُ، فَنَظَرْتُ فَوْقِيْ، فَإِذَا أَنَا بِهِ قَاعِدٌ عَلى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ، فَانْطَلَقتُ إِلَى خَدِيْجَةَ، فَقُلتُ دَثِّرُوْنِيْ دَثِّرُوْنِيْ وَصُبُّوْا عَلَيّ مَاءً بَارِدًا، فَأُنْزِلَتْ عَلَيّ { يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ }

তিনি বলেন, আমি আবূ সালমাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, কুর’আনের কোন অংশ প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে ? তিনি বললেন, يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ আমি বললাম, আমার জানা মতে, কুর’আনে নাযিল হওয়া প্রথম সূরা, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ আবূ সালমাহ বলেন, আমি জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, কুর’আনের কোন অংশ প্রথম নাযিল হয়েছিল ? তিনি বলছিলেন, يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ অতপর আমি বললাম, আমি তো জানি কুর’আনের প্রথম নাযিল হওয়া সূরা اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ তখন জাবির বললেন, আমি তোমার নিকট এমন বিষয় বর্ণনা করছিনা, যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নিকট বর্ণনা করেন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি হিরা গুহায় অবস্থান করি। অতপর যখন আমার অবস্থান শেষ হয়, আমি নেমে আসি এবং উপত্যকার ভেতর দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ আমাকে ডাকা হলো, আমি সামনে, পেছনে, ডানে, বামে তাকালাম কিন্তু কিছুই দেখলাম না। অতপর আমাকে আবার ডাকা হলো এবার আমি উপর দিকে তাকালাম, তখন দেখছি আকাশ হতে ভূমি পর্যন্ত ব্যাপৃত চেয়ারে উপবিষ্ট একজনের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। অতপর আমি সেখান হতে আমি এবং খাদীজার নিকট যাই এবং বলি আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, এবং তারা আমার উপর ঠাণ্ডা পানিয় ছিটিয়ে দিল। অতপর আমার নিকট (রা.)-এর নিকট يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ অবতীর্ণ হল।’[৮১]

আবূ হাতিম (র.) বলেন, জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহর হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে, প্রথম অবতীর্ণ হওয়া আয়াত يَا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ আর ‘আঈশা (রা.)-এর হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে, প্রথম নাযিল হওয়া আয়াত اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ।

৮০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ১৬৭, পৃ. ৩৮৬

৮১. Avj-Bnmvb dx ZvKix‡e mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ৩৪, পৃ. ২২০

মূলত: এই দুই বর্ণনার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ করেন اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ এই আয়াত যখন তিনি হিরা গুহায় অবস্থান করছিলেন। অতপর সেখান থেকে তিনি যখন বাড়ীতে ফিরে আসেন এবং খাদীজা (রা.) তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন ও পানি ছিটিয়েছিলেন, তখন বাড়ীতে থাকাবস্থায় يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ অবতীর্ণ হয়েছিল।

একক বর্ণনার সন্দেহ রোধে ব্যবস্থা

ইব্ন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থের বিভিন্ন সন্দেহ দূরিভুত করেছেন। যেমন একক বর্ণনার সন্দেহ দূরিভূত করেছেন, ইব্ন হিব্বান (র.) তার গ্রন্থে একক রাবী কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের সন্দেহ দূর করবার জন্য অন্য হাদীছ নিয়ে এসেছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر إطلاق اسم النفاق على المؤخر صلاة العصر إلى أن تكون الشمس بين قرني الشيطان

-সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের উপর যাওয়া পর্যন্ত 'আসরের নামাযকে বিলম্ভকারীর উপর নিফাক শব্দ ব্যবহার করার আলোচনা। তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَا وَصَاحِبٌ لِيْ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمَا الْعَصْرَ، قَالَ: فَقُلْنَا لَا، قَالَ: فَصَلَّيَا عِنْدَكُمَا فِيْ الْحُجْرَةِ، فَفَرَغْنَا وَطَوَّلَ هُوَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ مَا كَلَّمَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِيْنَ، يُمْهِلُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا

-'আল-'আলা ইব্ন 'আবদির্-রহমান থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ও আমার এক সঙ্গীকে নিয়ে 'আসরের পর আনাস ইব্ন মালিক (রা.) কাছে গেলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি 'আসরের নামায আদায় করেছো ? তিনি বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এটি মুনাফিকদের নামায। সূর্য যখন শয়তানের দু'শিংয়ের উপর অবস্থান করে (সূর্য অস্তগামী হয়), তখন তাদের মধ্যে যে নামায আদায়ের দণ্ডায়মান হয়ে চার ঠোকর দিয়ে থাকে (অতি দ্রুত নামায সম্পন্ন করে, যাতে তার রুকূ' সিজদা ঠিকভাবে আদায় হয় না) এবং সে ঐ নামাযের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র অতি সামান্যই করে থাকে। ফলে সে তার নামায এভাবে নষ্ট করে।'[৮২]

অতপর ইব্ন হিব্বান (র.) আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به العلاء بن عبد الرحمن

-যারা ধারণা করে, এই হাদীছটি শুধুমাত্র 'আলা ইব্ন 'আবদুর্-রহমান এককভাবে বর্ণনা করেছেন, সেই কথাকে প্রত্যাখ্যানকারী হাদীছের আলোচনা।

তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَدَّثَنِيْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِيْنَ ؟ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ كَنَقَرَاتِ الدِّيْكِ لَا يَذْكُرُ اللهُ فِيْهِنَّ إِلَّا قَلِيْلًا)

-'ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, আবূ 'আলা ইব্ন 'আবদুর্-রহমান আমাদের নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, আমাদের নিকট উসামা ইব্ন যায়দ, ইব্ন শিহাব হতে, তিনি 'উরওয়া হতে, তিনি 'আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন এবং আমার নিকট উসামাহ ইব্ন যায়দ বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই হাফস ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আনাস বলেন, আমি 'আনাস ইব্ন মালিক হতে শুনেছি, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে মুনাফিকদের নামাজের বিষয়ে অবহিত করব ? মুনাফিকরা সূর্য শয়তানের দুই শিং এর উপর

৮২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২৫৯, পৃ. ৪৯২-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়া পর্যন্ত 'আসর বিলম্ব করতে থাকে, অতপর দাঁড়ায় এবং মোরগের মত ঠোকর মারে। তারা নামাযে খুব কমই আল্লাহ্ তা'আলাকে স্বরণ করে।'[৮৩]

শ্রবণ না করার সন্দেহ রোধে ব্যবস্থা

ইব্ন হিব্বান (র.) কিছু বর্ণনাকারী হতে অন্য বর্ণনাকারী হাদীছ শ্রবণ না করার সন্দেহ দূরীভূত করার কাজ করেছেন। যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَان، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْن مُوْسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنَ الْجَزَرِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلى الصَّلَاةِ وَإِنْ بُقَعَ الْمَاءَ لَفِيْ ثَوْبِهِ

-'ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, আমাদের নিকট আল-হাসান ইব্ন সুফইয়ান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হিব্বান ইব্ন মূসা বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আমর ইব্ন মায়মূন আল-জাযারী থেকে, তিনি সূলাইমান ইব্ন ইয়াসার থেকে, তিনি হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ('আঈশা) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ধুয়ে দিতাম এবং কাপড়ে ভিজা চিহ্ন নিয়েই তিনি (রসূল) নামাযে বের হতেন।'[৮৪]

তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة

-ঐ কথা প্রত্যাখ্যানকারী হাদীছের আলোচনা যে, ধারণা করে যে, সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার এই হাদীছ 'আয়েশা হতে শ্রবণ করেন নি।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُوْلُ: كُنْتُ أَغسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلى الصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِيْ ثَوْبِهِ. قال الحلواني في حديثه حدثني سليمان بن يسار

-'হযরত সুলাইমান ইব্ন ইয়াসারের হাদীছ, হযরত 'আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ('আঈশা) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাপড় হতে বীর্য ধৌত করতেছিলাম, অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাযে বের হয়ে যান, তখন তাঁর কাপড়ের সাথে পানি ফোঁটা লেগেছিল।'[৮৫]

অতপর তিনি হাদীছটি সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হতে অন্য সনদে উল্লেখ করেছেন, তিনি (ইব্ন হিব্বান) বলেন, আমি 'আঈশা (রা.) কে বলতে শুনেছি, একজন বর্ণনাকারী হাওয়ানী বলেন, তার হাদীছে আমার নিকট সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন।

হাদীছ ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় সন্দেহ দূরিভূত করা

ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁর গ্রন্থের কিছু কিছু হাদীছের পরে ঐ হাদীছ বিশুদ্ধতার যাচাইয়ে ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় সন্দেহ হতে মুক্ত করেছেন। যেমন, ইব্ন হিব্বান (র.) সাহল ইব্ন সা'দ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বলেন,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ الأَخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : هُوَ مَسْجِدِي هَذَا

-'হযরত সাহল ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, খোদাভীতির উপর নির্মিত মাসজীদের বিষয়ে দু'জন ব্যক্তি মত পার্থক্য করেছিল। তাদের মধ্যে একজন বললো, সেটি হলো মদীনার মাসজীদ। অন্যজন বলল, সেটি মাসজীদে কুবা।

---

৮৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২৬০, পৃ. ৪৯৩

৮৪. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৩৮১, পৃ. ২২০

৮৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৩৮২, পৃ. ২২২

তারা উভয় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আসলো। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের বললেন, সেটি হলো আমার এই মাসজীদ।'[৮৬]

তিনি আরো একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن خبر ربيعة بن عثمان الذي ذكرناه معلول

- যারা হাদীছের শৈল্পিক রুপ বোঝেনা তাদের বিষয়ে পরিচ্ছেদ। রবি'আহ ইব্ন 'উছমান (রা.)-এর হাদীছ যা আমরা একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি ইহা ত্রুটিযুক্ত।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ، أَنَّهُ، قَالَ: تَمَارَى رَجُلَانِ فِيْ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ، فَقَالَ : رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ أَخَرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : هُوَ مَسْجِدِي هَذَا

-'হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, খোদাভীতির উপর নির্মিত মসজীদের বিষয়ে দুইজন ব্যক্তি মত পার্থক্য করতেছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, ইহা হলো মদীনার মাসজীদ। অন্যজন বলল, ইহা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাসজীদ। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ইহা হলো আমার এই মাসজীদ।'[৮৭]

ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, উভয় হাদীছের সনদই ত্রুটিমুক্ত।[৮৮]

---

৮৬. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৬০৫, পৃ. ৪৮৩

৮৭. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ১৬০৬, পৃ. ৪৮৩

৮৮. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩

mßg Aa¨vq

mnxn Beb Lhvqgvn I mnxn Beb wneŸvb: GKwU Zjbvg jK chv‡jvPbv

c_g Ab‡"Q': nv'xQ msKj‡bi BwZnvm, mnxn Beb Lhvqgvn I mnxn Beb wneŸv‡bi bvgKiY I Dfq M‡š nv'xQ msL¨v

wØZxq Ab‡"Q': nv'xQmgn GKwÎZKi‡Y Df‡qi c×wZ

ZZxq Ab‡"Q': wdKnx gvmÔAvjv eYbvq Df‡qi c×wZ

PZ_ Ab‡"Q': bvm‡Li weavb Av‡iv‡c Df‡qi c×wZ

cÂg Ab‡"Q': we‡ivacY nv'x‡Qi g‡a¨ cvavb¨'v‡b Df‡qi c×wZ

Qô Ab‡"Q': kwãK we‡køl‡Y Df‡qi c×wZ

mßg Ab‡"Q': msKjKØ‡qi ÔAvKx'vn I gvhnve Ges MšØ‡qi ghv'v

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রথম অনুচ্ছেদ

হাদীছ সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় সোপান হাদীছ। রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ তাঁর মুল্যবান বাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহন করতেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর প্রত্যেকটি কথা মনোনিবেশ সহকারে শুনতেন এবং তাঁর যাবতীয় কর্ম, চাল-চলন সন্ধানী দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন। ফলে রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর বাণী ও কর্মসমূহ সাহাবীদের স্মৃতিপটে গ্রথিত ও অংকিত হয়। এ ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বীয় বাণী প্রচার ও প্রসারের জন্যও ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।[১] রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সাহাবীগণ হাদীছ শোনা মাত্রই তা অপরের নিকট পৌঁছে দিতেন। হযরত বারা ইব্ন 'আযিব (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুখ থেকে সব হাদীছ শুনতে সক্ষম হই নি বরং আমাদের অনেক বন্ধু ও সাথী আমাদের নিকট হাদীছ পৌঁছে দিতেন। কেননা আমরা অধিকাংশ সময় উট চরানোর কাজে ব্যস্ত থাকতাম।[২] তাঁরা শ্রুত হাদীছসমূহ পরস্পর পুনরাবৃত্তি, চর্চা ও পর্যালোচনা করতেন। যেমন হযরত 'আনাস (রা.) বলেন, আমরা নবী কারীম (সা.)-এর নিকট থাকতাম এবং হাদীছ শ্রবণ করতাম। অতপর তিনি যখন সভা ত্যাগ করতেন, তখন আমরা পরস্পর শ্রুত হাদীছের পুনরাবৃত্তি করতাম এবং মুখস্থ করতাম।[৩] এক পর্যায়ে হাদীছ লিখে রাখার প্রতি সাহাবীগণের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কুর'আনের আয়াতের সাথে হাদীছের সংমিশ্রণের আশঙ্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা.) লিখে রাখতে নিষেধ করেন।[৪] ফলে সাহাবীগণ হাদীছসমূহ তাঁদের স্মৃতিপটে ধারণ করে রাখতেন। পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীগণকে হাদীছ মুখস্থ করে অন্যান্যদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।[৫] বিশেষ ব্যবস্থাপনায় কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা.)

---

১. ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, ÔDjgj nv'xQ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

২. মুহাম্মাদ ইব্ন সা'আদ, AvZ-ZevKvZj-Keiv (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৩

৩. মূল 'আরবী,

كنا نكون عند النبي صلى الله عليه و سلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه

দ্র. খত্বীব আল-বাগদাদী, Avj-Rwgô wj AvLjwKi-ivfx Iqv Av'wem-mvgx (মিসর: দারুল-কুতুব আল-মিসরিয়াহ্, তা. বি.), পৃ. ৪৬

৪. ড. সুবহী সালিহ, 'Djgj-nv'xQ Iqv gmZjvûû (বৈরূত: দারুল-'ইল্ম, ১৫ তম সং. ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২০; এ প্রসঙ্গে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখযোগ্য,

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ـ رِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ قَالَ « لاَ تَكْتُبُوا عَنِّى وَمَنْ كَتَبَ عَنِّى غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّى وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ ـ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ ـ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

-হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করো না। যে আমার থেকে কুরআন ছাড়া কিছু লিপিবদ্ধ করেছে, সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা আমার থেকে হাদীছ বর্ণনা করো। এতে কোন দোষ বা প্রতিবন্ধকতা নেই। আর যে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে। হাম্মাম বলেন, আমি ধারণা করছি, তিনি বলেছেন, সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।

দ্র. ইমাম মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ আন্-নাইসাপূরী, mnxn gmwjg (লাহোর: গোলাম আলী এন্ড সন্স, ১৩৭৬ হি.), ২য় খণ্ড পৃ. ৪২২

৫. রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

نْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ يَقُولُ « نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ».

অনুমতিক্রমে হাদীছ লিখতেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্নুল-'আস (রা.)-এর সংকলিত আস্-সহীফাতু আস্-সদিক্বহ (**الصحيفة الصادقة**) গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইব্নুল-আছীরের বর্ণনানুসারে এতে এক হাজার হাদীছ স্থান পেয়েছিল।[৬] পরবর্তীতে আল-কুর'আনের প্রভাবে প্রভাবিত সাহাবীগণ যখন কুরআন ও হাদীছের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তখন রসূলুল্লাহ্(সা.) সাধারণভাবে হাদীছ সংকলনের কাজে সাহাবীগণকে উদ্বুদ্ধ করেন।[৭] অতপর ইসলামের পঞ্চম খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদিল-'আযীয (রা.) (মৃত ১০১ হি./৭২০ খ্রি.) হিজরী একশত সনের শুরুতে সরকারী পর্যায়ে হাদীছ লিখার নির্দেশ প্রদান করেন।[৮]

খলীফার এ নির্দেশনা পেয়ে অসংখ্য জ্ঞান তাপস পণ্ডিত হাদীছ সংকলনের কাজে অগ্রসর হন এবং নিরলস প্রচেষ্টা ও ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দিয়ে হাদীছ সংকলনের অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এ সকল মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী আল-মাদানী (র.) (মৃত ১২৪ হি./৭৪২ খ্রি.)[৯] এরপর মক্কায় ইব্ন বুরায়জ (র.) (মৃত ১৫০ হি./৭৬৭ খ্রি.), মদীনায় ইব্ন ইসহাক (র.) (মৃত ১৫১ হি./৭৬৮ খ্রি.) অথবা ইমাম মালিক (র.) (মৃত ১৭৯ হি./৭৯৫ খ্রি.), বসরায় রাবী ইব্ন সাবীহ (র.) (মৃত ১৬০ হি./৭৭৭ খ্রি.) অথবা সা'ঈদ ইব্ন আবূ 'আরূবাহ (র.) (মৃত ১৫৬ হি./৭৭২ খ্রি.) অথবা হাম্মাদ ইব্ন সালিমাহ (র.) (মৃত ১৬৭ হি./৭৮৪ খ্রি.), কূফায় সুফইয়ান সাওরী (র.) (মৃত ১৬১ হি./৭৭৮ খ্রি.), সিরিয়ায় ইমাম আওযাঈ' (র.) (মৃত ১৫৬ হি./৭৭৩ খ্রি.), ওয়াসিতে হাশীম (র.) (মৃত ১৮৮ হি./৮০৪ খ্রি.), ইয়ামানে মা'মার (র.) (মৃত ১৫৩ হি./৭৭০ খ্রি.), রায়ে জারীর ইব্ন আবদুল-হামীদ (র.) (মৃত ১৮৮ হি./৮০৪ খ্রি.) এবং খুরাসানে ইব্নুল-মুবারাক (র.) (মৃত ১৮১হি./৭৯৭ খ্রি.) হাদীছ সংগ্রহ করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর হাদীছ বিশেষজ্ঞ। তবে তাঁদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তা জানা যায় নি। তাঁদের সংগৃহীত গ্রন্থে সাহাবীগণের বাণী এবং তাবি'ঈগণের ফাতাওয়া সংমিশ্রিত ছিল।[১০]

এ শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো, ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) (মৃত ১৭৯ হি./৭৯৫ খ্রি.)-এর মুআত্তা, ইমাম শাফিঈ' (র.) (মৃত ২০৪ হি./৮১৯ খ্রি.)-এর মুসনাদ এবং মুখতালাফুল-হাদীছ, ইমাম 'আবদুর্-রায্যাক (র.) (মৃত ২১১ হি./৮২৭ খ্রি.)-এর জামি', শু'বাহ ইব্নুল-হাজ্জাজ (র.) (মৃত ১৬০ হি./৭৭৭ খ্রি.)-এর মুসান্নাফ, সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নাহ (র.) (মৃত ১৯৮ হি./৮১৪ খ্রি.)-এর মুসান্নাফ এবং লায়স ইব্ন সা'আদ (র.) (মৃত ১৭৫ হি./৭৯১ খ্রি.)-এর মুসান্নাফ।[১১] হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ।[১২] এ শতাব্দীতেই সিহাহ সিত্তাহ

-'আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে চিরসবুজ করেন! যে আমার থেকে কোন হাদীছ শুনেছে এবং তা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছে। কেননা, অনেক হাদীছ বহনকারী অপেক্ষা পরবর্তী হাদীছ গ্রহণকারী অধিক ফকীহ্ হয়ে থাকে। আর কোনও কোনও হাদীছ সংরক্ষণকারী ফকীহ্ তথা ফিকহ্শাস্ত্রবিদ হয় না।'

দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা, RwgôDZ-wZiwghx, বাবু মা জা আ ফিল-হাস্সি 'আলা তাবলিগিস্-সিমা' (দেওবন্দঃ ইউ,পি, ইন্ডিয়া : মুখতার এন্ড কোম্পানী, তা. বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪

৬. ইব্নুল-আছীর, Dm' j-Mevn, (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১৩৭৭ হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩-৩৪

৭. মুহাম্মাদ 'আবদুল-'আযীয আল-খাওলী, wgdZvûm-mbvn (মিসরঃ মাতবা'আতুল-'আরাবিয়্যাহ, ২য় সং. ১৩০৭হি./১৯২১ খ্রি.), পৃ. ১৭; Bgvg Zvnvfx i. Rxeb I Kg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৮. তিনি মদীনার গভর্ণর এবং কাযী আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাযমকে লিখেন,

ظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ

-'তুমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছের প্রতি দৃষ্টিপাত করো এবং তা লিপিবদ্ধ করো, কেননা আমি জ্ঞান নিশ্চিহ্ন হওয়া এবং 'আলিমগণের মারা যাওয়ার আশংকা করছি।'

দ্র. আবূ 'আবদুল্লাহ্ আল-বুখারী, Avj-RwgôDm-mnxn (করাচীঃ ২য় সং. ১৩৮১হি./১৯৬১খ্রি.), পৃ. ২০

৯. 'Djgj nv'xQ Iqv g¯Íj vûû, পৃ. ৪৬; Bgvg Zvnvfx i. Rxeb I Kg, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

১০. wgdZvûm-mbvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১১. c‡ev³, পৃ. ২২

সংকলিত হয়েছে। ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ নামক হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন। অপরদিকে তাঁরই স্নেহাস্পদ ছাত্র ইব্‌ন হিব্বান (র.) চতুর্থ শতাব্দীতে সহীহ ইব্‌ন হিব্বান সংকলন করেন।

সহীহ্ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ এবং তার নামকরণ

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর প্রণীত গ্রন্থগুলোর তালিকায় সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ নামক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়নি, আর এটি এ কারণে যে, তিনি এ বিষয়ে 'কিতাবুত্-তাওহীদ" এর মধ্যে কোন প্রকার দিক নির্দেশনা দেন নি। প্রকৃতপক্ষে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ তাঁর রচিত গ্রন্থের মাঝে 'সহীহ' নামে কোন গ্রন্থেরই নামকরণ করেন নি। যেরূপ বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী (র.) তার গ্রন্থের নাম 'সহীহ বুখারী' রাখেন নি বরং তিনি **الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه** -এ নাম রেখেছেন।[১৩]

একইভাবে ইব্‌ন হিব্বান তার গ্রন্থের নামকরণ করেছেন এভাবে,

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع[১৪]

আর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর রচিত গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন,

مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبى ﷺ[১৫]

অবশেষে তাঁর এ মূল্যবান গ্রন্থখানি ইতিহাসের পাতায় 'সহীহ্' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করে।

প্রখ্যাত মনীষী 'আল্লামা খলীলী[১৬] (র.)বলেন, নাইশাপূরে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) থেকে সর্বশেষ যিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি হলেন মুহম্মদ ইব্‌ন ফযল, তার থেকে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর গ্রন্থের নাম,

مختصر المختصر

ইমাম বায়হাকী[১৭] (র.) (মৃত ৪৫৮ হি.) তাঁর আস্-সুনানুল-কুবরা (**السنن الكبرى**) নামক গ্রন্থে একটি হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, উক্ত হাদীছটি ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)**مختصر المختصر**গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী[১৮] (র.) (মৃত ৭৪৮ হি.) এই নামই উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন,

---

১২. মুহাম্মাদ 'আবদুল-'আযীয আল-খাওলী এ প্রসঙ্গে বলেন,

وأن ذلك القرن الثالث لأجل عصور الحديث واسعدها بخدمة السنة. ففيه ظهر كبار المحدثين وجها بذة المؤلفين وحذات الناقدين وففيه أشرقت شمسوس الكتب الستة التى كانت لا تغادر من صحيح الحديث إلا النزر اليسر، والتى عليها يعتمد المستنبطون وبها يعتضد المناظرون وعن محياها تنجاب الشبه وبضؤها يهتدى الضال ويبرد يقينها تتلج الصدور.

-' হাদীছ সংকলনের যুগসমূহের মধ্যে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী শ্রেষ্ঠযুগ এবং সুন্নাহ পরিচর্যার ক্ষেত্রে অধিক সৌভাগ্যমণ্ডিত সময়। এ যুগেই বড় বড় হাদীছ বিশারদ, হাদীছ গ্রন্থের সংকলনকারী এবং সূতীক্ষ্ণ সমালোচকবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে। এ যুগেই এমন ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল, যে গ্রন্থগুলো খুব সামান্য বিশুদ্ধ হাদীছই নিজেদের পশ্চাতে রেখেছে। আর তাই হাদীছ থেকে আহকাম অন্বেষণকারীগণ এ ছয়টি গ্রন্থের ওপরই নির্ভর করেছেন। বিতর্কে লিপ্ত ব্যক্তিগণও এ গ্রন্থগুলো থেকেই দলীল গ্রহণ করেছেন। আর এগুলোর উপস্থিতিতেই সন্দেহের অপনোদন ঘটে। এগুলোর আলোকরশ্মিতে পথহারা ব্যক্তি পথের দিশা লাভ করে। এগুলোর মাধ্যমেই ইয়াকীন তথা বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং অন্তরসমূহ শীতল হয়।'

'দ্র. wgdZvûm-mbvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

১৩. mnxn Beb Lhvqgvn, সম্পাদনায়ঃ সালিহুল-লাহ্হাম,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৪. gKvÏvgvZ Bewbm-mjvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

১৫. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ১৬

১৬. 'আল্লামা খলীলী, Avj-Bikv' dx gvÔwidwZ ÔDjvgvÔBj-nv'xQ (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর্-রুশ্দ, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭২

১৭. আহমাদ ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী আল-বায়হাকী, Avm-mbvbj-Keiv (বৈরূতঃ দারুল-মা'রিফাহ, তা.বি.),১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪

وقد سمعنا مختصر المختصر له عاليا

খত্বীব আল-বাগদাদী[১৯] (মৃত ৪৬৭ হি.) গ্রন্থটির কোন নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি শ্রুতভাবে অনধিকারের ভিত্তিতে কয়েকটি হাদীছ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে,

أحقها بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحين لمحمد بن اسماعيل ومسلم بن الحجاج النيسابورى- وكتاب محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسابورى

এরপর তিনি ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র) হাদীছ সংকলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, তিনি হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে রাভীদের 'আদালাতের সাথে সাথে ইত্তিসালুস্-সনদ শর্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত সনদের ধারাবহিকতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করেছেন।

ইব্‌নুস্-সলাহ[২০] (মৃত ৬৪৩ হি.) বলেন, এ গ্রন্থটি ঐ সকল গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত, যে গ্রন্থসমূহে সহীহ্ হাদীছ একত্রিত করার শর্তারোপ করা হয়েছে। এরপর তিনি উদ্বৃতি দিয়ে বলেন 'যেমন ইব্‌ন খুযায়মাহ্-এর কিতাব'। পরবর্তী সময়ে এ গ্রন্থটি সহীহ্ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

ইব্‌ন মানযূর[২১] (র.) (মৃত ৬৫৬ হি.) ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর গ্রন্থের ব্যাপারে সহীহ্ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অতপর তিনি এ ভাবে বলেছেন, **ورواه ابن خزيمة فى صحيحه**। আর এভাবেই তিনি এ গ্রন্থের একাধিক স্থানে সহীহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

'আল্লামা দিমইয়াতী[২২] (র.) (মৃত ৮০৫ হি.) ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর গ্রন্থটির নামকরণের ব্যাপারে বলেছেন, নিশ্চয়ই গ্রন্থটির প্রথম এক চতুর্থাংশের কারণেই ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর গ্রন্থটিকে (**صحيح ابن خزيمة**) সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ বলে নামকরণ করা হয়েছে।

'আল্লামা যাইলী'ঈ (র.) তার নাসাবুর্-রা'ইয়া নামক গ্রন্থে ''**صحيح ابن خزيمة**'' নামই উল্লেখ করেছেন, একইভাবে ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.), জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, ইব্‌ন ফাহাদ এবং অন্যান্য খ্যাতিমান 'উলামা-ই কিরাম ''**صحيح ابن خزيمة**'' নামই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থখানা 'উলামা-ই কিরাম এবং মুহাদ্দিছগণের নিকট সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করলেও রচয়িতা এ গ্রন্থের নাম **مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبى ﷺ** - এভাবে দিয়েছিলেন।[২৩]

সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান এবং তার নামকরণ

গ্রন্থকার তাঁর কিতাবের পূর্ণ নাম দিয়েছেন এভাবে,

المسند الصحيح على التقاسيم والانواع من غير وجود قطع فى سندها ولا ثبوت جرح فى ناقلها

তবে অধিকাংশ 'উলামা-ই কিরাম এ দীর্ঘ নামকে সংক্ষিপ্ত করে শুধু **التقاسيم والانواع** নাম দিয়েছেন। যেমন ইমাম 'আলাউদ্দীন আল-ফারিসী, তাঁর আল-ইহসান ফী তাক্বরীবি সহীহ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থের ভুমিকায়[২৪], শামসুদ্দীন আয্-

---

১৮. wmqvi æ Av©jwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৮২

১৯. Avj-Rwg©, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

২০. AvZ-ZvK©C' Iqvj-©C'vn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২১. 'আবদুল-কায়ী, AvZ-ZviMxe IqvZ-Zvinxe (মিসরঃ মাকতাবাতু মাতবা'আতুল-বাহিলী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩

২২. Avm-mbvbj-Keiv, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড ,পৃ. ১০১

২৩. Zvlhxûj-AvdKvi, প্রাগুক্ত, মুক্বদ্দামাহ, পৃ. ২৫

২৪. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, মুক্বদ্দামাহ, পৃ. ৬

যাহাবী (র.) সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা গ্রন্থে[২৫], জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র.) তাদরীবুর্-রাভী গ্রন্থে এ গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন **التقاسيم والانواع**।[২৬] আবার কিছু কিছু 'উলামা-ই কিরাম গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন **المسند الصحيح**। যেমন শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা গ্রন্থে[২৭] এবং খয়রুদ্দীন আয্-যিরিকলী আল-'আ'লাম গ্রন্থে[২৮]। আল্লামা ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র.) **النكت الظرف** নামক গ্রন্থের ২৯১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, ইব্ন খুযায়মাহ (র.) তাঁর সহীহ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন- "**المسند الصحيح**" যে হাদীছ গ্রন্থের সনদের মধ্যে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই এবং বর্ণনার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি ছাড়াই ন্যায়পরায়ণ রাভীর মাধ্যমে মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে। আর এ কারণেই ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁর গ্রন্থে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে হাদীছটি সহীহ হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। ফলে ইব্ন হিব্বান (র.)-এর এ গ্রন্থটি সকল মুহাদ্দিছ ও হাদীছের হাফিযদের কাছে "**صحيح ابن حبان**" নামে পরিচিতি লাভ করেছে।[২৯]

শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, যদিও 'উলামা-ই কিরাম তথা বিশেষভাবে হাদীছ শাস্ত্রবিদদের কাছে এটি **التقاسيم والانواع** হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও, সর্বসাধরণ ও 'উলামা-ই কিরামের কাছে এটি "**صحيح ابن حبان**" নামে বেশী প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।[৩০] তিনি আরো বলেন, আমি বাকি দু'টি নাম বাদ দিয়ে এই নামটি "**صحيح ابن حبان**" নির্বাচন করেছি। কারণ এই নামটিই গ্রন্থের সাথে বাস্তবসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর গ্রন্থটির নাম সকল মুহাদ্দিছ ও ফুকাহা-ই কিরামের কাছে "**صحيح ابن حبان**" নামে বেশী প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। কারণ যখন কোন মুহাদ্দিছ কোন হাদীছকে ইব্ন হিব্বানের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন, তখন তাঁরা বলেছেন, "**صحيح ابن حبان**" অর্থাৎ তাঁরা সহীহ ইব্ন হিব্বানকে তাঁরা সহীহ সাব্যস্ত করেছেন অথবা **أخرجه ابن حبان في صحيحه**- ইব্ন হিব্বান এটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। কিংবা এ জাতিয় কোন শব্দ উল্লেখ করেছেন।

অতএব 'উলামা-ই কিরামরা "**صحيح ابن حبان**" বলার দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, ইব্ন হিব্বান (র.) থেকে তিনি শ্রবণ করেছেন, ইব্ন হিব্বান হাদীছটি তাখরীজ করেছেন, ইব্ন হিব্বান হাদীছটি সহীহ হিসেবে নির্বাচন করেছেন অথবা ইব্ন হিব্বান (র.) হাদীছটি সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

'উলামা-ই কিরাম যখন 'মুসত্বলাহ অথবা তারাজীম বা জীবন চরিত-এর গ্রন্থসমূহে ইব্ন হিব্বান (র.)-এর হাদীছ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তখন গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন **التقاسيم والانواع**। আর এর ফলে অনেকের মনে এমন ধারণা জন্মিয়েছে যে, এটিই তাঁর গ্রন্থের নাম।[৩১] যেমন হাফিয আয্-যাহাবী তাযকিরাতুল-হুফ্ফায গ্রন্থে ইব্ন হিব্বানের গ্রন্থের নাম শুধুমাত্র **الانواع** বলে উল্লেখ করেছেন।[৩২] কাশফুয্-যুনূন গ্রন্থকার **التقاسيم والانواع** অথবা **والانواع** বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩]

---

২৫. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪

২৬. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, Zv' ixei-ivfx dx kvin ZvKixeb-bvefx, তাহকীক: মুহাম্মাদ আইমান ইব্ন আবদিল্লাহ্ আশ্-শিবরাভী (কায়রো: দারুল-হাদীছ, ২০০২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪

২৭. wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪

২৮. খায়রুদ্দীন আয্-যিরিকলী, Avj-AvÔjvg, তাহকীক: আহমাদ শাকির (বৈরূত: দারুল-মালাঈন, ১৯৯৯ খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭৪

২৯. ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, Avb-bKZ ÔAvjv wKZvex Bewbm-mjvn, তাহকীক: ড. শাবিহ ইব্ন হাদী 'উমায়র (সৌদী'আরব: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১

৩০. mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬

৩১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮

৩২. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬

৩৩. mnxn Beb wneŸvb, তাহকীক: আহমাদ শাকির, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯

সর্বশেষ কথা হলো, ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নামকরণের ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষক ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। যেমন তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন,

" المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطعفي المسند ولا جرح في القلة "

আর এটি আশ্চার্যের বিষয় নয়, কারণ ইব্ন হিব্বান (র.) ছিলেন ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। ইব্ন হাজার আল-‘আসকালানী (র.) বলেছেন, ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁর শিক্ষক ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর জ্ঞানসমুদ্র থেকে আজলা ভরে পানি পান করেছেন।[৩৪] ফলে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর অনুসরণে তাঁর এই গ্রন্থটি সহীহ ইব্ন হিব্বান নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তিনি তাঁর গ্রন্থে হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে হাদীছটি সহীহ হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। আর তিনি তাঁর শিরোনাম মূলক দীর্ঘ নামটি সংক্ষিপ্ত করণের উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছেন। তাছাড়া আমরা দেখতে পাই, এমন অনেক হাদীছ গ্রন্থ রয়েছে, যে গ্রন্থের নাম অনেক দীর্ঘ কিন্তু পরিচিতি পেয়েছে সংক্ষিপ্ত নামে। তার মধ্যে সহীহ বুখারী ও সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ উল্লেখযোগ্য।[৩৫]

সহীহ্ ইব্ন খুযায়মাহ্ গ্রন্থে হাদীছের সংখ্যা

আমরা গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার নিরিখে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) কর্তৃক সংকলিত সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ গ্রন্থে ২০ টি অধ্যায়ের অধীনে ৩৩১৩টি হাদীছ স্থান পেয়েছে।

অধ্যায় ভিত্তিক একটি স্বারণী নিম্নে প্রদত্ত হল[৩৬],

অধ্যায়ের নাম	হাদীছ সংখ্যা
ওযূ	৩০০
সালাত	১১৬৯
ইমামাত	২৫০
জুমু‘আ	১৫৯
সিয়াম	৩৬৫
যাকাত	২৬০
মানাসিক	৫৭৬
আল-হাজ্জ ওয়াল মানাসিক	৭৪
তাওবাহ	০১
বুয়ূ‘	০১
নিকাহ	০১
ফাদায়িল	০১
ফিতান	০৪
এলাহিম	০১

৩৪. Avb-bKZ ÔAvjv wKZvex Bewbm-mvjvn, তাহকীক: ড. শাবিহ ইব্ন হাদী ‘উমায়র, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯১

৩৫. gLZwjdj-nv‘xQ dx mnxn Beb Lhvqgvn I mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

৩৬. mnxn Beb Lhvqgvn, সম্পাদনায়: সালিহুল্-লাহ্হাম,প্রাগুক্ত, ১ম-৩য় খণ্ড, পৃ. ১-১৩৮৪

আহওয়াল	০১
জিহাদ	০৪
হুদূদ	০৫
সিয়াসাহ	৪৮
তাওয়াক্কুল	৯৩
সর্বোমোট বাব : ২০টি	সর্বমোট হাদীছ সংখ্যা: ৩৩১৩ টি

সহীহ্ ইব্ন হিব্বান গ্রন্থে হাদীছের সংখ্যা

আমরা ইব্ন হিব্বান (র.) কর্তৃক সংকলিত সহীহ ইব্ন হিব্বান গ্রন্থটিতে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে ৫৮ টি অধ্যায়ের অধীনে ৭৪৯১টি হাদীছ পেয়েছি।

অধ্যায় ভিত্তিক একটি স্বারণী নিম্নে প্রদত্ত হল[৩৭],

অধ্যায়ের নাম	হাদীছ সংখ্যা
আল-মুকাদ্দামাহ্	১১
কিতাবুল-ওহী	১২
কিতাবুল-ইসরা	১৬
কিতাবুল-‘ইলম	৬৬
কিতাবুল-ঈমান	১৮৮
কিতাবুল-বির্‌র ওয়াল ইহসান	৩৩৫
কিতাবুর্-রক্বাইক	৪২৯
কিতাবুত্-ত্বহারাহত	৪০৮
কিতাবুস্-সলাত	১৪৪৫
কিতাবুল-জানাইয	৩১৬
কিতাবুয্-যাকাত	২০৬
কিতাবুস্-সওম	২৭৫
কিতাবুল-হাজ্জ	৩৩৩
কিতাবুন্-নিকাহ্	১৮৬
কিতাবুর্-রিদা‘	৪৯
কিতাবুত্-ত্বলাক	৪৩

৩৭. Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb,প্রাগুক্ত, ১ম-১৫শ খণ্ড

কিতাবুল-‘ইতক	২০
কিতাবুন্-নয্র	২১
কিতাবুল-হুদূদ	৭৭
কিতাবুস্-সিয়ার	৪০৮
কিতাবুল্-লুক্বত্বাহ	১২
কিতাবুল-ওয়াক্ফ	০৩
কিতাবুল-বুয়ূ‘	১৪৫
কিতাবুল-হাজর	০৪
কিতাবুল-হাওয়ালাহ্	০১
কিতাবুল-কাফালাহ্	০১
কিতাবুল-ক্বাযা	২৪
কিতাবুদ্-দা‘ওয়া	১০
কিতাবুস্-সুল্হ	০৩
কিতাবুল-‘আরিয়াহ্	০৩
কিতাবুল-হিবাহ্	২৮
কিতাবুর্-রুক্ববী ওয়াল-‘উমরী	১৫
কিতাবুল-ইজারাহ্	১৭
কিতাবুল-গসাব	১৭
কিতাবুশ্-শুফ‘আহ্	০৯
কিতাবুল-মুযারা‘আহ্	১৩
কিতাবুল-ইহ্ইয়ায়ুল-মাওয়াত	০৪

অধ্যায়ের নাম	হাদীছ সংখ্যা
কিতাবুল-আত্ব‘ইমাহ্	১০৭
কিতাবুল-আশরিবাহ্	১০১
কিতাবুল্-লিবাস	৪৫

কিতাবুয্-যীনাতি ওয়াত্-তাত্বয়্যীব	৯২
কিতাবুল-হাযরি ওয়াল-ইবাহাত	৩২৩
কিতাবুস্-সয়দ	০৩
কিতাবুয্-যাবাইহী	১৩
কিতাবুল-উয্হিয়া	৩৬
কিতাবুর্-রিহ্ন	৩৬
কিতাবুল-জানাবাত	৩৮
কিতাবুদ্-দিয়াত	১২
কিতাবুল-ওয়াসিয়াহ্	০৪
কিতাবুল-ফারাইয্	১১
কিতাবুর্-রু'য়া	২০
কিতাবুত্-ত্বিব	২২
কিতাবুর্-রক্বী ওয়াত্-তামাইম	২৯
কিতাবুল-'আদাভী ওয়াত্-ত্বয়রাতী ওয়াল-ফা'ল	১৪
কিতাবুন্-নুজূম ওয়াল-আনওয়া	০৬
কিতাবুল-কাহানাহ্ ওয়াস্-সিহ্র	০২
কিতাবুত্-তারীখ	৭১৫
কিতাবু ইখবারি (সা.) 'আন মানাক্বিবিস্-সাহাবা	৬৩৭
	৭৪৯১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

হাদীছসমূহ একত্রিতকরণে উভয়ের পদ্ধতি

হাদীছসমূহ একত্রিতকরণে সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌র পদ্ধতি

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) কখনো কখনো **مجمل**[৩৮] হাদীছের মাধ্যমে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, অথবা মুজমাল হাদীছসমূহ উল্লেখের পর বলেছেন যে, হাদীছটি **مجمل**। এরপর তিনি উল্লিখিত পরিচ্ছেদে একটি অথবা একাধিক **مجمل** হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অথবা তিনি অন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদে একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এবং ঐ শিরোনামের মধ্যে একটি **مجمل** অথবা একাধিক **مجمل** হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতপর তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদে তিনি উক্ত **مجمل** হাদীছের জন্য **مفسر**[৩৯] হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি ওজু ছাড়া নামায আদায়ে নামায কবূল না হওয়া সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যেখানে মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر

-ওযূ ছাড়া নামায আদায়ে নামায কবূল বা গ্রহণ না হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। যেখানে মুফাস্‌সার হাদীছ উল্লেখ না করে মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَرِضَ ابْنُ عَامِرٍ فَجَعَلُوا يَثْنُونَ عَلَيْهِ، وَابْنُ عُمَرَ سَاكِتٌ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

‘মুস‘আব ইব্‌ন সা‘দ থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, ইব্‌ন ‘আমির (রা.) (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা দেখতে গিয়ে তাঁর প্রশংসা করলেন। ইব্‌ন ‘উমার (রা.) তাঁর প্রশংসা না করে চুপ ছিলেন। অতপর তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে প্রতারণা করছি না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা অপবিত্র অবস্থায় নামায কবূল করেন না এবং খিয়ানাতের সম্পদ থেকে সদাকাহ্ কবুল করেন না।[৪০]

এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত অপর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

-আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন পবিত্রতা ব্যতিরেকে নামায কবূল হয় না এবং খিয়ানাতের সম্পদ থেকে সদাকাহ্ কবূল হয় না।[৪১]

---

৩৮. ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, **مجمل** এমন হাদীছ, যা কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে স্বতন্ত্র শব্দে বর্ণনা করেছেন, যে শব্দগুলো সর্ব সাধারণকে সম্বোধনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে।

দ্র. Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২১

৩৯. ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, **مفسر** এমন হাদীছ যা, কোন সাহাবী অন্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাকারী হুবহু বর্ণনা না করে বৃদ্ধিসহ বর্ণনা করা যা প্রথম সাহাবীর বর্ণনায় ছিলো না।

দ্র. Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১২১

৪০. mnxn Beb Lyhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪৯, পৃ. ৮

৪১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৫০, পৃ. ৯

উল্লিখিত পরিচ্ছেদের মধ্যে হাদীছে মুজমাল উল্লেখ করার পর অন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদে তিনি উক্ত মুজমাল হাদীছের জন্য মুফাস্‌সার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء لا كل قائم إلى الصلاة و أن كان غير محدث حدثايوجب الوضوء

-‘ যে হাদীছটি মুজমালকে মুফাস্‌সার করেছে যা আমি (পূর্বে) উল্লেখ করেছি এবং ঐ দলীল দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ ব্যক্তির নামায কবূল না হওয়ার ব্যাপারে বলেছেন, যার ওযূ নেই এবং সে এমন কাজ করেছে যার দ্বারা ওযূ নষ্ট হয়ে গেছে। তবে এটি নামাযে দাঁড়ানো সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়, যদি ওযূ সংঘঠিত হওয়ার কোন কারণ না ঘটে।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যে হাদীছে নামায কবূল হওয়ার জন্য ওযূ শর্ত করা হয়েছে। হাদীছটি নিম্নরূপ,

عَنْ أَبِي رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - - :« لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ »

-হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কারো ওযূ ভেঙ্গে গেলে, ওযূ না করা পর্যন্ত তার নামায কবূল হবে না।[৪২]

কখনো কখনো তিনি শিরোনামের মধ্যে হাদীছটি মুজমাল না মুফাস্‌সার, সে ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত না করে সরাসরি মুজমাল হাদীছ উল্লেখের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন। যেমন তিনি জুতার উপর মাসিহ্ করার হুকুম সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণ করেছেন,

باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في المسح على النعلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث

-রসূলুল্লাহ্ থেকে বর্ণীত জুতার উপর মাসিহ্ সংক্রান্ত সেই সমস্ত হাদীছের অলোচনা, যে সমস্ত মুজমাল হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে ভুল করেছেন। কারণ তারা জুতার উপর মাসিহ্ জায়িয বলেছেন ঐ ওযূর ক্ষেত্রে, যে ওজুর পূর্বে ওযূ আবশ্যক হওয়ার কারণ ঘটেছিল।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ নিয়ে এসেছেন,

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: رَأَيْنَاكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَفْعَلُهُ غَيْرَكَ قَالَ: «وَمَا هُوَ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ قَالَ: « نِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا»

-‘উবাইদ ইব্‌ন জুরাইজ বলেন, ইব্‌ন ‘উমার (রা.)-কে বলা হলো, আমরা আপনাকে এমন কিছু (‘আমাল) করতে দেখি যা অন্য কেউ করেনা। তিনি বললেন সেটি কি ? তাঁরা বললো, আমরা আপনাকে এই সিবতী জুতা পরিধান করতে দেখেছি। তিনি (ইব্‌ন ‘উমার) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এই সিবতী (জামড়া) জুতা পরিধান করা অবস্থায় ওজু এবং উহার উপর মাসিহ করতে দেখেছি।[৪৩]

তিনি উপরোল্লিখিত পরিচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যাতে তিনি মুজমাল হাদীছের মুফাচ্ছার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। শিরোনামটি এমন,

---

৪২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১, পৃ. ১০

৪৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৯৯, পৃ. ৮৯-৯০

باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه و سلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء

-রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে ওযূর মধ্যে জুতার উপর মাসিহ্ করেছিলেন, তা ওযূ ভঙ্গের জন্য যে ওযূ করা হয় সেই ওযূ ছিল না বরং তা ছিল ঐচ্ছিক ওযূ। সে সম্পর্কে দলীল উপস্থাপনের পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নের হাদীছটি উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ:أَنَّهُ دُعِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ "، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ

-'আবদে খয়ের তিনি 'আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে এক মগ পানি আনতে বলা হলো। (পানি আনার পর) তিনি হালকাভাবে ওযূ করলেন এবং জুতার ওপর মাসিহ করলেন। অতপর তিনি বললেন, ওযূ ভঙ্গের কারণ সংঘঠিত না হলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এভাবেই ওযূ করেছেন।[৪৪]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) কখনো কখনো মুজমাল হাদীছ বর্ণনার পর তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক, হাদীছে উল্লিখিত মাস'আলার সমর্থনে দলীল উপস্থাপন করেছেন, যেমন তিনি ইমামের খুতবার সময় কথা বললে জুমু'আর ফযীলাত বাতিল হওয়া সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যেখানে তিনি মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام و الإمام يخطب بلفظ مجمل غير مفسر و زجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح

-ইমাম খুতবাদান কালে কথা বললে জুমু'আর ফযীলাত বাতিল হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। যে ব্যাপারে মুজমাল হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা হয়েছে, যে (খুতবাদানকালে) কথা বলবে তাকে তাসবীহের মাধ্যমে ধমক প্রদানকারীর ফযীলাতও বাতিল হবে। এ সংক্রান্ত হাদীছের উল্লেখ।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ تَلَا آيَةً , فَقَالَ رَجُلٌ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ , فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا **إِلَا السَّاعَةَ** , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ فَسَكَتَ **الرَّجُلُ** , ثُمَّ تَلَا آيَةً أُخْرَى , فَقَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ **وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ,قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِلرَّجُلِ: إِنَّكَ لَمْ تَجْمَعْ مَعَنَا قَالَ:** سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **«صَدَقَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ ,صَدَقَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ»**

-'ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন,রসূলুল্লাহ (সা.) যখন জুমু'আর দিন খুতবাদান কালে একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর পার্শ্বে বসে থাকা এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, এ আয়াত কখন অবতীর্ণ হলো? আমি তো ইতিপূর্বে এই আয়াত কখনো শুনিনি। তখন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (ধমকেরস্বরে) বললেন, سُبْحَانَ اللَّهِ অতপর ঐ ব্যক্তি চুপ হয়ে গেল। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন অন্য আরেকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন ঐ ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-কে একই কথা বললেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) বললেন, سُبْحَانَ اللَّهِ তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন নামায শেষ করলেন, তখন ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) ঐ ব্যক্তিকে বললেন তুমি কখনই আমাদের সাথে একত্রিত হবে না। তখন ঐ ব্যক্তি বলল سُبْحَانَ اللَّهِ অতপর ঐ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গেল এবং উক্ত বিষয় তাঁর কাছে বললো, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ইব্‌ন উম্মু 'আবদ সত্য বলেছে ইব্‌ন উম্মে 'আবদ সত্য বলেছে।'[৪৫]

---

৪৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ২০০, পৃ. ৯০

৪৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৮০৯, পৃ. ৭৭৯

উপরোল্লিখিত মুজমাল হাদীছকে সুস্পষ্ঠরূপে বর্ণনার জন্য অন্য আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدليل على أن اللغو و الإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها و هذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب تنفي الإسم عن الشيء لنقصه عن الكمال و التمام فقوله صلى الله عليه و سلم : لم تجمع معنا من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام و الكمال

-'মুজমাল হাদীছকে সুস্পষ্ঠ রূপে বর্ণনার জন্য মুফাস্সার হাদীছের উল্লেখ যে, ইমাম খুতবাদান কালে কথা বললে জুমু'আর ফযীলাত বাতিল হবে, এমন নয় যে, জুমু'আর নামায বাতিল হবে এবং নামায পুনরায় আদায় ওয়াজিব হবে। যে সংক্রান্ত বর্ণনা **كتاب الايمان**এর মধ্যে করা হয়েছে। এখানে 'আরবদের একটি পরিভাষা আছে, তার ফযীলাত ও কামালাতের নফীর ক্ষেত্রে মুল বস্তুকেই নফী করে দেয়। সুতরাং উক্ত হাদীছের মধ্যে **لم تجمع معنا** তে ফযীলাত ও পরিপুর্ণতার নফী করা হয়েছে। মুল সালাতের নফী করা হয় নাই, সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

যে ব্যাপারে তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্নুল-'আস (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন ,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: عَنْ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا أَوْ تَخَطَّى كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا»

-'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্নুল-'আস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করবে এবং স্ত্রীর কাছে থাকা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে (যদি নিজের না থাকে), অতপর উত্তম পোশাক পরিধান করে, অন্যের ঘাড় না টপকিয়ে মাসজিদের সামনের (কাতারে) যাবে এবং খুতবার সময় নিশ্চুপ থাকবে-তাঁর এক জুমু'আহ্ হতে অন্য জুমু'আহ্ পর্যন্ত সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। অপর দিকে যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের জন্য মাসজিদে উপস্থিত হয়ে অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হবে, সে কেবলমাত্র যুহরের নামায আদায়ের সম-পরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।[৪৬]

অনুরূপভাবে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় রোযা রাখার ফযীলাত সম্পর্কে প্রথম পরিচ্ছদে একটি মুজমাল হাদীছ এবং পরবর্তি পরিচ্ছদে সে ব্যাপারে মুফাচ্ছার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি প্রথম পরিচ্ছদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب فضل الصوم في سبيل الله و مباعدة الله المرء يصوم يوما في سبيل الله عن النار سبعين خريفا بذكر خبر مجمل غير مفسر

-আল্লাহ্র রাস্তায় রোযা রাখার ফযীলাত এবং রোযাদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দোযখকে ৭০ খরীফ দূরে সরিয়ে দেয়া সম্পর্কে মুফাস্সার হাদীছ উল্লেখ না করে, মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ। যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ « لَا يَصُومُ يَوْمًا عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

-'আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখল, তার ঐ এক দিনের রোযার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে দোযখকে ৭০ খরীফ দূরে সরিয়ে দিবেন।'[৪৭]

উপরোল্লিখিত মুজমাল হাদীছকে সুস্পষ্ঠরূপে বর্ণনার জন্য অন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন ।

---

৪৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৮১০, পৃ. ৭৮০

৪৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ২১১২, পৃ. ৯০৩-০৪

باب ذكر خبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن صوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله إنما يباعد الله صائمة به عن النار أنه إذا صامه إبتغاء وجه الله، إذا الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا

-আমি পূর্বে যে মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করেছি, তার মুফাচ্ছার বর্ণনা এই পরিচ্ছেদের মধ্যে রয়েছে। তার দলীল এই যে, উক্ত হাদীছে বর্ণীত আছে যে, যে রোযা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সে রোযার দ্বারা রোযাদার থেকে দোযখ দুরে সরে যাবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কোন 'আমাল খালিস দিলে না হলে তা কবূলই করেন না। সে সম্পর্কিত আলোচনা।

তিনি উপরোক্ত কথার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بَيْنَ وَجْهِهِ، وَبَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

-' আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে দোযখকে ৭০ খরীফ দূরে সরিয়ে দিবেন।'[৪৮]

কখনো কখনো ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) একটি পরিচ্ছেদের মধ্যে মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করার পর, প্রথম মুজমাল হাদীছের জন্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মুফাস্সার হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটিতে যথেষ্ঠ না মনে করলে, অস্পষ্টতাকে আরো স্পষ্ট করতে তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي، يذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر غير متقصى

-জুমু'আর দিনের বিশেষায়িত ফযীলাতের মধ্য থেকে একটি ফযীলাত হলো, আল্লাহ্ তা'আলা এই দিনে এমন একটি সময় রেখেছেন, যে সময়ে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবূল করা হয়। যা এমন একটি হাদীছের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যা মুজমাল, মুফাচ্ছার, মুখতাসার,[৪৯]মুতাকাসী[৫০] না। সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ।

তিনি এ সম্পর্কিত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

-' আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: জুমু'আর দিনে একটি সময় আছে, যে সময়ে কোন মুসলিম বান্দা 'আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে কোন ধরণের প্রর্থনা করুক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাই দান করেন।'[৫১]

অতপর তিনি দ্বিতীয় আর একটি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন এভাবে,

---

৪৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ২১১৩, পৃ. ৯০৪

৪৯. ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, **مختصر** এমন হাদীছ যা, কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বিশ্বস্ত সনদ পরম্পরায় বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বর্ণীত হয়েছে। এমন শব্দের বৃদ্ধি যা সর্বদা ব্যবহার হয়ে থাকে।

দ্র. Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৫০

৫০. ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, **مقتصى** এমন হাদীছ যা, এমন সাহাবী থেকে বর্ণনা করা, যিনি সরাসরি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে শ্রবণ করেছেন। তবে দ্বিতীয় বর্ণনাকারী কিছুটা বৃদ্ধি করে বর্ণনা করাটি নির্ভরযোগ্য রাভী থেকে হয়েছে।

দ্র. Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৫০

৫১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৭৩৫, পৃ. ৭৪৫

بلب ذكر الخبر المتقصي لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره، وفيه إختصار أيضا ليست هذه اللفظة التي أذكرها بمتقصاة لكلها

-**مجمل** হাদীছের **مقص** বর্ণনা। এই পরিচ্ছেদে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ দ্বারা এ ব্যাপারে দলীল দিয়েছেন যে, জুমু'আর দিনে যে মুহূর্তের দু'আ কবুল হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সকলের দু'আ নয় ববং নামাযীর দু'আ। কারণ আবূ হুরায়রা (রা.) এবং সা'ঈদ ইব্ন হারিছের বর্ণনার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

قَالَ فِيْ خَبْر محمد بْن ابْرَاهِيْم : مُؤْمِنٌ وَ هُوَ يُصَلّي فَيَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا الّا اعْطَاهُ ايَّاهُ وَ قَالَ فِيْ خَبْر سَعِيْدِ بْن الْحَارِثِ ' يُوَافِقُهَا مُسْلِم وَ هُوَ فِيْ صَلَاةِ يَسْأَلُ ا اللهَ خَيْرًا الّا اتَاهُ ايَّاهُ

-তিনি (ইব্ন খুযায়মাহ্) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীমের হাদীছ, যা তিনি আবূ সালামাহ্ থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তিনি এমন মু'মিন হবেন যে, যিনি নামায আদায় করবেন, অতপর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন কিছু চাইবেন, তিনি তাকেই তাই দিবেন যা তিনি চেয়েছেন। আর সা'ইদ ইব্ন হারিছ বলেন, তিনি এ ধরণের পরিস্থিতির জন্য মুখাপেক্ষি হবেন না। তিনি বলেন, তিনি এমন মুসলিম যে, নামাযের মধ্যে কল্যাণ চাইবেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাই দিয়ে দিবেন।

এর পর তিনি তৃতীয় আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন যাতে পূর্বে উল্লিখিত দু'হাদীছের **المقصي** হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৫২] যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الخبر المتقصى للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل و البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون دعاء غير المصلي و دون دعاء المصلي غير القائم و ذكر قصر تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة

-পূর্বে যে দু'টি মুজমাল হাদীছ বর্ণনা করেছি তার **مقصي** হাদীছ এই পরিচ্ছেদের মধ্যে উল্লেখ করব। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথার দ্বারা বুঝা যায়, জুমু'আর দিনের যে মুহূর্তে দু'আ কবুল হয়, তা হলো নামাযে দন্ডায়মান মুসল্লীর দু'আ। বে-নামাযীর দু'আ বা যে নামাযী এখন নামাযে দন্ডায়মান নয় তার দু'আ নয়। তিনি এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

-'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন: আবুল-ক্বাসিম (সা.) বলেছেন, জুমু'আর দিনে একটি সময় আছে, যে সময়ে কোন নামাযরত মুসলিম বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে কোন ধরনের প্রর্থনা করুক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাই দান করেন।'[৫৩]

عام হাদীছকে **خاص** হাদীছের উপর প্রাধান্যদান

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ "সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্" এর মধ্যে একই প্রকারের একাধিক হাদীছ একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে 'আম কে খাসের উপর প্রাধান্য দেয়ার নীতি অবলম্বন করেছেন। যদিও এই নীতি আরও অনেকেই গ্রহণ করেছেন। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর অনুসৃত পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো। যেমন তিনি নামায ফরয হওয়ার সময় ও নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যেখানে একটি **عام** হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় একটি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন,

---

৫২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৭৩৬, পৃ. ৭৪৬

৫৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৭৩৭, পৃ. ৭৪৬

যেখানে একটি **خاص** হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তারপর ‘আম হাদীছটিকে তার (খাস হাদীছের) উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص

-পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের রাকা‘আতের সংখ্যার আলোচনার পরিচ্ছেদ। যে পরিচ্ছেদে একটি মুজমাল হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে, মুফাস্‌সার হাদীছ নয়। যদিও হাদীছটি ‘আম কিন্তু উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে খাস। যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عُرْوَةُ بْنُ زُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : إِن الصلاة أول مَا افْتُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرتْ صَلَاةُ السفر، وَأُتِمتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ، فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ فَمَالَهَا كَانَتْ تُتِمُّ ؟ قَالَ : ـها تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.

-‘উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি (‘আঈশা) বলেন, নিশ্চয় সর্বপ্রথম দু’রাকা‘আত নামায ফরয করা হয়েছিল, অতপর সফরবস্থায় নামাযকে উক্ত অবস্থায় রেখে দেয়া হলো এবং মুকিমের নামাযকে পরিপুর্ণ করা হলো। (হাদীছের রাবী জুহরী বলেন) আমি ‘উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কেন ‘আঈশা (রা.) সফরে নামায পরিপুর্ণ (মুকিমের মত চার রাকা‘আত নামায আদায়) করলেন? তখন তিনি বললেন ‘আঈশা (রা.) এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন, যেমনভাবে ‘উছমান (রা.) ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছিলেন।’[৫৪]

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

ـن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهما ، قالَ :فَرَضَ ـُ عَز وَجل الصلاةَ عَلى لِسَانِ نَبيِّكُمْ [ـلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] فِي الْحَضَرِ أَرْبعا ، وَفِي السّفر رَكْعَتَيْن ، وَفِي الْخَوْف رَكْعَة .

-‘হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের নবীর ভাষায় মুকীমের জন্য চার রাকা‘আত, মুসাফিরের জন্য দু’রাকা‘আত এবং শংকিত অবস্থায় এক রাকা‘আত নামায ফরয করেছেন।[৫৫]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن قولها أن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب وكذلك أرادت ـ ثم زيد في صلاة الحضر ـ ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب والدليل على أن قول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا إنما أراد خلا الفجر والمغرب وكذلك أرادوا في السفر ركعتين خلا المغرب وهذا من الجنس الذي نقول في كتبنا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص

-মুজমাল হাদীছের জন্য মুফাস্‌সার হাদীছের উল্লেখ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এ কথার উপর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়, ‘আঈশা (রা.)-এর হাদীছ **إن الصلاة أول مَا افْتُرِضَتْ رَكْعَتَيْن** -‘নিশ্চয় সর্বপ্রথম দু’রাকা‘আত নামায ফরয করা হয়।’ এর দ্বারা সমস্ত নামায উদ্দেশ্য নয় বরং কিছু নামায উদ্দেশ্য। তিনি এর দ্বারা মাগরিব বাদে বাকী চার ওয়াক্ত নামায উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অনুরূপভাবে, **صلاة الحضر** দ্বারা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো, ফজর এবং মাগরিব বাদে বাকি ৩ ওয়াক্ত। ‘আসরের নামাযে দু’রাকা‘আত পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা হয়। তার প্রমাণ ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.)-এর হাদীছ, **فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا** - আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের নবীর মাধ্যমে গৃহে থাকাবস্থায় চার রাকা‘আত নামায ফরয করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফজর এবং মাগরিব ছাড়া বাকী ওয়াক্ত। অনুরূপভাবে সকল মুহাদ্দিছ-ই কিরাম উক্ত বক্তব্যের দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, মাগরিব নামায ছাড়া সফরে দু’রাকা‘আত ফরয আদায় করতে হবে।

---

৫৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩০৩, পৃ. ১৩৯

৫৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩০৪, পৃ. ১৪০

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এই হাদীছটি ব্যাপকতার অর্থ দেয় যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খাস বা বিশেষ অর্থবোধক। এটি ঐ প্রকারের বর্ণনার অন্তর্ভূক্ত যা তিনি তাঁর বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর তাই নিম্নে হযরত ‘আঈশা (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যাতে উপরোল্লিখিত হাদীছের ‘উমূমিয়াতকে ‘খাস’ করে দেয়,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فُرِضَ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ ـ صَلَّى ـ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ

-‘হযরত ‘আঈশা (রা) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, মুকিম ও মুসাফির অবস্থায় ফরয নামায হচ্ছে দু’দু’রাকা‘আত। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মদীনায় অবস্থান করলেন, তখন মুকিম অবস্থায় নামায দু’দু’রাকা‘আত বৃদ্ধি করলেন এবং ফজরের নামাযকে লম্বা কিরা’আত সহ আর মাগরিবের নামাযকে দিনের বিতর হিসেবে নিজ অবস্থায় বাকী রাখলেন।’[৫৬]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) আওয়াল বা প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায়ের বিধান সম্পর্কিত দু’টি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার একটিতে একটি ‘আম হাদীছ ও অপরটিতে একটি ‘খাস’ হাদীছ উল্লেখ করে উক্ত ‘আম হাদীছের উপর ‘খাস’ হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম এভাবে করেছেন,

باب اخيار الصلاة في أول وقتها، يذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص

-আওয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় সম্পর্কিত হাদীছের পরিচ্ছেদ, যেখানে একটি ‘আম হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে যার উদ্দেশ্য ‘খাস’। যে শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ ـ بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

-‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম কোন ‘আমল সর্বোত্তম ? তিনি বললেন, আওয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করা।’[৫৭]

অতপর তিনি দ্বিতীয় আরেকটি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করে **قال الصلاة لاول وقتها**এর দলীল পেশ করছেন, তিনি বলেন **قال الصلاة لاول وقتها** এর দ্বারা সমস্ত নামায এবং সমস্ত ওয়াক্ত উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা কিছু নামায এবং কিছু ওয়াক্ত উদ্দেশ্য। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রচন্ড গরমের কারণে যুহরের ওয়াক্তের নামাযকে (তাবরীদ অর্থাৎ টান্ডা) দেরি করে পড়তে বলেছেন। আরো জানা যায়, যদি দুর্বলের দুর্বলতা এবং রোগীর অসুস্থতা না থাকতো তাহলে ‘ঈশাকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করতে বলতেন।

তিনি উপরোক্ত কথার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: ، مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ - - الظُّهْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَبْرِدْ أَبْرِدْ ». أَوْ قَالَ: « انْتَظِرِ انْتَظِرْ » فَقَالَ: « إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

-‘আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুয়ায্যিন যুহরের আযান দিলেন। তখন নবী কারীম (সা.) বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও! অথবা বললেন, একটু অপেক্ষা করো, একটু অপেক্ষা করো! আর বললেন, গ্রীষ্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভুত। কাজেই যখন গ্রীষ্ম প্রখর হবে, তখন একটু ঠাণ্ডা হলে নামায আদায় করবে। আবূ যার (রা.) বলেন, তিনি এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলার ছায়া দেখতে পেলাম’[৫৮]

---

৫৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩০৫, পৃ. ১৪০

৫৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩২৭, পৃ. ১৫১

৫৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩২৮, পৃ. ১৫১

তিনি এ সংক্রান্ত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَن النَّبِي قَلَ: « إذا اشتدّ الحَرُّ فأَبْرِدُوا بالصلاة فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جهنّم»

-'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যখন গ্রীষ্ম প্রখর হবে, তখন একটু ঠাণ্ডা হলে নামায আদায় করবে। কেননা গ্রীষ্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভুত।'[৫৯]

তিনি এ সংক্রান্ত হযরত ইব্‌ন 'উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ: عَنِ النبِي سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْا الصلاةَفِيْ شِدة الْحَرِّ

-'ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: গ্রীষ্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভুত। তোমরা গ্রীষ্মের প্রখরতা ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'[৬০]

সবশেষে হযরত 'আঈশা (রা.)-এর হাদীছও উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَن رَسُوْلَ - سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَلَ: أَبْرِدُوْا الظُّهْرَ فِيْ الْحَرِّ

-'হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা যুহরের নামায আদায়ে গ্রীষ্মের প্রখরতা কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'[৬১]

যেসব স্থানে নামায আদায় করা জায়িয

সে সমস্ত জায়গায় নামায আদায় জায়িয এবং যে সমস্ত জায়গায় নামায আদায়ের ব্যাপারে ধমক রয়েছে সে সংক্রান্ত দু'টি পরিচ্ছেদের অবতারণা করা হয়েছে। উক্ত পরিচ্ছেদদ্বয়ে এ সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখ করার পর, 'আমের অর্থের উপর খাসের অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য তৃতীয় আরো একটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে,

بلب ذكر أخبار رويت عن رسول الله ﷺ في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص

-যমীনের সকল স্থানে নামায আদায় জায়িয সংক্রান্ত হাদীছের উল্লেখের পরিচ্ছেদ, যার প্রমাণ এমন হাদীছ যার শব্দ হচ্ছে 'আম আর উদ্দেশ্য হচ্ছে 'খাছ'। তিনি এ পরিচ্ছেদের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَلَ: قُلْتُ: رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَلَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَلَ: «ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى» قَلَ: قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً» قَلَ: «ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ».

-'আবু যার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললাম হে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ! দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম কোন মাসজিদ তৈরী করা হয়েছে ? তিনি বললেন মাসজিদে হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন মাসজিদে আক্বসা। আমি বললাম, এই দু'টির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত ? তিনি বললেন চল্লিশ বছর। অতপর তিনি (আরো) বলেন, তবে যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত বা সময় হবে, সেখানেই (তোমরা) নামায আদায় করে নিবে।'[৬২]

তিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

---

৫৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩২৯, পৃ. ১৫২

৬০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩৩০, পৃ. ১৫২

৬১. পূর্বোক্ত,১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৩৩১, পৃ. ১৫২

৬২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৭৮৭, পৃ. ৩৪১

بلب إباحة الصلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذأ نبشت

-ছাগলের খোয়াড়ে নামায আদায় বৈধ হওয়া এবং কবরস্থান থেকে যখন কবর স্থানান্তর করা হয় তখন ঐ স্থানে নামায আদায় বৈধ হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَيُصَلِّي فِي **مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النجار فَجَاءُوا، فَقَالَ:** «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا» **، فَقَالُوا:** اللَّهِ مَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خَرِبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ قَالَ: **فَأَمَرَ رَ** وَلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ **فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ:** «اجْعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً»

-'হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যখন মদীনায় আসলেন, তখন যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হতো, তিনি সেখানেই নামায আদায় করে নিতেন। এমনকি তিনি বক্‌রী রাখার খোয়াড়েও নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি মাসজিদ নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হলে বানূ নাজ্জার গোত্রের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করেন এবং বলেন, হে বনী নাজ্জার! তোমরা মাসজীদ নির্মাণের জন্য এই বাগানটিকে আমার কাছে বিক্রয় করো। তাঁরা বললো, আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্বসম আমরা এর মুল্য নিব না, এর বিনিময় আল্লাহ্‌র নিকটেই কামনা করি। আনাস বলেন, তাতে ঐ স্থানে মুশরিকদের কবর, পুরাতন ধ্বংসস্তুপ ও খেজুর গাছ ছিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) মুশরিকদের কবর হতে তাদের গলিত হাড্ডি ইত্যাদি অন্যত্র নিক্ষেপের নির্দেশ দিলে তা ফেলে দিয়ে ভূমি সমতল করা হয় এবং খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হয়। রাভী বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বললেন উহা মাসজিদের ক্বিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে রেখে দাও এবং তিনি আরো বলেন আমার দু'বাজুতে পাথর দাও।'[৬৩]

এরপর তিনি 'আমের উপর খাসকে প্রাধান্য দিতে তৃতীয় আরেকটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد والدليل فاعل ذلك من شرار الناس وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله صلى الله عليه و سلم : أين ما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد وقوله : جعلت لنا الأرض كلها مسجدا لفظة عامة مرادها خاص على ما ذكرت وهذا من الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض كتبنا أن الكل قد يقع على البعض على معنى التبعيض إذ النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد بقوله : جعلت لنا الأرض كلها مسجدا جميع الأرضين إنما أراد بعضها لا جميعها إذ لو أراد جميعها كانت الصلاة في المقابر جائزة وجاز اتخاذ القبور مساجد وكانت الصلاة في الحمام وخلف القبور وفي معاطن الابل كلها جائزة وفي زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في هذه المواضع دلالة على صحة ماقلت

-কবরকে মাসজিদ বানানোর প্রতি ধমক প্রদান সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ, আর এ কথার প্রমাণ, এমন কর্মসম্পাদনকারী হলো নিকৃষ্টতম মানুষ। কেননা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর উপরোল্লিখিত দুটি হাদীছ যথা **حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ** এবং **جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا** কথা দু'টি 'আম যার উদ্দেশ্য হচ্ছে খাস। যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এটি ঐ প্রকারের উদাহরণ যা আমি আমার অন্যান্য কিতাবেও উল্লেখ করেছি। **كل** এর দ্বারা অনেক সময় **جز** অথবা **بعض** উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে। কেননা **جعلت لنا الارض كلها مسجدا** এর দ্বারা সমস্ত যমীন উদ্দেশ্য নয় বরং কিছু যমীন বা কোন কোন যমীন উদ্দেশ্য। যদি তাই না হতো, তা হলে কবরস্থানেও নামায আদায় জায়িয হতো। কবরকে মাসজিদ বানানো জায়িয হতো। তবে গোসল খানায়, কবরের পিছনে, উটের আস্তাবলে নামায আদায় জায়িয। আর এসব স্থানে নামায আদায়ের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞার দ্বারা উক্ত বক্তব্য সহীহ হওয়ার প্রমাণ মেলে।

তিনি এ সংক্রান্ত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

---

৬৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৭৮৮, পৃ. ৩৪১-৪২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»

-‘ ‘আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্টতম মানুষ হচ্ছে তারা, যারা জীবিত থাকা অবস্থায় ক্বিয়ামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরে নেয় এবং যারা কবরকে মাসজিদ বানায়।’[৬৪]

তিনি এ সংক্রান্ত আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

-‘ উম্মুল-মু’মিনীন হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, উম্মে হাবীবাহ, উম্মে সালামাহ হাবশায় একটি গির্জার মধ্যে ছবি দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তা জানালেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: ঐ সমস্ত লোকেরা এমন ছিল যে, যখন তাদের ভেতরের কোন নেক্কার লোক ইন্তিকাল করতো তখন তারা তার কবরের উপর মাসজিদ নির্মান করতো এবং উহার (গির্জার) মধ্যে তার আকৃতি তৈরী করতো। ঐ সমস্ত লোকেরা ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্র নিকট সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম হবে।’[৬৫]

তিনি মাসজিদে কবিতা রচনা করা সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب الزجر عن انشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده علي خاص

-মাসজিদে কবিতা রচনার প্রতি ধমক প্রদান সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ। শাব্দিক দিক থেকে ‘আম হলেও তার উদ্দেশ্য খাস। তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ، وَأَنْ تُنْشَدَ الضَّوَالُّ، وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ، وَعَنِ التَّحَلُّقِ لِلْحَدِيثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ» يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ

-‘ ‘আমর ইব্ন শু‘আইব তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাসজিদের মধ্যে ক্রয় বিক্রয়, কবিতা আবৃতি, কাব্য রচনা এবং জুমু‘আর দিন জুমু‘আর নামাযের পূর্বে কথাবার্তা বলার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জটলা পাকানো হতে নিষেধ করেছেন।’[৬৬]

অতপর তিনি দ্বিতীয় আর একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه و سلم

- মাসজিদে সকল প্রকার কাব্য বা কবিতা পাঠ একেবারেই নিষিদ্ধ নয় বরং কিছু কিছু কবিতা বা কাব্য নিষিদ্ধ সে সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এ কথার দলীল হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-কে মাসজিদের মধ্যে কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের কুৎসা রচনার অনুমতি প্রদান করেছিলেন এবং তার জন্য দু‘আ ও করেছিলেন। যেমন দু‘আ, **ان يؤيد بروح القدوس مادام مجيبا عن النبي** -আল্লাহ্ তা‘আলা যেন তাকে ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে নবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানাবে।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

---

৬৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৭৮৯, পৃ. ৩৪২

৬৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৭৯০, পৃ. ৩৪২

৬৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৩০৬, পৃ. ৫৬১

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِّي، اللهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»؟ قَالَ: اللهُمَّ نَعَمْ.وثناه الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا مِثْلَهُ، وَقَالَ سَعِيدٌ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، وَقَالَ الْحَسَنُ:قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, হযরত 'উমার (রা.) একবার হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন তিনি (হাস্সান) মাসজিদে বসে কবিতা আবৃতি করছিলেন। হযরত 'উমার (রা.) তার দিকে তিরষ্কারছলে তাকালেন তখন হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) তাঁকে ('উমার) লক্ষ্য করে বললেন, আমি সেই মাজলিসে কবিতা আবৃতি করতাম, যে মাজলিসে তোমার থেকে উত্তম ব্যক্তি থাকতো অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। অতপর তিনি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর দিকে তাকালেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আল্লাহর ক্বসম তুমি কি শোন নি ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.)-কে বলতেন, আমার পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করো, হে আল্লাহ্ তুমি তাঁকে ফিরিশতার মাধ্যমে সাহায্য করো।[৬৭]

তাওয়াফুল-বিদা বা বিদায়কালীন তাওয়াফ সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب الامر بالطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص

-তাওয়াফুল-বিদা বা বিদায়কালীন তাওয়াফের নির্দেশনা সম্বলিত একটি 'আম হাদীছ উল্লেখ করে উদ্দেশ্য নিয়েছেন খাস। যে ব্যাপারে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ،

-'ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, লোকেদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, (হজ্জের সময়) তাদের শেষ কাজ যেন বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ হয়।'[৬৮]

তিনি আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ,قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنْ مِنًى إِلَى وُجُوهِهِمْ , فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ

-'ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: লোকেরা মিনা থেকে সম্মুখের (গন্তব্যের) দিকে ফিরে যাচ্ছিল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, তাদের শেষ কাজ যেন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ হয়।'[৬৯]

এরপর তিনি দ্বিতীয় আরো একটি পরিচ্ছেদ নিয়ে আসেন,

باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت خلا الحائض بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض

-এ কথার প্রমাণ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ, ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছটি 'আম যার উদ্দেশ্য খাছ। তার প্রমাণ হচ্ছে নবী (সা.)-এর এই কথাটির **لايَنْفِرُونَ احد حتي يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ** উদ্দেশ্য হচ্ছে হায়িয বা ঋতুবর্তী মহিলা ব্যতীত।' কারণ পরে ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটি এমন,

৬৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৩০৭, পৃ. ৫৬১

৬৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ২৯৯৯, পৃ. ১২৬৩

৬৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ৩০০০, পৃ. ১২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ

-' ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি হজ্জ করলো, তার শেষ কাজ যেন বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ হয়, তবে ঋতূবর্তী মহিলা ব্যতীত। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের জন্য এ ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন।'[৭০]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) যে, 'আমকে খাসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, উপরোক্ত হাদীছগুলো তারই দৃষ্টান্ত।

তিনি কখনো কখনো হাদীছের শিরোনাম ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসের মূলনীতি দৃড়ভাবে বর্ণনা করেছেন। তারপর অনুসৃত মূলনীতি অনুসারে স্ব-পক্ষের হাদীছ উল্লেখ করে, প্রতিপক্ষের হাদীছগুলো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া তিনি অনেক ক্ষেত্রে কুর'আনের আয়াত ও 'আরব কবি সাহিত্যিকদের বাক্যরীতির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন। যেমন তিনি সুর্যোদয় ও সুর্যাস্তের সময় সুর্যের বিষয়টি ভালোভাবে অবগত হয়ে নামায আদায়ের বিধান সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ভিত্তিক শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إباحة الصلاة إذا طلعت الشمس وإن كان المصلي متحريا بصلاته طلوع الشمس

- সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায আদায়ে উদ্দ্যোগী হওয়া থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সতর্কতার পরিচ্ছেদ। আর এ কথার দলীল হলো, নিশ্চয় নীরবতা কথা বলার বিপরীত হবে না এবং নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ পেশ করা বৈধ নয়, যেমনটি নিজেদের জ্ঞানী বলে দাবি করা মুহাদ্দিছগণ ধারণা করে থাকে। কারণ যদি নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ উপস্থাপন করা বৈধ হতো, তাহলে সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায থাকতো না। ফলে, সুর্যোদয়ের সময় নামায আদায়ের বৈধতা সাব্যস্ত হতো। যদিও মুসল্লী বা নামাযীব্যক্তি তার নামাযের মাধ্যমে সুর্যোদয় অনুসন্ধান করে থাকে। এই মূলনীতি সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি এ সম্পর্কিত দু'টিহাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ـ : لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ. وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِيَ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَغِيبَ

-'হযরত ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায আদায়ে উদ্দ্যোগী হয়ো না। কেননা তা (সূর্য) শয়তানের শিং-এর মধ্যে অস্তমিত হয়। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় তোমরা নামায আদায় থেকে বিরত থাকো, যতক্ষণ না (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়ে। আর সূর্য (হলুদবর্ণ ধারণ করার পর থেকে) অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তোমরা নামায আদায় থেকে বিরত থাকো।'[৭১]

তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، وَلَا حِينَ تَغْرُبُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطان ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَي شيطان

---

৭০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ৩০০১, পৃ. ১২৬৪

৭১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৭৩, পৃ. ৫৪৫

-'হযরত সামুরাহ্ ইব্‌ন জুনদুব (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তোমরা সূর্যোদয়ের সময় ও সূর্যাস্তের সময় নামায আদায় করো না। কেননা সূর্য শয়তানের শিং-এর মধ্যে উদিত হয় এবং শয়তানের শিং-এর মধ্যে অস্তমিত হয়।'[৭২]

অতপর তিনি দ্বি-প্রহরের সময় নফল নামায আদায়ের বিধান সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج بأخبار النبي صلى الله عليه و سلم ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس أن يقال :قد سكت النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الأخبار عن الزجر عن صلاة التطوع إذا قام قائم الظهيرة فيقال : الصلاة في ذلك الوقت جائزة أو يقال : هذه الاخبار خلاف الاخبار التي فيها النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة

-সূর্য পশ্চিম আকাশে ঝুকে যাওয়ার পূর্বে দ্বি-প্রহরে কোন নফল নামায আদায় বৈধ নয় সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ। আর এটি ঐ পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত যা তোমরা জেনেছো, আর তা হলো, নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ পেশ করা জায়িয নেই। যদি নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ পেশ করা বৈধ হতো, তাহলে নবী কারীম (সা.)-এর বর্ণীত হাদীছ 'সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত (ফযর ছাড়া) কোন নামায নেই এবং 'আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায নেই' এ কথার দ্বারা সেটাও বৈধ হয়ে যেতো। যেমন বলা হয়, 'সূর্য পশ্চিম আকাশে ঝুকে যাওয়ার পূর্বে দ্বি-প্রহরের সময় নফল নামায আদায়ের ব্যাপারে সতর্কতা' এ সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) চুপ ছিলেন। সুতরাং বলা যায়, দ্বি-প্রহরের সময় নফল নামায আদায় বৈধ। অথবা বলা যায়, এই হাদীছগুলো সূর্য দ্বি-প্রহরের থাকাকালীন নামায আদায়ের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে বর্ণীত হাদীছগুলোর বিপরীত।

তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَجُلاً أتى رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهِ أمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي أَنْ لا أُصَلِّيَ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - :« نَعَمْ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَقَالَ إِبْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ: حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ الشيْطَان ، ثُمَّ الصَّلاَةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ فَإِنَّه حِينَئِذٍ تُسْعَرُ جَهَنَّمُ ، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فالصَلاَةُ مَحْضُورةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمْسُ، قَالَ يُوْنُسُ، قالَ: صَلَوَاتٌ وَقَالَ إِبْنُ عَبْدِ الحَكَمِ: ثُمَّ الصَّلاَةُ مَشْهُودةٌ مَحْضُورَةٌ مُقَبلَةٌ حَتَّى يُصَلِّيَ الصبْحَ ».

-'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসলো, অতপর বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! রাত-দিনের মধ্যে এমন কোন সময় আছে যে সময়ে আপনি আমাকে নামায আদায় করতে নিষেধ করেন ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন: হ্যাঁ (আছে) যখন তুমি ফজরের নামায আদায় করবে, তখন সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অন্য নামায থেকে বিরত থাকো। ইব্‌ন 'আবদুল-কারীম বলেন, যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয়। কেননা সূর্য শয়তানের দু'শিংয়ের মাঝদিয়ে উদিত হয়। তারপর দ্বি-প্রহর হওয়া পর্যন্ত সালাতুল-মাশহুদাহ্ মাহযুরাহ্ মুতাকাব্বালাতুন আদায় করতে পারো। আবার যখন দ্বি-প্রহর হয়, তখন সূর্য হেলে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য নামায থেকে বিরত থাকো। কেননা তখন জাহান্নাম উত্তপ্ত হয় এবং গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশাস থেকে আসে। যখন সূর্য হেলে যায়, তখন 'আসরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত সালাতুল-মাশহুদাহ্ মাহযুরাহ্ মুতাকাব্বালাতুন আদায় করতে পারো। তারপর 'আসরের নামায আদায় করো। যখন 'আসরের নামায আদায় করবে তখন সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য নামায আদায় করো না। ইউনূস বলেন: সালাত শব্দটির বহুবচন সালাওয়াতুন শব্দ ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ নামায সমূহ। ইব্‌ন 'আবদুল-হাকাম বলেন: ফযরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সালাতুল-মাশহুদাহ্ মাহযুরাহ্ মুতাকাব্বালাতুন আদায় করতে পারো।'[৭৩]

---

৭২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৭৪, পৃ. ৫৪৫

৭৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৭৫, পৃ. ৫৪৬

অতপর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) উপরোল্লিখিত হাদীছগুলো বিশ্লেষণ করে, সেগুলোর মূলনীতির উপর উত্থাপিত আপত্তিগুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ পেশ করা জায়িয হতো, যেমনটি ধারণা করে থাকে কোন কোন ‘উলামা-ই কিরাম যে, এটি মানসূসের উপর দলীল। তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ দ্বারা এর উপর দলীল পেশ করা বৈধ হতো। অথচ ‘সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত (ফজর ছাড়া) এবং ‘আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (ফরয ছাড়া) কোন নামায আদায় করতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিষেধ করেছেন। সুতরাং সূর্যোদয়ের সময় তা উপরে ওঠার (পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাওয়ার) পূর্বে নামাযের বৈধতা এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আকাশের মাঝামাঝি থাকাবস্থায় (পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে) নামায আদায়ের বৈধতা পাওয়া যেত। আর এটি যেমনভাবে ফুকাহা-ই কিরামের কাছে অবৈধ, তেমনিভাবে মুহাদ্দিছদের কাছেও অবৈধ। তাঁরা নীরবতার মাধ্যমে কথা বলার উপর প্রমাণ পেশ করার বিরুদ্ধচারণ করেন না এবং যে সকল ‘উলামা-ই কিরাম মনে করেন যে, এটিই মানসূসের উপর দলীল। যা তাদের বক্তব্যের বিরোধীতা করে না।

আর যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ‘সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায নেই’ এর বিরোধীতা করে এবং দাবি করে যে, যখন সূর্য উদিত হবে তখন নামায আদায় বৈধ হবে। সে ধারণা করে যে, এটি এমন দলীল যা অন্য কিছুর সম্ভাবনা রাখে না। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এই মূলনীতি আমাদের মাযহাবের বিপরীত। আমরা বলি, দলীল থেকে নস অধিক শক্তিশালী। তাছাড়া কোন কাজ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং সময়ের শেষসীমা পর্যন্ত বিরত থাকা বৈধ। অথচ কখনো কখনো কাজের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট সময় এবং সময়ের শেষসীমা উল্লেখ থাকে না। এমন পরিস্থিতি এ কথার উপর প্রমাণ বহন করে, সেই কাজের নির্দিষ্ট সময় এবং সময়ের শেষসীমা অতিবাহিত হওয়ার পর কাজটি বৈধ। যখন ঐ কাজের নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি অব্যাহত থাকে, তখন আমরা বলি এভাবে হাদীছ বর্ণনার দ্বারা দু’টি হাদীছ পরস্পর বিরোধী হয় না এবং মিথ্যাও সাব্যস্ত হয় না। তাছাড়া যারা এই বিধানের ব্যাপারে আমাদের বিরোধীতা করেছেন, তাদের মতকেও সম্মানের সাথে দেখা হয়। আর এ বিষয়ে **معاني القرآن** নামক গ্রন্থে পাই যে, **فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ**-‘যদি সে তাকে তালাক দেয়, তাহলে তার জন্য (স্ত্রী) ততসময় পর্যন্ত বৈধ হবে না যতক্ষণ না (অন্য) স্বামীর সাথে বিবাহ হয়।’[৭৪] এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তিন তালাক প্রাপ্ত নারীকে তার স্বামীর জন্য হারাম বা অবৈধ করেছেন, যতক্ষণ না (অন্য) স্বামীর সাথে বিবাহ হয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী থাকাবস্থায় প্রথম স্বামীর জন্য সে বৈধ হবে না। তবে যদি দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় অথবা তাকে তালাক দেয়, অথবা দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাসের পূর্বেই বিবাহ ভঙ্গের কোন কারণ সংঘঠিত হয়, তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যতক্ষণ না সহবাস হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য সে বৈধ হবে না। আর যদি দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যু বরণ করে, অথবা তালাক দেয়, অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, তাহলে সে ‘ইদ্দাত পালণ করবে। আর যদি হারাম হওয়াটি শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহলে সেই দলীলের ন্যায় যার উপর অন্যকে ন্যস্ত করা যায় না যে, হারাম হওয়াটি শেষ সময় পর্যন্ত হয়। যেমন সময়ের পর নামায আদায় করা। যখন সে তিন তালাক প্রাপ্ত হয়, তারপর সে অন্যকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সহবাস না হলেও প্রথম স্বামীর জন্য সে বৈধ হবে, যদি দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় অথবা তালাক দেয় অথবা তাহলে তার ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বে প্রথম স্বামীর জন্য সে বৈধ হবে। আর যারা আল্লাহ্ তা‘আলার বিধান সম্পর্কে অবগত আছেন, তারা বলেন, ঐ স্ত্রীর সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ ও সহবাস না হবে অথবা দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যুবরণ না করবে অথবা দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক না দিবে অথবা অন্যকোন উপায়ে বিবাহ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ প্রথম স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রী বৈধ হবে না। তারপর সে ‘ইদ্দাত পালন করবে।

কতিপয় ‘উলামা-ই কিরাম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন যে, যাদের ফিক্হ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান নেই, তারা উপরোক্ত আয়াতে বিবাহ দ্বারা সহবাসকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তাদের মতে বিবাহ দ্বারা দু’টি উদ্দেশ্য। প্রথমত: বন্ধন আর দ্বিতীয়ত: সহবাস। আর তাদের ধারণা **حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সহবাস। অথচ আমরা কোন ‘আরবী ভাষা-ভাষীর কাছ থেকে এমনটি শুনেনি। অথবা যারা ‘আরবী অভিধান সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন, তারাও

---

৭৪. আল-কুর’আন, ২: ২৩০

বিবাহের ক্ষেত্রে এমন শব্দ ব্যবহার করেনি যে, **جَامَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا** -মহিলাটি তার স্বামীর সাথে সহবাস করেছে। আমরা কারো কাছ থেকে এ কথা বলতে শুনেনি যে, **وَطِئَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا**-মহিলাটি তার স্বামীর সাথে ওতী বা সহবাস করেছে। বরং এখানে বিবাহই উদ্দেশ্য। যেমন ‘আরবরা বলে থাকে, **تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجًا** -মহিলাটি স্বামীকে বিবাহ করেছে। ‘আরবদের এমনটি বলতে শুনে নি, **جَامَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا** **وَطِئَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا** এবং সুতরাং আয়াতের অর্থ এ কথার উপর প্রমাণ দেয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা‘আলা কোন বস্তুকে নির্দিষ্ট সময় এবং শেষ সীমা পর্যন্ত অবৈধ করেছেন। সুতরাং ঐ নির্দিষ্ট বস্তু ঐ সময় সীমার পর আবার অবৈধ হয়ে যায়।[৭৫]

ভিন্ন ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দাবলীর জন্য ‘আরবী ব্যাকরণের ব্যবহার

ইবন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছে ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ‘আরবী ভাষার ব্যকরণের ব্যবহার করেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছসমূহের মধ্যে উদ্ভূত অধিকাংশ মতপার্থক্যের কারণ হলো, ‘আরবী ভাষা যথার্থভাবে অনুধাবনের ত্রুটি। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে, যেমনএকাকী নামায আদায় করার তুলনায় জামা‘আতে নামায আদায় সম্পর্কিত হাদীছের মধ্যে ভিন্নতা,

عَنْ عَبْدِ ِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النبِيِّ قَالَ :« صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً ».

-‘হযরত ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস‘উদ (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) বলেন, একাকী নামায আদায় করার তুলনায়, জামা‘আতে নামায আদায়ের মর্যাদা পঁচিশ গুণের অধিক।’[৭৬]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছের শব্দাবলী ঈমান পরিচ্ছেদের শব্দাবলীর শ্রেণীভুক্ত। আর তা এমন শব্দ যে শব্দের অর্থের মধ্যে অংশ ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে। ‘আরবরা এ ধরণের শব্দে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করে, কিন্তু এর দ্বারা এটি উদ্দেশ্য হয় না যে, উক্ত সংখ্যা থেকে অধিক হতে পারবে না। সুতরাং উপরোক্ত হাদীছে ‘পঁচিশগুণ’ দ্বারা এটি উদ্দেশ্য নয় যে, পঁচিশগুণের অধিক হতে পারবে না।

অতপর তিনি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِي قَالَ : صَلَاةُ الرجُلِ فِيْ الْجَمِيْعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

-‘ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূলুল্লাহ্) বলেছেন: একাকী নামায আদায় করার তুলনায়, জামা‘আতে নামায আদায়ের মর্যাদা সাতাশ গুণের অধিক।’[৭৭]

এরপর তিনি অন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يخاطب أمته بلفظ مجمل موه بجهله على بعض الغباء احتجاجا لمقالته هذه أنه إذا خاطبهم بكلام مجمل فقد خاطبهم بما لم يفدهم معنى زعم

-‘যারা অজ্ঞতাবশত মনে করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) উম্মাতকে **مجمل** বা সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেন না, তাদের বিপক্ষে দলীল উপস্থাপন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন **مجمل** বা সংক্ষিপ্ত বাক্যে সম্বোধন করতেন, তখন ধারণা প্রসূত (ধারণা অর্থজ্ঞাপক) বাক্যে সম্বোধন করতেন না।

তিনি এ মর্মে হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النبِيِّ قَالَ : صَلَاةُ الرجُلِ فِيْ الْجَمِيْعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِبِضْعٍ وَّعِشْرِيْنَ صَلَاةً

---

৭৫. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৬-৪৮

৭৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৪৭০, পৃ. ৬২৯

৭৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৪৭১, পৃ. ৬২৯

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূলুল্লাহ্) বলেন: একাকী নামায আদায় করার তুলনায়, জামা'আতে নামায আদায়ের মর্যাদা বিশগুণ থেকে অধিক।'[৭৮]

এ হাদীছে **بضع** একটি **مجمل** বা সংক্ষিপ্ত শব্দ যা তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর পূর্বে উল্লিখিত ইব্ন মাস'উদ (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছে জামা'আতে নামায আদায়ে পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ কথা বলা হয় নি যে, পঁচিশের বেশী মর্যাদা হতে পারবে না। অপরদিকে ইব্ন 'উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, জামা'আতে নামায আদায়ে সাতাশ গুণ বেশী মর্যাদা রয়েছে। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) উপরোক্ত হাদীছগুলোর সমন্বয় করতে গিয়ে বলেন, কোন সংখ্যার উল্লেখ আধিক্যের বিরোধী নয়।

অপরদিকে, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কিত মাস'আলা। হযরত 'আঈশা (রা.) কর্তৃক রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়া অথচ ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك و خالف سنة النبي صلى الله عليه و سلم

-'ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা, যারা অপছন্দ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাহর বিরোধিতা করেন, তাদের বিপরীতে ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহারের বিধান সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

এ প্রসঙ্গে তিনি দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ،قَلَ : رَأَيْتُ ائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ : بِيَدَيْهَا يَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ -

-হযরত 'আবদুর-রহমান ইব্নুল-ক্বাসিম (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি 'হযরত 'আঈশা (রা.)-কে এমনটি বলতে দেখেছি, তিনি বলেন: আমি আমার নিজ হাত দিয়ে ইহরাম বাঁধার সময় এবং বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার পূর্বে ইহরাম খোলার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।'[৭৯]

অপর একটি হাদীছে বর্ণীত আছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ،سَمِعَ ائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا: أَنَا يَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِيَدِي هَاتَيْن، لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ - -

- হযরত 'আবদুর্-রহমান ইব্নুল-ক্বাসিম (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 'হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি তার দু'হাত প্রসারিত করে বলেছেন যে, আমি ইহরাম বাঁধার সময় এবং বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার পূর্বে ইহরাম খোলার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নিজ হাতে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।'[৮০]

অতপর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এখানে **حين أحرم** শব্দের অর্থ যখন তিনি ইহরামের ইচ্ছা করলেন। কেননা, 'আরবরা যখন বলে, **إذا فعلت كذا** -'তুমি যখন এমন কাজ করবে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **إذا أردت فعله**-'তুমি যখন কাজটি করার ইচ্ছা করবে'। সুতরাং হযরত 'আঈশা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের ব্যাখ্যা হলো, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি, যখন তিনি ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করলেন, ইহরাম বাঁধার পরে নয়।[৮১]

তিনি বলেন, উল্লিখিত দলীলের বিশুদ্ধতার প্রমাণ হলো, মানসূর ইব্ন জাদাল কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ। যা আমি এ পরিচ্ছেদের সাথে সংযুক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম হলো,

---

৭৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৪৭২, পৃ. ৬৩০

৭৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ২৫৮১, পৃ. ১০৯৮

৮০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ২৫৮২, পৃ. ১০৯৮

৮১. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯৮-৯৯

Dhaka University Institutional Repository

باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك و الدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس زعم أنه سقط من حي و هو ميت نجس

-ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো বৈধ, এ কথার ব্যাপারে যুক্তি হলো সুগন্ধি পাক-পবিত্র, এটি কোন নাপাক বস্তু নয়। কতিপয় তাবি‘ঈদের কথা ঠিক নয়, যারা ধারণা করে সুগন্ধি নির্জিব ও নাপাক বস্তু। ধারণা করে, এটি জীব থেকে বের হয়েছে যা মৃত ফলে সে নাপাক।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ، طَيَّبْتُ النَّبِي - - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ يَوْمَ النَّحرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ

-‘হযরত ‘আবদুর্-রহমান ইব্নুল-ক্বাসিম (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, হযরত ‘আঈশা (রা.) বলেন, আমি ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কস্তরী মিশ্রিত সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।’[৮২]

এটি ইহরাম অবস্থায় মিশ্ক দ্বারা সুগন্ধি ব্যবহারের অবকাশ এবং মিশক যে অপবিত্র নয় বরং পবিত্র তার সপক্ষে দলীল। যে সকল তাবি‘ঈ ধারণা করেন যে, মিশ্ক মৃতদেহ থেকে সংগৃহিত এবং অপবিত্র, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। তাদের ধারণা মিশ্ক জীবিত বস্তু থেকে বের করা হয় এ অবস্থায়, যখন তা মৃত ও অপবিত্র থাকে। অতপর তিনি পূর্বে উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে দলীল উপস্থাপন করে বলেন, ‘আরবরা যখন বলে, **إذا فعلت كذا** -তুমি যখন এমন কাজ করবে’-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَه**-তুমি যখন কাজটি করার ইচ্ছা করবে।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) এভাবেই বিরোধপূর্ণ বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে ‘আরবী ভাষার ব্যাকরণগত নীতিমালার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

একটি হাদীছকে অপর হাদীছের উপর প্রাধান্য না দিয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা

যখন কোন বিধানের ব্যাপারে ভিন্নভিন্ন মতামত ও প্রত্যেক মতের সমর্থনে একাধিক হাদীছ বিদ্যমান, এমন ক্ষেত্রে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) কোন হাদীছকে প্রত্যাখ্যান না করে এবং একটির ওপর অন্যটিকে প্রাধান্য না দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনামের অধীনে কিছু হাদীছ উল্লেখ করার পর, পরবর্তী পরিচ্ছেদের জন্য আরেকটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এবং সে শিরোনামের অধীনে কিছু হাদীছ উল্লেখ করার পর হাদীছগুলো পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের হাদীছের বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা দূর করতে ও তাঁর বক্তব্যকে আরো দৃঢ় করতে আরো কিছু হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সবশেষে একটি সমাপ্তি বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে উল্লিখিত সবগুলো হাদীছের উপর ‘আমাল করা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি হাদীছগুলো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন।

উদাহরণ হিসেবে, রাতের বেলায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামাযের সংখ্যা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এ ব্যাপারে তিনি তিনটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যার একটিতে তের রাকা‘আত, একটিতে এগারো রাকা‘আত এবং অন্যটিতে নয় রাকা‘আতের কথা উল্লেখ আছে। অতপর তিনি সমস্ত হাদীছগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। আর তা এভাবে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন রাতে বেশী পড়েছেন, আবার কোন রাতে কমও পড়েছেন। আর যে রাভী তৎসংশ্লিষ্ট যে হাদীছ জানেন তিনি সেই হাদীছই উল্লেখ করেছেন।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) এ বিষয়ের ওপর একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب ذكر عدد صلاة النبي صلى عليه وسلم صارت بذكر خبر مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل

---

৮২. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ২৫৮৩, পৃ. ১০৯৯

-নবী কারীম (সা.)-এর (রাতের) নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা উল্লেখের পরিচ্ছেদ। যেখানে তিনি **مجمل** হাদীছ উল্লেখ করেছেন, **مفسر** হাদীছ নয়। এরফলে এ বিষয়ের ওপর যার পান্ডিত্য নেই সে কখনো কখনো ধারণা করেছে যে, এ জাতিয় বর্ণনা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রাতের নামাযের রাকা'আত সংখ্যার ব্যাপারে হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত হাদীছের সাথে বিরোধপূর্ণ।

তিনি এ ব্যাপারে প্রথমে একটি হাদীছ নিয়ে এসেছেন,

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

-'আবূ জামরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রাতে ১৩ রাকা'আত নামায আদায় করতেন।'[৮৩]

তিনি এ ব্যাপারে আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: « رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

-'হযরত শুরাহবীল ইব্‌ন সা'দ থেকে বর্ণীত, তিনি জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌র কাছ থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) আধার নামার পর ১৩ রাকা'আত নামায আদায় করতেন।'[৮৪]

অতপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছসমূহ পরস্পর বিরোধপূর্ণ হওয়ার ধারণাকে দূর করার জন্য দ্বিতীয় একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

بلب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر إبن عباس هذا الذي ذكرته

-এমন হাদীছের উল্লেখ যে হাদীছের বিষয়ে যার পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই সে মনে করছে যে, এই বর্ণনা হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার বিপরীত, সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ। যেমন তিনি এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

بِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا»قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: ا رَسُولَ اللهِ، أَ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»

-'আবূ সালামাহ্ ইব্‌ন 'আব্‌দির-রহমান থেকে বর্ণীত, তিনি হযরত 'আঈশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর (রাতের) নামায কেমন ছিল ? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রমাযান এবং রমাযান ছাড়াও এগার রাকা'আতের অধিক নামায আদায় করতেন না। চার রাকা'আত নামায আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই। তারপর তিনি চার রাকা'আত নামায আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই। তারপর তিনিতিন রাকা'আত নামায আদায় করতেন। 'আঈশা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আপনি বিত্‌র আদায়ের আগে নিদ্রায় যান? তিনি বললেন, হে 'আঈশা ! উভয় চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।'[৮৫]

তারপর তিনি তৃতীয় একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

---

৮৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১৬৪, পৃ. ৪৯৭

৮৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১৬৫, পৃ. ৪৯৭

৮৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১৬৬, পৃ. ৪৯৭-৯৮

باب ذكر خبر ثالث إخاله يسبق إلى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين الذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين

-এমন পরিচ্ছেদ যাতে তিনি একই বিষয়ে তৃতীয় আরেকটি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যার কারনে এই বিষয়ে যার পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই তার মনে হবে যে, এই হাদীছটি পূর্বে উল্লিখিত দুই পরিচ্ছেদের হাদীছের বিপরীত।

যেমন তিনি এ পরিচ্ছেদে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ»

-'হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রাতে নয় রাকা'আত নামায আদায় করতেন, যার মধ্যে বিতর থাকতো।'[৮৬]

তিনি সবশেষে এ সম্পর্কিত আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة على ما أخبر ابن عباس ثم نقص ركعتين فكان يصلي إحدى عشرة من الليل على ما أخبر أبو سلمة عن عائشة ثم نقص من صلاة الليل ركعتين فكان يصلي من الليل تسع ركعات على ما أخبر عبد الله بن شقيق عن عائشة

-এমন হাদীছের উল্লেখ যা এটিই বুঝায় যে, আমি ইতিপূর্বে যে তিনটি হাদীছ উল্লেখ করেছি তা পরস্পর বিরোধী নয়। তার প্রমাণ এই যে, নবী কারীম (সা.) কোন কোন রাতে তের রাকা'আত নামায আদায় করেছেন, যে সম্পর্কিত বর্ণনা করেছেন ইব্ন 'আব্বাস, তার থেকে ২ রাকা'আত কমানো হয়েছে। অতপর তিনি ১১ রাকা'আত আদায় করেছেন, যেমনটি পাওয়া যায় হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে আবু সালামার বর্ণনায়। তারপর তা থেকে ২ রাকা'আত কমানো হয়েছে, অতপর তিনি ৯ রাকা'আত নামায আদায় করেছেন যেমনটি পাওয়া যায় হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক এর বর্ণনায়।

উপরোক্ত বর্ণনার প্রমাণ হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

سْرُوقٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، **فَقَالَتْ:** «كَانَ يُصَلِّي **ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ** اللَّيْلِ، ثُمَّ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُبِضَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، آخِرُ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى فِرَاشِهِ هَذَا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ»

-'মাসরূক (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি 'আঈশা (রা)-এর নিকট আগমন করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন, তিনি রাতে তের রাকা'আত নামায আদায় করতেন, তারপর দু'রাকা'আত বাদ দিয়ে এগারো রাকা'আত নামায আদায় করেন। অতপর যখন তিনি ইন্তিকাল করেন, তখন রাতে নয় রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তাঁর রাতের সর্বশেষ নামায ছিল বিত্র। তারপর কখনো কখনো যখন তিনি তাঁর এই বিছানায় আসতেন, তখন তাঁর কাছে বিলাল (রা.) আসতো। তিনি (রসূল) তাঁকে নামাযের আযান দিতে বলতেন।'[৮৭]

অতপর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) এই হাদীছসমুহ সম্পর্কে বলেন: আমরা নবী কারীম (সা.)-এর **عدد ركعات**সম্পর্কিত সমস্ত হাদীছই গ্রহণ করবো এবং **عدد ركعات** সম্পর্কিত রাভীদের ইখতিলাফও গ্রহণ করবো যা এই কিতাবের মধ্যে আমি উল্লেখ করেছি। নবী কারীম (সা.)কোন রাতে বেশী আবার কোন রাতে কম নামায আদায় করেছেন। সুতরাং সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছ বা নবীপত্নীগণ থেকে বর্ণিত হাদীছ অথবা নবীপত্নী ছাড়া অন্যান্য মহিলা সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছ চাই তা নামাযের রাকা'আত সম্পর্কিত মতানৈক্য হোক বা নামাযের ধরণ সংক্রান্ত মতানৈক্য

৮৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১৬৭, পৃ. ৪৯৮

৮৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১১৬৭, পৃ. ৪৯৮

হোক না কেন, তা মুবাহের অন্তরভুক্ত। সুতরাং প্রত্যেকে যে কয় রাকা'আত পছন্দ করে, সে তত রাকা'আত আদায় করতে পারবে।

বসে নামায আদায় করা সংক্রান্ত বিধান

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন রাভী থেকে বর্ণীত অনেকগুলো হাদীছ একত্রিত করে, উহার **حالات** এর ওপর **حل** করে সমন্বয় সাধন করেছেন।

যেমন তিনি একই রাকা'আতে নামাযের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে পড়ার বৈধতা সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الركعة الواحدة

-একই রাকা'আতে কিছু অংশ বসে এবং কিছু অংশ দাঁড়িয়ে কিরা'আত পড়ার বৈধতা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

অতপর তিনি এ শিরোনামের অধীনে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي جَالِسًا، وَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ»

-'হিশাম ইব্ন 'উরওয়াহ্ থেকে বর্ণীত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী কারীম (সা.) বসে বসে নামায আদায় করতেন। যখন পাঠকৃত সূরার ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতো, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বাকী অংশ (দাঁড়িয়ে) তিলাওয়াত করতেন, তারপর রুকূ' করতেন।[৮৮]

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « نَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً»

-''আমরাহ্ থেকে বর্ণীত, তিনি 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বসা অবস্থায় কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতের তখন কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পাঠ করার সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন।'[৮৯]

তিনি এ সম্পর্কিত আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

بلب ذكر خبر روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صفة صلاته جالسا، حسب بعض العلماء، أنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه

-'নবী কারীম (সা.)-এর বসে নামায আদায় সম্পর্কে এমন হাদীছ উল্লেখের পরিচ্ছেদ, যে হাদীছের ব্যাপারে কারো কারো মনে হতে পারে, এ হাদীছটি পূর্বে বর্ণীত হাদীছের বিপরীত।'

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

প্রথম হাদীছ,

نْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: أَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ»

৮৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৩, পৃ. ৫৩২

৮৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৪, পৃ. ৫৩৩

-‘ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি হযরত ‘আঈশা (রা.)-কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নফল নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন এবং দীর্ঘরাত বসে নামায আদায় করতেন। আর (তাঁর অভ্যাস ছিল) যখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরা’আত পাঠ করতেন, তখন রুকূ‘-সিজদাহ্ দাঁড়ানো অবস্থায় করতেন, আর যখন বসে কিরা’আত পাঠ করতেন, তখন বসেই রুকূ‘ ও সিজদাহ্ করতেন।’[৯০]

দ্বিতীয় হাদীছ,

ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

-‘ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক হতে বর্ণীত, তিনি হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি (‘আঈশা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। আর (তাঁর অভ্যাস ছিল) যখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরা’আত পাঠ করতেন, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় রুকূ‘ করতেন, আর যখন বসে কিরা’আত পাঠ করতেন তখন বসেই রুকূ‘ করতেন।’[৯১]

তৃতীয় হাদীছ,

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، فَقَالَتْ: «كَانَ ولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا»

‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক হতে বর্ণীত, তিনি হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি তাঁর (‘আঈশা) কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বসে নামায আদায় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি (‘আঈশা) বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। আর (তাঁর অভ্যাস ছিল) যখন তিনি বসে কিরা’আত পাঠ করতেন তখন বসেই রুকূ‘ করতেন। আর যখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরা’আত পাঠ করতেন, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় রুকূ‘ করতেন।’[৯২]

قَالَ أَبُو خَالِدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، فَقَالَ: بَ حُمَيْدٌ وَكَذَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ يَقْرَأُ السُّوَرَ فَإِذَا بَقِيَ مِنْهَا آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ، هَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «السُّوَرُ»

-‘আবূ খালিদ বলেন, আমি হিশাম ইব্ন ‘উরওয়ার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, হুমাইদ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক মিথ্যা বলেছে। কেননা আমার পিতা আমার নিকট হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যেখানে বর্ণীত আছে, ‘আঈশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বেশী বয়সে (বৃদ্ধ) উপনিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনো বসে নামায নামায আদায় করেন নি। আর যখন সূরা তিলাওয়াত করতে করতে কিছু আয়াত বাকী থাকতো, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, তারপর বাকী অংশ দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করে রুকূ‘তে যেতেন। হযরত আবূ বকর (রা.)ও এমনটি বলেছেন।

অতপর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হিশাম ইব্ন ‘উরওয়াহ্ অপর রাভী ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক-এর বর্ণনাকে অস্বীকার করেছেন। কেননা এটি ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক থেকে বর্ণীত হাদীছটির বাহ্যিক অর্থ। তাঁর মতে, তাঁর কাছে থাকা হাদীছের সাথে এটি মতবিরোধপূর্ণ। যা তিনি তাঁর পিতার সুত্রে হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা

৯০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৫, পৃ. ৫৩৩

৯১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৬, পৃ. ৫৩৩

৯২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৭, পৃ. ৫৩৩

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। কিন্তু আমার মতে, সে হাদীছটি তাঁর নিকট থাকা হাদীছের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। কেননা ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীকের সুত্রে হযরত খালিদ (রা.) হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে,

عَنْ عَائِشَةَ: فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ

-‘হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, যখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরা’আত পাঠ করতেন, তখন রুকূ‘-সিজদাহ্ করতেন দাঁড়ানো অবস্থায়, আর যখন বসে কিরা’আত পাঠ করতেন তখন বসেই রুকূ‘ ও সিজদাহ্ করতেন।’

সুতরাং উল্লিখিত শব্দের হাদীছটি হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত ‘উরওয়াহ্ এবং ‘আমরাহ্-এর হাদীছের বিপরীত নয়। কেননা হযরত খালীদ থেকে বর্ণীত শব্দে হাদীছটি এ কথা প্রমাণ করে, যখন পূর্ণ কিরা’আত বসে পড়বে তখন রুকূ‘ও বসে করবে, আর যখন সমস্ত কিরা‘আত দাঁড়িয়ে পড়বে, তখন রুকূ‘ও দাঁড়িয়ে করবে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) কিরা’আতের আংশিক দাঁড়িয়ে এবং আংশিক বসে পড়লে কিভাবে রুকূ‘ করতেন তা ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক বর্ণনা করেন নি। বরং ‘উরওয়া, আবূ সালামা এবং ‘আমারাহ্ হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সমস্ত কিরা’আত পাঠ দু’অবস্থায় হতো, কিছু অংশ দাঁড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে পড়তেন। অতপর তাঁরা এটিও উল্লেখ করেছেন, তিনি দাঁড়িয়ে রুকূ‘ করতেন যখন কিরা‘আত ঐ দু’অবস্থায় পড়তেন।

তবে নবী কারীম (সা.) এই নামাযকে কেমন ভাবে শুরু করতেন, তিনি কিরা’আত কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়তেন আর কিছু অংশ বসে পড়তেন এবং রুকূ‘ দাঁড়িয়ে করতেন, ‘উরওয়াহ, আবু সালামা এবং ‘আমরাহ একথা উল্লেখ করে নি। ইব্ন সীরীন (র.) ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক সুত্রে হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা প্রমাণ করে যে, তিনি এরূপ নামায দাঁড়িয়ে শুরু করেছেন।

যেমন ইব্ন সীরীনের বর্ণীত হাদীছ,

نِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « نَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصلاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصلاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

-‘ইবন সীরীন থেকে বর্ণীত আছে, তিনি ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক থেকে, তিনি হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (‘আঈশা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন এবং বসেও নামায আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতেন, তখন দাঁড়িয়েই রুকূ‘ করতেন। আবার যখন বসে নামায শুরু করতেন, তখন বসেই রুকূ‘ করতেন ।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীছটি পূর্বোল্লিখিত সকল হাদীছ কে স্পষ্ট করে দেয়। সুতরাং ঐ হাদীছের উপর ভিত্তি করে বলা হয়, যখন কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় নামায শুরু করে, তারপর আবার আংশিক কিরা’আত বসে পড়ে, তার উচিত দাঁড়িয়ে আংশিক কিরা’আত পড়ে, দাঁড়িয়ে রুকূ‘ করা। আর যখন বসে নামায শুরু করে, তখন বসেই সমস্ত কিরা‘আত পড়বে, তারপর বসেই রুকূ‘ করবে। আর এমন ‘আমালের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, নবী কারীম (সা.)-এর অনুসরণ করা।[৯৩]

তিনি দু’টি দলীল এবং দু’টি হাদীছের মধ্যে যথাসম্ভব সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন, যেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন হাদীছ বা সুন্নাহ্ পরিত্যাগ করা না হয়। তিনি বলেছেন, সুন্নাহ্ সমূহের মধ্যে কোন সুন্নাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর ‘আমাল করা অসম্ভব না হয়। তিনি দু’টি হাদীছের মধ্যে একটিকে কেবল তখনই পরিত্যাগ করেছেন, যখন তা সবদিক থেকে অপর হাদীছসমূহ থেকে দুর্বল হয়েছে। সে ক্ষেত্রে একটি হবে নাসিখ আর অপরটি হবে মানসূখ। তবে উভয় হাদীছই যদি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে সহীহ সনদে বর্ণীত হয় এবং উভয়টি একই বৈশিষ্টের অধিকারী হয়, তাহলে তিনি উভয় হাদীছের উপর ‘আমাল করেছেন। তাছাড়া যারা (অকারণে) দু’টির একটিকে পরিত্যাগ করেছে, তিনি তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। যেমন তিনি নামাযের মধ্যে রাকা‘আতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ তৈরী হলে সে সংক্রান্ত বিধান নিয়ে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন।

৯৩. পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৩৪-৩৫

باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحرى و الأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل

- নামাযের মধ্যে রাকা'আতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ তৈরী ও সে বিষয়ে চিন্তা বা অনুসন্ধান এবং চিন্তার উপর ভিত্তি করে (রাকা'আত) সংখ্যার দু'য়ের মধ্যে যে দিকে তার অন্তর অধিক ঝুকবে, সে সেই কয় রাকা'আত আদায় করেছে, সে সংক্রান্ত আলোচনার পরিচ্ছেদ।

عَنْ عَبْدِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا سُولُ اللهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَادَ فِي الصلاةِ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقُلْنَا : رَسُولَ اللهِ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ ، فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ،ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

-হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। (রাভী বলেন) তিনি তাতে বৃদ্ধি করলেন অথবা হ্রাস করলেন। অতপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন। আমরা বললাম, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.)! নামাযের মধ্যে কোন কিছু ঘটেছে ? তিনি বললেন: এমন কি ঘটেছে? তিনি যা করেছেন, আমরা তাঁকে তা বললাম। অনন্তর তিনি তাঁর পদদ্বয় ফিরালেন এবং দুই সিজদাহ্ সাহু করলেন। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। অতপর বললেন, যদি নামাযের মধ্যে কিছু ঘটতো, তাহলে আমি তা তোমাদেরকে অবহিত করতাম। তবে আমি তে একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করো, আমিও ভুল করি। সুতরাং আমি যখন ভুলে যাই, তখন তোমরা আমাকে স্বরণ করিয়ে দিও। তোমাদের মধ্যে এমন আছে যে, তার নামাযে সন্দেহ করে না ? যদি এমন হয় তাহলে সে যেন সঠিকের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য চিন্তা করে। সে অনুযায়ী নামায শেষ করে সালাম ফিরায়। পরে দু'সিজদাহ্ (সাহু) দেয়।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীছটি 'আবদুর্-রহমান থেকে আবূ মূসা বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ ইব্ন 'আবদাহ্ তার বর্ণীত হাদীছের মধ্যে **تحرى** শব্দটি উল্লেখ করেন নি। বরং তিনি বলেন,

فأيكم سها في صلاته فلم يدر كم صلى فليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو

-তোমাদের মধ্যে যে নামাযের মধ্যে ভুলে যায় এবং সে জানে না যে, সে কত রাকা'আত আদায় করেছে। তাহলে তাকে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদাহ্ (সাহু) দিতে হবে।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছটির টীকাটিপ্পনীতে বলেছেন, এই হাদীছের মধ্যে বলা হয়েছে যে, (নামাযের মধ্যে ভুলে যাওয়ার কারণে) চিন্তার মাধ্যমে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদাহ্ (সাহু) দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রাকা'আত সংখ্যা কম হয়েছে বলে মনে হলে, তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'সিজদাহ্ (সাহু) দিয়েছেন। যে ব্যাপারে আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে একটি হাদীছ বর্ণীত আছে।

সুতরাং মৌলিকত্বের দিক থেকে দু'টি হাদীছের মধ্যে একটিকে পরিত্যাগ করা জায়িয নেই বরং উভয় হাদীছকে স্ব-স্ব স্থানে রেখে 'আমাল করা ওয়াজিব।

তিনি বিতর নামায উটের পিঠে আদায় সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। উক্ত পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة

-সফর অবস্থায় বিতর নামায বাহনের উপরে বসে আদায় করার বৈধতা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ। এ অবস্থায় বাহন যে দিকে ফিরবে, সেদিকেই সে নামায আদায় করবে। এই বিধানটি ঐ ব্যক্তির বিধানের বিপরীত, যে ধারণা করে যে, বিতর নামায আদায় ফরয, কাজেই অন্যান্য ফরয নামাযের ন্যায় বিতর নামায বাহনে আদায় করা জায়িয নেই।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ ،قَالَ : رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

-'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাওয়ারীর উপরই নামায আদায় করতেন, তাই সাওয়ারী যেদিকেই মুখ করুক না কেন এবং বিতরও তার উপর আদায় করতেন। তবে ফরয সালাত সাওয়ারীর উপর বসে আদায় করতেন না।'[৯৪]

তিনি একটি শিরোনাম এভাবে দিয়েছেন,

باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز

-এমন হাদীছ উল্লেখের পরিচ্ছেদ, 'ইলমের উপর যাদের গভীর পাণ্ডিত্য নেই, এমন কিছু লোক ঐ হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। তারা এই ধারণা করে যে, বাহনে চড়ে বিতর নামায আদায়ের বৈধতা নেই।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ الْوِتْرَ أَنَاخَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ

-'হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সফরে থাকাবস্থায় উটের পিঠে নামায আদায় করতেন, উট যেদিকেই মুখ করে চলুক। যখন তিনি ইচ্ছা করতেন তাঁর বাহনকে থামিয়ে যমীনে ফরয নামায অথবা বিতর নামায আদায় করেছেন।'[৯৫]

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, কতিপয় লোক ধারণা করে যে, উপরোক্ত হাদীছটি হযরত ইব্ন 'উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত। তারা বলে এই হাদীছ দ্বারা এ কথার উপর দলীল পেশ করা যায় যে, উটের পিঠে আরোহন অবস্থায় বিতরের নামায আদায় জায়িয নেই। তাদের এ ধারণা সঠিক নয় এবং হাদীছটির বর্ণনাকারী এ ব্যাপারে অমনোযোগী। আমাদের এবং যারা হাদীছের মধ্যে (বিশুদ্ধ ও দুর্বল) যাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা রাখে, তাঁদের বক্তব্য হলো, উপরোক্ত হাদীছটি ইব্ন 'উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত নয় বরং উভয় হাদীছই অভিন্ন এবং 'আমালযোগ্য। রাভীদের প্রত্যেকেই সেভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যেভাবে তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে 'আমাল করতে দেখেছেন। আর যারা উভয় হাদীছ সম্পর্কে জানেন, তাদের সে অনুযায়ী 'আমাল করা ওয়াজিব, যে অবস্থায় তাঁরা দেখেছেন। হযরত ইব্ন 'উমার (রা.) প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে বাহনের উপর বিতর নামায যেভাবে আদায় করতে দেখেছেন, তিনি সেভাবেই আদায় করেছেন। অপরদিকে জাবির (রা.)ও প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে দেখেছেন, তিনি তাঁর বাহনকে থামিয়ে বিতর নামায যমীনেই আদায় করেছেন। ফলে তিনিও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যেভাবে দেখেছেন, সেভাবে আদায় করেছেন। সুতরাং মানুষের জন্য বাহনের উপর বিতর নামায আদায় জায়িয আছে, যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) করেছেন। আবার বাহনকে থামিয়ে তা থেকে নেমে যমীনে বিতর নামায আদায়ও জায়িয আছে, কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) উভয়টিই করেছেন। তিনি একটি করার পর অপরটি না করার ব্যাপারে সতর্কও করেন নি। তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি যমীনে বিতর নামায আদায় না করতেন এবং বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করতেন, তাহলে মুসাফিরের জন্য বাহন থেকে নেমে যমীনে বিতর নামায আদায় জায়িয হতো না। তবে যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সা.) উভয়টিই করেছেন, সেহেতু মুসাফিরের জন্য স্বাধীনতা আছে, সে ইচ্ছা করলে বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে বাহন থেকে নেমে যমীনের উপরও বিতর নামায আদায় করতে পারে। তবে যদি কোন সুন্নাহ 'আমাল করা সম্ভব হয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। যখন কোন হাদীছের উপর 'আমাল করা সম্ভব না হয়, তখন তাকে অন্য হাদীছ দ্বারা পরিত্যাগ করা হয়।

---

৯৪. পূর্বোক্ত,২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৬২, পৃ. ৫৪০

৯৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৬২, পৃ. ৫৪০

আর এ পরিস্থিতিতে একটি হাদীছ হয় নাসিখ বা রহিতকারী আর অপরটি হয় মানসূখ বা রহিত। সে ক্ষেত্রে নাসিখ হাদীছের উপর ‘আমাল করতে হবে, মানসূখের উপর নয়।

যদি কারো জন্য জাবির (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা ইব্ন ‘উমার (রা.)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হতো, তাহলে ইব্ন ‘উমার (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা জাবির (রা.)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা অধিক বৈধ হতো। কেননা ইব্ন ‘উমার (রা.)-এর হাদীছ “রসূলুল্লাহ্ (সা.) বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করেছেন” এ হাদীছটির সনদে রাভীর সংখ্যা বেশী, যা জাবির (রা.)-এর হাদীছ থেকে অধিক শক্তিশালী ও অধিক বিশুদ্ধ। তবে কোন ‘আলিমের জন্য উভয়টির মধ্যে একটিকে প্রাধান্যদান ও অন্যটিকে পরিত্যাগ বৈধ নয়। বরং উভয়টির উপর ‘আমাল করতে হবে।[৯৬]

সূর্যগ্রহণের নামাযের প্রত্যেক রাকা‘আতে রুকূ‘র সংখ্যা সংক্রান্ত বিধান

তিনি সূর্যগ্রহণের নামাযের প্রত্যেক রাকা‘আতে রুকূ‘র সংখ্যা নিয়ে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদে তিনি কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে কোন হাদীছে দু’রুকূ‘, কোন হাদীছে চার রুকূ‘, আবার কোন হাদীছে ছয় রুকূ‘র কথা পাওয়া যায়, যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

بلب ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف

-সূর্যগ্রহণের নামাযের প্রত্যেক রাকা‘আতে রুকূ‘র সংখ্যা আলোচনার পরিচ্ছেদ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ أن النبيّ - - صَلى في كسوف ست ركعات وأربع سجدات

-‘হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, নবী কারীম (সা.) সূর্যগ্রহণের নামায আদায়কালে (প্রত্যেক রাকা‘আতে) ছয়টি রুকূ‘ ও চারটি সিজদাহ্ করেছেন।’[৯৭]

عَن ابن عباس، عَن النبيّ - - : أَنَّهُ صَلَّى فِى كُسُوفٍ، فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم سجد وَالأُخْرَى مِثْلُهَا

-‘হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম (সা.) সূর্যগ্রহণকালে নামায আদায় করলেন। তিনি কিরা’আত পড়লেন, তারপর রুকূ‘ করলেন। অতপর তিনি আবার কিরা’আত পড়লেন ও রুকূ‘ করলেন। তারপর কিরা’আত পড়লেন, আবার রুকূ‘ করলেন। তারপর আবার কিরা’আত পড়লেন, আবার রুকূ‘ করলেন। তারপর সিজদাহ্ করলেন। রাভী বলেন, পরবর্তী রাকা‘আতেও অনুরূপ করলেন।’[৯৮]

উপরোক্ত হাদীছসমূহ বর্ণনার পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটি বৈধ যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সূর্যগ্রহণের নামায আদায়কালে যে কয়টি রুকূ‘ করেছেন, তার মধ্যে যেটি ভাল লাগে, সে সেভাবেই সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করতে পারে। সে যদি প্রত্যেক রাকা‘আতে দু’রুকূ‘ করতে পছন্দ করে, সেটি করতে পারে। আবার যদি প্রত্যেক রাকা‘আতে তিন রুকূ‘ করতে পছন্দ করে, তাহলে সেটিও সে করতে পারে। সে চাইলে প্রত্যেক রাকা‘আতে চারটি রুকূ‘ও করতে পারে। কেননা এ সংক্রান্ত সকল হাদীছই রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণীত। আর এমন বর্ণনা এটিই সাব্যস্ত করে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার নয়, একাধিকবার সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করেছেন।[৯৯]

৯৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪১

৯৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৩৮২, পৃ. ৫৯২

৯৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১৩৮৫, পৃ. ৫৯৩

৯৯. পূর্বোক্ত,২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৩

Dhaka University Institutional Repository

হাদীছসমূহ একত্রিতকরণে সহীহ ইব্ন হিব্বানের পদ্ধতি

ইব্ন হিব্বান (র.) বিভিন্ন ধরনের হাদীছকে একত্রিত করণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তা নিম্নরূপ:

عام হাদীছকে **خاص** হাদীছের ওপর প্রাধান্যদান

ইব্ন হিব্বান (র.) বিভিন্ন ধরণের হাদীছ, যেমন 'আম হাদীছ অথবা খাস হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিতেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর শায়খ ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তিনি যখনই দু'টি হাদীছের মধ্যে বাহ্যিক অমিল খুঁজে পেতেন, তখন স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীছদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি **عام** হাদীছকে **خاص** হাদীছের ওপর প্রাধান্য দিতেন। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো,

তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে,

ذكر خبر وهم في تأويله جماعة لم يحكموا صناعة الحديث

-এমন হাদীছের উল্লেখ যার পর্যালোচনায় একদল লোক ধারণা করে, তারা হাদীছটির কার্যকারিতার হুকুম দেয় নি।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ « أَلُونِى عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ أُقْسِمُ بِاللَّهِ : مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ ».

Dhaka University Institutional Repository

-'হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (রসূলুল্লাহ্) ইন্তিকালের একমাস পূর্বে বলেছেন, তোমরা আমাকে ক্বিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকো, অথচ সে সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই রয়েছে। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে শ্বাস-প্রশ্বাসরত এমন কোন প্রাণী নেই, যার কাছে একশত তম বছর পৌঁছবে।'[১০০]

অতপর তিনি দ্বিতীয় আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سن أحد من هذه الأمة لا يجوز على المئة سنة

-সে সমস্ত হাদীছ যা 'আলিমগণকে ধারণা দিয়েছে যে, এই উম্মাতের কারো আয়ূ একশত বৎসর অতিক্রম করবে না।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্লোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النبيِّ قَالَ: « تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ يَأْتِيْ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ ».

-'আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা আমাকে ক্বিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকো। আমি সে সত্তার নামে শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে শ্বাস-প্রশ্বাসরত এমন কোন প্রাণী নেই, যার কাছে একশত তম বছর পৌঁছবে।'[১০১]

অতপর তিনি এ সম্পর্কিত আরো তিনটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এবং সেখানে অনেকগুলো হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যাতে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, এই হাদীছগুলোর মাঝে **خاص** বা নির্দিষ্ট ও **عام** বা অনির্দিষ্ট হাদীছ রয়েছে, আর পূর্বে উল্লিখিত হাদীছটি **عام** বা অনির্দিষ্ট নয় বরং **خاص** বা নির্দিষ্ট।

অতপর তিনি পরবর্তী পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের বর্ণনা দিয়ে এভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন,

ذكر البيان بأن ورود هذا الخطاب كان لمن كان في ذلك الوقت على سبيل الخصوص دون العموم

-এমন বর্ণনার উল্লেখ, যে (পূর্ববর্তী) হাদীছের এই সম্বোধনটি সেই যুগে বসবাসরত মানুষের জন্য **عام** ভাবে বলা হয়নি বরং **خاص** ভাবে বলা হয়েছে। তিনি তাঁর শিরোনামের সমর্থনে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.)-এর নিম্লোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ - - صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ : رَأَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لا يَبْقَى مِنْهَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ

-''আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) জীবনের শেষদিকে এসে আমাদের নিয়ে 'ঈশার নামায আদায় শেষে, আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা কি এই রাতটির দিকে লক্ষ করেছো ? নিশ্চয়ই এই রাতে যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউই আগামী একশত বৎসরের বেশী বেঁচে থাকবে না।'[১০২]

অতপর তিনি দ্বিতীয় আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر ثان يصرح بأن عموم خبر أنس بن مالك الذي ذكرناه أريد به بعض ذلك العموم لأقوام بأعيانهم دون كلية عمومه

-দ্বিতীয় হাদীছ উল্লেখ যা সরাসরি নির্দেশ করে যে, পূর্বে বর্ণীত 'আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর হাদীছে বর্ণীত **عام** দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে এর কিছু অংশকে বুঝানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে **عام** বা অনির্দিষ্ট নয়।

---

১০০. Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৯৮৭, পৃ. ২৫৪

১০১. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৯৮৮, পৃ. ২৫৬

১০২. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৯৮৯, পৃ. ২৫৬

তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ـِ أَنَّ رَسُوْلَ ـِ صَلَى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ

-‘ জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণীত আছে, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাসরত এমন কোন প্রাণী নেই, যে আগামী একশত বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।’[১০৩]

দু’টি হাদীছের মধ্যে একটিকে **خاص** (নির্দিষ্ট) করণের উপর **إجماع** সাব্যস্তকরণ

ইব্‌ন হিব্বান (র.) দু’টি হাদীছের মধ্যে একটিকে **خاص** (নির্দিষ্ট) করণের উপর **إجماع** সাব্যস্ত করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر يدحض قول من زعم أن الماء المغتسل به من الجنابة إذا كان راكدا ينجس بعد أن يكون قليلا لا يكون عشرافي عشر

-জানাবাতের (অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য) কাজে ব্যবহৃত অবশিষ্ট পানি দশ বর্গ হাত পাত্রের কম বা ছোট হতে পারবেনা, তাদের এমন ধারণার খণ্ডণ সম্পর্কিত হাদীছের উল্লেখ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ - -فِى جَفْنَةٍ ،فَجَاءَ النَّبِى - - يَغْتَسِلَ مِنْهَا أَوْ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ : رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا.فَقَالَ النَّبِىُّ - -:« إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ »

-‘ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রীদের একজন একটি পাত্র থেকে গোসল করলেন, অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এসে সেই পাত্র থেকে গোসল অথবা ওযূ করলেন, তখন তিনি (স্ত্রী) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমি (গোসলের পূর্বে) অপবিত্র ছিলাম, তখন নবী (সা.) বললেন, নিশ্চয় পানি অপবিত্র নয়।’[১০৪]

অতপর তিনি হাদীছে **عام** কে **خاص** করার জন্য আরেকটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه

-দু’টি **خاص** -এর একটি উল্লেখ, যে দু’টি আমরা পূর্বে যে হাদীছ বর্ণনা করেছি তার **عام** (অনির্দিষ্ট) কে **خاص** (নির্দিষ্ট)করেছে। এ শিরোনামের অধীনে তিনি ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ‘উমার (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

أَنَّ رَسُوْلَ ـِ صَلَى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.

-‘নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন পানি সর্ম্পকে জিজ্ঞেসিত হয়েছিলেন, যে পানিতে (মৃত) হিংস্র ও চতুষ্পদ জন্তু আপতিত হয়েছে। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যখন পানি দু’কুল্লা (পানির একটি মাপ) হয়, তখন তাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না।[১০৫]

অতপর তিনি হাদীছটির ব্যাখ্যায় বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ (পানিকে কোন কিছু অপবিত্র করে না) কথাটি **عام** (অনির্দিষ্ট) ভাবে বলা হয়েছে, যা কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর তা হলো এত বেশী পানি থাকা

---

১০৩. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৯৯০, পৃ. ২৫৭

১০৪. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৪৯, পৃ. ৫৭

১০৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৪৯, পৃ. ৫৭

যা অপবিত্রতাকে ধারণ করে না। অতপর তিনি সেখান থেকে পবিত্র হয়েছেন। আর এই **عام** (অনির্দিষ্ট) কে **خاص** (নির্দিষ্ট করেছে অপর একটি হাদীছ, যে হাদীছে তিনি বলেছেন, **إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ**-যখন পানি দুই কুল্লা (পানির একটি মাপ) হয়, তখন তাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না। আর এই হাদীছকে **خاص** (নির্দিষ্ট) করেছে ইজমা। তা হলো, পানি কম বা বেশী হোক, যদি কোন নাপাকির দ্বারা পানির স্বাদ অথবা পানির রং অথবা পানির গন্ধ পরিবর্তীত হয়, তাহলে এ ব্যাপারে ইজমা হলো, সে পানি অপবিত্র। আর তা ইতিপূর্বে উল্লিখিত **عام** (অনির্দিষ্ট) কে **خاص** (নির্দিষ্ট)করেছে।

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ذكر ما فضل صلاة الجماعة على صلاة المرء مفردا

-এককভাবে নামায আদায় থেকে জামা'আতে আদায়ের যে মর্যাদা রয়েছে তার বর্ণনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ - -قَالَ :« صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً »

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন: জামা'আতে নামায আদায় করা, একাকী নামায আদায় থেকে ২৫ গুন বেশী মর্যাদাপূর্ণ।'[১০৬]

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ذكر البيان بأن هذا العدد لم يرد به صلى الله عليه و سلم نفيا عما وراءه

-এই সংখ্যাটি নবী (সা.) থেকে বর্ণীত না হওয়ার উল্লেখ।

তিনি এ ব্যাপারে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ - -قَالَ :« صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً »

-ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: জামা'আতে নামায আদায়, একাকী নামায আদায় থেকে ৭০ গুন বেশী মর্যাদাপূর্ণ।'[১০৭]

পরবর্তী আরেকটি পরিচ্ছেদে তিনি **عام** (অনির্দিষ্ট) হাদীছকে **خاص** (নির্দিষ্ট) করতে একটি শিরোনামের নামকরণ করেছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن قوله ﷺ صلاة الفذ في الخبرين اللذين ذكرناهما لفظة أطلقت على العموم مرادها الخصوص دون استعمالها على عموم ما وردت فيه

-রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর 'একাকী নামায'-এ কথাটি বলার বর্ণনা, যে দু'টি হাদীছ আমরা উল্লেখ করেছি তার শব্দগুলো **عام** (অনির্দিষ্ট) ব্যাপক অর্থে বুঝানো হয়েছে, তবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে **خاص** (নির্দিষ্ট) অর্থকে, **عام** (অনির্দিষ্ট) অর্থে ব্যবহার করা হয় নি।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضٍ فِيٍّ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، بَلَغَتْ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً

---

১০৬. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৫৪, পৃ. ৪০৩

১০৭. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৫৩, পৃ. ৪০৪

-'আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, পুরুষের জন্য জামা'আতে নামায আদায় করা, তার একাকী নামায আদায় থেকে ২৫ গুণ বেশী মর্যাদা রাখে। আর যদি কেউ যমীনে বা মাটিতে নামায আদায় করে এবং রুকূ' ও সিজদাহ্ করে তবে ৫০ গুণ বেশী মর্যাদা।'[১০৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইব্‌ন হিব্বান (র.) পারস্পরিক বিরোধী হাদীছের মাঝে সমাধানে **خاص** (নির্দিষ্ট) ও **عام** (অনির্দিষ্ট) -এর বর্ণনার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন।

مجمل হাদীছকে **مفسر** হাদীছের উপর এবং **مختصر** হাদীছকে **مقتضي** হাদীছের উপর প্রাধান্যদান

ইব্‌ন হিব্বান (র.) হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হাদীছ তথা **مجمل** হাদীছকে **مفسر** হাদীছের উপর এবং **مختصر** হাদীছকে **مقتضي** হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه الأعمش من المسيب بن رافع

-যারা ধারণা করে যে, আ'মাশ (রা.)এই হাদীছটি মুসায়্যিব ইব্‌ন রাফি' থেকে শ্রবণ করেন নি, তাদের এ দাবি খণ্ডন সম্পর্কিত হাদীছের উল্লেখ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَالَ : قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

-'হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) মাসজিদে প্রবেশ করে দেখেন, কিছু লোক (নামাযের মধ্যে) হাত তুলছে। তিনি বললেন, তাদের হাত উত্তোলন, একঘুয়ে ঘোড়ার লেজের মত দেখা যাচ্ছে। (সুতরাং) তোমরা নামাযের মধ্যে স্থীর থাকো।[১০৯]

এরপর তিনি দেখাতে চান যে, উক্ত হাদীছটি **مختصر**। এ কারণেই এই হাদীছ এবং অন্যান্য হাদীছের মধ্যে সামনঞ্জস্য হয়। অতপর তিনি দ্বিতীয় আরেকটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون رفع اليدين عند الركوع

-হাদীছুল-মুক্তাযাকে লাফযুল-মুখতাসার-এ বর্ণনা, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যেখানে কিছু মানুষকে নামাযের মধ্যে রুকূ'র সময়ে হাত উঁচু না করে ইশারায় সালাম দেয়ার মাধ্যমে স্থীর থাকতে নির্দেশ করা হয়েছে।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بِأَيْدِينَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

-'হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমরা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পেছনে নামায আদায় করতাম, তখন হাত দিয়ে ইশারা করে ডানে ও বামে সালাম দিতাম। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, কি ব্যাপার তোমাদের হাতগুলোকে একঘুয়ে ঘোড়ার লেজের মত দেখা যাচ্ছে ? হাত উরুর উপরে রাখা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? তারপর ডানে ও বামে তাকিয়ে সালাম দিবে।[১১০]

---

১০৮. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৫৫, পৃ. ৪০৫

১০৯. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৮০, পৃ. ১৯৮-৯৯

১১০. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৮০, পৃ. ১৯৯

তিনি এ ব্যাপারে পরপর তিনটি ভিন্ন শিরোনামের অধীনে তিনটি **مجمل** হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এরপর একটি **مفسر** হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাতে, উল্লিখিত হাদীছসমূহের মধ্যে **مجمل** কে স্পষ্ট করা যায় এবং হাদীছসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য ও স্পষ্ট মতপার্থক্য দূর করা যায়।

তিনি এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন,

ذكر تخيير المدعو إلى الدعوة بعد الإجابة بين الأكل والترك

-দা'ওয়াত বা আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পর খাবার গ্রহণ এবং পরিত্যাগ আহুত ব্যক্তির ইচ্ছাধিন।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - :« إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ »

-'হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কাউকে যখন দা'ওয়াত দেয়া হয়, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয়। সে চাইলে সেখানে খেতে পারে, চাইলে নাও খেতে পারে।'[১১১]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন,

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

-দ্বিতীয় হাদীছের উল্লেখ যা উল্লিখিত হাদীছের বিশুদ্ধতার বিষয়টি স্পষ্ট করে।

তিনি এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

نْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার হলো, সেই ওয়ালিমার খাবার, যেখানে শুধু ধণীক শ্রেণীদের দা'ওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের বঞ্চিত করা হয়। আর যে ব্যক্তি দা'ওয়াত (পেয়ে) গ্রহণ করল না, সে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবাধ্য হলো।'[১১২]

উপরোল্লিখিত হাদীছ বর্ণনার পর তিনি পরবর্তী পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها

-**مجمل** হাদীছের শব্দাবলীর জন্য **مفسر** হাদীছের উল্লেখ, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

ن أَبِي هُرَيرة رضي الله عنه قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ

-হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কাউকে যখন দা'ওয়াত দেয়া হয়, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয়। যদি সে রোযাদার হয়, তাহলে সে নামায আদায় করবে। আর যদি সে (রোযা শেষে) রোযাদার না হয়, তাহলে সে খেয়ে নিবে।'[১১৩]

১১১. পূর্বোক্ত, ১২শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৩০৩, পৃ. ১১৬

১১২. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৩০৫, পৃ. ১১৯

১১৩. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৩০৬, পৃ. ১১৯

উল্লিখিত হাদীছের ব্যাপারে তিনি (ইব্ন খুযায়মাহ্) বলেন, যদি সে রোযাদার হয়, তাহলে সে নামায আদায় করবে। এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে তার জন্য দু'আ করবে। কেননা নামায হলো (এক প্রকার) দু'আ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

-'তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যেন তুমি তার মাধ্যমে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারো। আর তুমি তাদের জন্য দু'আ করো। নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য সান্তনা।'[১১৪]

এ আয়াতের মধ্যে **صلّ** শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দু'আ উদ্দেশ্য করেছেন।

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন এভাবে,

ذكر الأمر بقتل الفواسق في الحل والحرم

-হিল এবং হারামের মধ্যে থাকাবস্থায় অনিষ্টকারী জন্তু হত্যার নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত একটি মুখতাসার হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رسُولُ اللَّهِ - **بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ**

-'হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হিল (হারামের বাইরে) এবং হারামে (মধ্যে) থাকাবস্থায় অনিষ্টকারী পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন; সে (পাঁচ প্রকার অনিষ্টকারী প্রাণী)হলোঃ চিল, কাক, ইঁদুর, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর।'[১১৫]

এরপর তিনি পরবর্তী অধ্যায়ে উপরোক্ত **مختصر** হাদীছের জন্য একটি **مقصي** হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতপর তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها بأن قتل الغراب إنما أبيح الأبقع من الغربان دون غيره

-মুখতাসার হাদীছের শব্দাবলীর জন্য মুকতাসী হাদীছের বর্ণনা, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যেখানে বলা হয়েছে, আবক্বা বা সাদা-কালো ডোরাযুক্ত কাক হত্যা বৈধ, অন্যকাক নয়। তিনি এ কথার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رسُولُ اللَّهِ - **خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ**

-হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, হিল এবং হারামের মধ্যে থাকাবস্থায় পাঁচ প্রকার অনিষ্টকারী প্রাণীকে হত্যা করা যাবে, বিচ্ছু, চিল, সাদা-কালো ডোরাযুক্ত কাক, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর।

বিলম্বে বর্ণীত হওয়ার কারণে প্রকাশ্য বিষয়ের হাদীছের উপর প্রাধান্যদান

তিনি **باب الوتر** -এ একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ **رَسُولِ** - **قَالَ** : الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ **فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ** يُوتِرَ بِثَلاثٍ **فَلْيُوتِرْ** ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، **وَمَنْ** شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً

---

১১৪. আল-কুর'আন, ৯:১০৩

১১৫. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১২শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৬৩২, পৃ. ৪৪৮

Dhaka University Institutional Repository

-'আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: বিতর নামায হলো আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পাঁচ রাকা'আত বিতর আদায় করতে চায়, সে যেন আদায় করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তিন রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে যেন তা আদায় করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় করে। আর যে ব্যক্তির উপর বিতর নামায কষ্টকর হয়, সে যেন ইশারায় আদায় করে নেয়।'[১১৬]

উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, বিতর আদায় করা ফরয বা আবশ্যক। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে আরো কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা বুঝা যায়, বিতর নামায আদায় আবশ্যক নয়। আর এ জন্যই মু'আয (রা.)-এর হাদীছ প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আযকে বলেছিলেন, ইয়ামানবাসীকে সু-সংবাদ দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। ষষ্ঠ কোন কিছু উল্লেখ করেন নি। যদি বিতর নামায ফরয হতো, তাহলে দিন রাতে ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয হতো, পাঁচ ওয়াক্ত নয়। এ বিষয়ক হাদীছ ও পর্যালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো,

তিনি এ সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة

-এমন হাদীসের উল্লেখ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ ، فَلا وِتْرَ لَهُ "

-'আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় ছাড়া প্রভাতে উঠলো, তার বিতর আদায় করা লাগবে না।'[১১৭]

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدل على أن الوتر ليس بفرض

-এমন হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ دَخَلْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا ، فَقَالَ : إِنِّي خَشِيتُ أَوْ كَرِهْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ

-'হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) রমাযান মাসে (রাতে) আমাদেরকে সাথে নিয়ে আট রাকা'আত নামায ও বিতর আদায় করলেন। পরবর্তী রাতে আমরা সকলেই মাসজিদে একত্রিত হলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মাঝে এসে নামায আদায় করবেন, এই আশায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তিনি আসলেন না। আমরা প্রত্যুষে তাঁর কাছে গেলাম, অতপর বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা.) ! আপনি আমাদের নিয়ে নামায আদায় করবেন, এই আশায় আমরা মাসজিদে একত্রিত হয়েছিলাম। তিনি বললেন, আমি ভয় পেয়েছি অথবা আশঙ্কা করেছি, তোমাদের উপর বিতর নামায ফরয করা হবে।'[১১৮]

---

১১৬. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৭, পৃ. ১৬৭-৬৮

১১৭. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৮, পৃ. ১৬৯

১১৮. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৯, পৃ. ১৬৯-৭০

ইব্‌ন হিব্বান (র.) উপরোল্লিখিত হাদীছ দু'টির উপর মন্তব্য পেশ করেছেন, তিনি বলেছেন, হাদীছ দু'টি শাব্দিক দিক থেকে পরস্পর বিরোধী এবং অর্থের দিক দিয়ে বিপরীতমুখী। যদিও দু'টি অবস্থায়ই রমাযান মাসে সংঘঠিত হলেও, একই বছরে ও একই অবস্থার প্রেক্ষিতে হয় নি।

তিনি পরবর্তী সকল পরিচ্ছেদের শিরোনাম এভাবে উল্লেখ করেছেন,

ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض

-এমন হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النبي قَالَ : الْوِتْرُ حَق،فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ،وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِر بِثَلاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ

-'আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: বিতর নামায হলো আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পাঁচ রাকা'আত বিতর নামায আদায় করবে, সে আদায় করতে পারে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, তিন রাকা'আত আদায় করবে, সে আদায় করতে পারে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে আদায় করতে পারে।[১১৯]

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض

-এমন হাদীছের উল্লেখ যা এ কথা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَطاء بنْ يَزِيْد اللَّيْثِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيْ، عَنْ رَسُولِ أَنَّهُ قَالَ : الْوِتْرُ حَق،فَمَنْ أَحَب أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوْتِرْ بِهَا، مَنْ غَلَبَهُ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً

-'আত্বা ইব্‌ন ইয়াযীদ আল্-লাইছী থেকে বর্ণীত, তিনি 'আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: বিতর নামায আদায় হলো ওয়াজিব বা আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পাঁচ রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তিন রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় করে। আর যে ব্যক্তি অসমর্থ হয়, সে যেন ইশারায় আদায় করে নেয়।'[১২০]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر ثالث يدل على أن الوتر غير فرض

-এমন তৃতীয় হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِير، وَيذْكُرُ أَن رَسُولَ صَلّى عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

---

119. পূর্বোক্ত, 6ô LÐ, nv'xQ bs- 2410, c. 170-71

120. পূর্বোক্ত, 6ô LÐ, nv'xQ bs- 2411, c. 171

-'ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি উটের পিঠের উপর বিতর নামায আদায় করতেন, তিনি (ইব্‌ন 'উমার) উল্লেখ করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ করতেন।'[১২১]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر رابع يُصرح بأن الوتر غير فرض

-এমন চতুর্থ হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ ِ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكّةَ، فَلَمّا خَشِيتُ الصّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ ِ ابْنِ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ لهِ ﷺ إِسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَ ّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

-'সা'ঈদ ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমারের সাথে মক্কার রাস্তায় রাতে ভ্রমণ করছিলাম। যখন আমি সকাল হওয়ার আশঙ্কা করলাম, তখন উটের পিঠ থেকে নেমে বিতর নামায আদায় করে নিলাম। অতপর আমি তাকে ('আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমারকে) পেলাম। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) আমাকে বললেন, তুমি কোথায় ছিলে ? আমি বললাম, ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উটের পিঠ থেকে নেমে বিতর নামায আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মধ্যে কোন আদর্শ নেই ? আমি বললাম হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উটের পিঠে বিতর নামায আদায় করতেন।'[১২২]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر خامس يدل على أن الوتر ليس بفرض

- এমন পঞ্চম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيْ أَنّ رَسُوْلَ ِ صَلّى ُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَهُ الصّبْحُ فَلَمْ يُوْتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ

-হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় ছাড়া সকালে ঘুম থেকে উঠলো, তার বিতর নামায আদায়ের প্রয়োজন নেই।'[১২৩]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر سادس يدل على أن الوتر غير فرض

- এমন ষষ্ঠ হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ِ رَضِيَ ُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللّيلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ، فَيُصَلِّيْ بِنَا فَأَقَمْنَا فِيهِ حَتى أَصْبَحْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ِ ! رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُصَلِّيَ بِنَا ، قَالَ : إِنِّي كَرِهْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ

-হযরত জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে রমাযান মাসে আট রাকা'আত নামায ও বিতর আদায় করলাম। পরবর্তী রাতে আমরা সকলেই মাসজিদে একত্রিত হলাম। রসূলুল্লাহ্

---

১২১. c‡ev³, 6ô খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১২, পৃ. ১৭২

১২২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৩, পৃ. ১৭২

১২৩. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৪, পৃ. ১৭৩

(সা.) আমাদের নিয়ে নামায আদায় করবেন, এই আশায় ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তিনি আসলেন না। আমরা প্রত্যুষে তাঁর কাছে গেলাম, অতপর বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা.) ! আপনি আমাদের নিয়ে নামায আদায় করবেন, এই আশায় আমরা মাসজিদে একত্রিত হয়ে আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি (রসূল) বললেন, আমি অপছন্দ করলাম, অথবা আশঙ্কা করলাম যে, তোমাদের উপর বিতর নামায ফরয করা হবে।'[১২৪]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر سابع يدل على أن الوتر غير فرض

- এমন সপ্তম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ ِ كَمْ افْتَرَضَ ُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصلاة ؟ قَالَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ قَالَ : هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ صَلَّى ِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : افْتَرَضَ ُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسٍ قَالَ : فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللهِ : لَا يَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ، فَقَالَ النبي صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ

-হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণীত, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন ? তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্তের পূর্বে এবং পরে আরো কিছু আছে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তিনি বলেন, অতপর লোকটি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলল, সে এই পাঁচ ওয়াক্তের বেশীও করবেনা, কমও করবে না। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১২৫]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر ثامن يدل على أن الوتر غير فرض

- এমন অষ্টম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ الْمُخْدَجِي قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا محمدٍ رَجُلًا مِّنَ الأَنْصَارِ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ الْوِتْرُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصلاة فَأَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصامتِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ كَذَبَ أَبُو مُحَمدٍ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يَقُوْلُ: خَمْسَ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ ُ عَلَى عِبَادِهِ [من] لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، فَإِنَّ َ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ ِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

-হযরত মাখদাজী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আনসারী একব্যক্তি আবূ মুহাম্মাদকে বিতর নামায প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, বিতর নামায পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় ওয়াজিব (আবশ্যক)। অতপর লোকটি 'উবাদা ইব্ন সামিত (রা.)-এর কাছে এসে একথা বলল, 'উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) বললেন, আবূ মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছে। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি অবজ্ঞা না করে, এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কোন কম করবে না আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি হলো, ক্বিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ত্রুটি করবে, তার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে 'আযাব দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন।'[১২৬]

---

১২৪. পূর্বোক্ত, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৫, পৃ. ১৭৩

১২৫. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৬, পৃ. ১৭৪

১২৬. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৭, পৃ. ১৭৪-৭৫

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر تاسع يدل على أن الوتر ليس بفرض

- এমন নবম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أن النبى - -قَالَ :« الصلوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إِلى الجُمُعَةِ كفارَاتٌ، لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا تُغْشَ الكَبَائِرُ

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমু'আহ্ থেকে আরেক জুমু'আর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে।'[১২৭]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر عاشر يدل على أن الوتر غير فرض على أحد من المسلمين

- এমন দশম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায কোন মুসলমানের উপর ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ - - لما بعث مُعاذًا إلى الْيَمَن قالَ :« إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا، فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

-হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে বললেন, তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো, সুতরাং প্রথমে তাদেরকে তুমি এক আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত করার আহবান জানাবে। যখন তারা তা মেনে নিবে, তখন তাদেরকে সংবাদ দিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যখন তারা তা আদায় করবে, তখন তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা গরীব, মিসকীনদের দিতে হবে। যখন তারা এটাও মেনে নিবে, তখন তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করবে। তুমি মানুষের উত্তম কাজগুলো নেয়া থেকে বিরত থাকবে।'[১২৮]

ইব্ন হিব্বান (র.) উল্লিখিত হাদীছগুলোর ব্যাপারে বলেছেন, উপরোক্ত হাদীছগুলোর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বিতর নামায ফরয নয়। আমরা যে হাদীছগুলো উল্লেখ করেছি, সে বিষয়ে আরো আলোচনার সুযোগ থাকলেও, এতটুকু বলাকে যথেষ্ট মনে করছি যে, বিতর নামায ফরয নয়। আর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কামনা করি যেন, আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে সত্য বুঝার তাওফীক দান করুন। তবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কিছুদিন পূর্বে, আর তাদের ওপর আল্লাহ্ তা'আলা দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন এ সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছে দিতে আদেশ করেছিলেন। আর যদি বিতর নামায ফরয হতো, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য নামায বাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু হাদীছের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি দু'টি সহীহ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, দু'টি দুর্বল হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, সে ধারণা করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে এ সংবাদ জানানোর জন্য ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন যে,

১২৭. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৮, পৃ. ১৭৬

১২৮. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৯, পৃ. ১৭৬-৭৭

আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের উপর ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায নয়। তবে আল্লাহ্ তা‘আলার অশেষ কৃপায় আমরা বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছি যে, বিতর নামায ফরয নয়।[১২৯]

প্রমাণিত হাদীছকে প্রমাণহীন হাদীছের উপর প্রাধান্যদান

তিনি এ একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন এভাবে,

بَابُ حجامة الصائم

-রোযাদার ব্যক্তির জন্য শিঙ্গা লাগানো সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ـِ صَلَى ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

-‘ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।’[১৩০]

তিনি এ সংক্রান্ত আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ ـِ صَلَى ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

-‘রাফি‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে সিঙ্গা লাগিয়ে দেয় এবং যাকে সিঙ্গা লাগানো হয় তাদের উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যায়।’[১৩১]

ইব্‌ন হিব্বান (র.) বিপরীতমুখী হুকূম প্রদানকারী দু’টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করেছেন এভাবে, তিনি বলেন, হাদীছ দু’টি অনেক ‘আলিমকে চিন্তায় ফেলেছে যে, এ হাদীছ দু’টি পরস্পর বিরোধী। অথচ হাদীছ দু’টি এমন নয়। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহরিম ও রোযাদার অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এমন কোন সহীহ হাদীছ বর্ণীত হয় নি যে, তিনি ইহরাম অবস্থা ছাড়া রোযা রাখা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। তিনি মুসাফির অবস্থা ছাড়া কখনো মুহরিম হন নি। আর মুসাফিরের জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়িয আছে, চাই সেটা শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে হোক, চাই সেটা পানি অথবা দুধ পানের মাধ্যমে হোক, অথবা অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে হোক।[১৩২]

বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারীর বর্ণীত হাদীছকে প্রাধান্যদান

তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه و سلم كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة

-সূরা মা’ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মোজার উপর মাসিহ করেছেন, সে সম্পর্কিত আলোচনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ ـِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ ـِ صَلَى ـِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفْعَلُهُ

-‘জারীর ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি ওযূ করে মোজার উপর মাসিহ করেছেন এবং বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছি।’[১৩৩]

তিনি পরবর্তী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

---

১২৯. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৭

১৩০. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ৩৫৩১, পৃ. ৩০০

১৩১. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ৩৫৩৫, পৃ. ৩০৬

১৩২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০৬

১৩৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৩৩৫, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة

-সূরা মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলামের শেষ দিকে (রসূলুল্লাহ্র জীবদ্দশার শেষদিকে) জারীর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্র ইসলাম গ্রহণের বিষয় উল্লেখ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيْرَ بن عَبْدِ الله بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - - صَنَعَ مِثْلَ هَذَا

-'হযরত আ'মাশ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীম থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি হাম্মাম ইব্নুল-হারিছ আন্-নাখ'ঈ থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন: আমি জারীর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে দেখলাম যে, তিনি পেশাব করলেন, তারপর ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন। অতপর তিনি দাঁড়িয়ে নামাযে আদায় করলেন। তারপর তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বললেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছি।'[১৩৪]

লক্ষনীয় যে, জারীর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন শেষ দিকে, সুতরাং অন্যের হাদীছ থেকে তাঁর হাদীছ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

তিনি পরবর্তীতে আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى صلى الله عليه و سلم على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة

-ঐ ব্যক্তির কথার ব্যাপারে অপ্রমাণ্য হাদীছের উল্লেখ, যে ধারণা করে সূরা মা'ইদায় আল্লাহ্ তা'আলা দু'পা ধৌত করার কথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মোজার উপর মাসেহের বৈধতা দিয়েছেন।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ ـ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ـ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

-'হযরত হাম্মাম ইব্ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, জারীর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ পেশাব করলেন, তারপর তিনি ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন। অতপর তাকে বলা হলো, তুমি এরূপ করলে ? তিনি বললেন, এরূপ করতে কোন কিছুই আমাকে বাধা প্রদান করে নি, কেননা আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এমনটি করতে দেখেছি।'[১৩৫]

ইব্রাহীম বলেন, তাদেরকে জারীর কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ বিস্ময়বিহ্বল করেছিলো। কেননা তিনি সূরা মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন

রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে একই বিষয়ে দু'ধরণের বর্ণনা আছে এবং তিনি উভয় হাদীছের উপর 'আমাল করেছেন। এমন ক্ষেত্রে এটি বলা যায় যে, যে রাভী তাঁকে (রসূলুল্লাহ্) যেভাবে 'আমাল করতে দেখেছেন, তিনি সেভাবে বর্ণনা করেছেন। এমন অনেক হাদীছ ইবন হিব্বান (র.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি এ বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرم

---

১৩৪. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৩৩৬, পৃ. ১৬৫

১৩৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৩৩৭, পৃ. ১৬৬

-গোসল সম্পন্নকারীর জন্য এটি বৈধ যে, সে গোসলের সময় মুহরিম মহিলা হতে পর্দা করবে, সে সম্পর্কিত বর্ণনার উল্লেখ।

أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَي أمِّ هَانِئِ بِنْتِ أبِي طَالِب أخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ بِنْتَ طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا يَا أُمِّ هَانِئِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ إنصرَفَ فَقُلْتُ لَهُ ا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِي بْنُ أبِي طَالِب رِضْوَان الله عَلَيْهِ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئِ وَذَلِكَ ضُحًى

-'আবূ নয্‌র থেকে বর্ণীত যিনি 'উমার ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্‌র মাওলা ছিলেন, আবূ মুর্‌রা যিনি উম্মুহানী বিনতে আবী ত্বলিবের মাওলা ছিলেন, তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি উম্মু হানী বিনতে আবী ত্বলিব থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেনঃ আমি মক্কা বিজয় সংগঠিত হওয়ার বছর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমাতে গমন করলাম। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গোসল করতে দেখলাম, আর দেখলাম, তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.) একটি কাপড় দিয়ে তাঁর জন্য পর্দা করছেন। তিনি বলেন, আমি গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে আস-সালামু 'আলাইকুম বললাম। তিনি বললেন, ইনি কে ? আমি বললাম, আবূ ত্বলিবের কন্যা উম্মুহানী। তখন তিনি বললেনঃ উম্মুহানীর জন্য মারহাবা বা খোশআমদেদ। তিনি যখন গোসল শেষ করলেন, একটি মাত্র কাপড় জড়িয়ে আট রাকা'আত নামায আদায় করলেন। নামায থেকে ফিরে আসলে আমি বললাম, আমার ভাই 'আলী (রা.) বলেছেন, সে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। সে হচ্ছে হুবায়রার সন্তান অমুক (ত্বাবারানীর মতে সে হুবায়রার চাচাত ভাই)। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হে উম্মুহানী তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম। উম্মুহানী বলেন, সময়টি ছিল চাশতের।'[১৩৬]

তিনি এর বিপরীত হাদীছ উল্লেখের জন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه

-জ্ঞানের জগতে পাণ্ডিত্য না থাকার কারণে, আবূ মুর্‌রার হাদীছ যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সে ব্যাপারে তাদের (ভুল) ধারণা খণ্ডনে জন্য হাদীছের উল্লেখ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أُمِّ هَانِئِ قَالَتْ : لَ رَسُولُ اللَّهِ - - بأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِين قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ سَتَرَ النَّبِي - - أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِي صلى عليه وسلم- ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي الضُّحَى

-উম্মুহানী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ মক্কার উচ্চস্থানে অবতরণ করলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তারপর আবূ যার (রা.) একটি পাত্রে পানি নিয়ে আসলেন। তিনি (উম্মু মায়মুনাহ্) বলেন, আমি উহাতে আঠাযুক্ত কিছু দেখতে পেলাম। উম্মু মায়মুনাহ্ বলেন, আবূ যার তা ঢেকে ফেললেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ যারকে লুকিয়ে ফেললেন। তারপর ভাল করে তা ধুয়ে ফেললেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) অপরাহ্নে আট রাকা'আত নামায আদায় করলেন। আর এটি ছিলো চাশতের নামায।'[১৩৭]

দুটি বিপরীতমুখী হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা

ইবন হিব্বান (র.) হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিসমূহের অনুসরণ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি পদ্ধতি ছিলো যে, দু'টি বিপরীতধর্মী হাদীছের মধ্যে রহিত করণের হুকূম আরোপ না করে, উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা

১৩৬. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৮৮, পৃ. ৪৬০-৬১

১৩৭. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৮৯, পৃ. ৪৬২

করা। যেমন তিনি এ সংশ্লিষ্ট হাদীছের বর্ণনার জন্য একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر طريق آخر بخبر عائشة أوهم جماعة من أصحاب الحديث أنه ناسخ للأمر المقدم الذي ذكرناه

-হযরত 'আঈশা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের মাধ্যমে অন্য একটি পদ্ধতি উল্লেখ, তা হলো একাধিক হাদীছ বিশারদগণ ধারণা করেন যে, এই হাদীছটি পূর্বে বর্ণীত হাদীছের বিধান রহিতকারী, যা আমি উল্লেখ করেছি।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ (أَصَلَّى النَّاسُ)؟ قُلْنَا: لَا قَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ) فَقُلْتُ: سُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَ عَاصِمٌ: وَالْأَسِيفُ: الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ - قَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ) قَالَ ذَلِكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - كُلُّ ذَلِكَ أَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَتْ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ تَخُطَّانِ فِي الْحَصَى، وَأَنْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا: (أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ) - فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

-হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ্ (সা.) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। অতপর তিনি চেতনা ফিরে পেলেন। তিনি (রসূল) জিজ্ঞেস করলেন, মানুষেরা নামায আদায় করেছে ? আমরা বললাম, না। তিনি (রসূল) বললেন, তোমরা আবূ বকর (রা.)-কে বলো, সে যেন লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করে নেয়। অতপর আমি বললাম, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) ! নিশ্চয় আবূ বকর (রা.) অত্যন্ত দয়াদ্র অন্তরের মানুষ। যখন তিনি আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন মানুষদের নিয়ে নামায আদায়ে সক্ষম হবেন না। 'আসিম বলেন, (তিনি) অত্যন্ত দয়াদ্র অন্তরের; নম্র স্বভাবের অধিকারী। তিনি (রসূল) বললেন, তোমরা আবূ বকর (রা.)-কে বলো, সে যেন লোকদেরকে নিয়ে নামায আদায় করে। তিনি একই কথা তিনবার বললেন, প্রতিবারই আমি তাঁকে একই কথা বললাম। 'আঈশা (রা.) বললেন, অতপর আবূ বকর (রা.) তাঁকে মানুষদের নিয়ে নামায আদায় (শুরু) করলেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) একটু সুস্থ অনুভব করলে, বারীরাহ্ ও নূবাহর কাঁধে ভর করে নামায আদায়ের জন্য মাসজিদের দিকে অগ্রসর হলেন। আমি তাঁর পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর পায়ের জুতাদ্বয় মাটির উপর হেঁচড়ে যাচ্ছিল। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন, আমাকে আবূ বকর (রা.)-এর পার্শ্বে বসিয়ে দাও। আবূ বকর (রা.) যখন তাঁকে দেখলেন, তিনি পিছু হটতে উদ্যত হলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে ইশারায় বললেন, তুমি তোমার স্থানে থাকো। তারা তাঁকে (রসূল) আবূ বকর (রা.)-এর কাছে (বরাবর) বসালেন। 'আঈশা বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বসে নামায আদায় করছিলেন এবং আবূ বকর (রা.) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। আবূ বকর (রা.) প্রিয় নবী (সা.)-এর ইকতিদা করে সালাত আদায় করেছিলেন, লোকেরা আবূ বকর (রা.)-এর ইকতিদা করে সালাত আদায় করলেন।'[১৩৮]

এরপর তিনি তৎসংশ্লিষ্ট বিপরীতমুখী একটি হাদীছ উল্লেখের জন্য একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন। যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر يعارض في الظاهر خبر أبي وائل الذي ذكرناه

-এমন হাদীছের উল্লেখ যা আবূ ওয়াইল (রা.)-এর হাদীছের প্রকাশ্য বিরোধীতাকারী, যা আমরা (ইতিপূর্বে) উল্লেখ করেছি।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

---

১৩৮. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২১১৮, পৃ. ৪৮৫

Dhaka University Institutional Repository

نْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ - فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ قَاعِدًا

-'হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা.) রোগের প্রচণ্ডতার কারণে আবূ বকর (রা.)-এর পেছনে বসে নামায আদায় করেছেন।'[১৩৯]

ইব্‌ন হিব্বান (র.) উভয় হাদীছের মধ্যে যে বৈপরীত্যের ব্যপারে একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্য না দিয়ে সমন্বয় করেছেন। তিনি বলেছেন, উপরোল্লিখিত না'ঈম ইব্‌ন আবী হিন্দ যিনি দ্বিতীয় হাদীছটির বর্ণনাকারী, তিনি প্রথম হাদীছের বর্ণনাকারী 'আসিম ইব্‌ন আবীন্-নুজূদের হাদীছের বিপরীত বর্ণনা দিয়েছেন। 'আসিম ইব্‌ন আবীন্-নুজূদ তাঁর বর্ণনায় হযরত আবূ বকর (রা.)-কে মুক্তাদী বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেছেন, উক্ত নামাযে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমাম ছিলেন। অপরদিকে না'ঈম ইব্‌ন আবী হিন্দ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে ইমাম বানিয়েছেন। অর্থাৎ তার ভাষ্যমতে এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ছিলেন উক্ত নামাযে মুক্তাদী। তবে উভয় রাভী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদীছের হাফিয ছিলেন। আর তাই উভয় হাদীছের মধ্যে বৈপরীত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের একজনের বর্ণনাকে অপরজনের বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিয়ে একটিকে রহিত করণ কিভাবে সম্ভব ? আর তাই আল্লাহ্ তা'আলা যদি চান ও তাওফীক দান করেন, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, এই সকল হাদীছই সহীহ বা বিশুদ্ধ। সুতরাং উভয় হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা.) অসুস্থতাজনীত কারণে মাসজিদে গিয়ে এক ওয়াক্ত নয় বরং দু'ওয়াক্ত নামায ('ঈশার নামায) দু'ভাবে জামা'আতে আদায় করেছেন। এক ওয়াক্তে আবূ বকর (রা.) ইমাম ছিলেন, তিনি মুক্তাদী ছিলেন, অপর ওয়াক্তে তিনি ইমাম ছিলেন, আর আবূ বকর (রা.) মুক্তাদী ছিলেন। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি অসুস্থাবস্তায় দু'ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন, এক ওয়াক্ত নয়। যেমন 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ যে হাদীছটি হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামায আদায়ের জন্য 'আব্বাস (রা.) ও 'আলী (রা.)-এর কাঁধে ভর করে মসজিদে গিয়েছিলেন। অপর হাদীছ যা মাসরূক তিনি হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বারীরাহ্ ও নূবাহর কাঁধে ভর করে নামায আদায়ের জন্য মাসজিদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অতএব এ কথা স্পষ্ট যে, তিনি দু'ওয়াক্ত নামায দু'ভাবে আদায় করেছেন। সুতরাং উভয়ের হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই।

তিনি অপর একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে,

كتاب العدوى والطيرة والفأل

- ছোয়াচে রোগ, আশুভ সংবাদের ভিত্তির পরিচ্ছেদ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ - - « لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ »

-আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ছোয়াচে রোগ এবং অশুভ সংবাদের কোন ভিত্তি নেই, আর আমাকে ভাল কথায় অবাক করে দেয়।'[১৪০]

অতপর তিনি পূর্বের হাদীছের বিপরীত ও হাদীছটিকে রহিতকারী দ্বিতীয় একটি হাদীছ উল্লেখ করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। আর এজন্য তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لقوله صلى الله عليه و سلم : (لا عدوى) أو ناسخ له

-এমন সন্দেহপূর্ণ হাদীছের বর্ণনা যার কোন কার্যকারিতা নেই, আর তা ঐ কথার বিপরীত '**لا عدوى**-এর বিপরীত অথবা তার রহিতকারী।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

১৩৯. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২১১৯, পৃ. ৪৮৭

১৪০. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং-৬১১৪, পৃ. ৪৮১

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَأَنّ رَسُوْلَ اللهِ - قَالَ: «لا عَدْوَى ». حَدّثَ أَنّ رَسُولَ اللهِ - قَالَ « لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ »

-হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: 'ছোয়াচে রোগের কোন ভিত্তি নেই' তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মনে করেন, কোন রোগ রোগীর কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সুস্থ মানুষের দিকে ধাবিত হয় না।'[১৪১]

উভয় হাদীছ পর্যালোচনার পর, ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, উভয় হাদীছের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই, আর না একটির কারণে অন্যটি রহিত হবে। কেননা 'ছোয়াচে রোগের কোন ভিত্তি নেই' এটি علم হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। 'কোন রোগ রোগীর কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সুস্থ মানুষের দিকে ধাবিত হয়।' এই হাদীছ দ্বারা তিনি ছোয়াচে রোগ বুঝিয়েছেন, যা প্রচলিত আছে এবং এই ছোয়াচে রোগ তার ভায়ের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, সে ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য এমনটি বলেছেন। যদিও ছোয়াচে রোগে ক্ষতির কারণ নাও থাকতে পারে।

'আরবী ব্যাকরণের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে সমন্বয়

কখনো কখনো তিনি 'আরবী ব্যাকরণের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن الشهداء الذين ماتوا في المعركة يجب أنلا يغسلوا عن دمائهم ولا يصلى عليهم

-ঐ সমস্ত শহীদগণ যারা যুদ্ধে গিয়ে ইন্তিকাল করেছেন, তাদের রক্ত ধৌত না করা এবং তার উপর জানাযার নামায আদায় না করার আবশ্যকতার বর্ণনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

نْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُ:(أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ) فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلُوا

-'হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদদের মধ্য থেকে দু'জনকে এক কাপড়ে একত্রিত করতেন এবং বলতেন, কে কুর'আন মাজীদ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত ? যখন তাদের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হতো, তখন তাকে কবরে আগে শায়িত করে দিতেন এবং বলতেন আমি এদের জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম। আর শহীদদের স্বীয় রক্ত মাখা শরীরে তাদের উপর জানাযার সালাত আদায় না করে ও গোসলে ছাড়াই দাফন করার নির্দেশ দিতেন।

তিনি এ সম্পর্কিত আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ذكر الخبر المضاد في الظاهر خبر جابر بن عبد الله الذي ذكرناه

-হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর যে হাদীছটি (পূর্বে) উল্লেখ করেছিলাম, সে হাদীছের প্রকাশ্যে বিপরীতমুখী হাদীছের উল্লেখ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ - خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ :« إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ. وَ ى وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ ، وَإِنِّى قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ ن أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ، وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى ، وَلَكِنِّى أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا »

---

১৪১. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং-৬১১৫, পৃ. ৪৮২

-'হযরত 'উক্ববাহ ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণীত, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বের হলেন এবং উহুদ যুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারী সাহাবীদের জানাযার নামায আদায় করলেন। অতপর মিম্বারের কাছে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষমান অগ্রযাত্রী। আমি তোমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ্র শপথ ! আমি এখন আমার হাউজের দিকে তাকিয়ে আছি। নিশ্চয়ই আমাকে যমীনের যাবতীয় ধনভাণ্ডারের কুঞ্জি দান করা হয়েছে অথবা যমীনের কুঞ্জি দান করা হয়েছে। আল্লাহ্র শপথ ! আমি তোমার প্রতি এ আশঙ্কা প্রকাশ করি না যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে বরং আমি তোমাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করি যে, তোমরা ধনরাশীর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।'[১৪২]

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر الوقت الذي فعل صلى الله عليه و سلم ما وصفنا من خبر عقبة بن عامر

-রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সময় কর্মটি করেছেন, তা 'উক্ববা ইব্ন 'আমিরের হাদীছে উল্লেখ করা হয় নি, সে সময়ের উল্লেখ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ ً وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : (أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَإِنِّي عَلَيْكُمْ لَشَهِيدٌ، وَإِنِّي وَ ِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا) ثُمَّ دَخَلَ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ ُ جَلَّ وَعَلَا

-'উক্ববাহ্ ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উহুদ যুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারীদের নামায (জানাযা) আদায় করলেন। অতপর তিনি ফিরে এসে মিম্বারের উপর বসলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার গুণ-কীর্তণ করলেন। অতপর তিনি বললেন, হে মানবসকল ! আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষমান অগ্রযাত্রী। আমি তোমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ্র শপথ ! আমি তোমার প্রতি এ আশঙ্কা প্রকাশ করি না যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে এমন রজনী যার যমীনের যাবতীয় ধনভাণ্ডারের কুঞ্জি দান করা হয়েছে এবং আসমান দান করা হয়েছে। আমি তোমাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করি যে, তোমরা ধনরাশীর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। অতপর তিনি (গৃহে) প্রবেশ করলেন, তারপর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আর তা থেকে বের হন নি।'[১৪৩]

উপরোল্লিখিত হাদীছগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, উহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী সাহাবীদের উপর জানাযার ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ (সা.) জানাযার নামায আদায় করেন নি বরং নিষেধ করেছেন, অপর বর্ণনায় জানাযার নামায আদায় করেছেন। ফলে ইব্ন হিব্বান (র.) বিপরীত হুকুম প্রদানকারী উভয় হাদীছের মাঝে 'আরবী ব্যাকরণের মাধ্যমে সমন্বয় করেছেন। অতপর তিনি ভিন্ন হুকুম প্রদানকারী হাদীছগুলো পর্যালোচনা পূর্বক সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ শহীদদের নির্দিষ্ট করেছেন যারা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে শাহাদাতবরণ করেছেন। তিনি কেবলমাত্র ঐ সমস্ত শহীদদের জানাযার নামায ছেড়ে দিতে বলেছেন। তিনি এর মাধ্যমে অন্যসকল মৃত্যু থেকে এ মৃত্যুকে আলাদা করেছেন। কারণ অন্য সকল মৃত্যুকে গোসল দিতে হয় এবং জানাযা পড়াতে হয়। আর যারা যুদ্ধের ময়দানে শাহাদৎবরণ করে, তাদেরকে রক্ত সহ (গোসল ব্যতীত) এবং জানাযার নামায ছাড়াই দাফন করতে হয়। সুতরাং হযরত 'উক্বাহ্ ইব্ন 'আমির (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছ 'একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বের হলেন এবং উহুদ যুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারী সাহাবীদের জানাযার নামায আদায় করলেন' এ হাদীছটি হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত নয়, যা ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন উহুদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন এবং উহুদে যুদ্ধে শাহাদৎবরণকারী সাহাবীদের জন্য

১৪২. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং-৩১৯৮, পৃ. ৪৭২

১৪৩. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং-৩১৯৯, পৃ. ৪৭৪

দু'আ করলেন, যেমনভাবে তিনি মৃত্যুবরণকারী অন্যান্যদের জন্য নামাযের মধ্যে দু'আ করতেন। 'আরবরা দু'আকে সালাত বা নামায নামকরণ করে থাকেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উহুদের যুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারীদের দেখার জন্য বের হওয়ার উদ্দেশ্যই ছিলো তাদের জন্য দোয়া করা। আর তাই সুন্নাত হলো, উহুদের যুদ্ধে শাহাদাৎবরণকারী সাহাবীদের (কবর) পরিদর্শন ও তাদের জন্য তেমনিভাবে দু'আ করা, যেমনভাবে তারা নামাযের মধ্যে মৃত্যুব্যক্তির জন্য দু'আ করে থাকে।

অনুরূপভাবে, যায়দ ইব্ন আনীসাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ বলা হয়েছে, " অতপর তিনি (গৃহে) প্রবেশ করলেন, তারপর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে বের হন নি" এই হাদীছের মধ্যেও "সালাত" শব্দ দ্বারা দু'আ উদ্দেশ্য এবং যিয়ারাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা দুনিয়া হতে বিদায়ের সন্নিকটে রয়েছেন তাদের দেখতে যাওয়া।

আর 'উক্ববাহ্ ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণীত হাদীছে যে 'সালাত' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে তা যদি মৃত্যুব্যক্তির উপর যে নামায (জানাযা) আদায় করা হয় সেই নামায উদ্দেশ্য হতো, তাহলে কবরের উপর সালাত আদায় আবশ্যক হতো। তাই তা সাত বছর পর হোক। কেননা উহুদের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিলো তৃতীয় হিজরীতে আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের জন্য দু'আ করতে বের হয়েছিলেন এবং দুনিয়া ত্যাগ করেছিলেন উহুদের যুদ্ধ সংঘঠিত হওয়ার সাত বছর পর। সুতরাং যারা এই হাদীছের দ্বারা এই বিষয়ের উপর দলীল উপস্থাপন করে যে, মৃত্যু ব্যক্তির কবরের উপর সাত বছর পর নামায আদায় জায়িয নেই, তাহলে এ কথাতো সঠিক যে ঐ 'সালাত' দ্বারা দু'আই উদ্দেশ্য ছিলো। আর দু'আ করা ও নামায আদায় করা এক বিষয় নয়। আর তাই যারা ধারণা করে যে, হাদীছের রাভীরা এমন হাদীছ বর্ণনা করেন, যে ব্যাপারে তাদের জ্ঞান নেই, এমন কথা বলেন যা তারা বুঝেন না এবং হাদীছ সমূহের মধ্য থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করেন যা বিপরীতমুখী। তাহলে এটিতো তাদের কথার বিপরীত। সুতরাং বিষয়টি এমন নয়।

তৃতীয় কোন হাদীছের মাধ্যমে সমাধান

দু'টি হাদীছের মধ্যে বিপরীত বর্ণনা পাওয়া গেলে বা বৈপরীত্য পাওয়া গেলে এবং উভয় রাভী বিশ্বস্ত হাদীছের হাফিয হলে, এমন ক্ষেত্রে উভয়ের বর্ণনার মধ্যে একটির উপর রহিতের হুকুম আরোপ করা যাবে না বরং অন্য (তৃতীয়) একটি হাদীছের অনুসন্ধান করতে হবে, যা উল্লিখিত দু'টি হাদীছের মধ্যে একটির অনুকূলে হয়। যে হাদীছটির অনুকূলে অন্য হাদীছ পাওয়া যাবে সেটিকে গ্রহণ ও অপরটিকে পরিত্যাগ করতে হবে। এটি ইব্ন হিব্বান (র.)-এর একটি পদ্ধতি। যেমন অসুস্থাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামাযের পদ্ধতি নিয়ে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ذكر خبر أوهم بعض أئمتنا أنه ناسخ لأمر النبي صلى الله عليه و سلم المأمومين بالصلاة قعودا إذا صلى إمامهم جالسا

-ঐ হাদীছের বর্ণনা যে ব্যাপারে কতিপয় ইমাম ধারণা করেন যে, এই হাদীছটিতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইমাম যদি বসে নামায আদায় করে, তবে মুক্তাদী বা মুসল্লীও বসে নামায আদায় করবে। এ বিধান রহিত হয়ে গেছে।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

بَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: تُحَدِّثِينِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: بَلَى ثَقُلَ رَسُولُ - - فَقَالَ « أَصَلَّى النَّاسُ » فَقُلْتُ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ ». فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ « أَصَلَّى النَّاسُ ». قُلْنَا لاَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ « ضَعُوا لِى مَاءً فِى الْمِخْضَبِ » قَالَ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ « أَصَلَّى النَّاسُ ». فَقُلْتُ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ - - لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ - قَالَتْ - رسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - - إِلَى أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرسُولُ فَقَالَ: رَسُولَ اللَّهِ - - يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ

بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَ : فَصَلَّى بِهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ قَالَتْ : ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ ـِ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ قَالَتْ : فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا : (أَجْلِسَانِيْ إِلَى جَنْبِهِ)فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ بَكْرٍ فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ وَ هُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ ـِ :فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ ـِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ ـِ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيْثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئاً

-হযরত ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ আমি হযরত ‘আঈশা (রা.)-এর কাছে গেলাম। অতপর বললাম, আপনি কী আমার কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অসুস্থাবস্থায় (নামায আদায় সম্পর্কে) সম্পর্কে বলবেন না ? তিনি (‘আঈশা) বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর (শরীর) ভারী হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মানুষেরা নামায আদায় করেছে ? আমি বললাম, না ! হে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন,আমার জন্য পাত্রে পানি নিয়ে এসো। অতপর আমরা নিয়ে আসলাম। তারপর তিনি ওযূ করে নামাযে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করলেন কিন্তু বেঁহুশ হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ পর আবার চেতনা ফিরে পেলেন। অতপর তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। অতপর চেতনা ফিরে পেলেন। তিনি (রসূল) বললেন, মানুষেরা নামায আদায় করেছে ? আমরা বললাম, না হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) ! তারা আপনার জন্য মাসজিদে অপেক্ষা করছে। তারা ‘ঈশার নামায আদায়ের জন্য আপনার অপেক্ষায় আছে। তিনি (‘আঈশা) বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন, যাতে তিনি মানুষদের নিয়ে নামায আদায় করতে পারেন। বাহক তাঁর কাছে এসে বললো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আপনাকে মানুষদের নিয়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ বকর (রা.) বললেন, আবূ বকর (রা.) অত্যন্ত দয়াদ্র অন্তরের মানুষ। হে ‘উমার (রা.) তুমি নামায পড়াও। তিনি (‘উমার) বললেন, এ কাজের জন্য আপনিই অধিক যোগ্য। রাভী বলেন, সে দিন আবূ বকর (রা.) মানুষদের নিয়ে নামায শুরু করলেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) একটু সুস্থ মনে করলেন। তিনি (রসূল) দু’ব্যক্তির (বারীরাহ্ ও নূবাহর) কাঁধে ভর করে যুহরের নামায আদায়ের জন্য মাসজিদের দিকে অগ্রসর হলেন। আবূ বকর (রা.) মানুষদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। রাভী বলেন, আবূ বকর (রা.) যখন তাঁকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তিনি পিছু হটতে উদ্যত হলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে ইশারায় বললেনঃ তুমি তোমার স্থানে থাকো। তিনি তাদের দু’জনকে বললেন, তোমরা আমাকে আবূ বকর (রা.)-এর পার্শ্বে বসিয়ে দাও। তার তাঁকে আবূ বকর (রা.)-এর পার্শ্বে বসিয়ে দিলেন। তারা তাঁকে (রসূল) আবূ বকর (রা.)-এর কাছে (বরাবর) বসালেন। আবূ বকর (রা.) প্রিয় নবী (সা.)-এর ইকতিদা করে সালাত আদায় করেছিলেন, লোকেরা আবূ বকর (রা.)-এর ইকতিদা করে সালাত আদায় করলেন, এ অবস্থায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বসে নামায আদায় করেছিলেন এবং আবূ বকর (রা.) দাঁড়িয়ে আদায় করেছিলেন। ‘উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্বাস (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অসুস্থতার (নামায আদায়ের) ব্যাপারে হযরত ‘আঈশা (রা.) যে হাদীছটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, সেটি আপনার কাছে উপস্থাপন করবো না ? তিনি বললেনঃ উপস্থাপন করো। তারপর আমি হাদীছটি তাঁর কাছে উপস্থাপন করলাম, যার কিছু বিষয় তিনি অস্বীকার করলেন।’[১৪৪]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر يعارض الخبر الذي تقدم ذكرنا له في الظاهر

-যে হাদীছটির সাথে পূর্বে বর্ণীত হাদীছের প্রকাশ্যে বৈপরীত্য রয়েছে, তার বর্ণনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَ ـُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ

১৪৪. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং-২১১৬, পৃ. ৪৮০-৮১

-‘হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীতঃ নিশ্চয় আবূ বকর (রা.) মানুষ ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে একই কাতারে নামায আদায় করেছেন।’[১৪৫]

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, হযরত শু‘বাহ্ ইব্নুল-হাজ্জাজ অপর রাভী হযরত যায়িদাহ্ ইব্ন কুদামার কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত হুকূম আরোপকারী হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যা তিনি মূসা ইব্ন আবী ‘আঈশা থেকে শ্রবণ করেছেন। শু‘বাহ্ তার বর্ণীত হাদীছে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে উক্ত নামাযে মুক্তাদী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, যে নামায তিনি বসে আদায় করেছেন এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা দাঁড়িয়ে আদায় করেছে। অপরদিকে যায়িদাহ্ থেকে বর্ণীত হাদীছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে উক্ত নামাযে ইমাম ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যে নামায তিনি বসে ইমামাতি করেছেন এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেছে। অথচ তারা উভয়ই রাভীই বিশ্বস্ত হাদীছের হাফিয ছিলেন। তাহলে যে দু’টি বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ্য বৈপরীত্য রয়েছে তাদের একটির উপর কিভাবে রহিতের হুকূম আরোপ করা যায় ? সুতরাং উভয় হাদীছের মধ্যে একটিকে মুকৃদ্দাম বা পূর্ববর্তী হওয়ার কারণে রহিত করা জায়িয হবে ? অথচ মু’আখ্খর বা পরবর্তী হাদীছের সমর্থনে কোন সহীহ হাদীছ পাওয়ার যাই নি, তারপরও শুধুমাত্র পারস্পরিক বিরোধের জেরে এই হুকূম আরোপ! যেমন এই ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হলো, ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণীত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুহরিম অবস্থায় হযরত মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ্ সংক্রান্ত বিধান। যেমন তিনি মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ সম্পর্কিত মাস’আলার ব্যাপারে একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الوقت الذي تزوج المصطفى صلى الله عليه و سلم فيه ميمونة

-রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সময়ে মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন, তার বর্ণণা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَن ابْنِ عَبّاسٍ ، أَنّ النبي ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِيْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ

-‘হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, নবী কারীম (সা.) ‘উমরাতুল-কাযাতে ইহরাম অবস্থায় মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন।’[১৪৬]

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه و سلم ميمونة كان ذلك بعد انصرافها من عمرة القضاء

-‘উমরাতুল-কাযা থেকে ফিরার পর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) হযরত মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন, সে সম্পর্কিত বর্ণনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ مَيْمُوْنَةَ، قَالَتْ: تَزَوجَنِيْ رَسُوْلُ ـ بِسَرِفَ وَهُمَا حَلالان بَعْدَمَا رَجَعَا مِنْ مكة

-‘হযরত মায়মূনাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ করেছেন, যে অবস্থায় তাঁরা উভয়ই মক্কা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং হালাল (মুহরিম থেকে) ছিলেন।’[১৪৭]

তিনি পরবর্তী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه

-এমন সুস্পষ্ট হাদীছের বর্ণনা যা মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করা এবং অন্যকে বিবাহ দেয়ার বৈধতাকে নিষেধ করে।

---

১৪৫. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং-২১১৬, পৃ. ৪৮০-৮১

১৪৬. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৩, পৃ. ৪৪১

১৪৭. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৮, পৃ. ৪৪৪

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে ‘উছমান (রা.) কর্তৃক বর্ণীত নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

ثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ

-‘উছমান ইব্‌ন ‘আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, বিবাহের পয়গাম পাঠাবে না এবং অপর কাউকে বিবাহ দিবে না।’[১৪৮]

উপরোক্ত দু’টি হাদীছের ব্যাপারে ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, হাদীছ দু’টির মধ্যে একটিতে মায়মুনাহ্ (রা.)-এর সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিবাহর কথা উল্লেখ আছে, অপর হাদীছে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধের উল্লেখ আছে, যা পরস্পর বিরোধী। আমাদের ‘উলামা-ই কিরাম বলেছেন, ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ, যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইহরাম অবস্থায় হযরত মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে, তা ধারণা প্রসূত। হযরত সা‘ঈদ ইব্‌নুল-মুসায়্যিব (রা.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ সংবলিত ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম্ম থেকে বর্ণীত হাদীছটি ‘উছমান ইব্‌ন ‘আফ্‌ফান (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং ইয়াযীদ ইব্‌ন আসাম্ম থেকে বর্ণীত হাদীছটিকে ‘উছমান ইব্‌ন ‘আফ্‌ফান (রা.)-এর হাদীছ আরো শক্তিশালী করেছে। তাই এটিই গ্রহণ করার দিক থেকে অধিকতর দাবী রাখে। ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আমার নিকট যে জ্ঞান আছে, সে অনুযায়ী বলবো, হাদীছটি যদি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহীহ হাদীছ হয়, তাহলে সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে এটির বৈধতা, অবৈধতা প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে ‘আমাল পরিত্যাগ করা জায়িয হবে না। তাছাড়া ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) অধিক সংরক্ষণকারী, জ্ঞানী। তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন ‘আছম্মের মত দু’শত জন থেকে অধিক উচ্চ স্তরের ফকীহ। সুতরাং ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.)-এর হাদীছের অর্থ হলো, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ্ করেছেন মুহরিম অবস্থায়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনি হেরেমের মধ্যে ছিলেন। এটি নয় যে, তিনি মুহরিম ছিলেন। যেমন কোন ব্যক্তি অন্ধকারে প্রবেশ করলে বলা হয় যে, অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয়েছে। কেউ নজদে প্রবেশ করলে বলা হয় নজদী হয়েছে। তিহামায় প্রবেশ করলে তিহামী হয়েছে। হরমে প্রবেশ করলে মুহরিম হয়েছে, যদিও সে মুহরিম না হয়। আর এ ঘটনাটি ছিল এমন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ‘উমরাতুল-কাযা আদায়ের জন্য মক্কায় বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে আবূ রাফি ও মদীনার এক আনসারীকে মক্কায় পাঠালেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বের হয়ে ইহরাম বাঁধলেন। তারপর যখন মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফ এবং সা‘ঈ করে ‘উমরা থেকে হালাল হলেন, তখন মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ করলেন। সে সময় তিনি মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। অতপর মক্কাবাসী যখন তার বের হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে সারিফ নামক স্থানে পৌঁছে মায়মুনাহ্ (রা.)-এর সাথে বাসর করলেন। এ অবস্থায় যে, তখন তাঁর দু’জনই হালাল। অতপর ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তাঁদের বিবাহের মূল ‘আক্‌দ মক্কাতে হেরেমের বাহিরেই হয়েছিল।

মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে ধমক থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ের বর্ণনা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে যারা বিরোধিতা করে এবং ধারণা করে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ পরস্পর বিরোধী, সে অমঙ্গলজনক রায় এবং বিপরীত যুক্তির দিকে ফিরে।[১৪৯]

সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা.) অসুস্থতাবস্থায় নামাযের ব্যাপারে দু’টি পরস্পর বিরোধী হাদীছ আসলে, তার ‘ইল্লাত দেখতে হবে। এমন ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো, সেই হাদীছকে প্রাধান্য দেয়া, যে হাদীছের মধ্যে বর্ণীত আছে ইমাম বসে আদায় করেছেন এবং মুকতাদীও বসে আদায় করেছেন। আরেকটি পদ্ধতি হলো, দু’টি বিপরীতমুখী হাদীছ বর্ণীত হলে যে হাদীছের সমর্থনে অপর হাদীছ থাকবে, সেটি গ্রহণীয় হবে। আর যে হাদীছটি একক যার সমর্থনে অন্যকোন হাদীছ নেই, সেটি প্রাধান্য না পেয়ে পরিত্যাজ্য হবে। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে মায়মুনাহ্ (রা.)-এর বিবাহ সংক্রান্ত হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.)-এর হাদীছটির সমর্থক কোন হাদীছ না থাকায় তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর যখন এই নীতি গ্রহণ করা হবে, তখন আমাদের মধ্যে এ অবস্থার উদ্ভব হবে না যে, একটি হাদীছ রহিত আর অপরটি

১৪৮. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৯, পৃ. ৪৪৫

১৪৯. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

রহিতকারী। তাছাড়া একই বিষয়ের একটি হাদীছের মতনের সাথে অপর হাদীছের মতনের সাথে মিলালে দেখা যাবে যে, উভয় হাদীছের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য নেই।

আমাদের মতে, এই সব হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য এবং রহিত হওয়া বা রহিত করার কোন সুযোগ নেই বরং এগুলোর মধ্যে কোনটি 'মুখাসার কোনটি 'মুতাকাস্‌সা আবার কোনটি মুফাস্‌সার, কোনটি আবার মুজমাল। সুতরাং যখন একটিকে অপরটির সাথে মিলানো হবে বা সঠিক স্থানে প্রয়োগ করা হবে, তখন কোন প্রকার বৈপরীত্য পাওয়া যাবে না।

উভয়ের পদ্ধতির সারসংক্ষেপ:

বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ হাদীছসমূহের মাঝে উভয় ইমামের সমন্বয়ের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়াবলী আলোচনা পর আমরা নিম্নোক্ত বিষয়াবলী পেয়ে থাকি।

১. ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) ও ইব্‌ন হিব্বান (র.) বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আর এমন কর্ম সম্পাদনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। যেমন তাঁরা 'আমের' উপর 'খাস' কে প্রাধান্যদান, মুজমালকে মুফাস্‌সারের উপর প্রাধান্যদান, অবস্থার উপর বিবেচনা করে প্রাধান্যাদান, উভয়ের দলীলের উপর 'আমালের প্রাধান্য, নীরবতাকে কথাবলার উপর প্রাধান্যদান, 'আরবী ব্যাকরণের প্রতি প্রত্যাবর্তন সহ অন্যান্য পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন।

২. ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্রতা দেখিয়েছেন। যেমন তিনি বিরোধপূর্ণ হাদীছের মাঝে 'নীরবতাকে কথাবলার উপর প্রাধান্যদান' গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এ পদ্ধতির অনুসরণ ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই না।

৩. তাঁরা পরিচ্ছেদের যথাযথ শিরোনাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছেন এবং টীকাটিপ্পনীতে তাঁদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন।

৪. তাঁরা উভয়ই হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিচ্ছেদের শিরোনামে বর্ণীত হাদীছের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন, হাদীছটি মুজমাল অথবা হাদীছটি 'আম। অতপর তাঁরা আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যেখানে তিনি 'আমের বিপরীত খাস হাদীছ উল্লেখ করেছেন, আবার মুজমালের বিপরীত মুফাস্‌সার হাদীছ উল্লেখ করেছেন। আবার কখনো কখনো তিনি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে উল্লিখিত হাদীছকে আরো শক্তিশালী করতে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করে, সেই পরিচ্ছেদের অধীনে হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

৫. তাঁরা উভয়ই হাদীছের অর্থকে আরো বোধগোম্য করার জন্য 'আরবী ব্যাকরণের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা উভয়ই শব্দের ব্যাখ্যা, কিংবা দু'টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করতে 'আরবী ব্যাকরণের নিয়মনীতির আলোচনা নিয়ে এসেছেন।

৬. তাঁরা উভয়ই হাদীছের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে খাস, 'আম, মুজমাল ও মুফাস্‌সারের বর্ণনা দিয়েছেন। পাশাপাশি বিরোধীপক্ষের দলীল উল্লেখ করার পর সেগুলোর পর্যালোচনা করে, টীকাটিপ্পনীতে নিজস্ব মতামত উল্লেখ করেছেন।

৭. হাদীছের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন হিব্বান (র.) স্বাতন্ত্রতা বজিয়ে রেখেছেন। তিনি দু'টি হাদীছের মধ্যে একটিকে খাস করতে 'ইজমার শরণাপন্ন হয়েছেন।

৮. কখনো তাঁরা উভয়ই পরিচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যে 'মুহাদ্দিছদের বিভিন্ন পদ্ধতির' উল্লেখ করে, তারপর হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তারপর উল্লিখিত হাদীছের মধ্যে পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে নিয়মের মাধ্যমে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। যেমন ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) একটি নিয়ম উদ্ধৃতি করেছেন এভাবে, 'চুপ থাকাকে কথা বলার উপর দলীল পেশ করা জায়িয নেই' এবং ইব্‌ন হিব্বান (র.) একটি নিয়ম উদ্ধৃতি করেছেন যে, 'নেতিবাচক হাদীছের উপর ইতিবাচক অগ্রগন্য হবে'।

৯. ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর একটি স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, তিনি যখন এ জাতিয় কোন পদ্ধতি অথবা কোন পরিভাষা উল্লেখ করেছেন, তখন তার পরিচিতি ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

১০. তাঁরা উভয়ই দু'টি দলীল অথবা দু'টি হাদীছের সমন্বয় করে উহার উপর যথাসম্ভব 'আমাল করেছেন। এ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাহসমূহের মধ্যে কোন সুন্নাহ্ বা হাদীছসমূহের মধ্যে কোন হাদীছই যেন পরিত্যাগ করা না হয়। তবে হাদীছটি যদি সর্বদিক বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে কেবল তাঁরা হাদীছের 'আমাল পরিত্যাগ করেছেন। তবে তাঁদের উভয়ের মনোভাব ছিলো যে, প্রত্যেক রাভীই যা দেখেছেন, তাঁরা তাই বর্ণনা করেছেন।

১১. তাঁরা উভয়ই পরিচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যে বিরোধপূর্ণ হাদীছ থাকলে, সেটি দূর করার জন্য অন্য হাদীছসমূহ উল্লেখ করেছেন, যাতে তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী হয়। আর তাঁরা এই বৈপরীত্যকে বিভিন্ন অবস্থার উপর প্রয়োগ করতেন এবং ভালোভাবে তথ্যানুসন্ধানের পরেই তাঁরা একটি হাদীছ গ্রহণ করতেন।

১২. তাঁরা উভয়ই বর্ণনার মধ্যে ও বর্ণনাকারীর মধ্যে শাব্দিক ভিন্নতা বর্ণনা করে হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

১৩. তাঁরা উভয়ই কোন হাদীছকে রহিত না করে, উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

১৪. কখনো তাঁরা হাদীছসমূহের মধ্যে সংঘঠিত মতপার্থক্যকে পরিত্যাগ করেছেন। আর এটি তখন করেছেন, যখন কোন বৈধ বিষয়ে আলোচিত হাদীছের সমর্থনে অন্য একটি সহীহ হাদীছ পেয়েছেন। এমন ক্ষেত্রে একটিকে রহিত করেছেন এবং অপরটিকে গ্রহণ করেছেন।

১৫. যখন একই বিষয়ে দু'টি হাদীছের উভয় রাভী বিশ্বস্ত হাদীছের হাফিয হওয়ার পরও প্রকাশ্যে বিরোধপূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তখন ইব্‌ন হিব্বান (র.) উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। না হলে তৃতীয় অপর হাদীছ অনুসন্ধান করেছেন যা এ দু'য়ের একটিকে সমর্থন করে, এমন হাদীছ পাওয়া গেলে ও শর্তের সাথে মিলে গেলে তিনি একটিকে রহিত করেছেন এবং অপরটিকে রহিকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৫০]

---

১৫০. gLZwjdj-nv'xQ dx mnxn Beb Lhvqgvn I mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ফিক্হী মাস’আলা বর্ণনায় উভয়ের পদ্ধতি

ফিক্হী মাস’আলা বর্ণনায় সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্র পদ্ধতি

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর **صحيح أبن خذيمة** গ্রন্থের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে হাদীছ থেকে ফিকহী মাস’আলার সমাধানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। আর তাই **صحيح أبن خذيمة** ফিকহীর দিক থেকে অনেক উচ্চমানের একটি গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তাঁর গ্রন্থের ফিকহী পর্যালোচনার মূল ভিত্তি ছিলো **نصوص** বা কুর’আন ও হাদীছ। তিনি নির্দিষ্ট কয়েকটি অনুচ্ছেদ ছাড়া ফিকহী মাস‘আলাগুলোর ব্যাখ্যা খুব কম জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি হাদীছ সংশ্লিষ্ট মাস’আলার ফিকহী সমাধান দিতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবের উক্তি, সাহাবীদের উক্তি সমূহ উল্লেখ করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর বিরোধীদের আপত্তি খন্ডন ও বিদ‘আতপন্থীদের মতামতের প্রতিবাদ করেছেন। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ

তিনি তাঁর গ্রন্থের **ترجة الباب** নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তিনি কখনো কখনো **ترجة الباب** দ্বীর্ঘ করেছেন, আবার কখনো কখনো মধ্যমাকৃতির করেছেন, আবার কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত করেছেন। তবে **ترجة الباب** তিনি এমনভাবে নির্ধারণ করেছেন যাতে “তারজামাতুল-বাব” দেখলে পরিচ্ছেদের হাদীছ সমূহের সারসংক্ষেপ ও অভিব্যক্তি বুঝা যায়, ফিকহী দৃষ্টিকোন থেকে মাস‘আলার সমাধানও উপলব্ধি করা যায় এবং মাস’আলা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইমামদের মতামতও জানা যায়। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।

পরিচ্ছেদের শিরোনাম দ্বীর্ঘকরণ

তিনি কখনো কখনো পরিচ্ছেদের শিরোনামকে দ্বীর্ঘ করেছেন। যেমন **كتاب الصلاة** অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দ্বীর্ঘ করেছেন, অথচ সেখানে মাত্র দু’টি ছোট ছোট হাদীছ নিয়ে এসেছেন। উদাহরণ সরূপ,

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : في كل يوم أي في كل يوم وليلة مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن العرب قد تقول : يوما تريد بليلته وتقول : ليلة تريد بيومها قال الله جل وعلا في سورة آل عمران { آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا } وقال في سورة مريم : { آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا } فبان أنه أراد بقوله في آل عمران : ثلاث أيام أي بلياليهن وصح أنه أراد بقوله في سورة مريم : ثلاث أيام سويا أي بأيامهن قال الله جل وعلا : { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً } والعلم محيط أنه إنما أراد بأيامهن وقال : { وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ } والعرب إذا أفردت ذكر الأيام قالت : عشرة أيام وإذا أفردت ذكر الليالي قالت : عشر ليال فظاهر هذه اللفظة و أتممناها بعشر نسقا على الثلاثين التي ذكرها قبل وإنما الله أتممناها بعشر ليال أي بأيامهن

-‘সংক্ষিপ্ত শব্দের জন্য ব্যাখ্যাদানকারী হাদীছের আলোচনার পরিচ্ছেদ, যা আমি (ইতিপূর্বে) উল্লেখ করেছি। এটি রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে, **فِيْ كُلِّ يَوْمٍ**-অর্থাৎ প্রত্যেক দিন দ্বারা রাত ও দিন উভয়টি বুঝিয়েছেন তা প্রমাণ করে। সাথে সাথে প্রত্যেক ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে নামাযের রাকা‘আত সংখ্যার বিবরণ দেয়। আমি “**مَعَانِي الْقُرآن**” গ্রন্থ থেকে জেনেছি যে, ‘আরবরা **يَوْم** শব্দের দ্বারা (সেই দিন সহ) রাতকে বুঝাতো, আর **لَيْلَة** দ্বারা তারা (রাত সহ) দিনকে বুঝাতো। যেমন সূরা আল-‘ইমরানে আছে, **آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا** -তোমার জন্য নিদর্শন হলো, তুমি তিন দিন পর্যন্ত ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া কারও সাথে কথা বলবে না। [আল-কুর’আন, ৩:৪১] এখানে তিন

দিনের কথা বলা হয়েছে। যদিও দিনের সাথে রাত অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এমনিভাবে সূরা মারইয়ামে আছে, **آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا** -তোমার নিদর্শন হলো, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। [আল-কুর'আন, ১৯:১০] এখানে রাতের সাথে দিন অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অপরদিকে সূরা আল-আ'রাফে আছে, **وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً** আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাতের। আবার বলা হয়েছে, **وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ** সে গুলোকে আরো দশ দ্বারা পূর্ণ করেছি। [আল-কুর'আন, ৭:১৪২] এখানেও রাতের কথা বলে দিনকে বুঝানো হয়েছে। আর 'আরবরা যখন এককভাবে **الْأَيَّامِ** শব্দটি ব্যবহার করতো, তখন তারা দশ দিন বুঝাতো এবং যখন তারা এককভাবে **اللَّيَالِيْ** শব্দটি ব্যবহার করতো, তখন তারা দশ রাতকে বুঝাতো। সুতরাং 'আরবদের ব্যবহার রীতি অনুসারে আয়াতের অর্থ যদিও রাত হওয়াই স্পষ্ট কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো দিন সহ রাত।[১৫১]

তিনি এ মর্মে হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ... عَنْ رَسُولِ ... هِ - قَالَ :« مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ ... مٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ».

-'উম্মে হাবীবাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, যিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) বলেন: যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে বারো রাকা'আত নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি বাড়ী তৈরী করবেন। যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকা'আত, যুহরের (ফরযের) পর দু'রাকা'আত, 'আসরের (ফরযের) পূর্বে দু'রাকা'আত, মাগরিবের (ফরযের) পর দু'রাকা'আত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দু'রাকা'আত।'[১৫২]

উপরোক্ত হাদীছের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, এক দিনের কথা বলে রাত-দিনের সকল নামাযকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله عز و جل بالمحافظة عليها على التكرار والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر بالمحافظة عليها وهذا من واو الوصل التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيد لا من واو الفصل إذ محال تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات قال الله عز و جل : { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ }فالصلاة الوسطى كانت داخلة في الصلوات التي أمر الله في أول الذكر بالمحافظة عليها ثم قال : { وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ } على معنى التكرار والتأكيد وقد استقصيت هذا الجنس في كتاب الإيمان عند ذكر اعتراض من اعتراض علينا فأدعى أن الله عز و جل قد فرق بين الإيمان والأعمال الصالحة بواو استئناف في قوله : { وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ }

-'মধ্যবর্তী নামাযের আলোচনার পরিচ্ছেদ, যার প্রতি যত্নবান হতে ও দৃঢ়তার সাথে আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বারবার তা'কীদ বা গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও তা অন্যান্য নামাযের মধ্যে গণ্য, তারপরও মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা নামাযের আয়াতের মধ্যে যে, **واو** আছে, তা হলো **واو الوصل** যা দু'টি বাক্যের মধ্যে সংযুক্ত স্থাপন করেছে। আর এই **واو الوصل** টি **تَأكِيْد** ও **تكْرَار** -এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে যে, **واو** আছে, তা **واو الفصل** নয়। যার দ্বারা **الصلاة الوُسْطى** -কে অন্যান্য নামায থেকে বের করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বলতে পারি যে, **الصلاة الوُسْطى** বা মধ্যবর্তী নামায এটিও নামাযের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। [আল-কুর'আন, ২:২৩৮]। আর এখানে **الصلاة الوُسْطى** বা মধ্যবর্তীনামায দ্বারা এটি **تَأكِيْد** ও **تكْرَار** -এর

---

১৫১. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬-০৭

১৫২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-১১৮৮, পৃ. ৫০৭

অর্থে ব্যরহৃত হয়েছে। এমনি ভাবে আমি **كِتَابِ الْإِيْمَانِ** অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি এবং বিরোধীদের অভিযোগ ও আপত্তির সমুচিত জবাব দিয়েছি। ঈমান ও সৎকর্ম এই দু'টি একই জাতিয় বিষয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা **وَلَوْ الْإِسْتِئْنَافِ** দ্বারা ঈমান ও সৎকর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। [আল-কুর'আন, ২: ৮২]।[১৫৩]

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ، قَالَ: رَسُوْلُ ـِ - - يَوْمَ الْخَنْدَقِ:« لأ الله قُلُوْبُهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى

-'হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) খন্দক যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহ ও কবর আগুন দিয়ে ভরে দেন। যেমনভাবে, তারা আমাদেরকে কাজ-কর্মে ব্যস্থ রেখে সালাতুল-উসতা বা 'আসরের নামায থেকে বিরত রেখেছে।'[১৫৪]

পরিচ্ছেদের শিরোনাম সংক্ষিপ্তকরণ

(بَاب وَقْتِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ) و (بَاب صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ) (بَابُ عَدَدِ [رَكْعَات] صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ) (بَاب الْقِرَاءَةِ في صلاة العيدين) و (بَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ)

-যেমন (ফজরের সময় নামাযের রাকা'আত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ)[১৫৫], (কল্যাণ প্রত্যাশার নামায)[১৫৬], (বৃষ্টির জন্য নামাযের রাকা'আত সংখ্যা সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ)[১৫৭], (দু'ঈদের নামাযের মধ্যে সূরা পাঠ)[১৫৮] এবং একাকী নামায আদায় থেকে জামা'আতে নামায আদায়ের ফযীলাত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।[১৫৯]

পরিচ্ছেদে মধ্যমাকৃতির শিরোনাম নির্ধারণ

তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম উল্লেখ করেছেন এভাবে,

باب الرخصة في التيمم للمجدور **والمجروح وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن مس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم**

-'পানি বিদ্যমান থাকার পরও তা শরীরে স্পর্শ করলে আহত ও বসন্তরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে, রোগের মাত্রা বেড়ে যাবে অথবা ব্যাথা ও যন্ত্রণা বেড়ে যাবে এমন আশঙ্কা থাকলে **تَيَمُّم** বা তায়াম্মুম করার সুযোগ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।'[১৬০]

باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها ولم يخف الإمام ضعف الضعيف وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء

-' 'ইশার নামাযের জামা'আত দেরি করে আদায় করা, ইমাম সাহেবের এ আশঙ্কা না থাকলে যে, মুসল্লীরা ঘুমিয়ে যাবে, (শারিরীক) দুর্বল ব্যক্তির দুর্বলতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অসুস্থতা বেড়ে যাবে, মুসল্লীদের

---

১৫৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭১-৭২

১৫৪. পুর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৩৩৬, পৃ. ৫৭২

১৫৫. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭২

১৫৬. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৪

১৫৭. পুর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৭

১৫৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৫

১৫৯. পুর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৯

১৬০. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩

নামাযের জামা'আত ছুটে যাবে, সাধারণ মুসল্লীদের জামা'আতে উপস্থিতিতে কষ্ট হবে, তাহলে 'ইশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করে পড়া মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ।'[১৬১]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة لا أنها ناقصة مجزئة كما توهم بعض من يدعي العلم

-'যে ব্যক্তি রুকূ' ও সিজদাতে স্বীয় মেরুদণ্ড সোজা করবে না, তার নামায যথেষ্ট না হওয়ার ধারণা পোষণকারীদের ব্যাপারে (উত্তর) জবাব, এমন নয় যে, (তার) নামায অসম্পূর্ণভাবে আদায় হবে, এমন বর্ণনার পরিচ্ছেদ।

শিরোনাম ছাড়াই ফিকহী মাস'আলার ব্যাখ্যা

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) ফিকহী মাস'আলার সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যে ফিকহী মাস'আলার সমাধাণের ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, আমরা সে প্রমাণ পরিচ্ছেদ সমূহের শিরোনামের মধ্যে দেখতে পাই। যেমন তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রা.)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

-"আবূ হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকা'আত পায়, সে ফজরের নামায পেয়ে গেলো। যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে 'আসরের নামাযের এক রাকা'আত পেলো, সে 'আসরের নামায পেয়ে গেলো।"[১৬২]

তিনি এ হাদীছের জন্য পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح زعم أنه خرج من وقت الصلاة إلى غير وقت الصلاة ففرق بين ما جمع النبي صلى الله عليه و سلم بينهما وخالف النبي صلى الله عليه و سلم المصطفى بجهله والنبي المصطفى الذي أخبر أن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس مدرك الصلاة عالم بأنه يخرج من وقت إلى غير وقت صلاة فجعله مدركا للصلاة كالمدرك ركعة أو ركعتين من العصر قبل غروب الشمس وان كان يخرج من وقت صلاة إلى وقت صلاة

-"যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকা'আত পেলো, সে ফজরের নামায পেলো না এবং সে ফজরের ওয়াক্ত থেকে অন্য ওয়াক্তের মধ্যে ধাবিত হলো এমন ধারণা পোষণকারীদের বিপরীত বর্ণনার পরিচ্ছেদ। সুতরাং এমন ধারণা পোষণকারী অজ্ঞতাবসত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামায জমা বা একত্রিত করার বিধানকে (এর মাধ্যমে) পার্থক্য করে ও বিরোধীতা করে। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি এক রাকা'আত নামায আদায়ের সুযোগ পেলো, সে পূর্ণ নামাযই পেলো। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.) জানেন যে, ফজরের ওয়াক্ত গড়িয়ে যুহরের দিকে ধাবিত হয়েছে। তারপরও তিনি পূর্ণ নামায পেলো বলেছেন। এমনিভাবে, যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে 'আসরের নামাযের চার রাকা'আতের মধ্যে এক বা দুই রাকা'আত আদায় করার সময় প্রাপ্তীকে পূর্ণ নামায প্রাপ্তী বলেছেন। যদিও এক নামাযের সময় (ওয়াক্ত) থেকে অন্য নামাযের সময়ে (ওয়াক্ত) চলে যায়।'[১৬৩]

তিনি সাহু সিজদাহ্ সম্পকিত হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে এভাবে শিরোণাম নির্ধারণ করেছেন,

باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صل خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى

---

১৬১. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. 157

১৬২. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৯৮৫, পৃ. ৪১৪-১৫

১৬৩. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৪

Dhaka University Institutional Repository

الخامسة سادسة ثم سجد سجدتي السهو وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصلاة زعموا وهذا القول رأى منهم خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم التي أمر الله جل وعلا باتباعهما إذ النبي صلى الله عليه و سلم لا يخلو في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم يجلس مقدار التشهد فإن كان جلس فيها مقدار التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من أولها فقولهم على كل حال تخالفها لا النبي صلى الله عليه و سلم ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه و سلم الثابتة بسنة تخالفها لا برواية صحيحة ولا واهية وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه و سلم برأي نفسه أو برأي من بعد النبي صلى الله عليه و سلم

-'সেই মুসল্লী যে, ভুলবশত পাঁচ রাকা'আত নামায আদায় করেছে এবং যখন সে (চতুর্থ রাকা'আতে না বসে) পাঁচ রাকা'আত নামায আদায় করেছে, তখন ৬ষ্ঠ রাকা'আতকে তার সাথে মিলানো ছাড়াই দু'টি সাহু সিজদাহ্ দেবার আদেশ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ। এটি 'ইরাকী 'উলামাদের মধ্যে যারা ধারণা করে, "যদি কোন মুসল্লী চতুর্থ রাকা'আতে তাশাহুদ পড়ার সময় পরিমাণ বসে, তাহলে তার সাথে আরো এক রাকা'আত মিলিয়ে ৬ষ্ঠ রাকা'আত পূরণ করত: সাহু সিজদাহ্ দিয়ে নামায শেষ করবে, আর যদি চতুর্থ রাকা'আতে তাশাহুদ পড়ার সময় পরিমাণ না বসে তাহলে তাকে পূনরায় নামায আদায় করতে হবে" তাদের এমন বক্তব্যের বিরুদ্ধে একটি দলীল। (আমরা বলব) এমন ধারণা পোষণকারীরা আল্লাহ্ তা'আলার যে সুন্নাহর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তারা সে সুন্নাহ্ বিরোধী। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নন, তিনিও চতুর্থ রাকা'আতে তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসেছেন অথবা বসেন নি, এমন ঘটনা তাঁর জীবনেও ঘটেছে। যখন তিনি চতুর্থ রাকা'আতে তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসেছেন, তখন তিনি ৫ম রাকা'আতকে যুক্ত করেন নি, যেমনটি তারা ধারণা করে। আবার যখন তিনি চতুর্থ রাকা'আতে তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসেন নি, তখন তিনি (দু'টি সিজদায়ে সাহু করেছেন) নামায শুরু থেকে পুনরায় আদায় করেন নি। যেমনটি তারা মনে করে থাকে। সুতরাং তাদের বক্তব্য সর্বোদিক থেকে সুন্নাহ বিরোধী। অথচ তারা তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মতের বিপক্ষে সুন্নাহ্সমূহের মধ্য থেকে কোন নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ সুন্নাহ্ কিংবা দুর্বল সুন্নাহ্ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে নি। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাহ্র বিপরীতে নিজস্ব মতামত প্রদান বা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরবর্তী অন্য কারো মতামত গ্রহণ সকল 'উলামাদের দৃষ্টিতে হারাম।[১৬৪]

এমনিভাবে তিনি তাঁর গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন পরিচ্ছেদ সমূহের শিরোনামে বিভিন্ন ফিকহী মাস'আলার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ফিকহী সমাধান উদঘাটন

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর গ্রন্থের অনেক জায়গায় হাদীছসমূহ থেকে ফিকহী মাস'আলার সমাধান উদঘাটন করেছেন। তিনি পথমে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তারপর হাদীছ সংশ্লিষ্ট ফিকহী বিষয়ে সমাধান উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ এভাবে,

باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين

-'সফর বা ভ্রমনকালে নিজের বাড়ীতে অবতরণ করলেও, সবসময় না হলেও দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার সুযোগ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।'

তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ ـِ عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ ـِ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ

১৬৪. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৬-47

وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَأْتُوْنَ غَدًا، إِنْ شَاءَ عَيْنَ تَبُوْكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوْا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا، حَتَّى آتِيَ، قَالَ: فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، سَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا فَقَالَا نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا

-‘আবুত্-তুফাইল ‘আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (রা.) থেকে বর্ণীত, মু‘আয ইব্‌ন জাবাল (রা.) তাঁকে বলেন, তাঁরা তাবূক যুদ্ধের বৎসর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সফরে বের হয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সফরে থাকাবস্থায় যুহর, ‘আসর, মাগরিব ও ‘ইশা একত্রে আদায় করতেন। মু‘আয (রা.) বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিন (যুহর ও মাগরিব) নামায দেরিতে আদায় করলেন, অতপর তিনি (ঘর থেকে) বের হলেন এবং যুহর ও ‘আসর একত্রে আদায় করলেন। আবার ভেতরে গেলেন, পুনরায় বের হলেন, তারপর মাগরিব ও ‘ইশা একত্রে আদায় করলেন। অতপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা‘আলা চাইলে তোমরা আগামীকাল তাবুকের ঝর্ণার কাছে পৌঁছে যাবে। তোমরা দিনের প্রথমাংশেই সেখানে পৌঁছবে। (সুতরাং) সে স্থানে যে আগে পৌঁছবে, আমি না পৌঁছানো পর্যন্ত সে যেন ঐ ঝর্ণার সামান্যতম পানিও স্পর্শ না করে। অতপর আমরা সেখানে পৌঁছলাম। কিন্তু আমাদের আগেভাগে সেখানে দু’জন লোক পৌঁছে গিয়েছিলো। ঝর্ণাটি সামান্য কিছু পানির সাথে যেন জুতার ফিতার ন্যায় ঝকমক করছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের দু’জনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এর পানি কিছুটা স্পর্শ করেছো ? তাঁরা বল্ল জী হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের উভয়কে তিরস্কার করলেন এবং আল্লাহ্‌র যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু তাঁদেরকে বললেন। রাভী বলেন, তারপর তারা আঁজলা ভরে অল্প অল্প করে কিছু পানি একটি পাত্রে জমা করলো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই পানি দিয়ে উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতপর ঐ পানি ঝর্ণায় নিক্ষেপ করলেন, যারফলে ঝর্ণা থেকে ফল্গুধারার মত অনেক পানি উঠতে লাগলো। লোকেরা ঝর্ণা থেকে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলো। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হে মু‘আয ! সম্ভবত তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে এবং তুমি এ ঝর্ণার পানি দ্বারা এই স্থানের অনেক বাগবাগিচায় পূর্ণভাবে পানি সেচ হতে দেখবে।’[১৬৫]

এ ব্যাপারে ইব্‌ন ‘উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ এমন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

-‘ইব্‌ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, সফরে যখন তাড়াহুড়া থাকতো তখন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মাগরিব ও ‘ইশার নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছি।’[১৬৬]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) এ ব্যাপারে বলেছেন, উপরোক্ত হাদীছটি দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনো যুহর ও ‘আসরের নামায একত্রে আদায় করেছেন আবার কখনো মাগরিব ও ‘ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। অথচ সফর অবস্থায় তিনি বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করেছেন। তবে সবসময় তিনি দু’নামায একত্রে আদায় করেন নি। কারণ,“তিনি বের হলেন এবং যুহর ও ‘আসর একত্রে আদায় করলেন। আবার ভেতরে গেলেন, পুনরায় বের হলেন, তারপর মাগরিব ও ‘ইশা একত্রে আদায় করলেন।” হাদীছের এ অংশের দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, তিনি সফরের পূরো সময়টুকু সাওয়ারী না থাকার পরও মাগরিব ও ‘ইশা এবং যুহর ও ‘আসর একত্রে আদায় করেছেন। যার প্রমাণ ইব্‌ন ‘উমার (রা.)-এর হাদীছ, “ সফরে যখন তাড়াহুড়া থাকতো তখন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মাগরিব ও ‘ইশার নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছি।” এই হাদীসের বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেননা সফরে তাড়াহুড়ার সময়ে ইব্‌ন ‘উমার (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দু’নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছেন। সুতরাং তিনি (ইব্‌ন ‘উমার) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যেমনটি করতে দেখেছেন, তেমনি বর্ণনা করেছেন। মু‘আয ইব্‌ন জাবাল (রা.)ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সফর অবস্থায় কোন একটি মানযিলে যাত্রাবিরতি কালে দু’নামাযকে একত্রে আদায় করতে

১৬৫. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৯৬৮, পৃ. ৪০৬

১৬৬. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৯৬৫, পৃ. ৪০৫

দেখেছেন। তবে সব সময় তিনি এমনটি করেন নি। তিনি (ইব্ন 'উমার) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যেমনটি করতে দেখেছেন, তেমনি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কর্মের মাধ্যমে এ কথা বলা যায়, সফরে তাড়াহুড়া থাকলে দু'ওয়াক্ত নামাযকে একত্রে আদায় করা জায়িয। অনুরূপভাবে সফরে যাত্রাবিরতি থাকুক বা না থাকুক, এমন কি তাড়াহুড়া নাও থাকে তবুও সফরে থাকলে দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করা জায়িয। যেমনটি রসূলুল্লাহ্ (সা.) করেছেন। ইব্ন 'উমার (রা.) এমনটি বলেন নি যে, তাড়াহুড়া না থাকলে এটি জায়িয নেই। আর না ইব্ন 'উমার (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এমন বর্ণনা করেছেন, না তিনি কোন হাদীছ নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৬৭]

এমন আরো একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন এভাবে,

باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في العشاء

'আসরের ওয়াক্তে যুহর ও 'আসর এবং 'ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করার পরিচ্ছেদ।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ: أَن النبي كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَوْمًا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا أَرَادَ السفَرَ لَيْلَةً جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ

-'ইব্ন শিহাব (রা.) তিনি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন ভ্রমনে বের হওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তাড়াহুড়া ছিলো, (তাই) তিনি যুহর ও 'আসরের নামায একত্রে আদায় করলেন। যখন তিনি রাতে সফর বা ভ্রমণে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি মাগরিব ও 'ইশার নামায একত্রে আদায় করতেন। তিনি যুহরের নামায 'আসর নামাযের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তারপর তিনি উভয় নামায একত্রে আদায় করতেন। মাগরিবের নামায বিলম্ব করতেন, এমনকি লালিমা অস্তমিত হওয়ার সময় হলে মাগরিব ও 'ইশার নামায একত্রে আদায় করতেন।'[১৬৮]

তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ ابْنِ عُمَرَ وَحَفْصِ ابْنِ عَاصِمٍ وَمَسَاحِقِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: فَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ الصلاةُ، قَالَ: فَسَارَ، فَقِيلَ لَهُ الصلاةُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصلاةَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا، قَالَ: فَسِرْنَا حَتى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَنَزَلَ فَصَلاهَا

-'হযরত নাফি' থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.), হাফ্স ইব্ন 'আসিম (রা.) এবং মাসাহিক ইব্ন 'আমর (রা.)-এর সাথে ছিলাম। রাভী বলেন, অতপর যখন সূর্য অস্তমিত হলো, তখন ইব্ন 'উমারকে বলা হলো, নামাযের সময় হয়েছে। তিনি (রাভী) বলেন, তিনি চলতে থাকলেন। অতপর তাকে বলা হলো, নামাযের সময় হয়েছে। তিনি (ইব্ন 'উমার) বললেন, যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকতো, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই নামায (মাগরিব) দেরি করে আদায় করতেন। আমি এই নামাযকে দেরি করে আদায় করতে চাচ্ছি। রাভী বলেন, তারপর আমরা সফরে চলতে থাকলাম অর্ধরাত কিংবা অর্ধরাতের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত চলতে থাকলাম। রাভী বলেন, অতপর তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন, তারপর তারা উভয়ই মাগরিবের নামায আদায় করলেন।'[১৬৯]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এই হাদীছটি এবং ইব্ন শিহাব (রা.) যে হাদীছটি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'আসরের ওয়াক্তে যুহর ও 'আসর একত্রে এবং সন্ধ্যা পরবর্তী শুভ্রতা বিদূরিত হওয়ার পর 'ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও 'ইশার নামায একত্রে আদায় করা জায়িয আছে। তবে কিছু 'ইরাকী বন্ধুরা

---

১৬৭. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৬-০৭

১৬৮. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৯৬৯, পৃ. ৪০৭

১৬৯. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৯৭০, পৃ. ৪০৭

যেমনটি বলেন, যুহরের নামায যুহরের শেষ ওয়াক্তে, ‘আসরের নামায ‘আসরের প্রথম ওয়াক্তে এবং মাগরিবের নামায মাগরিবের শেষ ওয়াক্তে তথা সন্ধ্যা পরবর্তী শুভ্রতা বিদূরিত হওয়ার পূর্বে আদায় করা জায়িয। অনুরূপ ভাবে, মুকিম অবস্থায় হোক অথবা মুসাফির অবস্থায় হোক তাদের রীতি অনুযায়ী সকল দুই ওয়াক্ত (যুহর-আসর, মাগরিব-‘ইশা) নামাযই একত্রে আদায় জায়িয। বিষয়টি মূলত এমন নয়। তাদের এমন মতামতের কারণ, তাদের দৃষ্টিতে মুকিম হলে ওয়াক্তের শুরুতে হোক কিংবা ওয়াক্তের শেষে হোক দু’ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় জায়িয।[১৭০]

তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য সময় থেকে দেরিতে নামায আদায় করা সংক্রান্ত হাদীছের আলোকে বলেন, এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইমাম যখন ‘আসর বা ফজর অথবা উভয় নামায দেরিতে আদায় করবে, তখন অন্যান্য মানুষের জন্য উভয় নামাযই সময়মত আদায় করে নেয়া জায়িয আছে। তারপর তারা আবার ইমামের সাথে আদায় করবে। তখন ইমামের সাথে আদায়কৃত নামায তাদের জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর তখন এটি ফজর ও ‘আসরের নামাযের পরের নফল হিসেবে গণ্য হবে।

এমনি ভাবে, তিনি জুমু‘আর খুতবা চলাকালীন সময়ে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধসুচক বাক্য ব্যবহারের বৈধতা বিষয়ে পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي والدليل على ضد قول من زعم أن الخطبة صلاة ولو كانت الخطبة صلاة ما تكلم النبي صلى الله عليه و سلم فيها بما لا يجوز في الصلاة

-খুতবার মধ্যে আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত কথা বলা বৈধতার পরিচ্ছেদ। সে ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীরা মনে করে যে, খুতবাই নামায, তাদের বিপক্ষে দলীল হলো, যদি খুতবাই নামায হতো এবং খুতবাদান কালে এ সম্পর্কিত কথা-বার্তা জায়িয না হতো, তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) খুতবার মধ্যে কথা বলতেন না।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ قَيْسٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَأَمَرَ بِي فَحُوِّلْتُ إِلَى الظِّلِّ

-ক্বায়স (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি আবূ হাযিমের পুত্র, যিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) খুতবাদান কালে আমাকে দেখে, তিনি আমাকে (ছায়াতে যাওয়ার) ইশারা করলেন। অতপর আমি ছায়াতে ঘুরে বসলাম।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, খুতবা মূলত কোন নামায নয় বা নামাযের অংশ নয়। তাছাড়া খুতবাদানকারী খতীব বা বক্তা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ সম্পর্কে বাক্যালাপ করতে পারবেন এবং মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর কথা ও দীনের কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারবেন।

মাস’আলার সমর্থনে ‘উলামা ও সাহাবাদের মতামতসমূহ উল্লেখ

তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة

-সফর অবস্থায় ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত ও নফল আদায় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

তিনি এ ব্যাপারে ইব্ন ‘উমার (রা.)-এর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِيْ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِيْ الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِيْ السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ

---

১৭০. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৭-০৮

رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِيْ حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ

-ইব্‌ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে মুসাফির ও মুকীম অবস্থায় নামায আদায় করেছি। মুকীম অবস্থায় তাঁর সাথে যুহরের নামায চার রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি এবং তারপর দু’রাকা‘আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। ‘আসর পড়েছি চার রাকা‘আত (ফরয); তারপর আর কোন (সুন্নাত) নামায আদায় করি নি। মাগরিবের তিন রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি; তারপর দু’রাকা‘আত (সুন্নাত)। ‘ঈশার চার রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি; এরপর দু’রাকা‘আত (সুন্নাত)। ফজরের দু’রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি, এবং এর পূর্বে দু’রাকা‘আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। আর সফরে থাকাকালীন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে যুহরের নামায দুই রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি; এরপর দু’রাকা‘আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। ‘আসরের দু’রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি; এরপর আর কিছু আদায় করি নি। মাগরিবের তিন রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি; এরপর দু’রাকা‘আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাগরিব সম্পর্কে বলেছেন, এটি দিনের বিতর। সফরে ও বাড়িতে কোথাও তিনি তা হতে কম আদায় করেন নি। ‘ঈশার দু’রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি; এরপর আবার দু’রাকা‘আত (সুন্নাত) আদায় করেছি।’[১৭১]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) উপরোক্ত হাদীছের হুকুমের ব্যাপারে বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সফর অবস্থায় ফরয ছাড়া অতিরিক্ত নামায তথা নফল ও সুন্নাত আদায়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, হযরত ইব্‌ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত এ সংক্রান্ত হাদীছটি ত্রুটিযুক্ত ও ভুল যা সকল ‘উলামাদের কাছে স্পষ্ট। অথচ ইব্‌ন ‘উমার (রা.) সফর অবস্থায় ফরযের অতিরিক্ত সুন্নাত ও নফল নামায আদায়ের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাতেন এবং তিনি বলতেন, যদি আমি সফর অবস্থায় নফল আদায়কারী হতাম, যেভাবে আমি মুকিম অবস্থায় সুন্নাত ও নফল আদায়কারী ছিলাম, তাহলে আমি সফর অবস্থায় ফরয নামাযকেই পরিপূর্ণরূপে আদায় করতাম। ইব্‌ন ‘উমার আরো বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সফর অবস্থায় ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত ও নফল আদায় করতে দেখিনি এবং ফরযের পরেও সুন্নাত ও নফল নামায আদায় করতে দেখি নি।

তিনি এ ব্যাপারে অন্য একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

قَالَ يَحْيَ:حَدَثَنِي أَبِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ، يَعْنِي يُصَلُّوْنَ، قَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قَالَ: يُسَبِّحُونَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَذَلِكَ

-‘ইয়াহইয়া বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি ইব্‌ন ‘উমার (রা.)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। তিনি যুহর ও ‘আসরের নামায দুই রাকা‘আত করে আদায় করলেন। অতপর নিজের বিছানায় ফিরে এসে দেখলেন অনেকেই নামায আদায় করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কী করছে ? আমি বললাম, নামায আদায় করছে। তখন তিনি বললেন, আমি যদি ফরযের আগে-পরে নফল নামায আদায় করতাম, তাহলে ফরযকেই তো পূর্ণ আদায় করতাম। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে মৃত্যু পর্যন্ত ছিলাম; তিনি দুই রাকা‘আতের বেশী আদায় করতেন না। আবূ বকর, ‘উমার ও ‘উসমান (রা.) সবাই এর ওপর ‘আমাল করতেন।’[১৭২]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন: ইব্‌ন ‘উমার (রা.) মুসাফির অবস্থায় ফরয নামাযের পর নফল নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, আমি যদি সফরে থাকাবস্থায় নফল আদায়কারী হতাম, তাহলে সফরে নামায পূর্ণ (নফল সহ আদায়) করতাম। আর এটি কিভাবে সম্ভব, যে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সফর অবস্থায় যুহরের (চার রাকা‘আতের স্থলে) নামায দু’রাকা‘আত কসর ও তারপর আরো দু’রাকা‘আত নফল নামায আদায় করতে দেখেছেন

১৭১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৫৪, পৃ. ৫৩৬-৩৭

১৭২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৫৭, পৃ. ৫৩৮

? তা হলে বিষয়টি কি এমন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে কাজ করেছেন, তিনি সে কাজ করতে নিষেধ করেছেন ? অথচ সালিম ও হাফস ইব্ন 'আসিম জ্ঞানের দিক থেকে ইব্ন 'উমার থেকে অধিক জ্ঞানী ও 'আতিয়াহ্ ইব্ন সা'দ (রা.)-এর হাদীছের অধিক নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিলেন।

তিনি পরবর্তী আরেকটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع أن له قصر الصلاة

-কতিপয় হিজাজবাসী যারা উক্ত হাদীছের বিরোধীতা করছে এই বলে, মুসাফির ব্যক্তি চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামায কসর বা দু'রাকা'আত আদায় করবে, যা আমাদের মাঝে হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।"

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ بَعْضَ صِفَةِ حِجةِ النبِيّ وَقَالَتْ فَأَذَّنَ بِالرَّحِيلِ فِى أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النّاسُ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ ثُمَ خَرَجَ فَرَكِبَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.

-'হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, (তিনি বলেন) আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হজ্জের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন,(একবার) তিনি (রসূল) তাঁর সাহাবীদেরকে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হতে ঘোষণা দেন। (তারপর) তাঁরা মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। এরপর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে বায়তুল্লাহ্ প্রাঙ্গনে পৌঁছে যান। (সেখানে পৌঁছে) মদীনার রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিদ্বায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। পরে তিনি মদীনার দিকে রওয়ানা হন।'[১৭৩]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) এ ব্যাপারে বলেছেন, ফিকহী 'উলামা-ই কিরামদের কারো কাছ থেকে আমি এমনটি শুনিনি যে, মুসাফির ব্যক্তি চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামায দু'রাকা'আত আদায় করায় এবং কেউ এর বিরোধিতা করেছে। কারণ এটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। অথচ শহরগুলো এত সুদির্ঘ হয়েছে যে, ঘর বাড়ীগুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত, এক শহরের সীমারেখা আরেক শহরের সাথে মিলিত হয়েছে। যে ভুখণ্ডগুলোর নাম ঐ শহরের নামের সাথে সম্পর্কিত। তাই একটি শহরের ঘর-বাড়ী ও সীমারেখা অপর শহরের সাথে মিলিত থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ সফরের উদ্দেশ্যে নিজ শহর অতিক্রম করে, তাহলে তাকে মুসাফির হিসেবে চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের দু'রাকা'আত আদায় করতে হবে।

অনুরূপভাবে, মুসাফির মূল আবাসন সংলগ্ন এলাকায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত নামায কসর করার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে 'উলামাদের মধ্যে এমন কাউকে দেখি নি।

ঠিক তদ্রুপ যদি কেউ মক্কায় অবস্থান কালে মুকিম হওয়ার নিয়াত করে, তবে সেখানে অবস্থান কালে চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামায চার রাকা'আত আদায় করবে। কিন্তু মক্কা থেকে বের হয়ে অন্যত্র চলে গেলে তার জন্য আবার মুসাফিরের বিধান কার্যকর হবে। যদিও সে মক্কায় মুকিম হিসেবে থাকে অর্থাৎ সে মক্কাতে ১৫ দিন থাকার উদ্দেশ্যেও যদি আসে।

উদারহণ স্বরূপ, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কায় হজ্জের এসে **يوم التروية**-এর দিনে মিনার উদ্দেশ্যে বের হলেন অথচ মিনা কোন শহর নয় বরং মক্কার কোন শহরের অন্তর্ভূক্ত একটি এলাকা। এমনটি হলেও তাঁকে কসর করতে হবে। ফিকহী দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বিদায় হজ্জের সময় মুকিম হিসেবে মক্কায় আসার নিয়াত করেন নি বরং তিনি তিনদিন তিনরাত পরিপূর্ণরূপে ছিলেন। আর পঞ্চম, ছষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম দিনের কিছু অংশ মক্কায় অবস্থান করেন। আর তিনি একই শহরে এক নাগাড়ে চারদিন ও চাররাত অবস্থান করেন নি। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর 'আমালের দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি হজ্জের সময় মক্কাতে মুসাফির অবস্থায় ছিলেন। আর তখন তিনি মুসাফির হিসেবে কসর নামায আদায় করেছেন। কেননা রসূলুল্লাহ (সা.) দশ দিন শহরে ও তার পার্শ্বে কোথাও অবস্থান করেন। আর বাকি চার দিন শহরের বাহিরে অবস্থান করেছিলেন। তার মধ্যে মিনায় দু'বার এবং 'আরাফাতের

১৭৩. পুর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৯৬৩, পৃ. ৪০৩

Dhaka University Institutional Repository

ময়দানে যখন অবস্থান করেছিলেন, তখন তিনি কসর আদায় করেছেন। বলাবাহুল্য যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) পনের দিন অবস্থান করেন নি। তাই তিনি মুসাফির হিসেবে ফরয নামায দু'রাকা'আত আদায় করেছেন। আর যদি তিনি পনের দিন অবস্থান করতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই মুকিম হিসেবে ফরয নামায চার রাকা'আত আদায় করতেন। কেননা কেউ যদি পনের দিনের নিয়াত করে ঘর থেকে বের হয়, তাহলে সে আর মুসাফির থাকে না।

'আলিমদের কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের মতামতের প্রতিবাদ

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) কিছু কিছু বিদ'আতপন্থী যেমন মুরজিয়া, রাফিযিয়া ও খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ না করেই তাদের 'আক্বীদাহ্ বা মতবাদের কড়া সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং তাদের অলিক মাযহাবের কূমতলবের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তাই তিনি পরিচ্ছেদের শিরোনামেই মুরজিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب استحباب مسألة الله عز و جل الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل والدليل على جهل من زعم من المرجئة انه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية لما اختلف فيه من الحق وهم يزعمون انه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية

-মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করা মুস্তাহাব হওয়ার পরিচ্ছেদ। আর তা হলো যখন রাতের নামায শুরু হয়, তখন নামাযের মধ্যে হক্ক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। এটি মুরজিয়াদের সেই কথার ব্যাপারে দলীল, মুরজিয়াদের মধ্যে যারা অজ্ঞতাবশত এ ধারণা পোষণ করে যে, কেউ যদি হাঁচি দিয়ে স্বশব্দে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, তাহলে শ্রোতার উত্তরে হাঁচিদাতার জন্য **يهديكم الله ويصلح بالكم** -আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সঠিক পথ দেখান ও তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করে দিক, প্রতি উত্তর দেয়া জায়িয হবে না। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা নুবূওয়াতী দিয়ে সম্মানিত করেছেন, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হিদায়াত কামনা করেছেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষেত্রে এমন দু'আ কামনা অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য হিদায়াত কামনা কোন মুসলিমের জন্য জায়িয নেই (অর্থাৎ তাঁর জন্য **يهديكم الله ويصلح بالكم** এ দু'আ করা যাবে না)।'

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَبْدُ الرحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُوْلُ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ إِهْدِنِيْ، لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

-' 'আবদুর্-রহমান ইব্ন 'আউফ (রা.) বলেন: আমি উম্মুল-মু'মিনীন হযরত 'আঈশা (রা.)-এর কাছে জানতে চাইলাম, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন রাতের বেলার নামায আদায় করতেন, তখন কিভাবে আরম্ভ করতেন ? উত্তরে তিনি ('আঈশা) বললেন, রাতে যখন তিনি নামায আদায় করতেন, তখন এ দু'আটি পড়ে নামায আদায় করতেন "হে আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রাঈল, মীকাঈল এবং ইসরাফীলের প্রতিপালক, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী ! তোমার বান্দারা যে সব বিষয়ে মতপার্থক্য করে থাকে, তুমি সেগুলোর ফয়সালা করবে। সত্য ও ন্যায়ের যে সব বিষয়ে মতপার্থক্য করা হয়েছে, সে সব বিষয়ে তুমি আমাকে পথ দেখাও। তুমি যাকে ইচ্ছা, সহজ সরল পথ দেখিয়ে থাকো। [১৭৪]

তিনি রাফিযী সম্প্রদায়ের ''আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ওযূর সময় পা ধৌত করার কথা বলেছেন, সেখানে তারা বিশ্বাস করে, ওযূতে পা ধোয়া লাগবে না বরং মাসিহ করতে হবে'' এ অসার বিশ্বাসের প্রতি ইব্ন খুযায়মাহ্

১৭৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৫৩, পৃ. ৪৯২

(রা.) কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما إذا كانتا غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف لا على ما زعمت الروافض أن الفرض نسح القدمين لا غسلهما إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة : ويل له وقال صلى الله عليه و سلم : ويل للأعقاب من النار إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه

-ওযূতে পায়ের গোড়ালীদ্বয় ধৌতকরণ পরিত্যাগের কঠোর পরিণতির অধ্যায়। এটি এ কথা প্রমাণ করে যে, যখন মোজা ও অন্যান্য বস্তু দ্বারা গোড়ালীদ্বয় ঢাকা থাকবে না, তখন দু'পায়ের গোড়ালী ধৌতকরণ ফরয, মাসিহ করা নয়। অথবা রাফিযীদের ধারণা, যেহেতু একবার ওযূ করে মোজা পরিধান করলে, যেমন মাসিহ করলে চলে, তেমনি সর্বক্ষেত্রে গোড়ালীদ্বয় মাসিহ করলেই চলবে। যদিও এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন দলীল নেই। তবে তাদের ক্ষেত্রে এ কথা বলা জায়িয হবে যে, তারা ফযীলাত ত্যাগ করেছে। যেমন হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি ওযূর সময় টাকনুসহ ধৌত করেনি, তার জন্য আগুনের শাস্তির দূর্ভোগ রয়েছে।'

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ ِ بْنِ عَمْرٍو،قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّى إِذَا كُنّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّئُوْا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ بَيْضُ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ،فَقَالَ رَسُوْلُ ِ : وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ

-' 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে মক্কা থেকে মদীনার দিকে ফিরে আসতেছিলাম। পতিমধ্যে আমরা যখন এক জায়গায় পানির কাছে পৌঁছলাম, তখন কিছু সংখ্যক লোক 'আসরের নামাযের সময় তাড়াহুড়ো করলো। তারা ওযূও করলো তাড়াহুড়ো করে। আমরা যখন তাদের কাছে পৌঁছলাম, তখন তাদের পায়ের গোড়ালীসমূহ চক্‌চক্ করতে দেখলাম, অর্থাৎ গোড়ালীসমূহে পানি স্পর্শ করেনি। এ দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এ ধরণের গোড়ালীওয়ালারা দোযখের আগুনে ধ্বংস হবে। তাই তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করো। (অর্থাৎ ওযূর সময় ভালভাবে পা ধুয়ে নাও, যাতে কোন স্থান শুকনো না থাকে।)[১৭৫]

তিনি এ সংক্রান্ত আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء

- ওযুর মধ্যে পায়ের তালুসমূহ ধোয়া ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কঠোরতা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ ِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزبَيْدِيْ : أَنهُ سَمِعَ النبِي قَالَ : وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْأَقْدَامِ مِنَ النار

-' 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল-হারিছ ইব্‌ন জায (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি (রসূল) বলেন, পায়ের গোড়ালী ও পায়েরতালুসমূহ জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।'[১৭৬]

এ ব্যাপারে অপর শিরোনাম এমন,

باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين

---

১৭৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৬১, পৃ. ৭৫

১৭৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৬৩, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

-ওযূতে পায়ের তালু ধৌতকরণ ত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণাম সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এটি এ কথার ব্যাপারে দলীল সাব্যস্ত করে যে, পায়েরতালু মাসিহকারী ওযূর ফরয আদায়কারী নন। বিষয়টি তেমন নয়, যেমনটি ধারণা করে থাকে রাফিযীরা যে, উভয় পায়েরতালু মাসিহ করা ফরয, উভয় টাকনু সম্পূর্ণরূপে ধৌত করতে হবে না (মাসিহ করতে হবে)।

তিনি রাফিযী ও খারিজী সম্প্রদায়ের মতকে প্রত্যাখ্যান করতে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب ذكر البيان أن الله عز و جل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله : { وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى : اغسلوا وجوهكم و أيديكم و أرجلكم وامسحوا برؤوسكم فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين كما قال ابن مسعود و ابن عباس و عروة بن الزبير : و أرجلكم الى الكعبين قالوا رجع الأمر إلى الغسل

-এটি ঐ কথা বিবরণের পরিচ্ছেদ, যেখানে মহান আল্লাহ্ তা‘আলা উভয় পদযুগোল ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন: তোমরা পদযুগল টাকনুসহ ধৌত করো। {আল-কুর'আন, ৫: ৬} এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা ধৌতকরার নির্দেশ দিয়েছেন, মাসিহ করার নির্দেশ দেন নি। যেমনটি ধারণা করে রাফিযী ও খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাদের এমন ধারণার বিপরীত দলীল হলো, এখানে বক্তা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, ওযূর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অর্থাৎ কোনটি আগে করতে হবে, আর কোনটি পরে করতে হবে, (যেমন প্রথমে) তোমাদের মুখমণ্ডল, হস্তসমূহ কনুই সহ ধৌত করো এবং পদযুগল টাকনুসহ ধৌত করো। আর দু'পায়ের উল্লেখের মাধ্যমে পা মাসিহ করার বিষয়টি পূর্বে আনা হয়েছে। যেমনটি ইব্ন মাস‘উদ, ইব্ন ‘আব্বাস ও ‘উরওয়া ইব্ন যুবায়র বলেছেন। ‘তোমরা পদযুগল টাকনুসহ’ এই আয়াতাংশের মাধ্যমে তারা ধৌত করার হুকূম পূনরায় প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন।’

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ فِيْ صِفَةِ إِسْلَامِهِ، وَقَالَ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ ِ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوَضُوْءِ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَقَالَ : ثُمَّ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ

-‘হযরত ‘আমর ইব্ন ‘আনবাসাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি দীর্ঘ বর্ণনা সম্বলিত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা.) ! ওযূ সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিন। অতপর তিনি দীর্ঘ হাদীছ উল্লেখ করে বললেন, অতপর আল্লাহ্র নির্দেশ মত, যখন কেউ দু'পায়ের গোড়ালি (টাকনু) সহ ধৌত করেন, তখন তার পায়ের পাপ সমূহ পানির সাথে আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়।’[১৭৭]

তিনি ‘**كِتَابُ الصَّلَاةِ**’ এর মধ্যে এমন একটি শিরোনাম উল্লেখ করেছেন, যেখানে কিছু সংখ্যক ‘উলামা-ই কিরামদের মতামত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما وخلاف قول من زعم أنه يسبح في الأخريين ولا يقرأ في الأخريين منهما وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه من الفرقان وأمره عز و جل بتعليم أمته صلاتهم

১৭৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৬৫, পৃ. ৭৭

-যুহর ও 'আসরের নামাযের প্রথম দু'রাকা'আতে সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা পাঠ এবং পরবর্তী দু'রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এটি ঐ ব্যক্তির মতের বিরোধী, যে ধারণা করে যে, যুহর ও 'আসর নামাযের শেষ দু'রাকা'আতে ইচ্ছা করলে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে শেষ দু'রাকা'আতে কয়েকবার তাসবীহ পাঠ করতে পারে। এটি তাদের মতের বিরোধী যারা ধারণা করে যে, ফরয নামাযের শেষের দু'রাকা'আতে তাসবীহ পাঠ করবে, সূরা বা ক্বির'আত পাঠ করবে না। আর এ কথাও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাহ বিরোধী যাঁকে তিনি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়ার জন্য কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) তাঁকে তাঁর উম্মাতকে নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

نْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَن رَسُوْلَ ـ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ وَسُوْرَةٍ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

-''আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী ক্বাতাদাহ্ তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যুহর ও 'আসরের নামাযে (প্রথম দু'রাকা'আতে) দু'রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি সূরা পাঠ করতেন এবং কখনো কখনো তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। আর শেষের দু'রাকা'আতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।'[১৭৮]

তিনি '**كِتَابُ الصَّوْمِ**' এর মধ্যে একটি শিরোনাম উল্লেখ করেছেন এভাবে,

باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء فأنكر الخبر و توهم أن أبا هريرة مع جلالته و مكانه من العلم غلط في روايته و الخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر

-'যে রোযা রাখার ব্যাপারে তিরস্কার করা হয়েছে, সে সম্পর্কিত হাদীছ উল্লেখের পরিচ্ছেদ। যখন বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র হওয়া ব্যক্তি গোসল করার পূর্বে যদি প্রভাত হয়ে যায়, এমন উক্তির সঠিক মর্মার্থ না বুঝার কারণে তিনি হাদীছটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ধারণা করেন যে, আবূ হুরায়রাহ্ (রা.) **عِلْمُ الحَدِيْثِ**- এ গভীর বুৎপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন। অথচ এটি প্রমাণিত যে, বর্ণনার দিক বিবেচনায় হাদীছটি সহীহ, যদিও হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। তবে আবূ হুরায়রাহ্ (রা.) হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করার কারণে রহিত হয়েছে বিষয়টি এমন নয়।'

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرحْمَنِ حَتى دَخَلَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ،وَكِلاهُمَا قَالَتْ: سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرحْمَنِ حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ، فَحَدثَاهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا انْطَلَقْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: أَهُمَا قَالَتَا لَكُمَا؟ قَالَا: نَعَمْ،قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ، إِنَّمَا أَنبَأَنِيهِ الْفَضْلُ

-' হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠবেন, সে রোযা রাখবেন না। রাভী বলেন, এ কথার পর আবূ বকর ও তাঁর পিতা 'আবদুর্-রহমান উম্মু সালামাহ্ ও 'আঈশা (রা.)-এর কাছে গেলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতেন এবং রোযাও রাখতেন। তখন আবূ বকর ও তাঁর পিতা উভয় মারওয়ানের কাছে আসলেন এবং তাঁরা হাদীছটি শুনালেন। মারওয়ান বললেন, আমি তোমাদেরকে কসম করে বলছি, তোমরা কেন আবূ হুরায়রাহ্ (রা.)-এর কাছে গিয়েছিলে ? তাঁরা তাকে হাদীছটি শুনালেন। তিনি বললেন, তাঁরা (উম্মে সালামাহ্ ও 'আঈশা) দু'জন তোমাদের এমনটি শুনিয়েছেন ?

---

১৭৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৫০৩, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁরা উভয়ই বিষয়টি অধিক জানেন। তবে ফযল আমাকে এ খবরটি দিয়েছিলেন।’[১৭৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) মানুষকে সুন্নাহর অনুস্বরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং বিদ‘আতপন্থী ‘উলামাদের ভ্রান্ত মত যা য‘ঈফ ও দুর্বল হাদীছের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ফিকহী মাস’আলা বর্ণনায় সহীহ ইব্‌নহিব্বানের পদ্ধতি

ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাঁর **صحيح أبن حبان** গ্রন্থে ফিকহী ও ‘আক্বীদার মাস’আলা উপস্থাপনের বিষয় দু’টি দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করেছেন। নিম্নে সে সম্পর্কে কিছু উপস্থাপন করছি।

ফিকহী মাস’আলা প্রতি তাঁর গুরুত্ব

তিনি তাঁর **صحيح أبن حبان** গ্রন্থে হাদীছের টীকাটিপ্পনীর ব্যাপারে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি ফিকহী বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। পরিচ্ছেদগুলোর শিরোনামের দিকে দৃষ্টি দিলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। তিনি পরিচ্ছেদসমূহরে শিরোনাম এমনভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, ফিকহী মাস’আলা সমাধান পরিচ্ছেদের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন নিম্নোক্ত উদাহরণের দিকে দৃষ্টি দিলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إلى الجمعة في ثياب مهنهم فلذلك أمروا بالاغتسال لها

-একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পোষাক পরিধান করে কর্ম করতো, সে পরিধেয় বস্ত্র গায়ে জাড়িয়েই মাসজিদে গমন করতো। তাই তাদেরকে জুমু‘আর নামাযের জন্য গোসলের নির্দেশ সংবলিত পরিচ্ছেদ।

তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : «كان الناسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلى الجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَوْ اغْتَسَلْتُمْ ».

-‘হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করতো এবং ঐ সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেই মাসজিদে যেতো (যে পরিধেয় বস্ত্র গায়ে জড়িয়ে কর্ম করতো)। তাদেরকে বলা হলো, (রসূলুল্লাহ্) যদি তোমরা গোসল করে মাসজিদে আসতে (তবে উত্তম হত)।[১৮০]

তিনি অপর একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

---

১৭৯. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২০১৩, পৃ. ৮৬২

১৮০. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩৬, পৃ. ৩৬-৩৭

ذكر الخبر المصرح بأن النبي صلى الله عليه و سلم هو الذي أمر بلالا بتثنية الأذان وإفراد الإقامة لا معاوية كما توهم من جهل صناعة الحديث فحرف الخبر عن جهته

-একটি সুস্পষ্ট হাদীছ যার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দাবলী দু'বার এবং ইক্বামাতের শব্দাবলী একবার বলার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে মু'আবিয়াকে নয়। যেমনটি হাদীছ শাস্ত্রে অজ্ঞ ব্যক্তিরা ধারণা করে থাকেন। সুতরাং সে হাদীছটিকে তার পক্ষ থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে।

তিনি এ পরিচ্ছেদের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لما أَمَرَ النبي بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصلاةِ أَطَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَفِي يَدِهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ أَدْعُو بِهِ إِلَى الصلاةِ، قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ بَلَى، قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ تَقُولُ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ، حَيَّ عَلَى الصلاةِ، حَيَّ عَلَى الصلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصلاةَ الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ، حَيَّ عَلَى الصلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصلاةُ الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ (إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ ، قُمْ فَأَلْقِ عَلَى بِلَالٍ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا) فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِي عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِذَلِكَ، فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَقَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَأُرِيتُ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ)

-'হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মানুষদেরকে নামাযে একত্রিত করার জন্য ঘন্টা বাজানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ('আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা.) বলেন) আমি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম, দু'টি সবুজ রংয়ের পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি হাতে ঘন্টা নিয়ে যাচ্ছে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বান্দাহ তুমি কি ঘন্টাটি বিক্রি করবে ? সে বলল, তুমি এটি দিয়ে কি করবে ? আমি বললাম, ঘন্টা বাজিয়ে মানুষদেরকে নামাযের দিকে আহবান জানাবো। সে বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের সংবাদ দিব ? আমি বললাম হ্যাঁ। সে বলল, তুমি যখন (মানুষদের নামাযের জন্য) আহবান জানাতে চাইবে, তখন বলবে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আশহাদু আল্-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্-রসূলুল্লাহ্ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্-রসূলুল্লাহ্, হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ্ হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ্, হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তারপর সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। অতপর বলল, যখন তুমি নামাযের দাঁড়াবে, তখন বলবে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্-রসূলুল্লাহ্, হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ্, হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ, কদ্ক্বমাতিস্-সলাহ্ কদ্ক্বমাতিস্-সলাহ্, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আমি যখন সকালে (ঘুম থেকে) উঠলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গিয়ে (স্বপ্নের কথা) বললাম, তিনি বললেন, (আল্লাহ্র ইচ্ছায় তুমি সত্য স্বপ্ন দেখেছো। বিলালের সাথে যাও এবং তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো তা বলো, সে (সেভাবে) আযান দিবে। কারণ তোমার চেয়ে বিলালের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ঠ)। রাভী বলেন, আমি (রসূলুল্লাহ্র কথা মত) বিলালে কাছে গেলাম এবং স্বপ্নের কথাগুলো তাঁকে বললাম। তিনি (সে অনুযায়ী) আযান দিলেন। (রাভী বলেন) 'উমার (রা.) তা শুনে তাঁর ঘর থেকে চাদর ছেহঁড়াতে ছেহঁড়াতে বের হয়ে এসে বললেন, সে সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁকে স্বপ্নে যা দেখানো হয়েছে, আমাকেও তা-ই দেখানো হয়েছে। (রাভী বলেন, তাঁর কথা শুনে) রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য)।'[১৮১]

তিনি একই বিষয়ে অপর একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

---

১৮১. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৬৭৯, পৃ. ৫৭২-৭৩

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الناس التراويح في شهر رمضان ليست سنة

-যে ব্যক্তি ধারণা করে, রমযান মাসে তারাবীহর নামায জামা'আতে আদায় করা সুন্নাত নয়, তার এই কথার অসারতা প্রমাণকারী হাদীছের আলোচনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبَيْرِ أن عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أن رَسُوْلَ ِ صَلّى ُ عَلَيْهِ وَسلمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ الليْلِ فِيْ المَسْجِدِ فَصَلى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ فَأَصْبَحَ الناسُ يَتَحَدّثُوْنَ بِذَلِكَ فَاجْتَمعَ أَكْثَرُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ ِ صَلّى ُ عَلَيْهِ وَسلمَ فِيْ الليْلَةِ الثانِيَةِ فَصَلوْا بِصَلاتِهِ فَأَصْبَحَ الناسُ يَتَذاكرُوْنَ ذَلِكَ فَكثر أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ الليْلَةِ الثّالِثَةِ فَخَرَجَ يُصَلّيْ بِهِمْ فَصَلوْا بِصَلاتِهِ فَلما كانَتِ الليْلَةُ الرابِعَةَ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ ِ صَلّى ُ عَلَيْهِ وَسلمَ حَتّى خَرَجَ لِصَلاةِ الفَجْرِ فَلمّا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى الناسِ ثُم تَشَهّدَ فَقَالَ : (أما بَعْدُ إنهُ لمْ يَخْفَ عَلي شَأْنُكُمْ الليْلَةَ وَلكِنّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاةُ الليْلِ فَتَعجِزُوْا عَنْهَا

-' হযরত 'উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি 'আঈশা (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মধ্যরাতে (ঘর থেকে) বেরিয়ে মাসজিদে নামায আদায় করলেন। তখন একদল লোকও তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলো এবং সকালে (নামাযে উপস্থিত থাকা) লোকেরা এ বিষয়টি নিয়ে (অন্যদের সাথে) আলোচনা করলো। ফলে সেদিনের চাইতে (পরের দিন) অনেক বেশী লোক সমবেত হলো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্বিতীয় রাতে বের হলেন এবং লোকেরা তাঁর সাথে নামায আদায় করলো। ঐদিন সকালেও লোকেরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। এতে তৃতীয় রাতে মাসজিদে লোক সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেলো। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বের হয়ে এলেন। লোকেরা তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলো। চতুর্থ রাতে মাসজিদে লোকদের স্থান সংকুলান হলো না। কিন্তু (পরবর্তী রাতে) রসূলুল্লাহ্ (সা.) তারাবীর নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে তাদের সাথে মাসজিদে একত্রিত হলেন না। ফজরের নামাযের জন্য (ঘর থেকে) বের হলেন। (ফজরের) নামায আদায় করার পর, মুসল্লিদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন এবং তাশাহ্হুদ পাঠের পর বললেন, আজ রাতে তোমাদের অবস্থা আমার কাছে গোপন থাকে নি। তবে আশংকা হয়েছিলো যে, গত রাতের (তারাবীহ) নামায তোমাদের উপর ফরয না হয়ে যায়; আর তোমরা তা পালনে অক্ষম হও।[১৮২]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا ابتدأ في صلاة الكسوف وصلى بعضها ثم انجلت عليه أن يتم باقي صلاته كسائر الصلوات لا كصلاة الكسوف

-এমন হাদীছের উল্লেখ যা, এ কথার উপর প্রমাণ বহন করে, এক ব্যক্তি সূর্যগ্রহণের নামায আরম্ভ করে এবং কিছু অংশ আদায় করার পর সূর্যগ্রহণ কেটে গেলে নামাযের বাকী অংশ সাধারণ নামাযের ন্যায় পরিপূর্ণ করবে, সূর্যগ্রহণের নামাযের মত নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي بِأَسْهُمٍ بِالْمَدِينَةِ إِذْ خَسَفَت، فَنَبَذْتُهَا. فَقُلْتُ: وَاللهِ لأَنْظُرَنّ يَحْدِثُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشّمْسِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ ﷺ قَائِمٌ فِي الصّلاَةِ. رَافِعٌ يَدَيْهِ. قَالَ: فَجَعَلَ يُسَبّحُ، وَيَحْمَدُ، وَيُكَبّرُ، وَيُهَلّلُ، وَيَدْعُو. حَتّى حُسِرَ عَنْهَا. فَلَمّا حُسِرَ عَنْهَا، قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ.

-''আবদুর্-রহমান ইব্ন সামুরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি (একদা) মদীনাতে তীর-ধনুক অনুশীলন করতেছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ হলো। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং ভাবলাম, সূর্যগ্রহণ কালে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি করেন তা অবশ্যই আমি দেখবো। আমি তাঁর কাছে আসলাম। তখন তিনি নামাযে দন্ডায়মান ছিলেন, তিনি

১৮২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৫৪৫, পৃ. ২৮৬

হাত তুলে তাসবীহ, হামদ, তাকবীর, তাহ্লীল ও দু'আ পাঠে মাশগুল ছিলেন। এমন সময় সূর্যগ্রহণ কেটে গেলো। সূর্যগ্রহণ কেটে যাওয়ার পর তিনি (রসূলুল্লাহ্) দু'টি সূরা পড়লেন ও দু'রাকা'আত নামায আদায় করলেন।[১৮৩]

ইব্ন হিব্বান (র.) এভাবেই পরিচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যেই ফিকহী মাস'আলা সমাধান দিয়েছেন।

এখন আমরা উল্লেখ করবো এমন কিছু হাদীছ, যে হাদীছের বর্ণনার পর ইব্ন হিব্বান (র.) তার ফিকহী সমাধান টীকাটিপ্পনীতে দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة

-জুমু'আর দিনে গোসলের নির্দেশ সংবলিত হাদীছের উল্লেখ যা মুস্তাহাবের জন্য, আবশ্যকতার জন্য নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণীত নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন,

أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ لٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ. فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتّى سَمِعْتُ النّدَاءَ. فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنّ تَوَضّأْتُ. قَالَ عُمَرُ: وَالْ ضُوءَ أَيْضاً وَقَدْ عَلِمْتَ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

-' হযরত সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: 'উমার ইব্নুল-খত্ত্বাব (রা.) জুমু'আর দিনে আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে জনৈক সাহাবী মাসজিদে প্রবেশ করলেন। 'উমার (রা.) তাকে জোরে ডেকে বললেন, এটি কিসের সময়? ঐ ব্যক্তি বললেন, আমি আজ কাজে ব্যস্ত ছিলাম, ঘরে ফিরে না যেতেই আযান শুনতে পেলাম, তাই আমি ওযূর অতিরিক্ত কিছুই করতে পারিনি। 'উমার (রা.) বললেন, শুধু ওযূই করেছো ! তুমি তো জানো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) (এমন অবস্থায়) গোসল করে আসার জন্য নির্দেশ দিতেন।'[১৮৪]

উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনার পর ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছে জুমু'আর নামাযের জন্য আগত মুসল্লীদের প্রতি গোসল আবশ্যক না হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। কারণ 'উমার (রা.) মাসজিদে খুতবাদানের সময় যিনি মাসজিদে আগমন করেছিলেন, তিনি হযরত 'উছমান (রা.) ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি শুধুমাত্র ওযূ করেই মাসজিদে এসেছেন। 'উমার (রা.) তাঁকে গোসলের নির্দেশও দেন নি এবং সাহাবীদের মধ্যে কাউকে গোসলের জন্য বাড়ীতে ফিরে গিয়ে, গোসল সেরে জুমু'আর জন্য আবার মাসজিদে ফিরে আসার উপদেশও দেন নি। সুতরাং আমাদের বর্ণনার উপর সাহাবীদের ঐক্যমত, এ কথাই প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে জুমু'আর দিনে গোসলের নির্দেশ ছিলো মুস্তাহাবের জন্য, ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নয়।'[১৮৫]

তিনি অপর একটি বিষয়ের উপর একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز

-'আলিমদের মধ্যে যারা পাগড়ির উপর মাসিহ বৈধ মনে করে না, সে সম্পর্কিত হাদীছের বর্ণনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنّ رَسُولَ ِ صَلَى ِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ

---

১৮৩. পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৮৪৮, পৃ. ৯২

১৮৪. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩০, পৃ. ৩০-৩১

১৮৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২

-‘হযরত মুগীরাহ্ ইব্ন শু‘বাহ্ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ওযূ করার মধ্যে (মাথার) সম্মুখভাগের কেশ ও পাগড়ির উপর মাসিহ্ করেছেন।[১৮৬]

ইব্ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছের وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জ্ঞানের ব্যাপারে যারা আনাড়ী তারা সংশয় প্রকাশ করেছে যে, সম্মুখভাগের কেশ ছাড়া পাগড়ির উপর মাসিহ করা অবৈধ। তারা ‘আমর ইব্ন উমাইয়া (রা.)-এর হাদীছকে সংক্ষিপ্ত মনে করেছে এবং মুগীরাহ্ (রা.)-এর হাদীছকে ঐ হাদীছের ব্যাখ্যাকারক সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ তারা বলতে চাচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রথমে পাগড়ি ছাড়া শুধুমাত্র সম্মুখভাগের কেশ মাসিহ করার পর, আবার সম্মুখভাগের কেশ সহ পাগড়ির উপর মাসিহ করেছেন। আর এটি তখনই হবে, যখন মাথার সম্মুখভাগের কেশ থাকে। মূলত বিষয়টি এমন নয় বরং রসূলুল্লাহ্ (সা.) ওযূর মধ্যে মাথা মাসিহ করছেন এবং সম্মুখভাগের কেশ ছাড়াই পাগড়ির উপর মাসিহ করেছেন। তিনি (রসূল) তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে তিনবারসম্মুখভাগের কেশ ও পাগড়ির উপর মাসিহ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেকটি সুন্নাতই অনূসৃত তবে বিষয়টি এমন নয় যে, কোনটি ওয়াজিব আর কোনটি মাকরূহ।[১৮৭]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه

-এমন হাদীছের উল্লেখ, যা প্রমাণ করে যে, মানুষের চুল পবিত্র, সুতরাং তা পানিতে পড়লে পানি নাপাক হয় না। আর চুল যদি মানুষের কাপড়ের সাথেও থাকে, তাহলে সে অবস্থায় নামায আদায় বৈধ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : ى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدْنِ فَنُحِرَتْ ، وَالْحَلاقُ **جَالِسٌ عِنْدَهُ** ىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَبَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى شِقِّ جَانِبِهِ الأَيْمَن عَلَى شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ **لِلْحَلاقِ :** لِقْ ، فَحَلَقَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ، ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جَانِبِ شِقِّهِ الأَيْسَر عَلَى شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاقِ : **احْلِقْ ، فَحَلَقَ ، فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِي فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ**

-‘হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরবানীর দিনে একটি জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করলেন। অতপর তিনি পশু কুরবানীর নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁর কাছে মাথামুণ্ডনকারী বসা ছিলো। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ হাতে স্বীয় মাথার চুল সোজা করলেন এবং মাথার ডানদিক থেকে একমুষ্টি চুল ধরে মুণ্ডনকারীকে মুণ্ডাতে বললেন। তিনি মুণ্ডিয়ে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই মুণ্ডানো চুলগুলো উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। অতপর তিনি তাঁর মাথার বামদিক থেকে একমুষ্টি চুল ধরে মুণ্ডনকারীকে মুণ্ডাতে বললেন, তিনি মুণ্ডিয়ে দিলেন। তিনি (রসূল) আবূ তালহা আল-আনসারী (রা.)-কে ডেকে মুণ্ডানো চুলগুলো তাঁর হাতে দিয়ে দিলেন।’[১৮৮]

উপরোক্ত হাদীছের ফিকহী সমাধানে ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, সাহাবীদের মাঝে মুণ্ডানো চুলগুলো বণ্টন করা এটিই প্রমাণ করে যে, মানুষের চুল বা লোম পবিত্র। কারণ সাহাবা-ই কিরাম (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুণ্ডানো চুল বারাকার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ তা কোমরে বেঁধেছিলেন, কেউ কেউ তা পকেটে রেখেছিলেন এবং এ অবস্থায় সাহাবীরা নামায আদায় করেছিলেন, প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম করতে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করেছিলেন। এমনকি তাঁদের অনেকেই চুলগুলো কাফনে রেখে দেয়ার ওয়াসিয়াত করেছিলেন। আর যদি চুল নাপাক হতো, তাহলে

---

১৮৬. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৩৪৬, পৃ. ১৭৬

১৮৭. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৭

১৮৮. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং-১৩৭১, পৃ. ২০৬

তিনি (রসূল) সাহাবীদের মাঝে নাপাক জিনিস বণ্টন করতেন না। আর এমন হলে, সাহাবীদের তা থেকে বারাকাহ্ নিতে বলতেন না। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চুল পবিত্র সাব্যস্ত হলো, তাই উম্মাতের চুলও পবিত্র। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শরীরের যে অংশ পবিত্র, উম্মাতের হুবহু সে সমস্ত অংশও অপবিত্র হওয়া অসম্ভব।'[১৮৯]

তিনি অপর একটি বিষয়ের উপর পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيرة عند إرادته الطهارة لحدثه

-ইমামের ওযূ বিনষ্ট হলে, ইমামাতির দায়িত্ব ছেড়ে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বলে (ইশারায়) যাওয়ার বৈধতার বর্ণনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النبي صلى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمًا ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَاغْتَسَلَ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ

-'আবূ বাকরাহ্ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিন ফজরের নামাযের তাকবীর দিলেন। তারপর তিনি তাদের (লোকদের) ইশারা করে চলে গেলেন। তিনি গোসল সেরে আবার মাসজিদে আসলেন এমন অবস্থায় যে, মাথা থেকে পানি টপটপ করে পড়ছিলো। অতপর তিনি লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন।'[১৯০]

ইব্ন হিব্বান (র.) উক্ত হাদীছের ফিকহী সমাধানে বলেছেন, **فَصَلَّى بِهِمْ**-এর মর্মার্থ হলো, নতুনভাবে আবার তাকবীর দিয়ে নামায আদায় করেছিলেন। মর্মার্থ এই নয় যে, পূর্বের নামাযের পর এই নামায 'বিনা' করেছেন। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গোসলের জন্য চলে যাওয়া এবং তিনি তা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত মুক্তাদীরা আপন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। যারা নামাযের 'বিনা' বৈধতার স্বপক্ষে এই হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে, তাদের উপর জোর আপত্তি আসে যে, ইমাম গোসল করতে চলে যাওয়া ও ফিরে আসা এবং ক্বিরা'আত পড়া ছাড়া মুক্তাদীরা দাঁড়িয়ে থাকার পরও নামায নষ্ট হবে কি না ? অথচ তাদের ভাষ্যানুযায়ী, একথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, এমন অবস্থায় নামায বিশুদ্ধ হবে না। তাই একথার দ্বারা এটিও প্রমাণিত হলো যে, নামাযে 'বিনা' জায়েয নেই। তাছাড়া তাদের মতে, ইমামের পিছনে ক্বিরা'আত পড়া ওয়াজিব, এদিক থেকেও তাদের উপর আপত্তি আছে। কারণ ইমামের ক্বিরা'আত ছাড়া শুধু মুক্বতাদীদের দাঁড়িয়ে থাকাকে বিশুদ্ধ বলতে হবে, না হয় ঐ মুক্বতাদীকে ইমামের পেছনে ক্বিরা'আত পড়ার বৈধতা দিতে হবে, যদিও তাদের সামনে কোন ইমাম নাও থাকে।[১৯১]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرء بالمعصية لا يجب أن يلعن

-যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, কোন ব্যক্তি গুনাহ করলে, তাকে অভিসম্পাত করা আবশ্যক নয়, এমন ধারণা যে অমূলক সে সম্পর্কিত হাদীছের উল্লেখ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

ن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

---

১৮৯. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭-০৮

১৯০. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২২৩৫, পৃ. ৫

১৯১. পূর্বোক্ত, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: চোরের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত বা অভিসম্পাত তখন নিপতিত হয়, যখন সে একটি ডিম চুরি করে এবং এর জন্য তার হাত কাটা হয় এবং সে একটি রশি চুরি করে, এবং এর জন্য তার হাত কাটা হয়।'[১৯২]

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, ধারণা করা যায়, **الْبَيْضَةَ** বা ডিম দ্বারা এখানে লৌহ শিরস্ত্রান বা উঠ পাখির ডিমকে বুঝানো হয়েছে। যার মূল্য এক দিনারের এক চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশী। আর রশি দ্বারা ঐ রশি উদ্দেশ্য যা গভীর কূপে বা সমুদ্রে নিয়োজিত জলযানে ব্যবহৃত হয়। কারণ সাধারণভাবে হিজাযবাসীদের কূপগুলো সুগভীর থাকায় সেখানে চাবি লাগানো থাকে যাতে, বালতি সহ রশি সংযুক্ত থাকে। রাতের বেলায় তা এভাবে রেখে চলে যায়। আবার জলযান যখন নোঙ্গর করা হয়, তখন পোতাশ্রয়ে এভাবে ফেলে রাখা হয়, পথিকরা তার পাশ দিয়ে যাতায়াত করে। আর তাই রসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ সমস্ত বস্তু আত্নসাতের উদ্দেশ্যে ধরতে নিষেধ করেছেন, তবে তা থেকে উপকার নেয়া বৈধ।[১৯৩]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته

-একজন ব্যক্তির জন্য অল্প বয়সী ভেড়া বা দুম্বা কুরবানী দেয়ার বৈধতার বর্ণনা।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ بشير بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَضْحى فَزَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ ـِ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ أُضْحِيَةً أُخْرَي، قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ: لا أَجِدُ إلا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُوْلُ ـِ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ

-'হযরত বাশীর ইব্ন ইয়াসার থেকে বর্ণীত আছে, (তিনি বলেন) কুরবানীর দিন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্বে আবূ বুরদাহ্ ইব্ন নিয়ার পশু কুরবানী সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে পূনরায় কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আবূ বুরদাহ্ বললেন, আমি অল্প বয়সী পশু ছাড়া কুরবানীর পশু পাচ্ছি না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যদি অল্প বয়সী পশু ছাড়া পশু না পাও তাহলে তাই কুরবানী করো।'[১৯৪]

উপরোক্ত হাদীছের ফিকহী সমাধান ইব্ন হিব্বান (র.) এভাবে দিয়েছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক পুনরায় কুরবানী করার নির্দেশ মুস্তাহাবের জন্য এবং উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। অর্থাৎ কুরবানীর ফযীলাত সেই লাভ করবে, যে 'ঈদের নামাযের পর কুরবানী করবে। আর যার কুরবানী নামাযের পূর্বে হবে সেও ফযীলাত লাভ করবে। তবে কুরবানীর ফযীলাত নয়। কারণ যখন কোন কাজকে সময়ের সাথে ফযীলাত নির্ধারণ করে দেয়া হয় এবং তা ঐ সময় করার নির্দেশ দেয়া হয়, তারপরও যদি কেউ সময়ের পূর্বে কাজটি করে ফেলে, তাহলে সে প্রতিশ্রুত ফযীলাত থেকে বঞ্চিত হলেও সাধারণ ফযীলাত থেকে বঞ্চিত হবে না। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, চাশতের নামায চাশতের সময় পড়তে বলা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি তা রাতের কোন অংশে আদায় করে নেয়, তাহলে সে চাশতের নামাযের ফযীলাত লাভ করবে না বটে কিন্তু নামাযের যে ফযীলাত রয়েছে তা থেকে বঞ্চিত হবে না।[১৯৫]

আর এভাবেই ইব্ন হিব্বান (র.) হাদীছ বর্ণনা করেছেন ও হাদীছের মধ্যে আলোচিত ফিকহী মাস'আলা ব্যাপারে নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠা করতে মাস'আলাটি পর্যালোচনা পূর্বক বিরোধীপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করেছেন।

---

১৯২. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৭৪৮, পৃ. ৫৮

১৯৩. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৫৯-৬০

১৯৪. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৯০৫, পৃ. ২২৬

১৯৫. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২২৬-২৭

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

নাসখের বিধান আরোপে উভয়ের পদ্ধতি

নাসখের বিধান আরোপে সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌র পদ্ধতি

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর গ্রন্থে **ناسخ** বা রহিতকারী ও **منسوخ** বা রহিত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি এ বিষয়ে একটি নীতিমালা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যে হাদীছটি এই নীতির মধ্যে পড়বে সেটি **ناسخ** বা রহিতকারী ও **منسوخ** বা রহিতের আওতাভুক্ত হবে। তিনি নাসিখ, মানসূখ, মুক্বদ্দাম ও মু'আখ্খর সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে টীকাটিপ্পনীতে 'উলামা-ই কিরামদের বিতর্ক তুলে ধরেছেন এবং সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি পরিচ্ছেদের শিরোনামের মধ্যে আলোচিত হাদীছের ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া আলোচিত হাদীছের ব্যাপারে রহিত হওয়ার ধারণা পোষণকারীদের ধারণা সঠিক না হলে তিনি তাদের ধারণা খণ্ডন করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে প্রথমে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যেখানে একটি শিরোনাম দিয়েছেন এবং শিরোনামের অধীনে হাদীছ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।

আগুনে স্পর্শ করা খাবার খাওয়ার পর ওযূ রহিতকরণ

তিনি আগুনে স্পর্শ করা খাবার খেলে ওযূ আবশ্যক না হওয়া সম্পর্কিত বিধান সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه و سلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت

-আগুনে স্পর্শ করা অথবা আগুনে পোড়ানো খাবার খেয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ওযূ থেকে বিরত থেকেছেন এমন দলীল উল্লেখের পরিচ্ছেদ। যা আগুনে পাকানো ও আগুনো পোড়ানো খাবার খাওয়ার পর ওযূ করতে হবে এমন বিধান রহিতকারী। এ মর্মে দলীল হিসেবে দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

প্রথম হাদীছ:

عَنْ أبيْ هُرَيْرَةَ: أنَّهُ رَأى النَّبيّ (صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَتَوَضّأُ مِنْ ثوْرِ أقطّ ثمّ رَأى أكْلَ كَتْفَ شَاةٍ ثمّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضّأ

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পনিরের নির্জাস থেকে ওযূ করতে দেখলেন। অতপর তাঁকে ছাগলের কাঁধের গোশত খেতে দেখলেন। তারপর তিনি নামায আদায় করলেন কিন্তু ওযূ করলেন না।'[১৯৬]

দ্বিতীয় হাদীছ:

عَنْ جَابِر بن عَبْد قَالَ: آخِرَ الأمْرَيْن مِنْ رَسُوْلِ الله (صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تَرَكَ الْوَضُوْء مِما مَستِ النارُ

---

১৯৬. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৪২, পৃ. ২৫,

Dhaka University Institutional Repository

-'হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, যে সকল বস্তুকে আগুনে স্পর্শ করেছে, তা আহার করার পরে ওযূ করা ও না করার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর শেষ কাজটি ছিলো ওযূ না করা।'[১৯৭]

বীর্যস্খলন ছাড়া স্ত্রীসঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল রহিতকরণ

তিনি বীর্যস্খলন ছাড়া স্ত্রীসঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল রহিত হওয়া সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যে সংক্রান্ত মাস'আলার ব্যাপারে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) তিনটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে এমন হাদীছ নিয়ে এসেছেন যা বীর্যস্খলন ছাড়া স্ত্রীসঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল আবশ্যক করে না, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বীর্যস্খলন ছাড়া স্ত্রীসঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল পরিত্যাগের হুকুম রহিত করে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে পুরুষ ও মহিলার উভয় যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলেই গোসল আবশ্যক করে। চাই বীর্যস্খলন হোক বা না হোক। তিনি প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها

-'বীর্যস্খলন ছাড়া স্ত্রী সঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসলে শিথিলতা সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণীত হাদীছসমূহের উল্লেখ, যার (যে সমস্ত হাদীছের) কিছু কিছু হুকুম রহিত হয়ে গেছে।'

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلاَ يُنْزِلُ ،قَالَ :« لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ». ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - - قَالَ :فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَامِ وَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ ِ وَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالُوْا: مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ أَبُوْسَلَمَةَ وَحَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-'যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা.) হযরত 'উছমান (রা.)-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে কিন্তু বীর্যস্খলন হয়নি (সে কী গোসল করবে?)। উছমান (রা.) বললেন, তার উপর গোসল আবশ্যক নয়। অতপর উছমান (রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এমনটি শুনেছি। রাভী বলেন, তারপর আমি এ ব্যাপারে 'আলী ইব্ন আবী ত্বলিব, যুবায়র ইব্নুল-'আওয়াম, ত্বলহা ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ এবং উবায় ইব্ন কা'ব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরাও একই কথা বললেন। আবূ সালামাহ্ বলেন, আমার কাছে 'উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র বলেন, তিনি আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনিও একই কথা বলেছেন।'[১৯৮]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء

- বীর্যস্খলন ছাড়া স্ত্রী সঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল রহিত হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।'

তিনি এ পরিচ্ছেদে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أُبَيِّ بن كعب (رَضِيَ اللهُ عَنْه) قَالَ: إِنَّ أَلْفُتْيَا الَّتِيْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُوْلُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم) فِيْ أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ بَعْدَهَا

-'হযরত উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, (বীর্যস্খলন ব্যতীত স্ত্রী সঙ্গমের ক্ষেত্রে গোসল) ফাতাওয়া সম্পর্কে তারা বলতো, পানির পরিবর্তে পানির আবশ্যকতা (বীর্যস্খলনে গোসলে আবশ্যকতা আসে), এ ক্ষেত্রে

---

১৯৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪৩, পৃ. ২৬

১৯৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ২২৪, পৃ. ১০০-১০১

শিথিলতা ছিল, যে শিথিলতার কথা ইসলামের প্রাথমিক যুগে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন।'[১৯৯]

তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ الْفُتْيَا فِي الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

-'উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে পানির পরিবর্তে পানির ফাতাওয়া ছিল। কিন্তু (পরবর্তীতে) রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিষেধ করেছেন।'[২০০]

তিনি সর্বশেষ এই হাদীছটি উল্লেখ করেছেন,

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ

-'হযরত যুহরী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমার কাছে সাহল ইব্ন সা'আদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (রসূলুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণীত) আনসার সাহাবীরা বলতো, পানির পরিবর্তে পানির আবশ্যকতা। আর ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই শিথিলতা ছিল। (কিন্তু) পরবর্তীতে তিনি আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন।'[২০১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى

-লিঙ্গদ্বয় স্পর্শ্ব করার কারণে গোসল আবশ্যক হওয়া অথবা উভয় লিঙ্গ মিলিত হওয়া, বীর্যস্খলন যদি না ও হয়, তবুও গোসল আবশ্যক।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ. **فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ: زَادَ أَبُو** مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : **إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. وَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ** : لَا حَتَّى يَدْفُقَ، **قَالَ أَبُو مُوسَى**: أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ، **فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ** رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، **فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ** : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي مِنْهُ، **فَقَالَتْ : لَا تَسْتَحِي أَنْ تَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ** تَسْأَلُ عَنْهُ **أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ. قَالَ: قُلْتُ** : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ **قَالَتْ** : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ، قَالَ رَسُو اللهِ - - :« **إِذَا** جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ ».

-'হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, তাঁরা (একদা) বসে এ ব্যাপারে আলোচনা করতেছিলেন যে, কিসে গোসল আবশ্যক হয় ? উপস্থিত মুহাজির্রা বললেন, যখন দুই লজ্জাস্থান মিলিত হয়, তখন গোসল আবশ্যক হয়। আর উপস্থিত আনসাররা বললেন, এমন অবস্থায় গোসল আবশ্যক হবে না। কারণ বীর্যস্খলন না হওয়া পর্যন্ত গোসল আবশ্যক হবে না। আবূ মূসা বলেন, আমি তোমাদের সংবাদ নিতে আসতেছিলাম। অতপর তিনি (রাভী) 'আঈশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ছালাম দিলেন। অতপর বললেন, আমি আপনার কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চাই, যদিও আমার (বলতে) ভিষণ লজ্জা হচ্ছে! তখন 'আঈশা (রা.) বললেন, তুমি তোমার জন্মদাত্রী মায়ের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করো না। আমি তো তোমার মা। আবূ মূসা বলেন, আমি বললাম কিসে গোসল আবশ্যক হয়? তিনি ('আঈশা) বললেন, বিজ্ঞজনের কাছেই জানতে চেয়েছো। রসূলুল্লাহ্

---

১৯৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ২২৫, পৃ. ১০১

২০০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১

২০১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২২৬, পৃ. ১০১

(সা.) বলেছেন, যখন নর-নারী চার অঙ্গের মাঝখানে বসে উভয়ের লজ্জাস্থান মিলিত করে, তখন গোসল আবশ্যক হয়।'[২০২]

রুকূ'তে তাত্ববীক রহিতকরণ

কখনো তিনি নাসখের উল্লেখ ও নাসখের কারণ উল্লেখ করেছেন এবং তার সমর্থনে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতপর তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদে সে সমস্ত হাদীছসমূহ উল্লেখ করেছেন, যা রহিত বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ বহন করে। আর যারা এটিকে বৈধ মনে করেন, তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) এ ব্যাপারে দু'টি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদ দু'টিতে এ সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে রুকূ'র মধ্যে **تطبيق** (রুকূ'তে গিয়ে দুই হাঁটুর মাঝখানে হস্তদ্বয় মিলিত করা) সম্পর্কে হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যা **تطبيق** রহিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সে সকল হাদীছ উল্লেখ করেছেন যা রুকূ'র মধ্যে **تطبيق** -এর প্রতি নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ বহন করে। কারণ এটি বৈধ কাজ নয়। তবে যখন উভয় হাত দুই হাটুর উপর রাখা হবে, তখন**تطبيق** বা সামঞ্জস্য বিধান বৈধ হবে। তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق إذ التطبيق كان مقدما ووضع اليدين على الركبتين مؤخرا بعده فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ

-'রুকূ'তে **تطبيق** বা সামঞ্জস্য বিধান রহিত হওয়ার আলোচনার পরিচ্ছেদ এবং এ কথার বিবরণ যে, **تطبيق** -এর জন্য দু'হাঁটুর উপর হাত রাখা রহিতকারী। আর **تطبيق** হলো পূর্বের কাজ এবং দুই হাঁটুর উপর হাত রাখা পরের কাজ। সুতরাং পূর্বের কাজ রহিত হবে এবং পরবর্তী কাজ তার রহিতকারী হবে।' তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَكَبَّرَ وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَرَكَعَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا- يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ

-'আলক্বমাহ্ থেকে বর্ণীত, তিনি আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি শিখাচ্ছিলেন। তিনি (রাভী) বলেন, অতপর তিনি যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করলেন, তখন তাকবীর দিলেন এবং রুকূ'তে গিয়ে দু'হাত দু'হাঁটুর ওপর রাখলেন, তারপর রুকূ' করলেন। অতপর এ সংবাদ সা'দের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমার ভাই সঠিক কথাই বলেছেন। আমরাও ইতিপূর্বে এমনটি করতাম, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আমাদেরকে এরূপ অর্থাৎ হাঁটু ধরার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'[২০৩]

আর যেহেতু তাত্ববীক তথা দু'হাঁটুর মাঝে হাত মিলানো ছিলো মুক্বদ্দাম, দু'হাত দু'হাঁটুর উপরে রাখা ছিলো মু'আখ্খর। নিয়ম হলো, মুক্বদ্দামটি মানসূখ হবে এবং মু'আখ্খরটি হবে নাসিখ বা রহিত।

তিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بوضع اليدين على الركبتين وأن التطبيق منهي عنه لا أن هذا من فعل المباح فيجوز التطبيق ووضع اليدين على الركبتين جميعا كما ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في القراءة في الصلوات واختلافهم في السور التي كان يقرأ فيها صلى الله عليه و سلم في الصلاة وكاختلافهم في عدد غسل النبي صلى الله عليه و سلم أعضاء الوضوء وكل ذلك مباح فأما التطبيق في الركوع فمنسوخ منهي عنه والسنة وضع اليدين على الركبتين

---

২০২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-২২৭, পৃ. ১০৩

২০৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৫৯৫, পৃ. ২৬৮

-‘রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশের পর দুই হাঁটুর উপর হস্তদ্বয় রাখার পর **تطبيق** পরিত্যাগ না হওয়া সম্পর্কে আলোচনার পরিচ্ছেদ। নিশ্চয় রুকূ‘তে **تطبيق** নিষিদ্ধ। রুকূ‘র মধ্যে **تطبيق** অবৈধ হলেও সাধারণ তাত্বীক বৈধ। সুতরাং নামাযের মধ্যে জায়িয না থাকলেও সাধারণ **تطبيق** বৈধ। উভয় হস্ত একসাথে হাঁটুদ্বয়ের উপর স্থাপন। যেমন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছি, যেখানে নামাযের মধ্যে কিরা’আত পাঠ এবং নামাযের মধ্যে পঠিত সূরা সমূহের ব্যাপারে তাদের মতপার্থক্য, এটি কেমন যেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওযূর ক্ষেত্রে অঙ্গসমূহ ধৌতকরার সংখ্যার ব্যাপারে মতপার্থক্যের ন্যায়। আর এ গুলো সবই বৈধ। কাজেই রুকূ‘র মধ্যে (দু’হাঁটুর মাঝখানে) হস্তদ্বয় সংযুক্তিকরণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। ফলে দু’হাঁটুর উপর হস্ত রাখাই যে সুন্নাত, তা সাব্যস্ত হয়েছে।’

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ وَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَرَآنِي أَبِي سَعد بْن مَالِكٍ فَنَهَانِي وَقَالَ: إِنا كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ نُهِينَا، ثُمَّ أَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعهُمَا إِلَى الرُّكْبِ

-‘হযরত মুস‘আব ইব্ন সা‘দ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি যখন রুকূ‘ করতাম, তখন আমার দু’হাত হাঁটুদ্বয়ের মাঝে রাখতাম, এ অবস্থা দেখে আমার পিতা আবূ সা‘আদ ইব্ন মালিক এমনটি করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমরাও এমন করতাম, (কিন্তু) পরবর্তীতে আমাদেরকে এটি করতে (রসূলুল্লাহ্) নিষেধ করেছেন। তারপর থেকে আমরা হস্তদ্বয় হাঁটুর উপরে রাখি।’[২০৪]

রুকূ‘তে উভয় হাঁটুর পূর্বে হস্তদ্বয় রাখা রহিতকরণ

কোন হাদীছের মধ্যে আলোচিত মাস’আলাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য এবং তাঁর ‘আমালের বিপরীত বিধান স্থান পেলে, তিনি তা রহিত করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে রহিত করণের কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন। অতপর তিনি রহিতকারী হাদীছগুলো বর্ণনা করেছেন। আর এর মাধ্যমে তাদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা ধারণা করেন যে, এটি রহিত নয় এবং উক্ত হাদীছের ব্যবহার দৃশ্যমান। যেমন, তিনি রুকূ‘তে উভয় হাঁটুর পূর্বে হস্তদ্বয় রাখা রহিত করণ সংক্রান্ত মাস‘আলার ক্ষেত্রে তিনটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে রহিতকারী হাদীছসমূহ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে সমস্ত লোকেরা রুকূ‘র দিকে ঝুকার সময় হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখা রহিত করণের বিষয়টি বুঝেনা, তাদের তা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রহিতকারী ও রহিত হাদীছের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।

তিনি প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه و سلم والأمر به

-নামাযের জায়গায় সিজদাহ্ করার সময় দু’হাত মাটিতে রাখার পূর্বে হাঁটুদ্বয় আগেই মাটিতে রাখার আলোচনার পরিচ্ছেদ। যেহেতু এই কাজটি তখনই রহিত হয়েছে, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে এর বিপরীত কর্ম সংগঠিত হয়েছে ও তাঁর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে (বিপরীত) নির্দেশনা এসেছে।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ: أَنَّ رَسُولَ ـِ صَلى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ

-‘হযরত ওয়া’ইল ইব্ন হাজার (রা.) থেকে বর্ণীত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন সিজদাহ্ করতেন, তখন দু’হাতের পূর্বে দু’হাঁটু নামাযের জায়গায় রাখতেন।’[২০৫]

---

২০৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৫৯৬, পৃ. ২৬৯

২০৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২৬, পৃ. ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

তিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين

-সিজদাহ্ করার জন্য শরীর নিচের দিকে ঝুকানোর সময় দু'হাঁটুর পূর্বে দু'হাত (প্রথমে) রাখার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ রহিত হয়ে গেছে, সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ। এ হাদীছটি যে রহিত হয়ে গেছে, তা না জানার কারণে কিছু 'উলামা-ই কিরাম এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত করে ভুল করেছেন। যার ফলে তাঁরা নামাযের (সিজদাহ্) জায়গায় দু'হাঁটু রাখার পূর্বে দু'হাত (প্রথমে) রাখার হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।'

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. وَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ - - يَفْعَلُ ذَلِكَ

-'ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.) সিজদাতে যাওয়ার সময় হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন। তিনি ('উমার) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এমনটি করতেন।'[২০৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ إذا كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ

-'সেই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ সব্যস্তকরণের পরিচ্ছেদ, যে হাদীসে সিজদার সময় হাঁটুদ্বয় রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা রহিত হয়ে গেছে। আর এ ক্ষেত্রে হস্তদ্বয় রাখার পূর্বে হাঁটুদ্বয় রাখার উল্লেখ সম্বলিত হাদীছটি রহিতকারী। যেহেতু হাঁটুদ্বয় রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখার বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীছটি অগ্রগামী এবং হস্তদ্বয় রাখার পূর্বে হাঁটুদ্বয় রাখার বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীছটি পরবর্তী। সুতরাং অগ্রগামী হাদীছটি রহিত হবে। পরবর্তী হাদীছটি হবে তার রহিতকারী।'

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ سَعْدٍ قَالَ : كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ، فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ.

-'হযরত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণীত, আমরা হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতাম, অতপর হস্তদ্বয়ের পূর্বে হাঁটুদ্বয় রাখার ব্যাপারে আমরা নির্দেশিত হয়েছিলাম।'[২০৭]

যুল-ইয়াদাইনের ঘটনা সংক্রান্ত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ রহিত হওয়ার সন্দেহ দুরীকরণ

নামাযের শেষ বৈঠকে সাহু সিজদাহ্ সংক্রান্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত হাদীছটি রহিত হওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ রয়েছে, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) তা দূর করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, **ذُوْ الْيَدَيْنِ** সংশ্লিষ্ট আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ রহিত হয় নি বরং এটি বক্তব্যদানকারীর অজ্ঞতা ও ধারণাপ্রসূত কথা। আর তাই ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) **ذُوْ الْيَدَيْنِ** সংশ্লিষ্ট একাধিক হাদীছ বিভিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন।

তিনি এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا والدليل أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل

---

২০৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২৭, পৃ. ২৮৩

২০৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২৮, পৃ. ২৮৪

-'নামায থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্বে সিজদা-ই সাহু দেয়া আবশ্যক হওয়ার পরিচ্ছেদ এবং এ সংক্রান্ত দলীল হলো, নামায আদায়রত ব্যক্তি নামায থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্বে ও সালাম ফিরানোর পরে এই দু'সিজদাহ্ করবে। সালাম ফিরানোর পূর্বে নয়।'

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَ حَدثَنَا محمدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَنْعَانِيْ نَا بِشْرُ - يَعْنِيْ ابْنُ الْمُفَضَّلْ - ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ محمدِ بنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَثَنَا بُنْدَارُ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذ بْنِ مُعَاذ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ح وَثَنَا بُنْدَارُ ثَنَا حُسَيْنُ - يَعْنِيْ ابْنُ الْحَسَنِ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ح وَثَنَا بُنْدَارُ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَثَنَا سَعِيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ح وَثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرقِيْ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلْ عَنْ سَلَمَةَ - وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ - عَنْ محمد عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتِيْ الْعَشِيِّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَتَى خَشَبَةً مَعْرُوْضَةً فِيْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدَيْهِ عَلَيْهَا كَأَنهُ غَضْبَانٌ قَالَ : وَ خَرَجَت السرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا : قُصِرَتْ الصلاَةُ وَفِيْ الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِيْ الْقَوْمِ رَجُلٌ فِيْ يَدَيْهِ طُوْلٌ فَكَانَ يُسَمَى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ أَنَسِيْتَ أَمْ قَصَرْتَ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصِرُ الصلاَةُ فَقَالَ : أَكَمَا يَقُوْلُ ذُوْ الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوْا : نَعَمْ قَالَ : فَجَاءَ فَصَلَّى مَا كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ قَالَ : فَكَانَ رُبَمَا قَالُوْا لَهُ : ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ : نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حِصَّيْنَ قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ

-'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নিয়ে 'ইশার নামায আদায় করছিলেন। দুই রাকা'আত নামায আদায়ের পর তিনি সালাম ফিরালেন। অতপর তিনি মাসজিদে থাকা কাঠের টুকরার উপর হাত রেখে কথা বলা শুরু করলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি রাগান্বিত। বর্ণনাকারী (আবূ হুরায়রা) বলেন, আমি মাসজিদের একটি দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেলাম। তখন লোকেরা বললো, নামায সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। যাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) এবং 'উমার (রা.) ও ছিলেন। তাঁরা উভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে কোন কথা বললেন না। মাসজীদে নামাযরত একটি সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে একজন ব্যক্তি এমন ছিলেন, যার হাত এত বেশী লম্বা ছিলো যে তাকে **ذُو الْيَدَيْنِ** বা দু'হাত ওয়ালা বলে ডাকা হতো। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললেন, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) আপনি কী ভুলে (দুই রাকা'আত) আদায় করেছেন, না কী নামায সংক্ষিপ্ত করেছেন ? তিনি (রসূলুল্লাহ্) বললেন, আমি ভুল করে এমনটি করি নাই এবং সংক্ষিপ্তও করি নাই। অতপর তিনি অন্যান্য সাহাবীদের কাছে জানতে চাইলেন, যুল-ইয়াদাইন যা বলেছে তা কী সঠিক ? উপস্থিত সকল সাহাবী উত্তরে বললেন, হ্যাঁ সঠিক। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাযের স্থানে এসে অবশিষ্ট দু'রাকা'আত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। অতপর তিনি তাকবীর দিলেন এবং লম্বা সিজদাহ্ করলেন। সিজদাহ্ থেকে মাথা উঠিয়ে পূর্বের ন্যায় আবার সিজদাহ্ করলেন এবং পূর্বের সিজদাহ্ থেকে আরো অধিক সময় সিজদাতে অবস্থান করলেন। তারপর আবার তাকবীর দিয়ে মাথা উঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা কখনো কখনো তাঁকে (রাভী) বলেছেন, তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং রাভী বলেন আমরা এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছি যা 'ইমরান ইব্ন হিচ্চিন বলেছেন, তা হলো, তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন।'[২০৮]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত ইব্ন শিরীনের হাদীছ ঐ ব্যক্তির অমনোযোগীতার প্রতি ইঙ্গিত করে। যে ব্যক্তি ধারণা করে বলে যে, ঘটনাটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বের ছিলো। তাছাড়া যারা হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞানী ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ নিয়ে গবেষণা করে এবং উল্লিখিত হাদীছে ব্যবহৃত শব্দাবলী সম্পর্কে জানে, তারা বুঝতে পারে যে, অজ্ঞতার কারণেই বক্তব্যদানকারী এমন কথা বলেছেন।

---

২০৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-১০৩৫, পৃ. ৪৩৬-৩৭

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত অপর একটি হাদীছে আছে,

أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : لَى لَنَا رَسُولُ اللهِ - - صَلاَةَ الْعَصْرِ ، فَسَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ ، فَقامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقالَ : أَقُصِرَتِ الصلاةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - - :« كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ».فَقَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَبِلَ رَسُولُ اللهِ - - عَلَى النَاسِ فَقَالَ :« أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ ».فَقَالُوا : نَعَمْ تَمَّ رَسُولُ اللهِ - - مَا بَقِىَ مِنَ الصَّلاَةِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

-‘ আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) (একদা) আমাদের সাথে ‘আসরের নামায আদায় করলেন। তিনি দু’রাকা‘আতের পর সালাম ফিরালেন, তখন যুল-ইয়াদাইন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) ! নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না কি আপনি ভুলে গিয়েছেন ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এর কোনটিই হয়নি। যুল-ইয়াদাইন বললেন, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.)! দুটির কোন একটি (আবশ্যই) ঘটেছে। তাঁর কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থিত মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, যুল-ইয়াদাইন কী সত্য বলেছে ? তাঁরা সবাই বললেন, হ্যাঁ সে সঠিক কথাই বলেছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) অবশিষ্ট নামায শেষ করলেন। তিনি (শেষ বৈঠকে) একদিকে সালাম ফিরানোর পর দু’টি সিজদাহ্ করলেন।’[২০৯]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, তিনি (আবূ হুরায়রা) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ঐ নামাযে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যারফলে তিনি উল্লিখিত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাহলে যুল-ইয়াদাইনের ঘটনা কিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নামাযের মধ্যে কথা বলার নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বের হতে পারে ? অথচ ইব্ন মাস‘উদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হাবশা (ইথিওপিয়া) থেকে ফিরার সময় ইব্ন মাস‘উদ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো, তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সালাম দিয়েছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, নামাযের মধ্যে কথা না বলার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে ওহী এসেছে। আর ইব্ন মাস‘উদ (রা.) বদর যুদ্ধের পূর্বেই হাবশা থেকে ফিরে এসেছিলেন। কারণ ইব্ন মাস‘উদ (রা.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দাবি করেন, তিনিই সেদিন আবূ জাহাল ইব্ন হিশামকে হত্যা করেছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বদর যুদ্ধের কয়েক বছর পর মদীনাতে আগমন করেন, আর তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বারের প্রান্তরে গমন করেছিলেন। আর এ সময়ের জন্য সিবা‘ ইব্ন ‘আরফাতাহ আল-গিফারীকে মদীনাতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। পক্ষান্তরে আবূ হুরায়রা (রা.) তারপর খায়বারে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গী হন। আবূ হুরায়রা (রা.) সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে থেকে এই নামায প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং এখনও পর্যন্ত যারা ধারণা করে যে, ইব্ন মাস‘উদ (রা.)-এর উল্লিখিত হাদীছটি যুল-ইয়াদাইনের ঘটনার রহিতকারী। তাহলে আমরা বলবো, যদি তারা গভীরভাবে চিন্তা করে, বিরোধীতা পরিত্যাগ করে এবং নিজের জ্ঞানের বড়ত্বের প্রতিযোগীতা না করে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, তাদের এই দাবি অসম্ভব। তাছাড়া এমনটি তো অসম্ভব যে, পরবর্তী হাদীছ রহিত হবে এবং পূর্ববর্তী হাদীছটি রহিতকারী হবে। সবথেকে বড় বিষয় হলো, যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি ঘটে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নামাযের মধ্যে কথা না বলার হাদীছটি উল্লেখের দুই বছর পর। তাহলে কিভাবে পরবর্তী হাদীছ মানসূখ হবে এবং পূর্ববর্তী হাদীছটি নাসিখ হবে ? তাছাড়া যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নামাযে কথা বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত নয়। (কারণ প্রথমে নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়িয থাকলেও পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়) উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে জানে না, সে ইচ্ছাকৃত নামাযে কথা বললেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধমকের আওতাভুক্ত হবে না। তাছাড়া মু‘আবিয়া ইব্নুল-হাকাম আস্-সুলামী যে সময়টিতে নামাযের মধ্যে কথা বলেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে, নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ। যারফলে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পেছনে নামায রত অবস্থায় একজন হাঁচিদাতার জবাব দিয়েছিলেন এবং উপস্থিত সম্প্রদায়ের অন্যান্যরা ইশারাতে নামাযে থাকাবস্থায় হাঁচির উত্তর দিতে নিষেধ করেছিলেন। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমাদের কী হয়েছে যে, আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছো ? তারপর যখন তাকে নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ সংক্রান্ত বিধান জানানো হলো, তখন তিনি বিষয়টি জানলেন। তাছাড়া তিনি যে নামাযের মধ্যে কথা বলেছিলেন, সে নামাযকে

২০৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-১০৩৭, পৃ. ৪৩৭

পূনরায় আদায়ের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে কিছুই বলেন নি। অপরদিকে যুল-ইয়াদাইনের ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা.) চার রাকা'আত নামাযের দুই রাকা'আত আদায়ের পর কথা বলেছিলেন এই ভেবে যে, তিনি মনে করেছিলেন নামাযের ফরযিয়াত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি তো নামাযের বাইরে কথা বলছেন। আর যুল-ইয়াদাইন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে কথা বলেছিলেন এই ভেবে যে, তিনি জানতেন না যে, নামাযের কিছু ফরযিয়াত বাকী রয়েছে। তিনি এ ফরযকে ফেরত দেয়া হয়েছে প্রথম ফরয তথা প্রথম দুই রাকা'আতের দিকে যা তিনি বৈধ মনে করেছিলেন। যেমন ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে। আর তাইতো তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছিলেন, আপনি কী কসর করেছেন না কী ভুলে গেছেন। যার উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন, তিনি না ভুলে গেছেন না কসর করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বিশ্বাস ছিলো, তিনি নামাযের কোন ফরযিয়াত বাদ দেন নাই। যারফলে তিনি উপস্থিত সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, যুল-ইয়াদাইন যা বলছে তা কী সত্য ? অতপর যখন তিনি নিশ্চিত হলেন, তাঁর দুই রাকা'আত নামায বাকী রয়েছে, তখন তারা তা আদায় করে নিলেন। বাকী দুই রাকা'আতকে পরিত্যাগ করেন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রশ্নের উত্তরে যে সকল সাহাবী উত্তর দিয়েছিলেন হ্যাঁ। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, সাহাবীরা নামাযরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিলেন ? উত্তরে বলা হয়, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ডাকে সাড়া দেয়া, তাঁদের জন্য ফরয ছিল। যদিও তাঁরা ফরয নামাযরত থাকুক। কারণ মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা.) ও উম্মাম-ই মুহাম্মাদির সাথে সম্মান ও মর্যাদার পার্থক্য করেছেন। আর তাই আল্লাহ্ তা'আলা নামাযে রত ব্যক্তিদের উপরও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া বিষয়ের উত্তরদান আবশ্যক করেছেন।[২১০] যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন[২১১],

يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

-"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করো, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এবং তাঁর অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।" তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার উবায় ইব্‌ন কা'ব ও আবূ সা'ঈদ ইব্‌নুল-মু'আল্লীকে নামাযরত অবস্থায় তাদেরকে ডেকেছিলেন কিন্তু তাঁরা নামায থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে বরং নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের বলেছিলেন, আমার উপর এ সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তা কী তোমরা শোন নি? "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করো, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এবং তাঁর অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।"

কুর'আনের এ আয়াত ও উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সাহাবীরা নামাযরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। যদিও তা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।[২১২]

আয়াতের মাধ্যমে নাসখের প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, যেমনি তিনি বর্ণনা করেন যে, রোযা রাখা বা খাবার খাওয়া বা ভেঙ্গে ফেলার স্বাধীনতা বাতিলের ব্যাপারে এখানে তিনি একটি পরিচ্ছেদের স্থাপন করেছেন- তার ভাষায় "মহান আল্লাহ্ তা'আলা মুমিন বান্দাদের রোযা রাখা বা না রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান প্রসঙ্গে রোযা রাখার শুরুর পরিচ্ছেদ" আর এটি বাতিল করেছেন তাদের উপর রোযা ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে কোনো স্বাধীনতা ব্যতীত" অর্থ্যাৎ রোযা রাখা ওয়াজিব। এখানে না রাখার কোন ইখতিয়ার নেই এবং তিনি এখানে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আর রমযানের রাতের বেলায় খানা - পিনা করা, সহবাস করা নিষিদ্ধ হওয়া রহিত করা হয়েছে, এ

---

২১০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৪০

২১১. আল-কুর'আন, ৮: ২৪

২১২. mnxn Beb Lhwqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪০

বিষয়ে তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। তার ভাষায়-রোযাদারের জন্য রমাযানের রাতে ঘুমের পর খানা-পিনা, সহবাস করা রোযা ফরয হওয়ার শুরুর দিকে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহান রব্বুল ‘আলামীন মুমিনদের মর্যাদা বিবেচনা করে তা বাতিল করে তাদের জন্য সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত তা হালাল করেছেন। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং তাদের সহজ করার জন্য। আর এ ব্যাপারেও তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রোযা রাখা ও খাবার খাওয়ানোতে ইচ্ছার স্বাধীনতা রহিতকরণ

রোযা রাখা অথবা না রেখে মিসকিনদের খাওয়ানোর ব্যাপারটি ব্যক্তির ইচ্ছাধিন এমন ধারণা পোষণকারীদের ধারণা অপনোদনে তিনি একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে কুর’আনের আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যা পূর্বের বিধান রহিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন তিনি রোযা রাখা এবং রোযার পরিবর্তে মিসকিনদের খাওয়ানোর ব্যাপারে ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়টি রহিতকরণ প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله عز و جل عباده المؤمنين بين الصوم و الأطعام و نسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير

-‘রোযার সুচনার বিবরণ। মহান আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর মু’মিন বান্দাদের প্রতি রোযা রাখা ও না রাখলে (মিসকিনকে) খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে ইচ্ছার স্বাধীনতা দান ও (পরবর্তীতে) কোন প্রকার ইচ্ছার স্বাধীনতা ছাড়াই রোযা রাখা আবশ্যক করার মাধ্যমে তা রহিত করণের পরিচ্ছেদ।’

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন[২১৩],

نْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - - **مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَافْتَدَى بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّى أُنْزِلَتْ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}**

-‘হযরত সালামাহ্ ইব্নুল-আকওয়ী‘ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে আমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা রোযা রাখতাম এবং যার ইচ্ছা রোযা ভেঙ্গে ফেলতাম এবং ফিদইয়া হিসেবে মিসকীনদের খাবার খাওয়াতাম। এমন কি তখন [তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে, আল-কুর’আন, সূরা আল-বাকারা, ১৮৫] এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।’[২১৪]

রমাযানের রজনীতে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়া রহিতকরণ

তিনি রমাযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের নিষিদ্ধতা রহিত হওয়া সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل و الشرب و الجماع عند ابتداء فرض الصيام و نسخ الله جل و علا ذلك بإباحته لهم ذلك أجمع إلى طلوع الفجر تفضلا منه عز و جل على عباده المؤمنين و عفوا منه عنهم و تخفيفا عليهم

-রোযা ফরয হওয়ার প্রাথমিক যুগে রোযাদার ব্যক্তির জন্য রাতে ঘুমানোর পরে খাদ্য খাওয়া, পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম নিষিদ্ধ ছিল। অতপর মু‘মিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে তা সহজিকরণ ও অনুগ্রহ হিসেবে ওই

---

২১৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৯০৩, পৃ. ৮১৯

২১৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৯০৩, পৃ. ৮১৯

সমস্ত কর্মকে তাদের জন্য সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত বৈধতা দেয়ার মাধ্যমে পূর্বের নিষেধাজ্ঞার বিধান রহিত করণ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا وَلَكِنْ أَطْلُبُ، فَطَلَبَتْ لَهُ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا فَقَالَ: { كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ }

-'হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে যখন কেউ রোযা রাখতেন, তারপর যখন ইফতারী উপস্থিত করা হতো, তখন (ক্লান্তির কারণে) রোযাদার ব্যক্তি ইফতারী না করে এবং রাতে কোন খাবার না খেয়ে ঘুমিয়ে যেতেন এবং পরের দিনও (দিনের বেলাতে) কিছু খেতেন না। এমন কি এভাবেই রোযা রেখে যেতেন। (একবার) ক্বায়েস ইব্‌ন সিরমাহ্ রোযা রাখলেন। অতপর যখন ইফতারীর সময় উপস্থিত হয়ে গেলো, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন তোমার কাছে কি কোন খাবার আছে ? স্ত্রী বললো না নেই, তবে আমি সন্ধান করে দেখি কিছু পাই কি না। অতপর তিনি তাঁর জন্য খাবার নিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছেন। স্ত্রী এ অবস্থায় দেখে বললেন, হায় ব্যর্থতা ! সকাল হয়ে গেলো, সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেলো। তখন তিনি মুর্ছা গেলেন। তিনি এ ঘটনাটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গিয়ে জানালেন। তারপর {রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আল-বাক্বারা, আয়াত, ১৮৭} এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়াতে তাঁরা অনেক খুশি হলেন। অতপর তিনি বললেন, {তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন, তা আহরণ করো। আর পানাহার করো যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিস্কার দেখা যায়। আল-বাক্বারা, আয়াত, ১৮৭}[২১৫]

(مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُوْمُ) হাদীছটি রহিতকরণ

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) অত্র হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন, হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। যারা আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করেন যে, হাদীছ উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি ধারণার বশবর্তী হয়েছেন, তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছেন।

তিনি এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء فأنكر الخبر و توهم أن أبا هريرة مع جلالته و مكانه من العلم غلط في روايته و الخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر

-যে রোযা রাখার ব্যাপারে তিরস্কার করা হয়েছে, সে সম্পর্কিত হাদীছের আলোচনার পরিচ্ছেদ। যখন বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র হওয়া ব্যক্তি গোসল করার পূর্বে যদি প্রভাত হয়ে যায়-এমন উক্তির সঠিক মর্মার্থ না বুঝার কারণে তিনি হাদীছটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ধারণা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.) عِلْمُ الحَدِيْثِ -এ গভীর বুৎপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। অথচ এটি প্রমাণিত যে, বর্ণনার দিক বিবেচনায় হাদীছটি সহীহ, যদিও হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। তবে আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করার কারণে রহিত হয়েছে বিষয়টি এমন নয়।'

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

---

২১৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৯০৪ পৃ. ৮১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ، وَكِلَاهُمَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ، فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا انْطَلَقْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: أَهُمَا قَالَتَا لَكُمَا؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ، إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠবে, সে রোযা রাখবে না। রাভী বলেন, এ কথার পর আবূ বকর ও তাঁর পিতা 'আবদুর্-রহমান উম্মু সালামাহ্ ও 'আঈশা (রা.)-এর কাছে গেলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতেন এবং রোযাও রাখতেন। তখন আবূ বকর ও তাঁর পিতা উভয় মারওয়ানের কাছে আসলেন এবং তাঁরা হাদীছটি শুনালেন। মারওয়ান বললেন, আমি ক্বসম করে তোমাদের বলছি, তোমরা কেন আবূ হুরায়রা (রা.)-এর কাছে গিয়েছিলে ? তাঁরা তাকে (মারওয়ান) হাদীছটি শুনালেন। তিনি বললেন, তাঁরা (উম্মু সালামাহ্ ও 'আঈশা) দু'জন তোমাদের এমনটি শুনিয়েছেন ? তাঁরা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁরা উভয়ই বিষয়টি অধিক জানেন। তবে ফযল আমাকে এ খবরটি এভাবে দিয়েছিলেন।'[২১৬]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। এ কারণে নয় যে, তিনি ধারণা প্রসূত এমনটি বলেছেন অথবা ভুল বশত: বলেছেন। এটি ইসলামের প্রথম দিকের বিষয়, যখন আল্লাহ্ তা'আলা উম্মাত-ই মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর রোযা ফরয করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি রমাযানের রাতে ঘুমের পর খাওয়া, পানাহার এমনকি স্ত্রী সহবাস তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন। যেমনটি আল-ফযল ইব্ন আল-'আব্বাস (রা.)-এর হাদীছের মধ্যে আমরা পাই,

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ

-"যে ব্যক্তি বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠবেন সে রোযা রাখবে না"- এটি সে সময়ের কথা, যখন আল্লাহ্ তা'আলা ফজর (প্রথম ফজর) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস বৈধ করেছিলেন, তখন থেকে বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায় গোসল করার পূর্বেই ঐ দিন থেকে রোযা রাখা বৈধ হয়ে গেলো। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফজর পর্যন্ত স্ত্রী সহবাসকে বৈধতা দিলেন, তখন বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞানের জগতে যারা পন্ডিত, তারা বলতে লাগলেন, তাহলে সহবাসকারী সহবাস উষা লগ্নের পূর্বেই পরিত্যাগ করবে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি রাতে এমনটি করলো, তারতো ফজরের পূর্বে গোসল ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। যদি গোসলের পূর্বে প্রভাত হতো তাহলে তার জন্য রোযা রাখা বৈধ হতোনা। আর ফজরের পূর্বে যদি সহবাস হতো, তাহলে এমন অল্প সময়ের মধ্যে তার জন্য গোসল করা অসুবিধা হতো। ঘুমানোর পর আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক রাতের বেলায় স্ত্রী সহবাসের বৈধতা দানের মধ্যদিয়ে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, রাতে সহবাস করে ফজরের নামায পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায় থাকা বৈধ। যা রোযা রাখাকে নিষেধ করে না। কাজেই হযরত 'আঈশা (রা.) ও উম্মু সালামাহ্ (রা.)-এর হাদীছটি ফযল ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর হাদীছের রহিতকারী। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক 'অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতেন এবং রোযাও রাখতেন এমন বর্ণনা তাদের থেকে পাাওয়া যায়।[২১৭]

অতপর তিনি স্বীয় দাবির সমর্থনে অপর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এই হাদীছটি আমার মত যে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ, তা প্রমাণ করবে। যে হাদীছটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওহী লেখক যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর বরাত থেকে বর্ণীত হয়েছে,

أَنهُ أَخْبَرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنهُ قَالَ: مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ جُنُبٌ لَمْ يَغْتَسِلْ، أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّ كَتَبَ عَلَيْنَا الصِّيَامَ، كَمَا كَتَبَ عَلَيْنَا الصَّلَاةَ، فَلَوْ أَنَّ

২১৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-২০১১ পৃ. ৮৬২

২১৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬২-৬৩

رَجُلًا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَمْسُ وَ هُوَ نَائِمٌ كَانَ يَتْرُكُ الصلاةَ ؟ قَالَ : قُلْتُ لِزَيْدٍ : فَيَصُوْمُ وَ يَصُوْمُ يَوْمًا آخَر ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : يَوْمَيْنِ بِيَوْمٍ

-‘আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন যে, রমাযান মাসে বীর্যস্খলন হেতু শরীর অপবিত্র অবস্থায় যার (ঘুম থেকে উঠতে) ফজর হবে, সে যেন রোযা ভেঙ্গে ফেলে এবং পরবর্তীতে কাযা করে নেয়। তখন যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের প্রতি রোযাকে ফরয করেছেন, যেমনভাবে নামাযকে ফরয করেছিলেন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি সুর্যোদয়ের পর নিদ্রা থেকে ওঠে তাহলে সে কী নামায পরিত্যাগ করবে ? রাভী বলেন, আমি যায়দ ইব্ন ছাবিতকে বললাম, তাহলে সে কি সেদিন রোযা রাখবে এবং পরবর্তী আরেক দিন রোযা রাখবে ? যায়দ বললেন, একদিনের পরিবর্তে দুই দিন রোযা রাখবে।’[২১৮]

মুনাফিক ও মুশরিকদের উপর অভিশাপ দেয়া রহিতকরণ

কোন মাস’আলা রহিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) তা দূরিভূত করে দিয়েছেন এবং মানুষের মস্তিষ্ক থেকে সে বিষয়ে সংশয় বিদূরীত করেছেন। তিনি মুনাফিক ও মুশরিকদের উপর লা‘নত বা অভিসম্পাত দেয়ার বিধান রহিত হওয়ার সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام

-‘সকল নামাযের মধ্যে কুনূত (নাযিলা) পড়া ও ইমাম কুনূত (নাযিলা) পড়ার সময় মুক্তাদীদের আ-মী-ন বলা। এটি সাধারণ মানুষ বিতরের সালাতে যে কুনূত পড়ে তার বিপরীত, সুতরাং ইমামের দু‘আর সাথে সাথে মুক্তাদিরাও কাকুতী-মিনতী করবে।’

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের আলোকে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

نِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - - شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ « عَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ». فِى الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ.

-‘ ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, একসময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) ক্রমাগতভাবে একমাস যাবত ‘আসর, মাগরিব, ‘ঈশা এবং ফজরের নামাযে কুনূতে (নাযিলা) পাঠ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক নামাযের শেষ রাকা‘আতে ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ্’ বলার পর বনী সুলাইম, রি‘ঈল, যাকওয়ান এবং ‘উসায়্যাদের জন্য বদ-দু‘আ করতেন। সে সময় মুক্তাদীগণ আ-মী-ন বলতো।’[২১৯]

রাভী (‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্বাস) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ সমস্ত গোত্রের লোকদের কাছে ইসলামের দা‘ওয়াত দিতে সাহাবীদের পাঠিয়েছিলেন, আর তারা সাহাবীদেরকে হত্যা করেছিলো।

‘ইকরামা বলেন, এটিই কুনূতের (নাযিলা) চাবী।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) কুনূত (নাযিলা) পড়ার ব্যাপকতাকে আরো নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقنت دهره كله وإنه إنما كان يقنت إذا دعا لأحد أو يدعو على أحد

---

২১৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-২০১১ পৃ. ৮৬২

২১৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬১৮ পৃ. ২৭৮

-‘ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যুগযুগ ধরে (সবসময়) কুনূতে (নাযিলা) পড়েন নি বরং কারো জন্য দু‘আ অথবা কারো জন্য বদ-দু‘আ করার জন্য কুনূত (নাযিলা) পাঠ করতেন, সে বিষয়ক আলোচনার পরিচ্ছেদের। তিনি এ বিষয়ে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ

-‘হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণীত: নবী কারীম (সা.) কারো জন্য দু‘আ অথবা কারো জন্য বদ-দু‘আ করার জন্য ছাড়া, কুনূত (নাযিলা) পাঠ করতেন না।’[২২০]

তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদে দু’টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। একটি কুনূত (নাযিলা) রহিত হওয়ার মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে, অপরটি যারা মনে করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাসের অধিক সময়ধরে কুনূত (নাযিলা) পাঠ করেন নি, তাদের জবাবদানের নিমিত্তে হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি এ পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان لها يقنت لا نسخا للقنوت ولا كما توهم من قال إنه لا يقنت أكثر من شهر

-‘উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে কুনূত (নাযিলা) পড়া ও পরবর্তীতে তা পরিত্যাগ করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এই শিরোনাম এদিকে ইঙ্গিত করে, যেই কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কুনূত (নাযিলা) পড়তেন, সেই সমস্যা দূরীভূত হলে তা পড়া ছেড়ে দিতেন। তবে এমন নয়, যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একমাসের অধিক সময়ধরে এটি নামাযে পাঠ করেন নি। তিনি এ পরিচ্ছেদের নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: رَسُولُ اللهِ - - قَنَتَ فِي صَلَاةِ شَهْرًا، يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَبَحَ رَسُولُ اللهِ - - ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَوَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا

-‘হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একমাস ধরে (এক নামাযে) কুনূত (নাযিলা) পড়েছেন। তিনি তাঁর কুনূতের মধ্যে এভাবে বলেছেন, হে আল্লাহ্ তা‘আলা আপনি ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদকে মুক্তি দিন, হে আল্লাহ্ আপনি সালামাহ্ ইব্ন হিশামকে মুক্তি দিন, হে আল্লাহ্ ‘আয়াশ ইব্ন আবী রবী‘আহকে মুক্তি দিন, হে আল্লাহ্ আপনি দুর্বল মু’মিনদের মুক্তি দিন, হে আল্লাহ্ আপনি মুযার গোত্রের প্রতি নিষ্ঠুর ও কঠোর আচরণ করুন, হে আল্লাহ্ আপনি তাদের প্রতি এ অভিশাপকে দুর্ভিক্ষে রুপান্তরিত করুন। যেমন হযরত ইউসূফ (আ.)-এর সময়ে করেছিলেন। একদিন সকালে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের জন্য দু‘আ করলেন না, আমি তখন তাঁকে বিষয়টি স্বরণ করালাম। তখন তিনি বললেন, তুমি কি দেখছোনা ? তারা সবাই (ইসলামের মধ্যে) প্রবিষ্ট হয়েছে।’[২২১]

অতপর তিনি উল্লিখিত বিষয়কে আরো সুদৃঢ় করতে আরো একটি পরিচ্ছেদের সংযোজন করেছেন, যেখানে তিনি কুনূত (নাযিলা) নামাযের মধ্যে পড়া রহিত হয় নি বরং মুনাফিক ও কতিপয় মুশরিকদের প্রতি অভিশাপ দেয়া রহিত হয়েছে, সে ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। তিনি সে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار ولم يستوعب أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في القنوت فاحتج بها وزعم أن القنوت في الصلاة منسوخ منهي عنه

-‘হাদীছে ব্যবহৃত শব্দের মর্মার্থ বোঝার ক্ষেত্রে বুৎপত্তি ও মেধার প্রয়োগ না হওয়ায় এবং কুনূত (নাযিলা) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সকল হাদীছের প্রতি দৃষ্টি না দেয়ায়, সে সমস্ত হাদীছ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা, যার ভিত্তিতে

২২০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২০ পৃ. ২৭৯

২২১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২১ পৃ. ২৮০

ধারণা হয় যে, নামাযের মধ্যে কুনূত (নাযিলা) পাঠ রহিত হয়ে গেছে বা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কতক ব্যক্তির দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভুল করার বিষয়ে আলোচনা। তিনি এ শিরোনামে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أنه سَمِعَ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركوع : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، ثُمَّ قَالَ : اللهم العن فلانا وفلانا، دعا على ناس من المنافقين، فأنزل الله تبارك وتعالى { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون }

-‘হযরত ইব্‌ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, ফজর সালাতের শেষ রাকা‘আতে যখন তিনি রুকূ‘ থেকে মাথা উঠালেন, তখন তিনি বললেন **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ আপনি ওমুক ওমুকের প্রতি তোমার অভিশাপ বর্ষণ করুন। তিনি মুনাফিকদের মধ্য থেকে কারো কারো জন্য বদ-দু‘আ করলেন। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন, {হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে ‘আযাব দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর। সূরা আল-‘ইমরান, আয়াত: ১২৮}’[২২২]

তিনি একই পরিচ্ছেদে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله عز وجل { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون } قال: فهداهم الله للإسلام

-‘আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) চার শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে বদ-দু‘আ করেছেন। অতপর {হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে ‘আযাব দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর। সূরা আল-‘ইমরান, আয়াত: ১২৮} এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।’[২২৩] রাভী বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে হিদায়াত বা সঠিক পথ দান করলেন।

আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হাদীছটি গরীব শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

তিনি একই শিরোনামে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو على أحياء من العرب، فأنزل الله تبارك وتعالى : { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون }

-‘আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ‘আরবের কিছু জীবিত মানুষের জন্য অভিশাপ দিতেন। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা {হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে ‘আযাব দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর। সূরা আল-‘ইমরান, আয়াত: ১২৮}এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।’[২২৪]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীছগুলো এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, অপরের প্রতি অভিশাপ দেয়া কুর’আনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কার কাফিরদের হাতে বন্দী হওয়া মুসলমানদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে যে দু‘আ করতেন, তা রহিত হয়নি। তিনি দু‘আ করতেন মক্কার কাফিরদের অত্যাচার থেকে মুসলমানরা যেন মুক্তি পায়। এমন দু‘আ করা জায়িয আছে। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলার ঘোষণা[২২৫],

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

---

২২২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২২ পৃ. ২৮০

২২৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২৩ পৃ. ২৮০

২২৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৬২৩ পৃ. ২৮০-৮১

২২৫. আল-কুর’আন, ২: ১১৮

-“হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে ‘আযাব দিবেন।” আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জানিয়ে দিলেন, তিনি কুনূতের (নাযিলা) মাধ্যমে যাদের প্রতি অভিশাপ দিচ্ছিলেন, তাদের ব্যাপারে তাঁর কোন কর্তৃত্ব বা অধিকার নেই। তিনি আরো জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ্ যদি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহলে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। অথবা তাদের কুফ্রী ও নিফাকের অপরাধে আল্লাহ্ তা‘আলা পরকালে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কারণ তারা এ অবস্থায় অত্যাচারী ছিলো। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) কাফির শত্রুদের হাতে বন্দী হওয়া মুসলমানদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে দু‘আ করেছিলেন। সুতরাং ওয়ালিদ ইব্ন ওয়ালিদ, সালামাহ্ ইব্ন হিশাম, ‘আয়াশ ইব্ন আবী রবী‘আহ্ ও দুর্বল মু’মিনদের মুক্তির জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে দু‘আ করেছিলেন, তাতে তিনি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। কারণ তিনি মক্কার কাফির শত্রুদের হাতে বন্দী হওয়া মুসলমানদের মুক্তির জন্য দু‘আ করেছিলেন। সুতরাং কুর’আনের উল্লিখিত আয়াত, এ দু‘আ পরিত্যাগের জন্য অবতীর্ণ হয়নি।

তাছাড়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী কাছীরের হাদীছ, যা আবূ সালামাহ্ থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিন সকালে কুনূত (নাযিলা) না পড়া ও দু‘আ না করায় আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁকে মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আর তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলেছিলেন তুমি কী দেখনি তারা (মুক্তি পেয়ে) চলে এসেছে। অর্থাৎ তাঁর দু‘আর বরকতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। কারণ যাদের জন্য তিনি দু‘আ করেছিলেন, তারা সবাই ছিলো অত্যাচারিত মু’মিন। আর যাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তারা সবাই ছিলো মুনাফিক ও অত্যাচারী। আর তাই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রসূল (সা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাদের প্রতি আর অভিশাপ না দেন। কারণ তারা যেহেতু অত্যাচারী, তাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিতে পারেন অথবা করুনাও করতে পারেন।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এই সমস্ত হাদীছ দ্বারা যারা এ ব্যাপারে দলীল পেশ করতে চায় যে, উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে ফজরের নামাযে কুনূত (নাযিলা) পড়ার নিয়ম রহিত হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে তারা ভুল বুঝেছে।’[২২৬]

বায়তুল-মুকাদ্দাসমুখী হয়ে নামায আদায়ের আদেশ রহিতকরণ

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) দু’টি পরিচ্ছেদে এ সংক্রান্ত মাস’আলার হাদীছ নিয়ে এসেছেন। যার প্রথম পরিচ্ছেদে বায়তুল-মুকাদ্দাসমুখী হয়ে নামায আদায়ের হাদীছ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুর’আনের আয়াত দ্বারা (বায়তুল মুকাদ্দাস মুখী হয়ে নামায আদায়) রহিত হওয়া এবং সম্মানিত কা‘বামুখী হয়ে নামায আদায়ের নির্দেশ সম্বলিত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রথম পরিচ্ছেদে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس لا الكعبة

-‘রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পূর্বে (পর্যন্ত) বায়তুল-মুকাদ্দাসমুখী হয়ে নামায আদায় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। কারণ ঐ সময় বায়তুল-মুকাদ্দাসমুখী হয়েই নামায আদায় করা হতো। কা‘বা শরীফের দিকে নয়।’

তিনি বারার সনদে এ সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

يَقُوْلُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ

-‘তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল-মুকাদ্দাসমুখী হয়ে নামায আদায় করেছি। অতপর আমরা কা‘বার দিকে মুখ ফিরালাম।’[২২৭]

২২৬. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮১-৮২

তিনি একই পরিচ্ছেদে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

خَبْرُ كَعَبِ بْنِ مَالِكٍ فِيْ خُرُوْجِ الْأَنصَارِ فِيْ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فِيْ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ وَذَكَرَ فِيْ الْخَبْرِ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُوْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ : إِنِّ يْخَرَجْتُ مِنْ سَفَرِيْ هَذَا وَقَدْ هَدَانِيْ لِلْإِسْلَامِ فَرَأَيْتُ أَلَا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّيْ بِظَهْرٍ فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ خَالَفَنِيْ أَصْحَابِيْ فِيْ ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَمَاذَا تَرَى ؟ قَالَ :قَدْ كُنْتُ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا قَالَ :فَرَجَعَ الْبَرَاءُ إِلَى قِبْلَةِ رَسُوْلِ وَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّامِ

‘আকাবার শপথের জন্য আনসার্‌রা মক্কার দিকে বের হওয়া সম্পর্কে বর্নীত হযরত কা‘বা ইব্‌ন মালিকের হাদীছ। যে হাদীসে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বারা ইব্‌ন মা‘রূর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললেন, আমি এই ভ্রমণে বের হয়েছি এবং আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। সুতরাং আমি যেন তা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করি। বারা বললেন, আমি বায়তুল-মুকাদ্দাসমুখী হয়ে নামায আদায় করলাম। কিন্তু আমার সঙ্গীরা বিপরীত করলো। আমি মনে মনে খুবই দু:খ পেলাম। আমি বল্লাম, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.)! এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চাই। তখন তিনি বললেন (আমি কা‘বার দিকে নামায আদায় করেছি, তুমিও সে দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করো) রাবী বলেন, বারা ইব্‌ন মা‘রূর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্বিবলাকে (কা‘বা) মেনে নিলেন। তিনি আমাদের সাথে শামের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করলেন।’[২২৮]

তিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس

-‘নামাযের জন্য কা‘বার দিকে মুখ ফিরানো এবং বায়তুল-মুক্বদ্দাসের দিকে মুখ ফিরানো রহিত হওয়ার পরিচ্ছেদ।’ তিনি এ বিধান রহিতকারী হযরত ‘আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেমন হযরত ‘আনাস (রা.) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَامَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَالُوا رُكُوعًا

-‘হযরত ‘আনাস (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, নবী কারীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা বায়তুল-মুক্বদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করতেন। অতপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো {এখনই আপনি মাসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন। আল-কুর’আন, ১: ১৪৪} তখন বনূ সালামাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁরা ফজরের নামাযের (জামা‘আতে) রুকূতে ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে জোর আওয়াজ দিয়ে বললেন, ওহে সাবধান ! ক্বিবলাহ্ পরিবর্তন হয়ে কা‘বার দিকে গেছে। তখনই তাঁরা রুকূ‘ অবস্থায় দিক পরিবর্তন করলেন।’[২২৯]

তাহাজ্জুদের আবশ্যকতা রহিত হওয়া

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) এ মাস’আলার হাদীছ বর্ণনার জন্য শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعد ما كان فرضا واجبا

-‘তাহাজ্জুদ নামায ফরয বা ওয়াজিব হওয়ার পর তার আবশ্যকতা রহিত হওয়ার হাদীছ উল্লেখেরপরিচ্ছেদ।’

তিনি সূরা আল-মুযাম্মিলের আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন, তাহাজ্জুদ নামাযের ফরযিয়াত বা আবশ্যকতা রহিত হয়ে গেছে। তিনি এর সমর্থনে সা‘দ ইব্‌ন হিশাম (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

---

২২৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৪৬৮, পৃ. ১৯৭

২২৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৪২৮, পৃ. ১৯৭-৯৮

২২৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৪৩২ পৃ. ১৯৮

قَالَ أَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَهُوَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَاسْتَأْذَنَا فَأَدْخَلَنَا عَلَيْهَا فَقُلْنَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ نَبِّئِيْنِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ - فَقَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ - تَعْنِي قَوْلَه : { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } -قَالَ : بَلَى قَالَتْ : فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ - كَانَ الْقُرْآنُ فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ نَبِّئِيْنِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ - فَقَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّوْرَةَ { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } ؟ قَالَ فَقُلْتُ : بَلَى قَالَتْ : فَإِنَّ فَرَضَ الْقِيَامَ فِيْ أَوَّلِ هَذِهِ السُّوْرَةِ فَقَامَ نَبِيِّ - وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى إِنْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَأَمْسَكَ خَاتِمَتُهَا إِثْنَي عَشَرَ شَهْرًا فِيْ السَّمَاءِ ثُمَّ أَنْزَلَ التَّخْفِيْفُ فِيْ آخِرِ هَذِهِ السُّوْرَةِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ ثُمَّ ذَكَرُوْا الْحَدِيْثَ وَفِيْ آخِرِ الْحَدِيْثِ قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَدِيْثِهَا فَقَالَ : صَدَقَتْ

-‘ তিনি বলেন যে, আমি হাকিম ইব্ন আফলাহ (রা.)-এর কাছে আসলাম। তারপর আমি আর তিনি হযরত ‘আঈশা (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা প্রবেশ করে তাঁকে বললাম, হে উম্মুল-মু’মিনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর (উত্তম) চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন ‘আঈশা (রা.) বললেন, তুমি কী কুর’আন পড় না ?

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

-আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। [সূরা আল-কলম, আয়াত: ৪] আয়াত পড় নি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ । ‘আঈশা (রা.) বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরিত্র হলো (তাতে চারিত্রিক দিক রয়েছে) আল-কুর’আন। রাভী বলেন, আমি বললাম হে উম্মুল-মু’মিনিন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে আমাকে অবহিত করুন। ‘আঈশা (রা.) বললেন, তুমি কী **يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ** - হে বস্ত্রাবৃত। [সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ১] এই সূরা পড়নি ? রাভী বলেন যে, আমি বললাম হ্যাঁ পড়েছি। তখন ‘আঈশা (রা.) বললেন, মহান আল্লাহ্ তা‘আলা এই সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদ নামায আবশ্যক করেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবীরা বছর জুড়ে এ নামায আদায় করতে গিয়ে পদযুগোল ফুলে যায়। এমনকি এ সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হতে প্রায় এক বছর লেগে যায়। অবশেষে তাদের কষ্ট লাঘব করতে অত্র সূরার শেষ দিকের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর তাহাজ্জুদ নামায আর ফরয থেকে নফলে গণ্য হয়। অতপর তারা হাদীছটি উল্লেখ করেন, যে হাদীছের শেষাংশে আছে, রাভী বলেন, আমি ইব্ন ‘আব্বাসের নিকটে আসলাম এবং হাদীছটি শুনালাম, তখন তিনি বললেন, তুমি যথার্থই বলেছো।[২৩০]

সফরে রোযা রাখা বৈধ হওয়া রহিতকরণের প্রতিবাদ

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) সফর অবস্থায় রোযা পালন বৈধ ও রোযা পরিত্যাগ মুস্তাহাব সম্পর্কে একাধিক পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন, যাতে উভয় বিষয়টি সমন্বয় সাধিত হয়েছে এবং একটি আরেকটির জন্য রহিতকারী না হয়। তিনি বলতে চেয়েছেন, সফরে রোযা পালন ও রোযা ভাঙ্গা উভয়টি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর। যার ইচ্ছা রোযা পালন করবে, যার ইচ্ছা রোযা ভেঙ্গে ফেলবে। যেমন তিনি প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام أخر لا أن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه إعادته قال الله عز و جل : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }

-‘ মুসফির থেকে রোযা পালন রহিত হওয়া সম্পর্কে। কারণ সফর অবস্থায় রোযা ভাঙ্গা তাঁর জন্য বৈধ। তবে শর্ত হলো, মুকিম হয়ে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। তবে সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গের সুযোগের দ্বারা ব্যক্তির উপর রোযার ফরযিয়াত রহিত হয়ে যায়না বরং পরবর্তীতে এই রোযা পালনের আবশ্যকতা থেকে যায়। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলার ঘোষণা {তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত, ১৮৪}[২৩১]

২৩০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-১১২৭, পৃ. ৪৮০

২৩১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة لا أن حتما عليه أن يفطر

-সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গের সুযোগ আছে, তবে ভঙ্গকরা আবশ্যক নয়।[২৩২]

তৃতীয় শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنين إذ الله يحب قابل رخصته

-রমাযান মাসে সফরকালে রোযা পরিত্যাগের যে সুযোগ রয়েছে, তা গ্রহণ করা মুমিন বান্দাদের জন্য মুস্তাহাব। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া সুযোগ গ্রহণকরা তিনি পছন্দ করেন।[২৩৩]

চতুর্থ শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم و الفطر إذ الفطر رخصة و الصوم جائز مع الدليل على أن قوله ليس البر و و ليس من البر الصوم في السفر على ما تأولت لأن الصوم في السفر ليس من البر إذ مالس من البر فمعصية و لو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة و المعصية و النبي صلى الله عليه و سلم خير المسافر بين الصوم و الإفطار

-মুসাফিরের জন্য রোযা পালন বা পরিত্যাগ (ব্যক্তির) ইচ্ছাধীন। কারণ তার জন্য রোযা পরিত্যাগের সুযোগ গ্রহণ এবং রোযা পালন করার মধ্যে 'সফরে রোযা রাখা' পূণ্যের কাজ নয়, আর যা পূণ্যের কাজ নয়, তা গুণাহের কাজ। আর যদি মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোযা রাখা গুনাহ হতো, তাহলে তাকে পাপ ও পূণ্যের মাঝে রোযা রাখাকে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন করে দিতেন না। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসাফিরের জন্য রোযা পালন ও বর্জনের মাঝে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন।[২৩৪]

৫ম শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه

- সফরকালে রোযা পালন করা তার জন্য মুস্তাহাব, যে রোযা রাখার শক্তি রাখে এবং রোযা ভঙ্গ করা তার জন্য মুস্তাহাব, কারণ সে রোযা রাখতে অক্ষম।[২৩৫]

৬ষ্ঠ শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام

-সফরকালে রোযা রাখলে নিজের সেবা করতে অক্ষম হলে রোযা না রাখা মুস্তাহাব।[২৩৬]

৭ম শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الدليل على أن الفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر

-সফরকালে রোযাদার মনিব অপেক্ষা রোযা ভঙ্গকারী খাদিম বা চাকর উত্তম।[২৩৭]

---

২৩২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬৯

২৩৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭০

২৩৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭০

২৩৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭১

২৩৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭১

২৩৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭২

৮ম শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب الرخصة في صوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر

-সফরকালে কারো কারো জন্য রোযা রাখার অনুমতি আবার কারো কারো জন্য রোযা ভঙ্গের অনুমতি আছে।[২৩৮]

পরবর্তী আরো দু'টি পরিচ্ছেদের সংযোজন করেছেন, যার মধ্যমে তিনি ঐ সকল লোকদের দাবির প্রতিবাদ করেছেন। যারা মনে করে, সফরে রোযা পালনের বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। আর তাই তিনি পরবর্তী প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر

- যে সকল হাদীছের উপর ভিত্তি করে কিছু কিছু 'উলামা-ই কিরাম মনে করেন, সফরে রোযা পালন বৈধ হওয়ার ব্যাপারটি রহিত হয়ে গেছে, সে সম্পর্কিত হাদীছের আলোচনা।[২৩৯]

তিনি এ মর্মে হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُوْلُ - - عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذْ بَلَغَ الْكَدِيْدَ أَفْطَرَ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ

-' ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের বছর রোযা পালন করলেন। অতপর তিনি যখন কষ্ট অনুভব করলেন, তখন রোযা ভেঙ্গে ফেললেন।'[২৪০]

একই রাভী থেকে বর্ণীত আরো একটি হাদীছ,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ - - مِنَ الْمَدِيْنَةِ يُرِيْدُ مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : مَنْ شَاءَ صَامَ وَ مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

-' ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রোযা পালন অবস্থায় মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি যখন 'উসফান' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তিনি একটি পাত্র আনতে বললেন এবং সেটি তাঁর হাতে রাখলেন। এমন কি লোকেরা (সাহাবীরা) তাঁকে রোযা ভাঙ্গতে দেখলো। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বলতেন, যার ইচ্ছা রোযা পালন করতে পারো, আবার যার ইচ্ছা রোযা ভাঙ্গতে পারে।'[২৪১]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) ও ইউসূফ (র.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রমাযান মাসে সফর অবস্থায় রোযা পালন করলেন, আবার 'উসফান' নামক স্থানে গিয়ে পানির পাত্র নিলেন এবং তা থেকে পানাহার করলেন। এটি মানুষদের দেখানোর উদ্দেশ্যে করেছিলেন। পরবর্তীতে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন, যার ইচ্ছা রোযা পালন করতে পারে, আবার যার ইচ্ছা রোযা ভাঙ্গতে পারে। সুতরাং উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, সফর অবস্থায় রোযা পালন করা জায়িয আছে। ইতোপূর্বে যারা সফরে রোযা রাখাকে আবশ্যক মনে করেছিলো, তাদের সে বিধান রহিত হয়ে গেছে। অতপর রহিত হওয়ার দাবি দৃঢ় করার জন্য তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر

-'দ্বিতীয় দলীল উল্লেখ করার পরিচ্ছেদ এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের বছর রোযা ভঙ্গের আদেশ প্রদান, সফরে রোযা বৈধ হওয়ার বিষয়টিকে রহিতকারী নয়।

---

২৩৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭২

২৩৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭৩

২৪০. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৩৫, পৃ. ৮৭৩

২৪১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৩৬, পৃ. ৮৭৩

তিনি এ মর্মে আবূ সা'ঈদ (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন।'

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: وَلَقَدْ رأيْتُنَا نَصُوْمُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيْ السَفَرِ مَعَ رَسُوْلِ ﷺ

-'আবূ সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আমরা তারপর থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সফরে থাকাবস্থায় রোযা রাখতাম।'[২৪২]

রমাযানের রোযার মাধ্যমে 'আশুরার রোযার আবশ্যকতা রহিত

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন যে, রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার মাধ্যমে 'আশুরার রোযার ফরযিয়াত রহিত হয়ে গেছে। তবে 'আশুরার রোযা সামগ্রীকভাবে রহিত হয়নি। যেমন কিছু কিছু লোকের দাবি, 'আশুরার রোযা পালন ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। কাজেই যার ইচ্ছা তা পালন করতে পারে, আবার যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে পারে। তিনি এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার মধ্যে তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্পষ্ট করেছেন। তারপর আরো একটি পরিচ্ছেদ নিয়ে এসেছেন, যেখানে তিনি 'আশুরার রোযা সামগ্রিকভাবে রহিত হওয়ার দাবি যারা করে, তাদের এ দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি একটি 'মু'আল্লাক হাদীছ'[২৪৩] নিয়ে এসেছেন। তিনি প্রথম পরিচ্ছেদ শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الدليل على أن ترك النبي ﷺ صوم عاشوراء بعد نزول فرض صوم رمضان إن شاء تركه لا أنه كان يتركه على كل حال بل كان تركه إن شاء تركه و يصوم إن شاء صامه

-'রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক 'আশুরার রোযা ত্যাগ করার দলীলের উল্লেখ। তিনি সর্বাবস্থায় তা পরিত্যাগ করেন নি, বরং ইচ্ছা হলে তিনি 'আশুরার রোযা পরিত্যাগ করেছেন, আবার ইচ্ছা হলে 'আশুরার রোযা পালন করেছেন।' তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ يَصُوْمُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، سُئِلَ رَسُوْلُ ﷺ عَنْهُ، فَقَالَ: يَوْمٌ مِّنْ أَيَّامِ ﷲ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

-'ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, 'আশুরার দিনে জাহিলী যুগের লোকেরা রোযা রাখতো। অতপর যখন রমযানের রোযা ফরয হওয়ার ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন 'আশুরার রোযা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে জানতে চাইলে, তিনি বললেন, 'আশুরা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য দিনের মত একটি দিন। সুতরাং যার মন চায় সে ঐ দিন রোযা রাখতে পারে, আবার যার মন চাইবে না, সে তা পরিত্যাগ করতে পারে।'[২৪৪]

অতপর তিনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر و توهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان

-'আলিমরা যে হাদীছের অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন, সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ। যারা হাদীছটির অর্থ বুঝতে পারেন নি এবং ধারণা করেছেন, রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার মাধ্যমে 'আশুরার রোযা সামগ্রিকভাবে রহিত হয়ে গেছে।'

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন যে, 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.)-এর হাদীছ রমাযানের রোযা ফরয হওয়া সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.) 'আশুরার রোযা পালনের আদেশ দেন। অতপর যখন রমাযানের রোযা

২৪২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৩৭, পৃ. ৮৭৪

২৪৩. সনদের ইনকিতা' প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাভীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক হাদীছ বলা হয়। দ্র. ইমাম আবূ দাউদ, আবূ দাউদ শরীফ, অনুবাদঃ সম্পাদনা পরিষদ, ভুমিকা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, রজব ১৪২৭ হি./আগোষ্ট ২০০৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২২

২৪৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৮২, পৃ. ৮৯২

ফরয হয়, তখন 'আশুরার রোযা পালনের ফরযিয়াত রহিত হয়ে যায়। সে সম্পর্কে তিনি হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরাহ্ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانَ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَ يَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا افْتَرَضَ رَمَضَانُ لَمْ يَحُثُّنَا رَسُوْلُ (صلى الله عليه و سلم) وَلَمْ يَتَعَهَّدُنَا عَلَيْهِ وَ كُنَّا نَفْعَلُهُ

-'জাবির ইব্‌ন সামুরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আমরা 'আশুরার রোযা পালন করতাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)ও এ রোযা ('আশুরা) পালনে উৎসাহিত করতেন। এমনকি তিনি এ রোযা পালনের ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গিকারও নিতেন। অতপর যখন রমাযানের রোযা ফরয হলো, তখন থেকে তিনি আর ঐ রোযা ('আশুরা) পালনে উৎসাহিত করতেন না এবং কোন অঙ্গিকারও নিতেন না। তবে আমরা কোন প্রকার জবরদস্তি ছাড়াই রোযা ('আশুরা) রাখতাম।'[২৪৫]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রা.)-এর হাদীছের উপর জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.)-এর হাদীছটি (বেশী) প্রতিষ্ঠিত। জাবির ইব্‌ন ইয়াসারের হাদীছের মধ্যে একটি বিষয়ের ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে, রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পরও সাহাবীগন 'আশুরার রোযা পালন করতেন। যেমনটি ইব্‌ন 'উমার (রা.) ও 'আঈশা (রা.)-এর হাদীছেও বলা হয়েছে। সুতরাং যার মন চায় 'আশুরার রোযা রাখতে পারে, আবার মন না চাইলে তা বর্জনও করতে পারে। এ ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা নেই।

অতপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (রা.) বললেন, আমাকে মুসাদ্দাদ (র.) (যিনি আমাদের সঙ্গীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন) 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রা.)-এর হাদীছের মর্মার্থের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আমি উত্তরে বললাম, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাঁর উম্মাতকে একবার কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজটি প্রত্যেক সময়ে পালনের আবশ্যকতা সাব্যস্ত হয় না। আবার সবসময় তার পূনরাবৃত্তিও হয় না। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন এক সময়ের জন্য যখন কোন কাজের ফরযিয়াতের ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন, তখন সে ব্যাপারে দ্বিতীয় নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত কাজটি আবশ্যক থাকতো। আর যদি নির্দেশনাটি মুস্তাহাব এবং বর্ণনাবচক অথবা ফযীলাত সম্পর্কিত হয়, তাহলে উক্ত কাজটি সবসময় ফযীলাত হিসেবেই থাকবে যতক্ষণ না দ্বিতীয় সময় তাদেরকে ওই কাজ করার ব্যাপারে ধমক না থাকে।

নারী-পুরুষ, দাস-দাসী, স্বাধীন-পরাধীন সবার উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজীব এবং যারা এ বিধান রহিত বলে মনে করে তাদের এ ধারণার প্রতিবাদ

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) এ মাস'আলার ব্যাপারে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যে হাদীছটি নারী-পুরুষ, স্বাধীন এবং দাস-দাসী সকলের পক্ষ থেকে সদাকাতুল-ফিতর আদায় আবশ্যক হওয়াকে নির্দেশ করে এবং এটিও স্পষ্ট করে যে, নির্দেশনাটি যাকাতের ন্যায় ফরয। আর যখন কোন কাজের ব্যাপারে নির্দেশনা আসে, তখন পরবর্তী নিদের্শনটি না বোধক না হলে পূর্বেরটিই বহাল থাকে। আর যখন একই বিষয়ে না করার নির্দেশনা আসে, তখন পূর্বেরটি রহিত হয়ে যায়। তিনি এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال

-'সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে সদাকাতুল-ফিতর আদায় ফরয ছিলো, সে সম্পর্কে দলীলের উল্লেখ।'

তিনি এর প্রমাণ হিসেবে ক্বায়স ইব্‌ন সা'দ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةَ فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةَ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهَا

২৪৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২০৮৩, পৃ. ৮৯২

-‘ক্বায়স ইব্ন সা‘দ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সদাকাতুল-ফিতর আদায়ের নির্দেশ দেন। অতপর যখন যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি (সদাকাতুল-ফিতর) তা আদায় করার নির্দেশ দেন নি আবার নিষেধও করেন নি।’[২৪৬]

এরপর তিনি অপর আরেকটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر و الأنثى و الحر و المملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك و لا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه و سلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم

-‘পুরুষ-মহিলা, স্বাধীন-পরাধীন নির্বিশেষে সকলের উপর সদাকাতুল-ফিতর ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন। আর এ কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আমাদেরকে কোন কিছু করার ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন, পরবর্তীতে সে ব্যাপারে চুপ থাকার দরুন তা রহিত হতো না। তবে হ্যাঁ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরবর্তী কোন নির্দেশনার দ্বারা যখন জানা যেতো যে, সেটি না করার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন, তাহলে সেটি রহিত হয়ে যেতো।’

এ প্রসঙ্গে তিনি ইব্ন ‘উমার (রা.)-এর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ ِ صَلَى ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذكرِ وَ الْأُنثَى وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوْكِ صَاعٌ تَمَرٌ أَوْ صَاعٌ شَعِيْرٌ

-‘হযরত ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক সা‘ খেজুর অথবা এক সা‘ বার্লী (প্রত্যেক) নারী-পুরুষ, স্বাধীন এবং দাস-দাসী সকলের পক্ষ থেকে রমাযানে সাদাকাতুল-ফিতর হিসেবে আদায় করাকে আবশ্যক করেছেন।’[২৪৭]

২৪৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২৩৯৪, পৃ. ১০২৭

২৪৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২৩৯৫, পৃ. ১০২৭

নাসখের বিধান আরোপে সহীহ ইব্ন হিব্বানের পদ্ধতি

বাহ্যত পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন অসম্ভব হলে এবং একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়ার কোন কারণ পাওয়া না গেলে ইব্ন হিব্বান (র.) দ্বিতীয় যে নীতি গ্রহণ করেছেন তা হলো রহিত হওয়ার হুকূম আরোপ করা। রহিত হওয়ার কিছু উদাহরণ তাঁর গ্রন্থ **صَحِيْح بنُ حِبَّان**-এ আমরা দেখতে পাই। তিনি কখনো কখনো বলেছেন, হাদীছটি **نَاسِخ** (রহিতকারী) কিংবা **مَنْسُوْخ** (রহিত)। এ ক্ষেত্রে তিনি রহিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তাই হাদীছটি যদি ছাবিত (প্রতিষ্ঠিত) হওয়া কোন বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে কিংবা পরবর্তী হাদীছটি পূর্ববর্তী হাদীছ থেকে বেশী প্রসিদ্ধও হয়। যদি হাদীছটি কুর'আনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়, তাহলে তিনি তা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট কোন হাদীছের মধ্যে পৃথক হুকূম থাকলে তিনি তা গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। কখনো তিনি **نَاسِخ** (রহিতকারী) এর দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল মন্তব্য তিনি সেখানে করেছেন, যেখানে তিনি বর্ণীত হাদীছসমূহের ব্যাপারে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছেন। কখনো কখনো তিনি **تَرْجَمَةُ الْبَاب** এমন ভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, বর্ণীত হাদীছের ব্যাপারে তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বা পর্যালোচনা তার মধ্যে ফুঁটে উঠেছে। নিম্নে রহিতকারী ও রহিত হওয়ার হুকূম আরোপ করার ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়কে প্রত্যাখ্যানকারী হাদীছের উপর রহিত হওয়ার হুকূম আরোপ

তিনি সেই সমস্ত হাদীছের ব্যাপারে রহিতের হুকূম আরোপ করেছেন, যে হাদীছটি কুর'আন ও সহীহ হাদীছের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের বিরোধী হয়। যেমন শাফা'আতকে প্রত্যাখ্যান করে এমন হাদীছ রহিতকরণ। তিনি এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أولاد فاطمة لا يضرهم ارتكاب الحوبات في الدنيا رضي الله عنها وعن بعلها وعن ولدها وقد فعل

-যে ব্যক্তি ধারণা করে ফাতিমা (রা.)-এর সন্তানগণ ইহকালে কোন অপরাধ করলে, তাতে তাঁদের কোন গুনাহ হবে না, এমন বিশ্বাস থেকে তাঁর স্বামী ও সন্তানরা গুনাহর কাজ করেছেন। এমন ধারণার বিপরীত হাদীছের বর্ণনা।

তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত এ সংক্রান্ত একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ } [الشعراء : ٢١٤] جَمَعَ رَسُوْلُ (صلى الله عليه و سلم) قُرَيْشًا فَقَالَ (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النار فَإِنِّيْ لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا ولا نَفْعًا) وَلِبَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلِبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِب مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ : (يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ محمدٍ (صلى الله عليه و سلم) أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النار فَإِنِّيْ لا أَمْلِكُ لَكِ ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلا أَنَّ لَكِ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلالِهَا)

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন "আপনি নিকটতম আত্নীয়দের সতর্ক করে দিন।"[২৪৮] এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরাইশ বংশীয় লোকদের সমবেত করে বলেন, হে কুরাইশ লোকেরা তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। কারণ তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করতে আমি সক্ষম নই। তিনি বনী 'আবদে মানাফ ও বনী 'আবদিল-মুত্তালিবকেও এরূপ বললেন। তারপর তিনি স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বললেন, তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। কারণ আমি পরকালে তোমার কোন উপকার বা অপকার করতে সক্ষম নই। তবে তোমার উপর কোন করুণা করার সুযোগ যদি থাকে, তাহলে তার আদ্রতা দ্বারা তোমাকে সিক্ত করার তা আমি করবো।'[২৪৯]

অত্র হাদীছটি **شَفَاعَة**কে প্রত্যাখ্যান করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে কারো জন্য **شَفَاعَة**ছাবিত করে না বা স্বীকৃতি দেয় না। এই জন্যই ইব্ন হিব্বান (র.) এই হাদীছের ব্যাপারে **نَسْخ** বা রহিত হওয়ার হুকূম আরোপ

---

২৪৮. আল-কুর'আন, ২৬: ২১৪

২৪৯. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৬৪৬, পৃ. ৪১২

করেছেন। তিনি বলেন, হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। কারণ হাদীছটি কারো জন্য **شَفَاعَة**-এর স্বীকৃতি দেয় না। অথচ এই হাদীছ বর্ণনার পরে মদীনায় **شَفَاعَة**-এর স্বীকৃতি শরী'আত বিধিত ছিলো। পরবর্তীতে অন্য হাদীছের দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর **شَفَاعَة**পাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

পূর্বে বর্ণীত হাদীছকে পরে বর্ণীত হাদীছ দ্বারা রহিতকরণ

যেমন লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে ওযূ নষ্ট হওয়া সম্পর্কিত ত্বলাক ইব্ন 'আলী (রা.)-এর হাদীছ। ইব্ন হিব্বান (র.) এ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত একটি হাদীছের উল্লেখ করেছেন, যেখানে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে ওযূ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। অপরদিকে ত্বলাক ইব্ন 'আলী (রা.) থেকে বর্ণীত একটি হাদীছে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার দ্বারা ওযূ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অথচ ত্বলাক ইব্ন 'আলী প্রথম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আগমন করেন। আর আবূ হুরায়রা (রা.) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ থেকে বুঝা যায়, ত্বলাক ইব্ন 'আলী (রা.)-এর হাদীছ মুতাকৃদ্দিম (পূর্বে বর্ণীত) এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছটি মুতা'আখ্খির (পরবর্তীতে বর্ণীত)। নিয়মানুযায়ী পরবর্তীটি পূর্ববর্তীর জন্য রহিতকারী হয়। আর তাই আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছে ত্বলাক ইব্ন 'আলীর হাদীছের জন্য রহিতকারী। সুতরাং ত্বলাক ইব্ন 'আলী (রা.)-এর হাদীছ রহিত হয়ে গেছে।

তিনি এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে ইব্ন হিব্বান (র.) নিজস্ব সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ পর্দা বিহীন নিজ লজ্জাস্থানে হাত রাখে, তবে সে যেন ওযূ করে নেয়।'[২৫০]

অতপর আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَ - مَا تَقُولُ فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ أَوْ بِضْعَةٌ مِنْهُ

-'ক্বায়স ইব্ন ত্বলাক (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমরা একটি প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গেলাম, তখন এক লোক এসে (রসূলুল্লাহ্কে) বললো, হে আল্লাহর নবী (সা.) ওযূ করার পর কোন ব্যক্তি নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এটি তো কেবল একটি গোশতের টুকরা ছাড়া কিছুই নয় অথবা বলেছেন এটি তো একটি অঙ্গাংশ মাত্র।'[২৫১]

তিনি এ ব্যাপারটিকে আরো শক্তিশালী করতে 'রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ত্বলাক ইব্ন 'আলী (রা.)-এর সাক্ষাতের সময়' উল্লেখ সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه و سلم

-রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে ত্বলাক ইব্ন 'আলী (রা.)-এর সাক্ষাতের সময় উল্লেখ সম্পর্কিত আলোচনা।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

---

২৫০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১১৮, পৃ. ৪০১

২৫১. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১১৯, পৃ. ৪০২

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَقُولُ : قَدِّمُوا الْيَمَامِيَّ مِنَ الطِّينِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ لَهُ مَسًّا

-'ক্বায়স ইব্‌ন ত্বলাক (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে মদীনার মাসজিদ নির্মাণ করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন বলতেন, তোমরা ইয়ামামীকে মাটির খামির এগিয়ে দাও, সে (মাটিকে) সুন্দর রূপ দিতে পারে।'[২৫২]

ইব্‌ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছগুলোর ব্যাপারে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ত্বলাক ইব্‌ন 'আলী (রা.)-এর হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। কারণ যখন সাহাবা-ই কিরাম মদীনায় মাসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন, তখন ত্বলাক ইব্‌ন 'আলী প্রথম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আগমন করেছিলেন। আর লজ্জাস্থান স্পর্শ করার দ্বারা ওযূ আবশ্যক হওয়ার হাদীছ যার বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)। তিনি সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, ত্বলাক ইব্‌ন 'আলী (রা.)-এর হাদীছ বর্ণনার সাত বছর পর হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীছটি বর্ণীত হয়েছে। আর নিয়মানুযায়ী পরবর্তীটি পূর্ববর্তীর জন্য রহিতকারী হয়।

তাছাড়া এ ব্যাপারে আরো একটি উদাহরণ রয়েছে, যেমন তিনি একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال

-ইসলামের প্রাথমিক যুগে (স্ত্রী সংগমের ফলে) স্ত্রী থেকে (পুরুষের) যা লেগেছে তার জন্য গোসল না করে, তা ধুয়ে ফেলার পর ওযূ করে নামায আদায় করা সংক্রান্ত বর্ণনার উল্লেখ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ﷺ الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي

-'হযরত উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) ! এক ব্যক্তি (তার) স্ত্রীর কাছে আসলো (মিলিত হলো), কিন্তু বীর্য নির্গত হলো না তার হুকুম কি ? তিনি (রসূল) বললেন, স্ত্রী থেকে যা লেগেছে তা ধুয়ে ওযূ করবে ও সালাত আদায় করবে।'[২৫৩]

উপরোক্ত হাদীছটি সে সকল হাদীছের অন্তর্ভূক্ত, যা বীর্যস্খলন ছাড়া উভয় লজ্জাস্থান মিলিত হলে লজ্জাস্থান ধৌত করা এবং ওযূ করার প্রতি নির্দেশ করে।

তারপর তিনি উভয় লজ্জাস্থান মিলিত হওয়ার দরুন গোসল আবশ্যক হওয়া এবং "পানির পরিবর্তে পানি" হাদীছটি রহিত হওয়ার ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا

- এমন খবরের বর্ণনা সংবলিত আলোচনা অর্থাৎ 'উছমান (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ দ্বারা প্রথমে বৈধ থাকলেও পরবর্তীতে তা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

তারপর উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا

-'উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, "পানির পরিবর্তে পানি" এ শিথিলতা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তা থেকে নিষেধ করেছেন।'[২৫৪]

---

২৫২. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১২২, পৃ. ৪০৪

২৫৩. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৬৯, পৃ. ৪৪৪

তারপর তিনি ধারাবাহিক আরো কিছু হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, যখন স্বামীর খৎনাস্থল স্ত্রীর খৎনাস্থলকে অতিক্রম করবে অথবা নর-নারী চার অঙ্গের মাঝখানে বসে উভয়ের অঙ্গ চালনা করবে, তখন গোসল আবশ্যক হবে। তিনি এর সমর্থনে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل

-এই কাজটি যে সময় রহিত করা হয়েছে তার বর্ণনা ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের সমর্থনে নিজস্ব সনদে ইমাম যুহরী (রা.) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

عَنِ الزهْرِيْ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الذِيْ يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ قَالَ عَلَى النَاسِ أَنْ يَأْخُذُوْا بِالآخِرِ وَالآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ ــ حَدثَتْنِيْ عَائِشَةُ أَن رَسُوْلَ ــ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكةَ ثُم إِغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ النَاسَ بِالْغُسْلِ

-‘ইমাম যুহরী (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন যে, আমি ‘উরওয়াহ্ (রা.)-কে বীর্যস্খলন ছাড়া উভয় লজ্জাস্থান মিলিত হলে, তার বিধানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মানুষের জন্য উচিৎ, তারা যেন সর্বশেষ বিধান গ্রহণ করে। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ সম্পর্কিত সর্বশেষ বিধান, যা হযরত ‘আঈশা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তা হলো মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.) (যখন) এমনটি করতেন, তখন গোসল করতেন না। কিন্তু তারপর (মক্কা বিজয়ের) তিনি এমন ক্ষেত্রে (নিজে) গোসল করেছেন এবং সকলকে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন।’[২৫৫]

অনুরূপভাবে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে বিবাহিত ব্যভিচারী (নারী-পুরুষ) পূর্বের শাস্তি বেত্রাঘাতের হুকূম রহিত হওয়া। তিনি এ ব্যাপারে ‘উবাদাহ্ ইব্ন সামিত (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامِتِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ ــ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبدَ لَهُ [وَجْهُهُ] فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَما سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ : (خُذُوْا عَنِّيْ قَدْ جَعَلَ ــ لَهُن سَبِيْلًا الثيبُ بِالثيبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثيبُ بِالثيبِ جَلْدُ مِئَةٍ ثُم رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ ثُم نَفْيُ سَنَةٍ)

-‘ ‘উবাদাহ্ ইব্ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি খুবই অস্থির হয়ে যেতেন। এমনকি তাঁর মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতো। (রাভী বলেন) একদিন তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হতে থাকলে, তিনি অনুরূপ অবস্থায় পতিত হলেন। পরে যখন সে অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে আল্লাহ্ তা‘আলার বিধান নিয়ে নাও, আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের (ব্যভিচারী নারীদের) জন্য (নতুন) বিধান অবতীর্ণ করেছেন। তা হলো, বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারী এবং অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, বিবাহিতকে (পুরুষ হোক কিংবা নারী) একশ বেত্রাঘাত মেরে তারপর পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। আর অবিবাহিতকে (পুরুষ হোক কিংবা নারী) একশ বেত্রাঘাত মেরে তারপর এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে।’[২৫৬]

ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিবাহিত ব্যভিচারীর (নারী-পুরুষ) বিষয়ে আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে যে বিধান প্রথমে আরোপিত হয়েছিলো, বিবাহিতকে (পুরুষ হোক কিংবা নারী) একশ বেত্রাঘাত মেরে তারপর পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার মধ্যে একশ বেত্রাঘাত মারার বিধান রহিত হয়ে, পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধান প্রচলিত আছে। আর তাই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এ সংক্রান্ত অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর মু‘আয ইব্ন মালিক ও অন্যান্যরা ব্যভিচারের বিষয় স্বীকার করলে তিনি তাদেরকে বেত্রাঘাতের বিধান না দিয়ে,

---

২৫৪. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৭৩, পৃ. ৪৪৭

২৫৫. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৮০, পৃ. ৪৫৪-৫৫

২৫৬. পূর্বোক্ত, ১০ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪৪৪৩, পৃ. ২৯১

পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধান দিয়েছিলেন। আর এটিই ছিলো ব্যভিচারের দায়ে অপরাধীর প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সর্বশেষ শাস্তির বিধান।[২৫৭]

তিন দিন পর কুরবানীর গোশত ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ না হওয়া সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه و سلم بأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نسخا لما تقدم من نهيه صلى الله عليه و سلم عنه

-কুরবানীর তিনদিন পর কুরবানীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে নির্দেশনা দিয়েছেন, তার দ্বারা পূর্বে যে নিষেধ করেছিলেন তা রহিত হওয়ার বর্ণনা।

এ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ উল্লেখের পর ইব্ন হিব্বান (র.) তা রহিতকারী হাদীছসমূহ উল্লেখ করেছেন যা তিনদিন পর কুরবানীর গোশত ভক্ষণ ও জমা (সঞ্চয়) করে রাখার বৈধতার অনুমোদন দেয়। তিনি রহিত হওয়ার সমর্থনে জাবির (রা.)-এর সুত্রে নিজস্ব সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ـِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ ـِ (صلى الله عليه و سلم) **نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الضَحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : (كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا)**

-'জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, তোমরা তা (তিন দিনের পরও) খেতে পারো ও জমা করেও রাখতে পারো।'[২৫৮]

এ সম্পর্কে তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث

-দ্বিতীয় হাদীছের উল্লেখ, যা দ্বারা কুরবানীর তিনদিন পর কুরবানীর গোশত দ্বারা উপকৃত হওয়া মুবাহ বা বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি এ সম্পর্কে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ أَنَّ رَسُوْلَ ـِ (صلى الله عليه و سلم) **نَهَى عَنْ لُحُوْمِ الأَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَصَ أَنْ نَأْكُلَ وَنَدَّخِرَ فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُعْمَانِ أَخُوْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ فَقَدَّمُوْا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيْدِ الأَضْحَى فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ ـِ** (صلى الله عليه و سلم)**؟ قَالَ أَبُوْسَعِيْدٍ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيْهِ بَعْدَكَ أَمْرٌ كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُوْلُ ـِ** (صلى الله عليه و سلم) **أَنْ نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ رَخَصَ أَنْ نَأْكُلَ وَنَدَّخِرَ**

-'হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তিনদিন পর কুরবানীর গোশত ভক্ষণ ও জমা (সঞ্চয়) করে রাখার অনুমতি দিলেন। অতপর ক্বাতাদাহ্ ইব্ন নু'মান (রা.) যিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.)-এর ভ্রাতা, তিনি (সেখানে) আসলেন, তাঁর কাছে তারা পুরাতন গোশত পেশ করলেন, তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি এটি ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন নি? আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) বললেন, তোমার অনুপস্থিতিতে নতুন বিধান এসেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত ভক্ষণ করতে (প্রথমে) আমাদের নিষেধ করলেও, পরবর্তীতে তিনি তা (তিন দিনের পরও) ভক্ষণ ও জমা করে রাখার অনুমতি দিয়েছেন।'[২৫৯]

---

২৫৭. পূর্বোক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৯২

২৫৮. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৯২৫, পৃ. ২৪৭

২৫৯. পূর্বোক্ত, ১৩শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৫৯২৬, পৃ. ২৪৮

উপরোক্ত হাদীছগুলো পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শেষ কর্ম নির্ধারণের মাধ্যমে প্রথম কর্মটি রহিত হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তী কোন হাদীছ পেলে তার দ্বারা প্রথম হাদীছের হুকুম রহিত হয়েছে।

সংশয় দূর করার জন্য সময় বর্ণনার মাধ্যমে হাদীছের উপর নাসখের হুকুম আরোপ

ইব্‌ন হিব্বান (র.) একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি মদীনাতে রহিত হয়ে গেছে। অথচ কথা বলার বিষয়টি মক্কাতে ঘটেছে। এর সমর্থনে তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তারপর নামাযের মধ্যে কথা বলা যাবে কি না তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা সংশয় দূর হয়েছে।

তিনি এ ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন,

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نسخ الكلام في الصلاة كان ذلك بالمدينة لا بمكة

-যাদের জ্ঞানের গভীরতা নেই, তারা ধারণা করে যে, নামাযের মধ্যে কথা বলার বিধান মদীনায় রহিত হয়েছে, মক্কায় নয়, এমন বর্ণনা সম্বলিত হাদীছের উল্লেখ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিজস্ব সনদে হযরত যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.) থেকে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ,قَالَ : كُنَّا فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ - - يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِيْ الصَّلاَةِ فِيْ حَاجَتِهِ , حَتّى نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَة : فِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ [البقرة : ٢٣٨] فَأَمَرَنَا حِيْنَئِذٍ بِالسُّكُوْتِ.

-'হযরত যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে আমাদের সঙ্গীরা নামাযরত অবস্থায় তাঁর পার্শ্ববর্তী সাহাবীদের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলতেন। এমনি পর্যায়ে {সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্ তা'আলার সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।}[আল-কুর'আন: ২:২৩৮] এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতপর নামাযরত অবস্থায় আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়।'[২৬০]

এরপর ইব্‌ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে বলেন, আমাদের মধ্যে কিছু কিছু 'উলামা-ই কিরাম ধারণা করেন যে, নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি রহিত হওয়ার ঘটনাটি মদীনাতে ঘটেছে। কারণ হাদীছটির রাভী যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.) আনসার সাহাবী ছিলেন। আসলে বিষয়টি এমন নয়। কারণ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) ও তাঁর সঙ্গীরা যখন হাবশা থেকে মক্কাতে ফিরছিলেন, তখন নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি রহিত হয়েছে। সুতরাং তা মক্কাতে রহিত হয়েছে।

ইবন হিব্বান (র.) বলেন, যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.)-এর হাদীছটির দু'টি সম্ভাব্য অর্থ হতে পারে, প্রথমত হতে পারে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পূর্বে মদীনাতে যে সমস্ত মুসলিম আনসার্‌রা ছিলেন তাদেরকে মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র কুর'আন ও দ্বীনের বিধি বিধান শিক্ষা দিতেন। আর তখন মক্কা-মদীনাতে নামাযের মধ্যে কথা বলা সমানভাবে বৈধ ছিলো। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনাতে হিজরাতের পূর্বে যে সকল আনসার সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা কেউ কেউ প্রয়োজন পড়লে নামাযরত অবস্থায় তাঁর পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর সাথে কথা বলতেন। আর নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি রহিত হওয়ার পূর্বে এমনটি ঘটতো। সুতরাং যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.) তখনকার সময়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি এটি বুঝান নি যে, মদীনাতেই রহিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত হতে পারে, যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.) আনসার শব্দটি দ্বারা নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয় রহিত হওয়ার পূর্বে যারা নামাযের মধ্যে কথা বলতো তারা ব্যতীত অন্যান্য আনসারদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন। সুতরাং আমরা বলতে

২৬০. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২২৪৫, পৃ. ১৭-১৮

পারি যায়দ ইব্ন আরক্বাম (রা.) আনসার শব্দটি দ্বারা সকল আনসারদের বুঝাননি বরং তিনি কতেক আনসারকে বুঝিয়েছেন।'[২৬১]

ইব্ন হিব্বান (র.) উল্লিখিত হাদীছটি পর্যালোচনা করে নামাযের মধ্যে যে সমস্ত কথা বলা বৈধ, সে বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। আর সে পরিচ্ছেদের তরজামাতুল বাব নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن نسخ الكلام في الصلاة إنما نسخ منه ما كان منه من مخاطبة الآدميين دون مخاطبة العبد ربه فيها

-নামাযের মধ্যে মানবসম্বোধনীয় কথা রহিত, বান্দা কর্তৃক প্রতিপালক সম্বোধনীয় নয়, সে সম্পর্কিত আলোচনা। তিনি এ সম্পর্কে মু'আবিয়া ইব্নুল-হাকাম (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ ﷺ : نَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَجَاءَ اللهُ بِالإِسْلامِ وَأَنَّ
رِجَالا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ ، قَالَ : ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ وَلا يَضُرَّهُمْ ، قُلْتُ : وَرِجَالا مِنَّا يَؤْتُوْنَ الْكَهَنَةَ ؟
قَالَ : فَلا تَأْتُوْهُمْ، قُلْتُ: وَرِجَالًا مِنَّا يَخُطُّوْنَ ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ ، قَالَ : ثُمَّ
بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّلاةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : حَمُكَ اللهُ ، فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ،
فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمَّاهْ ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ، قَالَ: فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ
كِتُونَنِي سَكَتُّ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ صَلاتِهِ دَعَانِي فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ
سَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، وَاللهِ مَا ضَرَبَنِي وَلا كَهَرَنِي وَلا سَبَّنِي ، وَلَكِنْ قَالَ : إِنَّ صَلاتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ
كَلامِ النَّاسِ ، وَإِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ ، وَتِلاوَةُ الْقُرْآنِ - قَالَ : وَاطَّلَعْتُ غُنَيْمَةً لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قِبَلَ أُحُدٍ
وَالْجَوَانِيَّةِ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُوْنَ
فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ عَلَيَّ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا
مُؤْمِنَةٌ لأَعْتَقْتُهَا قَالَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ائْتِنِي بِهَا) فَجِئْتُ بِهَا فَقَالَ : (أَيْنَ ؟) قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ قَالَ
: (مَنْ أَنَا ؟) قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ قَالَ : (إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتِقْهَا)

-'মু'আবিয়া ইব্নুল-হাকাম আস্-সুলামী (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললাম, আমরা তো অজ্ঞতার যুগের মানুষ ছিলাম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন। অথচ আমাদের কতেক এমন আছে, যারা 'ফাল' বা কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাসী। জবাবে তিনি (সা.) বলেন, এটি এমন একটি ভাবনা যা তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা যেন তাদেরকে কোন ক্ষতি না করে। মু'আবিয়া ইব্নুল-হাকাম বললেন, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) ! আমাদের মধ্যে অনেকেই জ্যোতিষীর কাছে যায়। তিনি বললেন, তোমরা জ্যোতিষীর কাছে যেওনা। তখন আমি বললাম, আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা রেখা টেনে ভাগ্যবিধি নির্ধারণ করে থাকে। জবাবে তিনি বললেন: পূর্ববর্তী কোন কোন নবীও এর সাহায্য নিয়েছেন, যার রেখা তার ভাগ্যের অনুকূল হবে, তা তার জন্য যথেষ্ট। মু'আবিয়া ইব্নুল-হাকাম বলেন, তারপর আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে নামায আদায় করছিলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তি (নামাযের মধ্যে) হাঁচি দিলো, আমি **يَرْحَمُكَ الله** (আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রহম করুন) বললাম। তখন নামাযরত অন্যান্য ব্যক্তিরা আমাদের দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বললাম, তোমাদের কী হলো আমার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছো ? তিনি বলেন, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা উরুর উপর হাত মেরে আওয়ায করলো। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে, তখন আমি নিজেই চুপ হয়ে গেলাম। নামায শেষে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে ডাকলেন, তার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, তাঁর চেয়ে এত উত্তম শিক্ষাদানকারী তাঁর আগে ও পরে কাউকে দেখিনি। আল্লাহ্র শপথ তিনি আমাকে মারেন নাই, ধমক বা গালিও দেন নাই। কিন্তু তিনি (সা.) বললেন, মনে রাখবে এটি নামায, এর মধ্যে কথাবার্তা বলা অনুচিত। বরং নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র তাসবীহ, তাকবীর ও কুর'আনের আয়াত পাঠ করা যাবে। তিনি বললেন, আমার একটি দাসী আছে যে, উহুদের পাদদেশ ও নিকটবর্তী জাওয়ানিয়াহ্ নামক স্থানে বকরী চরায়। একদা আমি সেখানে গিয়ে

২৬১. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯-২১

দেখি, নেকড়ে বাঘ একটি বকরী নিয়ে গেছে এবং আমি আদম সন্তান হিসেবে দুঃখিত হই, যেমন বনী আদমরা দুঃখিত হয় এবং আমি রাগান্বিত হই যেমন বনী আদমরা রাগান্বিত হয়। অতপর আমি তাকে সজোরে চপেটাঘাত করলাম। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বিষয়টি জানালাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এটিকে ঘোরতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করেন। আমি বললাম, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) আমি যদি জানতে পারি, সে ঈমান এনেছে, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে আযাদ করে দিবো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তাকে নিয়ে এসো। আমি নিয়ে আসলাম। তিনি (রসূলুল্লাহ্) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ কোথায় অবস্থান করেন ? দাসী বললো, আসমানে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে ? দাসী বললো, আপনি আল্লাহ্র 'রসূল'। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, সে একজন মুমিন। সুতরাং তাকে আযাদ করে দাও।'[২৬২]

পৃথক বিধানের বর্ণনাসহ হাদীছের উপর নাসখের হুকূম আরোপ

যেমন আগুনে পাকানোর (খাবার খাওয়ার) জন্য ওযূর বিধান রহিত এবং উটের গোশত খাওয়ার দ্বারা ওযূ ভঙ্গের বিষয়টি রহিত হয়নি সে প্রসঙ্গে।

ইব্ন হিব্বান (র.) আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার বিষয়ে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তারপর কতগুলো হাদীছ উল্লেখ করেছেন যে গুলো আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার বিষয়ে রহিতকারী। তারপর এমন কতগুলো হাদীছ বর্ণনা করেছেন যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, উটের গোশত খাওয়ার দ্বারা ওযূ ভঙ্গের বিষয়টি বহাল আছে। তিনি আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার দ্বারা ওযূ আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن قوله ﷺ (توضأ مما مسته النار) أراد به ما أنضجته النار

-আগুনে স্পর্শ করা খাবার খেয়ে ওযূ করার দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা.) আগুনে পাকানো খাবার বুঝিয়েছেন, সে সম্পর্কিত বর্ণনার উল্লেখ।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النبِيِّ ، قل: (تَوَضأُ مِما مَستِ النارُ)

-'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে (তুমি) ওযূ করবে।'[২৬৩]

এর পর তিনি আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পর ওযূ পরিত্যাগের ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ لأمره بالوضوء من لحوم الإبل

-যাদের জ্ঞানের গভীরতা নেই, তারা ধারণা করে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে হাদীছের মাধ্যমে উটের গোশত খাওয়ার পর ওযূ করার বিধান দিয়েছিলেন, তা রহিত হয়ে গেছে।

উপরোক্ত শিরোনামের আলোকে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ِ قَلَ: (كلَنَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ ِ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِما مَستِ النارُ)

-'হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, যে সকল বস্তুকে আগুনে স্পর্শ করেছে তা আহার করার পরে ওযূ করা ও না করার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর শেষ কাজটি ছিলো ওযূ না করা।'[২৬৪]

---

২৬২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং-২২৪৭, পৃ. ২২-২৪

২৬৩. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৪৮, পৃ. ৪২৬-২৭

২৬৪. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৩৪, পৃ. ৪১৬-১৭

এরপর তিনি হাদীছটির পর্যালোচনা করেন এভাবে, এটি দীর্ঘ হাদীছের ক্ষুদ্র একটি অংশ। শু'আইব ইব্ন হামযাহ্ (রা.) এটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। আর তিনি সংক্ষিপ্ত করেছেন এই জন্য যে, তিনি ধারণা করেছেন, আগুন স্পর্শের দ্বারা ওযূ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়ে গেছে। আগুন স্পর্শের দ্বারা ওযূ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি রহিত হলেও উটের গোশত খাওয়ার দ্বারা ওযূ আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়নি।

তিনি এ ব্যাপারে একটি শিরোনাম এভাবে দিয়েছেন,

ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها

-যথাযথ হাদীছের উল্লেখ, যে ব্যাপারে পূর্বে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছি।

তারপর উক্ত শিরোনামে জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সুত্রে বর্ণীত দীর্ঘ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ ﷺ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُولِ ﷺ [أَبَا بَكْرٍ] أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النارُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ

-'জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখলাম, তিনি আগুনে স্পর্শ করা খাবার খেয়েছেন, তারপর ওযূ করার পূর্বে নামায আদায় করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর আবূ বকর (রা.)-কে দেখলাম তিনি আগুনে স্পর্শ করা খাবার খাওয়ার পর ওযূ (আবার) না করে নামায আদায় করেছেন। আবূ বকর (রা.)-এর পর 'উমার (রা.)-কে দেখলাম তিনি আগুনে স্পর্শ করা খাবার খাওয়ার পর ওযূ না করেই নামায আদায় করেছেন।'[২৬৫]

এভাবে তিনি অনেকগুলো হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যেগুলো থেকে এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পর ওযূ পরিত্যাগ করার হাদীছগুলোর ব্যাপকতা থেকে,আগুনে পাকানো উটের গোশত খাওয়ার বিষয়টি আলাদা। যে হাদীছগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরুপ, তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোণাম নির্ধারণ করেছেন,

ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها

-শুধুমাত্র উটের গোশত ভক্ষণ ছাড়া আগুন দ্বারা পাকানো খাদ্য ভক্ষণ করার কারণে ওযূ করার নির্দেশ রহিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা।

তিনি এ মর্মে জাবির ইব্ন সামুরাহ্(রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَا رَسُولَ ﷺ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ) قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : (نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ) قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : (نَعَمْ) قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : (لَا)

-'জাবির ইব্ন সামুরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি বকরীর গোশত খেলে কি ওযূ করবো ? তিনি (রসূলুল্লাহ্) বললেন, মন চাইলে ওযূ করো, আর মন না চাইলে ওযূ করো না। আবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা উটের গোশত খেলে কি আমি ওযূ করবো ? তিনি (রসূলুল্লাহ্) বললেন, হ্যাঁ উটের গোশত খেলে ওযূ করবে। তিনি আবার জানতে চাইলেন, আমি কি বকরীর খোয়াড়ে নামায আদায় করবো ? তিনি (রসূলুল্লাহ্) বললেন হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি উটের খোয়াড়ে নামায আদায় করবো ? তিনি (রসূলুল্লাহ্) বললেন, না।'[২৬৬]

তিনি এ মর্মে অন্য একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

২৬৫. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৩৫, পৃ. ৪১৮

২৬৬. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৫৪, পৃ. ৪৩১

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - نَزَلَ رَسُوْلُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيْقِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ رَسُوْلُ (صلى الله عليه و سلم) فَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

-'বশীর ইব্ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণীত, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন সুওয়াইদ ইব্ন নু'মান। তিনি খায়বার যুদ্ধের বৎসর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বের হলেন। (তিনি বলেন) এমন কি আমরা সাহবা নামক স্থানে উপনীত হলাম, আর তা খায়বারের শেষ সীমায় অবস্থিত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) (সওয়ারী থেকে) অবতরণ করলেন এবং 'আসরের নামায আদায় করলেন। পরে খাদ্য-দ্রব্য চাইলে, তাঁর নিকট কেবল ছাতু পরিবেশন করা হলো। তাঁর আদেশক্রমে তা পানির সাথে মিশানো হলো, তারপর তিনি তা খেলেন, আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামায আদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং কুলি করলেন আমরাও কুলি করলাম। তারপর তিনি নামায আদায় করলেন, কিন্তু ওযূ করলেন না।'[২৬৭]

অন্য একটি হাদীছে বর্ণীত আছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ عَنِ الْوَضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ فَقَالَ (تَوَضَّأْ إِنْ شِئْتَ) وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ : (صَلِّ إِنْ شِئْتَ) وَسُئِلَ عَنِ الْوَضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ فَقَالَ : (تَوَضَّأْ) وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْ مَبَاتِ الْإِبِلِ فَقَالَ : (لَا تُصَلِّ)

-'জাবির ইব্ন সামুরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আগুনে পাকানো মহিষের গোশত খাওয়ার পর ওযূ করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ইচ্ছা হলে ওযূ করতে পারো। মহিষের খোয়াড়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে নামায আদায় করতে পারো। আগুনে পাকানো উটের গোশত খাওয়ার পর ওযূর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, ওযূ করে নিবে। উটের খোয়াড়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, তাতে নামায আদায় করো না।'[২৬৮]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার বিষয়ে রহিত হয়েছে এবং উটের গোশত খাওয়ার দ্বারা ওযূ ভঙ্গের বিষয়টি বহাল আছে।

পরবর্তী হাদীছের দ্বারা পূর্ববর্তী হাদীছের বিধান রহিতকরণ

যেমন মুশরিক শিশুদের হত্যার ব্যাপারে সা'ব ইব্ন জাছ্ছামাহ্ (রা.)-এর হাদীছটি রহিত হওয়ার বিষয়। ইব্ন হিব্বান (র.) মুশরিক শিশুদের হত্যা না করার ব্যাপারে ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণীত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি মুশরিক শিশুদের হত্যা করা বৈধ হবে এ সম্পর্কিত সা'ব ইব্ন জাছ্ছামাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষ সা'ব ইব্ন জাছ্ছামাহ (রা.)-এর হাদীছের উপর রহিত হওয়ার হুকুম আরোপ করেছেন। তিনি এ মর্মে নিম্নোক্ত শিরোনাম দিয়েছেন,

ذكر الزجر عن قتل نساء أهل الحرب في القصد

-যুদ্ধরত দেশে মহিলাদের হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা।

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ رَأَى فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِمْرَأَةً مَقْتُوْلَةً فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

২৬৭. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৫৫, পৃ. ৪৩২

২৬৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১১৫৬, পৃ. ৪৩২

-'রসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন এক সফরে একজন নিহত মহিলাকে দেখলেন। অতপর তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করলেন।'[২৬৯]

ইব্ন হিব্বান (র.) সা'ব ইব্ন জাছ্ছামাহ্ (রা.)-এর হাদীছটি উল্লেখ করার জন্য একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن خبر الصعب بن جثامة منسوخ نسخه خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل

-'সা'ব ইব্ন জাছ্ছামাহ্ (রা.)-এর হাদীছটি ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা রহিত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা।'

এ শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ الصّعَب بْنَ جَثامَةَ قَلَ كانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ ثَلاثَةَ أحَادِيْثَ قَلَ :سَألْتُ رَسُوْلَ عَنْ أوْلادِ الْمُشْرِكِيْنَ أنْ نَقْتُلهُمْ مَعَهُمْ قَلَ : (نَعَمْ فَإنّهُمْ مِنْهُمْ) ثُمّ نَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَقَلَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: (لا حِمى إلّا لِلّهِ وَلِرَسُوْلِهِ)قَلَ :فَصِدْتُ لَهُ حِمَار وَحْشٍ بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَرَدّ ذَلِكَ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِيْ وَجْهِيْ فَقَلَ رَسُوْلُ : (إنّا لَمْ نَرُدّهُ عَلَيْكَ إلّا أنا حَرَمٌ)

-' স'আব ইব্ন জাছ্ছামাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে তিনটি হাদীছ (প্রায়শই) বর্ণনা করতেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মুশরিকদের সন্তানদেরকে তাদের (পিতা-মাতার) সাথে হত্যা করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তারাও তাদের অন্তর্ভূক্ত। তারপর হুনায়ন যুদ্ধের সময় তাদেরকে (শিশুদের) হত্যা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, চারণভূমি একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য আবওয়া নামক স্থানে একটি বণ্যগাধা শিকার করলাম। তখন তিনি (সা.) মুহরিম ছিলেন। ফলে তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার চেহারায় অসন্তোসের ভাব দেখে বললেন, আমি মুহরিম না হলে কিছুতেই এগুলো ফিরিয়ে দিতাম না।"[২৭০]

ইজমার মাধ্যমে হাদীছের উপর রহিতের হুকুম আরোপ

যেমন নামাযের মধ্যে রুকূ'তে অঙ্গুলের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করার বিধান রহিতকরণ। ইব্ন হিব্বান (র.) নামায় আদায়ের পূর্ণাঙ্গ ধরণ সম্পর্কিত হাদীছগুলো উল্লেখের পর, নামাযের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে দু'হাত উত্তোলনের ব্যাপারে বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং নামাযের মধ্যে রুকূ'তে অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করার বিষয়ে ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তারপর উল্লিখিত হাদীছের পর্যালোচনা করে, সাহাবীদের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে হাদীছটি রহিত হওয়ার কথা জানান দিয়েছেন। যারা ফযল ইব্ন মাস'উদ এবং অন্যান্যদের অভিমতের ভিত্তিতে হাদীছের হুকুমটি এখনও প্রযোজ্য আছে বলে দাবি করে, তিনি তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

যেমন তিনি আসওয়াদ (রা.)-এর সুত্রে স্বীয় সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

عَنِ الْأسْوَدِ قَلَ : دَخَلْتُ أنا وَ عَلْقَمَةُ عَلَى إبْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَلَ لَنَا : أصَلّى هَؤُلاءِ ؟ فَقُلْنَا : لا قَلَ : فَقُوْمُوْا فَصَلُوْا فَذَهَبْنَا لِنَقُوْم خَلْفِهِ فَجَعَلَ أحَدُنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلى بِغَيْرِ أذَانٍ وَلا إقَامَةٍ فَجَعَلَ إذَا رَكَعَ شَبَكٌ بَيْنَ أصَابِعَهُ فِيْ الصلاة فَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَلما صَلى قَلَ : هَكَذَا رَأيْتُ رَسُوْلَ ﷺ يُصَلِّيْ وَقَلَ : (يَا أيُّهَا النَاسُ إنهَا سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ إمْرَأةٌ يُمِيْتُوْنَ الصلاةَ يَخْنِقُوْنَهَا إلى شَرْقِ الْمَوْتَى فَمَنْ أدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصلاةَ لِوَقْتِهَا وَلِيَجْعَلْ صَلاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً)

২৬৯. পূর্বোক্ত, ১১শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৪৭৮৫, পৃ. ১০৭

২৭০. পূর্বোক্ত, ১১শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৪৭৮৭, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

-‘আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন আমি ও ‘আলক্বামাহ্ বিশিষ্ট্য সাহাবী ইব্ন মাস‘উদ (রা.)-এর কাছে গেলাম, তিনি আমাদেরকে বললেন, এরা কি নামায আদায় করেছে ? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা দাঁড়াও এবং নামায আদায় করো। আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাদের একজনকে তাঁর ডান পার্শ্বে এবং অপরজনকে তাঁর বাম পার্শ্বে দাঁড় করালেন। তারপর আযান ও ইক্বামাত ছাড়াই নামায পড়ালেন। নামায অবস্থায় রুকূ‘র মধ্যে এক হাতের অঙ্গুলিকে, অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে লাগলেন এবং হাতকে উভয় হাঁটুর মাঝখানে রাখলেন। নামায শেষ করে বললেন, এভাবেই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমি নামায আদায় করতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে লোক সকল ! অচিরেই তোমাদের উপর এমন সব আমীর উমারা চেপে বসবে, যারা নামাযকে নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বে আদায় করবে। এমনকি তারা নামাযকে নষ্ট করার পর্যায় নিয়ে ছাড়বে। তোমাদের কেউ যদি সে সময় পায়, তাহলে সে যেন সময়মত নামায আদায় করে নেয় এবং নফল আদায়কারী হিসেবে তাদের সাথে জামা‘আতে শরীক হয়।’[২৭১]

উপরোক্ত হাদীছের পর্যালোচনায় ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, ইব্ন মাস‘উদ (রা.) ঐ সকল সাহাবীদের একজন, যারা নামায অবস্থায় রুকূ‘র মধ্যে (হাঁটুর ওপর দু’হাত না রেখে) এক হাতের অঙ্গুলিকে অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করাতেন (দু’হাঁটুর মাঝে রাখতেন) এবং বলতেন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এভাবেই নামায আদায় করতে দেখেছেন। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলিম এ কথার উপর একমত যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমনটি ছিলো। পরবর্তীতে রুকূ‘র সময় দু’হাঁটুর উপর দু’হাত রাখার নির্দেশনার ফলে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের এ বিধান রহিত হয়ে যায়। হতে পারে রহিত হওয়ার বিষয়টি ইব্ন মাস‘উদ (রা.)-এর অজানা ছিলো, হতে পারে তিনি হাঁটুর উপর হাত রাখতে দেখেছেন কিন্তু ভুলে গেছেন। তাহলে এটিও সম্ভব যে, রুকূ‘তে যাওয়ার সময় এবং রুকূ‘ হতে উঠার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাত উত্তোলনের বিষয়টি তাঁর অজানা ছিলো কিংবা তিনি দেখেছেন কিন্তু ভুলে গেছেন।

তিনি (ইব্ন হিব্বান) নামায অবস্থায় রুকূ‘র মধ্যে (হাঁটুর ওপর দু’হাত না রেখে) এক হাতের অঙ্গুলিকে অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করার হাদীছকে রহিতকারী। তিনি এ ব্যাপারে মুস‘আব ইব্ন সা‘আদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

عَنْ مصْعَبِ بْنِ سَعدِ بْنِ أَبِيْ وَقاصٍ قَالَ: كُنْتُ إِذَا صَلَيْتُ طَبقْتُ وَوَضَعْتُ يَدِيْ بَيْنَ رُكْبَتَيْ فَرَآنِيْ أَبِيْ سَعدٍ فَقَالَ: كُنا نَفْعَلُ هَذَا فَنَهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا بِالركَبِ

-‘মুস‘আব ইব্ন সা‘আদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, আমি যখন নামায আদায় করতাম, তখন রুকূ‘তে এক হাতের অঙ্গুলিকে অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করাতাম এবং হাত উভয় হাঁটুর মাঝখানে রাখতাম। আবূ সা‘আদ আমাকে এমনটি করতে দেখে বললেন, আমরা (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) এমনটিই করতাম, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) এমন করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং হাঁটুর উপর হাত রাখার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন।’[২৭২]

ইব্ন হিব্বান (র.) রহিত হওয়া হাদীছের হুকুম নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি বিপরীতমুখী দু’টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধণ এবং একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রহিত হওয়ার ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও সমন্বয়ে অক্ষম হলে তিনি রহিত হওয়ার হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছেন। যে সকল স্থানে ইব্ন হিব্বান (র.) রহিত হওয়ার হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছেন তার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

ক্বিবলাকে সামনে অথবা পেছনে রেখে মল-মুত্র ত্যাগের প্রতি সতর্কবাণী রহিত হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান

২৭১. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৭৪, পৃ. ১৯২

২৭২. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৮৩, পৃ. ২০১-০২

ইব্ন হিব্বান (র.) ক্বিবলাকে সামনে রেখে কিংবা ক্বিবলাকে পেছনে রেখে মল-মুত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ এবং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে মল-মুত্র ত্যাগের বিষয়ে উৎসাহদানকারী হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি এ ব্যাপারে জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوْجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ قَالَ : ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُوْلُ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ

-‘জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা ক্বিবলাকে পিছনে রেখে মল-মুত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। অতপর তাঁর (রসূলুল্লাহ্) ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে তাঁকে (রসূলুল্লাহ্) ক্বিবলার দিক মুখ করে প্রস্রাব করতে দেখলাম।’[২৭৩]

তিনি অন্য একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন, যেখানে এ কথা প্রমানের চেষ্টা করেছেন যে, ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে কিংবা ক্বিবলাকে পিছনে রেখে মল-মুত্র ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র উম্মুক্ত স্থানের জন্য খাস, শৌচাগার কিংবা পর্দাবৃত্ত স্থানের ক্ষেত্রে হুকূমটি প্রযোজ্য নয়। তিনি এ সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখের জন্য একটি শিরোনামের অবতারণা করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن الزجر عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول إنما زجر عن ذلك في الصحارى دون الكف والمواضع المستورة

-‘ঐ হাদীছের আলোচনা যে হাদীছ এ কথার প্রতি নির্দেশ করে যে, মল-মুত্র ত্যাগের সময় ক্বিবলার দিকে মুখ করে কিংবা ক্বিবলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে মল-মুত্র ত্যাগের নিষিধাজ্ঞার বিষয়টি, উম্মুক্ত স্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, শৌচাগার কিংবা পর্দাবৃত স্থানের ক্ষেত্রে নয়।’

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে ইব্ন ‘উমার (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : إِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ : إِذَا قَعَدْتَ لِحَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ

-‘ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেছিলেন, লোকেরা বলে, মল-মুত্র ত্যাগের সময় ক্বিবলাহ্ এবং বায়তুল-মুক্বদ্দাসের দিকে মুখ করে বসবে না। (অথচ) ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমার (রা.) বলেন, আমি একদিন আমাদের ঘরের ছাদের ওপর উঠলাম। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখলাম, তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য বায়তুল-মুক্বদ্দাসের দিকে মুখ করে দু’টি ইঁটের ওপর বসে আছেন।’[২৭৪]

নামাযের মধ্যে কুনূত (নাযিলা) রহিত হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান

ইব্ন হিব্বান (র.) নিজস্ব সনদে ইব্ন ‘উমার (রা.)-এর সুত্রে নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন,

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ قَالَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ : (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) فِيْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ : (اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا) دَعَا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَأَنْزَلَ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ }

-‘ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, ফজরের নামাযের শেষ রাকা‘আতে যখন তিনি রুকূ‘ থেকে মাথা উঁঠাতেন, তখন তিনি বলতেন **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** তারপর তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্ আপনি ওমুক ওমুকের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন। তিনি মুনাফিকদের মধ্য থেকে কারো কারো জন্য বদ-

---

২৭৩. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৪২০, পৃ. ২৬৮-৬৯

২৭৪. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৪২১, পৃ. ২৬৯-৭০

দু‘আ করতেন। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা অবতীর্ণ করেন, {হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে ‘আযাব দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই। কারণ তারা অত্যাচারী। সূরা আল-‘ইমরান, আয়াত: ১২৮}[২৭৫]

তিনি এ মর্মে একই রাভী থেকে বর্ণীত অপর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

أن النبي كان يدعوا على أقوام في قنوته فأنزل عز وجل {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون}

-‘রসূলুল্লাহ্ (সা.) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে বদ-দু‘আ করতেন। অতপর {হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে ‘আযাব দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই। কারণ তারা অত্যাচারী। সূরা আল-‘ইমরান, আয়াত: ১২৮} এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।’[২৭৬]

ইব্ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত দু’টি হাদীছ পর্যালোচনা করেছেন এভাবে, যারা হাদীছের বক্তব্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না এবং ভালভাবে হাদীছের সঠিক অর্থ বুঝে না, তাদের ধারণা নামাযের মধ্যে কুনূত (নাযিলা) পড়া রহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা‘আলা যাদেরকে সঠিক মর্মার্থ বুঝার তাওফীক দিয়েছেন এবং সঠিক পথে চলার জন্য হিদায়াত দিয়েছেন, তাদের জন্য এতে স্পষ্ট দিক নিদর্শন রয়েছে যে, কাফির এবং মুনাফিক সম্প্রদায়ের উপর অভিসম্পাত করা এবং মুসলমানদের জন্য দু‘আ করার বিধান রহিত হয়নি।

আর এটি বিশুদ্ধ হওয়ার দলীল, আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছের এই অংশটুকু

أَمَا تَرَاهُمْ وَقَدْ قَدِمُوْا ؟

-‘তাদেরকে তুমি দেখনি তারা ফিরে এসেছে ?’ এই শব্দ থেকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, তারা যদি ফিরে না আসতো, এবং কাফির সম্প্রদায়ের হাত থেকে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের মুক্ত না করতেন, তাহলে কুনূতকে বহাল রাখতেন এবং মর্যাদা দিতেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তা‘আলার এই বাণী

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

-“রসূলুল্লাহ্ (সা.) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে বদ-দু‘আ করতেন। অতপর {হয় আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে ‘আযাব দিবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই। কারণ তারা অত্যাচারী।”[২৭৭] এর মধ্যেও এ কথা নেই যে, কাফির সম্প্রদায়ের উপর অভিসম্পাত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। এই আয়াতের মধ্যে তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়ার কিংবা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ঘোষণা আছে। আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর শিরকের উপর অবিচল থাকলে শাস্তি দিবেন। এ কথা নয় যে, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা কুনূত নাযিলার বিধান রহিত হয়ে গেছে।

নামাযের মধ্যে কথা বলা সম্পর্কে যুল-ইয়াদাইন (রা.)-এর ঘটনা রহিত হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান

ইব্ন হিব্বান (র.) একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر خبر يحتج به من جهل صناعة الحديث وزعم أنه منسوخ نسخه نسخ الكلام في الصلاة

-এমন হাদীছের উল্লেখ, যে হাদীছের মূলনীতির ব্যাপারে অজ্ঞতা বশত: উক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে এবং ধারণ করে, নামাযের মধ্যে কথা বলা যাবে না এ সংক্রান্ত হাদীছটি রহিত হয়ে গিয়েছে।

তিনি এই শিরোনামের অধীনে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

---

২৭৫. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৯৮৭, পৃ. ৩২৫-২৬

২৭৬. পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৯৮৮, পৃ. ৩২৬-২৭

২৭৭. আল-কুর’আন, ৩: ১২৮

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَن النبي مِنْ إِثْنَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَشِيِّ فَقَامَ إِلَيْهِ ذُوْ الْيَدَيْنِ فَقَالَ : أَقُصِرَتْ الصلاةُ أَمْ نَسِيْتَ ؟ فَقَالَ : (كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ) ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الناسِ فَقَالَ : (أَكَمَا يَقُوْلُ ذُوْ الْيَدَيْنِ ؟) قَالُوْا : نَعَمْ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصلاةِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السهْوِ

-'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, (তিনি বলেন) রসূলুল্লাহ্ (সা.) সান্ধ্যকালীন নামায দু'রাকা'আত আদায় করে, নামায শেষ করে দিলেন। নামায শেষে যুল-ইয়াদাইন (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললেন নামায কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে না কি আপনি ভুলে গেছেন ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এর কোনটিই ঘটেনি। তারপর তিনি (সা.) অন্যান্য সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, যুল-ইয়াদাইন যেমনটি বলছে বিষয়টি কি এমনি ঘটেছে ? তাঁরা বললো, হ্যাঁ। তারপর তিনি অবশিষ্ট নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং ভুলের জন্য দু'টি সিজদাহ্ করলেন।"[২৭৮]

উপরোক্ত হাদীছের পর্যালোচনায় ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এই হাদীছটির ব্যাপারে কিছু 'উলামা-ই কিরাম বলে থাকেন যে, এই নামাযটি ছিলো তখনকার, যখন নামাযের মধ্যে কথা বলা বৈধ ছিলো। তারপর নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যা উপরোক্ত হাদীছটিকে রহিত করে দেয়। অথচ তাদের ধারণা সঠিক নয়। কেননা নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি রহিত হয়েছে, ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) হাবশা থেকে মক্কাতে ফিরার সময়। আর এটি হিজরাতের তিন বছর পূর্বের ঘটনা ছিলো। হাদীছটির বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সপ্তম হিজরীতে খাইবার যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সে অনুযায়ী নামাযের মধ্যে কথা বলার বিষয়টি রহিত হওয়ার প্রায় দশ বছর পর যুল-ইয়াদাইনের ঘটনা ঘটেছে। তাহলে পূর্ববর্তী দশ বছর পূর্বের হাদীছ দ্বারা পরবর্তী দশ বছর পরের হাদীছ রহিত কিভাবে সম্ভব ? এটি অসম্ভব।

তিনি আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر احتج به من جهل صناعة الحديث فزعم أن أبا هريرة لم يشهد هذه القصة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا صلى معه هذه الصلاة

-এমন হাদীছের উল্লেখ, যে হাদীছের মূলনীতির ব্যাপারে অজ্ঞতা বশত: এমন হাদীছ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে এবং ধারণা করে যে, আবূ হুরায়রা (রা.) এই ঘটনার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন না এবং এই নামাযেও তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে শরীক ছিলেন না।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمْ قَالَ : كُنا نَتَكَلَّمُ فِيْ الصلاةِ بِالْحَاجَةِ حَتى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : { حَافِظُواْ عَلَى الصلَوَاتِ والصلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } فَأُمِرْنَا بِالسكُوْتِ

-'যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: আমরা (এক সময়ে) নামাযের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলতাম। কিন্তু এক পর্যায়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,{সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী তথা 'আসরের নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্ তা'আলার সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।}[আল-কুর'আন: ২:২৩৮] । অতপর নামাযরত অবস্থায় আমাদের চুপ থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়।'[২৭৯]

তিনি এই হাদীছটির পর্যালোচনায় বলেন, নামাযের মধ্যে কথা বলা রহিত হওয়ার বিষয়টি মদীনাতে ঘটেছিলো। আর যুল-ইয়াদাইনের ঘটনাটি যখন ঘটেছিলো, তখন আবূ হুরায়রা (রা.) উপস্থিত ছিলেন না। কারণ, যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম (রা.) আনসারী সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেছেন, প্রয়োজন হলে আমরা নামাযের মধ্যে কথা বলতাম। ধারণাকারী এ বিষয়ে যা ধারণা করেছেন তা মোটেই সঠিক না। কারণ যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম ঐ সকল আনসার সাহাবীদের একজন, যারা মদীনাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হিজরাতের পূর্বে নামায আদায় করেছিলেন। আর মক্কায় সাহাবা-ই কিরামরা যেভাবে (নামাযের মধ্যে কথা বলতেন) নামায আদায় করতেন, তাঁরাও মদীনাতে

২৭৮. Avj -Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২২৪৯, পৃ. ২৫-২৬

২৭৯. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২২৫০, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে নামায আদায় করতেন। সুতরাং মক্কায় যখন নামাযের মধ্যে কথা বলা রহিত হয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবে তখন মদীনাতেও নামাযের মধ্যে কথা বলা রহিত হয়ে যায়। অতএব যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম সেটিই বর্ণনা করেছেন, যেটি তারা করতেন। বিষয়টি এমন নয় যে, যায়দ ইব্‌ন আরক্বাম তাই বর্ণনা করেছেন যা তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন নি।[২৮০]

উভয়ের পদ্ধতির সারসংক্ষেপ:

নাসখ বা রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ ও ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

১. তাঁরা উভয় ইমাম হাদীছের হুকূম রহিত হওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। যখনই পরস্পর বিরোধী দু'টি হাদীছ পেয়েছেন, তখন তারা উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন এবং একটি হাদীছকে অপর হাদীছের উপর প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এই দু'পদক্ষেপ যখন অসম্ভব হয়েছে, তখন তাঁরা রহিত করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২. রহিত করণের বিষয়টি তাঁদের পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক স্থানে না হলে, তাঁরা উভয়ই রহিত হওয়ার হুকূম প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩. রহিত করণের বিষয়টি তাঁদের পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক স্থানে না হলে, তাঁরা উভয়ই রহিত হওয়ার হুকূম প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৪. তাঁরা উভয়ই কখনো কখনো হাদীছের 'ইল্লাত নিয়ে আলোচনা করেছেন, আবার কখনো কখনো 'ইল্লাতের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

৫. যখন কোন হাদীছ কুর'আন ও সহীহ হাদীছের বিপরীত হয়েছে, তখন তাঁরা উভয়ই সে হাদীছের ব্যাপারে রহিত হওয়ার হুকূম আরোপ করেছেন।

৬. তাঁরা দু'জনই রহিতের সন্দেহ প্রতিহত করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি থেকে সন্দেহ ও অমূলক ধারণা দূরীভূত করেছেন। আর হিব্বান (র.) নাসখ বা রহিতের স্থানে কোন মতবিরোধ থাকলে তা উল্লেখ করেছেন।

৭. একই বিষয়ে দু'টি হাদীছের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে, মু'আয়াখ্খর বা পরবর্তী হাদীছটি তাঁদের শর্তের আওতায় পড়লে, মুক্বদ্দাম বা পূর্ববর্তী হাদীছটি উপর তাঁরা রহিতের হুকূম আরোপ করেছেন।

৮. ব্যতিক্রম হলো, ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) যখন দেখেছেন যে, কেউ কেউ রহিত হওয়া হাদীছকে সুসংহত ও মজবূত করেছেন এবং মুহকাম হাদীছের উপর রহিতের হুকূম আরোপ করেছেন, তখন তিনি তাদের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ও তাদের দাবিকে খণ্ডন করেছেন।

৯. কুর'আনের আয়াতদ্বারা কোন হাদীছ রহিত হলে, ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) সে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

১০. ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেছেন যে, নীরবতার দ্বারা কোন বিষয় ততক্ষণ পর্যন্ত রহিত হয় না বরং স্ব অবস্থানে বহাল থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা না আসে।

১১. ইব্‌ন হিব্বান (র.) যে বিষয়ে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) থেকে ব্যতিক্রম করেছেন সেটি হলো, যে ব্যাপারে এক বা একাধিক ইসতিছনা রয়েছে, সেটিকে তিনি রহিতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

---

২৮০. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

১২. তাছাড়া তিনি 'ইজমা' বা মুসলমানদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কোন হাদীছের উপর রহিতের হুকুম আরোপ করেছেন।[২৮১]

আমার গবেষণার মাধ্যমে জানতি পেরেছি, উভয় সহীহায়ন অর্থাৎ সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ এবং সহীহ ইব্‌ন হিব্বান হাদীছ গ্রন্থদ্বয়ে যখন দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করা কঠিন হয়েছে, তখন উভয় ইমাম প্রধাণ্যদানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তবে আমরা ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-কে এই সমস্ত নিয়ম বর্ণনার ক্ষেত্রে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর তুলনায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে দেখেছি। তিনি হাদীছের মধ্যে বৈপরীত্য দুর করার জন্য বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে হাদীছের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন যেমন তিনি রাভীর অবস্থা, রাভী যার থেকে বর্ণনা করেছেন তার অবস্থা এবং হাদীছ বর্ণনার ধরণ ইত্যাদি নিঁখুতভাবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু ইব্‌ন হিব্বান এমনটি করেন নি।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে প্রাধান্যদানে উভয়ের পদ্ধতি

সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থদ্বয় পর্যালোচনা করে আমি দেখতে পেয়েছি যে, তাঁরা উভয়ই বিরোধপূর্ণ হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, সমন্বয়ে ব্যর্থ হলে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বেশী অগ্রগামী ছিলেন। তিনি এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর অবস্থা, বর্ণনাকারী যার থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁর অবস্থা ও বর্ণনা পদ্ধতি সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ইব্‌ন হিব্বান (র.)ও এ সকল পদ্ধতির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, তবে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (রা.)-এর মত অতটা নয়। নিম্নে বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে প্রাধান্যদানে উভয়ের পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো।

বর্ণনাকারী অধিক হওয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্যদান

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) প্রকাশ্যে বিরোধপূর্ণ দু'টি হাদীছের মধ্যে প্রথমে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, সমন্বয়ে ব্যর্থ হলে উভয় হাদীছের রাভীদের আধিক্যতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছেন। অর্থাৎ যে হাদীছের রাভী বেশী সে হাদীছটিকে অল্প সংখ্যক রাভী কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে স্ত্রীলোক, গাধা ও কালো কুকুর যাতায়াত সংক্রান্ত বিধানের ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। যে পরিচ্ছেদের একটি শিরোনাম দিয়েছেন। তারপর ঐ শিরোনামের অধীনে হাদীছ উল্লেখপূর্বক বর্ণনাকারী অধিক হওয়ার ভিত্তিতে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها الكلب الأسود والحمار وأعلم أنها تقطع الصلاة الحائض دون الطاهر وهذا من ألفاظ المفسر كما فسر خبر أبي هريرة وعبد الله بن مغفل في ذكر الكلب في خبر أبي ذر فأجمل ذكر الكلب في خبر أبي هريرة وعبد الله بن مغفل فقال : يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة وبين في خبر أبي ذر أن الكلب الذي يقطع الصلاة هو الأسود دون غيره وكذلك بين في خبر بن عباس أن المرأة الحائض هي التي تقطع الصلاة دون غيرها

২৮১. gLZwjdj nv'xQ dx mnxn Beb Lhvqgvn I mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩

-রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্ত্রীলোককে গাধা ও কালো কুকুরের সাথে উল্লেখ করার দ্বারা ঋতুবর্তী স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যে স্ত্রীলোক নামাযকে বিনষ্ট করে, পবিত্র স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য নয়। শিরোনামের মধ্যে থাকা শব্দাবলীর যে ব্যাখ্যা আবূ হুরায়রা ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগফ্ফাল দিয়েছেন, তা আবূ যার (রা.) তাঁর হাদীছের মধ্যে উল্লিখিত **الكلب** -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন। সুতরাং আবূ হুরায়রা (রা.) ও 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগফ্ফাল (রা.)-এর হাদীছের মধ্যে কুকুরের আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করে বলা হয়েছে, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক নামাযকে বিনষ্ট করে। আবূ যার (রা.) বলেছেন, যে কুকুর নামাযকে বিনষ্ট করে, তা হলো কালো কুকুর, অন্য কুকুর নয়। অনুরূপভাবে ইব্ন 'আব্বাস (রা.) স্ত্রীলোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্ত্রীলোক বলতে ঋতুবর্তী স্ত্রীলোককে বুঝানো হয়েছে, কারণ ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকই নামায বিনষ্ট করে, অন্য স্ত্রীলোক নয়।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ

-'ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূলুল্লাহ্) বলেছেনঃ কুকুর ও ঋতুবর্তী মহিলা নামাযকে বিনষ্ট করে।'[২৮২]

তারপর তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي صلى الله عليه و سلم : يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة

-নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম প্রসঙ্গে, কিছু কিছু জ্ঞানের ধারকদের ধারণা, এই হাদীছটি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক বর্ণীত 'গাধা, কুকুর এবং স্ত্রীলোক নামাযকে নষ্ট করে দেয়'-এ হাদীছের বিরোধী।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصُّفُوفِ، فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا، فَلَمْ يَقُلْ: لَنَا.

-'ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ আমি ও আল-ফাযল একটি গাধায় চড়ে আসলাম, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) 'আরাফাতের ময়দানে মানুষদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমরা গাধার পিঠে আরোহনাবস্থায় কিছু কাতারের সামনে দিয়ে চলার পর আমরা গাধার পিঠ থেকে নেমে গেলাম এবং গাধাগুলো চলে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। (নামায শেষে) রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে কিছুই বললেন না।'[২৮৩]

আবূ মূসা বলেন, একটি বর্ণনায় আছে, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই বলেন নি। 'আবদুল-জব্বার বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে (এমনটি করতে) নিষেধ করেন নি। আর মাখযূমী বলেন, রসূলুল্লাহ্ আমাদেরকে কিছুই বলেন নি।'

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হাদীছটি মা'মার এবং মালিক বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ই বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন লোকদের নিয়ে মীনাতে নামায আদায় করেছিলেন।

এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীছ যা আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে মা'মার বর্ণনা করেছেন,

مَرَّتْ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ، فَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةَ

-'গাধাটি মানুষের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করলো, কিন্তু তাদের নামায বিনষ্ট করে নি।'

আর আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, 'আবদুর্-রহমানের হাদীছে আছে,

---

২৮২. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৮৩২, পৃ. ৩৫৬

২৮৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৮৩৩, পৃ. ৩৫৬

Dhaka University Institutional Repository

أنا على حِمَارٍ فتركْتُهُ بَيْنَ الصفِّ وَدَخَلْتُ فِيْ الصلاةِ فلَمْ يَعِبْ عَلَيّ

-‘আমি একটি গাধার পিঠে আরোহন করে এসে গাধাটিকে কাতারের মাঝে ছেড়ে দিলাম। আর আমি নামাযে অংশগ্রহণ করলাম, কিন্তু তিনি (রসূলুল্লাহ্) আমার কোন ভুল ধরেন নি।’[২৮৪]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এই হাদীছে এ কথা নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) গাধাটিকে কাতারের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছেন এবং না কাতারের মাঝ দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছেন। আবার এ কথাও নেই যে, মুসল্লীদের সামনে দিয়ে গাধাটি যাতায়াত করার বিষয়টি তিনি অবগত ছিলেন। আবার যে সমস্ত মুসল্লীদের সামনে দিয়ে গাধাটি যাতায়াত করেছিলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে পুনরায় নামায আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিষয়টি এমনও নয়। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণীত হাদীছ দ্বারা এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, গাধা, কালো কুকুর, স্ত্রীলোক, ঋতুবর্তী নারী নামাযকে নষ্ট করে দেয়। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে, তার বিরোধী এমন কোন হাদীছ যা সাব্যস্ত হয়নি, এমন হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া বিষয়টি পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।[২৮৫]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) আরো কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে হাদীছগুলো বিরোধপূর্ণ, যেমন তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَيْنِ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفَرَّعَ أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ

-‘ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) হতে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ও বনী হাশিমের এক ব্যক্তি (দাস) একটি গাধার পিঠে আরোহন করে অথবা (দু’জন) দু’টি গাধার পিঠে আরোহন করে আসলাম। তারপর নামাযরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে দিয়ে যাতায়াত করলাম। কিন্তু তিনি (রসূল) নামায ছেড়ে দেন নি। তারপর বনী ‘আবদুল-মুত্তালিব গোত্রের দু’জন বালিকা এসে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাঁটু ধরে বসলো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের ছাড়িয়ে দিলেন অথবা তিনি পৃথক করে দিলেন। কিন্তু তিনি নামায ছেড়ে দেন নি।’[২৮৬]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছের মধ্যে এ কথা নেই যে, গাধাটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে, বরং ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে দিয়ে আমি যাতায়াত করেছি। এই শব্দটি বুঝায় যে, গাধা থেকে অবতরণের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে দিয়ে তিনি যাতায়াত করেছেন। কেননা তিনি বলেন নি যে, নামাযরত অবস্থায় আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছি। তবে ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা যে হাদীছটি শু‘বাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন সেখানে বর্ণনাটি এভাবে আছে যে, আমরা তাঁর সামনে দিয়ে যাতায়াত করলাম, তারপর সাওয়ারী থেকে নামলাম এবং তাঁর সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করলাম। তিনি আরো বলেন, শু‘বার হাদীছের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফরের হাদীছের উপরে ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসার হাদীছকে প্রাধান্য দিয়ে বিধান সাব্যস্ত করা অসম্ভব। কারণ শু‘বার হাদীছের ক্ষেত্রে ‘উবায়দুল্লাহ্‌র মত মুহাম্মাদ জা‘ফর ও কতেক রাভী তার বিরোধিতা করতেন, এমন পরিস্থিতিতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফরের হাদীছই প্রাধান্য পেতো। আর ‘উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসার বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফরের হাদীছের বর্ণনাকারীর সংখ্যা থেকে বেশী ছিলো। সুতরাং মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা‘ফরের হাদীছই প্রাধান্য পাবে।

এই হাদীছটি মানসূর ইব্‌নুল-মু‘তামির হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন জায্যার থেকে, তিনি আবীস্-সাহবা অর্থাৎ সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সুহাইব) বলেন, আমরা ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.)-এর নিকট

---

২৮৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৮৩৪, পৃ. ৩৫৭

২৮৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

২৮৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৮৩৫, পৃ. ৩৫৭

ছিলাম, আমরা (তাঁকে) জিজ্ঞেস করলাম, কোন জিনিস নামাযকে বিনষ্ট করে দেয়? তিনি বললেন, গাধা ও স্ত্রীলোক নামাযকে বিনষ্ট করে।[২৮৭]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) ভূমির উপর কিংবা বাহনের উপর বিতরের নামায আদায় আদায়ের ব্যাপারে মতপার্থক্য ও তার কারণ উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ভূমি কিংবা বাহনে চড়ে বিতর নামায আদায়ের বিষয়ে অধিক সনদযুক্ত হাদীছ থাকার কারণে এটির বৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে।

তিনি এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز

-জ্ঞানের ব্যাপারে অধিক পাণ্ডিত্য না থাকার কারণে, বাহনের উপরে থাকাবস্থায় বিতর নামায অবৈধ বলে ধারণা করে এবং ভুল করে(তাদের সমর্থনে) যে হাদীছ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে তার বর্ণনা।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ ِ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَإِذَا أَرَادَ الْمَكْتُوْبَةَ أَوْ الْوِتْرَ أَنَاخَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ

-‘হযরত জাবির ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সফরে থাকাবস্থায় উট যেদিকেই মুখ করে চলুক না কেনো, উটের পিঠে নামায আদায় করতেন। যখন তিনি ইচ্ছা করতেন তাঁর বাহনকে থামিয়ে যমীনে ফরয নামায অথবা বিতর নামায আদায় করেছেন।’[২৮৮]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, কতিপয় লোক ধারণা করে যে, উপরোক্ত হাদীছটি হযরত ইব্‌ন ‘উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত। তারা বলে, এই হাদীছ দ্বারা এ কথার উপর দলীল পেশ করা যায় যে, উটের পিঠে আরোহন অবস্থায় বিতরের নামায আদায় জায়িয নেই। তাদের এ ধারণা সঠিক নয় এবং হাদীছটির বর্ণনাকারী এ ব্যাপারে অমনোযোগী। আমাদের নিকট এবং যারা হাদীছের মধ্যে (বিশুদ্ধ ও দুর্বল) যাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা রাখে, তাদের মত হলো, উপরোক্ত হাদীছটি ইব্‌ন ‘উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছের বিপরীত নয় বরং উভয় হাদীছই অভিন্ন এবং ‘আমালযোগ্য। রাভীদের প্রত্যেকেই হাদীছ সেভাবে বর্ণনা করেছেন, যেভাবে তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ‘আমাল করতে দেখেছেন। আর যারা উভয় হাদীছ সম্পর্কে জানেন, তাদের সে অনুযায়ী ‘আমাল করা ওয়াজিব। হযরত ইব্‌ন ‘উমার (রা.) প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করতে দেখেছেন, তারপর তিনি সেভাবেই আদায় করেছেন (যেভাবে তিনি রসূলকে দেখেছেন)। অপরদিকে জাবির (রা.)ও প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) দেখেছেন, তিনি তাঁর বাহনকে থামিয়ে বিতর নামায যমীনে আদায় করেছেন। ফলে তিনিও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যেভাবে দেখেছেন সেভাবে আদায় করেছেন। সুতরাং মানুষের জন্য বাহনের উপর বিতর নামায আদায় জায়িয আছে, যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) করেছেন। আবার বাহনকে থামিয়ে তা থেকে নেমে যমীনে বিতর নামায আদায় জায়িয আছে, কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) উভয়টিই করেছেন। তিনি একটি করার পর অপরটি না করার ব্যাপারে সতর্ক করেন নি। তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি যমীনে বিতর নামায আদায় না করতেন এবং বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করতেন, তাহলে মুসাফিরের জন্য বাহন থেকে নেমে যমীনে বিতর নামায আদায় জায়িয হতো না। তবে যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সা.) উভয়টিই করেছেন, সেহেতু মুসাফিরের জন্য স্বাধীনতা আছে, সে ইচ্ছা করলে বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে বাহন থেকে নেমে যমীনের উপর বিতর নামায আদায় করতে পারে। তবে কোন সুন্নাহ ‘আমাল করা সম্ভব হয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। যখন কোন হাদীছের উপর ‘আমাল করা সম্ভব না হয়, তখন তাকে অন্য হাদীছ দ্বারা পরিত্যাগ করা হয়। আর এ

---

২৮৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৮৩৬, পৃ. ৩৫৭-৫৮

২৮৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৬২, পৃ. ৫৪০

পরিস্থিতিতে একটি হাদীছ হবে নাসিখ বা রহিতকারী আর অপরটি হবে মানসূখ বা রহিত। 'আমালের ক্ষেত্রে নাসিখ হাদীছের উপর 'আমাল করতে হবে, মানসূখের উপর নয়।

আর যদি কারো জন্য জাবির (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হতো, তাহলে ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীছ দ্বারা জাবির (রা.)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা অধিক বৈধ হতো। কেননা ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীছ " রসূলুল্লাহ্ (সা.) বাহনের উপর বিতর নামায আদায় করেছেন" এ হাদীছটির সনদে রাভীর সংখ্যা বেশী। যে হাদীছটি জাবির (রা.)-এর হাদীছ থেকে অধিক শক্তিশালী ও অধিক বিশুদ্ধ। তবে কোন 'আলিমের জন্য উভয়টির মধ্যে একটিকে প্রাধান্যদান ও অন্যটিকে পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। বরং উভয়টির উপর 'আমাল করতে হবে।[২৮৯]

অধিক হাদীছ মুখস্থকারী ও অধিক সংরক্ষণকারী রাভীর হাদীছকে প্রাধান্যদান

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) সে সমস্ত রাভীর হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যিনি অধিক হাদীছ মুখস্থকারী ও অধিক হাদীছ সংরক্ষণকারী। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق

-কিচমিচের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক হলে, তাতে সদকা আবশ্যক।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِى كَرْمِهِ ، وَلاَ زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

-'হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে আঙ্গুর ও শস্যের ক্ষেত্রে কোন মুসলমানের উপর যাকাত দেয়া আবশ্যক নয়।'[২৯০]

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ

-'হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: শস্যাদির ক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে তাতে সদাকাহ্ নেই, হুলূ বা মিষ্টান্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রেও পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে তাতেও সদাকাহ্ নেই।'[২৯১]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেছেন, এখানে হুলূ বলে মিষ্টান্নদ্রব্য বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ মুসলিমের বর্ণনা থেকে এই বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ। আর মুহাম্মাদ মুসলিমের মত অনেক বর্ণনাকারী থেকে ইব্ন জারীহ অধিক হাদীছ মুখস্থকারী।[২৯২]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিতর নামায যেমন ছিলো, সে সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر خبر روي عن وتر النبي صلى الله عليه و سلم بعد الفجر مجمل غير مفسر أوهم بعض من لم يتبحر العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعد طلوع الفجر الثاني

---

২৮৯. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪২

২৯০. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২৩০৪, পৃ. ৯৮৪

২৯১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ২৩০৬, পৃ. ৯৮৪

২৯২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮৫

-ফজর নামাযের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিতর নামায আদায় সম্পর্কিত মুজমাল হাদীছের উল্লেখ, মুফাস্সার হাদীছ নয়। অগাধ জ্ঞান না থাকা ও জ্ঞান সম্পর্কে তাদের লেখনি না থাকায়, কিছু সংখ্যকের ধারণা, মুজমাল হাদীছের উপর মুফাস্সার হাদীছের মাধ্যমে দলীল উপস্থাপন করে বলে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্বিতীয় ফজরের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বিতর নামায আদায় করেছেন।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ ِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ وَعَدَ الْعَبَّاسَ ذَوْدًا مِنَ الْإِبِلِ، فَبَعَثَنِيْ إِلَيْهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَنَامَ رَسُوْلُ فَتَوَسَّدْتُ الْوِسَادَةَ الَّتِيْ تَوَسَّدَهَا رَسُوْلُ ِ فَنَامَ غَيْرَ كَبِيْرٍ أَوْ غَيْرَ كَثِيْرٍ، ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوَضُوْءَ، وَأَقَلَّ هِرَاقَةَ الْمَاءِ، ثُمَّ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، وَأَخْلَفَ بِيَدِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِيْ فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَجَعَلَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَتْ مَيْمُوْنَةُ حَائِضًا، فَقَامَتْ فَتَوَضَّأَتْ ثُمَّ قَعَدَتْ خَلْفَهُ، تَذْكُرَ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ أَشَيْطَانُكِ أَقَامَكِ؟ قَالَتْ: بِأَبِيْ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ ِ وَلِيْ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ وَلِيْ غَيْرَ أَنَّ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَمَّا انْفَجَرَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى أَتَاهُ بِلَالٌ، فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ

-'হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) 'আব্বাস (রা.)-কে কিছু উট দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 'ঈশার নামাযের পর তিনি আমাকে তাঁর (রসূলুল্লাহ্) কাছে পাঠালেন। তখন তিনি হযরত মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) ঘুমিয়ে পড়ায়, তিনি যে বালিশে ঘুমিয়ে ছিলেন, আমিও সেই বালিশে শুয়ে পড়লাম। তিনি সামান্য কিছু সময় ঘমিয়ে, আবার উঠে পড়লেন। বর্ণনাকারী এখানে **غير كبير** অথবা **غير كثير** বলেছেন। তারপর অল্প পরিমাণ পানি খরচ করে পরিপূর্ণরূপে ওযূ করে নামায আদায় করলেন। আমিও উঠে ওযূ করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বামদিকে নামাযে দাঁড়ালাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর হাত পেছন দিক থেকে এনে আমার কান ধরে, আমাকে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। তারপর প্রত্যেক দু'রাকা'আত পরপর সালাম ফেরাতে লাগলেন। আর তখন মায়মুনা (রা.) ঋতূবর্তী ছিলেন। তিনি ঘুম থেকে উঠে ওযূ করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পেছনে বসে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শয়তান কি তোমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) আমার সাথে শয়তান আছে ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেনঃ হ্যাঁ। ঐ সত্ত্বার শপথ, যিনি আমাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমার সঙ্গেও (শয়তান) আছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন, বিধায় আমি নিরাপদ। তারপর যখন ফজর উদয় হলো, তখন তিনি এক রাকা'আত বিতর আদায় করলেন, তারপর দু'রাকা'আত ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর বিলাল (রা.)-এর আযান হওয়ার আগ পর্যন্ত ডানকাতে শুয়ে থাকলেন।'[২৯৩]

তিনি অপর একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه من الوتر بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءة نهار ولا ليل

-ইব্ন 'আব্বাস (রা.) যে রাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে রাত যাপন করেছিলেন, সে রাতে তিনি প্রথম ফজর হওয়ার পর বিতর নামায আদায় করেন। যখন রাত অবশিষ্ট ছিলো, দিন হয় নি এবং এটি দ্বিতীয় ফজরের পরও ছিলো না যে, রাত অতিক্রান্ত হয়ে দিন হয়েছিলো। বিষয়টি এমন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বিতর শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাত আদায় করেন নি বরং বিতর শেষ করে দ্বিতীয় ফজর হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব

২৯৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১০৯৩, পৃ. ৪৬২-৬৩

করেছেন। যখন রাত অবশিষ্ট থাকে না, দিন হয়ে যায়। এটি বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষের দলীল, সে সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদ।

তিনি এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى خَالَتِيْ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيْثِ، وَقَالَ : ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ يُصَلِّيْ فِيْهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَبِثَ يَسِيْرًا حَتَّى إِذَا عَلِمَ رَسُوْلُ ﷺ أَنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُصَلِّيْ بِصَلَاتِهِ، فَأَخَذَ بِنَاصِيَتِيْ، فَجَرَّنِيْ حَتَّى جَعَلَنِيْ عَلَى يَمِيْنِهِ، فَصَلَّى رَسُوْلُ ﷺ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ قَامَ رَسُوْلُ ﷺ فَصَلَّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَهِيَ التَّاسِعَةُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ ﷺ أَمْسَكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ جِدًّا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ ﷺ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ

-'হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি আমার খালার কাছে গেলাম, তারপর তিনি একটি হাদীছের কিছু অংশ উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মসজিদের দিকে গেলেন ও সেখানে নামায আদায় করলেন। আমি তাঁর বাম পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁর সাথে নামায আদায় করছি, তখন তিনি আমার চুলের অগ্রভাগ ধরে টেনে তাঁর ডান পার্শ্বে দাঁড় করালেন। তিনি দু'রাকা'আত করে রাতের অবশিষ্ট অংশ নামায আদায় করলেন। যখন প্রথম ফজর উদিত হলো, তখন তিনি নয় রাকা'আত নামায আদায় করলেন, যার প্রত্যেক দু'রাকা'আতে সালাম ফিরিয়েছিলেন (এভাবে আট রাকা'য়াত আদায় করেন) এবং নবম রাকা'আতে এক রাকা'আত বিতর নামায আদায় করেছিলেন। তারপর ভালভাবে ফজর উদয়ের আগ পর্যন্ত (ফজরের জন্য) বিলম্ব করলেন। তারপর তিনি দু'রাকা'আত ফজরের (সুন্নাত) নামায আদায় করলেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন, অতপর বিলাল (রা.) আসলেন। অতপর তিনি দীর্ঘ হাদীছটি উল্লেখ করেন।'[২৯৪]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) উপরোক্ত হাদীছটির পর্যালোচনায় বলেন, সা'ঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছটি এ কথা বুঝায়, রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রথম ফজর উদয়ের পর এবং দ্বিতীয় ফজর উদয়ের পূর্বে বিতর নামায আদায় করেছেন। ফজর দু'টি, প্রথম ফজর রাত হওয়ার সাথে হয়। আর দ্বিতীয় ফজর দিন আগমনের পরেই হয়। আর যারা এক রাকা'আত বিতর হওয়ার বিষয়টির বিরোধিতা করে, তাদের উদ্দেশ্যে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ ব্যাপারে তিন ধরনের হাদীছই বর্ণীত হয়েছে।

তারপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, বিতরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়ার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে কোন হাদীছ প্রমাণিত আছে বলে আমার জানা নেই। আর বিতরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়ার ব্যাপারে উবায় ইব্‌ন কা'ব থেকে বর্ণীত হাদীছটি বিশুদ্ধ নয়। তাছাড়া বিতর নামায তিন রাকা'আত এমন বর্ণীত হাদীছও প্রমাণিত নয়।[২৯৫]

তারপর তিনি বিতর নামাযে দু'আ কুনূত পড়া সম্পর্কিত অন্য হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ الْحَوْرَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ: مَا تَذَكَّرُ مِنْ رَسُوْلِ ﷺ؟ فَقَالَ : كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ فِيْ الدعَاءِ وَلَمْ يُذَكِّرْ الْقُنُوْتَ وَلَا الْوِتْرَ.

-'হযরত আবুল-হাওরা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি হাসান ইব্‌ন 'আলীর কাছে সে সম্পর্কে জানতে চাইলাম, রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে তুমি কোন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করেছো ? তিনি বললেন, তিনি (রসূলুল্লাহ্) আমাকে এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন **اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ** যেমনভাবে ওয়াকী'র দু'আর ব্যাপারে বর্ণীত হাদীছ। তিনি সেখানে কুনূত এবং বিতরের কথা উল্লেখ করেন নি।'[২৯৬]

---

২৯৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১০৯৪, পৃ. ৪৬৩

২৯৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩

২৯৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১০৯৬, পৃ. ৪৬৫

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেছেন যে, হাদীছের ক্ষেত্রে ইউনুস ইব্ন আবূ ইসহাক এবং আবূ ইসহাকের মত অনেক রাভী থেকে শু'বাহ্ অধিক হাদীছ সংরক্ষণকারী। তাছাড়া উল্লিখিত হাদীছটি তিনি (আবূ ইসহাক) বুরাইদ থেকে শ্রবণ অথবা তাদলীস করেছেন কি না তা আমার জানা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে ভাল জানেন। তবে এমনটি হতে পারে, যেমনটি দাবি করেছেন কোন 'উলামা-ই কিরাম যে, আবূ ইসহাক যার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার থেকে ইউনুসও বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বিতর নামাযের মধ্যে দু'আ কুনূত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা তিনি বিতরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়েছেন। এমনটি যদি তাঁর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হতো, তাহলে আমাদের নিকট রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছের বিরোধিতা করা বৈধ হতো না। কিন্তু এমনটি প্রমাণিত আছে বলে আমার জানা নেই।[২৯৭]

বর্ণনাকারীর ইসলামগ্রহণ পরে হওয়ার কারণে একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্যাদান

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) কোন একটি হাদীছকে অন্যটির উপর প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে রাভীর পরে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দু'জন রাভীর মধ্যে একজন রাভী প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলে, তাঁর হাদীছটিকে পরিত্যাগ করে পরে ইসলাম গ্রহণকারী রাভী বা বর্ণনাকারীর হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ পরে ইসলামগ্রহণই হাদীছ পরে বর্ণনা করার প্রমাণ। যেমন তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه و سلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة

-সূরা আল-মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মোজার উপর মাসিহ করেছেন। এটি সে কথার বিপরীত, যারা বলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.) সূরা আল-মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মোজার উপর মাসিহ করেছেন।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيراً، بَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلى، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ ـ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا

-'হাম্মাম থেকে বর্ণীত আছে, তিনি বলেন, আমি জারীরকে দেখলাম। তিনি পেশাব করছেন, (পোশাবান্তে) তিনি পানি চাইলেন, অতপর ওযূ করলেন ও উভয় মোজার উপর মাসিহ করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন। তাঁকে (মোজার উপর মাসিহ) সে বিষয়ে জানতে চাইলে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এমনটি করতে দেখেছি।'[২৯৮]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এটি সুন'আনীর হাদীছ। অন্যান্য বর্ণনাকারী "আমি জারীরকে দেখেছি" এমনটি বলেন নি।

আবূ উসামার হাদীছে আছে, ইব্রাহীম বলেছেন, জারীরের হাদীছ আমাদের সঙ্গীদেরকে বিস্ময়বিহ্বল করতো। কেননা তিনি সূরা আল-মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ওয়াকী'র হাদীছের মধ্যে আছে, জারীরের হাদীছ তাদেরকে বিস্ময়বিহ্বল করতো। কেননা তিনি সূরা আল-মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, তিনি হাদীছে জারীরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তিনি পরে ইসলাম গ্রহণকারী।

এরপর তিনি এটিকে আরো শক্তিশালী করতে আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

---

২৯৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৫

২৯৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৬, পৃ. ৮৫

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّ جَرِيرًا بَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَعَابُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالُوا لَهُ : ذَلِكَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ إِسْلَامِي بَعْدَ الْمَائِدَةِ

-‘আবূ যুর‘আহ্ ইব্ন ‘আমর ইব্ন জারীর থেকে বর্ণীত, জারীর পেশাব করে, ওযূ করলেন ও উভয় মোজার উপর মাসিহ করলেন। তারা (উপস্থিত লোকেরা) তাকে তিরস্কার করলো। তিনি (জারীর) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে উভয় মোজার উপর মাসিহ করতে দেখেছি। তার কাছে জানতে চাওয়া হলো, এটি কি সূরা আল-মা’ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। তিনি বললেন, সূরা আল-মা’ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।’[২৯৯]

যেমন তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا

-‘হযরত জারীর ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের চল্লিশ দিন পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।[৩০০]

সরাসরি দেখা ও শোনার মাধ্যমে বর্ণনাকারীকে প্রাধান্যদান

সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় দুহা বা চাশতের সালাতের বিষয়ে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) শুধুমাত্র সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময়ই চাশতের নামায আদায় করেছেন। এসব হাদীছের অধীনে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, রাভীকে বর্ণীত হাদীছটি সরাসরি শ্রবণ করতে হবে অথবা প্রত্যক্ষ করতে হবে। যার মধ্যে এই দু’টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া না যাবে, তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে না। যেমন ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ

-‘হযরত ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সফর থেকে ফিরার পর ছাড়া চাশতের নামায আদায় করেন নি।’[৩০১]

তিনি এ সম্পর্কে দ্বিতীয় আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

-‘হযরত ‘আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সফর হতে ফিরার পর ছাড়া চাশতের নামায আদায় করতে দেখিনি। আর তখন তিনি দু’রাকা‘আত (চাশতের) নামায আদায় করেছেন।’[৩০২]

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় উল্লেখের পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেছেন, ইব্ন ‘উমার (রা.)-এর হাদীছ ঐ প্রকার হাদীছের অন্তর্ভুক্ত, যে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলনীতি রয়েছে, রাভীকে বর্ণীত হাদীছটি সরাসরি শ্রবণ করতে হবে অথবা প্রত্যক্ষ করতে হবে। যার মধ্যে এই দু’টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া না গেলে, তার হাদীছ গ্রহণ করা হবে না। ‘উলামা-ই কিরামরা অনেক সময় এভাবে বলে থাকেন যে, অমুক এমনটি করেন নি অনুরূপভাবে এমনটি (তার দ্বারা) হয়নি। বাক্যকে সহজীকরণ ও জটিলতা দূর করতে এমনটি বলে থাকেন। এমন উক্তি দ্বারা তাদের এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমার জানামতে অমুক এমনটি করে নি এবং আমার জ্ঞাতসারে এমনটি হয় নি। ইব্ন ‘উমার (রা.)-এর বক্তব্য ‘ রসূলুল্লাহ্ (সা.) সূর্যোদয়ের পর ছাড়া চাশতের নামায আদায় করেন নি’-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি তাঁকে (চাশত) নামায আদায় করতে দেখেন নি এবং তাকে কোন নির্ভরযোগ্য রাভীও এমনটি বর্ণনা করেন নি। অনুরূপভাবে, হযরত

২৯৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৭, পৃ. ৮৫

৩০০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৮৭, পৃ. ৮৫

৩০১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২৭

৩০২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩০, পৃ. ৫২৭

‘আঙ্গশা (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছটি তাঁর থেকে কাহমাস ইব্নুল-হাসান এবং জারীরী উভয় ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমন হাদীছ নিম্নরূপ,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ،قَلَ: تُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا : هَلْ كَانَ رَسُوْلُ - - يُصَلِّى الضُّحَى؟ قَالَتْ :لا إلا أَنْ يَجِىءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

-‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি হযরত ‘আঙ্গশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি চাশতের নামায আদায় করতেন ? জবাবে তিনি বললেন, না। তিনি সফর থেকে ফিরে আসা (পর) ছাড়া চাশতের নামায আদায় করতেন না।’[৩০৩]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এ হাদীছের মূলকথা হলো, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ (সফর থেকে ফিরে আসা) অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় চাশতের নামায আদায় করতে দেখি নি।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) সফর হতে প্রত্যাবর্তন করার সময় ব্যতীত অন্য সময়েও চাশতের নামায আদায় করেছেন, সে মর্মে অনেক বর্ণনা রয়েছে। তিনি এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب صلاة الضحى في الجماعة وفيه بيان النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة

-জামা‘আতে চাশতের নামায আদায় প্রসঙ্গে, যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সফর হতে ফিরার সময় ছাড়াও অন্য সময়ে চাশতের নামায আদায় করেছেন সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ - صَلَّى فِيْ بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضحى، فَقَامُوْا وَرَاءَهُ فَصَلَّوْا فِيْ بَيْتِهِ

-‘ ‘উতবান ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর ঘরে চাশতের নামায আদায় করেছেন। সাহাবীগণও তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেছেন। তারপর থেকে সবাই তাঁর ঘরেতেই এ নামায আদায় করেন।’[৩০৪]

এরপর তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب صلاة النبي صلى الله عليه و سلم عند الضحى وهذا من الباب الذي أعلمت أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشيء لا من ينفي الشيء

-চাশতের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামায; এ পরিচ্ছেদ প্রমাণ করে যে, ওই ব্যক্তির সংবাদ গৃহীত হবে, যে কোনো কিছু হওয়ার সংবাদ প্রদান করে, আর ঐ ব্যক্তির সংবাদ গৃহীত হবে না, যে না হওয়ার সংবাদ প্রদান করে।

এ পরিচ্ছেদের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النبي ﷺ يُصَلِّيْ الضحى

-‘ হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) চাশতের নামায আদায় করতেন।’[৩০৫]

হাদীছটি উল্লেখ করার পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমার কাছে এ হাদীছটি ‘আসিম ইব্ন দামরা থেকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণীত হয়েছে। সেখানে বর্ণীত আছে, আমরা হযরত ‘আলী (রা.)-কে (চাশতের) নামায সম্পর্কে

৩০৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩০, পৃ. ৫২৭

৩০৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩১, পৃ. ৫২৮

৩০৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩২, পৃ. ৫২৯

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আসরের সময় সূর্য যখন আপন অবস্থায় এখানে থাকতো, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন। এটিই চাশতের নামায।

এরপর তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب صلاة الضحى في السفر وهو من الجنس الذي أعلمت أن النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة

-সফরে চাশতের নামায আদায় করা; এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সফর হতে ফিরার সময় ছাড়াও অন্য সময়ে চাশতের নামায আদায় করেছেন সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النبي ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى إلا أُمّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَان رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

-' 'আবদুর্-রহমান ইব্ন আবী লায়লা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট উম্মু হানী ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে চাশতের নামায আদায় করতে দেখেছেন এমন কেউই হাদীছ বর্ণনা করেন নি। তিনি বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর ঘরে প্রবেশ করে গোসল করেন। অতপর আট রাকা'আত নামায আদায় করেন। তিনি (উম্মু হানী) বলেন যে, আমি তাঁকে এত দ্রুত নামায আদায় করতে কখনো দেখিনি। তবে তিনি রুকূ' ও সিজদাহ্ পরিপূর্ণভাবে করছিলেন।'[৩০৬]

কাবা ঘরের ভেতরে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামায আদায় সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে,

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى في البيت و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء و سماعه و كونه لا من ينفي الشيء و يدفعه و الفضل بن عباس في قوله : و لم يصل ناف لصلاة النبي صلى الله عليه و سلم فيها لا مثبت خبرا و من أخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى فيها مثبت فعلا مخبر برؤية فعل من النبي صلى الله عليه و سلم فالواجب من طريق العلم و الوقف قبول خبر من أعلم أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم صلى فيها دون من نفي أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم صلى فيها و هذه مسألة صويلة قد بينتها في غير موضع من كتبنا أن أهل العلم لم يختلفوا في جملة هذا القول

-কাবা ঘরের মধ্যে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামায আদায় করেছেন। আমরা আগেই বলে এসেছি, ইতিবাচক সংবাদদাতার সংবাদ গৃহীত হবে, নেতিবাচক সংবাদদাতার সংবাদ গৃহীত হবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কিছু দেখা, শোনা বা হওয়ার সংবাদ দেয় তার কথাই গ্রহণযোগ্যতা পাবে; কিন্তু যে না হওয়ার সংবাদ দেয় তার কথা গৃহীত হবে না। এ বিষয়ে হযরত ফযল ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লাহর ভিতরে নামায আদায় করেন নি। তাঁর একথা নেতিবাচক। তিনি না করার ও না হওয়ার সংবাদ দিচ্ছেন। আর যারা সংবাদ দিচ্ছেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লাহর ভেতরে নামায আদায় করেছেন; তাদের সংবাদ ইতিবাচক। তারা কোনো কাজ হওয়ার বা করার সংবাদ দিচ্ছেন। সুতরাং এ দ্বিমুখী হাদীসের মধ্যে ইতিবাচক সংবাদ প্রাধান্য পাবে, নেতিবাচক নয়। আমার এ দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে 'আলিম-'উলামাদের মাঝে কোনো মতানৈক্য আছে বলে জানি না।

এরপর তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ بِلَالٍ، رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ

-'হযরত বিলাল (রা.) থেকে বর্ণীত, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বায়তুল্লার ভেতরে নামায আদায় করেছেন।'[৩০৭]

---

৩০৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৩৩, পৃ. ৫২৯

৩০৭. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৩০০৮, পৃ. ১২৬৬

অতপর তিনি অন্য একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الركعة الواحدة

-(নামাযের মধ্যে) একই রাকা'আতের মধ্যে কিরা'আত পড়ার সময় কিছু অংশ বসে তিলাওয়াত বৈধ হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

অতপর তিনি এ শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي جَالِسًا، وَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ»

-'হিশাম ইব্ন 'উরওয়াহ্ থেকে বর্ণীত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) বসে বসে নামায আদায় করতেন এবং যখন কোন সূরার ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকত, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বাকী অংশ পড়তেন, তারপর রুকূ' করতেন।'[৩০৮]

তিনি আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « انَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً»

-''আমরাহ্ থেকে বর্ণীত, তিনি 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বসা অবস্থায় কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখন কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পাঠ করার সমপরিমাণ সময় দাঁড়াতেন।'[৩০৯]

তিনি এ সম্পর্কিত আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

بلب ذكر خبر روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صفة صلاته جالسا، حسب بعض العلماء، أنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه

-নবী কারীম (সা.)-এর বসে নামায আদায় সম্পর্কে এমন হাদীছ উল্লেখের পরিচ্ছেদ, যে হাদীছের ব্যাপারে কারো কারো মনে হতে পারে, এই হাদীছটি পূর্বের হাদীছ বিরোধী।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

প্রথম হাদীছ,

نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: ألْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ»

-' 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাক্বীক্ব থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি হযরত 'আঈশা (রা.)-কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নফল নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন এবং দীর্ঘরাত বসে নামায আদায় করতেন। আর (তাঁর অভ্যাস ছিল) যখন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন, তখন রুকূ'-সিজদাহ্ করতেন দাঁড়ানো অবস্থায়, আর যখন বসে কিরা'আত পাঠ করতেন তখন রুকূ' ও সিজদাহ্ বসেই করতেন।'[৩১০]

---

৩০৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৩, পৃ. ৫৩২

৩০৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৪, পৃ. ৫৩৩

৩১০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১২৪৫, পৃ. ৫৩৩

ইতিবাচক সংবাদ গৃহীত হবে, নেতিবাচক নয়

সূর্যগ্রহণের সময় অতীতের গুনাহ ও পাপকাজ হতে তাওবা করা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) স্বীয় সনদে হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنِى ثَعْلَبَةُ بْنُ عِبَادٍ الْعَبْدِىُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ فِيْ خُطْبَتِهِ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: بَيْنَا أَنَا يَوْمًا وَغُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَرْمِى غَرَضًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ فِى عَيْنِ النَّاظِرِيْنَ مِنَ الأُفُقِ، اسْوَدَّتْ حَتَّى كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ، قْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِى أُمَّتِهِ حَدَثًا، فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ فَوَافَقْنَا رَسُوْلُ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ، قَالَ: فَاسْتَقْدَمَ، فَصَلَى بِنَا فِيْ صَلَاةٍ قَطُّ، وَلَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ، ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ رُكُوعٍ مَا رَكَعَ بِنَا فِى صَلَاةٍ قَطُّ، وَلَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِى صَلَاةٍ قَطُّ، لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ، قَالَ: ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّنِيَّةِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ فَسَلَّمَ، فَحَمِدَ وَأَثْنَى، وَشَهِدَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، ثُمَّ قَالَ::« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِ أَنَا بَشَرٌ رَسُولُ اللَّهِ فَأذَكِّرُكُمُ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّى قَصَّرْتُ عَنْ شَىْءٍ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالاتِ رَبِّى لَمَا أَخْبَرْتُمُونِى، حَتَى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّى كَمَا يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تُبَلَّغَ ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّى قَدْ بَلَغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّى لَمَا أَخْبَرْتُمُونِى» قَالَ: فَقَامَ النَّاسُ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّكَ وَنَصَحْتَ لأُمَّتِكَ وَقَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتُوا قَالَ: قَالَ سُولُ اللَّهِ ﷺ :« أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رِجَالاً يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ ، وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَرِ ، وَزَوَالَ هَذِهِ النُّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، وَإِنَّهُمْ كَذَبُوا، وَلَكِنَهَا يَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَفْتِنُ بِهَا عِبَادَهُ، لِيَنْظُرَ مَنْ يُحْدِثُ مِنْهُمْ تَوْبَةً. لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذ قُمْتُ أُصَلِّى مَا أَنْتُمْ لاَقُونَ فِى دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَخْرُجَ ثَلاثُونَ كَذَّابًا آخِرُهُمُ الأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِى يَحْيَى أَوْ تَحْيَا لِشَيْخٍ مِنَ الأَنْصَارِ، نَهُ مَتَى خَرَجَ فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ. فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلٍ سَلَفَ ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ، فَلَيْسَ يُعَاقَبُ بِشَىْءٍ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ ، وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا إِلاَّ الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيُزَلْزَلُونَ زِلْزَالاً شَدِيدًا قَالَ: يَهْزِمُهُ اللَّهُ وَجُنُودَهُ، حَتَى إِنَّ جِذْمَ الْحَائِطِ ، وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ لَيُنَادِى : يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ يَسْتَتِرُ بِى، تَعَالَ اقْتُلْهُ. قَالَ: وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَى تَرَوْا أُمُورًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِى أَنْفُسِكُمْ، تَسْأَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا؟ وَحَتَى تَزُولَ جِبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا ، ثُمَّ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ الْقَبْضُ ». وَأَشَارَ بِيَدِهِ

قَالَ : ثُمَّ شَهِدْتُ خُطْبَةً أُخْرَى قَالَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ مَا قَدَّمَهَا وَلاَ أَخَّرَهَا.

-' আসওয়াদ ইব্ন ক্বায়স থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন আমার কাছে ছা'লাবাহ্ ইব্ন 'আব্বাদ আল-আবদী আল-বসরী বর্ণনা করেন, একদিন তিনি হযরত সামুরাহ্ ইব্ন জুনদুব (রা.)-এর খুতবায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর খুতবায় রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে একটি হাদীছ উল্লেখ করলেন। সামুরা বললেন, আমি এবং এক আনসারী গোলাম রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে একদিন আমাদের লক্ষস্থলে তীর নিক্ষেপ করছিলাম। ইতিমধ্যে যখন সূর্য দিগন্তে দর্শনার্থীদের দৃষ্টিতে দুই বা তিনটি ধনুকের মতো অবশিষ্ট রয়ে গেলো, তখন তা কালো হয়ে গেলো, অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ হল, তখন আমাদের একজন তাঁর সাথীকে বললো, তুমি আমাদের সাথে মাসজিদে চলো। আল্লাহ্র শপথ ! নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে সূর্যের এ অবস্থা তাঁর উম্মাতের জন্য কোন নতুন ঘটনার ইঙ্গিতবহ। তিনি বলেন, তখন আমরা মাসজিদে গেলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখতে পেলাম যে, তিনি লোকদের নিকট বের হয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) অগ্রসর হয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আমাদের নিয়ে নামাযে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন নি। তাঁর কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো না। অর্থাৎ তিনি আস্তে আস্তে কিরা'আত পড়ছিলেন। তারপর তিনি আমাদের সহ এত দীর্ঘ রুকূ' করলেন যে, ইতিপূর্বে কোন নামাযে আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ রুকূ' তিনি করেন নি। তাঁর কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো না। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ সিজদার করলেন যে, ইতিপূর্বে কোন নামাযে এরূপ দীর্ঘ সিজদাহ্ করেন নি। তাঁর কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো না। অতপর তিনি অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাকা'আত আদায় করলেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয় রাকা'আতে বসা অবস্থায় সূর্যের আলো উদ্ভাসিত হয়ে গেল। এরপর তিনি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও

তা'রীফ করলেন এবং এ কথা সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন ইলাহ্ নেই এবং একথারও সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি (মুহাম্মাদ) আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল। অতপর তিনি বললেন, আমি (তোমাদের মত) মানুষ ও আল্লাহ্ তা'আলার রসূল। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যদি মনে করো যে, আমি স্বীয় রবের রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথ পৌঁছতে পারিনি, তাহলে তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিও না। আর যদি মনে করো যে, আমি স্বীয় রবের রিসালাতের দায়িত্বতোমাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছি, তবে আমার আহবানে সাড়া দাও। এরপর মানুষরা দাঁড়িয়ে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আপনার রবের রিসালাত (সঠিকভাবে) পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, কিছু মানুষের ধারণা হল, দুনিয়ার বিখ্যাত ও বড় কোনো মানুষের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ এবং তারকারাজি নিজ জায়গা থেকে সরে যায়। তাদের কথা সঠিক নয়। এসব হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন। এগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। তিনি দেখতে চান যে, কারা তাওবা নবায়ন করে। আল্লাহর শপথ! আমি নামাযে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম যে, তোমরা তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের মুখোমুখি হচ্ছিলে। আল্লাহর কসম! ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না– যতক্ষণ ত্রিশজন মিথ্যুকের আবির্ভাব না ঘটবে। এদের সর্বশেষ জন হচ্ছে অন্ধ দাজ্জাল। যার বাম চোখ পুরোপুরি অন্ধ থাকবে। আনসারী বৃদ্ধ আবু ইয়াহ্ইয়ার চোখের মতো। সে আত্মপ্রকাশের পর নিজেকে 'আল্লাহ্' দাবি করবে। যে তার প্রতি ঈমান আনবে ও তার অনুসরণ করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, সে মুক্তি পাবে। হারাম শরীফ ও বায়তুল-মুক্বদ্দাস ব্যতীত পুরো ভূখণ্ডে সে আধিপত্য বিস্তার করবে। সে মুমিনদেরকে বায়তুল-মুক্বদ্দাসে আবদ্ধ করে ফেলবে। তখন তারা প্রচণ্ড ভীতসন্ত্রস্ত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জাল ও তার বাহিনীকে পরাজিত করবেন। এমনকি দেওয়াল ও গাছের আড়ালে সে আশ্রয় নিলে ডেকে বলবে, হে মুমিন! আমার পেছনে কাফির লুকিয়ে আছে; এদিকে এসো। তাকে হত্যা করো। রাভী বলেন, আর উহা তেমনটিই হবেনা, যতক্ষণ না তারা নিজেদের ব্যাপারে গর্ব করে এবং নিজেদের মধ্যে এ কথা জিজ্ঞেস করে যে, কোনো নবী কী ছিল না ? যিনি তোমাদেরকে এ সমস্ত বিষয়ে জানিয়েছেন ? (আর তা হলো) পাহাড় সমূহ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে, (দুনিয়ার) সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতপর তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, আমার কাছে এমন একটি হাদীছ আছে, যা তিনি উল্লেখ করে বললেন, ইতিপূর্বে কেউ এমন হাদীছ উল্লেখ করে নি।'[৩১১]

এ হাদীছের ব্যাপারে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, ইতিবাচক সংবাদ গ্রহণ করা হবে, নেতিবাচক সংবাদ গ্রহণ করা হবে না। এ মূলনীতির আলোকে সূর্যগ্রহণের হাদীছে একটি বর্ণনা আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) অনুচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেছেন। আর হযরত 'আঈশা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত অন্য হাদীছে এসেছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেছেন। সুতরাং 'আঈশা (রা.)-এর বর্ণনা গৃহীত হবে। কারণ, তিনি উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়ার কথা বলেছেন। যদিও অন্য কোনো বর্ণনাকারী উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করার কথা বর্ণনা করেন নি। হতে পারে হযরত সামুরাহ্ (রা.) সূর্যগ্রহণের নামাযে পিছনের কাতারে ছিলেন। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে দূরে থাকায় তিনি কিরা'আত শুনতে পান নি। সুতরাং তিনি যে বলেছেন কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো না। এর মর্ম হল, তিনি নিজেই কিরা'আত শুনতে পাচ্ছিলেন না।[৩১২]

হাঁ-সূচককে না-সূচকের ওপর প্রাধান্যদান

সফরে ফরয নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে হাদীছের প্রেক্ষাপটসহ একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। হাদীছটি নিম্নরূপ :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النبيِّ فِيْ الْحَضَرِ وَالسفرِ، فَصَلَيْتُ مَعَهُ فِيْ الْحَضَرِ الظهْرَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلاثاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعِشَاءَ أَرْبعًا وَبَعْدَهَا

৩১১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ১৩৯৭, পৃ. ৩৯৮-৪০০

৩১২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০০

Dhaka University Institutional Repository

رَكْعَتَيْنِ، وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هِيَ وِتْرُ النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ

-ইব্‌ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে মুসাফির ও মুকীম অবস্থায় নামায আদায় করেছি। মুকীম অবস্থায় তাঁর সাথে যুহরের নামায চার রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি এবং তারপর দু’রাকা‘আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। ‘আসরের নামায চার রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি; তারপর আর কোন (সুন্নাত) নামায আদায় করিনি। মাগরিবের নামায তিন রাকা‘আত (ফরয) আদায় করেছি; তারপর দু’রাকা‘আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। ‘ঈশার নামায চার রাকা‘আত (ফরয); এরপর দু’রাকা‘আত (সুন্নাত) আদায় করেছি। ফজর নামাযে দু’রাকা‘আত (ফরয), এবং এর পূর্বে দু’রাকা‘আত (সুন্নত) আদায় করেছি। আর সফরে থাকাকালীন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে যুহর পড়েছি দুই রাকা‘আত (ফরয); এরপর দু’রাকা‘আত (সুন্নাত)। ‘আসর পড়েছি দু’রাকা‘আত (ফরয); এরপর আর কিছু পড়িনি। মাগরিব পড়েছি তিন রাকা‘আত (ফরয); এরপর দু’রাকা‘আত (সুন্নাত)। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাগরিব সম্পর্কে বলেছেন, এটি দিনের বিতর। সফরে ও বাড়িতে কোথাও তা হতে হ্রাস করা হবে না। ‘ঈশা পড়েছি দু’রাকা‘আত (ফরয); এরপর আবার দু’রাকা‘আত (সুন্নাত)। ফজর দু’রাকা‘আত (ফরয) পড়েছি; এর পূর্বে দু’রাকা‘আত (সুন্নাত) আদায় করেছি।’[৩১৩]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এ হাদীছটি আরও বিভিন্ন সনদে বর্ণীত হয়েছে। কোথাও সংক্ষিপ্ত; আবার কোথাও প্রলম্বিত। হাদীছ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তাঁরা অবগত আছেন যে, এটি ইব্‌ন ‘উমার (রা.)-এর একটি ভুল বর্ণনা। কারণ, তিনি অন্য একটি বর্ণনায় সফরে নফল পড়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সফরে ফরযের আগে বা পরে কোনো নামায পড়তে দেখিনি।

এরপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) নিম্নের হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন; যেন একটি সমাধানে উপনীত হওয়া যায়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ ـِ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ

-‘ইব্‌ন ‘উমার (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি তিনি সফরে থাকাকালীন ফরযের আগে ও পরে কোনো নামায পড়তেন না।’[৩১৪]

অন্য একটি হাদীছে বর্ণীত আছে,

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ ـِ بْنِ سَرَاقَةَ : أَنَّهُ رَأَى حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُمْ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ عَبْدُ ـِ بْنُ عُمَرَ فَقِيلَ : إِنَّ خَالَكَ يَنْهَى عَنْ هَذَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ـِ لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ، لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا، قُلْتُ : أُصَلِّي بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَ : صَلِّ بِاللَّيْلِ مَا بَدَا لَكَ

-‘উছমান ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারাকাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি হাফস ইব্‌ন ‘আসিম (রা.)-কে সফরে নফল নামায আদায় করতে দেখলেন। একই সফরে ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘উমার (রা.)ও সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনার মামা তো সফরে নফল নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি ইব্‌ন ‘উমার (রা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি, তিনি সফরে ফরযের আগে-পরে কোনো নামায আদায় করতেন না। আমি বললাম, তাহলে তিনি সফরে রাতের নামায অর্থাৎ তাহাজ্জুদও পড়তেন না ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি যে কয় রাকা‘আত মন চাইতো, সে কয় রাকা‘আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।’[৩১৫]

অপর হাদীছে বর্ণীত আছে,

---

৩১৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৪, পৃ. ৫৩৬-৩৭

৩১৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৫, পৃ. ৫৩৭

৩১৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৬, পৃ. ৫৩৮

قالَ يَحْيَ:حَدثَنِي أَبِي قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ، يَعْنِي يُصَلُّوْنَ، قالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قَلَ: يُسَبِّحُونَ قالَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا مَمْتُهَا صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتىقُبِضَ، فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَذَلِكَ

-'ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, একবার আমি ইব্ন 'উমার (রা.)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। তিনি যুহর ও 'আসরের নামায দুই রাকা'আত করে আদায় করলেন। অতপর নিজের বিছানায় ফিরে এসে দেখলেন অনেকেই নামায আদায় করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কী করছে ? আমি বললাম, নামায আদায় করছে। তখন তিনি বললেন, আমি যদি ফরযের আগে-পরে নফল নামায আদায় করতাম, তাহলে ফরযকেই তো পূর্ণ আদায় করতাম। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে মৃত্যু পর্যন্ত ছিলাম; তিনি দু'রাকা'আতের বেশী আদায় করতেন না। আবূ বকর, 'উমার ও 'উসমান (রা.) সফরের ক্ষেত্রে এমন 'আমালই করতেন।'[৩১৬]

ইবনু খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হল যে, ইব্ন 'উমার (রা.) সফরে নফল নামায আদায় অপছন্দ করতেন এবং বলতেন, আমি নফল পড়তে চাইলে তো ফরযই পূর্ণ আদায় করতাম। তাহলে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সফরে থাকাকালীন যুহরের ফরযের পরে দুই রাকা'আত নফল আদায় করতে কিভাবে দেখবেন ? যে কাজ রসূলুল্লাহ্ (সা.) করেছেন, সে কাজ তিনি কিভাবে অপছন্দ করবেন ? পরবর্তী হাদীছের সনদ বেশী শক্তিশালী ও সুসংহত। কারণ, পূর্বের হাদীসের রাবী 'আতিয়্যা ইব্ন সা'দ থেকে সালিম ও হাফস ইব্ন 'আসিম 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) সম্পর্কে বেশী অবগত।

তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ الزهْرِيْ، أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ِ، أَن عَبْدَ ِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ لا يُسَبِّحُ فِيْ السفَرِ سَجْدَةً قَبْلَ صَلاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلا بَعْدَهَا حَتى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ الليْلِ وَكَانَ لا يَتْرُكُ الْقِيَامَ مِنْ جَوْفِ الليْلِ

-হযরত যুহরী (রা.) থেকে বর্ণীত, (তিনি বলেন) আমাকে সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) সংবাদ দিয়েছেন যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) সফরে থাকাবস্থায় ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে কোনো নামায আদায় করতেন না। তবে রাতে তাহাজ্জুদ নামায ছাড়তেন না। তিনি সফরে বা বাড়িতে সকল অবস্থায় তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন।'[৩১৭]

এ সম্পর্কে অপর হাদীছ এমন,

أَن حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطابِ أَخْبَرَهُ : أَنهُ سَأَلَ عَبْدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ تَرْكِهِ السبْحَةِ فِيْ السفَرِ، فَقَالَ: لَهُ عَبْدُ ِ : لَوْسَبحْتُ مَا بَالَيتِ أَنْ أَتِم الصلاةَ

-'হাফস ইব্ন 'আসিম ইব্ন 'উমার ইব্নুল-খত্তাব (রা.) বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.)-কে সফরে নফল নামায পরিত্যাগের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, নফল পড়লে তো ফরয নামায কসর না করে পূর্ণ নামাযই আদায় করতাম।'[৩১৮]

ইমাম যুহরী বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞেস করলাম, হাফস ইব্ন 'আসিম ইব্ন 'উমার (রা.)-কে যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনিও কি একই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ? তিনি বললেন, না। কারণ কিছু কিছু বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করতাম।

---

৩১৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৭, পৃ. ৫৩৮

৩১৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৮, পৃ. ৫৩৮-৩৯

৩১৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ১২৫৯, পৃ. ৫৩৯

এসব হাদীছ উল্লেখ করার পর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, সালিম ও হাফসের হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, 'আতিয়্যার সংবাদটি একটি নিছক ধারণা মাত্র; যা ভুল। মূলত: বিষয়টি ভিন্ন ছিলো। কারণ, হতে পারে ইব্ন 'উমার (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সফরে নফল পড়তে দেখেন নি, অন্যরা দেখেছেন। সুতরাং এ থেকে মূলনীতি বের হয় যে, না-সূচক সংবাদের ওপর হ্যাঁ-সূচক সংবাদ প্রাধান্য পায়। সুতরাং যে দেখেছে তার সংবাদ গৃহীত হবে, আর যে দেখেনি তার সংবাদ প্রত্যাখ্যাত হবে।

বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সংবাদ গৃহীত হবে

হযরত বিলাল (রা.) ও ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.)-এর ফজরের আযান দেয়া সম্পর্কে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) কয়েকটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদগুলোতে অনেকগুলো হাদীছ উল্লেখ করে, মূলনীতিও বর্ণনা করেছেন যে, বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতিবাচ সংবাদ গৃহীত হবে।

তিনি একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر و الآخر بعد طلوعه

-মাসজিদে দু'জন মু'আয্যিন থাকলে সুবহি সাদিকের আগে ফজরের আযান দেয়া যাবে; একজন সুবহে সাদিকের আগে আযান দিবে, অপরজন সুবহি সাদিকের পরে আযান দিবে। তবে মু'আয্যিন একজন থাকলে সুবহি সাদিকের আগে আযান দেয়া যাবে না, সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

এ শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ : أَن النبي قَالَ : إِنَّ بلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

-'যুহরী বলেন, আমার নিকট সালিম, তিনি স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, বিলাল তো রাত থাকতেই (সুবহে সাদিকের আগে) আযান দেয়; সুতরাং তোমরা উম্মু মাকতুমের আযান শ্রবণ করা পর্যন্ত সাহরী খেতে থাকো।'[৩১৯]

এরপর তিনি দ্বিতীয় একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে,

باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل

-যে কারণে বিলাল (রা.) রাতে আযান দিতেন।

এ অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَن النبي قَالَ : لا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بلالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا هَكَذَا،حَتَّى يَقُوْلَ هَكَذَا هَكَذَا.

-'ইব্ন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কাউকে যেন বিলালের আযান সাহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। কারণ, সে আযান দেয় এই জন্য যে, নামাযরত ব্যক্তিরা যেন ফিরে আসে আর ঘুমন্তরা সতর্ক হয়ে যায়। কেউ যেন এমন এমন বলার আগে, এমন এমন না বলে।'[৩২০]

এরপর তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم

৩১৯. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০১, পৃ. ১৮৬

৩২০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০২, পৃ. ১৮৬

-বিলাল ও উম্মি মাকতূমের আযানের মাঝে সময়ের পার্থক্য সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ।

এ পরিচ্ছেদের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَدْرَ مَا يَرْقَى هَذَا وَ يَنْزِلَ هَذَا.

-'হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, বিলাল রাতে আযান দেয়; সুতরাং তোমরা উম্মু মাকতূমের আযান পর্যন্ত সাহরী খেতে থাকো। দু'জনের আযানের মাঝে এতটুকু যাওয়া বা অবতরণ করার সময় থাকে।'[৩২১]

এরপর তিনি এ সম্পর্কে সর্বশেষ পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে,

باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل

-রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণীত হাদীছে আছে 'বিলাল রাতে আযান দেয়'– এ কথাটিকে কিছু অজ্ঞ লোক পরস্পর বিরোধী মনে করে; এ বিষয়ে আলোচনা।

তিনি এ শিরোনামের অধীনে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ بِنْتِ خُبَيْبٍ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ : إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَ إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَ لَا تَشْرَبُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنَّا لَيَبْقَى عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ سُحُورِهَا، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ : أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ سُحُورِي

-'উনায়সাহ্ বিনত খুবাইব বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ইব্নু উম্মি মাকতূম আযান দিলে সাহরী খাও ও পান করো। আর বিলাল আযান দিলে খাওয়া-পান করা বন্ধ করো। আমাদের কারো সাহরী খাওয়া বাকি থাকলে তিনি বিলালকে বলতেন, একটু পরে আযান দাও; সাহরী শেষ করি।'[৩২২]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এ বর্ণনার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। শু'বাহ্ উনায়সাহ্ হতে বর্ণনা করেন : **إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَوْ بِلَالٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ** 'ইব্ন উম্মে মাকতূম অথবা বিলাল রাতে আযান দিতেন।'[৩২৩]

উনায়সাহ্ থেকে বর্ণীত অন্য একটি হাদীছ এভাবে বর্ণীত হয়েছে,

عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ - أَوْ بِلَالٍ - يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يُنَادِيْ بِلَالٌ أَوْ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

-'রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণীত আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন, ইব্নু উম্মি মাকতূম অথবা বিলাল রাতে আযান দেয়; সুতরাং তোমরা বিলাল বা ইব্নু উম্মি মাকতূম আযান দেয়া পর্যন্ত খাও ও পান করো।'[৩২৪]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, উনায়সাহ্ থেকে এ হাদীছ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে যা ভিন্ন রকম। কিন্তু হযরত 'আঈশা (রা.) হতে বর্ণীত হাদীছে আছে এভাবে,

أَنَّ رَسُولَ قَالَ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ، فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَرَى الْفَجْرَ

-'রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ইব্ন উম্মি মাকতূম (রা.) রাতে আযান দেয়। তোমরা বিলালের আযান শোনার আগ পর্যন্ত খাও ও পান করতে থাকো। কারণ, বিলাল সুবহি সাদিক দেখার আগে আযান দেয় না।'[৩২৫]

---

৩২১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০৩, পৃ. ১৮৬-৮৭

৩২২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০৪, পৃ. ১৮৭

৩২৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭

৩২৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০৫, পৃ. ১৮৭

উল্লেখ্য যে, বিলাল (রা.)-এর দৃষ্টিশক্তি ঠিক ছিল কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মি মাকতূম (রা.) অন্ধ ছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মি মাকতূম (রা.) অন্ধ হওয়ায় তিনি সুবহি সাদিক দেখতে পেতেন না। তাই তাঁকে তাহাজ্জুদের আযান দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। আর সুবহি সাদিক উদিত হওয়ার পর ফজরের আযান দেওয়ার জন্য বিলালকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

বিরোধপূর্ণ হাদীছের মধ্যে প্রাধান্যদানে সহীহ ইব্ন হিব্বানের পদ্ধতি

ইব্ন হিব্বান (র.) বিভিন্ন হাদীছের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিলে, একটি হাদীছকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষক ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর অনুসৃত পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তিনি বিপরীতমুখী উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে, একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

বিষয়বস্তু স্পষ্ট ও বিলম্বে বর্ণীত হওয়া হাদীছকে প্রাধান্যদান

যে হাদীছের বিষয়বস্তু অস্পষ্ট এবং যে হাদীছটি একই বিষয়ে বর্ণীত অপর হাদীছের পূর্বে বর্ণীত হয়েছে, সে হাদীছের উপর ঐ হাদীছকে প্রাদান্য দিয়েছেন, যে হাদীছের বিষয়বস্তু স্পষ্ট ও যে হাদীছটি বিলম্বে বর্ণীত হয়েছে। যেমন **باب الوتر** -এ বিতর নামায ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَسُولِ ﷺ قَالَ : الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً

-'আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: বিতর নামায (আদায়) আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পাঁচ রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে তা আদায় করতে পারে। আর যে তিন রাকা'আত বিতর আদায়ের ইচ্ছা করবে, সে তা আদায় করবে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে যেন তা আদায় করে। আর যে ব্যক্তির উপর বিতর নামায কষ্টকর হয়, সে যেন ইশারায় আদায় করে নেয়।'[৩২৬]

উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিতর নামায আদায় করা ফরয বা আবশ্যক। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে আরো হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, বিতর নামায ফরয নয়। আর এ জন্যই মু'আয (রা.)-এর হাদীছটি প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আযকে বলেছিলেন, ইয়ামানবাসীকে সু-সংবাদ দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। ষষ্ঠ কোন বিষয়ের উল্লেখ করেন নি। যদি বিতর নামায ফরয হতো, তাহলে দিন রাতে ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয হতো।

তিনি বিতর নামাযের বিধান সম্পর্কিত একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة

-এমন হাদীছ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ ، فَلا وِتْرَ لَهُ "

-'আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় ছাড়া প্রভাতে উঠল, তার বিতর আদায় করার প্রয়োজন নেই।'[৩২৭]

---

৩২৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং ৪০৬, পৃ. ১৮৮

৩২৬. Av j-Bnmvb dx ZvKi xwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৭, পৃ. ১৬৭-৬৮

৩২৭. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৮, পৃ. ১৬৯

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض

-এমন হাদীছ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ دَخَلْنَا ،فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا ،فَقَالَ : إِنِّي خَشِيتُ أَوْ كَرِهْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ

-'হযরত জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রমাযান মাসে (রাতে) আমাদেরকে সাথে নিয়ে আট রাকা'আত (তারাবী) নামায ও বিতর নামায আদায় করলেন। পরবর্তী রাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মাঝে এসে নামায আদায় করবেন, এই আশায় আমরা সকলেই মাসজিদে একত্রিত হয়ে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তিনি আসলেন না। আমরা প্রত্যুষে তাঁর কাছে গেলাম, অতপর বললাম, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) আপনি আমাদের নিয়ে নামায আদায় করবেন, এই আশায় আমরা মাসজিদে একত্রিত হয়েছিলাম। তিনি বললেন, আমি ভয় পেয়েছি অথবা আশঙ্কা করেছি, তোমাদের উপর বিতর নামায ফরয করা হবে।'[৩২৮]

ইব্‌ন হিব্বান (র.) উপরোল্লিখিত হাদীছ দু'টির উপর মন্তব্য পেশ করেছেন, তিনি বলেছেন, হাদীছ দু'টি শাব্দিক দিক থেকে পরস্পর বিরোধী এবং অর্থের দিক দিয়ে বিপরীতমুখী। যদিও দু'টি অবস্থায়ই রমাযান মাসে সংঘঠিত হলেও, একই বছরে ও একই অবস্থার প্রেক্ষিতে সংঘঠিত হয় নি।

তিনি পরবর্তী সকল পরিচ্ছেদের শিরোনাম একই শব্দে উল্লেখ করেছেন,

ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض

-এমন হাদীছ যা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النبي قَالَ : الْوِتْرُ حَق، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِر بِثَلاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ

-'আবূ আয়্যূব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, বিতর নামায (আদায়) আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি পাঁচ রাকা'আত বিতর নামায আদায়ের ইচ্ছা করবে, সে তা আদায় করবে। যে ব্যক্তি তিন রাকা'আত বিতর আদায়ের ইচ্ছা করবে, সে তা আদায় করে নিবে। আবার যে ব্যক্তি এক রাকা'আত বিতর আদায়ের ইচ্ছা করবে, সে এক রাকা'আত বিতর আদায় করবে।'[৩২৯]

তিনি এ ব্যাপারে আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض

-এমন হাদীছ যা এ কথা প্রমাণ করে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

---

৩২৮. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪০৯, পৃ. ১৬৯-৭০

৩২৯. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১০, পৃ. ১৭০-৭১

عَنْ عَطاء بنْ يَزِيْد اللَّيْثِيْ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيْ، عَنْ رَسُولِ ـ أَنَّهُ قالَ : الوتْرُ حَق، فَمَنْ أَحَب أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثلاثٍ فلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فلْيُوْتِرْ بِهَا، مَنْ غلَبَهُ ذلِكَ فلْيُومِئْ إِيمَاءً

-'আত্বা ইব্‌ন ইয়াযীদ আল্-লাইছী থেকে বর্ণীত, তিনি 'আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, বিতর নামায (আদায়) আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পাঁচ রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তিন রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় করে। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক রাকা'আত বিতর আদায় করবে, সে যেন আদায় করে। আর যে ব্যক্তি অসমর্থ হয়, সে যেন ইশারায় আদায় করে নেয়।'[৩৩০]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر ثالث يدل على أن الوتر غير فرض

-এমন তৃতীয় হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَيَذْكُرُ أَن رَسُولَ ـ صَلَّى ـ عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

-'ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি উটের পিঠের উপর বিতর নামায আদায় করতেন, তিনি (তাঁর 'আমালের সমর্থনে) এ কথা উল্লেখ করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এভাবেই (বিতর) আদায় করতেন।'[৩৩১]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر رابع يُصرح بأن الوتر غير فرض

- এমন চতুর্থ হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ سَعِيدِ بْن يَسَارٍ أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ ـ ابْن عُمَرَ بطريقِ مَكّةَ، فَلَمّا خَشِيتُ الصّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ ـ ابْنِ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ ـهِ ﷺ إِسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَ ـنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

-'সা'ঈদ ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমারের সাথে মক্কার রাস্তায় রাতে ভ্রমণ করছিলাম। যখন সকাল হওয়ার আশঙ্কা করলাম, তখন আমি উটের পিঠ থেকে নেমে বিতর নামায আদায় করে নিলাম। তারপর আমি তাকে ('আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমারকে) পেলাম। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) আমাকে বললেন, তুমি কোথায় ছিলে ? আমি বললাম, ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উটের পিঠ থেকে নেমে বিতর নামায আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, তোমার মধ্যে কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন আদর্শ নেই ? (রাভী বলেন) আমি বললাম হ্যাঁ আছে। তিনি ('আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার) বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উটের পিঠে আরোহন অবস্থায় বিতর নামায আদায় করতেন।'[৩৩২]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر خامس يدل على أن الوتر ليس بفرض

---

৩৩০. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১১, পৃ. ১৭১

৩৩১. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১২, পৃ. ১৭২

৩৩২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৩, পৃ. ১৭২

- এমন পঞ্চম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ أَن رَسُوْلَ ِ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَهُ الصبْحُ فَلَمْ يُوْتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ

-হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণীত, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় ছাড়া সকালে ঘুম থেকে উঠল, তার বিতর নামায আদায়ের প্রয়োজন নেই।'[৩৩৩]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر خبر سادس يدل على أن الوتر غير فرض

- এমন ষষ্ঠ হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ِ رَضِيَ ُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ، فَيُصَلِّيْ بِنَا فَأَقَمْنَا فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ،فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ِ ! رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُصَلِّيَ بِنَا ،قَالَ : إِنِّي كَرِهْتُ أَوْ خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرِ

-হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে রমাযান মাসে আট রাকা'আত (তারাবী) নামায ও বিতর আদায় করলাম। পরবর্তী রাতে আমরা সকলেই মাসজিদে একত্রিত হলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নিয়ে নামায আদায় করবেন, এই আশায় ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তিনি আসলেন না। আমরা প্রভাতে তাঁর কাছে গেলাম, অতপর বললাম, হে রসূলাল্লাহ্ (সা.) আপনি আমাদের নিয়ে নামায আদায় করবেন, এই আশায় আমরা মাসজিদে একত্রিত হয়ে আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি বললেন, আমি অপছন্দ করলাম, অথবা আশঙ্কা করলাম যে, তোমাদের উপর বিতর নামায ফরয করা হবে।'[৩৩৪]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر سابع يدل على أن الوتر غير فرض

- এমন সপ্তম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ أَن رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ ِ كَمْ افْتَرَضَ ُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصلَاةِ ؟ قَالَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ قَالَ : هَلْ قَبْلَهُن أَوْ بَعْدَهُن شَيْءٌ ؟ فَقَالَ صَلى ِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : افْتَرَضَ ُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْس صَلَوَاتٍ قَالَ : فَحَلَفَ الرجُلُ بِاللهِ : لَا يَزِيدُ عَلَيْهِن وَلَا يَنْقُصُ، فَقَالَ النبِي صَلى ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنةَ

-হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণীত, এক ব্যক্তি বলল, হে রসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন ? তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। লোকটি বললো, তার (পাঁচ ওয়াক্তের) পূর্বে এবং পরে আর কোন নামায আছে ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। রাভী বলেন, অতপর লোকটি আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বললো, সে এই পাঁচ ওয়াক্তের বেশীও করবে না, কমও করবে না। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৩৩৫]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

---

৩৩৩. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৪, পৃ. ১৭৩

৩৩৪. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৫, পৃ. ১৭৩

৩৩৫. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৬, পৃ. ১৭৪

ذكر خبر ثامن يدل على أن الوتر غير فرض

- এমন অষ্টম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ الْمُخْدَجِي قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا محمدٍ رَجُلًا مِّنَ الأَنْصَارِ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ الْوِتْرُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصَلاةِ، فَأَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصامِتِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ كَذَبَ أَبُو مُحَمدٍ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: خَمْسَ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ عَلَى عِبَادِهِ [من] لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَ شَيْئًا اسْتِخْفَافٌ بِحَقِّهِنَ، فَإِن جَلَ وَعَلَا جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِن وَقَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَ شَيْئًا اسْتِخْفَافٌ بِحَقِّهِنَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ عَذبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

-হযরত মুখদাজী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আনসারী এক ব্যক্তি আবূ মুহাম্মাদকে বিতর নামায প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, বিতর নামায পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় ওয়াজিব (আবশ্যক)। অতপর লোকটি ‘উবাদাহ্ ইব্‌ন সামিত (রা.)-এর কাছে এসে একথা বললো, ‘উবাদাহ্ ইব্‌ন সামিত (রা.) বললেন, আবূ মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছে। (কারণ) আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি অবহেলা না করে, এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কোন কম করবে না, আল্লাহ্ তা‘আলা ঐ ব্যক্তিকে ক্বিয়ামাতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি ঐ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অবহেলা করে ত্রুটি করবে তার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা‘আলার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন।’[৩৩৬]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر تاسع يدل على أن الوتر ليس بفرض

- এমন নবম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَن النبِى - قَالَ :« الصلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفارَاتٌ، لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا تُغْشَ الْكَبَائِرُ

-‘হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমু‘আহ্ থেকে পরবর্তী জুমু‘আর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে।’[৩৩৭]

তিনি আরো একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر خبر عاشر يدل على أن الوتر غير فرض على أحد من المسلمين

- এমন দশম হাদীছের উল্লেখ যা প্রমাণ করে যে, বিতর নামায কোন মুসলমানের উপর ফরয নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : **أَن رَسُوْلَ - - لَما بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى** الْيَمَن قَالَ :« إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ **الْكِتَابِ** يَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ **خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى** مْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا **بِهَذَا، فَخُذْ** مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ **أَمْوَالِ النَاسِ**

---

৩৩৬. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৭, পৃ. ১৭৪-৭৫

৩৩৭. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৮, পৃ. ১৭৬

-'হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি (রসূলুল্লাহ্) বললেন, তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো, সুতরাং প্রথমে তাদেরকে তুমি এক আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদাত করার দা'ওয়াত দিবে। যখন তারা তা মেনে নিবে, তখন তাদেরকে সংবাদ দিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যখন তারা তা আদায় করবে, তখন তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যা গরীব, মিসকীনদেরকে দিতে হবে। যখন তারা এটিও মেনে নিবে, তখন তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করবে। তুমি মানুষের উত্তম কাজগুলো নেয়া থেকে বিরত থাকবে।'[৩৩৮]

ইব্ন হিব্বান (র.) উল্লিখিত হাদীছগুলোর ব্যাপারে বলেছেন, উপরোক্ত হাদীছগুলোর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বিতর নামায ফরয নয়। তিনি বলেন, আমি যে হাদীছগুলো উল্লেখ করেছি সে বিষয়ে আরো আলোচনার সুযোগ থাকলেও, এতটুকু বলাকে যথেষ্ট মনে করছি যে, বিতর নামায ফরয নয়। আর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কামনা করি যেন, আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে সত্য বুঝার তাওফীক দান করুক। তবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কিছুদিন পূর্বে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে যখন ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে আদেশ করেছিলেন যে, ইয়মানবাসীকে এ সংবাদ পৌঁছে দিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপরোক্ত নির্দেশনা থেকে এটিই বলা যায়, যদি বিতর নামায ফরয হতো, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়ামানবাসীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা না বলে, আরো এক ওয়াক্ত বাড়িয়ে বলতেন। কিন্তু হাদীছের ব্যাপারে যারা অজ্ঞ এবং যারা দু'টি সহীহ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না এবং দুর্বল হাদীছকে শক্তিশালী হাদীছ থেকে পার্থক্য করতে পারেন না, তারা ধারণা করেন রসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-কে এ সংবাদ জানানোর জন্য ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর মোট ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায নয়। মূলত: তাদের এমন ধারণা সঠিক নয়। পরিশেষে ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ কৃপায় আমরা বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছি, বিতর নামায ফরয নয়।[৩৩৯]

মাহফূয হাদীছ এবং প্রমাণিত হাদীছকে প্রাধান্যদান

ইব্ন হিব্বান (র.) যে হাদীছ প্রমাণিত হয় নি সে হাদীছের উপর মাহফূয[৩৪০] ও প্রমাণিত হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি শিঙ্গা লাগানো ব্যক্তি এবং যাকে শিঙ্গা লাগানো হয়েছে উভয়েরই রোযা ভঙ্গ হওয়ার মাস'আলা বর্ণনায় একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

بَابُ حجامة الصائم

-রোযাদার ব্যক্তির জন্য শিঙ্গা লাগানো সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

-'ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।'[৩৪১]

অন্য এক হাদীছে আছে,

---

৩৩৮. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ২৪১৯, পৃ. ১৭৬-৭৭

৩৩৯. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৭৭

৩৪০. মাহফূয শব্দটি শব্দটি শব্দ থেকে নিসৃত। এর অর্থ সংরক্ষিত। আর পরিভাষায় নির্ভরযোগ্য রাভী কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ অপর কোন নির্ভরযোগ্য রাভীর বর্ণীত হাদীছের বিরোধী এবং হাদীছের বর্ণনাকারী স্মৃতি ও সংরক্ষণ শক্তি অধিক বা অপর কোন সুত্র দ্বারা যে হাদীছের কোন সমর্থন পাওয়া যায়, অথবা যে হাদীছের শ্রেষ্টত্ব অপর কোন কারণে প্রতিপাদিত হয়, সে হাদীছকে মাহফূয বলে।

দ্র. ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, ÔDjgj nv'xQ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

৩৪১. Avj-Bnmvb dx ZvKixe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ৩৫৩১, পৃ. ৩০০

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ ِ صَلَى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ

-'রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যিনি সিঙ্গা লাগান ও যাকে সিঙ্গা লাগানো হয়, তাদের উভয়ের রোযা ফাসিদ হয়ে যায়।'[৩৪২]

ইব্ন হিব্বান (র.) বিপরীত হুকুম প্রদানকারী দু'টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করেছেন এভাবে, তিনি বলেন, হাদীছ দু'টি অনেক 'আলিমকে চিন্তায় ফেলেছে যে, এ হাদীছ দু'টি পরস্পর বিরোধী। অথচ হাদীছ দু'টি এমন নয়। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহরিম রোযাদার অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এমন কোন সহীহ হাদীছ বর্ণীত হয় নি যে, তিনি ইহরাম অবস্থা ছাড়া রোযা রাখা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। আর তিনি মুসাফির অবস্থা ছাড়া কখনো মুহরিম হন নি। আর মুসাফিরের জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়িয আছে, চাই সেটি শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে হোক, চাই সেটি পানি অথবা দুধ পানের মাধ্যমে হোক, অথবা অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে হোক।[৩৪৩]

বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারীর হাদীছকে প্রাধান্যদান

ইব্ন হিব্বান (র.) পরবর্তীতে বা বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারী রাভীর হাদীছকে পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী রাভীর হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি মোজার উপর মাসিহ সংক্রান্ত বিধানের ব্যাপারে একটি পরিচ্ছেদেও অবতারণা করেছেন, যার শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه و سلم كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة

-সূরা মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মোজার উপর মাসিহ করেছেন, সে সম্পর্কিত আলোচনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ ِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ ِ صَلَى ِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

-'জারীর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি ওযূ করে মোজার উপর মাসিহ করেছেন এবং বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছি।'[৩৪৪]

তিনি পরবর্তী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة

-সূরা মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলামের শেষ দিকে (রসূলুল্লাহ্‌র জীবদ্দশার শেষদিকে) জারীর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্‌র ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ **بْنِ الْحَارِثِ النَّخْعِيِّ قَالَ**:رَأَيْتُ جَرِيْرَ بن عَبْدِ الله **بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ** وَمَسَحَ عَلَى **خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ**: رَأَيْتُ **النَّبِيَّ** - - صَنَعَ مِثْلَ هَذَا

-'হযরত আ'মাশ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীম থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি হাম্মাম ইব্নুল-হারিছ আন্-নাখ'ঈ থেকে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন, আমি জারীর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে দেখলাম, তিনি পেশাব করলেন, তারপর ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন। অতপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন। তারপর তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বললেন, আমি নবী কারীম (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছি।'[৩৪৫]

---

৩৪২. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীছ নং- ৩৫৩৫, পৃ. ৩০৬

৩৪৩. পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০৬

৩৪৪. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৩৩৫, পৃ. ১৬৪

৩৪৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৩৩৬, পৃ. ১৬৫

লক্ষনীয় যে, জারীর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন শেষ দিকে, সুতরাং অন্যের হাদীছ থেকে তাঁর হাদীছ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

তিনি পরবর্তীতে আরো একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى صلى الله عليه و سلم على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة

- ঐ ব্যক্তির কথার ব্যাপারে অপ্রমাণ্য হাদীছের উল্লেখ, যে ধারণা করে সূরা মা'ইদায় আল্লাহ্ তা'আলা দু'পা ধৌত করার কথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মোজার উপর মাসেহের বৈধতা দিয়েছেন।

তিনি উপরোক্ত শিরোণামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ همام بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ ؟

-'হযরত হাম্মাম ইব্ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, জারীর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ পেশাব করলেন, তারপর তিনি ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন। অতপর তাকে বলা হলো, তুমি এরূপ করলে ? তিনি বললেন, এরূপ করতে কোন কিছুই আমাকে বাধা প্রদান করে নি, কারণ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এমনটি করতে দেখেছি।'[৩৪৬]

ইব্রাহীম বলেন, তাদেরকে জারীর কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ আশ্চার্যান্বিত করেছিলো। কেননা তিনি সূরা মা'ইদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

অগ্রাধিকারের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখান করে, সমন্বয়করণ

কোন হাদীছ কারো কাছে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হলে, ইব্ন হিব্বান (র.) সে সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে, সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ সম্পর্কিত মাস'আলার ব্যাপারে একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الوقت الذي تزوج المصطفى صلى الله عليه و سلم فيه ميمونة

-রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সময়ে মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন, তার আলোচনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ

-'হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, নবী কারীম (সা.) 'উমরাতুল-কাযার ইহরাম অবস্থায় মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন।'[৩৪৭]

তিনি এ ব্যাপারে একটি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه و سلم ميمونة كان ذلك بعد انصرافها من عمرة القضاء

-'উমরাতুল-কাযা থেকে ফিরার পর হযরত মায়মুনাহ্ (রা.)-কে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.) বিবাহ করেছিলেন সে সম্পর্কিত বর্ণনা।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

৩৪৬. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীছ নং- ১৩৩৭, পৃ. ১৬৬

৩৪৭. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৩, পৃ. ৪৪১

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ مَيْمُوْنَةَ،قَالَتْ: تَزَوجَنِيْ رَسُوْلُ ِ بِسَرِفَ وَهُمَا حَلَالَانِ بَعْدَمَا رَجَعَا مِنْ مَكةَ

-'হযরত মায়মূনাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ করেছিলেন, যে অবস্থায় তাঁরা উভয়ই মক্কা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং হালাল (মুহরিম থেকে) ছিলেন।'[৩৪৮]

তিনি পরবর্তী শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه

-মুহরিমকে বিবাহ করা এবং বিবাহ দেয়া যে নিষিদ্ধ তা স্পষ্টকারী হাদীছের উল্লেখ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে 'উছমান (রা.) কর্তৃক বর্ণীত নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

ثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ

-'উছমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, বিবাহের পয়গাম পাঠাবে না এবং অপর কাউকে বিবাহ দিবে না।'[৩৪৯]

উপরোক্ত দু'টি হাদীছের ব্যাপারে ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, হাদীছ দু'টির মধ্যে একটিতে মায়মুনাহ্ (রা.)-এর সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিবাহর কথা উল্লেখ আছে, অপর হাদীছে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধের উল্লেখ আছে, যা পরস্পর বিরোধী। আমাদের 'উলামা-ই কিরাম বলেছেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ, যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইহরাম অবস্থায় হযরত মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে, যা ধারণা প্রসূত। হযরত সা'ঈদ ইব্নুল-মুসায়্যিব (রা.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ সংবলিত ইয়াযীদ ইব্ন 'আসাম্ম থেকে বর্ণীত হাদীছটি 'উছমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা.)-এর বর্ণীত হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং ইয়াযীদ ইব্ন 'আসাম্ম থেকে বর্ণীত হাদীছটিকে 'উছমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা.)-এর হাদীছ আরো শক্তিশালী করেছে। তাই এটিই গ্রহণ করার দিক থেকে অধিকতর দাবী রাখে। ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, আমার নিকট যে জ্ঞান আছে, সে অনুযায়ী বলব হাদীছটি যদি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহীহ হাদীছ হয়, তাহলে সুন্নাহ্র মাধ্যমে এটির বৈধতা, অবৈধতা প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে 'আমাল ত্যাগ করা জায়িয হবে না। তাছাড়া ইব্ন 'আব্বাস (রা.) অধিক হাদীছ সংরক্ষণকারী ও জ্ঞানী। তিনি ইয়াযীদ ইব্ন 'আসাম্মের মত দু'শত জন ফকীহ থেকে অধিক উচ্চ স্তরের ফকীহ।

সুতরাং ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর হাদীছের মর্মার্থ হলো, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ্ করেছেন মুহরিম অবস্থায়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনি হরমের মধ্যে ছিলেন, এটি উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি মুহরিম ছিলেন। যেমন কোন ব্যক্তি অন্ধকারে প্রবেশ করলে বলা হয় যে, অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয়েছে। কেউ নজদে প্রবেশ করলে বলা হয়, নজদী হয়েছে। তিহামায় প্রবেশ করলে তিহামী হয়েছে। হরমে প্রবেশ করলে মুহরিম হয়েছে, যদিও সে মুহরিম না হয়। আর এ ঘটনাটি ছিল এমন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) 'উমরাতুল-কাযা আদায়ের জন্য মক্কায় বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে আবূ রাফি ও মদীনার এক আনসারীকে মক্কায় পাঠালেন। অতপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বের হয়ে ইহরাম বাঁধলেন। তারপর যখন মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফ এবং সা'ঈ করে 'উমরা থেকে হালাল হলেন, তখন মায়মুনাহ্ (রা.)-কে বিবাহ করলেন। সে সময় তিনি মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেছিলেন। অতপর মক্কাবাসী যখন তার বের হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, তখন তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে সারিফ নামক স্থানে পৌঁছে মায়মুনাহ্ (রা.)-এর সাথে বাসর করেছিলেন। আর তাঁরা উভয়ই হালাল অবস্থায় বাসর করেছিলেন। অতপর ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তাঁদের বিবাহের মূল 'আক্দ মক্কাতে হেরেমের বাইরে হয়েছিল।

---

৩৪৮. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৮, পৃ. ৪৪৪

৩৪৯. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪১৩৯, পৃ. ৪৪৫

সুতরাং মুহরিম অবস্থায় বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে ধমক থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ের বর্ণনা সহীহ হওয়ার বিষয়টি যারা বিরোধিতা করে এবং ধারণা করে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ পরস্পর বিরোধী, সে অমঙ্গলজনক রায় এবং বিপরীত যুক্তির দিকে ফিরে।[৩৫০]

সারসংক্ষেপ

উভয়ের পদ্ধতির আলোচনা করে আমরা জানতে পারি যে, উভয় ইমামই একটি হাদীছের উপর অপরটিকে প্রাধান্য দেয়ার নীতিমালা গ্রহণ করেছেন। প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর প্রিয় ছাত্র ইব্‌ন হিব্বান (র.) থেকে বেশী অগ্রগামী ছিলেন। প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে উভয়ের নীতিমালা কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ না হলেও কাছাকাছি ছিলো। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

১. ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) ও ইব্‌ন হিব্বান (র.) উভয়ই বিলম্বে ইসলাম গ্রহণকারী রাভীর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. তাঁরা উভয়ই মাহফূয হাদীছ ও প্রমাণিত হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) শুধুমাত্র বর্ণনাকারীদের আধিক্যের বিষয়টি বিবেচনা পূর্বক হাদীছকে প্রাধান্য দিতেন। ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় নি।

৪. ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) কিছু হাদীছকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যে হাদীছগুলো ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন নি বরং নীরবতা পালন করেছেন। যেমন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিতর নামায আদায় সম্পর্কে সমাধান দিয়েছেন এভাবে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সুবহে সাদিকের প্রথম প্রহরে বিতর নামায আদায় করেছেন। যদিও সে বিষয়ে কতিপয় ‘উলামা-ই কিরাম সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, তিনি (রসূল) সুবহে সাদিকের দ্বিতীয় প্রহরে বিতর নামায আদায় করেছেন।

৫. ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছকে প্রধান্যদানের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালার অনুসরণ করেছেন, আর তা হলো কোন সংবাদদানকারীর সাক্ষ্য তখনই প্রাধান্য পাবে, যখন তিনি তা নিজে দেখে ও শ্রবণ করে সংবাদ দিবেন। ঐ ব্যক্তির সংবাদ নয় যে, তা দেখেনি ও শ্রবণও করেন নি। তবে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় নি।

৬. ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর হাদীছকে প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে আরেকটি নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আর তা হলো, ইতিবাচক সংবাদকে নেতিবাচক সংবাদের উপর প্রাধান্যদান। ইব্‌ন হিব্বান (র.)- এর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় নি। যেমন ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) সফরে থাকাবস্থায় সকল ফরয নামাযের পূর্বে নফল নামায আদায়ের ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীছ উল্লেখপূর্বক সে গুলোর পর্যালোচনা করে একটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে ইব্‌ন হিব্বান (র.) এমন ক্ষেত্রে কোনটিকে প্রাধান্য না দিয়ে নীরবতা পালন করেছেন।

৭. কোন হাদীছকে প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) অন্য একটি স্বাতন্ত্র নীতি গ্রহণ করেছেন। আর তা হলো, কোন মাস’আলার ব্যাপারে ‘উলামা-ই কিরামদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হাদীছকে প্রাধান্যদান। তবে ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় নি।

৮. কোন হাদীছের ব্যাপারে অন্য রাভীদের সমর্থন ও সাক্ষ্য থাকলে সে হাদীছকে প্রাধান্যদান। চাই সে হাদীছটি দুর্বল পর্যায়ের হোক।

৯. ‘আক্বলী দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্যদান।

---

৩৫০. পূর্বোক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫-৪৭

১০. কোন হাদীছকে প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে ইব্ন হিব্বান (র.) অন্য একটি স্বাতন্ত্র নীতি গ্রহণ করেছেন। আর তা হলো, কোন মাস'আলার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করে, প্রাধান্যদানের বিষয়ের ব্যাপারে যুক্তি খণ্ডন করা। যা আমরা ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর মধ্যে পাই নি।[৩৫১]

উপরোক্ত আলোচনা এটি প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা উভয়ই পরস্পর বিরোধী হুকুম আরোপকারী হাদীছের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর, একটি হাদীছকে অন্য হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

শাব্দিক বিশ্লেষনে উভয়ের পদ্ধতি

শাব্দিক বিশ্লেষনে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর পদ্ধতি

সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ একটি হাদীছ গ্রন্থ হলেও গ্রন্থকার এর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো অবস্থাভেদে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। যদিও এটির পরিমাণ খুবই কম। শব্দগুলোকে তিনি ফিকহী দৃষ্টিকোণ ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া তিনি জটিল শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। কখনো দুর্বুদ্ধ শব্দকে সুস্পষ্ট করেছেন। পাঠকের মনে কোন শব্দ নিয়ে সংশয়ের সম্ভাবনা থাকলে তা দূরিভূত করেছেন। এ ধরনের শাব্দিক বিশ্লেষণ কখনো তিনি নিজের পক্ষ থেকে করেছেন, কখনো অভিধান বিশেষজ্ঞদের মতামত উল্লেখ করেছেন, আবার কখনো 'আরবদের উক্তি ব্যবহার করেছেন। নিম্নে সে সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

পরবর্তীতে যে বিষয়ের নির্দেশ আসবে প্রথমে সে বিষয়ের কোন বিশেষ্যের প্রয়োগ

যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : رَنَا رَسُولُ اللهِ - بِتَغْطِيَةِ الْوَضُوءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِكْفَاءِ الإِنَاءِ.

-'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে ওযূর পাত্র ঢেকে রাখতে, পান পাত্র বন্ধ রাখতে এবং পেয়ালা ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।'[৩৫২]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ হাদীসে ওযূর পানির ক্ষেত্রে ওযূ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। যা অত্র গ্রন্থের একাধিক স্থানে আমরা দেখতে পাই। যেহেতু ওযূ পাত্রে রাখা যায় না, ওযূর উপাদান পানি পাত্রে রাখা যায়। আর ওযূর পাত্রের দ্বারা পানির পাত্র উদ্দেশ্য, পানির পাত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওযূ। আর তাই এখানে পানি দ্বারা ওযূ করার পূর্বে সেই পানির ক্ষেত্রে ওযূ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন 'আরবরা কোন বিষয়ের জন্য প্রথমে এমন একটি শব্দের প্রয়োগ করে থাকে, যা পরবর্তীতে তৎসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের হুকূম দিবে। অনুরূপভাবে পানি দ্বারা পরবর্তীতে ওযূ করা হবে বলে ওযূ শব্দেরই প্রয়োগ করা হয়েছে।[৩৫৩]

'আরবরা বলে থাকে 'যখন তুমি এমনটি করবে' যার দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে যখন তুমি করতে চাইবে

হযরত বারা ইব্ন 'আযিব (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ,

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَن رَسُوْلَ ـ (صلى الله عليه و سلم) قَلَ : قَلَ: إِذَا أَتَيْت مَضْجَعَك فَتَوَضَّأْ وُضُوءَك لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّك الأَيْمَن

---

৩৫১. gLZwj dj-nv'xQ dx mnxn Beb Lhvqgvn I mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৫৭

৩৫২. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-১২৮, পৃ. ৬০

৩৫৩. পূর্বোক্ত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১

-‘বারা ইব্ন ‘আযিব (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যখন তুমি তোমার শোবার স্থানে যাবে, তখন তুমি নামাযের ন্যায় ওযূ করবে। তারপর তুমি তোমার ডান কাঁধে শুবে।’[৩৫৪]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছটি উল্লেখের পর বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত **إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ** -যখন তুমি তোমার শোবার স্থানে যাবে, কথাটি ‘আরবদের সে জাতিয় কথার অন্তর্ভূক্ত যেমনটি তারা বলে থাকে, ‘যখন তুমি এটি করবে’ অর্থাৎ যখন তুমি এটি করার ইচ্ছা করবে। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুর’আনুল-কারীমে ইরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ

-“হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হবে তথা দণ্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা করবে।”[৩৫৫]

ভিন্ন দু’টি বিষয়ের জন্য একটি বিশেষ্যের প্রয়োগ

যেমন তিনি একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد يوقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين قد يوقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة

-**شَطْرٌ** শব্দটি দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্ধেক অর্থে নয় সে সম্পর্কিত প্রমাণ উপস্থাপন। (শব্দটি দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে) ‘আরবরা ভিন্ন দু’টি বিষয়ের জন্য একটি বিশেষ্যের প্রয়োগ করে থাকে। এটি সেই জাতিয় শব্দ, যেমনটি ‘আরবরা **شَطْر** শব্দটিকে ‘অর্ধেক’ অর্থে ব্যবহার করে থাকে আবার ‘দিক’ অর্থেও ব্যবহার করে থাকে।

আর এই জন্য ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) **شَطْرٌ** শব্দটির অর্থের ভিন্নতা জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি একটি হাদীছ নিয়ে এসেছেন, যেখানে **شَطْرٌ** শব্দটি দিকের অর্থে ব্যবহার হয়েছে, অর্ধেক অর্থে নয়। হাদীছটি নিম্নরূপ

عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه و سلم) نَحْوَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا

-‘বারা ইব্ন ‘আযিব (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বায়তুল-মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে ষোল মাস নামায আদায় করেছি।”[৩৫৬]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হাদীছটি উল্লেখের পর বারা বলেন: এখানে **شَطْرٌ** শব্দটি দিকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে ওই ক্রিয়া সম্পাদনের ইচ্ছাকারীর জন্য কর্তা শব্দের প্রয়োগ

হযরত মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.)-এর হাদীছ,

مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثُ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ (صلى الله عليه و سلم) وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ (صلى الله عليه و سلم) رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا - أَوْ اشْتَقْنَا - سَأَلَنَا عَمَّا تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ : ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا وَأَشْيَاءَ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

-‘মালিক ইব্ন হুয়াইরিছ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমরা কাছাকাছি বয়সের একদল যুবক রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আসলাম। আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত অবস্থান করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) দয়াপরবশ এবং কোমল স্বভাবের ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই বা ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি। তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের পিছনে (বাড়ীতে) কাদের রেখে এসেছি। আমরা (পরিবারের কথা) তাঁকে জানালাম। তারপর তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা

৩৫৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-২১৬, পৃ. ৯৭

৩৫৫. আল-কুর’আন, ৫: ৬

৩৫৬. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং, ৪৩৮, পৃ. ২০০

তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে অবস্থান করো। আর তাদের (দ্বীন) শিক্ষা দাও এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও। (বর্ণনাকারী বলেন) মালিক (রা.) আরো কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। যার মধ্যে কিছু আমার মুখস্থ করেছিলাম এবং কিছু মুখস্থ করতে পারিনি। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছো, সেভাবে নামায আদায় করবে। নামাযের সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে জৈষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের ইমামাতি করবে।'[৩৫৭]

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছটির ব্যাখ্যাদানের পর বলেন, এই পরিচ্ছেদে বর্ণীত প্রতিটি শব্দ তথা "রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন রুকূ' করতেন, তখন হাত উত্তোলন করতেন" পরিচ্ছেদে বর্ণীত প্রতিটি শব্দ ঐ জাতিয় কথা যা 'আরবরা তাদের কথার মধ্যে প্রয়োগ করে থাকে। 'আরবরা কখনো ক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে ঐ ক্রিয়া সম্পাদনের ইচ্ছাকারীর জন্য কর্তা শব্দের প্রয়োগ করে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

-"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ধৌত করো।"[৩৫৮]

এই আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওযূর অঙ্গসমূহ ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশটি নামাযের দাঁড়াবার পরে নয়। সুতরাং إذا قمتم إلى الصلاة -যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে। অনুরূপভাবে يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ -যখন রুকূ' করবে তখন উভয় হাত উঠাবে। কথাটির অর্থ হলো, যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করবে। যেমন হযরত 'আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং হযরত ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীসে إذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৫৯]

عَام বা ব্যাপক অর্থ প্রদানকারী শব্দ কখনো خَاص বা বিশেষ অর্থ প্রদানকারী হয়

কবরকে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করার হুশিয়ারী। এটি এ বিষয়ক দলীল যে, যারা এরূপ করবে, তারা মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসে এ ব্যাপারে দলীল বিদ্যমান,

أَنَّ قَوْلَهُ (صلى الله عليه و سلم) : أَيْنَ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ

-'রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ নামায তোমাকে যেখানে পায়, তুমি সেখানে নামায আদায় করে নিবে। সেটিই তোমার জন্য মাসজিদ বা নামাযের স্থান।"[৩৬০] অপর হাদীসে আছে,

جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا

-'সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য নামাযের স্থান বা মাসজিদ করা হয়েছে।'[৩৬১]

উভয় হাদীছে বর্ণীত শব্দ عَام বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে خَاص বা বিশেষ অর্থ। এখানে বুঝা যাচ্ছে, عَام বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ কখনো কখনো خَاص বা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী, "সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য নামাযের স্থান করা হয়েছে"- দ্বারা এটি বুঝাতে চান নি যে, সমগ্র যমীনই নামাযের স্থান বরং বুঝাতে চেয়েছেন, যমীনের কিছু কিছু অংশ। তিনি যদি সমগ্র যমীনকে বুঝাতো চাইতেন, তাহলে কবরস্থানে নামায জায়িয হতো এবং মানুষ কবর স্থানকে মাসজিদ বানাতো। এমনিভাবে গোসল

---

৩৫৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং, ৪৯৭, পৃ. ১৮৩-৮৪

৩৫৮. আল-কুর'আন, ৫:৬

৩৫৯. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪

৩৬০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-৭৮৭, পৃ. ৩৪১

৩৬১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং-264, পৃ. 119

খানা, কবরের পিছনে, উটের আস্তাবলসহ সব জায়গাতেই নামায আদায় জায়িয হতো। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ থেকে এ সমস্ত জায়গার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।[৩৬২]

মূল কর্মের নাম উল্লেখের মাধ্যমে তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত শাখাকে উদ্দেশ্য করা

তিনি শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها والمخافتة بها وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافتة قال الله عز و جل { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا } وهذه الآية من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه إذ الله جل وعلا قد أوقع اسم الصلاة على القراءة فيها والقراءة في الصلاة جزء من أجزائها لا كلها وإنما أعلمت هذا ليعلم أن اسم الإيمان قد يقع على بعض شعبه

-" রাতের নামাযে ক্বিরা'আত উচুঁস্বরে পড়া এবং অত্যাধিক উচুঁস্বরে বর্জন ও অত্যাধিক নিঃশব্দে বর্জন মুস্তাহাব বরং অত্যাধিক আওয়াজ এবং অত্যাধিক আস্তে পড়ার পন্থা অনুসন্ধান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দে পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। [সূরা বানী ইসরা'ঈল, আয়াত ১১০] এই আয়াতটি হলো সেই ধরণের, যেখানে একটি বিষয়ের উল্লেখের মাধ্যমে তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত অপর বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন অত্র আয়াতে **صلاة** শব্দের উল্লেখের মাধ্যমে ক্বিরা'আতকে বুঝানো হয়েছে। অথচ ক্বিরা'আত পড়া এটি নামাযের অংশসমূহের মধ্যে একটি অংশ। শুধুমাত্র ক্বিরা'আত শব্দটি বললে নামায উদ্দেশ্য হয় না। তাছাড়া **الإيمان** শব্দটি কখনো কখনো ঈমানের কোন শাখার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে।"[৩৬৩]

فعل المضارع কখনো কখনো **فعل الماضى** অর্থে ব্যবহার

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

-"নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটি ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট। যাতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ক্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন।"[৩৬৪]

অত্র আয়াতে **يَغْفِرَ** শব্দটি **فعل المضارع** যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থ দেয়। সুতরাং এখানে অর্থটি হওয়া উচিৎ ছিলো, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ক্রুটিসমূহ মার্জনা করে দিবেন বা দিচ্ছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল অতীত ও ভবিষ্যত ক্রুটিসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন। অতএব এভাবে অর্থ করা যায়,

قد غفر اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

-"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অতীত ও ভবিষ্যতের সকল ক্রুটিসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন।"[৩৬৫]

নির্ধারিত সংখ্যার ব্যবহার করে;কখনো কখনো তার থেকে বেশী উদ্দেশ্য করা

এ ব্যাপারে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখযোগ্য,

عَنْ عَبْدِ ـ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النبِيِّ (صلى الله عليه و سلم) **قَالَ : صَلَاةُ الرجُلِ فِيْ الْجَمِيْعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ**

---

৩৬২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২

৩৬৩. পূর্বোক্ত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২

৩৬৪. আল-কুর'আন, ৪৮: ১-২

৩৬৫. mnxn Beb Lhwqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৪

-'একাকী নামায আদায়ের থেকে জামা'আতে নামায আদায় করলে পঁচিশ গুণ বেশী সাওয়াব অর্জিত হবে।'[৩৬৬]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, অত্র হাদীসে যে সংখ্যা ২৫ উল্লেখ আছে এটি সেই ধরণের কথা যা 'আরবরা কখনো কখনো একাধিক অংশ বিশিষ্ট কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে একটি সংখ্যা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু সেখানে এটি দ্বারা একটি সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত না করে অধিক্যের সম্ভাবনা থাকে। যেমন হাদীসে بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ (পঁচিশ) কথাটির মাধ্যমে এটি বুঝানো হয়নি যে, সাওয়াবের পরিমাণ এর থেকে বৃদ্ধি পাবে না।[৩৬৭]

পরিপূর্ণতার অভাবে বিষয়টিকে একেবারে নাকচ না করা

তিনি এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ِ (صلى الله عليه و سلم) : إِذَا جِئْتُمْ وَ نَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

-হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমরা সিজদারত অবস্থায় তোমরা যখন নামাযের সাথে (জামা'আতে) যুক্ত হবে। তখন তোমরাও সিজদাহ্ করবে। তবে তোমরা এ সিজদাহ্‌কে নামাযের রাকা'আতের মধ্যে গণনা করবে না। বস্তুত যে রাকা'আত (নামাযে দণ্ডায়মান) পেলো সে নামায পেলো।'[৩৬৮]

ইব্‌ন খূযায়মাহ্ (র.) উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, **وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا**-এটি সেই ধরণের উক্তি, যা তিনি তাঁর কিতাবের একাধিক স্থানে করেছেন যে, 'আরবরা কখনো কোন বস্তুর মধ্যে পরিপূর্ণতার অভাব দেখতে পেলে এবং পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে অন্যকোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, ঐ বস্তুর মূল নামটি তা থেকে বাতিল করে দেন। তিনি আরো বলেন যে, হাদীছটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্তি **وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا**-দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমরা এই সিজদাকে এমন ভাবে গণ্য করো না যে, নামাযের ফরযের জন্য যথেষ্ঠ হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদ্দেশ্য এটিও নয় যে, রাকা'আতের মধ্যে যে সিজদাহ্‌কে গণ্য করা হচ্ছে না, তাকে আমরা ফরয বা নফল হিসেবেও গণ্য করবো না।[৩৬৯]

কিছু অর্থ বাদ দিয়ে কিছু অর্থের ক্ষেত্রে শব্দের প্রয়োগ

তিনি এ ব্যাপারে হযরত আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রা.)-এর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ِ (صلى الله عليه و سلم) : يَقُوْلُ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَ لَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيْ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخْرَى

-'হযরত আবূ আয়্যুব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন (সুন্দররূপে) গোসল করে, অতপর তার কাছে থাকা সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং উত্তম কাপড় পরিধান করে, এরপর মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তারপর যদি সুযোগ হয় তাহলে নামায আদায় করে (দুখূলুল-মসজিদ) এবং কাউকে কষ্ট না দেয়, তারপর ইমাম যখন (খুতবা) বের হন তখন তিনি নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকেন, তাহলে তা (এই 'আমাল) ঐ জুমু'আহ্ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।"[৩৭০]

---

৩৬৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৪৭০, পৃ. ৬২৯

৩৬৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৯

৩৬৮. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৬২২, পৃ. ৬৯২

৩৬৯. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯২

৩৭০. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৭৭৫, পৃ. ৭৬৪-৬৫

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) অত্র হাদীছ উল্লেখের পর বলেন, ‘আরবদের কাছে ‘চুপ থাকা’ বিষয়টি কখনো কখনো পারস্পরিক কথাবার্তা ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে চুপ থাকার অর্থ এটি নয় যে, কুর’আন তিলাওয়াত, আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং দু‘আ ইত্যাদি থেকেও চুপ থাকতে হবে। যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছে বর্ণীত আছে,[৩৭১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ : {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}

-‘আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, তারা নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলতো, তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,{যখন কুর’আন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা চুপ থাকো।}[৩৭২]

অত্র আয়াতে পারস্পরিক কথাবার্তার ব্যাপারে ধমক দেয়া হয়েছে। কুর’আন তিলাওয়াত, তাসবীহ, আল্লাহু আকবার বলা, যিক্‌র করা, দু‘আ ইত্যাদি করতে নিষেধ করা হয়নি। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর

ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيْ

এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য এটি নয় যে, জুমু‘আর নামাযে উপস্থিত মুসল্লীরা জুমু‘আর নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমা বলবে না, রুকূ‘র জন্য তাকবীর বলবে না, রুকূ‘তে তাসবীহ পড়বে না, রুকূ‘ থেকে উঠার পর ‘রব্বানা লাকাল-হামদ’ বলবে না, সিজদাতে যাওয়ার সময়ে তাকবীর বলবে না, সিজদাতে তাসবীহ পাঠ করবে না, বসা অবস্থায় তাশহুদ পড়বে না। মূলতঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) ‘চুপ থাকা’-এর দ্বারা এর কোনটিই উদ্দেশ্য নেন নি। আল্লাহ্ তা‘আলার বিধান এবং তাঁর দ্বীন সম্পর্কে ধারণা রাখে এমন কেউ এটি ধারনা করবে না। সুতরাং এটিই বুঝা যায় যে, এই হাদীছে ‘চুপ থাকা’ বলে যখন কুর’আন তিলাওয়াত করা হবে, তখন চুপ থাকতে হবে এবং তিলাওয়াত শ্রবণ করতে হবে। সেটিই বুঝানো হয়েছে।[৩৭৩]

‘আরবদের জানার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত শব্দ

তিনি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন,

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ

-“আর পানাহার করো যতক্ষণ না, কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিস্কার দেখা যায়।”[৩৭৪]

আল্লাহ্ তা‘আলা রাত হতে দিনের শুভ্রতা বর্ণনা করেছেন। আর আয়াতে الْخَيْطُ বিশেষ্য দু’টি দ্বারা দিনের শুভ্রতা এবং রাতের লালিমাকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

এটি সে ধরণের বিশেষ্যের অন্তর্ভূক্ত যে বিশেষ্যের আক্ষরিক অর্থ ‘আরববাসীরা জানতেন না। আর তারা এ শব্দের যে অর্থ জানতেন, সে অর্থে এটি ব্যবহৃত হয় নি। সুতরাং যতক্ষণ না তাদেরকে এ শব্দের অর্থ জানানো হয়েছে, ততক্ষণ তারা এ শব্দের অর্থ জানতে পারেন নি।[৩৭৫]

একটি শব্দ জায়িয এবং না জায়িয উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ

এ ব্যাপারে আসওয়াদ (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখযোগ্য,

عَنْ الأَسْوَدِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَ مَسْرُوْقٌ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ نَسْأَلُهَا عَنْ الْمُبَاشَرَةِ فَاسْتَحْيَيْنَا قَالَ : قُلْتُ : جِئْنَا نَسْأَلُ حَاجَةً فَاسْتَحْيَيْنَا فَقَالَتْ : مَا هِيَ ؟ سَلَا عَمَّا بَدَأَ لَكُمَا قَالَ قُلْنَا : كَانَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه و سلم) يُبَاشِرُ وَ هُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ : قَدْ كَانَ يَفْعَلُ وَ لَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ

---

৩৭১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৫

৩৭২. আল-কুর’আন, ৭: ২০৪

৩৭৩. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৫

৩৭৪. আল-কুর’আন, ২: ১৮৭

৩৭৫. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২৭

-'আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি এবং মাসরূক সহবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য উম্মুল-মু'মিনীনের নিকট গেলাম। কিন্তু তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে আমরা লজ্জাবোধ করছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমরা আপনার কাছে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে এসেছিলাম। কিন্তু আমরা লজ্জাবোধ করছি। উম্মুল-মু'মিনীন বললেন, সেটি কি ? তোমাদের যা জানতে চাও, সে ব্যাপারে আমার কাছে জিজ্ঞেস করো। তিনি (রাভী) বলেন, আমরা বললাম, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কী রোযা অবস্থায় পারস্পরিক মেলা-মেশা করতেন ? উম্মুল-মু'মিনীন বললেন, তিনি কখনো কখনো (মেলা-মেশা) করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের অপেক্ষা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে অধিক সক্ষম ছিলেন।'[৩৭৬]

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, 'আরবরা কখনো কখনো দু' বা ততোধিক বিষয়ের জন্য একটি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। আবার একটি বিষয়কে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো একটি শব্দকে দু'অর্থে ব্যবহার করেছেন। কখনো শব্দটি দ্বারা অবৈধের হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন, আবার কখনো বৈধতার ঘোষণা দিয়েছেন। 'আরবী ভাষায় অনবিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এ ধরণের অর্থ বুঝা সম্ভব নয়। কারণ সে মনে করবে শব্দটি একটি অর্থের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সে মনে করবে একটি শব্দ কিভাবে পরস্পর বিরোধী অর্থে ব্যবহার হয় ! আর এমন ব্যক্তির জন্য কোন ফিকহী সমাধান দেয়া ঠিক হবে না। যেমন কুর'আনের বাণী,

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ

-" তোমরা স্ত্রীদের সাথে মেলা-মেশা করো না।"[৩৭৭]

এ আয়াতে স্ত্রীদের সাথে মেলা-মেশা করতে বলা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা রোযাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর রাতের বেলায় পানাহার ও স্ত্রীদের সাথে সহবাস বৈধ করেছেন। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে রোযার সময় মেলা-মেশা বৈধ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতে যে মেলা-মেশাকে রোযা ভঙ্গকারী বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) রোযা অবস্থায় সে মেলা-মেশা করেন নি। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে যে 'মুবাশারাত' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে তা দু'টি অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। একটি 'মুবাশারাত' রোযার দিনে বৈধ এবং অপরটি রোযার দিনে অবৈধ।

এ ধরণের আরেকটি উদাহরণ হলো,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

-"হে ঈমানদারগণ, জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার স্বরণের পানে ত্বরা করো।"[৩৭৮]

সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জুমু'আর নামাযের জন্য ত্বরা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন তোমরা নামাযের জন্য আসবে, তখন দৌঁড়ে আসবে না। তোমরা হেঁটে আসবে। ধীরস্থিরতা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। অতএব لسْعَوْا শব্দটি দৌঁড়ে আসা ও খুব তাড়াতাড়ি হাঁটার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় নি। সুতরাং জুমু'আর নামাযের ব্যাপারে যে ত্বরা করতে বলা হয়েছে, সেটি হলো হেঁটে আসার অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে প্রচেষ্টার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন, তাহলো দৌঁড়ে এবং তাড়াতাড়ি আসার অর্থে। সুতরাং لسْعَوْا (চেষ্টা করা) শব্দটি এমন দু'টি কাজের ব্যাপারে প্রয়োগ হয়েছে, যার মাঝে একটি ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে এবং অপরটি ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।[৩৭৯]

৩৭৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৯৯৮, পৃ. ৮৫৬

৩৭৭. আল-কুর'আন, ২: ১৮৭

৩৭৮. আল-কুর'আন, ৬২: ৯

৩৭৯. mnxn Beb Lhwqgvn, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৫৭-৫৮

একটি বিষয় উল্লেখের মাধ্যমে অপর বিষয়কে অন্তর্ভূক্তকরণ

তিনি এ ব্যাপারে হযরত ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমার (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةٌ فَسَأَلَ النَّبِي (صلى الله عليه و سلم) فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَكَانَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه و سلم) قَدْ وَهَبَ لَهُ جَارِيَةٌ مِنْ سَبِي حُنَيْنٍ فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ فِيْ الْمَسْجِدِ إِذَ دَخَلَ النَّاسُ يُكَبِّرُوْنَ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوْا : رَسُوْلُ (صلى الله عليه و سلم) أَرْسَلَ سَبِي حُنَيْنٍ قَالَ : فَأَرْسِلُوْا تِلْكَ الْجَارِيَة

-‘হযরত ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, ‘উমার (রা.) জাহিলী যুগে একরাত ই‘তিকাফ করার মান্নত করেছিলেন। তিনি তাঁর এ মান্নতের বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি তাঁকে ই‘তিকাফ করতে আদেশ করেছিলেন। হযরত ‘উমার (রা.) ই‘তিকাফরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে হুনাইনের একটি দাসী দান করেন। তখনই মানুষেরা ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে বলতে মাসজিদে প্রবেশ করে। ‘উমার (রা.) (তাদেরকে) বললেন, এটি কি ? তারা বললো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হুনাইনের দাসী পাঠিয়েছেন। তিনি (‘উমার) বললেন, তোমরা এই দাসীকে পাঠিয়ে দাও।’[৩৮০]

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, হযরত নাফি‘ (রা.)-এর হাদীছটি ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি হযরত ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا

-‘আমি একদিন ই‘তিকাফের মান্নত করেছিলাম।’[৩৮১]

এই হাদীছটি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে এটি ‘আরবদের ঐ জাতিয় উক্তির অন্তর্ভূক্ত, যেমন ‘আরবরা দিনের উল্লেখ করে রাতকেও তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে। তারা কখনো রাত বলে দিনকে বুঝাতো এবং কখনো দিন বলে রাতকে বুঝাতো। আর তাদের এ ধরণের আচরণের ব্যাপারে আল-কুর’আনে সুস্পষ্ট দলীলও রয়েছে।[৩৮২]

‘আরবী ব্যাকরণ হিসেবে শব্দের ব্যাখ্যা

এ ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখযোগ্য,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُوْلُ (صلى الله عليه و سلم) رَجُلٌ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاء، وَلَا حَتَّى إِذَا بَلَغْتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا إِلَّا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

-‘হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! কোন সদাকাহ্ (দান) উত্তম ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, এ অবস্থায় সদাকাহ্ করা যে, তুমি সুস্থ আছো এবং সম্পদের প্রতি তোমার মোহ আছে, দারিদ্রতাকে ভয় করো এবং সম্পদ টিকিয়ে রাখার প্রত্যাশা করো, এমন অবস্থায় দান করা যে, রূহ কণ্ঠনালী অবদী এসে গেছে। আর তখন তুমি বলছো, অমুকের জন্য এতো, অমুকের জন্য এতো, অথচ তখন তা অমুকের হয়ে গেছে।’[৩৮৩]

ইবন্ খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হাদীছটির মধ্যে **إِلَّا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ** হলো সে ধরণের কথা, যা সময় নিকটবর্তী হলে বলা হয়ে থাকে। সুতরাং এটি বলা জায়িয আছে যে, সময় হয়ে এসেছে এবং সময় যখন নিকটবর্তী হবে তখন দাখিল

৩৮০. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-২২২৯, পৃ. ৯৪৮-৪৯

৩৮১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৯

৩৮২. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৯

৩৮৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-২৪৫৪, পৃ. ১০৪৮

হয়েছে। **وَقَد كَانَ لِفُلان** অমুকের হয়ে গেছে’ যদিও সে সময় এখনো দাখিল হয়নি তাও এভাবে বলা হয়েছে। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদ্দেশ্য হলো, **وَقَد كَانَ لِفُلان** -মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে, যখন শ্বাস কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সুতরাং এরূপ হলে সম্পদ অন্যের হয়ে যাবে। এমন নয় যে, রূহ কব্‌জের পূর্বেই সম্পদ অন্যের হয়ে যাবে। বন্ধুর এ জাতিয় কথা **إنما هو اليوم هو الوارث** (আজকের দিনে সেই প্রকৃত ওয়ারিছ) এ ধরণেরই একটি কথা।[৩৮৪]

কোন বিষয়ে শব্দের প্রয়োগ

উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত শিরোনাম প্রনিধানযোগ্য

باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد إلا غبا و الدليل على أن قوله : من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا العلم من فضائل القول و الأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء و سقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان

-‘পিপাসায় কাতর ব্যক্তিকে পানি পান করানোর দ্বারা জান্নাত ওয়াজিব বা আবশ্যক করা। এটির দলীল হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি **لا إله إلا الله** বলবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণীটি ঐ ধরণের, একটি কথা যেমন বলা হয়েছে, ঈমান হলো কথা এবং ‘আমাল হলো ফযীলাতের জ্ঞান। এটিই পরিপূর্ণ ঈমান নয়। কারণ এটি সবাই বুঝে যে, নিজের উটের পিঠে পানি বহন করে কাউকে পানি পান করানো এবং গভীর কুয়া ছাড়া পানি লাভ সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় কোনো পিপাসার্থকে পানি পান করানো পরিপূর্ণ ঈমান নয়, সে সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ’[৩৮৫]

অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত শিরোনাম

باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد والدليل فاعل ذلك من شرار الناس وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله صلى الله عليه و سلم : أين ما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد وقوله : جعلت لنا الأرض كلها مسجدا لفظة عامة مرادها خاص على ما ذكرت وهذا من الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض كتبنا أن الكل قد يقع على البعض على معنى التبعيض إذ النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد بقوله : جعلت لنا الأرض كلها مسجدا جميع الأرضين إنما أراد بعضها لا جميعها إذ لو أراد جميعها كانت الصلاة في المقابر جائزة وجاز اتخاذ القبور مساجد وكانت الصلاة في الحمام وخلف القبور وفي معاطن الابل كلها جائزة وفي زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في هذه المواضع دلالة على صحة ما قلت

-‘কবরকে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে হুশিয়ারী। এটি এ বিষয়ে দলীল যে, যারা এরূপ করবে, তারা মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছে এ প্রসঙ্গে দলীল বিদ্যমান যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন: নামায তোমাকে যেখানে পায়, তুমি (সেখানেই) নামায আদায় করে নাও। আর সেটিই তোমার জন্য মাসজিদ বা নামাযের স্থান। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী, পূরো যমীনকে আমাদের জন্য নামাযের স্থান (মাসজিদ) করা হয়েছে। হাদীছটি শাব্দিক হিসেবে **عامة** বা ব্যাপকতার অর্থ দেয়। কিন্তু উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে **خاص** বা বিশেষ অর্থে। সুতরাং সার্বিক অর্থ প্রদানকারী শব্দ কখনো আংশিকের অর্থে আংশিকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী, “পূরো যমীনকে আমাদের জন্য নামাযের স্থান (মসজিদ) করা হয়েছে”- দ্বারা এটি বুঝাতে চান নি যে, সমগ্র যমীন। তিনি যমীনের কিছু অংশ বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি যদি সমগ্র যমীনকে বুঝাতে চাইতেন, তাহলে কবরস্থানে নামায আদায় জায়িয হতো এবং কবরকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হতো। এমনিভাবে গোসলখানা,

---

৩৮৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪৮

৩৮৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০69

কবরের পেছনে , উটের আস্তাবল সবখানেই নামায আদায় জায়িয হতো। অথচ এরূপ স্থানগুলোতে নামাযের ব্যপারে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞার মাঝে আমাদের বক্তব্য যথার্থতার দলীল বিদ্যমান রয়েছে।'[৩৮৬]

কর্ম সম্পাদনকারীর সাথে সম্পৃক্ত করার ন্যায় কর্মের নির্দেশদাতার সাথে ক্রিয়াকে সম্পৃক্তকরণ

উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখযোগ্য

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و سلم) **صَلَّى الظُّهْرَ وَ أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ أَنْ تُشْعَرَ مِنْ شِقِّهَا الأَيْمَنِ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ وَسَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ**

-'ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যুহরের নামায আদায় করলেন এবং উটনীকে তার ডান দিক থেকে মালা পরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। উটনীকে দু'টি জুতা মালা হিসেবে পরিয়ে চিহ্ন দেয়া হলো এবং সেটির রক্ত প্রবাহিত করা হলো। এরপর তিনি বায়দা নামক উটনীতে স্থীর হয়ে বসলেন।'[৩৮৭]

হাদীছটি বুনদার বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর, তাঁর নিকট শু'বাহ্ একই সুত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَشْعَرَ بَدَنَتَهُ وَلَمْ يَقُلْ : وَسَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ

-'রসূলুল্লাহ্ (সা.) যুল-হুলাইফাতে যুহরের নামায আদায় করলেন এবং তাঁর উটনীকে মালা পরিয়ে চিহ্নিত করলেন। তবে তিনি বলেন নি যে, সেটি থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে।'

মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর (রা.)-এর হাদীছে **أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ** হলো সে ধরণের একটি কথা যা 'আরবরা কখনো ক্রিয়াকে কর্ম সম্পাদনকারীর সাথে সম্পৃক্ত করার ন্যায় কর্মের নির্দেশদাতার সাথে ক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করে থাকে। সুতরাং **أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ** কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর উটনীকে চিহ্ন দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা ইয়াহ্ইয়া কাত্তানের বর্ণনায় আছে,**وَ أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ أَنْ تُشْعَرَ**-রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর উটনীকে চিহ্ন দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই এটি এ কথা বুঝায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) উটনীকে চিহ্নিত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তিনি নিজে তা চিহ্নযুক্ত করেন নি। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তিনি নিজেই কিছু উটনীকে চিহ্নযুক্ত করেছেন এবং অন্যদেরকে কিছু উটনীকে চিহ্নযুক্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যারা বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেই চিহ্নযুক্ত করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো, কিছু উটনীকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের হাতে চিহ্নযুক্ত করেছেন, কিন্তু সবগুলো নয়। সুতরাং হাদীছগুলো একটি অন্যটিকে সত্যায়ন করে। একটি অন্যটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে না। যেমনটি কোন কোন অজ্ঞ শ্রেণীরা বুঝে থাকেন।[৩৮৮]

'সর্বোত্তম বিষয়' উক্তি দ্বারা সর্বোত্তম বিষয়সমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য করা

হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা.)-এর হাদীছ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ,

عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ـ (صلى الله عليه و سلم) **: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي : أَشْعِرْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ**

-'হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) আমার নিকট এসে বললেন, আপনি তালবিয়া পাঠ করুন। কারণ, তালবিয়া হলো হজ্জের নির্দশন বা চিহ্ন।"[৩৮৯]

---

৩৮৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২

৩৮৭. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং-২৬০৯, পৃ. ১১০৮

৩৮৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১০৮-9

৩৮৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং-২৬২৯, পৃ. ১১১৬

অত্র হাদীসে **فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ**‘তালবিয়া হলো হজ্জের নিদর্শন’ কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেমনটি ‘আরবরা বলে থাকে যে, এটি সর্বোত্তম কাজ। কিন্তু এ কথার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ‘আমালগুলোর মধ্যে এটি একটি। এমন নয় যে, উত্তম ও শেষ্ঠ ‘আমালের মধ্যে এটি সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া ‘আমাল। একইভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্তি **فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ**দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হজ্জের নিদর্শনসমূহের মধ্যে তালবিয়াও একটি নিদর্শন।[৩৯০]

‘আলিফ লাম’ দ্বারা আংশিকের অর্থ প্রদান

এ সম্পর্কিত উদাহরণ হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা.)-এর হাদীছে পাই,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جْرُ مِنَ الْبَيْتِ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - - طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَائِهِ. َ اللهُ تَعَالَى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)

-‘ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন: হাজরে আসওয়াদ বায়তুল্লাহ্র অংশ। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) বাইরে থেকে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, তোমরা সুরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করো [সূরা হাজ্জ, আয়াত-২৯]।”[৩৯১]

আলোচ্য হাদীসে **الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ** তথা হাজরে আসওয়াদ হলো গৃহের একটি অংশ। এই কথাটি সে ধরণের একটি কথা, যা ‘আলিফ লাম’ দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়া কোনো শব্দের প্রয়োগ সামগ্রিকতার ফায়িদা প্রদান করে না; বরং কিছু কিছু সংখ্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ‘আঈশা (রা.)-কে হাজরে আসওয়াদে নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন **الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ** তথা হলো গৃহের একটি অংশ। এ কথার দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদ্দেশ্য হলো, হাজরে আসওয়াদের কিছু অংশ, পরিপূর্ণ পাথরটি নয়। এমনিভাবে হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা.)-এর উদ্দেশ্যও পরিপূর্ণ পাথরটি নয়। এ ব্যাপারে দলীল হলো, হযরত ‘আঈশা (রা.)-এর ঐ হাদীছ, যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, হাজরে আসওয়াদের কিছু অংশ বায়তুল্লাহ্র অংশ; পরিপূর্ণ পাথরটি বায়তুল্লাহ্র অংশ নয়।[৩৯২]

একটি শব্দের উল্লেখের দ্বারা ঐ জাতিয় সকলকে অন্তর্ভূক্তকরণ

যেমন তাওয়াফ সমাপ্ত হওয়ার পর মাক্বামে ইব্রাহীমে নামায আদায় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের শিরোনাম তিনি এভাবে দিয়েছেন,

باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام و الدليل على أن الله عز و جل قد يأمر بالأمر أمر ندب و إرشاد و فضيلة لا أن كل أمره أمر فرض و إيجاب إذ الله عز و جل أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى و تلا النبي صلى الله عليه و سلم هذه الآية عند فراغه من الطواف لما عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين و ليس بفرض على الطائف و لا على أحد من المصلين الصلاة خلف المقام إذ الصلاة بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف المقام و في غيره من المسجد مستقبل الكعبة و أحسب هذه اللفظة من مقام إبراهيم من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تدخل من في بعض كلامها في الموضع الذي يكون معناها معنى حذف من كقوله تعالى { يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} محيط أن نوحا لم يدع قومه إلى الإيمان بالله ليغفر لهم بعض ذنوبهم التي ارتكبوها في الكفر دون أن يكفر جميع ذنوبهم قال الله عز و جل لنبيه عليه السلام { قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} فأعلم ربنا أن الكافر إذا آمن غفر ذنوبه السالفة كلها لا بعضها دون بعض

-এ কথার দলীল হলো, আল্লাহ্ তা‘আলা কখনো মুস্তাহাব বিষয় এবং ফযীলাতের বিষয়ে কোনো নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তবে বিষয়টি এমন নয় যে, আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতিটি নির্দেশই ফরয এবং ওয়াজিব নির্দেশ। আল্লাহ্

---

৩৯০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১১৬

৩৯১. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং-২৭৪০, পৃ. ১১৬৩

৩৯২. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১১৬

তা'আলা মাক্বামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাওয়াফ শেষে যখন মাক্বামে ইব্রাহীমের দিকে যেতে ইচ্ছা করলেন, তখন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى

-"তোমরা ইবররাহীম (আ.)-এর দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো।"[৩৯৩] এবং তার পিছনে দু'রাকা'আত নামায আদায় করো। যদিও এই নামায তাওয়াফকারীদের জন্য ফরয নয়। অনুরূপভাবে মাক্বামে ইব্রাহীমের পেছনে নামায আদায় করাও ফরয নয়। কারণ তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীমের পেছনে নামায আদায় যেমনিভাবে জায়িয, তেমনিভাবে মসজিদে হারামের অন্য কোথাও ক্বিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করাও জায়িয আছে।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) মনে করেন, **مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ**'মাকামে ইব্রাহীম' কথাটি সে ধরণের একটি উক্তি, যেখানে কখনো কখনো তারা তাদের কথায় **مِنْ** শব্দটি দাখিল করে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে সেই **مِنْ** শব্দের অর্থ উহ্য থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

-"তিনি তোমাদের গুনাহ মার্জনা করবেন।"[৩৯৪] এটি সবারই জানা যে, হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে এ জন্য আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার দা'ওয়াত দেন নি যে, এই দাওয়াতের ফলে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির অবস্থায় করা কিছু গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং কিছু গুনাহ ক্ষমা করবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছেন, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

-"তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু (পূর্বে) ঘটে গেছে, তা ক্ষমা হয়ে যাবে।"[৩৯৫] একজন কাফির যখন ঈমান আনবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। বিষয়টি এমন নয় যে, তার কিছু গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, আর কিছু গুনাহ ক্ষমা করা হবে না।[৩৯৬]

কথা বলার ক্ষেত্রে শব্দ আগে বা পরে হলেও প্রথমটিকে প্রথম হিসেবে গ্রহণ

যেমন হযরত 'আঈশা (রা.)-এর হাদীছ,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ ﻪ عَنْهَا قَالَتْ : اضَ رَسُولُ اللهِ - - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِىَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِى الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ ثُمَّ يَرْمِى الثَّالِثَةَ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا

-'হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর শেষ দিনে (১০ জিলহাজ্জ) ফিরে এলেন, তখন তিনি যুহরের নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি মীনায় ফিরে গেলেন এবং তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে (১১, ১২ ও ১৩ জিলহাজ্জ) সেখানেই অবস্থান করলেন। যখন সূর্য হেলে গেলো তখন তিনি জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। তিনি প্রতিটি জামারায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপকালে তাকবীর বললেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় অবস্থান করলেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দু'আ করলেন। এরপর তৃতীয় জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন কিন্তু (কঙ্কর নিক্ষেপের পর) সেখানে দাঁড়ান নি।'[৩৯৭]

---

৩৯৩. আল-কুর'আন, ২:১২৫

৩৯৪. আল-কুর'আন, 71:4

৩৯৫. আল-কুর'আন, ৮:38

৩৯৬. mnxn Beb Lhwqgvn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৬৮

৩৯৭. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং-২৯৫৬, পৃ. ১২৪৭-৪৮

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাপারে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, এই শব্দটি তথা **حِينَ صَلَّى أَلظُّهْرَ**- যখন তিনি যুহরের নামায আদায় করলেন। এর বাহ্যিক অর্থ হযরত ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীছের বিপরীত। ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীসের অর্থ হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কুরবানীর দিনে (মুযদালিফা থেকে) মক্কায় এলেন। এরপর তিনি ফিরে গেলেন। অতপর তিনি মীনায় যুহরের নামায আদায় করলেন। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) মনে করেন, হযরত 'আঈশা (রা.)-এর হাদীসের অর্থ ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীসের বিপরীত নয়। সম্ভবত হযরত 'আঈশা (রা.)-এর উদ্দেশ্য হলো, এটি বুঝানো যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর শেষ দিনে মীনায় প্রত্যাবর্তনের পর যুহরের নামায আদায় করেছেন। হযরত 'আঈশা (রা.)-এর হাদীছকে এ অর্থে নেয়া হয়, তাহলে তা হযরত ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীছের বিপরীত হবে না। উপরন্তু হযরত ইব্ন 'উমার (রা.)-এর হাদীছটি বর্ণনাসুত্র হিসেবে অধিক শক্তিশালী। সুতরাং হযরত 'আঈশা (রা.)-এর হাদীছটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তার বক্তব্য হলো সেই ধরণের একটি কথা যা 'আরবরা বলে থাকে যে, কথা বলার ক্ষেত্রে শব্দ আগে বা পরে হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

حَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا

-"সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেন নি।"[৩৯৮]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

-"আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরী করেছি। অতপর আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছি- আদমকে সিজদাহ্ করো, তখন সবাই সিজদা করেছে; কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো না।"[৩৯৯]

অতএব এই ব্যাখ্যা অনুসারে হযরত 'আঈশা (রা.)-এর হাদীসের অর্থ হবে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর শেষ দিনে (মুযদালিফা থেকে) মক্কায় ফিরে আসলেন। অতপর যখন তিনি যুহরের নামায আদায় করলেন, তখন তিনি (মীনায়) প্রত্যাবর্তন করলেন। এখানে **حِينَ صَلَّى أَلظُّهْرَ** -যখন তিনি যুহরের নামায আদায় করলেন। কথাটিকে **ثُمَّ رَجَعَ**- অতপর তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। এর পূর্বে ধরা হবে। যেমনিভাবে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ**-এ আয়াতে **خَلَقْنَاكُمْ** কে **ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ** এর পূর্বে ধরা হয়েছে।[৪০০]

আয়াতের ব্যাখ্যায় কারো শাব্দিক অর্থকে প্রত্যাখ্যান করা

এ ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখযোগ্য,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - فَقَالَ : رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِى أَنْ لاَ أُصَلِّىَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - - :« نَعَمْ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

-'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে জানতে চাইলো, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! দিন-রাতের মধ্যে এমন কি কোনো সময় আছে, যে সময়ে আপনি আমাকে নামায আদায় করতে নির্দেশ করেন না ? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, যখন তুমি ফজরের নামায আদায় শেষ করো, তখন সূর্যোদয় পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকো।"[৪০১] এভাবে তিনি পরিপূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, কোন কোন 'আলিম যেমনটি বুঝেছেন যে, উপরোক্ত হাদীছটি যদি ফযরের নামায আদায়ের পর নীরব থাকার ব্যাপারে দলীল হয়, তাহলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের পর সুর্যোদয় পর্যন্ত এবং 'আসরের

---

৩৯৮. আল-কুর'আন, ১৮:১

৩৯৯. আল-কুর'আন, ৭:১১

৪০০. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৪৮

৪০১. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১২৭৫, পৃ. ৫৪৬

পর সুর্যাস্ত পর্যন্ত আর কোনো নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, সুর্যোদয়ের পর সুর্যের জ্যোতি প্রকাশের পূর্বে (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর ২৩ মিনিট পর্যন্ত) নামায পড়া জায়িয। তেমনিভাবে সূর্য মধ্য আকাশে যখন স্থীর থাকবে, তা পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বেও নামায পড়া জায়িয। অথচ যারা ফিক্হ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ নিয়ে সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করে, তাদের মতে এ সময়গুলোতে নামায আদায় জায়িয নেই। এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বক্তব্য আমাদের মাযহাবের বিপরীত। তাহলে, "ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো নামায নেই" এই হাদীছ এটিই বুঝায় যে, সূর্যোদয় যখন হবে তখন নামায জায়িয। তাদের মতে হাদীছটি এমনই একটি দলীল যাতে হাদীছের বাহ্যিক অর্থ ছাড়া আর কোনো অর্থের সম্ভাবনা নেই।

অথচ আমাদের মত এই নীতির বিপরীত। আমাদের বক্তব্য হলো, একটি দলীল কখনো কখনো একটি নির্দিষ্ট সময় এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কোনো কাজকে নিষেধ করে। আবার কোন কোন হাদীছে একটি নির্দিষ্ট সময় এবং এ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সে কাজের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকে না। উভয় বক্তব্য এটিই বুঝায় যে, ঐ সময় এবং ঐ মেয়াদের পর কাজটি জায়িয। কিন্তু উপরোল্লিখিত বিষয়ে বর্ণীত হাদীছ পরস্পর বিরোধী নয়। যেমন টি আমাদের মাযহাবের বিপরীতমত পোষণকারী কোনো কোনো 'আলিম মনে করেন।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

-"যতক্ষণ না ওই নারী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।"[৪০২] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে তালাকদানকারী স্বামীর জন্য হারাম আখ্যায়িত করেছেন। এ নারী যখন ওই পুরুষ ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে, তখনো প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না। এমতাবস্থায় সহবাসের পূর্বে যদি দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় বা তাকে তালাক দেয় বা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় (বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত কোন কর্ম সংগঠিত হয়) তাও ঐ নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। এমনিভাবে ঐ নারী তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার সহবাস না হবে। তবে যদি সহবাস হয় এবং তারপর দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু ঘটে বা তালাক হয় বা বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে।

সুতরাং হারাম যদি একটি সময় পর্যন্ত বা মেয়াদ পর্যন্ত হয়, তাহলে এটি সেই দলীলের মত হয়ে থাকে, যার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তাহলে নামায আদায় সময় পর্যন্ত হারাম হবে; সময়ের পরে নয়। এমনিভাবে তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী যখন দ্বিতীয় স্বামীকে বিবাহ করবে, তখন সহবাসের পূর্বেই প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হয়ে যাবে। যারা ফিকহ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে না তারা অভিযোগ করে এবং এই আয়াত সম্পর্কে তারা যে দাবী করে, তা আমাদের কথাকে অবজ্ঞা করার শামীল। তাদের মত হলো, বিবাহ বলে এখানে সহবাস উদ্দেশ্য। তাদের দাবী হলো, আয়াতে উল্লিখিত বিবাহের দু'টি অর্থ। একটি হলো, বিবাহের 'আকদ এবং অপরটি হলো সহবাস। তাদের মতে, কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে,

حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

-"যতক্ষণ না ওই নারী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে" আয়াত দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য। অথচ 'আরবদের থেকে এমন অর্থ কখনো শোনা যায় নি। অর্থাৎ তারা কখনো এমনটি বলেনি যে,

وطئت المرْأةُ زوْجَهَا

-মহিলাটি তার স্বামীর সাথে সহবাস করেছে' বরং 'আরবরা এ ধরণের ক্ষেত্রে নারীর সাথে বিয়ে কথাটি যুক্ত করে এভাবে বলেন

تزوجت المرْأةُ زوْجًا

৪০২. আল-কুর'আন, ২:২৩০

-'মহিলাটি তার স্বামীকে বিয়ে করেছে' কোনো 'আরবকে এমনটি বলতে শুনেনি যে,

وَطِئَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا

কিংবা **جَامِعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا** -মহিলাটি তার স্বামীর সাথে মেলামেশা করেছে। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে কখনো একটি বিষয়কে যদি একটি সময়ের জন্য হারাম করে থাকেন, তাহলে সেটি পরবর্তী সময়ের জন্যও হারাম হয়ে থাকবে।[৪০৩]

সাদৃশ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর চমৎকার কথা

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) তার উস্তাদ বুনদার মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার যিনি একজন হাদীছের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য রাভী ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (রা.) থেকে, তিনি 'আজলান থেকে, তিনি সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ সা'ঈদ আল-মাকবূরী থেকে, তিনি তাঁর পিতা আবূ সা'ঈদ আল-মাকবূরী থেকে, তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াদি'য়াহ্ থেকে, তিনি আবূ যার থেকে জুমু'আর দিনে গোসলের বিষয়ে হাদীছ বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النبي قال : مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الغُسْلَ أَوْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُوْرَ فَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ طَيِّبًا أَوْ دُهْنَ أَهْلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ إِثْنَيْنِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ إِلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى

-হযরত আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে অথবা সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করে, তারপর উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য যে সুগন্ধির ব্যবস্থা করেছেন বা তার পরিবারের কাছে যে (সুগন্ধ) তৈল আছে তা শরীরে লাগিয়ে কোন কথা না বলে এবং আগে যাওয়ার জন্য দু'জনের মাঝে ফাঁকা না করে, তার এক জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।'[৪০৪]

যে হাদীছটি বর্ণনার পর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, আমি এমন কারো সম্পর্কে জানি না, যিনি এ হাদীছটি বর্ণনায় বুনদারের অনুসরণ করেছেন। আস্থাভাজন ব্যক্তি কখনো কখনো ভুলের স্বীকার হয়ে পড়েন।[৪০৫] তিনি এ কথার দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, নির্ভরযোগ্য রাভীরাও কখনো কখনো ভুল করেন। তিনি এ কথাটি এই জন্য বলেছেন যে, উল্লিখিত হাদীছটি এ সনদ ছাড়াও আরো সনদে বর্ণীত হয়েছে। যেমন ইমাম বুখারী (র.) এই হাদীছটি তাঁর সহীহ বুখারীতে সা'ঈদ মাকবূরী থেকে ইব্‌ন আবী যীবের সুত্রে বর্ণনা করেছেন। সা'ঈদ মাকবূরী বলেন, আমাকে আমার পিতা অবহিত করেছেন, তিনি ইব্‌ন ওয়াদিয়া থেকে তিনি সালমান ফারসী থেকে বর্ণনা করেছেন।

অথচ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার হাদীছটি সালমান আল-ফারসী (রা.)-এর পরিবর্তে হযরত আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) এটিকে সালমান আল-ফারসী (রা.)-এর সুত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ যার (রা.)-এর সুত্রে বর্ণনা করেন নি। আর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) হাদীছটি তাঁর উস্তাদ বুনদার থেকে বর্ণনা করেছেন।

দূর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা উপস্থাপনা

এ ব্যাপারে তিনি নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ أَخْتَلَفُوْا فِيْ مِنْبَرِ رَسُوْلِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ فَأَرْسَلُوْا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ : مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ

-'আবূ হাযিম (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিম্বার কেমন ছিলো, তা নিয়ে মতপার্থক্য করছিলেন। তাঁরা (এ ব্যাপারে সমাধানের জন্য) একজনকে সাহল ইব্‌ন সা'দের নিকট পাঠালেন। তখন তিনি (সাহল

---

৪০৩. সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৬-৪৮

৪০৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৮১২, পৃ. ৭৮১

৪০৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮১

ইব্‌ন সা'দ) বললেন, এ ব্যাপারে আমার থেকে বেশী জানে এমন কেউ অবশিষ্ট নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মিম্বার ছিলো কাঠের গুড়ি।'[৪০৬]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, **أَثْلٍ** হলো কাঠের গুড়ি যেখান থেকে গাছের শাখা বের হয়।

এমন আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ خَشَبٍ أَوْ جُذْعٍ أَوْ نَخْلَةٍ - شَكَّ الْمُبَارَكُ - فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ : ابْنُوا لِي مِنْبَرًا فَبَنَوْا لَهُ الْمِنْبَرَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ حَنَّتِ الْخَشَبَةُ حُنَيْنَ الْوَالِهِ فَمَا زَالَتْ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ (صلى الله عليه و سلم) مِنَ الْمِنْبَرِ فَأَتَاهَا فَاحْتَضَنَهَا فَسَكَنَتْ

-' হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিন জুমু'আর খুতবাদানের জন্য হেলান বা ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। আল-মুবারাক ধারণা করেছেন যে, তিনি (কোন) কাঠের খুঁটিতে অথবা টুকরাতে অথবা খেজুরের গাছে হেলানা দিয়েছিলেন। অতপর যখন অনেক লোকের সমাগম হলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য একটি মিম্বার তৈরী করো, তাঁরা (সাহাবীরা) তাঁর জন্য মিম্বার তৈরী করলেন। ফলে তিনি পূর্বে যে ঝুলানো খেজুরের গাছটিতে হেলানা দিয়ে দাঁড়াতেন, সেটি সরিয়ে নেয়া হলো, তখন সেটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট সন্তানহারা মায়ের ন্যায় কাঁদতে লাগলো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) মিম্বার থেকে নেমে তার (খেজুরের গাছের) কাছে আসলেন ও তাতে হেলানা দিলেন। ফলে তা চুপ হয়ে গেলো।"[৪০৭]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, **الْوَالِهِ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন নারী যার সন্তান মারা গেছে অর্থাৎ সন্তান হারা মা।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَنَفْخِهِ وَهَمْزِهِ وَنَفْثِهِ

-'ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণীত তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই বলে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ্ ! আমি বিতাড়িত শয়তান, তার ফুঁক হতে, তার চক্রান্ত হতে এবং তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'[৪০৮]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, **هَمْزِهِ** হলো মৃত্যু। আর **نَفْخِهِ** কবিতা এবং **نَفْثِهِ** হলো অহংকার।

প্রাণীর নামের বিশেষণের ব্যাখ্যা

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) যখন ইব্‌ন যুহাইর (রা.)-এর হাদীছ পেশ করলেন, যে হাদীছটিতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রাণীর যাকাতের নিসাব বর্ণনা করেছেন। বর্ণীত হার্দীছে আছে যে, ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী যাকাত হিসেবে দিতে হবে। এরপর ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) 'তাবী' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, আবূ 'উবায়দ বলেন, তাবী' বলে কোনো নির্দিষ্ট বয়সের গরু উদ্দেশ্য নয়। এটি গরুর একটি বিশেষণ। একটি গরুকে তখন তাবী' বলা হয়, যখন সেটি চাষাবাদের ক্ষেত্রে তার মাকে অনুকরণ করতে পারে। তিনি এটিকে আরো স্পষ্ট করতে বলেন, সাধারণত কোনো গরু এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চাষাবাদের ক্ষেত্রে তার মাকে অনুকরণ করতে পারে না।[৪০৯]

প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণীত একটি হাদীছে ইহরাম অবস্থায় কিছু কিছু প্রাণীকে হত্যা করার বৈধতা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো হিংস্র কুকুর। ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া বলেন, হিংস্র কুকুরের

---

৪০৬. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৭৭৯, পৃ. ৭৬৭

৪০৭. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং-১৭৭৬, পৃ. ৭৬৬

৪০৮. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ৪৭২, পৃ. ২১৪

৪০৯. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭০

ব্যাখ্যায় যেমন তিনি বলেছেন, সাপ, নেকড়ে বাঘ ও শিয়াল। এরপর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হিংস্র কুকুরের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া যে কথা বলেছেন এবং তিনি কুকুরের সাথে সাপকে মিলিয়েছেন, যা তার মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে। সাপ কোনো ভাবেই কুকুরের মধ্যে পড়ে না এবং সাপের ক্ষেত্রে কুকুরের নামটিও প্রযোজ্য হয় না। তবে, শিয়াল এবং নেকড়ে বাঘের ক্ষেত্রে কুকুর শব্দের প্রয়োগ হতে পারে।

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) আরো বলেন, হাতিম ইব্ন ইসমা'ঈলের হাদীসে বর্ণীত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাপ এবং হিংস্র কুকুরের মাঝে পার্থক্য করেছেন। অতএব, এই হাদীসে বর্ণীত হিংস্র কুকুরের অর্থ কিভাবে সাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।[৪১০]

শাব্দিক বিশ্লেষণে সহীহ ইব্ন হিব্বানের পদ্ধতি

ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীছ, ফিকহ্, 'আকীদার পাশাপাশি শব্দের আভিধানিক অর্থের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর রয়েছে হাদীছের তা'লীকাত যার মধ্যে তিনি দূর্লব হাদীছ সমূহের ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি হাদীছের ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে আহলূল-'আরবদের কালাম বর্ণনার পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটিই করেছেন। আবার কখনো কখনো কিছু কিছু কালিমার ক্ষেত্রে তিনি শব্দের একবচন, বহুবচন ও উৎসমূল উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া কিছু শব্দের প্রকার ও ধরণ বর্ণনা করেছেন। কখনো তিনি হাদীছের মাতান বর্ণনার ক্ষেত্রে স্থানের পরিচয় দিয়েছেন।

কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে ইব্ন হিব্বান (র.)-এর হাদীছের ক্ষেত্রে শাব্দিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তিনি এ মর্মে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبِيِّ قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَفَعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدقٌ، مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ، قَادَهُ إِلَى الْجَنةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ

-'হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) বলেনঃ কুর'আন সুপারিশকারী; যে তার অনুসরণ করবে ও তদানুযায়ী 'আমাল করবে, কুর'আন তার জন্য সুপারিশকারী হবে, আর যে তা পরিত্যাগ করবে, কুর'আন তার বিরুদ্ধে সুপারিশকারী হবে। যে কুর'আনকে পথ প্রদর্শক বানাবে, কুর'আন তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। যে কুর'আনকে পেছনে ফেলে রাখবে, কুর'আন তাকে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে।[৪১১]

হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীছ উল্লেখের পর ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, এটি এমন একটি হাদীছ, যে হাদীছের শব্দগুলো তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়, যাদের 'ইলমের গভীরতা ও দক্ষতা নেই। তারা ধারণা করে, কুর'আন সৃষ্ট অথচ বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু হাদীছের শব্দ যা আমরা আমাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছি, " 'আরবগণ তাদের ভাষার ক্ষেত্রে বস্তুর নাম তার সববের উপর প্রয়োগ করে থাকে, যেমনভাবে খাবারের নাম দেয়া হয়, যে বস্তু দ্বারা খাবারটি তৈরী করা হয়েছে।"

৪১০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৩২

৪১১. Avj-Bnmvb dx ZvKix‡e mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৪, পৃ. ৩৩১-৩২

সুতরাং যখন কুর'আনের উপর 'আমাল করা হয়, তখন তার 'আমালকারীকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কুর'আনের অনুসরণে 'আমালের কারণে এই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে। কুর'আন মাখলূক বা সৃষ্ট হওয়ার কারণে এর নামকরণ করা হয়নি।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النبِيِّ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: প্রতিটি নবজাতকই ফিতরাতের উপর (মুসলমান হিসেবে) জন্মলাভ করে। এরপর তার মা-বাবা তাকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে।'[৪১২]

এই থেকে আমরা আমাদের গ্রন্থে বলেছি, 'আরবরা **فعل**কে **أمر** -এর দিকে নিসবাত বা সম্পর্কিত করেন, যেমনভাবে **فعل**কে **فاعل**-এর দিকে নিসবাত করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাহাহুদ, তানাস্সুর ও তামাজ্জুস বিশেষ্যটি ঐ ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করেছেন যে, তার সন্তানকে ক্রিয়া বাচক শব্দের মাধ্যমে পূর্বের কোন একটি বিষয়ের আদেশ করেন। বিষয়টি এমন নয় যে, বান্দার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্বের 'ইলমের ফয়সালা ব্যতীত মুশরিকগণ তাদের সন্তানদের ইয়াহুদী বা নাসারা বা অগ্নিপূজক বানিয়ে দিবে। যেমনটি ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁর গ্রন্থের অন্যত্র উল্লেখ করেছেন। আর এটি এমন যে, ইব্ন 'উমার (রা.)-এর বাণী, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) হজ্জের সময় তাঁর মাথা মুণ্ডিয়েছেন" -এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, মাথা মুণ্ডানো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সবসময়ের কাজ নয় এবং তা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই বাণীর মত, "তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি নামাযে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়, তখন তার এক একটি কদমে, একটি গুনাহ মাফ হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়"[৪১৩] -এর দ্বারা উদ্দেশ্য, নামাযে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হলে আল্লাহ্ তা'আলা কদম গুনাহ ক্ষমা করেন অথবা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে এ কাজের আদেশ করেছেন বিষয়টি এমন নয়। বরং বিষয়টি এমন যে, মানুষের ঐ কথার মত যে, 'মানুষ বলে বাদশা অমুক ব্যক্তিকে এক হাজার বেত্রাঘাত করেছে' -এর দ্বারা উদ্দেশ্য, বাদশা ঐ বিষয়ের আদেশ করেছেন, বাদশা নিজেই কাজটি করেছেন বিষয়টি এমন নয়।[৪১৪]

তিনি ইসলামের আরকান সম্পর্কিত একটি হাদীছ উল্লেখ করেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ ﷺ قَالُوا : يَا رَسُولَ ﷺ إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ

-'ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, 'আবদুল-ক্বায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) ! আমরা রবী'আ গোত্রের লোক। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফির মুযার গোত্র প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। তাই আমরা (হারাম) সম্মানিত মাস ছাড়া অন্য সময় আপনার নিকট আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের কতগুলো কাজের নির্দেশ দিন, যা আমরা নিজেরাও পালন করবো এবং পশ্চাতে রেখে আসা লোকদের সে ব্যাপারে 'আমালের জন্য আহ্বান জানাবো। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের উপর 'আমাল করার জন্য নির্দেশ করবো এবং চারটি বিষয়ের ব্যাপারে নিষেধ করবো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, (পালনীয় বিষয়াবলী হলো) ঈমান আনা, আর ঈমান আনা হলো, এই কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার রসূল, নামায ক্বায়িম বা প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান

---

৪১২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১২৮, পৃ. ৩৩৬

৪১৩. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৩০, পৃ. ৩৩৬

৪১৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯-৪০

করা, আর তোমাদের অর্জিত গণীমাতের মালের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল-মালে জমাদান। আমি তোমাদেরকে শুকনো কদূর (লাউয়ের) খোল, সবুজ রংয়ের কলসী, খেজুর কান্ডের কাষ্ঠপাত্র এবং আলকাতরা মাখানো হাঁড়ি-বাসন -এ চারটি জিনিসের (ব্যবহার থেকে) নিষেধ করছি।'[৪১৫]

তিনি এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

-' 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হলো, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, নামায ক্বাইম বা প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমাযানে রোযা রাখা, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা।'[৪১৬]

ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন,(উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের প্রতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই) উভয় হাদীছেই অবস্থার উপর ভিত্তি করে সম্মোধন করা হয়েছে। কেননা (একটি হাদীছে) ইসলামের মৌল ভিত্তির মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ঈমানের কথা উল্লেখ করেছেন, তারপর চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। অতপর যখন ইসলামের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। আর 'আরবগণ কোন বস্তুকে তার আভিধানিক অর্থের ক্ষেত্রে যখন নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ করেন, তখন তা উল্লেখের দ্বারা পূর্ণ সংখ্যার উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন না। যেমন এই বাণী "নিশ্চয় ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর হাদীছে যা কিছু উল্লিখিত হয়েছে তা ছাড়া ঈমানের বৈশিষ্ট্য (অন্য কিছু) হবে না" তিনি এমনটি উদ্দেশ্য করেন নি। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) উল্লিখিত হাদীছ ছাড়া ঈমানের আরো যে বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন, তা ইব্ন 'উমার, ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর হাদীছে উল্লেখ নেই।

তিনি অন্য হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আরবরা (যখন) কোন বস্তুর ক্ষেত্রে সংখ্যা উল্লেখ করেন, (তখন) তা উল্লেখের দ্বারা পূর্ণ সংখ্যা উদ্দেশ্য করেন না।

তিনি আরো একটি অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدال على صحة ما ذكرنا أن معاني هذه الأخبار ما قلنا : إن العرب تنفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال وتضيف الاسم إلى الشيء للقرب من التمام

-'এমন হাদীছের উল্লেখ, যা আমাদের উল্লিখিত বিষয়ে সঠিক হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ দেয়, যা (ইতিপূর্বে) আমরা বলেছি, 'আরবরা কখনো কোন বস্তুর পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে কমতি হলে, নামকে বস্তু থেকে বাদ দিয়ে থাকে। আবার কখনো কোন বস্তুর পরিপূর্ণতার নিকটবর্তী হলে নামকে বস্তুর সাথে যুক্ত করে থাকে।'

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের আলোকে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ: إِنْطَلَقَ النبي ﷺ نَحْوَ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، فَإِنْطَلَقْتُ خَلْفَهُ، فَقَالَ "يَا أَبَا ذَرٍ" فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ ثُمَّ سَعْدَيْكَ، وَأَنَا فِدَاؤُكَ، فَقَالَ: (الْمُكْثِرُوْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) قَالَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ عَرَضَ لَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍ". (مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا يُمْسِي مَعَهُمْ دِيْنَارٌ أَوْ مِثْقَالٌ) فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ عَرَضَ لَنَا وَادٍ، فَاسْتَبْطَنَهُ النبي ﷺ وَنَزَلَ فِيْهِ وَجَلَسْتُ عَلَى شَفِيْرِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، فَأَبْطَأَ عَلَيَّ وَسَاءَ ظَنِّيْ، فَسَمِعْتُ مُنَاجَاةً فَقَالَ: (ذَاكَ جِبْرِيْلُ يُخْبِرُنِيْ لِأُمَّتِيْ مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنْ لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ".

-'হযরত আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) জান্নাতুল-বাক্বী'তে (মদীনার বিখ্যাত গোরস্থান) যাচ্ছিলেন। আর আমিও তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, হে আবূ যার ! আমি

৪১৫. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৫৮, পৃ. ৩৭৪

৪১৬. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৫৭, পৃ. ৩৭১-৭২

বললাম, হে রসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে উপস্থিত! আপনার মর্যাদা বর্দ্ধিত হোক, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গকৃত। অতপর তিনি বললেন, আজ যাদের দুনিয়ায় প্রাচুর্য রয়েছে, ক্বিয়ামাতের দিন তাদের অবস্থা হবে দৈন্যগ্রস্থ। তবে যারা এইরূপ এইরূপ (দান-খয়রাত) করবে, তারা নয়, বলে ডানে ও বামে হাতের মুঠ দেখালেন। তিনি এমনটি তিনবার বললেন। আমাদের সামনে উহুদ পাহাড় পড়লো। তিনি (রসূল) বললেন, হে আবূ যার ! উহুদ পাহাড় যদি মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবারের জন্য স্বর্ণ হয়ে যায়, (উহুদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ যদি হস্তগত হয়) তবে রাত আসা অবধি এক দীনার বা এক মিছকাল (ওযন বিশেষ) অবশিষ্ট থাকুক, এমনটি আমি পছন্দ করবো না। আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) ভাল জানেন। অতপর আমরা একটি খোলা প্রান্তরে উপনীত হলাম। তখন নবী কারীম অবতরণ করে, প্রান্তরের এক পার্শ্বে চলে গেলেন। আমি এক পার্শ্বে বসে থাকলাম। আমি ধারণা করলাম, তিনি হয়তবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছেন। অনেক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি না আসায় আমি শংকিত হলাম। অতপর কোন এক ব্যক্তির সাথে তাঁর ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর তিনি (রসূল) বললেন: তিনি জিব্রাঈল (আ.) ছিলেন, তিনি আমার উম্মাতের জন্য এই সু-সংবাদ দিলেন যে, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত পুরুষ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি (আবূ যার) বললাম, হে রসূলাল্লাহ্ ! সে যদি ব্যভিচারী হয়, যদি সে চুরি করে ? তিনি বললেন, যদি সে ব্যভিচারী হয়, যদি সে চুরি করে (তবুও)।'[৪১৭]

তারপর তিনি আবূ যার থেকে বর্ণীত একটি হাদীছ উল্লেখ করেন,

قَالَ :سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﷺ يقول : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ابْتَدَرَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ: قُلْتُ:وَمَا زَوْجَانِ ؟قَالَ:فَرَسَانِ مِنْ خَيْلِهِ، بَعِيْرَانِ مِنْ إِبِلِهِ، عَبْدَانِ مِنْ رَقِيْقِهِ

-'যে ব্যক্তি তার মাল থেকে দু'জোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করবে, সে যেন জান্নাতের খাযানা তার (নিজের) দিকে ধাবিত করলো। আবূ যার বলেন, আমি বললাম দু'জোড়া কি ? তিনি বললেন, ঘোড়ার পাল থেকে দু'টি ঘোড়া, উটের মধ্য থেকে দু'টি উট, দাস থেকে দু'জন দাস।

এরপর ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, 'আরবরা দু'টি আবশ্যকীয় ভিন্নমুখী (পু:লিঙ্গ ও স্ত্রি লিঙ্গ) বস্তুকে বুঝাতে **زَوْجَيْنِ** বা জোড়া শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

-"আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করো"[৪১৮]

অতপর তিনি বারা ইব্ন 'আযিব (রা.) কর্তৃক বর্ণীত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ.

-'বারা ইব্ন 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন: তোমরা কুর'আনকে কণ্ঠশ্বরের মাধ্যমে সুশোভিত করো।'[৪১৯]

ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, **زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ** -এ হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে বিপরীত, অর্থাৎ এটি বিপরীতার্থক শব্দসমূহের অন্তর্ভূক্ত,

لا زينوا أصواتكم بالقرآن

-'তোমরা তোমাদের কণ্ঠশ্বরকে কুর'আন দ্বারা সুশোভিত করো না।

---

৪১৭. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৯৫, পৃ. ৪২৩-২৪

৪১৮. আল-কুর'আন, ৫১: ৪৯

৪১৯. Avj-Bnmvb dx ZvKix‡e mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৭৪৯, পৃ. ২৫

তিনি যে দূর্লব শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করেছেন, তার নমূনা নিম্নরূপ, যেমন তিনি হাদীছের মধ্যে আসা **الثعارير** শব্দের ব্যাখ্যা **القثاء الصغار** দ্বারা করেছেন। তিনি **الخبث** শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, তিনি বলেছেন এটির বহুবচন **الخبائث** যা পুরুষবাচক শব্দ এবং এটির মহিলা বাচক শব্দের বহুবচন হলো **الشَّياطين**। এটিকে পুরুষ শয়তানের একবচনের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে **خبيث** এবং দ্বিবচনের ক্ষেত্রে বলা হয় **خبيثان** এবং শব্দটির তৃতীয়রূপ হলো **خبائث** । যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা.) পুরুষ ও মহিলা শয়তান থেকে পানাহ্ চাইতে বলেছিলেন,

اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائث

-'হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে পুরুষ এবং মহিলা শয়তান থেকে আশ্রয় চাই।' তিনি আগত হাদীছের মধ্যে উল্লিখিত হাদীছের ব্যাপারে বলেছেন, **الخبث** শব্দটি **الشَّياطين** শব্দের পুরুষবাচক বহুবচন। আর **الخبائث** শব্দটি স্ত্রী বাচক বহুবচন। যেমন (পুরুষ বাচক বহু বচনের রুপ) বলা হয়ে থাকে, **خبيث** থেকে **خبيثان** এবং সর্বশেষ **خبث**। অপরদিকে (স্ত্রী বাচকের বহু বচনের রূপ) **خبيثة** থেকে **خبيثات** এবং **خبائث**।

অনুরূপভাবে, **المل** শব্দের **ل**বর্ণে তাশদীদ যোগে, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, **رماد** বা চাই যাতে কোন বস্তুর অংশ আছে।

একইভাবে, **المدارة** এবং **المداهنة** ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে, **المدارة** হলো এমন বিষয় যা সৌজন্য মূলক আচরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলার নাফারমানী না হয় এমন আশঙ্কায় এমন ব্যক্তির সাথে সদাচরণ করা যে মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকে।

আর **المداهنة** হলো সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বীয় স্বভাবের থেকে উত্তম স্বভাবের ব্যবহার করা।

অতপর তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﷺ يقول : رَأَيْتُ عَمْرو بْن عَامِر الخُزَاعِيْ يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّار وكان أول من سَيَّبَ السائبة

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি 'আমর ইব্ন 'আমির আল-খুযা'ঈকে দেখলাম, সে জাহান্নামের দিকে লাকড়িকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম মুক্তি প্রাপ্ত।[৪২০]

ইব্ন হিব্বান (র.) **السائبة** -এর ব্যাখ্যায় সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যীব (র.)-এর সুত্রে বর্ণনা করেন যে, সা'ঈদ ইব্নুল-মুসায়্যীব বলেন, **السائبة** বলা হয় (আল্লাহ্র রাস্তায়) এমন প্রাণীকে যা ছেড়ে দেয়া হয় এবং তাকে দিয়ে কোন কিছু বহন করা হয় না। আর **البحيرة** বলা হয় এমন প্রাণীকে যার দুধ প্রতিমার জন্য, দোহন করা থেকে নিষেধ করা হয়। তাই কেউ তার দুধ দোহন করে না। আর **الوصية** বলা হয় এমন বাকেরা উটনিকে, যে উটনি প্রথম মাদী উটনি প্রসব করে এবং দ্বিতীয়বারও মাদী উটনি প্রসব করে। তখন কাফিররা ঐ উটনিকে তাদের দেবীর নামে ছেড়ে দেয় এবং তাকে (কল্যাণের জন্য) ওয়াসিলা বা মাধ্যম মনে করে।

আর **الحام** বলা হয় উটের পালকে, যা দশটি দশটি করে (পাল) ভাগ করা হয়, ভাগ করা শেষ হলে মূর্তির নামে ছেড়ে দেয়া হয় এবং তাকে কিছু বহন করা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। সুতরাং তারা কোন বস্তু তাকে দিয়ে বহন করে না। আর এমন পরিস্থিতিতে তাকে **الحام** বলা হয়।[৪২১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁর গ্রন্থের মধ্যে শাব্দিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

---

৪২০. পূর্বোক্ত, ১৪শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৬২৬০, পৃ. ১৫৪

৪২১. পূর্বোক্ত, ১৪শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৬২৬০, পৃ. ১৫৪-৫৫

সপ্তম অনুচ্ছেদ

উভয়ের 'আক্বীদাহ্ ও মাযহাব এবং গ্রন্থদ্বয়ের মর্যাদা

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর 'আক্বীদাহ্ ও মাযহাব

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) মাযহাবগত দিক থেকে শাফি'ঈ (র.)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন আর 'আক্বীদাহগত দিক থেকে মু'তাযিলী[৪২২] 'আক্বীদাহ সম্পন্ন ছিলেন। এ 'আক্বীদাহ্র রীতি-নীতি পদ্ধতি অনুসরণ ও তা সুদৃঢ় করণে তিনি নিজ মতাদর্শ ব্যতীত অন্য কোন মতাদর্শে অনুপ্রাণিত না হওয়ায় তার সঙ্গী-সাথীগণ মাঝে মধ্যে তার ব্যাপারে বিরূপ

---

৪২২. **المعتزلة** মু'তাযিলা শব্দটি **اعتزل** মাসদার থেকে উৎকলিত। অর্থাৎ কোন দল বা ব্যক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ** -'মুসা (আ) তাঁর জাতিকে বলছেন, আর যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আনো, তবে আমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও।' মু'তাযিলা চিন্তাবিদগণ মুসলিম দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। কাদারিয়া চিন্তাবিদদের প্রেরণা, ধর্মান্ধ খারিজীদের উগ্র পন্থা ও ধর্ম শিথিল, মুরজিয়াদের নৈতিক শৈথিল্যজাত প্রতিক্রিয়া এ মতবাদের আবির্ভাবকে সম্ভব করে তোলে।

ওয়াসিল ইব্ন 'আতা (মৃত ১৩১ হি.) এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, তিনি একদিন হযরত হাসান বাসরী (মৃত ১১০ হি.) এর সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বললেন, কাবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি মুমিন নয়, কাফিরও নয় বরং তার স্থান হল ঈমান এবং কুফ্র-এর মধ্যবর্তী। একথা বলে তিনি হাসান বাসরীর মাহফিল হতে উঠে যান এবং নতুন এক পৃথক শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হাসান বাসরী বলেন, **هذا الرجل اعتزل عني** -'এ লোকটি আমার নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেছে।' তখন থেকে তার অনুসারীদের নাম মু'তাযিলা হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করে। মু'তাযিলা মতবাদ খলীফা আল-মামুনের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এ মতবাদ পাঁচটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১. খোদার একত্ববাদ (**التوحيد**), ২. খোদার বিচার (**العدل**), ৩. পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা ও শাস্তির ভীতি (**الوعد و الوعيد**), ৪. বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী অবস্থা (**المنزلة بين المنزلتين**), ৫. ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের দমন (**الامر بالمعروف والنهى عن المنكر**)।

দ্র. আবুল ফাতহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল-কারীম আশ্-শাহরাস্তানী, Avj-wgjvj Iqvb-wbnvj (বৈরূতঃ দারুল- কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮-৪৩; রশীদুল আলম, gmwjg 'k‡bi fwgKv (বগুড়াঃ সাহিত্য কুটির, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৩০২; মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, Bmjvgx ÔAvKx'v I åvšÍ gZev' (ঢাকাঃ থানভী লাইব্রেরী, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৭৬-৮০; Bmjvgx wek‡Kvl, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৩

৪২৩. **كلابية** বা কুল্লাবিয়াহ দ্বারা আবূ মুহাম্মাদ এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যার পূর্ননাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন কুল্লাব। যিনি ২৪০ হিজরী সনের পর ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের অনুসারীদের ইমাম। তার যুগে মাস'আলা সংক্রান্ত যে কোন সমস্যার সমাধানে লোকজন তার শরণাপন্ন হতো। খলীফা আল মামুনের খিলাফতকালে তিনি তার প্রজ্ঞা ও যুক্তির মাধ্যমে মু'তাযিলা মতবাদের অনুসারীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং বিতর্কে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলেন।

দ্র. ZevKvZk-kvwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২-১৩

মনোভাব পোষণ করতেন। এ সকল সঙ্গীর অধিকাংশই মাযহাবুল-কুল্লাবিয়াহ[৪২৩] বা **كلابية**-এর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন।[৪২৪]

হাকিম বলেন, আমি আবু সা'ঈদ 'আবদুর্-রহমান ইব্ন আহমাদ আল-মুকরি'ঈ থেকে শুনেছি, তিনি শুনেছেন ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) থেকে, তিনি বলেন কুর'আন হলো, আল্লাহ্ তা'আলার কালাম এবং তাঁর প্রত্যাদেশ। আর এই কুর'আন সৃষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে কুর'আনের মধ্যে কোন অংশ সৃষ্ট অথবা বলে আল-কুর'আন নশ্বর বা ধ্বংসশীল, সে জাহ্মীয়ী[৪২৫] হবে। আর যে ব্যক্তি আমার কিতাব সমূহের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ধারণা করে, এটি কুল্লাবীয়্যাদের সমর্থিত, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত। তারা আমার নিকট থেকে যা বর্ণনা করবে তা আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও দ্বীনের বিপরীত। পূর্ব ও পশ্চিমারা একথা ভালভাবে জানে যে, আত্-তাওহীদ, তাক্দীর ও উসূলুল-'ইলম বিষয়ে আমার লিখনির মত কারো লিখনি নেই। আমার নিকট এটি স্পষ্ট যে, তারা অর্থাৎ আস্-সাকাফী, আস্-সিবগী এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মানসূর সকলেই মিথ্যাবাদী। তারা আমার জীবদ্দশায়, আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে। সুতরাং প্রতিটি জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আমার ব্যাপারে তাদের থেকে কোন বর্ণনা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। ইব্ন আবি 'উছমান তাদের মধ্য থেকে আমার কাছে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী এবং যে ব্যাপারে আমি কিছু বলিনি, সে ব্যাপারে সে সবথেকে বেশী মিথ্যা বর্ণনাকারী ।[৪২৬]

হাকিম আরো বলেন, আমার নিকট আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন হামদুন এবং আমার শায়খদের একটি দল বর্ণনা করেন। তবে ইব্ন হামদুন এ ঘটনার ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) যখন বয়স ও নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে এককভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছান, তখন তাঁর অনেক সঙ্গী ছিলেন, যারা পার্থিব জীবনে পৃথিবীর তারকাস্বরূপ হয়েছিলেন। যেমন আবূ 'আলী মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল-ওহ্হাব আস্-সাকাফী, তিনি সর্বপ্রথম ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর জ্ঞানসমূহ ও ইব্ন সুরাইজ (র.)-এর অতি সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ খুরাসানে নিয়ে আসেন। অনুরূপভাবে আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ইসহাক অর্থাৎ আস্-সিব্গী যিনি ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর ফাতাওয়াহ বিভাগের একজন নিছক প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি উত্তম সংকলক ও রাজদরবারের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ছিলেন। এছাড়া আবূ বকর ইব্ন 'উছমান ও আবূ মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মানসূর ও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।[৪২৭]

---

৪২৪. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৪

৪২৫. **الجهمية** (জাহ্মীয়াহ) একটি ধর্মীয় মতবাদের নাম। এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা জাহম ইব্ন সাফওয়ান (মৃত ১২৮ হি./৭৪৫ খ্রি.) এর নামের সাথে সম্পর্কিত করে এই মতবাদের নামকরণ করা হয়েছে। এ দলটি আল্লাহর **صفت** বা গুণাবলীকে অস্বীকার করার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে যেন বেকার ও নিষ্ক্রীয় করে ফেলেছে। জাহ্ম ইব্ন সাফওয়ান বনু উমাইয়া শাসনামল (৪০-১৩২ হি./ ৬৬১-৭৫০ খ্রি.)-এর শেষ দিকে তৎকালিন খুরাসানের অন্তর্গত সামারকন্দ এর অধিবাসী কর্তৃক এ দল বা মতবাদের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খুরাসান ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল তার মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্র। শাহরাস্তানী বলেন, তার নতুন মতাদর্শের প্রথম প্রকাশ ঘটে তিরমীযে। তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা নেহাওয়ান্দ অঞ্চলে এই মতাদর্শ প্রচারের কেন্দ্র বানিয়ে সেখানেই তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। তাদের মতে, ১. আল্লাহ্ তা'আলাকে কোন গুণে গুণান্বিত করা জায়িয নেই, ২. তারা আল্লাহ্ তা'আলার কালামকে **مخلوق** বা নবসৃষ্ট মনে করে, ৩. মানুষ নিতান্তই মাজবূর, ৪. ঈমান হল অন্তরের বিষয়, মুখের সাথে তার সম্পর্ক নেই, ৫. ঈমানের মধ্যে কোন বিভক্তি নেই, ৬. পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দার দীদার হবে না, তাছাড়া তারা মালাকুল-মাউতকে অস্বীকার করে। এ সমস্ত বিষয়সমূহ তাদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা।

দ্র. Avj-wgjvj I qvb-wbnvj, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৭৩-৭৪; ইমাম আবূ জুহরা, ZvixL Avj-gvhvwnej-Bmjvwgqvn (মিসর: দারুল-ফিকরিল 'আরাবীয়িাহ, ১৯৮৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪; Bmjvgx ÔAvKx'v I åvšÍ gZev', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫-৮৭

৪২৬. ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ৭২৬; wmqvi æ AvÔjvwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯

৪২৭. মূল আরবী,

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ حَمْدُوْنَ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايخِنَا - إلا أَن ابْنَ حَمْدُوْنَ كَانَ مِنْ أَعْرَفِهِم بِهَذِهِ الوَاقِعَةِ - قَالَ: لما بَلَغَ أَبُو بَكْرِ بنُ خُزَيْمَةَ مِنَ السِّنِّ وَالرِّئَاسَةِ وَالتَفَرُّدِ بِهِمَا مَا بَلَغَ، كَانَ لَهُ أَصْحَابٌ صَارُوا فِي حَيَاتِهِ أَنْجُمَ الدُّنْيَا، مِثْلُ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمدِ بن عَبْدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ عُلُوْمَ الشَّافِعِيِّ، وَدَقَائِقَ ابْنِ سُرَيْجٍ إِلَى خُرَاسَانَ، وَمِثْلُ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بنِ إِسْحَاقَ - يَعْنِي: الصِّبْغِي - خَلِيْفَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي الفَتْوَى، وَأَحسنِ الجَمَاعَةِ تَصْنِيْفاً، وَأَحسَنِهِم سِيَاسَةً فِي مَجَالِسِ السَّلاَطِيْنِ، وَأَبي

হাকিম বলেন, মানসূর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত্-তুসী যখন নায়সাপুরে আগমন করেন। তখন তিনি ছিলেন ইব্ন খুযায়মাহ্ থেকে শ্রুত বিষয়গুলোর সব থেকে বেশী মত পার্থক্যকারী। আর তিনি ছিলেন মু'তাযিলা মতবাদের অনুসারী। তিনি আবূ 'আবদির্-রহমান আল ওয়া'ইয আল-কাদরীর সাথে মা'মার এর বাড়ীতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। তারা উভয়ই বলেন, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) এমন একজন ইমাম যিনি কথা বলার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করেন না এবং তিনি কথা-বার্তা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করতে নিষেধ করেছেন। তার সঙ্গীরা বা শিষ্যরা কখনো তাকে সম্মান করতো, আবার কখনো তার বিরোধীতা করতো, কিন্তু তিনি তা জানতেন না। কারণ তারা ছিল কুল্লাবিয়া মতাবালম্বী। তখন তিনি তাদের থেকে আলাদা হয়ে একাকী থাকতে মনস্থির করলেন।

আবুল-ওয়ালিদ হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আল-ফকীহ্ বর্ণনা করেন, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, কুর'আন হলো আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। আর যে বলবে কুর'আন সৃষ্ট, সে কাফির। তাকে তাওবা করতে হবে। যদি সে তাওবা করে, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে এবং তাকে মুসলমানদের কবরে দাফন করা হবে না।[৪২৮]

হাকিম (র.) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন বালূভিয়্যাহর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন আমি ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি (ইব্ন খুযায়মাহ্) বলেন ঐ সকল মূর্খদের ধারণার মধ্যে একটি হলো, তারা ধারণা করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনুল-কারীমের মধ্যে এক কথা বারবার আলোচনায় আনেন নি। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম বুঝেই না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনের একাধিক জায়গায় নিজের প্রশংসা করেছেন। তিনি এই আয়াত **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ** "তোমরা আল্লাহ তা'আলার কোন কোন নি'আমাতকে অস্বীকার করবে"[৪২৯] বার বার এনেছেন। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন আমি এরূপ ধারণা করি না যে, এটি তাদের বক্তব্য যারা ধারণা করে, আল্লাহ্ তা'আলার কালাম সৃষ্ট। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, তাদের একথা বলা বৈধ নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন এক বস্তুকে দুইবার সৃষ্টি করেছেন।[৪৩০]

আবূ 'আলী আস্-সাকাফী ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-কে (একদা) বললেন, হে উস্তায! আপনি আমাদের মাযহাবের কোন বিষয়টি অপছন্দ করেন বা অস্বীকৃতি দেন সেটি যদি আমাদের বলতেন, তাহলে আমরা তা থেকে ফিরে আসতে

بَكْرِ بن أَبِي عُثْمَانَ، وَهُوَ آدَبُهُم، وَأَكْثَرُهُم جمعاً لِلعلومِ، وَأَكْثَرُهُم رحلة، وَشَيخُ المطَّوعَةِ وَالمُجَاهِدِيْنَ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ يَحْيَى بن مَنْصُوْرٍ، وَكَانَ مِنْ أَكَابِرِ البُيُوْتَاتِ، وَأَعرَفِهِم بِمَذْهَبِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَأَصلحِهِم لِلقضَاءِ.

দ্র. wmqvi æ Awŏjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড , পৃ. ৩৭৭-৩৭৮; ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৪

৪২৮. পূর্বোক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৪; আবূ বকর আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-মুতাকাল্লাম বলেন, আমরা ইব্ন খুযায়মাহ্ (র)-এর ভোজসভা থেকে ফিরে কিছু জ্ঞান তাপসের সাথে মিলিত হলাম, যারা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ক্বদীম বা অবিনশ্বর নাকি মাছবূত বা নশ্বর ? এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হলো। আমাদের মধ্যে একদল বললো, আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ক্বদীম বা অবিনশ্বর এবং অপর একটি দল বললো, আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ক্বদীম বা অবিনশ্বর তবে পরিবর্তনশীল। আর পরিবর্তন নির্ভর করে তার উপর যিনি খবর সমূহ ও বাণীসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এটিকে পরিবর্তন করতে পারেন। রাভী বা বর্ণনাকারী বললেন যে, পরদিন খুব ভোর বেলা আমি আবূ 'আলী আস্-সাকাফীর কাছে গেলাম এবং বিতর্কের বিষয় তাকে জানালাম। তিনি বললেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ক্বদীম বা অবিনশ্বর হওয়াকে যে অস্বীকার করেছে, সে নশ্বর হওয়ার 'আক্বীদাহ্ পোষণ করেছে। এ মাস'আলা নিয়ে বিতর্ক শহরে ছড়িয়ে পড়লো। মানসূর আত্-তূসী একদল লোক নিয়ে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বিতর্কের বিষয় সম্পর্কে অবগত করলেন। এমনকি তিনি বললেন, হে শায়খ আমি কি আপনাকে বলবো না যে, এ সকল ব্যক্তিরা **كلابية** বা কুল্লাবিয়াহ্ মাযহারের 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে। আর এটি তাদের চিন্তাধারা বা মতবাদ। রাভী বললেন, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) তাঁর অনুসারীদের একত্রিত করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে **كلام الله** বা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করিনি ? সেদিন তিনি এর থেকে বেশী কোন কথা বলেন নি।

দ্র. wmqvi æ Awŏjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৮-৭৯

৪২৯. আল-কুর'আন, ৫৫ : ১৩

৪৩০. wmqvi æ Awŏjwgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৮০

পারতাম। তিনি বললেন, কুল্লাবিয়া মাযহাবের প্রতি তোমাদের ঝুঁকে যাওয়াকে আমি স্বীকৃতি দেই না। আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (মৃত ২৪১ হিজরী) যে সমস্ত ব্যক্তিদের উপর কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন তাদের মধ্যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন কুল্লাব ও তার সঙ্গী যেমন হারিস ও অন্যরা ছিলেন। এটি এমন গ্রন্থ যে গ্রন্থের ব্যাপারে আবূ 'আলীর সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। অতপর আমি বললাম, আমিই আমাদের মাযহাবের মূলনীতিগুলো স্তরে স্তরে একত্রিত করেছি। অতপর আমি সেগুলো তার সামনে বের করলাম। তিনি সেগুলো নিয়ে অনেক সময় ধরে দেখতে থাকলেন। অতপর বললেন, আমি এখানে এমন কিছু দেখছি না, যে ব্যাপারে আমি কিছু বলিনি।

অতপর আমি ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-কে এমন কিছু লিখতে বললাম, যা তাঁর মাযহাবের পরিচয় বহন করে। অবশেষে তিনি অনেকগুলো শব্দ লিখলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ 'আলী আবূ 'আমর আল হিয়ারীকে বললাম, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর হাতের এই লিখা সংরক্ষণ করে রাখো, যাতে পরবর্তীতে ঝগড়া বিবাদ না হয়।

আমাদের মধ্যে কেউ যেন তাঁর লিখনির উপর অতিরিক্ত করার দরুন তিনি যেন অপবাদ প্রাপ্ত না হন। অতপর আমরা সেখান থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। অতপর অত্যন্ত দ্রুত অমুক অমুক তার দিকে ছুটে গিয়ে বললো, হে উস্তায আপনি এই চিঠিতে যা লিখেছেন, সেটি কি চিন্তা করে লিখেছেন ? তারা আপনার সাথে গাদ্দারী করেছে এবং প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। একথা শুনে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) আবূ 'আমর আল হিয়ারীর কাছে ঐ লিখিত চিঠি ফেরত আনার জন্য পাঠালেন। আবূ 'আমর সেটি ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানালো। ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) ইন্তিকালের পূর্বে তিনি সেগুলো ফেরত দেননি। রাভী বলেন– আমি তাকে সেই চিঠিটি আমার সাথে দাফন করতে বললাম, যাতে আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এটি দিয়ে দলীল উপস্থাপন করতে পারি। আর ঐ চিঠিতে লিখা ছিল, আল কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, তার সত্ত্বার গুণসমূহের গুণ, তার বাণীর কোন অংশই নব সৃষ্ট নয়, কৃত নয় বা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী নশ্বর নয়। সুতরাং যে ধারণা করে কুর'আনের মধ্যে কোন কোন বাণী নবসৃষ্ট বা নশ্বর অথবা ধারণা করে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী তার কর্মের গুণের অংশ, সে হল জাহ্মী, পথভ্রষ্ট ও বিদা'আতপন্থী। আর আমি বলি, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী চিরস্থায়ী, আর বক্তব্য দান হল তার সত্ত্বার গুণ। যে ব্যক্তি ধারণা করে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কথা একবারের বেশী বলেন নি। আর যা একবার বলেছেন তা আর দ্বিতীয়বার বলবেন না। অতপর তার কথা শেষ হয়ে গেছে। এরূপ ধারণাকারী আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে কুফ্রী করলো। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তার বাণীসমূহকে একবারে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ করেন। তারপর বলেন, আছে কি কোন প্রার্থনাকারী ? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। সুতরাং যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'ইলম' হলো প্রত্যাদেশ অথবা তার আওয়ামিরের বা নির্দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত, সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর তিনি তাঁর বান্দার সাথে কোন প্রকার নীরাকারভাবে বা আকার ব্যতীত কথা বলে থাকেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,[৪৩১] **الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى** -'দয়াময় মহান আল্লাহ্ তা'আলার 'আরশের উপর সমাসীন।' ব্যাপারটি এ রকম নয়, যেমনটি ধারণা করে জাহ্মিয়ারা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাজত্বকে পরিবেষ্টন করে আছেন, তিনি কোন কিছুর উপর সমাসীন নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের বারবার সম্বোধন করেন এবং বিভিন্ন ঘটনা, আদেশ-নিষেধকে পুনরাবৃত্তি করেন। আর যে ব্যক্তি এটি ব্যতীত অন্য ধারণা করে, সে বিদা'আতপন্থী। রাভী বলেন, আমি বললাম, 'আবূ বকর আস্-সিব্গী ছিলেন এ সংক্রান্ত বিষয়ে তার যুগের অন্যতম পণ্ডিত। তিনি নায়সাপুরে শাফি'ঈ মাযহাবের বড় 'আলিম ছিলেন। তাঁর থেকে হাকিম অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন।'[৪৩২]

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, 'আক্বীদাহ্গত দিক থেকে ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) ছিলেন পরিশুদ্ধ 'আক্বীদার অধিকারী। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও তার অবস্থান, তার দর্শন লাভসহ নানাবিধ সুস্থ 'আক্বীদায় সুদৃঢ় ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার ('আরশে) সমাসীন হওয়া সম্পর্কে তাঁর 'আক্বীদাহ্

---

৪৩১. আল-কুর'আন, ২০ : ৫

৪৩২. wmqvi æ AvÔjvgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪ খণ্ড , পৃ. ৩৮০-৩৮২;ZvhwKivZj-ûddvh, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৯

ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানের উপর 'আরশে সমাসীন আছেন এ কথা যে স্বীকার করে না, সে তার প্রভূর সাথে কুফ্‌রী করলো। তার কাছে তাওবাহ্ আহবান করা হবে, যদি সে তাওবাহ্ করে তাহলে (সে পরিত্রাণ পাবে) অন্যথায় তার শিরোচ্ছেদ করা হবে।[৪৩৩] যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,[৪৩৪]

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37)

-'ফির'আউন বললো, 'হে হামান তুমি আমার জন্য একটি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, হয়ত আমি পৌঁছে যেতে পারবো। আকাশের পথে, অতপর উঁকি মেরে মূসার আল্লাহ্‌কে দেখবো। বস্তুত আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।'

এই আয়াত **وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا** -এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, হযরত মূসা (আ) জানতেন, মহান রব্বুল-'আলামীন বড় ও 'আরশের উপর অবস্থান করেন।[৪৩৫]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) 'আইশা (রা) থেকে বর্ণীত হাদীছটি উল্লেখ করে বলেন,

عَائِشَةَ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا }

-হযরত 'আঈশা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, সকল প্রশংসা সেই প্রভুর যিনি সকল শব্দ বা আওয়াজ সমূহ শুনতে পান। অতপর "যে নারী তার স্বামী বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে" এই আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন।[৪৩৬]

সুতরাং মহান প্রভূ সকল শব্দ বা আওয়াজ সমূহ শুনতে পান। অর্থাৎ তাঁর শ্রবণ শক্তি ব্যাপক। আল্লাহ্ তা'আলা তর্ক-বিতর্কের কথামালা শুনতে পান। আর তিনি সপ্তম আসমানের উপরে 'আরশে সমাসীন এবং (যখন 'আইশা (রা) এ হাদীসটি বর্ণনা করেন) তাঁর কিছু কথা তার কাছে যারা উপস্থিত ছিল তাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল।'[৪৩৭]

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বর্ণনা উল্লেখ করে বললেন,

---

৪৩৩. মূল 'আরবী,

من لم يُقرّ بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر بربه، يُستتاب فإن تاب وإلاضُربت عنقه

দ্র. gv̈Ówi`vZ ÔDjwgj-nv`xm, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

৪৩৪. আল-কুর'আন, ২৩ : ৩৬-৩৭. এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ফির'আউন তার মন্ত্রী হামান কে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুম্বি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যে প্রাসাদে আরোহণ করে আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখে নিতে চাই। বলা বাহুল্য, এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোন স্বল্প বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি ও করতে পারেনা। মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি ফির'আউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটি তার চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীবর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে এটি হবু রাজার গবুমন্ত্রীরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোন রাজ্যাধিপতির পক্ষ থেকে এরূপ বোকাসূলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, এটি ফির'আউনও জানতো যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা। কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানানো ও দেখানোর জন্য একাজ করেছিলো। এরূপ কোন আকাশচুম্বি প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল, এ ব্যাপারে কোন সহীহ ও শক্তিশালী বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল, যা উচ্চতায় পৌঁছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

দ্র. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী', Zvdmx‡i gv̈Avwidj †KviAvb, অনুবাদকঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৪

৪৩৫. ইব্‌ন খুযায়মাহ, wKZveZ-ZvInx` Iqv BQevZ wmdvZi-ie, তাহকীক, ড. আবদুল-'আযীয ইব্‌রাহীম আশ্-শাহ্‌ওয়ান (রিয়াদঃ দারু ও রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪

৪৩৬. আল-কুর'আন, ৫৮ : ১

৪৩৭. wKZveZ-ZvInx` Iqv BQevZ wmdvZi-ie, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

إِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ

-'যখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন কিছুর প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল-ফিরদাউস এর প্রার্থনা করো। কারণ জান্নাতুল-ফিরদাউস হলো, সকল জান্নাতের কেন্দ্র স্থল এবং সকল জান্নাতের শীর্ষে অবস্থিত। যার উপর আল্লাহর 'আরশ যা থেকে জান্নাতের সকল নহর সমূহের মূল উৎসারিত।[৪৩৮]

সুতরাং এ বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, আমাদের মহান প্রভূর 'আরশ জান্নাতুল-ফিরদাউসের উপরে অবস্থিত। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি সপ্তম আসমানের উপরে সমাসীন। সুতরাং আমাদের সৃষ্টিকর্তা জান্নাতের উপরে অবস্থিত 'আরশের উপর সমাসীন।'

ইব্‌ন্ খূযায়মাহ্ (র.) বলেন, এ সকল বর্ণনা দ্বারা এটিই প্রতিয়মান হয় যে, মহান সৃষ্টিকর্তা সপ্তম আসমানে সমাসীন রয়েছেন। তবে এমন নয়, যেমনটি ধারণা করে মু'আত্তালাহ সম্প্রদায় যে, তাদের উপাস্য (আল্লাহ্ তা'আলা) সর্বদা সর্বত্র তাদের সাথে বিরাজমান।'[৪৩৯]

সপ্তম আকাশে প্রতিষ্ঠিত 'আরশের উপরে আল্লাহ্ তা'আলার অবস্থান সম্পর্কে ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.)-এর 'আক্বীদার স্বরূপ তুলে ধরে হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন,

سَمِعْتُ ابْنَ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ اللّٰهَ عَلَى عَرْشِهِ قَدِ اسْتَوَى فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ، وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا.

-'আমি ইব্‌ন খুযায়মাহ (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সপ্তম আকাশে আল্লাহ্ তা'আলার অবস্থানকে অস্বীকার করে, সে কাফির। তার দম বৈধ আর তার সকল সম্পদ ফাই হিসেবে গণ্য হবে।'[৪৪০]

আল্লাহ্ তা'আলার দীদার সম্পর্কে তাঁর 'আক্বীদাহ্

ইব্‌ন্ খুযায়মাহ তাঁর **كتاب التوحيد** গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر البيان ان رؤية الله تعالى التى يختص بها اولياءه يوم القيامة

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,[৪৪১]

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ, إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

-"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের পালন কর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে" - এ আয়াতের মাধ্যমে মুমিনদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী বান্দাদের মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাঁর সকল দুশমন তথা মুশরিক

---

৪৩৮. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৪১

৪৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৩

৪৪০. wmqvië AvÕjvwgb-beyjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড , পৃ. ৩৭৩

৪৪১. আল-কুর'আন, ৭৫: ২২-২৩; এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জান্নাতীগণ চর্মচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকল 'আলিম ও ফিক্হবিদ এ বিষয়ে একমত। কেবল মু'তাযিলা ও খারিজী সম্প্রদায় এটি অস্বীকার করে। তাদের অস্বীকারের কারণ দার্শনিক সন্দেহ। তাদের ভাষ্য এই যে, চর্মচক্ষে দেখার জন্য দর্শক এবং যাকে দেখা হয় উভয়ের মধ্যবর্তী দুরত্বের জন্য যে শর্ত রয়েছে, সেগুলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অনুপস্থিত। আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য হলো, পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার ও সাক্ষাত এসব শর্তের উর্ধ্বে থাকবে। না কোন দিক ও পাশের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে এবং না কোন বিশেষ আকার-আকৃতির সাথে। বিভিন্ন হাদীছে এ বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জান্নাতীগনের মধ্যে বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ শুক্রবারে এই সাক্ষাত লাভ করবে। কেউ দৈনিক সকাল-বিকাল সাক্ষাত লাভ করবে। এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে। (মাযাহারী)

দ্র. Zvdmx‡i gv‡idj †KviAvb, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড পৃ. ৬৪৬

Dhaka University Institutional Repository

(অংশীবাদী), ইয়াহুদী, নাসারা, মাজূস ও মুনাফিকদের তা থেকে বঞ্চিত করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,[৪৪২]

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

-'কখনও না তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।'

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁর নৈকট্যলাভকারী বান্দাদের দীদার বা দর্শন হবে জান্নাত লাভকারীদের জান্নাতে প্রবেশের পর। আর পাপী মুমিনদের মধ্যে জাহান্নাম লাভকারীদের জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর, আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন ও অনুগ্রহ লাভে তারাও ধন্য হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্মান ও মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সমস্ত দুশমনদের তাঁর দীদার থেকে বঞ্চিত করবেন।[৪৪৩]

আল্লাহ্ তা'আলার (দুনিয়ার আকাশে) অবতরণ সম্পর্কে 'আক্বীদাহ্

ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, হিজায ও 'ইরাকের 'আলিমগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, 'প্রত্যেক রাতে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। আমরা তা মৌখিকভাবে স্বীকার করি ও অন্তরে বিশ্বাস রাখি। আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এ সকল বর্ণনার উপর, যে বর্ণনাতে রয়েছে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দুনিয়ার আকাশে রাতের অর্ধাংশে অবতরণ করবেন, তবে অবতরণের ধরণের ব্যাপারে নয়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হওয়ার ধরণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করেন নি, বরং তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন। আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসলমানদের দ্বীনি বিষয়ে কোন নির্দেশনা ছেড়ে দেন নি, যা মুসলমানদের (জীবন পরিচালনার) জন্য প্রয়োজন। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সত্যায়ন করি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে কোন বর্ণনা দেন নি। তাই আমরা সে সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করতে পারি না।[৪৪৪]

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দার (গুণের) সাদৃশ্য প্রসঙ্গে 'আক্বীদাহ্

---

৪৪২. আল-কুর'আন, ৮৩: ১৫; ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মু'মিন ও ওলীগণ আল্লাহ্ তা'আলার যিয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফিরদের পর্দার অন্তরালে রাখার কোন উপকারীতা নেই। জনৈক শীর্ষস্থানীয় 'আলিম বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসতে বাধ্য। এ কারনেই সাধারণ কাফির ও মুশরিক যতই কুফর ও শিরকেই লিপ্ত থাকুক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলার সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে যত ভ্রান্ত বিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম ও ভালবাসা সবার অন্তরে বিরাজমান থাকে। তারা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী তারই অন্বেষণ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য 'ইবাদত করতে থাকে। ভ্রান্ত পথের কারণে তারা মানযীলে মাকসূদে পৌঁছতে না পারলেও অন্বেষণ সেই মানযীলেরই করে। আলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টিই প্রতিয়মান হয়। কেননা, কাফিরদের মধ্যে যদি আল্লাহ্ তা'আলার দীদারে আগ্রহ না থাকতো, তবে শাস্তি স্বরুপ এ কথা বলা হতো না যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার দীদার থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ যে ব্যক্তি কারও দীদার প্রত্যাশীই নয় বরং তার প্রতি ভীতশ্রদ্ধ, তার জন্য তার দীদার থেকে বঞ্চিত করা কোন শাস্তি নয়।

দ্র. Zvdmx‡i gyÔAv‡idj †KviAvb, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭২২

৪৪৩. wKZveZ-ZvInx', প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ২৮৯

৪৪৪. মূল 'আরবী,

رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلالم يترك، ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقونبما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي لم يصف لنا كيفية النزول.

দ্র. wKZveZ-ZvInx', প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ২৮৯-৯০

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা‘আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা নিজেই বলেছেন,[৪৪৫] الله سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ -‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা সবকিছু শোনেন এবং দেখেন।’ আমরা বলি, আদম সন্তানদের মধ্যে যার শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি রয়েছে, সে ব্যক্তি শ্রোতা ও দ্রষ্টা। আমরা একথা বলি না যে, বান্দার সাথে আল্লাহ্ তা‘আলার সাদৃশ্য রয়েছে।’[৪৪৬] তিনি আরও বলেন, ‘হে তিরস্কারকারীরা ! তোমরা যদি মেনে নাও যে, আহলুস্-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীরা তাদের রবের জন্য দু’টি হাত সাব্যস্ত করেছেন, যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা‘আলা নিজের জন্য হাত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। যে সব মুর্খরা বলে যে, আমরা সাদৃশ্যকারী, তাহলে একথা বলা আবশ্যক হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা‘আলা যাদেরকে “মালিক, ‘আযীম, রহীম, জাব্বার, মুতাকাব্বির নামে নামকরণ করেছেন, তারা আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়।”

আল্লাহ্ তা‘আলা কুর’আন ও প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে কুর’আনে তাঁর যেসব গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলো আল্লাহ্ তা‘আলার নবীর গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বান্দার সাথে আল্লাহ্ তা‘আলার গুণের সাদৃশ্য রয়েছে একথা বলা যাবে না।[৪৪৭]

---

৪৪৫. আল-কুর’আন, ২২: ৭৫

৪৪৬. মূল ‘আরবী,

إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارؤنا، ونقول: من له سمع وبصر، من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول أن هذا تشبيه المخلوق بالخالق.

দ্র. wKZveZ-Zv I nx‘, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ৬১

৪৪৭. মূল ‘আরবী,

ولو لزم يا ذوى الحجا أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبتهما الله لنفسه، وثبتوا له نفساعز ربنا وجل، وأنه سميع بصير، يسمع ويرى، ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم أنهم مشبهة، للزم كل منسمى الله ملكًا، أو عظيمًا ورؤوفًا، ورحيمًا، وجبارًا، ومتكبرًا، أنه قد شبه خالقه -عز وجل- بخلقه، حاشلله أن يكون من وصف الله جل وعلا، بما وصف الله به فسه، في كتابه، أو على لسان نبيه المصطفى صلىالله عليه وسلم مشبها خالقه بخلقه.

দ্র. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ৬৪

ইব্‌ন হিব্বান (র.)-এর 'আক্বীদাহ্ ও মাযহাব

ইব্‌ন হিব্বান (র.) মাযহাবগত দিক থেকে শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[৪৪৮] তাঁর **صحيح أبن حبان** গ্রন্থে ফিকহী মাস'আলা পাশাপাশি 'আক্বীদার মাস'আলার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি পরিচ্ছেদের শিরোনামগুলোতে বিদ'আতপন্থী ও ভ্রান্তমতাদর্শীদের 'আক্বীদার খণ্ডন করার সাথে সাথে হাদীছের শেষে টীকাতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হলো,

ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে 'আক্বীদাহ্

ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আর তা ব্যক্তির লজ্জাশীলতার উপর নির্ভর করে। যার মধ্যে লাজুকতা বেশী তার ঈমানও বেশী এবং যার মধ্যে তা কম তার ঈমানও কম। লাজুকতা হলো ব্যক্তির গুনাহের কাজের অন্তরায়, যা বান্দাকে গুনাহ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তিনি ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যে পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سهيل بن أبي صالح

-যে মনে করে এই হাদীছটি শুধুমাত্র সুহাইল ইব্‌ন আবী সালিহ্ বর্ণনা করেছেন, তার এই কথার অসারতা প্রমাণকারী হাদীছের উল্লেখ।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الإِيمانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمان

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ঈমানের ষাটটিরও বেশী শাখা রয়েছে, লজ্জাশীলতা (তার মধ্যে) ঈমানের একটি শাখা।'[৪৪৯]

ইব্‌ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে বলেন, সুলাইমান ইব্‌ন বিলাল হাদীছটি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোনিম্ন শাখার কথা উল্লেখ করেন নি। অর্থাৎ তিনি সত্তরটির পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত ষাটটির কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ সত্তরের উর্ধ্বে হাদীছটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধ, যে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর সুলাইমান ইব্‌ন বিলালের হাদীছটি মুখতাসার (রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বিশ্বস্ত সাহাবীদের সনদ পরম্পরায় বর্ণীত) মুতাকাসী (রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বিশ্বস্ত সাহাবীদের সনদ পরম্পরায় বৃদ্ধিকরে বর্ণীত) নয়। আর **بِضْعٌ** শব্দটি এমন একটি **إسم** যা অনির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করে। কারণ, হিসেবের ভিত্তি তিনটি বস্তুর উপর নির্ভর করে, তা হলো, মূলদ সংখ্যা, দশমিক বেস ও অমূলদ সংখ্যা। আর মূলদ সংখ্যা হলো, এক থেকে নয় পর্যন্ত। বেসের সংখ্যা হলো, দশ থেকে একশত, একহাজার ইত্যাদি। অমূলদ সংখ্যা হলো, এগারো, তেইশ, সাতাশ ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি (ইব্‌ন হিব্বান) বলেন হাদীছটির অর্থ নিয়ে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলেন নি এবং তিনি এমন কোন হাদীছও উল্লেখ করেননি, যার অর্থ কারো জানা নেই। ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, এরপর আমি ঈমানের শাখাগুলো গণনা শুরু করলাম। তখন দেখলাম যে, ঈমানের শাখাগুলোর সংখ্যা হাদীছে বর্ণীত সংখ্যা থেকেও বেশী। তারপর আমি সে সমস্ত হাদীছের প্রতি মনোনিবেশ করলাম, যে সমস্ত হাদীছে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ঈমানের শাখার (যে কাজগুলোকে) উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে গণনা করে দেখলাম সেগুলো সত্তরের উর্ধ্বে নয়। তারপর আমি কুর'আন মাজীদের প্রতি মনোযোগ দিলাম, প্রতিটি আয়াত গভীর চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসু মনে তিলাওয়াত করলাম এবং আল্লাহ্ তা'আলা যেগুলোকে ঈমানের শাখার মধ্যে গণ্য করেছেন,

৪৪৮. মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ্ আবূ সু'আইলিক, AvÒjvgj-gmïjgxb, আল-ইমামুল-হাফিয আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান আল-বুসতী (বৈরূত: দারুল-ক্বলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), ৫৫শ খণ্ড, পৃ. ৩০

৪৪৯. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ১৬৭, পৃ. ৩৮৬

সেগুলোকে গণনা করে সত্তরের কম পেলাম। তারপর পবিত্র কুর'আনে ও হাদীছে যেগুলো উল্লেখ আছে, সেগুলোকে এক জায়গায় করে দ্বিরোক্ত বিষয় বাদ দিলাম। পরিশেষে দ্বিরোক্ত বিষয় বাদ দেয়ার পর কুর'আন ও হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করে ঈমানের উনআশিটি শাখা পেলাম। তার থেকে কমও পেলাম না, তার থেকে বেশীও পেলাম না। সুতরাং আমি হাদীছটির মর্ম বুঝতে পারলাম যে, কুর'আন ও হাদীছে ঈমানের শাখা সত্তরটির উর্ধ্বে। আর আমি ঈমানের শাখা বিষয়ক এ মাস'আলাটি পরিপূর্ণরূপে "**وصف الإيمان وشعبة**" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছি যাতে চিন্তাশীল লোকের জন্য যথেষ্ট হয় এবং অত্র হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখের প্রয়োজন অনুভূত না হয়।

ঈমান বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত, এই কথার দ্বারা এটিই প্রতিয়মান হয় যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনারের হাদীছ **الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً، أعْلاهَا شَهَادَةُ أن لا إلهَ ألَّا الله** -ঈমানের সত্তরটির উর্ধ্বে শাখা রয়েছে, (তার মধ্যে) সর্বোচ্চ শাখা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। উল্লিখিত হাদীছে ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে একটি শাখার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সর্বাবস্থায় সকল সম্বোধিত ব্যক্তিদের উপর ঈমানের সকল শাখার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। কারণ তিনি (রসূল) এ কথাটুকুই বলেন নি, তোমরা এও সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল, ফিরিশতাদের উপর, আসমানী কিতাবসমূহের উপর, রসূলগণের উপর, জান্নাত-জাহান্নামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো। অর্থাৎ ঈমানের শাখাগুলোর মধ্যে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করে, তিনি সীমিত করেন নি। বরং তিনি বলেছেন যে, ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এ কথার সাক্ষ্য দেয়া। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, এই শাখার বাকি অংশগুলোও ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। এরপরই তিনি বলেছেন, ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হলো, **وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ** -রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। তিনি এখানেও শাখাসমূহের মধ্যে একটি অংশ উল্লেখ করেছেন। আর সর্বদা সকল সম্বোধিতদের উপর তা পালন করা নফল। সুতরাং এই হাদীছ একথাই প্রমাণ করে যে, এই শাখার সবগুলো অংশ এবং হাদীছে উল্লিখিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার মধ্যবর্তী সকল অংশগুলো ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী, **وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان** -লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। উল্লিখিত হাদীছে **شُعْبَةٌ**শব্দটি **شَيْئٌ** বা কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ লজ্জাশীলতা হলো মানুষের স্বভাবজাত গুণ। কারো মধ্যে তা বেশী থাকে, আবার কারো মধ্যে কম থাকে। এই অংশটিও ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির বিশুদ্ধ দলীল। কারণ সকল মানুষই একই স্তরের লজ্জাশীল নয়। যখন সকলে একই একই স্তরের লাজুক হওয়া অসম্ভব, তখন বিশুদ্ধভাবে এই কথাই প্রমাণিত হলো যে, যার মধ্যে লাজুকতা বেশী তার ঈমানও বেশী এবং যার মধ্যে লাজুকতা কম তার ঈমানও কম। সুতরাং লাজুকতা হলো ব্যক্তির গুনাহের কাজের অন্তরায়, যা বান্দাকে গুনাহ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এটি কেমন যেন দাবি করে, নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করাও যেন ঈমানের একটি শাখা।[৪৫০]

আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে 'আক্বীদাহ্

ইব্‌ন হিব্বান (র.) আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলী, সৃষ্টজীব তথা মানবীয় গুণাবলী থেকে এত উর্দ্ধে যে, তাঁর সাথে নিসবাত বা সম্পর্কিত করা অসম্ভব। তিনি এ বিষয়ক কয়েকটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন, যার মধ্যে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন এভাবে,

ذكر الخبر الدل على أن كل صفة إذا وجدت في المخلوقين كان لهم بها النقص غير جائز إضافة مثلها إلى الباري جل وعلا

-হাদীছটি সে কথার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে, আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলী সৃষ্টজীবের মধ্যে পাওয়া গেলে, তাতে (গুণাবলীতে) কমতি থাকবে বা ত্রুটি পাওয়া যাবে। সুতরাং এই ত্রুটিযুক্ত গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করা বৈধ নয়।

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

৪৫০. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: كَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَيَشْتِمُنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمُنِي فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي أَوْلَيْسَ أَوَّلُ خَلْقٍ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ ذ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ

-‘হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, বনী আদাম আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ তার জন্য সমীচীন নয়। বনী আদাম আমাকে গালি দেয়, আমাকে গালি দেয়া তার জন্য সমীচীন নয়। সে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এভাবে যে, তিনি (আল্লাহ্) আমাকে যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, সেভাবে কিছুতেই পূণরুত্থিত করতে পারবেন না। তাহলে কি দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকরার চেয়ে প্রথমবার সৃষ্টিকরা আমার জন্য সহজ নয় ! (অবশ্যই সহজ)। সে আমাকে এই বলে গালি দেয়, আল্লাহ্ তা‘আলা পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি আল্লাহ্ এক ও অমুখাপেক্ষী, আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমার থেকে কেউ জন্ম নেয় নি এবং আমার সমকক্ষও কেউ নেই।’[৪৫১]

ইব্ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছের **أَوْلَيْسَ أَوَّلُ خَلْقٍ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ** -তাহলে কি দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকরার চেয়ে প্রথমবার সৃষ্টিকরা আমার জন্য সহজ নয় ! উক্তিটির ব্যাপারে বলেন, এ কথার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়, যে বিশেষণ বিশেষ্যব্যক্তির ত্রুটি বুঝায়, সে সব বিশেষণ আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে সম্পর্কিত করা বৈধ নয়। কারণ যুক্তির দাবি হলো, ‘আমার পক্ষে কি সহজ নয়’ এ কথা না বলে ‘আমার পক্ষে কি কঠিন নয়’ একথা বলা। কিন্তু কঠিন শব্দটি পরিবর্তন করা হয়েছে, কারণ তা ত্রুটিবাচক শব্দ। আর যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে ত্রুটির লেশমাত্র নেই।[৪৫২]

অতপর তিনি আল্লাহ্ তা‘আলার গুণাবলী সম্পর্কে হাদীছ বিশারদগণের মতামত উল্লেখ করে, তাদের (বিরোধীদের) মতামত খণ্ডন করছেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُ اللهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ وَالْيَدِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

-‘হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলার হাত প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ। রাত-দিন ব্যয় করা সত্ত্বেও তা মোটেই কমছে না। একটু ভেবে দেখো ! আসমান-যমীন সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ প্রাচুর্য্য ব্যয় করেছেন, এতে তাঁর হাত একটুও খালি হয় নি। তিনি বলেন, তাঁর (আল্লাহ্ তা‘আলা) এক হাতে রয়েছে এ সমস্ত প্রাচুর্য্য যা কখনো শেষ হয় না, আর তাঁর অপর হাতে রয়েছে (সৃষ্টিকুলের) মৃত্যু। যাকে ইচ্ছা উপরে উঠান ও উন্নত করেন। যাকে চান নীচু করেন, অবনত করেন, ‘আরশ রয়েছে পানির উপর।’[৪৫৩]

ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, এটি এমন হাদীছসমূহের অন্তর্ভূক্ত যে ব্যাপারে অপরিপক্করা ধারণা করেন যে, হাদীছ বিশারদগণ এ হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলার সিফাত বা গুণাবলীর সাথে মানুষের গুণাবলীর সাদৃশ্য স্থাপন করেছেন। ইব্ন হিব্বান (র.) এমন ধারণা পোষণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, হাদীছের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণকারীদের থেকে আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে পানাহ চাই। কেননা এ সকল হাদীছগুলোতে আল্লাহ্ তা‘আলার গুণাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে এই জন্য, যাতে শব্দগুলো মানুষের পরিচিত হয় এবং মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য হয়। এটি আল্লাহ্ তা‘আলার সিফাত বা গুণাবলীকে কোন বিশেষ রূপ দেয়া অথবা কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ হয় নি। কারণ তাঁর (আল্লাহ্) মত কেউ নেই।[৪৫৪]

---

৪৫১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, হাদীছ নং- ২৬৭, পৃ. ৫০০

৪৫২. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০১

৪৫৩. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৭২৫, পৃ. ৫০৩

৪৫৪. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৪-০৫

তিনি এ ব্যাপারে ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস‘উদ (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ عَبْدِ ـِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَقَالَ : تَدُوْرُ رَحَى الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ، أَوْ سِتٍّ وَّثَلَاثِيْنَ، فَإِنْ هَلَكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ بَقُوْا بَقِيَ لَهُمْ دِينُهُمْ فَسَبْعِينَ سَنَةً

-‘হযরত ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস‘উদ থেকে বর্ণীত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (রসূল) বলেনঃ ইসলামের চাকা ৩৫ বছর, অথবা ৩৬ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে। যদি তারা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তাদের পথ হলো যারা ধ্বংস হয়েছে তাদের পথ। আর যদি তারা বাকি থাকে, তাহলে তাদের জন্য দ্বীন সত্তর বছর পর্যন্ত বাকি থাকবে।’[৪৫৫]

ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, এটি এমন একটি হাদীছ যার দ্বারা পথভ্রষ্ট বিদা‘আতীগণ আমাদের ‘উলামা-ই কিরামদের ব্যাপারে এই কথা বলে অভিযোগ দেয় এবং ধারণা করে যে, হাদীছ বিশারদগণ এমন অনির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করেন, যা বিবেক বুদ্ধি ও ধারণা বহির্ভূত। অথচ তাঁরা ঐ সমস্ত হাদীছকে আবার সহীহ সাব্যস্ত করার চেষ্টাও চালান। যখন তাদেরকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তাঁরা বলেন, আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি কিন্তু তার কোন ব্যাখ্যা করি না।’ ইব্ন হিব্বান (র.) তাদের অভিযোগের উত্তরে বলেন, তারা আমাদের প্রতি যে অভিযোগ আরোপ করেছে, আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগ্রহে আমরা কিছুতেই তেমনটি নই, বরং আমরা বলি, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর উম্মাতকে সম্বোধন করে এমন কোন কথা বলেননি, যা তাঁর উম্মাত বুঝতে সক্ষম হবে না। আর তাঁর সুন্নাহর মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই, যার অর্থ উম্মাত জানবে না বরং যে এমন ধারণা করে যে, “যখন কোন হাদীছ সহীহ সাব্যস্ত হবে, তখন কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই, তা (অন্যের কাছে) বর্ণনা করা এবং হাদীছটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব” সে রিসালাতের প্রতি অপবাদ আরোপ করলো। তবে হাদীছটি যদি এমন হয়, যার মধ্যে আল্লাহ্ তা‘আলার সিফাতের বর্ণনা রয়েছে তবে (সিফাতের) কোন কাইফিয়াত বা অবস্থার বর্ণনা না থাকে, তাহলে মানুষের উচিৎ কোন প্রকার সংশয় ছাড়াই সে হাদীছের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।[৪৫৬]

তিনি এ মর্মে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: لَ رَسُولُ اللهِ - قَالَ ُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: « أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِى إِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلإٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ».

-‘হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী থাকি। যখন সে আমার যিকর বা স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গী হয়ে যাই। যখন সে একাকী আমার যিক্র বা স্মরণ করে, তখন আমি একাকী তাকে স্মরণ করি। যখন সে কোন মাজলিসে আমার যিক্র বা স্মরণ করে, তখন আমি তাকে তার চাইতে উত্তম মাজলিসে স্মরণ করি। তোমাদের কেউ যদি আমার দিকে এক গজ (হাত) পরিমাণ অগ্রসর হয়, তাহলে আমি তার দিকে দু’গজ (হাত) পরিমাণ এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে পায়ে হেটে আসে, তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে (লাফিয়ে লাফিয়ে) আসি।’[৪৫৭]

ইব্ন হিব্বান (র.) উপরোক্ত হাদীছ উল্লেখের পর বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলার সিফাত বা গুণাবলী, সৃষ্টজীব তথা মানবীয় গুণাবলী থেকে এত উর্দ্ধে যে, তাঁর সাথে নিসবাত বা সম্পর্কিত করা অসম্ভব। কারণ তাঁর মত কোন কিছুই নেই। এ সকল শব্দ এমন শব্দ সমূহের অন্তর্ভূক্ত, যা মানুষের জানা ও বোধগম্যের আওতাধীন নয়। যে ব্যক্তি কথা ও কাজের মাধ্যমে তার প্রতিপালককে স্মরণ করবে, সে তাঁর প্রতিপালকের নিকটবর্তী হবে। আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে নিজ রাজত্বে ক্ষমা, অনুগ্রহের সাথে স্মরণ করেন। আর যে ব্যক্তি মাজলিসের মধ্যে তাঁর প্রতিপালককে স্মরণ করে, আল্লাহ্

৪৫৫. পূর্বোক্ত, ১৫শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৬৬৬৪, পৃ. ৪৬

৪৫৬. পূর্বোক্ত, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪৭-৪৮

৪৫৭. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৮১১, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলা তাকে তাঁর নিকটতম ফিরিশতাদের মধ্যে (পরিবেষ্টন করে রাখের যারা তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে) তাকে ক্ষমার সাথে স্মরণ করেন এবং যিক্‌রের মধ্যে বান্দা যা চায় তা তিনি কবূল করেন। যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এক বিঘত পরিমাণ আনুগত্যের সাথে অগ্রসর হয়, সে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুকম্পা ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় এবং প্রতিপালক তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হন। যে তার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত্যের সাথে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, সে তার প্রতিপালকের পক্ষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় এবং প্রতিপালক তার দিকে দু'হাত পরিমাণ অগ্রসর হন। যে তার প্রতিপালকের প্রতি হাঁটার গতীতে সকল প্রকার অনুগত্যের সাথে অগ্রসর হয়, সে তার প্রতিপালকের পক্ষ সকল প্রকার অনুকম্পা, অনুগ্রহ, ক্ষমা দৌঁড়ের (লাফিয়ে লাফিয়ে চলা) গতীর ন্যায় দ্রুত প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সকল গুণাবলী অনেক উর্দ্ধে যার কোন সীমা নেই, কিন্তু মানবের গুণাবলীর সীমাবদ্ধতা আছে।[৪৫৮]

ইব্‌ন হিব্বান (র.) আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

ـ أبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أنَّ سُولَ اللهِ - قَالَ :« يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى أَغْفِرَ لَهُ »

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'আলা রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকেন, তোমাদের যে কেউ আমার নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে ? আমি তার ঐ দু'আ কবূল করবো। যে কেউ আমার নিকট কিছু আকাঙ্ক্ষা করবে, আমি তাকে তা প্রদান করবো এবং যে আমার নিকট গুনাহ মাফের জন্য কামনা করবে, আমি তার গুনাহ মাফ করবো।'[৪৫৯]

ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীকে সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর সাথে ধারণা করা যায় না, এবং সাদৃশ্য দেয়া যায় না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জীবের মত দাঁত, বাতাস (মুখের বাতাস), জিহ্বা, ঠোঁটের মাধ্যমে কথা বলেন না। যেমনভাবে তিনি এ সমস্ত বস্তু ও এর সাদৃশ বস্তুর মত নন। সুতরাং তাঁর কথার সাথে আমাদের কথাকে কিয়াস বা ধারণা করা জায়িয নেই। কারণ সৃষ্টিকুলের কথা কোন মাধ্যম (জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট) ছাড়া অস্তিত্বে আসে না কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কোন মাধ্যম ছাড়াই যেভাবে ইচ্ছা কথা বলতে পারেন। অনুরূভাবে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মাধ্যম ছাড়া অবতরণ করতে পারেন, নড়াচড়া করতে পারেন, একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হতে পারেন। শোনা ও দেখার বিষয়টিরও একইভাবে বিবেচনা করা হয়। সুতরাং অনুরূপভাবে এ কথা বলাও জায়িয হবে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা দেখেন, যেভাবে আমরা চোখের পাতা, নিবিড় ভাবে তাকানো ও আলোর সাহায্য দেখতে পাই। বরং তিনি কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই যেমন ইচ্ছা দেখতে পারেন। তিনি দু'কান, কানের ছিদ্র, কানের বাক ও কানের কোমলস্তি ব্যতীত শুনতে পান। কোন কিছু (কান সংশ্লিষ্ট) ছাড়াই তিনি ইচ্ছামত শুনতে পান। অনুরূভাবে তিনি কোন কিছুর (সংশ্লিষ্ট বাহন) সাহায্য ছাড়াই যেমন ইচ্ছা অবতরণ করেন, সৃষ্টিকুল যেভাবে অবতরণ করে সেটির সাথে তাঁর অবতরণকে কিয়াস বা তুলনা করা যাবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী সৃষ্টিকুলের কোন গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে মুক্ত।[৪৬০]

আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন

ইব্‌ন হিব্বান (র.) বলেন, নশ্বর পৃথিবীতে অবিনশ্বর সৃষ্টিকর্তাকে দেখা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। তবে ক্বিয়ামাতের দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় মুমিন বান্দারা তাঁর দর্শনে ধণ্য হবে। তিনি এ সম্পর্কে হযরত জারীর (রা.)-এর একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

৪৫৮. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪

৪৫৯. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৯২০, পৃ. ১৯৯-২০০

৪৬০. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০০-০১

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ جَرِيْر، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَنَظَرَ إِلَى القَمَر، فقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ

-'হযরত জারীর ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার পূর্ণিমা রাতে আমাদের কাছে আসলেন। অতপর তিনি চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ক্বিয়ামাত দিবসে অচিরেই দেখতে পাবে, যেমনভাবে তোমরা চন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভীড়ের সম্মুখীন হবে না'[৪৬১]

ইব্ন হিব্বান (র.) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন সম্পর্কিত একটি হাদীছ যা আল্লাহ্র দর্শনকে সমর্থন করে না। যাদের মধ্যে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা নেই, তারা এ হাদীছটিকে প্রত্যাখ্যান করে। ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের মধ্য থেকে প্রিয় মুমিন বান্দারা তাঁকে দেখতে পাবে, এটি অসম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ পূর্বক তাদেরকে এ ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে মুমিন এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

-"কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।"[৪৬২] যখন এই আয়াত দ্বারা কাফিরদের জন্য পর্দার বিষয় সাব্যস্ত হলো, তখন এটি বুঝায় যে, যারা কাফির নয়, তাদের জন্য প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পর্দা থাকবে না। আর এই নশ্বর পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার বিষয়ে কথা হলে, আমরা বলি আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করেছেন ধ্বংসের জন্য অর্থাৎ কোন সৃষ্টির জীবন চিরস্থায়ী নয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা হলেন, অবিনশ্বর। সুতরাং নশ্বর চক্ষু দ্বারা অবিনশ্বর সত্ত্বাকে দেখা অসম্ভব। কিন্তু পুনরায় যখন আল্লাহ্ তা'আলা নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে কবর থেকে স্থায়ীভাবে আখিরাতের জন্য উত্থিত করবেন, তখন অবিনশ্বর চক্ষুদ্বারা অবিনশ্বর সত্ত্বাকে দেখা অসম্ভব হবে না। আর এ বিষয়টিকে তারাই অস্বীকার করে যাদের মৌলিক জ্ঞানের ব্যাপারে অজ্ঞতা, বোধহীনতা ও মন্দ ধারণা আছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষমা প্রার্থনা

ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসতিগফার গুনাহের জন্য ছিল না। কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি এমনটি করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ لِأَنْ يَقُوْلَ : أَسْتَغفِرُ - وأَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم

-'হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, তিনি বলেন, আমি "আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও অনুশোচনা প্রকাশ করছি" অন্য কাউকে এত বেশী (ইসতিগফার) বলতে দেখিনি।'[৪৬৩]

হাদীছটি উল্লেখের পর ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীছ থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর প্রভূর কাছে বিভিন্ন সময় ইসতিগফার করতেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইসতিগফারের উদ্দেশ্য ছিলো দু'টি, প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর উম্মাতকে ইসতিগফার এবং তার উপর (ইসতিগফার) অবিচল থাকার শিক্ষা দিতেন। যেহেতু তিনি জানতেন যে, উম্মাত সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত

৪৬১. পূর্বোক্ত, ১৬শ খণ্ড, হাদীছ নং- ৭৪৪৪, পৃ. ৪৭৬

৪৬২. আল-কুর'আন, ১৫: ৮৩

৪৬৩. Avj -Bnmvb dx ZvKi xwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং- ৯২৮, পৃ. ২০৭-০৮

থাকবে। দ্বিতীয়ত: রসূলুল্লাহ্ (সা.) গুনাহের জন্য নয় বরং আনুগত্যের কমতির জন্য নিজে ইসতিগফার করতেন। কেননা আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে সৃষ্টিকুলের মধ্যে (শয়তান থেকে) নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং শয়তানের বিরুদ্ধে তাঁর দু‘আ কবূল করেছেন। ফলে তিনি নিরাপদ হয়েছেন। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্বভাব এমন ছিলো যে, যখন তিনি কোন ‘ইবাদাত শুরু করতেন তখন তার উপর অবিচল থাকতেন, পরিত্যাগ করতেন না। আবার কখনো এক ‘ইবাদাত ছেড়ে অন্য ‘ইবাদাতের প্রতি মনোযোগ দিতেন। ফলে দু’টির একটি ছুটে যেত। যেমন তিনি যুহরের পরের দু’রাকা‘আত নামায আদায়ের পূর্বে তামীম গোত্রের মাঝে মাল বন্টন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ঐ দু’রাকা‘আত নামায ছুটে যেত। ফলে দু’রাকা‘আত ‘আসরের পরে আদায় করতেন। তারপর থেকে তিনি ঐ দু’রাকা‘আত নামায তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায়ের উপর অবিচল ছিলেন। সুতরাং তাঁর ইসতিগফার ছিলো ‘ইবাদাতে ত্রুটি হওয়ার কারণে, আর তা হলো একটি ‘ইবাদাত তার নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব হওয়া, আর এটি অন্য আরেকটি ‘ইবাদাতের মধ্যে ব্যস্ত হওয়ার জন্য হতো। আর তখনকার প্রেক্ষাপটে অন্য ‘ইবাদাতটিই ছিলো চিরাচরিত ‘ইবাদাত থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসতিগফার গুনাহের জন্য ছিল না।[৪৬৪]

প্রতিশ্রুতির শব্দসমূহ ও প্রতিশ্রুতকারী

তিনি এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন,

ر البيان بأن من راءى في عمله يكون في القيامة من أول من يدخل النار نعوذ بالله منها

-‘যে (লোক) দেখানোর উদ্দেশ্যে ‘ইবাদাত করে, ক্বিয়ামাতের দিবসে সেই সর্ব প্রথম জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমরা আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তা বর্ণনার উল্লেখ।’

তিনি উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে ‘উক্ববাহ্ ইব্ন মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন,

أن شُفَيًّا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا، قُلْتُ لَهُ : أَنْشُدُكَ بِحَقٍّ لَمَّا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ عَنْ رَسُولِ ﷺ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ ﷺ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً، فَمَكَثَ قَلِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ : لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ ﷺ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى، فَمَكَثَ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ : أَفْعَلُ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ ﷺ وَأَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ نَشْغَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ وَاشْتَدَّ بِهِ طَوِيلًا، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي رَسُولُ ﷺ : (أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْقَارِئِ : أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ : فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ : كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ : كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فُلَانٌ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ قَالَ : فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : كَذَبْتَ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لَهُ : كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ : بَلْ إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فُلَانٌ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ، وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُ : فِي مَاذَا قُتِلْتَ ؟ فَيَقُولُ : أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ : كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فُلَانٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ) ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ ﷺ رُكْبَتِي فَقَالَ : (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

-‘আমাদের নিকট শুফাইয়া আল-আসবাহী বর্ণনা করেন যে, (একদা) তিনি মদীনার মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, এক ব্যক্তিকে ঘীরে কিছু লোক বসে আছে। তিনি তাদেরকে বললেন, ইনি কে ? তারা বললো, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.)। অতপর আমি তাঁর কাছে গেলাম, তিনি তখন মানুষদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। তারপর তিনি যখন

৪৬৪. পূর্বোক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮

হাদীছ বর্ণনা বন্ধ করলেন, তখন তিনি একাই ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যে হাদীছ রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে (সরাসরি) শ্রবণ করেছেন এবং হাদীছটি অর্থ বুঝতে ও অনুধাবণ করতে সক্ষম হয়েছেন এমন হাদীছ বর্ণনা করতে পারেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি তোমার নিকট অবশ্যই এমন হাদীছ বর্ণনা করবো, যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্ণনা করেছেন, আর আমি সে হাদীছটির অর্থ বুঝতে ও অনুধাবণ করতে সক্ষম হয়েছি। অতপর তিনি মূর্ছা গেলেন, তিনি এভাবে কিছু সময় থাকলেন, তারপর চেতনা ফিরে পেলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমার নিকট এমন হাদীছ বর্ণনা করবো, যে হাদীছটির অর্থ আমি বুঝতে ও অনুধাবণ করতে সক্ষম হয়েছি। আর তখন ঐ ঘরে আমি ও তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারপর তিনি আবার মূর্ছা গেলেন, তিনি এ অবস্থায় কিছু সময় ছিলেন, তারপর তিনি পূর্বের মতো চেতনা ফিরে পেলেন। তারপর তিনি (আবূ হুরায়রা) তাঁর মুখ মুছলেন। অতপর তিনি বললেন, আমি তোমার নিকট অবশ্যই এমন হাদীছ বর্ণনা করবো, যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্ণনা করেছেন। আর তখন ঐ ঘরে আমি ও তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারপর তিনি আবার কঠিনভাবে মূর্ছা গেলেন। তারপর দীর্ঘসময় ধরে তাঁর চেহারার মধ্যে দুর্বলতার ছাপ পরিলক্ষিত হলো। তারপর তিনি আবার মূর্ছা গেলেন, কিছু সময় পর চেতনা ফিরে পেলেন। অতপর তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, আমার নিকট রসূলুল্লাহ্ (সা.) বর্ণনা করেছেন যে, ক্বিয়ামাতের দিবসে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য অবতীর্ণ হবেন, তখন সকল উম্মাত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে। সেদিন তিনি সর্ব প্রথম সেই ব্যক্তিকে আহবান জানাবেন, যে কুর'আনকে (অন্তরে) সংরক্ষণ করেছে, তারপর যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে, তারপর সে ব্যক্তিকে আহবান জানানো হবে যে অধিক সম্পদের মালিক ছিলো। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন তিলাওয়াতকারীকে বলবেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর যা অবতীর্ণ করেছি, সে সম্পর্কে কি আমি তোমাকে জানাই নি ? সে বলবে, হ্যাঁ আমার প্রতিপালক আপনি জানিয়েছিলেন। তখন তিনি (আল্লাহ্) বলবেন তুমি যা জেনে ছিলে, সে অনুযায়ী কর্ম করেছিলে ? সে বলবে, আমি দিন-রাত তা (নামাযে) তিলাওয়াত করেছিলাম। অতপর তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো, ফিরিশতা বলবে যে, তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, বরং তুমি আশা করেছিলে, তোমাকে অমুক অমুক বলবে, তুমি ক্বারী, তাতো তোমাকে তারা বলেছে। তারপর বিচারের জন্য সম্পদশালীকে আনা হবে, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, আমি কি তোমাকে এমন প্রাচূর্য দান করেনি, যাতে তোমাকে (দুনিয়ার) কারো মুখাপেক্ষি না হতে হয় ? সে বলবে, হ্যাঁ আমার প্রতিপালক আপনি দিয়েছেন। তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) বলবেন, আমি তোমাকে যে প্রাচূর্য দান করেছিলাম, তা তুমি কি করেছো ? সে বলবে, (তার মাধ্যমে) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছি এবং তা থেকে দান করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো, ফিরিশতা বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, বরং তুমি আশা করেছিলে অমুক অমুক তোমাকে দানবীর বলবে, তারা তোমাকে তা বলেছো। তারপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়েছে তাকে আনা হবে, তারপর তাকে বলা হবে, তুমি কেন আল্লাহ্র রাস্তায় হত্যা হয়েছিলে ? সে বলবে, আমি আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছিলাম। আর তাই যুদ্ধ করি ও শহীদ হই। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, ফিরিশতাও বলবে তুমি মিথ্যা বলেছো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, বরং তুমি আশা করেছিলে যে, অমুক অমুক তোমাকে বীর বলবে, তা তোমাকে বলা হয়েছে। রাভী আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার দু'উরুর উপর হাত রাখলেন, তারপর বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! ঐ তিন ব্যক্তির জন্য প্রথমেই আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিবসে জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[৪৬৫]

ওয়ালিদ ইব্ন আবী ওয়ালিদ বলেন, আমার নিকট 'উকবাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, শাফইয়াল আসবাহী, তিনি মু'আবিয়ার কাছে গেলেন, তিনি তাকে এই হাদীছটি শুনালেন।

আবূ 'উছমান আল-ওয়ালিদ বলেন, আমার নিকট আল-'আলা' ইব্ন আবী হাকীম বর্ণনা করেছেন, শাফইয়াল আসবাহী মু'আবিয়ার কাছে ছিলেন। তিনি বলেন, তারপর একব্যক্তি তার কাছে আসলো এবং আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণীত হাদীছটি বর্ণনা করলো। অতপর মু'আবিয়া বললেন, তারা যে কাজ করেছে, তাতে কিভাবে তারা মানুষ

৪৬৫. পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে বিবেচিত হবে ? অতপর মু'আবিয়া ভিষন কাঁদলেন, এমনকি আমাদের ধারণা হলো যে, সে মারা গেছ। আমরা বললাম, আমাদের নিকট এই ব্যক্তি সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। অতপর তিনি মু'আবিয়া স্বাভাবিক হলেন এবং মুখ মুছলেন। অতপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ্ (সা.) যথার্থই বলেছেন।[৪৬৬] আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيوٰةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الأُخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

-"যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দিব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। তারাই হলো সে সব লোক, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিলো সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিলো, সবই বিনষ্ট হলো।[৪৬৭]

ইব্ন হিব্বান (র.) বলেন, কুর'আন ও হাদীছে যে '**الوعيد**' যে সকল শব্দসমূহ আছে, তা প্রত্যেকটি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা যে সকল অন্যায় কর্মের মাধ্যমে গুনাতে লিপ্ত হয়েছিলো, তিনি তাদের উপর ক্ষমার মাধ্যমে অনুগ্রহ করবেন এবং তার উপর শাস্তি দেয়া ছাড়াই, সে সকল পাপকর্ম গুলো ক্ষমা করে দিবেন। কুর'আন ও হাদীছে যে '**الوعد**' যে সকল শব্দসমূহ আছে, তা প্রত্যেকটি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হলো কাবীরা গুনাহকারীকে তার কর্মের কারণে যে শাস্তির কথা রয়েছে, সেই শাস্তি দিয়ে দেয়া যদি তার প্রতি ক্ষমার দ্বারা অনুগ্রহ না করা হয়। অতপর তাকে সে কর্মের কারণে সাওয়াবের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো, তা তাকে দেয়া হবে।[৪৬৮]

---

৪৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

৪৬৭. আল-কুর'আন, ১১: ১৬-১৭

৪৬৮. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ও সহীহ ইব্ন হিব্বানের মর্যাদা

হাদীছ গ্রন্থসমূহের মধ্যে সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বানের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কতিপয় 'উলামা-ই কিরাম এ ব্যাপারে তাদের লিখনীর মাধ্যমে মতামত দিয়েছেন। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো,

আহমাদ শাকির (র.) বলেন, বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থের পর, শুধুমাত্র সহীহ হাদীছ নিয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ এবং আল-মুসনাদুস-সহীহ 'আলাত্-তাকাসীমি ওয়াল আনও'য়া এবং আল-মুস্তাদরাক লিল-হাকিম মর্যাদার দিক থেকে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম-এর সহীহাইনের পরে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।[৪৬৯] এ তিন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তারতীবের ব্যাপারে ইংগিত করে এ যুগের 'উলামা-ই-কিরাম বলেন, এ তিন গ্রন্থের সংকলকত্রয় সংকলন করতে গিয়ে সহীহ হাদীছসমূহ সংকলন করাকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (র)-এর সহীহাইনের পরে এর মর্যাদা নিম্নোক্ত তারতীব অনুযায়ী হবে, ১. সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্, ২. সহীহ ইব্ন হিব্বান, ৩. আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম।

সহীহ হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত তারতীব অনুযায়ী প্রত্যেক কিতাবই তার পরবর্তী কিতাবের উপর তারতীব দিয়েছেন, ঘটনাক্রমে সেটি তাদের সময়কাল অনুযায়ী তারতীব হয়ে গেছে।[৪৭০] কেননা ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) ৩১১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এবং ৩৫৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। ইমাম হাকিম তারপর পৃথিবীতে আগমন করেন ও ইব্ন হিব্বান (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ৪০৫ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তাদের গ্রন্থসমূহের তারতীব জন্ম-মৃত্যু বা ছাত্র-শিক্ষকের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয় নি বরং বিশুদ্ধতার দিক বিবেচনায় দেয়া হয়েছে।[৪৭১]

ইব্নুস্-সালাহ বলেন, 'হাদীছ অন্বেষণকারীদের জন্য যে সমস্ত সহীহ হাদীছের কিতাব বেশী উপকারী (সহীহাইনের পরে) তা হলো ঐ সমস্ত কিতাব যা সংকলন করতে গিয়ে হাদীছ সহীহ হওয়া শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন 'ইব্ন খুযায়মাহ্র (র.)-এর গ্রন্থ।'[৪৭২]

হাফিয আল-'ইরাকী, **شرح الالفية فى المصطلح** এর মধ্যে বলেন, সে সমস্ত হাদীছ গ্রন্থ থেকে 'সহীহ হাদীছ গ্রহণ করা যায়, যে সমস্ত গ্রন্থে শুধু মাত্র সহীহ হাদীছ সংকলন করা হয়েছে। যেমন, সহীহ আবী বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ্।'[৪৭৩]

জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) বলেন, কঠোর অনুসন্ধানের কারণে 'সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ সহীহ ইব্ন হিব্বানের তুলনায় উঁচূ মর্যাদার। আর এ মর্যাদা তাঁর হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠিন শর্তারোপের কারণে। এমনকি তিনি সনদের মধ্যে সামান্য কালাম বা কথা থাকার কারণে, হাদীছকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। অতপর নিম্নোক্ত পরিভাষা ব্যবহার করেছেন,[৪৭৪] **ان صح الخبر او ان ثبت كذا و نحو ذلك**

ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আল-আ'যমী বলেন, এখান থেকেই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, "**نصب الراية**"-এর মুহাক্কিক যায়লাই (র) যা বুঝেছেন সেটি ভুল ছিলো। কেননা তিনি বলেন, সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ সহীহহাইন এবং সুনানে আবূ দাউদ ও নাসাঈর মত নয় বরং ইব্ন খুযায়মাহ্র অভ্যাস হল ইমাম তিরমিযী এবং হাকিম (র)-এর মত। তার দিকে

---

৪৬৯. ইব্ন হিব্বান, mnxn Beb wneŸvb, তারতীবঃ আল-আমীর 'আলাউদ্দীন আল-ফারিসী, তাহকীকঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (কায়রোঃ মাকতাবাতু ইব্ন তায়মিয়াহ্, তা. বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬-৭

৪৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৪৭১. ড. সা'দ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আলি-হুমায়দ, gvbvwnRj-gnwÏQxb (রিয়াদঃ দারু 'উলূমিস্-সুন্নাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১০৬-০৭

৪৭২. যায়েন উদ্দীন 'আবদুর রহমান হুসায়ন, gKvÏvgvZ Bebm-mvjvn (দেওবান্দঃ কুতুবখানা 'ইলমিয়াহ্, তা.বি.), পৃ. ১৬

৪৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৪৭৪. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, Zv' ixei ivex (মিসরঃ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি.), পৃ. ৫৪

সম্পৃক্ত প্রতিটি হাদীছ সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন। তিনি মনে করলে হাদীছকে সহীহ বলতেন। আর এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ফাতহুল মুগীসের ১৪ নং পৃষ্ঠায়। আর সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌র মধ্যে এমন অনেক হাদীছ আছে যার থেকে শার‘ঈ বিধান সাব্যস্ত হয়েছে অথচ উহা হাসান পর্যায়ের হাদীছ থেকে উচ্চ স্তরের নয়।

একথা স্পষ্ট যে, বিষয়টি সাব্যস্ত করার জন্য আমরা দলীল কায়েম করা এবং আঞ্চলিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী নই, কেননা এখানে খোদ কিতাবটিই প্রতিপক্ষের উত্তরের জন্য উত্তম দলীল।[৪৭৫]

খত্বীব আল-বাগদাদী বলেন তাঁর "**الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع**" গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীছ অন্বেষণের কোন গ্রন্থকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ সে সম্পর্কে তিনি বলেনঃ সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার পাওয়ার হকদার ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.)-এর কিতাবদ্বয়। তারপর তিনি আরো কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থ যেখানে তিনি শর্তারোপ করেছেন যে, এই কিতাবে কেবলমাত্র সেই সমস্ত হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে, যে হাদীছগুলোর সনদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে রাভী পর্যন্ত কেবলমাত্র ন্যায়পরায়ন রাভী বর্ণনা করেছেন।[৪৭৬]

ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর "**جمع الجوامع**" গ্রন্থের ভুমিকাতে সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন, যে সকল গ্রন্থের হাদীছ মানেই সহীহ হাদীছ। অর্থাৎ ঐ সকল হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন নেই। যেমন তিনি এমনটি বলেছেন, অনুরূপভাবে মুয়াত্তা ইব্‌ন মালিক, সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ এবং সহীহ আবী 'আওয়ানাহ্ গ্রন্থে হাদীছ থাকার অর্থই হচ্ছে সেটি সহীহ।[৪৭৭]

আর আহমাদ ইব্‌ন কাসীর বলেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ্ এবং ইব্‌ন হিব্বান হাদীছের সিহাতের বা বিশুদ্ধতার ব্যাপারে দৃঢ়তা স্থাপন করেছেন। সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ এবং সহীহ ইব্‌ন হিব্বান মুসতাদরাকে হাকিমের তুলনায় অধিক স্বচ্ছ হিসেবে পরিচিত। কেননা উহার মধ্যে সনদ এবং মতন উভয় দিকের সচ্ছতা রয়েছে।[৪৭৮] আর এ গ্রন্থের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হয় 'উলামা-ই কিরামদের লিখনীর মধ্যে যে মর্যাদা ফুটে উঠেছে, তার মাধ্যমে এবং সনদের ক্ষেত্রে যে দৃঢ়তা দেখানো হয়েছে তার মাধ্যমে। যেমন ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেছেন, সনদের ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সর্বনিম্ন অথবা সামান্য কিছু বলা হয়ে থাকে, তাহলে সেটি সহীহ হয়ে যাবে। যেমনটি ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) বলেছেন, যদি খবরটি সহীহ হয় অথবা সাব্যস্ত বা প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা এরূপ কিছু হয়, তাহলে সেটি সহীহ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন একটি উদাহরণ যা এ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে যে, তিনি হাদীছটি আ'মাশ থেকে, তিনি আবী ওয়াইল শাকীক ইব্‌ন সালামাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি বর্ণনার পর তিনি বলেছেন, এই হাদীছের মধ্যে ত্রুটি আছে, আর তা হলো 'আমাশ হাদীছটি শাকীক থেকে শ্রবণ করেন নি। আমি সময়ের ব্যাপারে বুঝি নাই।[৪৭৯]

আর তিনি পরবর্তীতে এ কথাটি জানার কারণে হাদীছের ব্যাপারে বলেছেন যে, হাদীছটির মধ্যে ত্রুটি আছে। এটিই প্রমাণ করে যে, তিনি লিখনীর ব্যাপারে কতটুকু কঠোর ছিলেন। আর যে হাদীছটি তিনি ইব্‌ন ইসহাকের সুত্রে বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলে দিয়েছেন যে. আমি অত্র হাদীছটি সহীহ বলা থেকে বিরত থেকেছি। কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক হাদীছটি মুসলিম (র.) থেকে শ্রবণ করেন নি বরং তাদলীস করেছেন।[৪৮০]

---

৪৭৫. gLZwjdj nv'xQ dx mnxn Beb Lhvqgvn I mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৪৭৬. gvbwnRj gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৪৭৭. পূর্বোক্ত

৪৭৮. হাফিয ইব্‌ন কাছীর, Avj-ewnQj-nvQxQ kviwn BLwZmvie ÔDjwgj-nv'xQ, তাহকীকঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (ˆeiƒZ: দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, তা.বি), পৃ. ২৫

৪৭৯. ইব্‌ন খুযায়মাহ্, mnxn Beb Lhvqgvn, তাহকীকঃ সালিহুল-লাহ্হাম (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর্-রয়্যান, ১ম সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪

৪৮০. mnxn Beb Lhvqgvn, তাহকীকঃ সালিহুল-লাহ্হাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪

তাছাড়া তিনি কোথাও আবার এ ভাবে বলেছেন "هذا ليس على شرطي" অর্থাৎ ইহা আমার শর্তের আওতার মধ্যে নেই। এরূপ বললে সে হাদীছকে পৃথক হাদীছসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ সে হাদীছগুলোর ব্যাপারে সহীহ হওয়ার হুকুম আরোপ করা যাবে না। আর এর কারণ হলো, আমি (ইব্ন খুযায়মাহ্) ভয় করেছি যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক হাদীছটি মুসলিম থেকে শ্রবণ করেন নি বরং তিনি এখানে ত্রুটি গোপন করে বর্ণনা করেছেন। আর ইব্ন ইসহাক অধিকাংশ 'উলামা-ই কিরামদের কাছে একজন তাদলীসকারী হিসেবে অধিক পরিচিত। এমনিভাবে তিনি (ইব্ন খুযায়মাহ্) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন লাহি'আহ্ থেকে এবং জাবির ইব্ন ইসমা'ঈল থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনার শেষে তিনি বলেছেন যে, উক্ত কিতাবে যাদের হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, ইব্ন লাহি'আহ তাদের অন্তর্ভূক্ত নন। তিনি সে হাদীছগুলো একাকী বর্ণনা করেছেন। আর আমি উক্ত হাদীছটি যে কারণে বর্ণনা করেছি তা হলো, এই সনদের মাঝে তার সাথে জাবির ইব্ন ইসমা'ঈল আছেন।[৪৮১]

ড. সা'দ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আলি হুমায়দ বলেন, এটি জানা যে, এই হাদীছটি খুযায়মাহ্ (র.) ইব্ন লাহী'আর সুত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহাবের সুত্রে বর্ণনা করেছেন (যার হুকুম আলাদা)। 'উলামাদের কিছু অংশ ও তাঁর থেকে হাদীছ শ্রবণকারীদের কাছে তার বর্ণনা সহীহ। কেননা তিনি এমন সমস্যার পূর্বে ইব্ন লাহী'আহ্ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। কিন্তু ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) সর্বাবস্থায় ইব্ন লাহী'আকে "য'ঈফ" রাভী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তার পরের অবস্থা আরো ভয়ংকর ছিলো। আর তাই ইব্ন খুযায়মাহ্ (র.) তার থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নি। তবে যে হাদীছের সনদের মধ্যে তার সাথে জাবির ইব্ন ইসমা'ঈল আছেন তার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৪৮২]

এমনিভাবে তিনি (ইব্ন খুযায়মাহ্) মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফরের সুত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যিনি মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর "গুনদার" হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর তিনি মা'মার থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার কাছে সাহল ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি হাদীছের শেষে বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর যে শব্দে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, সে শব্দগুলোর মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে বলে সন্দেহ করেছেন। অর্থাৎ যিনি বলেছেন, আমার কাছে সাহল ইব্ন সা'দ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর থেকে শ্রবণ করেছে কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন অথবা সন্দেহ পোষণ করেছেন অন্য কারো থেকে শ্রবণ করেছেন কি না সে ব্যাপারে।[৪৮৩]

ইব্ন লাহিয়াহ বলেন, এমন কোন রাবীর হাদীছ ইব্ন খুযায়মাহ্ তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন নি যে একক ভাবে হাদীছটি বর্ণণা করছেন। তিনি হাদীছের সনদ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফরের উক্তি নকল করে বলেন, আমার উলিখিত শব্দাবলী ছাড়া সামান্য পরিবর্তন করে বর্ণনা কারো জন্য হালাল হবে না। তিনি বলেন এ সনদের মধ্যে পরিবর্তন আছে।'[৪৮৪]

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) হাদীছের সনদ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন । যে হাদীছটি তিনি শায়খুল হাকিম আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর থেকে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীছের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি শাহর ইব্ন হাওশাব হারিয ইব্ন 'উসমান এর দ্বারা তার মাযহাব সম্পর্কে কোন দলীল গ্রহন করি নি। এমনিভাবে 'আব্দুলাহ ইব্ন 'উমার, বাক্বীয়াহ মাকাতিল ইব্ন হিব্বান, আশ'আছ ইব্ন ছিওখার থেকেও কোন দলীল গ্রহণ করি নি। 'আলী ইব্ন যাদ আল (তার সুয়ে হিফযের কারনে) 'আসিম ইব্ন 'উবায়দুলাহ, ইব্ন 'আকল, ইয়াযীদ ইব্ন আবি যিয়াদ আযাযিল, হাজ্জাজ ইব্ন আরতাহ দ্বারাও দলীল গ্রহণ করি নি। অতপর তিনি তাদের চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, তবে তিনি খালাফের 'আদালাত সম্পর্কে কিছু বলেন নি। উলিখিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সকলেই দলীল

---

৪৮১. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮

৪৮২. gvbwnRj gnwÏQxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪৮৩. mnxn Beb Lhvqgvn, তাহকীক: সালিহুল-লাহ্হাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২

৪৮৪. পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২

গ্রহণ করেছেন একজন ব্যতীত।[৪৮৫]আর সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌র মধ্যে এমন অনেক মাহকুম হাদীছ রয়েছে যা হাসান পর্যায়ের।[৪৮৬] সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ সহীহাইনের মত নয়। তবে একথা বলা যায় যে, তার মধ্যে যে হাদীছ রয়েছে সবগুলোই সহীহ। তবে যে সমস্ত হাদীছ সহীহ হওয়ার স্তরে নেই, তেমন কিছু হাদীছ উভয় গ্রন্থে বিদ্যমান থাকলেও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে উভয় গ্রন্থকার এমনটি করেছেন।

৪৮৫. wmqvi æ ÔAvjwgb- bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩

৪৮৬. gKvÏvgvZ Bebm-mvjvn, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র) ও ইব্‌ন হিব্বান (র.) ছিলেন হাদীছ চর্চার পরিমণ্ডলে উজ্জল নক্ষত্র। তাঁরা হাদীছ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সংকলন ও গ্রন্থবদ্ধ করণের জগতের পতিকৃত ছিলেন। তাঁরা উভয়ই হাদীছের হাফিয তথা হাদীছের সনদ ও মতনসমূহের মুখস্থকারী এবং নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী। হাদীছ শাস্ত্রের জগতে, তাঁদের স্তর এতটাই উচ্চে পৌঁছেছিল যে, নক্ষত্র তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। ইসলামের প্রতিষ্ঠালগ্ন তথা মহানবী (স), সাহাবা-ই কিরাম, তাবি'ঈন, তাবি-তাবি'ঈনগণ হাদীছ চর্চার যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সে পরিমণ্ডলের ও কর্মকাণ্ডেরই বিশিষ্ট ধারক-বাহক ও সুযোগ্য উত্তরসূরী। ইসলাম বিদ্বেষী কর্তৃক মিথ্যা, বানোয়াট বা মাওযূ' হাদীছ তৈরী ও বিস্তারের দুর্যোগময় মুহুর্তে, তাঁরা সহীহ হাদীছ সমূহ স্ব-স্ব গ্রন্থে একত্রিত করেছিলেন। তাঁরা হাদীছ শাস্ত্রের পাশাপাশি ফিক্‌হ শাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁরা হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠিন শর্তারোপ ও চুল-চিরা বিশ্লেষণ করেছেন। এমনকি তাঁরা সনদের মধ্যে সামান্য কালামের কারণে হাদীছকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। অতপর নিম্নোক্ত পরিভাষা ব্যবহার করেছেন,[৪৮৭] **ن صح الخبر**

তাঁরা পার্থিব লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থেকে হাদীছ সংকলনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁরা উভয়ই অতি সতর্কতার সাথে হাদীছ সংকলন করেছেন। যেমন আবূ 'উসমান আল-হারভী বলেন, ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র.) নিজেই বলেছেন, আমি যখন কোন কিছু লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা করতাম, তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়ার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত নামায আদায় করতাম, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে সঠিক চিন্তা মস্তিস্কে উদয় হতো। সঠিক চিন্তা আসলে তারপর লিখা আরম্ভ করতাম।[৪৮৮]

এই প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ২২৩ হিজরীর সফর মাস মোতাবিক ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নায়শাপূরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৮৯] তিনি স্বীয় পরিবারেই লালিত-পালিত হন।[৪৯০] প্রাথমিকভাবে নায়সাপূরের নিজ গৃহকে পাঠশালা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরিবারের যে সকল লোকজন হাদীছ অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞ তাদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করতে থাকেন।[৪৯১] পরবর্তীতে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য 'ইরাক, শাম, জাযীরাহ্ ও মিসর সহ বিভিন্ন দেশে গমন করেন ও বহু সংখ্যক যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছবিদগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি 'ইলুমল-হাদীছে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় হাদীছ অন্বেষণকারীরা তাঁর সান্নিধ্যে আগমন করেন এবং হাদীছ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর নিকট থেকে যে সকল শিষ্য হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- ইমাম বুখারী, মুসলিম (সহীহহায়ন ব্যতীত)। ইব্‌ন খুযায়মাহ্ (র) হাদীছ অভিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ায় কর্মজীবনের এক ব্যপ্তিকাল পর্যন্ত লিখনীর কাজে অতিবাহিত করেছেন। তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[৪৯২] সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর সংকলিত সহীহ ইব্‌ন খুযায়মাহ্ গ্রন্থে ২০ টি অধ্যায়ের অধীনে ৩৩১৩ টি হাদীছ স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ গুলো দীর্ঘ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচ্ছেদগুলোতে স্থান পাওয়া হাদীছগুলো কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক পৃষ্ঠার অধিক খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ফলে পাঠকরা অতি সহজেই তাদের কাঙ্ক্ষিত হাদীছটি বের করতে সক্ষম হন।[৪৯৩] পরিচ্ছেদের নাম উল্লেখের সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুর'আনের আয়াত উপস্থাপন

---

৪৮৭. Zv' ixei-ivex,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৪৮৮. wmqvi æ ÔAvj wgb-bevjv, প্রাগুক্ত, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৯; ZvhwKivZj-nddvh,প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২১

৪৮৯. Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫

৪৯০. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১০

৪৯১. wmqvi æ AvÔj wgb-bevjv, ১৪ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

৪৯২. Avm-mbvZ KejvZ-Zv' fxb, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

৪৯৩. mnxn Beb Lhvqgvn, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭

গ্রন্থটিকে চমকপ্রদ করে তুলেছে। গ্রন্থটিতে হাদীছ বর্ণনার মাঝে মাঝে কবিতার ব্যবহারও পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে বর্ণীত হাদীছসমূহের মধ্যে অনেকগুলো হাসান পর্যায়ের হাদীছ হলেও সেগুলো থেকে শরী'আতের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে।[৪৯৪] তাছাড়া সহীহ ইব্নে খুযায়মাহ্ গ্রন্থে আনীত হাদীছসমূহের বিন্যাস পদ্ধতি ইমাম তিরমিযী (র) ইমাম হাকিম (র)-এর অনুসৃত পদ্ধতির সদৃশ।[৪৯৫] ইব্ন খুযায়মাহ্(র) তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ায়, হাদীছের সনদ বর্ণনায় সে তীক্ষ্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি মুহাম্মাদ ইবন জু'ফায়ের রীতি অনুসরণ করেছেন।[৪৯৬] তিনি ৩১১ হিজরীর যুল-ক্'দাহ মাসের দুই তারীখ শনিবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন।[৪৯৭] তাঁর অনুজ প্রতিম আবূ নাসির তাঁর জানাযা নামাযের ইমামাতি করেন। নামায শেষে বাড়ীর কোন একটি কক্ষে তাঁকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীতে সে জায়গাটি কবরস্থানে পরিণত হয়।[৪৯৮]

অপর প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইব্ন হিব্বান (২৭০ হিজরী মোতাবিক ৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বুসতের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৯৯] তিনি স্বীয় পরিবারেই লালিত-পালিত হন।[৫০০] প্রাথমিকভাবে নায়সাপূরের নিজ গৃহকে পাঠশালা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরিবারের যে সকল সদস্যরা হাদীছ অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করতে থাকেন।[৫০১] পরবর্তীতে স্বদেশের বিভিন্ন শায়খদের দারসে আসা-যাওয়া করতে থাকেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।[৫০২] তিনি হিজরী তিনশত সনের সূচনাতে হাদীছ অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ শুরু করেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করে তথাকার প্রখ্যাত 'আলিমগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি খুরাসান, 'ইরাক, হিজায, শাম, মিসর ও জাযীরাহ্সহ বহুদেশ পরিভ্রমণ করেছেন।[৫০৩] পবিত্র হাদীছে নব্বীর প্রতি ভালবাসাই তাকে এ বিষয়ে অধ্যয়ন, মুখস্থকরণ ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে। তাঁর হাদীছের জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করতে 'ইরাক, শাম, জাযীরাহ্ ও মিসর সহ বিভিন্ন দেশে গমন করেন ও বহু সংখ্যক যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছবিদগণের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন।

তাঁর অনেক রচনাবলী রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আল-মুসনাদুস্-সহীহ 'আলাত্-তাকাসীম ওয়াল আনওয়া' যে গ্রন্থটি 'সহীহ ইব্ন হিব্বান' নামে সকলের নিকট পরিচিত। এ গ্রন্থটিতে ৫৮ টি অধ্যায়ের অধীনে ৭৪৯১ টি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলো অনেক দীর্ঘ। অথচ এ দীর্ঘ পরিচ্ছেদের অধীনে স্থান পাওয়া হাদীছগুলো কয়েক লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি পাঠকদের এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন, এই গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীসই সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে হাদীছগুলো সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয়েছে। তাঁর রচিত কিতাবুছ্-ছিকাত গ্রন্থটি হাদীছ বর্ণনাকারীগণের বিশ্বস্ততার উপর একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে সহীহ হাদীছ থেকে দুর্বল হাদীছকে পৃথক করার জন্য ও মুহাদ্দিছদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের সম্পর্কে জ্ঞান পিপাসুদের জানানোর জন্য তিনি অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, ফকীহদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে রসূল (স.), তারপর খুলাফায়ে রাশিদা, সাহাবা-ই কিরাম, তাবি'ঈ, তাবি'ঈ-তাবি'ঈন এভাবে তার সমসাময়িক পর্যন্ত বীজ্ঞ 'উলামা-ই কিরামদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেছেন। মাশাহীরু 'উলামা'ল আমসার নামক গ্রন্থটি ইব্ন হিব্বান (র.) কতৃক

---

৪৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৪৯৫. c‡ev³, পৃ. ২০

৪৯৬. c‡ev³, পৃ. ২১

৪৯৭. Avi-wimvjvZ Avj-gmZvZwidvn,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪৯৮. Avj-gbZvhvg,প্রাগুক্ত, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৩৬

৪৯৯. Avb-bRgh-hwnivn, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৫

৫০০. ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৫০১. wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, ১৪ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

৫০২. Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭-৮

৫০৩. wjmvbj-gxhvb, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৭; kvhvivZh-hvnve, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৫; gxhvbj-BÔwZ'vj, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯

রচিত গ্রন্থসমূহের একটি। এটি তাঁর তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। যদিও এটি সদম্ভে পাঠক সমাজে সমাদৃত হয় নি। এই গ্রন্থে তিনি শহর কেন্দ্রিক প্রসিদ্ধ 'উলামা-ই কিরামদের নাম উল্লেখ করেছেন। যারা দুর্বল ও পরিত্যজ্য রাভী নয় এবং যারা عَدَالَة বা ন্যায়পরায়ণতার বিপরীতে কোন جَرَح বা দোষে দোষী নয়। 'কিতাবুল-মাজরূহীনা মিনাল-মুহাদ্দিছীন'-নামক গ্রন্থটি ইব্ন হিব্বান (র.) কর্তৃক রচিত রাভীদের ন্যায়পরায়ণতা ও রাভীদের ত্রুটি সম্পর্কিত বর্ণনার একটি গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থে দুর্বল রাভীদের চিনার উপায় ও তাদের হাদীস বর্জনের ক্ষেত্রে তার যে ২০ বিশটি মূলনীতি রয়েছে, তা তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি রাভীর নাম ও তার উপর বর্তিত বিধান বা হুকুম উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি আরোপিত বিধানের কারণও উল্লেখ করেছেন।

আর এ সমস্ত কারণেই 'সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বান গ্রন্থদ্বয় হাদীছ শাস্ত্রের জগতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাছাড়া উভয় গ্রন্থদ্বয়ে স্থান পাওয়া হাদীছগুলোর সনদ ও মাতানে মধ্যে স্বচ্ছতা থাকায়, 'উলামা-ই কিরাম গ্রন্থদ্বয়ের ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন, যা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

পরিশেষে আমি বলতে পারি যে, হাদীছ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থদ্বয় তথা সহীহাইনের পর সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্ ও সহীহ ইব্ন হিব্বানের মর্যাদা নিম্নোক্ত তারতীব অনুযায়ী হবে, ১. সহীহ ইব্ন খুযায়মাহ্, ২. সহীহ ইব্ন হিব্বান, ৩. আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এই অবদানকে কবূল করুন। সেইসাথে আমার অত্র গবেষণাকর্ম দ্বারা বিশ্ববাসীর প্রভুত কল্যান দান করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

MšcÄx

গ্রন্থপঞ্জী

‘আরবী, উর্দূ ও ফার্সী

১. .. আল-কুর’আনুল কারীম

২. ‘আদাব মাহমুদ হিমশ, wilqvZj-nv‘xQ Avjøvhx mvKvZv ÔAvjvBwng ÔAwq¤§vZj-Rvin lqvZ-ZvÔ‘xj, রিয়াদঃ দারু হাসান, ২য় সংস্করণ ১৯৮৭ খ্রি.

৩. আনওয়ার আর্-রিফা‘ঈ, Avj-Bmjvg dx nv‘viwZwn lqv bhwgwnj-B‘wiqwZ lqvm-wmqwmqwZ lqvj-Av‘weqwZ lqvj-ÔBjwgqwZ lqvj-BRwZgvÔBqwZ lqvj-BKwZmvw‘qwZ lqvj-dwbqwZ, বৈরূতঃ দারুল- ফিকরিল-মা‘আসির, ৩য় সং, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.

৪. আবূ যাকারিয়া আন-নাবূভী, Zvnhxej-AvmgvD lqvj-jMvZ, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়া, তা.বি

৫. আবূ ই‘আলা, আল-বাগদাদী, ZevKvZj-nvbvevjvn, সৌদী‘আরবঃ আল-মামলাকাতুল-আরাবিয়্যাতুস্-সা‘উদীয়াহ্, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৯ খ্রি.

৬. আবূ ই‘আলা আল-খলীল Avj-Bikv‘ dx gvÔwidwZ ÔDjvgvÔBj-nv‘xQ, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর্-রুশ্দ, তা.বি.

৭. আবূ সু‘আইলিক, AvÔjvgj-gmwjgxb, আল-ইমামুল-হাফিয আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী,বৈরূতঃ দারুল-ক্বলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.

৮. আবূ জুহরা ZvixL Avj-gvhwnej-Bmjwgqvn, মিসরঃ দারুল-ফিকরিল-‘আরাবীয়্যিাহ, ১৯৮৭ খ্রি.

৯. আবূ যাহু, Avj-nv‘xQ lqvj-gnwÏQb, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘আরাবী, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.

১০. আবূ না‘ঈম আল-ইস্পাহানী, wnjqvZj-Avlwjqv lqv ZevKvZj-Avm-wdqvÔ, কায়রোঃ মাকতাবাতুল-খানিজী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.

১১. আবুল-ক্বাসিম মুহাম্মদ কাররু, kvLmxq¨vZ Av‘vexq¨vn wgbvj-gvkwiK lqvj-gvMwie (বৈরূতঃ দারু মাকতাবাতিল-হায়াত, ১৯৬৬ খ্রি.

১২. আবুল-ফারাজ ইস্পাহানী, Avj-AvMvbx, বৈরূতঃ মুওয়াসসাসাহ মামলাকাহ রিসালাহ, তা. বি.

১৩. আবুল-ফিদা, Avj-gLZvmvix dx AvLewij-evkvi, বৈরূতঃ দারুল-কিতাব, তা. বি.

১৪. আবুল-হাসান, আল-কিফতী, Bbevûi-ixlqvZ ÔAvjv Avbevûb-bnvZ, বৈরূতঃ মু’য়াস্সাসাতু আল-কুতুবিস্-সাকাফিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./ ১৯৮৬ খ্রি.

১৫. ‘আবদুল-কারীম আশ-শাহরাস্তানী, Avj-wgjvj lqvb-wbnvj, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.

১৬. আবদুল-করীম যায়দান, ড.	Dmj ‘-‘v0Iqvn, কায়রোঃ মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.
১৭. ‘আবদুল-‘আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী,	e¯Ívbj gnwÏQxb, করাচীঃ এইচ এম সা‘ঈদ কোম্পানী, তা.বি.
১৮. ‘আবদুল-‘আযীয আল-খাওলী,	wgdZvûm-mbvn, মিসরঃ আল-মাকতাবাতুল-‘আরাবিয়্যাহ্, ২য় সং. ১৯২৮ খ্রি./ ১৩০৭হি.
১৯. ‘আবদুল্লাহ্ আল-হুমায়দী,	RvhlqvZj-gKZwem dx Zvix‡L ÔDjvgvÔBj-Avb‘vjm, তিউনিসঃ দারুল-গুরাবিল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./২০০৮ খ্রি.
২০. ‘আবদুল-হাদী আল-হাম্বালী,	Avm-mwigj-gbKx dxi-iwÏ ÔAvjvm-meKx, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ্, তা.বি.
২১. ‘আবদুর্-রহমান আস-সাখাভী,	dvZûj-gMxQ wekvinx AvjwdqwZj-nv‘xQ, রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারিল-মিনহাজ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি.
২২. আয্-যাইয়াত,	ZvixLj-Av‘wej-ÔAvivex, বৈরূতঃ দারু সাদির, তা. বি.
২৩. আয্-যাঈলা‘ঈ,	bvmvei-ivqvZj-Avnv‘xQj-wn‘vqvn gvÔAv nwkqvZn evMBqvZj-ÔAvjgvÔC dx ZvLixRj-hvCjvÔC, বৈরুতঃ দারুল-ক্বালবাহ, ১ম সংস্করন ১৪১৭ হি./১৯৯৮ খ্রি.
২৪. আয্-যাহাবী, হাফিয	Avj-ÔBevi dx Levi gvb Mevi, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রি.
২৫. আয্-যুবায়দী,	ZvevKvZb-bvnfxb Iqvj-jMvfxb, কায়রোঃ মাতবা‘আতুস্-সামী আল-খানিজী, ১৯৫৪ খ্রি.
২৬. আয্-যিরিকলী, খয়রুদ্দীন	Avj-AvÔjvg, বৈরূতঃ দারুল-‘ইলম লিল-মালাঈন, ১৩৯৯ হি./১৯৭১ খ্রি.
	Avj-AvÔjvg, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবি লিল-মালাঈন, ১১শ সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.
	Avj-AvÔjvg, তাহকীকঃ আহমাদ শাকির, বৈরূতঃ দারুল-মালাঈন, ১৯৯৯ খ্রি.
২৭. ‘আলাউদ্দীন আল-হিচকাফী,	Av‘-‘ii/j gLZvi, করাচীঃ এইচ এম সা‘ঈদ কোম্পানী,তা.বি.
২৮. আল-কানূজী, খান সিদ্দীক হাসান	Avj-wnËvn dx whKwim-wmnvn Avm-wmËvn, বৈরূতঃ দারুয্-যাইল, তা.বি.
২৯. আল-ই‘আকূবী,	ZvixLj-BÔAvKex, বৈরূতঃ শিরকাতুল-আ‘লাম লিল-মাতবূ‘আত, ১ম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.
৩০. আল-ইয়াফি‘ঈ আল-মাক্কী,	wgiÔAvZj-wRbvb, বৈরূতঃ দারূল-কুতুবিল-‘ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.
৩১. আল-খত্বীব আল-বাগদাদী,	ZvixL gv‘xbvZm-mvjvg, বৈরূতঃ দারু আল-গুরাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.
৩২. ,,	ZvixL evM‘v‘, বৈরূতঃ দারুল-ফিক্র, তা. বি.
৩৩. আল-মাকরীযী,	Avj-wLZvZ, বৈরূতঃ দারুস্-সাদির, তা. বি.
৩৪. আল-মাস‘উদী,	gi/Rh-hvnve, বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল-‘আসরিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রি.

৩৫. ,, wKZvej Zvbexn Iqvj Avkivd, বৈরূত : মাকতাবাতু খয়্যাত, ১৯৬৫ খ্রি.

৩৬. আল-হুমায়দী, ‘আবদুল্লাহ্ RvhIqvZj-gKZwem dx Zvix‡L ÔDjvgvÔBj-Avb‘vjm, তিউনিসঃ দারুল-গুরাবিল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./২০০৮ খ্রি.

৩৭. ইব্ন ‘উমার আদ্-দারেকুতনী, mbvb ‘wiKZbx, বৈরূতঃ ‘আলামুল কুতুব, তা.বি.

৩৮. আস্-সাম‘আনী, Avj-Avbmve, কায়রোঃ মাকতাবাতু ইব্ন তাইমিয়া,২য় সংস্করণ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি

৩৯. আহমাদ আমীন, hnvj-Bmjvg, কায়রোঃ মাকতাবাতু নাহযাহ্ আল-মিসরিয়্যাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪ খ্রি.

৪০. ,, hniæj-Bmjvg, কায়রোঃ মাতবা‘আতুল-লাজনাহ্ ওয়াত্-তালীফ ওয়াত্-তারজুমাহ্ ওয়ান্-নাশ্‌র, ১৩৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.

hniæj-Bmjvg, কায়রোঃ শিরকাতু নাওয়াবিগুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.

৪১. আহমাদ হাসান আয্-যাইয়াত, ZvixLj-Av‘wej-ÔAvivex, বৈরূতঃ দারুল-মা‘রিফাহ, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি./১৪১৯ হি.

৪২. আহমাদ আল-ইস্পাহানী, wnjqvZj-AvIwjqv Iqv ZvevKvZj-Avm-wdqv, বৈরূতঃ দারুল-ফিক্‌র, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খি.

৪৩. আহমাদ ইব্ন ‘উছমান আয-যাহাবী, Avj-gÔCb dx ZevKwZj-gnwÏQxb, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮ খ্রি.

৪৪. আহমাদ ইব্ন হুসায়ন আল-বায়হাকী, Avm-mbvbj-Keiv, বৈরূতঃ দারূল মা‘রিফাহ্, তা.বি.

৪৫. আহমাদ শাকির, Avj-ewnQj-nvQxQ we kviwn BLwZmwi ÔDjwgj-nv‘xm, বৈরুতঃ মাকতাবাতু সবীহ, তা.বি.

৪৬. আস্-সুলামী, ‘আবদুর রহমান, ZevKvZm-mwdq¨vn, কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৮২ খ্রি.

ZevKvZm-mwdq¨vn, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.

৪৭. ই‘আকুত আল হামাভী, gÔRvgj D‘vev, কায়রো : মাতবা‘আতু ‘ঈসা আল-হালাবী, ১৯৩৬ খ্রি.

৪৮. ,, gÔRvej-D‘vev, বৈরূতঃ দারুল-ইয়াহ্ইয়াইত্-তুরাসিল ‘আরাবী, তা. বি.

৪৯. ,, gÔRvgj-ej‘vb, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

৫০. ,, gÔRvgj-ej‘vb, বৈরূতঃ দারু সাদির, ১ম সংস্করণ ১৩৯৭ হি./ ১৯৭৭ খ্রি.

৫১. ইউসূফ ইব্ন তাগরী আল-বারদী, Avb-bRgh-hwnivn, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.

৫২. ইউসূফ ইব্ন ইব্রাহীম আস-সাহমী, Zvix‡L RiRvbx, হায়দারাবাদঃ দায়িরাতুল-মা‘আরিফুল-‘উছমানিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯ হি./ ১৯৫০ খ্রি.

৫৩. ইব্ন আহমাদ, মুহাম্মাদ আল-ফারসী, Avj-ÔAvK‘Q-Qvgxb dx Zvix‡L Avj-evjw‘j-Avgxb, বৈরূতঃ gÔAvmmvmvZi-wimvjvn, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.

Avj-ÔAvK‘Q-Qvgxb, বৈরূতঃ মু’আয়াস্‌সাসাতুর-রিসালাহ্, তা. বি.

৫৪. ইব্‌ন আহমদ, মুহাম্মাদ আল-মাকদাসী, AvnmvbZ-ZvKvmxg dx gv©widwZj-AvKvjxg, লাইডনঃ মাতবা'আতুবীল, ১৯০৬ খ্রি.

৫৫. ইব্‌ন 'আসাকির, Avj-g©Rvgj-gkZvgvj, দামিশকঃ দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.

৫৬. ইব্‌ন 'আসাকির, ZvixL gv'xbvZ 'wgkK, বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./ ২০০১ খ্রি.

৫৭. ইব্‌নুল-আনবারী, মুহাম্মাদ bhnvZj-Avjev© dx ZevKwZj-D'vev©, আরুদ্‌নঃ মাকতাবাতুল মানার, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৫ খ্রি.

৫৮. ইব্‌ন ই'আকূব. মুহাম্মাদ মিসকাওয়াই, ZvRwiej-Dgvg Iqv Zv©AwKej-wngvg, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্‌, ১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.

৫৯. ইব্‌ন আবী হাতিম, আল-জারহ্‌ ওয়াত্‌-তা'দীল,বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল- 'ইলমিয়্যাহ্‌, তা. বি.

৬০. ,, আল-জারহ্‌ ওয়াত্‌-তা'দীল, বৈরূত : দারুল-ফিকর, ১৩৭২ হি./ ১৯৫৩ খ্রি.

৬১. ইব্‌ন 'ঈসা, জামি'উত্‌-তিরমিযী, দেওবন্দঃ ইউ,পি, ইন্ডিয়া : মুখতার এন্ড কোম্পানী, তা. বি.

৬২. ইব্‌ন কাছীর, Avj-we'vqvn Iqvb-wbnvqvn (দারুল হিজরঃ মারকাযুল- বুহুছ ওয়াদ-দিরাসাতিল-'আরাবিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.

৬৩. ,, Rwg©Dj gvmvbx' Iqvm- mbvb, মুকাদ্দামাহ (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা. বি.

৬৪. ,, wjmvbj-gxhvb, হায়দারাবাদঃ ডিকান, দায়িরাতুল 'উসমানিয়্যাহ, ১৩৩১ হি.

৬৫. ,, Avj-ewnQj-nvQxQ kviwn BLwZmviæ ©Djwgj-nv'xQ, তাহকীকঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, রৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্‌, তা.বি

৬৬. ইব্‌ন কুতাইবা, Zvdmxi Mixej KiAvb, বৈরূত : দারু মাকতাবতিল-হিলাল ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.

৬৭. ইব্‌ন খাল্লিকান, IqwdqvZj Av©Bqvb, বৈরূতঃ দারুস সাদির, তা. বি.

৬৮. ইব্‌ন খালদূন, Avj-gKwÏgvn, বৈরূত : দারুল কলম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.

Avj-gKwÏgvZ Beb Lvj'b, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.

৬৯. ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, mnxn Beb Lhvqgvn, তাহকীকঃ ড. মুহাম্মাদ মুসতাফা আল-আ'যামী, বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.

৭০. ইব্‌ন খুযায়মাহ্‌, mnxn Beb Lhvqgvn, সম্পাদনায়ঃ সালিহুল-লাহ্‌হাম, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর্‌-রয়্যান, ১ম সংস্বরণ, ১৪২৮হি./২০০৭ খ্রি.

৭১. ,, wKZveZ-ZvInx' Iqv BQevZ-wmdvZi-ie, তাহকীক, ড. আব্দুল 'আযীয ইব্‌রাহীম আশ-শাহ্‌ওয়ান, রিয়াদঃ দারুর- রুশ্‌দ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.

৭২. ইব্‌ন জারীর আত্-ত্বারী,	ZvixLZ-Zevix, ZvixLi-iæmj Iqvj-gjK, কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি
৭৩. ,,	ZvixLj Dgvg Iqvj gjK, কায়রোঃ মাতবা'আতুল ইসতিকামাহ্, ১৩৫৮ হি./১৯৩৯ খ্রি.
৭৪. ইব্‌ন জিলজিল, আবূ দাউদ	ZevKvZj AwZeŸv Iqvj-ûKvgv, তাহকীকঃ ফুয়াদ সায়্যিদ, বৈরূতঃ মু'আসসাসাতুর-রিসালাহ, ২য় সং, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.
৭৫. ইব্‌ন তায়মিয়া,	KvôC'vZ RwjjvZ wdZ-ZvIqvmmwmj Iqvj-Iqwmjvn, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, তা.বি.
৭৬. ইব্‌ন নাদীম,	Avj-wdnwiস্ত, বৈরূতঃ মাকতাবতুল খায়্যাত, ১৮৭২ খ্রি.
৭৭. ইব্‌নুল-আছীর,	Dm'j-Mevn, বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১৩৭৭ হি.
৭৮. ,,	Avj-Kwgj dxZ-ZvixL, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.
৭৯. ,,	Avj-jeve dx Zvnhxwej-Avbmve, বাগদাদঃ মাকতাবাতুল মুছান্না, তা. বি.
৮০. ইব্‌নুল-জাওযী,	wmdvZm-mvdIqvn, স্থান অজ্ঞাতঃ দারুল মা'রিফাহ্, তা.বি.
৮১. ইব্‌নুল-জাওযী,	Avj-gbZvhvg dx ZvIqvixwLj-gjwK Iqvj-ôDgvg, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./ ১৯৯২ খ্রি.
৮২. ,,	Avj-gbZvhvg dx ZvIqvixwLj-gjwK Iqvj-ôDgvg, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.
৮৩. ইব্‌নুল-জাযরী আদ্-দিমাশকী,	MqvZb-wbnvqv dx ZevKvZj-Kiiv, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৬ খ্রি.
৮৪. ইব্‌নুল-মুলাক্কিন,	ZevKvZj-AvIwjqv, কায়রোঃ মাকতাবাতুল-খানিজী, ২য় সংস্করণ ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.
	ZevKvZj-AvIwjqv, কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানজী, ১৯৭৩ খৃ.
৮৫. ইব্‌রাহীম মাদকূর, ড.	Avj-gôRvgj-IqvmxZ, দেওবন্দঃ মাকতাবা যাকারিয়া, ১ম সং, ১৩৯২ হি./১৯৭২ খ্রি.
৮৬. ইব্‌নুল-'ইমাদ, 'আব্দুল হাই	kvhvivZh-hvnve, ৩য় খণ্ড, বৈরূতঃ দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.
	kvhvivZh-hvnve, ৪র্থ খণ্ড, বৈরূতঃ দারু ইব্‌ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.
৮৭. ইব্‌ন সা'আদ, মুহাম্মাদ	AvZ-ZevKvZj-Keiv, বৈরূতঃ দারুল-ফিক্‌র, তা.বি.
৮৮. ইব্‌ন সালিম আল-কুরশী,	Avj-RvIqwnwij-g'xqvn dx ZevKwZj-nvbwdqvn, আল-হিজ্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.
৮৯. ইব্‌ন হাদী, আদ্-দিমাশকী,	ZevKvZ ôDjvgvôBj-nv'xQ, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর্-রিসালাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.
৯০. ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী,	ZvnhxeZ Zvnhxe, লাহোরঃ 'আবদুত্-তাওয়াব একাডেমী,তা.বি.

৯১. ,, ZvnhxeZ-Zvnhxe, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১ম সং, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.

৯২. ,, ZvnhxeZ-Zvnhxe, বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.

৯৩. ,, wjmvbj-gxhvb, বৈরূতঃ মাকতাবাতু আল-মাতবু‘আতুল-ইসলামিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হিজরী/ ২০০২ খ্রি.

৯৪. ,, ZvKixeZ-Zvnhxe, দেওবন্দ : মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ২য়সংস্করণ ১৪০৮হি./১৯৮৮খ্রি.

৯৫. ,, Avj-KIjj-gmvÏv‘, কায়রোঃ মাকতাবাতু ইমাম ইব্ন তায়মিয়াহ্, ১৪০১ হি.

৯৬. ,, bhnvZb-bvhi kviû bLevZj-wdKi, বৈরুতঃ দারু কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ্, তা.বি.

৯৭. ,, bhnvZb-bvhwi dx ZvIhxwn bLewZj-wdKi dx g¯Ívjwn Avnwj-AvQvi, রিয়াদঃ মাকতাবাতু মুলকি ফাহাদিল-ওয়াতানী, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.

৯৮. ,, Avb-bKZ ÔAvjv wKZwe Bewbm-mvjvn, ত্বব‘আতু আল-মাজলিসুল-‘ইলমী, আল-জামি‘আতুল-ইসলামিয়াহ্, মাদীনা মুনুওয়ারাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.

৯৯. ইব্ন হিব্বান, Avj-Bnmvb dx ZvKixwe mnxn Beb wneŸvb, তারতীবে ইব্ন বালবান, তাহকীকঃ শু‘আইব আরনা’উত, বৈরুতঃ মুয়াস্‌সাসতুর-রিসালাতাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খ্রি.

১০০. ,, ZviZxeQ-wQKvZ, মিসর : দারুল-কুতুব, তা.বি.

১০১. ,, wKZveQ-wQKvZ, দক্ষীণ হায়দারাবাদঃ দাইরাতুল-‘উছমানিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.

১০২. ,, mnxn Beb wneŸvb, তাহকীকঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, কায়রোঃ মাকতাবাতু ইব্ন তায়মিয়াহ্, তা. বি.

১০৩. ইব্ন হিব্বান, mnxn Beb wneŸvb, তাহকীকঃ ড. মুহাম্মাদ ‘আলী সূনামায ও ড. খালিস আয় দামির, বৈরূতঃ দারু ইব্ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৩ হি./২০১২ খ্রি.

১০৪. ,, wKZve Avj-Rvin IqvZ-ZvÖ‘xj, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়াহ্, তা. বি.

১০৫. ,, gvkvnxiæ ÔDjvgvÔBj-Avgmvi, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল-‘ইলমিয়াহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খ্রি.

১০৬. ,, wKZvej-gvRi‍f‌nxbv wgbvj-gnwÏQxb, তাহকীকঃ মাহদী ‘আবদুল-মাজীদ আস্‌-সালাফী, রিয়াদঃ দারুস্‌-সামী‘ঈ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.

১০৭. ,, ZvixLm-mvnvevZv Avjøwhbv iæBqv ÔAvbûgj-AvLevi, তাহকীকঃ বুরান আদ-দান্নাভী, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি./ ১৯৮৮ খ্রি.

১০৮. ,, ilhvZj-ÔDKvjvÔ Iqv bhnvZj-dhvjvÔ, তাহকীকঃ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফিকহী, মাকতাবাতু সুন্নাতুল-মুহাম্মাদিয়াহ্, তা.বি

১০৯. ইব্‌ন হুসায়ন আল-‘ইরাকী, AvZ-ZvKqx‘ Iqvj-C‘vn jv¤§v AvZjvKv Iqv AvMjvKv wgb wKZwe Beb mvjvn, দামিশকঃ দারুল ফিকর, তা.বি.

১১০. ইব্‌ন শাকির, মুহাম্মাদ আল-কাতবী, dvIqvZj-IqvdBqvZ, বৈরূতঃ দারু সাদির, তা.বি.

১১১. ইব্‌ন সালিম, আল-কুরশী, Avj-RvIqwnwij g‘xqvn dx ZevKwZj-nvbwdqvn, আল-হিজ্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.

১১২. ইমাম বুখারী, AvZ-ZvixLQ-QMxi, বৈরূতঃ দারুল মা‘আরিফ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

১১৩. ইমাম নবুভী, AvZ-ZvKixe IqvZ-Zvqmxi, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-‘ইলমিয়াহ্, তা. বি.

১১৪. ইমাম হাকিম আন্‌-নায়সাপূরী, gvÔwidvZ ÔEjwgj-nv‘xQ, বৈরূতঃ দারু ইব্‌ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.

১১৫. ইমাম নাসাঈ, Zvdmxwi bvmvC, বৈরূতঃ মু’আস্‌সাসাতুল কুতুবিস সাকাদিয়া, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.

১১৬. ইমাম মুসলিম আন্‌-নাইসাপূরী, mnxn gmwjg, লাহোরঃ গোলাম আলী এন্ড সন্স, ১৩৭৬ হি.

১১৭. ইসমা‘ঈল পাশা আল-বাগদাদী, nv‘BqvZj-ÔAwidxb AvmgvDj-gÔAwjødxb Iqv AvQvivæj-gmwbdxb wgb Kvkwdh-hbb, বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.

১১৮. ,, nv‘qvZj-ÔAwidxb, বৈরূতঃ দারু ইয়াহ্‌ইয়াউত্‌-তুরাসিল-‘আরাবী, তা.বি.

gÔRvgj-ej‘vb, বৈরূতঃ দারুল-ফিক্‌র, তা. বি.

১১৯. ‘উমার ফারুক, ZvixLj-Av‘wej-ÔAvivex, বৈরূতঃ দারুল-‘ইলম লিল-মালাঈন, ১৯৬৯ খ্রি.

১২০. ‘উমার রিযা কাহ্‌হালাহ্, gÔRvgj gAwjødxb, বৈরূতঃ মু’আস্‌সাসাতুর-রিসালাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.

১২১. ‘উজাজ আল-খত্বীব, Avm-mbvZ KvejvZ-Zv‘fxb, কায়রোঃ মাকতাবাতু ওহাবাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.

১২২. খত্বীব আল-বাগদাদী, ZvixL evM‘v‘, বৈরূতঃ দারুল-ফিক্‌র, তা. বি.

১২৩. ,, Zvix‡L evM‘v‘, বৈরূতঃ দারু আল-গুরাবুল-ইসলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি./ ২০০১ খ্রি.

১২৪. ,, Avj-RwgÔ wj AvLjwKi-ivfx Iqv Av‘wem-mvgx, মিসরঃ দারুল-কুতুব আল-মিসরিয়াহ্, তা. বি.

১২৫. জামালুদ্দীন আল-কিফতী, Bbevûi-iæIqvZ ÔAvjv Avbewnb-bnvZ, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতু আল-কুতুবিস্-সাকাফিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

১২৬. জালাল উদ্দীন আস্-সুয়ূতী, ZvixLj-Ljvdv, বৈরূতঃ দারু ইব্ন হাযম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.

১২৭. ,, ZevKvZj-ûddvh, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.

১২৮. ,, jeŸj-jeve dx Zvnixwij-Avbmve, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১১ হি./ ১৯৯১ খ্রি.

১২৯. ,, হুসনুল-মুহাদারাহ্, বৈরূতঃ দারু ইয়াহ্ইয়াইল-কুতুবিল-'আরাবিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.

১৩০. ,, ZvixLj Ljvdv, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবুত থানবী, ১৯৯৬ খ্রি.

১৩১. ,, Avj-BZKvb dx ÔDjwgj KiAvb, বৈরূত : দারু ইহ্য়াইল- 'উলুম ১৪০৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.

১৩২. ,, Zv'ixei-ivex, করাচী : মীর মুহাম্মাদ কুতুব খানা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হি./১৯৭২ খ্রি.

১৩৩. ,, Zv'ixei-ivex dx kvin ZvKixeb-bvefx, তাহকীকঃ আবূ মু'আয ত্বারিক ইব্ন 'ইওয়াযুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ, রিয়াদঃ দারুল 'আসিমাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./ ২০০৩ খ্রি.

১৩৪. ,, Zv'ixei ivex, মিসরঃ মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী, তা.বি.

135. ,, Zv'ixei-ivfx dx kviwn ZvKixeb-bvefx, তাহকীকঃ 'আবদুল ওয়াহাব আল্-লত্বীফ, রিয়াদঃ মাকতাবাতু আর্-রিয়াদুল-হাদীছাহ্, তা. বি.

136. ,, Zv'ixei-ivfx dx kvinZvKixeb-bvefx, তাহকীকঃ মুহাম্মাদ আইমান ইব্ন আবদিল্লাহ্ আশ্-শিবরাভী, কায়রোঃ দারুল-হাদীছ, ২০০২ খ্রি.

১৩৭. জামালুদ্দীন আবীল-হুজ্জাজ Zvnhxej-Kvgvj dx AvmgvBi-wiRvj, বৈরূতঃ মুয়াস্সাসাতুর্-রিসালাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.

১৩৮. জামালুদ্দীন আল-কিফতী, Bbevûi-iæIqvZ ÔAvjv Avbewnb-bnvZ, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতু আল-কুতুবুস্-সাকাফিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

১৩৯. জুরজী যায়দান, ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, মু'আস্সাতু দারিল-হিলাল, ১৯৬৮ খ্রি.
ZvixL AvZ-ZvgvÏwbj-Bmjvgx, বৈরূতঃ দারু মাকতাবাতুল-হায়াত, তা.বি

১৪০. জুরযী যায়দান, ZvixL Av'wej-jMwZj-ÔAviwe¨vn, বৈরূতঃ দারু মাকাতাবাতিল-হায়াত, ১৯৮৩ খ্রি.

১৪১. যায়েন-উদ্দীন 'আব্দুর রহমান হুসায়ন, gKvÏvgvZ Bewbm-mvjvn, দেওবন্দঃ কুতুবখানা 'ইলমিয়াহ তা.বি.

১৪২. রশীদ আহমাদ আল-আনসারী, jwgÔD'-'ivix ÔAvjv RwgÔDj eLvix, হিন্দুস্তানঃ মাকতাবাতুল ইয়াহ্ইউয়া, তা.বি.

১৪৩. তাজ উদ্দীন আস্-সুবকী, ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, বৈরূতঃ দারু ইয়াহ্উত্-তুরাসিল-'আরাবী, তা.বি.

ZevKvZk-kwdÔBqvZj-Keiv, বৈরূতঃ দারু ইয়াহ্উত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৩ হি./১৯৯৪ খ্রি.

১৪৪. নুর উদ্দীন 'আত্তার, ড. — gvbnvRb-bvK' dx ÔDjwgj-nv'xQ, দামিশকঃ দারুল-ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.

১৪৫. নূর উদ্দীন 'আত্তার, ড. — Avj-Bgvg wZigwh Iqvj-gqvhvbvZ evqbv RwgÔD Iqv evqbvm-mnxnvBb, দামিশকঃ মু'আস্সাসাতুর্-রিসালাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রি.

১৪৬. ফুয়াদ সাজকীন, ড. — ZvixL AvZ-ZiwQj-ÔAvivex, সৌদী 'আরবঃ ইদারাতুস-সাকাফী, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.

১৪৭. বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, — Avj-wn'vqvn kviû we'vqvZj-geZv'x, বৈরুতঃ দারু আল-মা'রিফাতু আল-মাকতাবাতুল- ইসলামিয়া, তা.বি.

১৪৮. শামসুদ্দীন আদ্-দাভূদী, — ZevKvZj-gdvmwmixb, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, তা.বি.

ত্বাবাকাতুল-মুফাস্সিরীন, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.

১৪৯. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, হাফিয,, — wmqvi æ AvÔjwgb-bevjv, তাহকীকঃ শু'আইবুল-'আরনা'উত ও সালিহুস্-সামার, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.

১৫০. ,, — ZvhwKivZj-ûddvh, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়াহ্, তা.বি.

১৫১. ,, — Avj-gMbx dx'-'ÔAvdvÔC, কাতারঃ ইদারাতু ইখইয়ায়ূ আত-তুরাসিল-ইসলামী, তা.বি

১৫২. ,, — Zvhnxe Zvnhxej-Kvgvj dx AvmgvBi-wiRvj, কায়রোঃ আল-ফারূকুল হাদীছাহ্ লিত-ত্বা'আতী ওয়ান্-নাশরী, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.

১৫৩. ,, — Avj-Kwkd, জিদ্দাহ্ঃ দারুল-কিবলাহ্ লিছ্-ছাকাফাতিল-ইসলামিয়াহ্, তা. বি.

১৫৪. ,, — gxhvbj-BÔwZ'vj, বৈরূতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.

১৫৫. ,, — 'Iqvjj-Bmjvg, বৈরূতঃ দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.

১৫৬. ,, — ZvixL 'Iqwjj-Bmjvg, তাহকীকঃ ফাহীম শালতূত, কায়রোঃ আল-হায়'ওয়াতুল মিসরিয়্যাতিল 'আম্মাহ, ১৯৭৪ খ্রি.

১৫৭. শারফুদ্দীন আন-নববী, — Zvnhxe AvmgvDj-jMvn, বৈরূতঃদারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, তা.বি.

১৫৮. মাহমূদ শাকির, — AvZ-ZvixLj-Bmjvgx, বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.

১৫৯. মুহাম্মাদ খুদরী বেগ, শায়খ — gnv'vivZ ZvixLj Dgwgj Bmjwgq¨vn Av'-'vIjvZj ÔAveŸwmq¨vn, বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফাহ্, তা. বি.

ZvixLj-Dgwgj-Bmjwgqvn Av'-'vIjvZj-ÔAveŸwmq¨vn, বৈরূতঃ দারুল-ক্বলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

১৬০. মুহাম্মাদ কারদ 'আলী — Avj-Bmjvg Iqvj-nv'viviZj-ÔMiweq¨vn, মিসরঃ মাতবাআতু দারিল-কুতুবিল-মিসরিইয়াহ, ১৩৫৮ হি./১৯৩৬ খ্রি.

১৬১. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ড. — Bgvg Ave 'vD' Avkvix I Zvi dx ÔBjwgj nv'xQ, রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ্, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.

১৬২. মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, — KvIqwq'Z-Zvn'xQ, মিসরঃ 'ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৬১ খ্রি.

১৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর আল-কাত্তান — Avi-wimvjvZ Avj-gmZvZwidvn, বৈরূত : দারুল-ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৪০০ হি.

১৬৪. মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খত্বীব, — Avm-mbvZ KvejvZ-Zv'fxb, কায়রোঃ মাকতাবাতু ওয়াবাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.

১৬৫. যায়েন উদ্দীন 'আবদুর রহমান হুসায়ন, — gKvÏvgvZ Bebm-mvjvn, দেওবান্দঃ কুতুবখানা 'ইলমিয়াহ্, তা.বি.

১৬৬. সালাহ্‌উদ্দীন আস্-সিফাদী, — wKZve Avj-Iqvdx wej-IqvdBqvZ, বৈরূতঃ দারু ইয়াহ্‌উত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.

১৬৭. সা'দ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্, ড. — gvbwnRj-gnwÏQxb, রিয়াদঃ দারু 'উলূমিস্-সুন্নাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.

১৬৮. সিরাজুদ্দীন আল-মিসরী, — ZevKvZj-AvIwjqv, কায়রোঃ মাকতাবাতুল খানিজী, ২য় সংস্করণ ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.

১৬৯. সুবহী সালিহ, ড. — Djgj-nv'xm Iqv gmZjvûû, বৈরূত : দারুল-ইল্‌ম, ১৫তম সং. ১৯৮৪ খ্রি.

১৭০. হান্না আল-ফাখূরী, — Avj-RwgôE dx ZvixwLj-Av'wej-ÔAvivex, বৈরূতঃ দারুল-জাইল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.

১৭১. হাসান ইব্‌রাহীম হাসান, ড. — ZvixLj-Bmjvg, বৈরূতঃ দারুল জীল, ১৩শ সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.

ZvixLj-Bmjvg, বৈরূতঃ দারুল-জীল, ১৪শ সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.

১৭২. হাসান খামীস, — Avj-Av've Iqvb-bmL, সৌদি আরবঃ ১৪১০হি./১৯৮৯ খ্রি.

১৭৩. হাসান 'আলী আল-বুখারী আল-কুনুজী, — AvZ-ZvR Avj-gKvjjvj, রিয়াদ : মাতকামাতু দারুস সালাম, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.

১৭৪. হাজী খলীফা, ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্, — কাশফুয যুনূন 'আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন, বৈরূতঃ দারুল-ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২খ্রি.

Kvkdh-hbb, বৈরুতঃ দারু ইহ্‌ইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবী, তা. বি.

১৭৫. হাকিম আন-নাইসাপূরী, — Avj-gv'Lvj dx ÔDjwgj nv'xm, আলেপ্পঃ তা. বি.

১৭৬. হাকিম আন্-নায়সাপুরী, — Avj-g¯Ív'ivK ÔAvjvm-mnxnvqb, বৈরূতঃ দারু কুতুবিল-'ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.

Avj-g¯Ív'ivK ÔAvjvm mnxnvqb, সৌদি'আরবঃ দারুল হারামাইন, ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.

১৭৭. হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী আল-বায়হাকী, — Avm-mbvbj-Keiv, বৈরূতঃ দারূল মা'রিফাহ,তা.বি.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা উৎস

১৭৮. আবূ সা‘ঈদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্, wdKn kv‡¯i µgweKvk, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.

১৭৯. ‘আব্দুল মওদুদ, gmwjg gbxlv, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬ খ্রি.

১৮০. ‘আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী র. gKwÏgvZj wgkKvZ, অনুবাদঃ মুফতী রেজাউল হক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, ঢাকাঃ আল আকসা লাইব্রেরী, ২য় সংস্করণ

১৮১. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, Bmjv‡gi BwZnvm, অনুবাদঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জমাদিউস সানী, ১৪২৯ হি./জুন, ২০০৮ খ্রি.

১৮২. আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন, Aviex mvwn‡Z¨i BwZnvm, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.

১৮৩. ইমাম আবূ দাউদ, Ave ‘vD‘ kixd, অনুবাদঃ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, রজব ১৪২৭ হি./আগোষ্ট ২০০৬ খ্রি.

১৮৪. ইব্রাহীম খাঁ, Avie RwZi BwZK_v, ঢাকাঃ বুক ভিলা, ১৯৭০ খ্রি.

১৮৫. ইনামুল হক, ড. ga¨cvP¨ : অতীত ও বর্তমান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৪ খ্রি.

১৮৬. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ, ড. Bgvg Beb gvRvn nv‘xm PPvq Zvi Ae‘vb, ঢাকাঃ ইসালামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.

১৮৭. কে. আলী, gmwjg ms¯wZi BwZnvm, ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮ খ্রি.

১৮৮. মফীজুল্লাহ কবীর, gmwjg mf¨Zvi ¯bhM, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮৭ খ্রি.

১৮৯. মুহাম্মাদ ‘আব্দুর রহীম,মওলানা nv‘xm msKj‡bi BwZnvm, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী,৭ম প্রকাশ, ১৪২১হি./২০০০ খ্রি.

nv‘xQ msKj‡bi BwZnvm, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৫শ প্রকাশ, ১৪২১ হি./২০১২ খ্রি.

১৯০. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, ড. Bgvg Zvnvfx i. Rxeb I Kg, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.

১৯১. ,, nv‘xm kv‡¯i BwZeË, রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি.

১৯২. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ড. evsjv fvlvq KiAvb PPv, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.

১৯৩. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ড. ÔDjgj nv‘xm, রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্স, ১৪২১হিঃ/২০০০ খ্রি.

১৯৪. ,, gdvmwmi cwiwPwZ I Zvdmxi chv‡jvPbv, রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.

১৯৫. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী, ড. Zvdmxiæj KiAvb DrcwË I µgweKvk, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.

১৯৬. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, ড. — wiRvj kv¯ I Rvj nv'x‡mi BwZeË, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.

১৯৭. মুহাম্মদ শফী', মুফতী — Zvdmx‡i gvÔ†idj †KviAvb, অনুবাদকঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৯ম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.

১৯৮. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, — Avie RvZxi BwZnvm, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ/১৯৮৯ খ্রি.

১৯৯. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, ড. — Avm-wmnvn Avm-wmËvn cwiwPwZ I chv‡jvPbv, রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.

২০০. মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, — Bmjvgx ÔAvKx'v I åvšÍ gZev', ঢাকাঃ থানভী লাইব্রেরী, ১৪২৫ হি. ২০০৪ খ্রি.

২০১. মূসা আনসারী, — ga¨h‡Mi gmwjg mf¨Zv I ms¯wZ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ/১৯৯৯ খ্রি.

২০২. মোহাম্মদ আমীর হোসেন, — mgvR weÁvb, ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী প্রাঃ লিমিটেড, তা. বি.

২০৩. রশীদুল আলম, ড. — gmwjg 'k‡bi fwgKv, ঢাকাঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ১৬শ সং, ২০০৯ খ্রি.

২০৪. ,, — gmwjg 'k‡bi fwgKv, বগুড়াঃ সাহিত্য কুটির, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯ খ্রি.

২০৫. শামসুল হক, — ms¯wZ PPvq I MšvMvi msMV‡b gmwjg, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.

২০৬. সুবোধ চৌধুরী, — gvbe mgvR, ১ম খণ্ড, অশোক পুস্তকালয়, ১৩৬৩ বাংলা

২০৭. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ড. — Bmjv‡gi BwZnvm, ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৪ খ্রি.

বিশ্বকোষ

২০৮. সম্পাদন পরিষদ — msw¶ß Bmjvgx wek‡Kvl, ১ম খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.

২০৯. সম্পাদনা পরিষদ, — Bmjvgx wek‡Kvl, ২য় খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জমাদিউল-আওয়াল, ১৪২৫ হি./জুন, ২০০৫ খ্রি.

২১০. সম্পাদনা পরিষদ — Bmjvgx wek‡Kvl, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রি.

২১১. সম্পাদনা পরিষদ, — Bmjvgx wek‡Kvl, ২০শ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, যিলহাজ্জ, ১৪১৬ হি./এপ্রিল, ১৯৯৬ খ্রি.

২১২. ,, — Bmjvgx wek‡Kvl, ১৯শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.

২১৩. ,, — Bmjvgx wek‡Kvl, ১৪শ খণ্ড, ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৩ খ্রি.

২১৪. ,, Bmjvgx wek‡Kvl, ১১শ খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.

২১৫. ,, Bmjvgx wek‡Kvl, ১৫শ খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.

প্রবন্ধ

২১৬. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ড. মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান: nv'xm PPvq Zvi Ae'vb, ইসলামিক স্টাডিজ রিসার্স জার্নাল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ৩য় সংখ্যা, জুন, ২০১৩/২০১৪ খ্রি.

২১৭. সফা জা'ফর 'উলওয়ান, ড. gvbnvR Beb Lhvqgvn dx Kewj wiIqwZ dx mnxnx, মুজাল্লাতু কুল্লিয়াতু আল-'উলুমুল-ইসলামিয়াহ্, বাগদাদ ইউনিভার্সিটি, ২৭শ সংখ্যা,২০১১ খ্রি.

এম. ফিল. ও পিএইচ. ডি. থিসিস

২১৮. মুহাম্মদ ইকরামুল ইসলাম, W. Bgvg Avej-nvmvb ÔAvjx Beb ÔDgvi Av'-'vivKZbx (in.): nv'xQ PPvq Zvi Ae'vb, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস, ২০০২ খ্রি.

২১৯. ইফতিখার আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল কাকির, gLZwjdj-nv'xQ dx mnxn Beb Lhvqgvn I mnxn Beb wneŸvb, পাকিস্তান: আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি থিসিস

২২০. মোঃ হাছিনুর রহমান, Avngv' Beb Avjx Avj-Rvmmvm I gnv¤§' Bebj-ÔAvivex (i)-Gi AvnKvgj KiAvb: GKwU ZjbvgjK chv‡jvPbv, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস, জুন ২০১২

২২১. এ. বি. এম. 'আবদুল্লাহ্, Avj-Bgvg Beb wneŸvb Iqv wL'gvZû dx ÔBjwgj-nv'xQ, কুষ্টিয়াঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, অপ্রকাশিত এম.ফিল থিসিস, ১৪৩২ হি./ ২০১১ খ্রি.

ইংরেজী উৎস

222. Adam Kuper, *The Social Science Encyclopedia*, London: Library of Congress Cataloging in Publication, Date 1985.

223. S. M. Madni Abbasi *Encyclopedia of Social Science*, New york: TheMacmillan Company, 1963.

224. Manzoor Ahamad Hanifi *A Survey of Muslim Institutionand Culture*, Lahore: SH.Muhammad Ashraf, 1964.

225. Francesco Gabrieli, *The Arab*, America: Green Wood Press, 1963.

226. Muhammad Zubayar Siddiqi, *Hadith Literature*, Calcutta: Calcutta University, 1961.
227. Dr. M.Ahmed, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, Dacca: Mullick Brothers, 1963.
228. Huda Al-Alam, *The Religions of the World*, London: Minorsky, 1973.
229. P.K Hitti... *History of the Arabs*, London: Macmellan & Co.Ltd. The Edition, 1961.
230. Reuber Levy, *The Social Structure of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1962.
231. Syed Ameer Ali, *A Short History of the Saracens*, London: Macmellan Co.Ltd.
232. Sayyed Abdul Hai, *Muslim Philosophy*, Dhaka: Islamic Foundation of Bangladesh, 1982.
233. S.M Imamuddin, *A Political History of Muslim*, Dacca;Nazmah & Sons, 1963.
234. Scophy, *Gepgrophy of The Muslim of the Middle Ages*, American: Geographical Review, 1850.
235. Sayyid Fayyaz Mahmud, *A Short History of Islam*, Pakistan:Oxford University Press, 1960.
236. Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, New Delhi:Orientel Books Reprint Corporation, First Edition, 1985.
237. William Muir, *The Calipathe*, London: Oxford University Press, 1891.
238. *Encyclopeadia of Islam*, Leiden: E.J.Bril, 1971.
239. *Encyclopaedia Britannica*, London: William Benton, Publisher, First Published, 1968.